দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি যঃ সাংখ্যাদ্যুক্তিকণ্টকান্।
ছিত্ত্বা যুক্ত্যাসিনা বিশ্বং কৃষ্ণক্রীড়াস্থলং ব্যধাৎ ॥

১॥ রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্

স্বপক্ষে পরৈরুদ্ভাবিতা দোষো নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দূষ্যন্তে ইতরথা বৈদিকঃ বর্ত্ম বিহায় তেষু জনানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদনর্থঞ্চ তে সমীয়ুঃ। তত্র তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্যতে।

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

কুতর্ককর্কশৈর্দৃপ্তান্ নানাবাদসমাকুলান্।
জনানুদ্ধারিতং যেন স গৌরঃ শরণং মম ॥

অথ সাংখ্যাদি পরপক্ষ প্রত্যাখ্যান সিদ্ধয়ে শ্রীব্রহ্মসূত্রকার স্তুতিরূপং মঙ্গলামাচরয়ন্তি— কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি, নমস্কারং করোমীত্যর্থঃ। স চ বেদবিভাগকৃৎ পুরাণ মহাভারতাদিকর্ত্তা চ; তথাচ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—৩।৪।৫ কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্। কো হ্যন্যো ভুবিমৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥ শ্রীভাগবতে চ —১৩২১, ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥ ইতি শ্রীভগবদবতারবিশেষ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নং সর্ব্বশাস্ত্রদেশিকং নৌমীত্যর্থঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের ব্যাখ্যা

কুতর্ককর্কশেরদ্বারা উদ্দীপ্ত নানা প্রকার মতবাদ দ্বারা সমাকুলচিত্ত জনগণকে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন সেই শ্রীগৌরসুন্দর আমার একমাত্র শরণ।

অনন্তর সাংখ্যাদি পরপক্ষগণকে প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত শ্রীব্রহ্ম সূত্রকারের স্তুতি রূপ মঙ্গলা চরণ করিতেছেন কৃষ্ণ 'ইত্যাদি। সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করি; তিনি বেদ বিভাগ কারী, এবং মহাভারতাদি শাস্ত্র কর্ত্তা, এইবিষয়ে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীপরাশর কহিলেন হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে সর্ব সমর্থ স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াই জানিবে, অন্য কে মহাভারত সংহিত কর্ত্তা হইবে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীভগবান সপ্তদশ অবতারে মহর্ষি পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে শ্রীব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবগণের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া বেদকল্পবৃক্ষের শাখা প্রণয়ন করেন। এই

সাংখ্যাচার্য্যঃ কপিলস্তত্ত্বানি সংজগ্রাহ। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতে র্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং স্থূল ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি। (সাং সূ. ১।৬১) সম্যেনাবস্থিতানি সত্ত্বাদীনি প্রকৃতিঃ। তানি সুখ দুঃখ

যঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নো যুক্ত্যাসিনা সাংখ্যাদিযুক্তিকণ্টকান্ ছিত্ত্বা বিশ্বং শ্রীকৃষ্ণস্য ক্রীড়াস্থলং ব্যধাৎ: রচয়ামাস ইতি। কণ্টকান্ বিস্তারয়ন্তি—কপিল বুদ্ধজৈনা জগদনীশ্বরমাহুঃ; কপিলস্তু প্রধান মেব জগৎকারণং স্বীকরোতি; পরমাণুভির্জগদুৎপদ্যতে, ইতি কণাদগৌতমৌ; পুন র্বুদ্ধজৈনশ্চ জ্ঞানমেব জগৎকারণং মন্যতে; শূন্যং জগ দিতি বুদ্ধৈকদেশিনঃ: জগৎকর্ত্তা কোঽপি নাস্তি ইতি সর্ব্বেষাং রাদ্ধান্তঃ। যে চ কণাদ পতঞ্জলি প্রভৃতয় ঈশ্বরবাদিন ইব দরিদৃশ্যন্তে তেঽপি বস্তুতোঽনীশ্বরা এব বেদোক্ত—ঈশ্বরাস্বীকারাৎ।

ইত্থঞ্চ কপিলবুদ্ধজৈনাদিবাগ্জাল কণ্টকাপুরিতে জগতি শ্রীলক্ষ্মীলালিত কমল কোমলচরণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সংচারং দুঃশক্যং বিলোক্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ সদ্যুক্তিরূপেণ তীক্ষ্ণধার-খড়্গেন কপিলাদিবাক্ কণ্টকান্ ছেদয়ামাস; তথাপি তৎস্পর্শেন উত্তপ্তামেব পৃথিবীমনুভবিতবান্; তদেবং নিষ্কণ্টকে শ্রীভক্তিবন্যয়া স্নিগ্ধে কৃতে চ তত্র পরমকরুণাময়-ভক্তবৎসল শ্রীশ্যামসুন্দরো যথা সুখং বিক্রীড়তীতি; তথৈব ব্যধাৎ—বিরচিতবানিত্যর্থঃ। তথা চ সাংখ্যাদিমতানি বিনির্দ্ধূয় শ্রীগোবিন্দভক্তিং প্রচারয়ামাস ইতি ভাবঃ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং নৌমি বেদান্তসূত্রকারকম্।
মহাভরত কর্ত্তারং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়কম্ ॥১॥

প্রকার শ্রীভগবদবতার বিশেষ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন সর্বশাস্ত্রের গুরুকে নমস্কার করি। যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন যুক্তিরূপ অসির দ্বারা সংখ্যাদি উক্তি বা যুক্তিরূপ কণ্টক বনকে ছেদন করিয়া এই বিশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থলী রচনা করিয়াছেন।

জগতের কণ্টক সকল বিস্তার করিতেছেন—কপিল বুদ্ধ জৈনবাদিগণ জগৎ অনীশ্বরকৃত বলেন, কিন্তু কপিল প্রধানকেই জগৎ কারণ স্বীকার করেন, পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি' ইহা কণাদ ও গৌতম স্বীকার করেন, পুনরায়বৌদ্ধ ও জৈনগণ জ্ঞানকেই জগতের কারণ মনে করেন, বৌদ্ধের একটি শাখা শূন্যই জগৎকারণ মনে করেন। যে সকল কণাদ পতঞ্জলি প্রভৃতি ঈশ্বর বাদিগণ আছেন, তাঁহারাও বস্তুতঃ অনীশ্বরবাদী, কারণ তাঁহারা শ্রুতি প্রতিপাদিত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। এই প্রকার কপিল বুদ্ধ জৈনাদির বাক্যজাল রূপ কণ্টক পরি পূর্ণিত জগতে শ্রীলক্ষ্মীদেবী পরিসেবিত কমল পুষ্প সদৃশ কোমল চরণ যাঁহার সেই শ্রীগোবিন্দদেবের বিচরণ করা অসমর্থ দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সদ্যুক্তি রূপ তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা কপিলাদির বাক্য কণ্টক সকলকে ছেদন করিয়াছেন। তথপি তাহাদের

১। রচনানুপপত্যধিকরণম্

অচেতন প্রধানন্তু বিশ্বৈক-কারণং পরম্।
জড়ত্বাৎ সর্ব্ববস্তুনামিত্যাদেরনুমানতঃ॥

অথ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়বিরোধনিরাসকেন স্বপক্ষস্থাপকেন প্রথমপাদেন অস্য দ্বিতীয়পাদস্য উপজীব্যোপজীবকভাবঃ সঙ্গতিঃ। প্রথমপাদে সামান্যতঃ প্রধান-জীবাদিকারণবাদং নিরাকৃতং ; তৎ বিশেষনিরাকরণার্থং দ্বিতীয়পাদারম্ভঃ ইতি পাদসঙ্গতিঃ। যদ্বা স্বপক্ষস্থাপনং বিনা পরপক্ষ নিরাসাযোগাৎ সর্ব্বৈরধিকরণৈঃ পরপক্ষাক্ষেপাৎ পাদ সঙ্গতিঃ। এতাবতা গ্রন্থেন মুমুক্ষূণাং সম্যগ্‌জ্ঞানায় বেদান্তানাং পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ং প্রতিপাদ্য তত্র পরৈরুদ্‌ভাবিতান্ পূর্ব্বপক্ষান্ নিরস্য স্বপক্ষো দৃঢ়ীকৃতাঃ।

ইদানীং তেষাং শ্রীগোবিন্দৈকান্তভক্তানাং বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহপ্রবৃত্তয়ে পরপক্ষাক্ষেপকঃ পঞ্চচত্বারিংশৎ সূত্রকঃ (৪৫) অষ্টাধিকরণকঃ (৮) দ্বিতীয়ঃ পাদেঽয়মারভ্যতে—"স্বপক্ষে" ইত্যাদি।

নন্বু অত্র পুনরুক্তিদোষমাপদ্যতে। তথাচ —"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নান্য স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গঃ" (২।১।১।১) ইত্যারভ্য —"সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" (২।১।১৫।৩৭) ইত্যন্তেন প্রধানাদি-নানাকারণবাদং বহুশঃ খণ্ডনং কৃতং : অত্র দ্বিতীয়পাদে পুনস্তদারম্ভে—পুনরুক্তিরেব' ইতি।

স্পর্শে পৃথিবীকে অতি উত্তপ্ত অনুভব করিলেন। এই প্রকার কণ্টক রহিত জগৎকে শ্রীভক্তিবন্যার দ্বারা সুশীতল করিলে পরে পরম করুণাময় ভক্তবৎসল শ্রীশ্যামসুন্দর যে প্রকার স্বচ্ছন্দভাবে ক্রীড়া করিতে পারেন সেই প্রকারই নির্মাণ করিলেন ইহাই অর্থ। অর্থাৎ সাংখ্যাদি মত সকল বিখণ্ডিত করিয়া শ্রীগোবিন্দ ভক্তিকে প্রচার করিয়াছিলেন। যিনি বেদান্ত সূত্রকর্ত্তা, মহাভারত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদায়ক সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে নমস্কার করি।

১। রচনানুপপত্যধিকরণের ব্যাখ্যা

অচেতন প্রধানই এই বিশ্বের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ, যে হেতু সকল বস্তুর জড়ত্ব ধর্ম বিদ্যমান' এই অনুমান প্রমাণ বিদ্যমান হেতু।

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় বিরোধনিরাসক এবং স্বপক্ষস্থাপক প্রথম পাদেত সহিত এই দ্বিতীয়পাদের উপজীব্য উপজীবকভাব সঙ্গতি বিদ্যমান আছে। প্রথমপাদে সামান্যরূপে প্রধান জীবাদির জগৎ কারণতাবাদ নিরাকরণ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার পাদ সঙ্গতি। অথবা স্বপক্ষস্থাপন না করিয়া পর পক্ষনিরাস করা হয় না সুতরাং সকল অধিকরণের দ্বারা পরপক্ষের আক্ষেপ হেতু পাদ সঙ্গতি জানিতে হইবে।

অত্রোচ্যতে—সর্ব্বত্র বেদান্তবাক্যানাং প্রধানাদিপরত্ব ভ্রমো নিবর্ত্তিতঃ; ইহ তু শ্রুতিনিরপেক্ষানাং প্রধানাদি সাধিকানাং স্মৃতীনাং যুক্ত্যাভাসময়ত্বয়া প্রত্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিদোষাভাষলেশ ইতি।

অথ "সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" (২।১।১৫।৩৭) ইত্যত্র শ্রীগোবিন্দদেবস্য জগদুপাদানত্বেহপি তদ্দোষাস্পৃষ্টত্বম্; জগৎকর্ত্তৃত্বেহপি খেদাদি শূন্যত্বমিত্যাদয়ো গুণাঃ পরব্রহ্মণি ইব প্রধানেহপি উপপদ্যেরন্ ইতি আক্ষেপস্য নিরাস বিরহাৎ তন্নিরাসয়িতুমিদমারভন্তে স্বপক্ষে" ইত্যাদি।

এই পর্য্যন্ত প্রবন্ধের দ্বারা মুমুক্ষুগণের সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত বেদান্ত বাক্যগণের পরব্রহ্ম জ্ঞানের নিমিত্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সর্বশাস্ত্রের সমন্বয় প্রতিপাদন করিয়া তন্মধ্যে বাদিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত পর পক্ষসকলকে নিরসণ করিয়া স্বপক্ষ দৃঢ় করিয়াছেন। ইদানীং সেই শ্রীগোবিন্দদেবের একান্তভক্তগণের বেদান্তসিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রবৃত্তির নিমিত্ত পরপক্ষের আক্ষেপ কারী পঁয়তাল্লিশটি সূত্র এবং অষ্টম অধিকরণাত্মক দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করিতেছেন—সপক্ষে' ইত্যাদি।

শঙ্কা আমাদের আশঙ্কা এই যে-আপনাদের সিদ্ধান্তে পুনরুক্তিদোষ আপতিত হইতেছে; তাহা এইপ্রকার—স্মৃতিশাস্ত্রের অনবকাস দোষ প্রসঙ্গ হইবে, যদি এই কথা বলেন তদুত্তরে বলিব—না তাহা হইবে না। এই সূত্রব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া 'পরব্রহ্মে সকল ধর্মের উপপত্তি হেতু"এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানের দ্বারা প্রধানাদি নানা কারণ বাদ বহুবার খণ্ডন করিয়াছেন, এই দ্বিতীয় পাদে পুনরায় তাহার আরম্ভ করা হেতু পুনরুক্তি দোষ অবশ্যই হইবে।

সমাধান—এইস্থলে সমাধান এই যে পূর্বে প্রথমপাদে বেদান্তবাক্যগণের প্রধানাদি পরত্ব যে ভ্রম তাহা নিবারিত হইয়াছে; এই দ্বিতীয় পাদে শ্রুতিবাক্য নিরপেক্ষ প্রধানাদি কারণ সাধিকা স্মৃতি সকলের যুক্ত্যাভাসময় হওয়া হেতু তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে; সুতরাং এইস্থলে পুনরুক্তি বদাভাসের লেশমাত্রও নাই। অনন্তর' পরব্রহ্মে সকল ধর্মের উপপত্তি হেতু "এইস্থলে শ্রীগোবিন্দদেব জগতের উপাদান হইলেও জাগতিক দোষ স্পর্শ শূন্য জগতের কর্ত্তা হইলেও খেদাদি শূন্যতাদিগুণ সকল পরব্রহ্মের সমান প্রধানেও বিদ্যমান আছে এই আক্ষেপের পূর্বপাদে নিরসন না করিবার নিমিত্ত এই প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন স্বপক্ষে "ইত্যাদি।

স্বপক্ষে অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্তিগণের পক্ষে পরগণ অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত বিরোধিগণ কর্ত্তৃক উদ্‌ভাবিত দোষ সকল প্রথম পাদে নিরস্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্যাদে পরপক্ষ সকল দূষিত হইতেছে, অর্থাৎ বেদশাস্ত্র বিগর্হিত সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করা হইতেছে। যদি তাহা না করা হয় তাহা হইলে বৈদিক ধর্মমার্গ পরিত্যাগ করিয়া সেই মার্গসকলে মানব সকলের প্রবৃত্তি হইবে; তাহাতে মানবগণ অনর্থই প্রাপ্ত করিবে। বেদবিরুদ্ধ মতবাদিগণের মধ্যে প্রথমে সাংখ্যবাদিগণের মত বা সিদ্ধান্ত নিরসন করিতেছেন।

মোহাত্মকানি ক্রমাদ্বোধ্যানি, তৎ কার্য্যে জগতি সুখাদিরূপত্ব বর্ণনাৎ। (সাং কা০ ১২) তথাহি তরুণী রত্যা পত্যুঃ সুখদা'ইতি সাত্ত্বিকী ভবতি। মানেন দুঃখদা'ইতি রাজসী, বিরহেন মোহদা ইতি তামসী চেত্যেবং সর্ব্বে ভাবা দ্রষ্টব্যাঃ।

বিষয়ঃ—অত্র তাবদাদৌ ইহ প্রধানমচেতনং বিশ্বকারণমিতি কপিলসিদ্ধান্তো বিষয়রূপে ণাবতারয়ন্তি—সাংখ্যাচার্য্যঃ" ইতি। সত্ত্ব' ইতি সাংখ্য সূত্রম্। সত্ত্ব রজ স্তমসাং গুণত্রয়ানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ; সা চ নান্যস্মাতুৎপদ্যতে, ন চ কস্যচিদ্ বিকারো ভবতি; অতঃ সা মূল ভূতা। এবং প্রকৃতি মুক্ত্বা উভয়াত্মকং নিরূপয়তি প্রকৃতের্মহান্: মহানিতি বুদ্ধিতত্ত্বম্; মহতোঽহঙ্কারঃ; অহঙ্কার ইত্যভিমানঃ।

অহঙ্কারস্য কার্য্যদ্বয়ং ভবতি, তথাচ তন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ঞ্চ; তন্মাত্রাণি পঞ্চ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাঃ;

বিষয়—তন্মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয়পাদে অচেতন প্রধানই জগৎ কারণ' এই কপিলসিদ্ধান্ত বিষয়রূপে অবতারণা করিতেছেন—সাংখ্যাচার্য্য" ইত্যাদি। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা আচার্য্য শ্রীকপিল এই তত্ত্বসকল সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা সংখ্যসূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—সত্ত্ব রজঃ তমের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি; প্রকৃতি হইতে মহান্, তাহা হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, উভয় ইন্দ্রিয়, স্থূল ভূতসকল, ও পুরুষ এই প্রকার পাঁচশ তত্ত্ব। অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতি অন্য কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না; এবং কাহারও বিকার নহে, সুতরাং সে মূল স্বরূপা। এই প্রকার প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া উভয়াত্মক পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন—এই প্রকৃতি হইতে মহান হয়, মহান অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব, মহান হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার অর্থাৎ অভিমান; এই অহঙ্কারের দুই প্রকার কার্য্য - তন্মাত্রা ও উভয়ইন্দ্রিয়; তন্মাত্রা পাঁচ প্রকার—শব্দ স্পর্শ রূপ রস আর গন্ধ। উভয় ইন্দ্রিয়—বাহ্য ও আন্তর, বাহ্য কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার বাক্য হস্ত চরণ পায়ু ও উপস্থ। এবং পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয় শ্রবণ ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা নাসিকা। আন্তরন্দ্রিয় মন, তাহা একটি মাত্র। অনন্তর পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূল ভূত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা আকাশ বায়ু তেজ জলও পৃথিবী। পুরুষ—অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ হইতে বিলক্ষণ ইহাই অর্থ। এই প্রকার পঞ্চবিংশতিগণ অর্থাৎ পদার্থ, ইহাদের অতিরিক্ত পদার্থ আর নাই, এই পঞ্চবিংশতিগণই দ্রব্যস্বরূপ। সাম্যভাবে অবস্থিত সত্ত্বাদি গুণ সকলই প্রকৃতি। সেই সত্ত্বাদি সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক স্বরূপ ক্রম পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে; যে হেতু প্রকৃতির কার্য্য জগৎমধ্যে সুখাদিরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন—নব যুবতী পত্নী রতিদানের দ্বারা পতির সুখ প্রদা ; এইস্থলে পত্নী পতির সাত্ত্বিকী হইল: এবং মানের

উভয়মিন্দ্রিয়মিতি দশবাহ্যেন্দ্রিয়াণি, একমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ। নিত্যা বিভ্বী চ প্রকৃতিঃ।

"মূলে মূলাভাবদমূলং মূলম্" (সাং সূ° ১।৬৭) পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন

উভয়মিন্দ্রিয়ং—বাহ্যানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি বাক্ পানি পাদ পায়ূপস্থাখ্যানি; পঞ্চ চ বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি—শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুর্জিহ্বা ঘ্রাণ নামানি; আন্তরিন্দ্রিয়ং মনঃ তত্ত্ব একমেব; অথ পঞ্চ তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চ স্থুল ভূতানি উৎপদ্যন্তে তে চ আকাশ বায়ু তেজো জলভূময়ঃ।

পুরুষঃ—অনুভয়াত্মকঃ কার্য্য কারণ বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ: ইত্যেবং পঞ্চবিংশতির্গণঃ পদার্থঃ, এতদতিরিক্তঃ পদার্থো নাস্তীতর্থঃ; অয়ঞ্চ পঞ্চবিংশতি র্গণকো দ্রব্যরূপ এব; অথ প্রকৃতে র্নিত্যত্বং বিভুত্বঞ্চ প্রতিপাদয়ন্তি—নিত্যা ইতি। মূলে'ইতি সাংখ্য সূত্রম্ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং মূলমুপাদানং প্রধানং মূল শূন্যম্' মূল প্রকৃতে র্মূলাভাবাৎ কারণাভাবাৎ অমূলং যৎ কারণং তন্মূলং, সা এব প্রকৃতি রিত্যর্থঃ। ননু—"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম" ইত্যাদিনা প্রধানস্যাপি পুরুষাদুৎপত্তি শ্রবণাৎ পুরুষ এব প্রধানস্য কারণং মূলং বা ভবতু" ইতি চেৎ ন; অনবস্থাপত্ত্যা তত্র মূলান্তরাসম্ভবাদিত্যর্থঃ; পুরুষস্য চ কার্য্যকারণ বিলক্ষণত্বাচ্চ।

দ্বারা পতির দুঃখ প্রদা, সুতরাং এইস্থলে পত্নী পতির রাজসী হইল। তথা বিরহের দ্বারা 'মোহ প্রদায়িনী' এইস্থলে পত্নী পতির তামসী ' এই প্রকার সকল ভাব পদার্থকেই দেখিতে হইবে।

উভয় ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দশ বাহ্যেন্দ্রিয় একটি অন্তরিন্দ্রিয় মন এই প্রকার একাদশ ইন্দ্রিয়। অনন্তর প্রকৃতির নিত্যতা এবং বিভুতা প্রতিপাদন করিতেছেন—নিত্যা ইত্যাদি। এই প্রকৃতি নিত্যা ও বিভ্বী অর্থাৎ বিভুগুণ যুক্তা, মূলে এইটি সাংখ্য সূত্র; মূলে মূলের অভাব হেতু মূল মূল রহিত। অর্থাৎ ত্রয়োবিংশতত্ত্ব সকলের মূল উপাদান যে প্রধান তাহা মূল শূন্য; মূল প্রকৃতির মূলের অভাব হেতু অর্থাৎ প্রকৃতির কারণাভাব হেতু মূল রহিত কারণ তাহাই মূল, সেই প্রকৃতিই সকলের মূল ইহাই অর্থ।

শঙ্কা এই স্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে—শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষ হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইল"ইত্যাদি দ্বারা প্রধানেরও পুরুষ হইতে উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়; সুতরাং পুরুষই প্রধানের কারণ বা মূল হউক?

সমাধান—এতদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—অনবস্থাদোষ প্রসক্তি হেতু প্রধানে মূলান্তরের অসম্ভব ইহাই অর্থ। যে হেতু পুরুষ কাহারও কার্য্য অথবা কারণ নহে। সুতরাং প্রকৃতিই মূল কারণ এতদ্দ্বারা প্রধানের নিত্যতা প্রতিপদিত হইল। অনন্তর প্রধানের বিভুতা প্রতিপাদন করিতেছেন পরিচ্ছিন্ন ইত্যাদি

পরিচ্ছিন্ন হেতু অর্থাৎ যদি বলেন চতুর্বিধ পরমাণুরই সকল কার্য্যসমূহের উপাদান হউক? তদুত্তরে বলিব-না! তাহা হইবে না; যে হেতু তাহারা পরিচ্ছিন্ন বস্তু; পরিচ্ছিন্ন পদার্থ কখনও সকলের

সর্ব্বোপাদানম্" (সাং সূ° ১৭৬)
"সর্ব্বত্র কার্য্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্"(সাং সূ° ৬।৬৩) মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ। অহমাদেঃ প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্তুবিকৃতয় ইতি। একদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শবিকৃতয় এব, পুরুষস্তু নিষ্পরিমাণত্বান্ন কস্যাপি প্রকৃতির্ন চ বিকৃতিরিতি।

তস্মাৎ সৈব মূলকারণ মিতি ভাবঃ। এতেন প্রধানস্য নিত্যত্বং প্রতিপাদিতম্। অথ প্রধানস্য বিভুত্বং প্রতি পাদয়ন্তি—পরিচ্ছিন্নত্বাদিতি। ননু চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণব এব সর্ব্বেষাং কার্য্য জাতানাং উপাদানমস্তু 'ইতি চেৎ ন ; তেষাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ। পরিচ্ছিন্নন্তু ন সর্ব্বোপাদানং ভবিতুমর্হতি। যথা—তন্তুঃ পটস্য এব কারণম্, ন তু ঘটস্য, সর্ব্বেষাং পদার্থানাং পৃথক্ পৃথক কারণত্বে গৌরবং স্যাৎ তস্মাৎ লাঘবাৎ মূল কারণরহিতং প্রধানমেব সর্ব্বেষাং পদার্থানামুপাদানমিতি, তস্য বিভুত্বাৎ। অথ সূত্রান্তরেণ প্রকৃতের্ব্বিভুত্বং প্রতিপাদয়ন্তি সর্ব্বত্র' ইতি।

উপাদান হইতে পারিবে না। যেমন—তন্তু (সূত্র) পটেরই কারণ, কিন্তু ঘটের নহে ; সুতরাং সকল পদার্থের পৃথক কারণ স্বীকার করিলে গৌরব হইবে। সুতরাং লাঘব হেতু মূলকারণ রহিত প্রধানই সকল পদার্থের উপাদান, যে হেতু প্রধান বিভু। অনন্তর সূত্রান্তরের দ্বারা প্রকৃতির বিভুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্ব্বত্র ইত্যাদি।

সর্বত্র কার্য্য দর্শন হেতু বিভু। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সর্বত্র কার্য্য বস্তু সকলে বিকার দর্শন হেতু প্রধানের বিভুতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরমাণুগণের সেই প্রকার দেখা যায় না ; এবং পার্থিব পরমাণুর দ্বারা পার্থিবকার্য্যেরই আরম্ভ হয় জলীয় কার্য্যের হয় না। সুতরাং পরমাণুর সর্বত্র কার্য্য দেখা যায় না। মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি। অহঙ্কারাদি প্রকৃতি, প্রধানাদির বিকৃতি, অর্থাৎ মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হেতু মহৎ অহঙ্কারের প্রকৃতি বা কারণ, এবং প্রধান হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হেতু মহত্তত্ত্ব প্রধানের বিকৃতি। একাদশেন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শটি পদার্থ কেবল বিকৃতি। কিন্তু পুরুষ পরিণাম রহিত বস্তু হেতু কাহারও প্রকৃতিও নহে এবং কাহারও বিকৃতিও নহে। এই বিষয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্য কারিকায় বলিয়াছেন– মূলপ্রকৃতি কাহারও বিকৃতি নহে মহদাদি সাতটি প্রকৃতি ও বিকৃতি' ষোড়শটি কেবল বিকার, পুরুষ কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহে।

সেই প্রকৃতি নিত্য বিকার স্বরূপা, স্বয়ং অচেতনা হইয়াও অনেক চেতন জীবগণের ভোগও মোক্ষের হেতু হয়, তাহা অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়া হলইতে তাহার কার্য্যের দ্বারা অনুমিত হয়। সেই প্রকৃতি এক হইয়াও বিষমগুণবতী হয় সুতরাং পরিণাম শক্তির দ্বারা মহদাদিরূপে বিচিত্র রচনাযুক্ত জগৎ প্রসব করে, অতএব সেই প্রকৃতিই জগন্নিমিত্তোপাদন স্বরূপা। অনন্তর পুরুষ নিরূপণ করিতেছেন— 'পুরুষ' ইত্যাদি। সংঘাত স্থলে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু 'সংহত' পাঠ করেন ; পুরুষ ক্রিয়াহীন, গুণহীন' বিভু,

এবমেবাহ ঈশ্বরকৃষ্ণঃ (সাং কা০ ৩) "মূলপ্রকৃতির বিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ" ইতি। সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারা স্বয়মচেতনাপ্যনেক চেতনভোগাপবর্গহেতু রত্যন্তাতিন্দ্রিয়াপি তৎকার্য্যেণানুমীয়তে। একয়ৈব বিষমগুণা সতী পরিণামশক্ত্যা মহদাদি বিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূয়ত ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি পুরুষস্তু নিষ্ক্রিয়োনির্গুণো বিভুশ্চিৎ প্রতিকায়ং ভিন্নঃ সংঘাতপরার্থাদনুমেয়শ্চ সঃ। বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ।

এবং স্থিতে প্রকৃতি পুরুষয়ো তত্ত্বে সন্নিধিমাত্রাত্তয়ো স্মিথো ধর্ম্মে বিনিময়ঃ, প্রকৃতৌ চেতনস্য, পুরুষে তু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োরধ্যাসো ভবতি (সাং সূ০ ২।৫) ইত্থমবিবেকাৎ ভোগোবিবেকাত্ত্বপবর্গঃ

সর্ব্বাবস্থয়া সর্ব্বত্র কার্য্যবস্তুনি বিকারদর্শনাৎ প্রধানস্য বিভুত্বম্; ন তু পরমাণূনাং তথাত্বম্; পার্থিব পরমাণুনা পার্থিবকার্য্যস্যৈবারম্ভো ভবতি, ন তু জলীয় কার্য্যস্য; তস্মাৎ পরমাণ্বোঃ ন সর্ব্বত্র কার্য্য দর্শনমিতি ভাবঃ। ভাষ্যাংশস্তু সুগমম্। অথ পুরুষং নিরূপয়ন্তি পুরুষস্তু' ইতি। সংঘাতঃ ইতি-"সংহত' ইতি ভিক্ষু সম্মত পাঠঃ। (সূত্রম্)"সংঘাত পরার্থত্বাৎ পুরুষস্য" (১।৬৬) কার্য্য কারণ যুক্তস্য প্রধানস্য সুখাদিকার্য্যেন অনুমানং ভবতি; তদনুমানেন বিবেকতশ্চ সিদ্ধিমুক্তা কার্য্যকারণ ভাব শূন্যস্য পুরুষস্য প্রকারান্তরেণানুমনং নিরূপয়তি—সংহত' ইতি। তথাচ সংঘাতানাং প্রকৃতি তৎ কার্য্যানাং পরার্থত্বানুমানেন পুরুষস্য বোধ ইত্যর্থঃ।

চেতন, প্রতি শরীর ভিন্ন, সংঘাত সকল পরের নিমিত্ত হয়' এই অনুমান দ্বারা পুরুষ সিদ্ধ হয়: এই স্থলে সাংখ্য সূত্র – সঙ্ঘাত সকল অন্যের নিমিত্ত হেতু পুরুষের বোধ হয়। অর্থাৎ কার্য্য কারণ যুক্ত প্রধানের সুখাদি কার্য্যের দ্বারা অনুমান হয়, প্রধানের অনুমানের দ্বারা বিবেক হইতে সিদ্ধি হয় এই কথা বলিয়া কার্য্য কারণ ভাব শূন্য পুরুষের প্রকারন্তরে অনুমান নিরূপণ করিতেছেন—সংঘাত' ইত্যাদি।

অর্থাৎ প্রকৃতি সংঘাত কার্য্য সকলের পরের নিমিত্তই দেখা যায়' এই অনুমান দ্বারা পুরুষের বোধ হয়, ইহাই অর্থ। সেই অনুমান এই প্রকার হইবে প্রকৃতি মহদহঙ্কারাদি পরের জন্য হয়, নিজ ভিন্ন অন্যের ভোগ ও অপবর্গ ফলের জনক হয়, যে হেতু ঐ সকল সংঘাত বস্তু, যেমন শয্যা ও আসনাদি বস্তু। এই অনুমানের দ্বারা প্রধান হইতে শ্রেষ্ঠ অসংঘাত পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে; তাহারও সংঘাত স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্র এইরূপ—বিমুক্ত স্বভাবআত্মার বিমুক্তির নিমিত্তই প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তিসাংখ্য কারিকায় বর্ণনা আছে—সংঘাত পরার্থ হেতু, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয় হেতু, অধিষ্ঠান হেতু' ভোক্তৃ ভাব হেতু, মুক্তির নিমিত্ত প্রবৃত্তি হেতু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃত্যৌদাসীন্য বপুরিত্যেবমাদীনর্থান্ সোপপত্তিকৈঃ—
সূত্রৈর্নিববন্ধ। (দ্বয়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্গঃ) অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষানুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে। "ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ" (সাং সূ° ১।৮৮) তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেষ্বর্থেষু নাতীব বিসম্বাদঃ।

অনুমান প্রকারশ্চ—প্রকৃতিমহদাদিকং পরার্থং স্বেতরস্য ভোগাপবর্গফলকং সংঘাতত্বাৎ, শয্যাসনাদি বৎ। ইত্যনেন প্রধানাৎ পরোঽসংঘাত এব পুরুষঃ সিদ্ধ্যতি; তস্যাপি সংঘাতত্বে অনবস্থাপত্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ সাংখ্যসূত্রে—২১ বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য" অতঃ কারিকায়ামপি—১৭ সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যাদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ অধ্যাসো ভবতীতি তথাচ সাংখ্যসূত্রম্ - ২৫, "প্রকৃতি বাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ" ব্যাখ্যা চ—ন চ প্রকৃতেরেব জগৎস্রষ্টৃত্বমিতি বাচ্যম্ "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈ° ২।১।৩) ইতি শ্রুত্যা পুরুষস্যাপি স্রষ্টৃত্বসিদ্ধেরিতি; তত্রাহ—প্রকৃতিরিতি।

প্রকৃতি এব বাস্তবসৃষ্টিকর্ত্রী; তস্যাঃ কর্ত্তৃত্বে বাস্তবে চ সিদ্ধে সতি পুরুষস্য যৎ স্রষ্টৃত্বং তদধ্যাস এব নতু বাস্তবঃ;

এই প্রকার পুরুষের বিকারও ক্রিয়ার অভাব হেতু কর্ত্তৃক ও ভোক্তৃত্বের অভাব সিদ্ধ হয়। এইভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব স্থির হইলে প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রে পরস্পরের ধর্ম বিনিময় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের চৈতন্য ধর্ম এবং পুরুষে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব ধর্মের অধ্যাস হয়। অধ্যাস হয় অর্থাৎ সাংখ্য সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন সৃষ্টিশক্তি প্রকৃতির, ইহা সত্য ও প্রমাণ সিদ্ধ, সুতরাং পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অধ্যস্ত বা আরোপিত। ব্যখ্যা যদি বলেন প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি করে পুরুষ নহে' তাহা বলিতে পারেন না, কারণ এইআত্মা হইতে আকাশ সৃষ্টি হয়" এই শ্রুতি বাক্যে পুরুষেরও সৃষ্টিকার্য্য দেখা; তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রকৃতি ইত্যাদি। প্রকৃতিই বাস্তব সৃষ্টি কারিনী, তাহার কর্ত্তৃত্ব বাস্তব বা সত্য সিদ্ধ হইলে পরে পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা আরোপিত, বাস্তব বা সত্য নহে। যদি বলেন-তাহা হইলে ঐ শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিব-উপাসনার নিমিত্তই শ্রুতি বাক্য সকলের তৎপর্য্যের অবধারণা করা হইয়াছে মাত্র। অধ্যাস অর্থাৎ যে যাহা নহে তাহাতে সেই প্রকার জ্ঞান করা।

এই প্রকার প্রকৃতির অবিবেক হেতু জীবের ভোগ এবং বিবেক হেতু অপবর্গ হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বলিয়াছেন ইতরের ভোগ, অর্থাৎ ইতর বিবেক রহিত পুরুষেরই স্বীয় কর্মফল ভোগ অবশ্যম্ভাবী হয়। অপর বিপর্য্যয় হেতু বন্ধ, অর্থাৎ পুরুষের বিপর্য্যয় অবিবেক হেতু বন্ধ বারম্বার জন্ম মরণাদি দুঃখ হয় ইহাই সূত্র দ্বয়ের অর্থ। আরও-আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতি

নন্বু তথাতেব শ্রুতিবাক্যস্য কা গতিরিতিচেৎ ? তত্রাহ—উপাসনার্থমেব শ্রুতেস্তাৎপর্য্যাবধারণাৎ। অধ্যাসস্তু—অতস্মিংস্তদ্ বুদ্ধিরিতি। ইত্থমবিবেকাৎ ভোগঃ” ইতি। তথাহি সাংখ্যাসূত্রম্—৩।৫, “উপভোগাদিতরস্য” ইতরস্য বিবেকরহিত পুংস এব স্বীয়কর্ম্মফলভোগাবশ্যম্ভাবাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ—“বন্ধো বিপর্য্যয়াৎ” (৩ ২৩) বিপর্য্যয়াৎ অবিবেকাৎ বন্ধঃ পুনঃ পুনর্জন্মমরণাদি দুঃখো ভবতীতি সূত্রার্থঃ। কিঞ্চ—“আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ” (সূ০ ৩ ৪৭) তৎকৃতে' পুরুষকৃতে মোক্ষার্থং সৃষ্টিরিতি ; আবিবেকাৎ বিবেকপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।

বিবেকাত্তু অপবর্গঃ” ইতি। তথাচ সাংখ্যসূত্রে—৩ ২৩ জ্ঞানান্মুক্তিঃ” প্রকৃতিকৃত বন্ধাত্মকসৃষ্টিজ্ঞানাৎ পুরুষস্য মুক্তি র্ভবতি। কিঞ্চ কারিকায়াং—৬৪, ৬৫, এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহহমিত্য পরিশেষম্। অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ তেন নিবৃত্তি প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ॥ তস্মাৎ প্রকৃতি পরিজ্ঞানে সতি পুরুষো মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অপিচ—দ্বয়োরেকতরস্য প্রধানস্য-পুরুষস্য বা ঔদাসীন্যং একাকীত্বং ; পরস্পরসংযোগাভাব ইত্যর্থঃ স এব অপবর্গঃ। প্রকৃতেরৌদাসীন্যং বিবেকিনং পুরুষং প্রতি প্রবর্ত্তনাভাবম্।

সৃষ্টি করিয়া থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষের বিবেক না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতি সৃষ্টি করে। বিবেক হেতু অপবর্গ বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণনা আছে-জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতিকৃত সৃষ্টির দ্বারা পুরুষের বন্ধ হয় পুরুষেয় এইজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে– পুরুষের এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস করিতে 'আমি কর্ত্তা ভোক্ত ও স্বামী নই-এই প্রকার সংশয়াদি রহিত কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইবিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা স্বচ্ছ ও দর্শকের সদৃশ অবস্থিত পুরুষ বিবেক খ্যাতিরূপ প্রয়োজন হেতু গুণত্রয় বৃত্তি শূন্যা ভোগ ওঅপবর্গ প্রসব রহিতা প্রকৃতিকে দর্শন করে। অতত্রব প্রকৃতির যথার্থ জ্ঞান হইলে পরে পুরুষ মুক্ত হয়, ইহাই অর্থ। আরও প্রকৃরি অথবা পুরুষের একাকীত্ব অর্থাৎ পরস্পরের সংযেগের অভাবই মোক্ষ। উদাসীন বিবেকী পুরুষের প্রতি প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত হয় না। পুরুষের উদাসীনতাই প্রকৃতির সঙ্গাভাব : “একতর” শব্দের দ্বারা পুরুষর মুখ্য হওয়া হেতু পুরুষেরই অপবর্গ হয় ইহাই সূত্রার্থ।

“প্রকৃতৌদাসীন্য বপুঃ” এই সূত্রটি সাংখ্য দর্শনে কোথাও পাইলাম না, কিন্তু “প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন অন্যসকল অনিত্য ; ঔদাসীন্য অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদির অভাব” এই সূত্রদুইটি দেখা যায় ; স্থলটি সুধীবৃন্দের বিচার্য্য। এই প্রকার সাংখ্য দর্শনে পঞ্চবিশতি তত্ত্বই প্রমেয়। অনন্তর শ্রীকপিল নিরূপিত প্রমাণ সকল কহিতেছেন-এই সাংখ্য প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। ত্রিবিধ' এইটি সাংখ্য সূত্র ; অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, এবং শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ। যদি বল—উপমান, অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব, ঐতিহ্য প্রভৃতি প্রমাণের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন ঐ তিনটি প্রমাণ সিদ্ধি হইলেই সকল প্রমাণ সিদ্ধ হয়, অধিকের প্রয়োজন নাই।

যত্তু পরিমাণাৎ" (সাং সূ০ ১।১৩০) "সমন্বয়াৎ (সাং সূ০ ১।১৩১) "শক্তিতশ্চেতি" (সাং সূ০ ১।১৩২) ইত্যাদিসূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমনুমিতং তন্নিরস্যং ভবতি তেনৈব সর্ব্বতন্মতনিরাসাৎ।

পুরুষস্য ঔদাসীন্যং খলু প্রকৃত্যনভিষ্বঙ্গঃ। একতরস্য' ইত্যনেন পুরুষস্য এব মুখ্যত্বাৎ তস্যৈবাপবর্গো ভবতীতি সূত্রার্থঃ। "প্রকৃত্যৌদাসীন্য বপুঃ" ইতি সূত্রন্তু সাংখ্যদর্শনে কুত্রাপি ন প্রাপ্তমিতি: কিন্তু সাংখ্যসূত্রে ৫।৭২,—প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্য" মিতি, তথা ১।১৬৩—"ঔদাসীন্যঞ্চেতি" সূত্রদ্বয়ং দৃশ্যতে, ইতি সুধীভির্বিচার্য্যম্।

এবং পঞ্চবিংশতির্গণং প্রমেয়ম্। অথ শ্রীকপিল নিরূপিতং প্রমাণমাহুঃ অস্যামিতি। ত্রিবিধ মিতি সাংখ্য সূত্রম্—ত্রিবিধম্ প্রত্যক্ষানুমান শব্দরূপং ত্রিবিধমেব প্রমাণম্। ননু উপমানার্থাপত্তি-সম্ভবাভাব ঐতিহ্যানাং প্রমাণনাং কা গতিরিচেৎ? তত্রাহ - তৎ সিদ্ধৌ; ইতি। প্রমেয় ব্যবস্থার্থং প্রমাণ স্বীকারঃ: অত্র ত্রিবিধ প্রমাণ সিদ্ধৌ সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং প্রমেয় ব্যবস্থাসিদ্ধেঃ, নাধিক্যসিদ্ধিঃ: পৃথক্ প্রমাণ স্বীকারেণ গৌরবাৎ; অন্যেষাং প্রমাণানাং ত্রিবিধ প্রমাণেষ্বন্তর্ভাবাৎ; তথাচ—উপমান-ঐতিহ্যাদীনাং চ অনুমান শব্দয়োঃ প্রবেশঃ; অনুপলব্ধ্যাদীনাঞ্চ প্রত্যক্ষে প্রবেশঃ। তথাহি শ্রীমনু ১২। ১০৫, প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥ এবমেবাহ-কারিকা—৪, দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্ব প্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।

অর্থাৎ প্রমেয় ব্যবস্থার নিমিত্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়: অতএব এই ত্রিবিধ প্রমাণ সিদ্ধ হইলেই অন্যান্য প্রমাণ সকলের প্রমেয় ব্যবস্থাসিদ্ধ হয়, সুতরাং অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই, পৃথক প্রমাণ স্বীকার করা গৌরব হেতু অন্যান্য প্রমাণ সকল এই ত্রিবিধেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিবে। যেমন উপমান ঐতিহ্যাদি প্রমাণ অনুমান ও শব্দ প্রমাণে প্রবেশ করিয়াছে; অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীমনু বলেন ধর্ম্ম বিষয়ে শুদ্ধাশুদ্ধি জানিবার অভিলাসী ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অনুমান ও বিবিধ আগমরূপ শাস্ত্র এই ত্রিবিধ প্রমাণ

সুষ্ঠুরূপে জানিয়া কার্য্য করিবে। সাংখ্যকারিকা বলেন—সকল প্রকারে প্রমাণ সিদ্ধি হেতু প্রত্যক্ষ অনুমান তথা আপ্তবাক্য রূপ শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণই আমাদের অভীষ্ট, যে হেতু এই প্রমাণ ত্রয়ের দ্বারাই প্রমেয় সিদ্ধি হয়।

অনন্তর প্রমাণ বিষয়ে বৈদান্তিক গণের সহিত সাংখ্য বাদিগণের বিশেষ বিভেদ নাই, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও শব্দ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ অর্থ সকলে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু যে স্থলে সাংখ্য বাদিদের সহিত আমাদের মতানৈক্য বিদ্যমান আছে তাহা নিরূপণ করিতেছেন—'যত্তু' ইত্যাদি দ্বারা। কারণতা বাদে মতানৈক্য দেখাইতেছেন—পরিমান হেতু; অর্থাৎ তাহাদের গুণব্যক্ত হইয়াছে সেই

তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং ভবেৎ? ন বেতি? সংশয়ে, প্রধানমেব তথা, জগতঃ সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ, প্রধানস্যৈব সত্ত্বাদিরূপস্য তদুপাদানত্বেনানুমানাৎ। ঘটাদিকার্য্যস্যোপাদনং খলু তৎ সজাতীয়ং মৃদাদ্যেব দৃষ্টম্। ফলতি বৃক্ষঃ"চলতি জলম্"ইতিবৎ জড়স্যাপি তস্য কর্ত্তৃত্বম্। তস্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদনং জগৎ কর্ত্তৃচেত্যেবং প্রাপ্তে—

ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয়সিদ্ধিঃ প্রমাণাদ্ধি॥ অথ বৈদান্তিকঃ সহ সাংখ্যানাং প্রমাণবিষয়ে নাতি বিসম্বাদঃ" ইতি প্রতিপাদয়ন্ যত্র তৈঃ সহাস্মাকং মতানৈক্যং তন্নিরূপয়ন্তি—যত্তু ইতি। পরিমাণাৎ" ইতি সাংখ্যসূত্রম্ ; মহাদাদীনাং গুণব্যক্তীনাং পরিমিত্যাৎ তৎ কারণমপি পরিমিতং বোধ্যম্, তৎ পরিমিতরূপং প্রধানমেব ; অতো জগৎকারণং প্রধানমেবেতি সূত্রার্থঃ। "সমন্বয়াৎ" ইতি সাংখ্যসূত্রম্। সুখ দুঃখ মোহানাং প্রধান ধর্ম্মানাং তৎ কার্য্যেষু অন্বিতত্বাৎ সংযুক্তত্বাৎ প্রধানমেব জগৎকারণমিতি ভাবঃ। "শক্তিতশ্চেতি" ইতি সাংখ্যসূত্রম্। কারণশক্ত্যা কার্য্যং প্রবর্ত্ততে, মহদাদয়ঃ প্রকৃত্যনুরূপেণ কার্য্যং জনয়ন্তি অন্যথা ক্ষীণাঃ সন্তঃ কার্য্যং ন জনয়েয়ু।

ততশ্চ যচ্ছক্ত্যা তে কার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎতেষাং কারণম্ ; তচ্চ প্রধনমেব। তস্মাৎ প্রধানমেব জগৎ কারণমিতি সূত্রার্থঃ। অথ জগৎ কারণনিরূপণেন সর্ব্বসিদ্ধান্ত নিরূপণং ভবতি ; তন্নিরসনেন তন্মতমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্ ; ইতি মনসি কৃত্য নিরূপয়ন্তি ইত্যাদি সূত্রৈরিতি। তস্মাৎ সাংখ্যৈর্যৎ জগৎকারণ মনুমিতং তৎ নিরসনেনৈব তেষাং সর্ব্বমতং নিরস্তং ভবতি। ইতি বিষয় বাক্যম্।

মহাদাদি সকলের পরিমিতত্ব হেতু তাহার কারণও পরিমিত বুঝিতে হইবে ; সেই পরিমিতরূপ প্রধানই, অতএব জগৎ কারণ প্রধানই জানিতে হইবে ইহাই সূত্রার্থ। সমন্বয় হেতু" এইটি ও সাংখ্য সূত্র। অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এই সকল প্রধানের ধর্ম সকল মহদাদি প্রধানের কার্য্য যুক্ত হওয়া হেতু প্রধানেই একমাত্র জগৎ কারণ, ইহাই ভাবার্থ "শক্তিতঃ" এইটি ও সাংখ্যসূত্র! অর্থাৎ কারণ শক্তির দ্বারা কার্য্য প্রবর্ত্তিত হয় : মহদাদি নিজ নিজ কারণানুরূপই কার্য্য জাত করে ; অন্যথা-কারণে শক্তি না থাকিলে মহদাদি ক্ষীণ হইয়া কার্য্য উৎপাদন করিতে সামর্থ হইবে না।

জগৎ কারণ নিরূপণের দ্বারা সকল সিদ্ধান্ত নিরূপণ হয় ; এবং তাহার নিরসনের দ্বারা সেই মত সকল ও নিরস্ত হয় বুঝিতে হইবে, এই প্রকার মনে করিয়া শ্রীভাষ্যকার প্রভুপাদ নিরূপণ করিতেছেন—ইত্যাদি। সূত্র সকলের দ্বারা প্রধানকেই জগৎ কারণ অনুমান করিয়াছেন ; এই অনুমান এই অধিকরণে নিরাস করা হইবে, যে হেতু তাহার দ্বারাই সকল সাংখ্য মত নিরাস করা হইবে। সুতরাং সাংখ্য বাদিগণ যে জগৎ কারণ অনুমান করিয়াছেন তাহা নিরসন করিলেই তাহাদের সকল মত নিরস্ত হইবে। ইহাই এই অধিকরণের বিষয়বাক্য।

সংশয়ঃ—এবং বিষয়বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—তত্র'ইতি। ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ ইত্যেবং সংশয়ে সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষ মারচয়ন্তি—প্রধানমেব 'ইতি। প্রধানমেব অস্য পরিদৃশ্যমতো জগতো নিমিত্তোপাদান উভয়বিধকারণমিতি এবং কুতঃ? সাত্ত্বিকাদিরূপত্বাৎ। তথাচ—প্রধানাৎ মহতুৎপত্যতে, মহতোঽহংকারম্। তঞ্চ অহঙ্কারং ত্রিবিধম্। তথাচ শ্রীভাগবতে —৩।৫।৩০, বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥ বৈকারিকাদহঙ্কাৎ অর্থাভিব্যঞ্জকা দেবা জাতাঃ। তৈজসাদহঙ্কারাৎ ইন্দ্রিয়াণি জাতানি। তামসাদহঙ্কারাৎ সূক্ষ্মভূতাদি জাতম্। তস্মাৎ প্রধানমেব জগন্নিমিত্তোপাদান কারণদ্বয়মিতি আহুঃ—প্রধানস্যৈব ইতি।

ননু যৎ যস্যোপাদানং ভবতি তৎ তস্য সজাতীয়মেব ইতি চেৎ দৃষ্টান্তয়ন্তি—ঘটাদীতি। জড়স্য জড়মেবোপাদানং ভবতি; নতু চেতনং; ব্রহ্মতু চেতনস্বরূপং জগচ্চ তদ্ বিজাতীয়মচেতনং জড়ং ত্রিগুণাত্মকঞ্চ, অতোবিজাতীয়োপাদনং জগতো ন ভবেদিত্যর্থঃ। ননু জড়স্য কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ, জড়স্য প্রধানস্য জগৎকর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবেদিতি চে? তত্রাহুঃ—ফলতি বৃক্ষঃ "চলতি জলম্" ইতি। তথাচ **কারিকায়াম্**—২০ তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচতেনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ অথ পূর্ব্বপক্ষং নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। তথাহি সাংখ্যসূত্রে ৬।৩২, "প্রকৃতেরাদ্যোপাদনতা অন্যেষাং কার্য্যত্ব শ্রুতেঃ" ইতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সংশয়ঃ—এই প্রকার সাংখ্যের বিষয়বাক্যে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন "তত্র" ইত্যাদি। সাংখ্য সিদ্ধান্তে প্রধান জগতের নিমিত্ত তথা উপাদান কারণ হইবে? অথবা হইবে না? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় হইলে সাংখ্য বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন-প্রধানই' ইত্যাদি। পরিদৃশ্যমান এই জগতের একমাত্র প্রধানই নিমিত্ত এবং উপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ, যে হেতু জগতের সাত্ত্বিকাদি রূপ দেখা যায়: কারণ প্রধানেরই সাত্ত্বিকাদিরূপ জগৎ কার্য্যের উপাদান রূপে অনুমান করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রধান হইতে মহতের উৎপত্তি হয়, মহৎ হইতে অহঙ্কার জাত হয়. সেই অহঙ্কার ত্রিবিধ। শ্রীভগেবতে বর্ণিত আছে—সেই অহঙ্কার বৈকারিক তৈজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ: বৈকারিক অহঙ্কার হইতে অর্থাভিব্যঞ্জক দেবতাগণ জাত হয়; তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল জাত হয়; এবং তামসাহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম ভূতাদি জাত হয়। অতএব প্রধানই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দ্বয়, তাহা বলিতেছেন—প্রধানেরই "ইত্যাদি। অর্থাৎ সত্ত্বাদিরূপ প্রধানেরই জগদুৎপাদন রূপে অনুমান করা হইয়াছে।

যদি বলেন-যে বস্তু যাহার উপাদান হইবে, সে তাহার সজাতীয় হইবে? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইতেছেন ঘট ইত্যাদি। ঘটাদি জড় কার্য্যের উপাদান তাহার সমান জাতীয় জড় মৃত্তিকাদিরই দেখা যায়; অর্থাৎ জড়ের উপাদান জড়, চেতন নহে; ব্রহ্ম চেতন বস্তু, জগৎ ব্রহ্মের বিজাতীয়

॥ওঁ॥ রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ॥ওঁ॥ ২।২।১।১॥

অনুমীয়তে জগদ্ধেতু তয়া ইতি অনুমানম্" জড়ং প্রধানম, তন্নজগদুপাদানং, ন চ তন্নিমিত্তং, কুতঃ? রচনেতি। বিচিত্রজগদ্রচনায়াশ্চেতনানধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানধিষ্ঠিতৈরিষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে। "চ" শব্দেনান্বয়ানুপপত্তিঃ সমুচ্চিতা। নহি বাহ্যা ঘটাদয়ঃ সুখাদিরূপতয়ান্বিতাঃ। সুখাদীনামান্তরত্বাদ্ ঘটাদীনাং

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—রচনা" ইত্যাদি। অনুমানং—সাংখ্যৈর্যং জগৎকারণমনুমীন্তে তৎ প্রধানং ন জগন্নিমিত্তোপাদান কারণং; কুতঃ? রচনানুপপত্তেরিতি। দেবমানবাদি বিচিত্র ভোগায়তনং, স্রক্ চন্দনাদি বিবিধভোগোপকরণং, স্বর্গ-নরকাদি নানা ভোগস্থানং জড়স্য প্রধানস্য রচনা অনুপপত্তেরসিদ্ধেরিত্যর্থঃ।

অথ স্বয়মেব সূত্রার্থং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ অনুমীয়তে" ইতি। লোকে" ইতি; যথা ইহ জগতি বিচিত্র প্রসাদাদয়ো বিচিত্রশিল্প বিষয়কজ্ঞানবতা চেতনেন রচ্যমানা দৃষ্টাঃ; তথা দেব মনুষ্যাদিযুক্ত বিচিত্ররচনজগৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব বিরচতীতি ভাবঃ। অথ সূত্রস্থ চকারস্যার্থমাহুঃ—'চ' ইতি।

অচেতন জড় ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং বিজাতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান হইবে না ইহাই অর্থ। যদি বলেন জড়ের কর্তৃত্ব ধর্ম নাই, অতএব জড় প্রধানের জগৎ কর্তৃত্ব সম্ভব নহে।

তদুত্তরে বলিতেছেন-"বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে" 'জল চলিতেছে' ইত্যাদিবৎ জড় প্রধানেরও কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে - অতএব পুরুষের সংযোগে অচেতন বুদ্ধ্যাদি চেতনের সমান কার্য্য করে। তথা উদাসীন পুরুষ গুণ ও কর্তৃত্বের সংযোগে কর্ত্তা সদৃশ হয়। অনন্তর পূর্ব্বপক্ষের নিগমন করিতেছেন - তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব প্রধানই জগতের উপাদানও কর্ত্তা। সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে - প্রকৃতিই সকলের আদি উপাদান অন্যান্য সকল তাহার কার্য্য ইহা শ্রুত হয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণ করিতেছেন—রচনা" ইত্যাদি। অনুমান—সাংখ্যবাদিগণ যাহাকে জগৎ কারণ রূপে অনুমান করেন সেই প্রধান জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ দ্বয় নহে; কি প্রকারে? রচনার অনুপপত্তি হেতু। দেবমানবাদির বিচিত্র ভোগোপকরণ স্বর্গ নরকাদি নানাবিধ ভোগের স্থান জড় প্রধানের দ্বারা রচনা করা যুক্তি সঙ্গত হয় না ইহাই সূত্রার্থ।

শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং এই সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন অনুমান করে ইত্যাদি। যাহাকে জগতের কারণরূপে অনুমান করা হয় সাংখ্য শাস্ত্রে তাহাকে অনুমান বা জড় প্রধান বলে, সেই

সুখাদিহেত্বাত্তদ্রূপত্বতুপ্রতীতেশ্চ ॥১॥

এবং জড়প্রধানস্য রচনানুপপত্তি প্রকারং প্রদর্শ্য অন্বয়ানুপপত্তি প্রকারমাহুঃ—ন হি' ইত্যাদি। অপ্রতীতেশ্চ ইতি সুখস্য—বুদ্ধিসত্বস্য পরিণামবিশেষ' ইতি তত্তু ন ঘটে বিদ্যতে ; তথাচ কারিকায়াম্—৩৪, "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ" ইতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীগৌড়পাদানাং—বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং সবিশেষং বিষয়ং গৃহ্ণন্তি, সবিশেষবিষয়ং মানুষানাং : শব্দস্পর্শরূপ রস গন্ধান্ সুখ দুঃখ মোহ বিষয়যুক্তান্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রকাশয়ন্তি" ইতি।

সাংখ্যসূত্রেঽপি—১।১৪।, "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" টীকা চ শ্রীভিক্ষূণাম্—এবং সতি বুদ্ধেরেব সুখাদিকল্পনৌচিত্যাৎ" ইতি। তস্মাৎ ঘটাদিজড় পদার্থানাং সুখরূপত্বানবগমাৎ প্রধানস্য ঘটাদাবন্বয়ানুপপত্তিরিতি যুক্তমেব। অতঃ প্রধানং ন জগন্নিমিত্তোপাদান কারণং ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥১॥

প্রধান জগতের উপাদান কিম্বা নিমিত্ত কারণ নহে। কি প্রকারে নহে? রচনার অনুপপত্তি হেতু। অর্থাৎ বিচিত্র জগৎ রচনা চেতনাধিষ্ঠান বিহীন জড় প্রধানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না 'ইহাই অর্থ। যে হেতু ইহলোকে চেতন মানব গণের দ্বারা সংযোজিত হইয়া জড় ইষ্টকাদি গৃহনির্ম্মাণ সমর্থ হয় দেখা যায়। অর্থাৎ যে প্রকার এই জগতে বিচিত্র গৃহ প্রাসাদাদি বিচিত্র শিল্প বিষয়ক জ্ঞানবান চেতন মানবের দ্বারা রচিত হইতে দেখা যায় ; সেই প্রকার দেব মনুষ্যাদি যুক্ত বিচিত্র শিল্পময় জগৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেবই রচনা করেন ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর সূত্রস্থ 'চ' কারের অর্থ করিতেছেন—'চ' ইত্যাদি। 'চ' শব্দের দ্বারা প্রধানের জগৎ রচনা বিষয়ে অন্বয়ানুপপত্তি সমুচ্চিত হইতেছে। এই প্রকার জড় প্রধানের জগৎ রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শন করাইয়া, অন্বয়ানুপপত্তি প্রকার প্রদর্শন করাইতেছেন-"নহি" ইত্যাদি। বাহ্য ঘট পটাদি সুখাদি রূপে অন্বিত-যুক্ত হইতে পারে না: যে হেতু সুখাদি অন্তরিন্দ্রিয় বিশেষ, যদি বলেন ঘটাদি পদার্থ সকল সুখ দুঃখাদির হেতু, তাহাও বলিতে পারেন না যে হেতু ঘটপটাদি সুখাদি রূপে প্রতীতি হয় না, সুতরাং জগৎ রচনা কার্য্যে প্রধানের অন্বয়ানুপপত্তি দোষ হয়। অপ্রতীত শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—সুখ বুদ্ধিসত্ত্বের পরিনাম বিশেষ, তাহা ঘটে বিদ্যমান থাকে না। সাংখ্যকারিকায় বর্ণনা আছে-মানব গণের বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ প্রকার। শ্রীগৌড়পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—বুদ্ধীন্দ্রিয় সকল মানবগণের সবিশেষ বিষয় গ্রহণ করে : মনুষ্যগণের সবিশেষ বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সুখ দুঃখ মোহ যাহা বিষয় যুক্ত এই সকল বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সকল প্রকাশ করে। সাংখ্য সূত্রে বলিয়াছেন ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয় হেতু। ইহার শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর টীকা এইরূপ—এইপ্রকার হইলে বুদ্ধিরই সুখাদি কল্পনা করা উচিতই হয়। অতএব ঘটাদি জড় পদার্থের সুখরূপতা অবগত না হওয়ায় প্রধানের ঘটাদি পদার্থে অন্বয়ানুপপত্তি যুক্তি সঙ্গতই হইয়াছে। সুতরাং জড় প্রধান জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ নহে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥১॥

॥ওঁ॥ প্রবৃত্তেশ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।১।২॥

জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতীতি শেষঃ। যস্মিন্নধিষ্ঠাতরি সতি জড়ং প্রবর্ত্ততে তস্যৈব সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথসূতাদৌ। ইত্থঞ্চ "ফলতি" ইত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি চেতনা-

---

অথ 'চেতনস্য এব কর্ত্তৃত্বং' ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ - প্রবৃত্তেশ্চ, ইতি। জড়পদার্থস্য কিমপি কার্য্যং প্রতি প্রবৃত্তিস্তু চেতনাধিষ্ঠিতে সতি সম্ভবতি; নতু জড়স্য প্রবৃত্তিরস্তি; তস্মাৎ জড়প্রধানং ন জগৎ কারণমিত্যর্থঃ। অথ ইষ্টক শকটাদীনাং চেতনাধিষ্ঠানে সতি প্রাসাদনির্ম্মানে গমনে চ প্রবৃত্তি র্ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—জড়স্য' ইতি। জড়স্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বে সতি প্রবৃত্তি র্ভবতীতি শেষঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ—রথ সূতাদৌ ইতি। "রথো গচ্ছতি" ইত্যত্র তস্য পরিচালকো রথং পরিচালয়তি, নতু স্বয়ং গচ্ছতি। এবং শ্রীগোবিন্দদেবো জড়ং প্রধানং সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তয়তি। ন তু তস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বমস্তি যস্তু প্রবর্ত্তকঃ স সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বকৃৎ শ্রীগবিন্দদেব এব: নান্যঃ।

তথাচ শ্রীভাং—২।৫।৩৩ তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তি চোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজু র্হ্যদঃ॥ অথযদুক্তং "বৃক্ষঃফলতি" জলংচলতি অনেনৈব চেতনাধিষ্ঠানে সতিজড়স্য প্রবৃত্তিরিতিবিধানেনৈব প্রত্যুক্তং নিরাকৃতং বেদিতব্যমিতি। নচেদং যুক্তিমাত্রসিদ্ধং কিন্তু প্রমাণ সিদ্ধমেব' ইতি নিরূপয়ন্তি—

অনন্তর চৈতন্যেরই জগৎ কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন প্রবৃত্তি হেতু। অর্থাৎ জড়পদার্থের কোন কার্য্যের প্রতি প্রবৃত্তি হওয়া চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই সম্ভব হয়, কিন্তু জড় প্রধানের কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই; অতএব জড় প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না ইহাই সূত্রার্থ। ইষ্টক শকট অচেতন সকল চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই প্রসাদাদি নির্ম্মানে ও গমনে প্রবৃত্ত হয় ইহা শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন—"জড়ের" ইত্যাদি। জড় পদার্থের চেতন দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলেই কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়। জড়পদার্থে যে চেতন অধিষ্ঠান করিলে পরে জড় পদার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা চেতনেরই প্রবৃত্তি নিশ্চিত হইতেছে' যেমন রথ ও সারথি।

অর্থাৎ তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন রথ সারথি ইত্যাদি "রথ গমন করিতেছে" এইস্থলে যেমন রথের পরিচালক সারথি রথকে পরিচালিত করিতেছেন' রথ কিন্তু স্বয়ং গমন করে না এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব জড় প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু প্রধানের স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সেই কালে শ্রীভগবানের শক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূতেন্দ্রিয় সকল পরস্পর একত্র হইয়া কার্য্য ও কারণ গ্রহণ করতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। এই প্রকার "বৃক্ষ ফল প্রসব করে" ইত্যাদি বাক্য ও খণ্ডিত হইল।

ধিষ্ঠিতত্বাত্তদন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণাদেতৎ পরত্র স্ফুটী ভাবি, (বৃ. ৩।৭।২২) চোঽবধারণে। 'অহং করোমীতি' চেতনস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, জড়স্যাকর্ত্তৃত্বং নেতিবা।

তত্রাপীতি। অন্তর্য্যামীতি—বৃ. ৩।৭।৪, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদু র্যস্যাপঃ শরীরং, যোঽপোঽন্তরো যময়তি" ইতি।

কিঞ্চ—তত্রৈব ৩।৭।১৫, যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বানি ভূতানি ন বিদুঃ, যস্যসর্ব্বানি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বানি ভূতান্যন্তরো যময়তি' ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু অন্তর্য্যামি রূপেণ শ্রীভগবানেব তিষ্ঠতীতি তদ্রূপেন স সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়তি ইত্যর্থঃ। সূত্রস্থ 'চ'শব্দস্য অবধারণার্থঃ। মনসি নিশ্চয়াবধারণং কুর্ব্বন্ত নাচেতনান্য কামপি প্রবৃত্তিঃ ক্রিয়া বা! অথ প্রকারান্তরেণ সূত্রস্য ব্যাখ্যান মাহুঃ—অহমিতি। অত্র সাংখ্যাঃ শঙ্কামবতারয়ন্তি—"ননু" ইত্যদিনা। ধর্ম্মাধ্যাসমিতি—চেতনস্য পুরুষস্য প্রধানে চেতন ধর্ম্মাধ্যাসঃ; তথা পুরুষেঽপি প্রধানস্য কর্ত্ত্বাদি ধর্ম্মাধ্যাসঃ। তথাচ সাং সূত্রে —২।৫, "প্রকৃতি বাস্তবে চ পুরুষস্যাধ্যাসসিদ্ধিঃ" প্রকৃতৌ স্রষ্টৃত্বস্য বাস্তবত্বে চ সিদ্ধেঃ, পুরুষস্য স্রষ্টৃত্বা-ধ্যাস এব।

সেই স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান হেতু প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে নিরূপণ করিয়াছেন, এবং পর পর সূত্রেও স্পষ্ট হইবে। অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণ যে বলিয়াছেন—"বৃক্ষ ফল প্রসব করিতেছে" "জল চলিতেছে" ইত্যাদি বাক্য "রথগমন করিতেছে' ইহার দ্বারাই, অর্থাৎ চেতনের অধিষ্ঠান হইলেই জড়ের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, এই বিধানের দ্বারাই নিরাকরণ হইল বুঝিতে হইবে। যদি বলেন—আপনাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিমাত্র সিদ্ধ কিন্তু প্রমাণ সিদ্ধ নহে, তদুত্তরে বলিতেছেন—আমাদেব এই সিদ্ধান্ত যুক্তিমাত্র সিদ্ধ নহে, কিন্তু শ্রুতি প্রমাণ সিদ্ধ তাহা নিরূপণ করিতেছেন—সেই স্থলে ও' ইত্যাদি। অন্তর্য্যামী অর্থাৎ যিনি জলে অবস্থান করিয়া তাহার অন্তরে আছেন যাঁহাকে জল জানে না, যাঁহার জল শরীর, যিনি জলের অন্তর্য্যামী।

পুনঃ বলিয়াছেন-যিনি সকলভূতে অবস্থান করিয়া সকলের অন্তরে আছেন যাঁহাকে ভূতসকল জানিতে পারে না যাঁহার ভূত সকল শরীর, যিনি সকল ভূতের অন্তর্য্যামী। অতএব সকল ভূতে অন্তর্য্যামি রূপে শ্রীভগবান অবস্থান করেন, এবং অন্তর্য্যামি রূপেই তিনি সকলকে প্রবর্ত্তিত করেন। সূত্রস্থ 'চ' কারের অর্থ অবধারণ করা; অর্থাৎ আপনারা মনের মধ্যে নিশ্চয় রূপে অবধারণ করুন-অচেতনের কোন প্রকার প্রবৃত্তি অথবা ক্রিয়া নাই।

অনন্তর প্রকারান্তরে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"অহমিত্যাদি" আমি করিতেছি 'এই চেতনেরই কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, এই হেতু জড়ের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

শঙ্কা—এইস্থলে সাংখ্যবাদিগণ আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন"ননু"ইত্যাদির দ্বারা। এইস্থলে

ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ মিথো ধর্ম্মাধ্যাসাৎ (সাং সূ° ২।৫) জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেৎ, উচ্যতে-অধ্যাসহেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সদ্‌ভাবঃ ? কিংবা প্রকৃতি পুরুষ গতঃ কশ্চিদ্বিকার ইতি ? নাদ্যঃ, মুক্তানামপ্যধ্যাস প্রসঙ্গাৎ। অন্ত্যোপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো

কিঞ্চ কারিকায়াম্—২১, "পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গন্ধবদুভয়োরপি সংযোগ স্তৎ কৃতঃ সর্গঃ ॥ তস্মাৎ প্রকৃতি পুরুষয়ো র্ধর্ম্মাধ্যসাৎ জগৎ সৃষ্টিরিতি, প্রকৃতিরেব জগৎ কারণমিত্যর্থঃ। ইতি শঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্তি—উচ্যতে' ইতি। অথ প্রকৃতি পুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্র জন্যং যদধ্যাসঃ ; তদধ্যাসস্য কারণং বক্তব্যম্ ; ননু অধ্যাসস্য কারণং তয়োঃ সন্নিধিরিতি চেৎ তত্রাহুঃ—অধ্যাস হেতু রিতি। তয়োঃ প্রকৃতি পুরুষয়োঃ সদ্‌ভাবঃ ? কিং বা' ইতি প্রশ্নান্তরম্ ; পরিহরন্তি—নাদ্য ইতি। অধ্যাসস্য কারণং সঃ সন্নিধিঃ ; যঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সদ্‌ভাবঃ ইতি পক্ষে স্বীকৃতে ; মুক্তানামপি অধ্যাসঃ প্রসঙ্গঃ ; সন্নিধেঃ সদ্‌ভাবাৎ মুক্তপুরুষাণামপি তৎ স্যাৎ ; তথাহে কদাপি কস্যাপি মুক্তিং ন ভবিতা ;

আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে প্রকৃতিও পুরুষের সন্নিধিমাত্রেই পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাস হয় এই অধ্যাসের দ্বারাই জগৎ রচনার উপপত্তি হয়, অর্থাৎ চেতন পুরুষের জড় প্রধানে চৈতন্যধর্মের অধ্যাস, এবং অকর্ত্তা পুরুষে প্রধানের কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মের অধ্যাস, এইভাবে জগৎ রচনা হয়। সাংখ্যসূত্রে বলিয়াছেন-প্রকৃতি বাস্তবে পুরুষের অধ্যাস সিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ প্রকৃতির সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব বাস্তব—যথার্থই সিদ্ধ হইলে পরে পুরুষের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের অধ্যাস হয় বা ভ্রম হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে পুরুষ প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহদাদি কার্য্য দর্শন করে, এবং মুক্তির নিমিত্ত প্রধান পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় ; যেমন পঙ্গু ও অন্ধ পরস্পর মিলিত হইয়া গমন ও দর্শনাদি কার্য্য সিদ্ধ করে ; পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হেতু জগৎ সৃষ্টি হয়। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরের ধর্ম্মাধ্যাস হেতু জগৎ সৃষ্টি হয়' এই ভাবে প্রকৃতিই জগৎ কারণ ইহাই অর্থ।

উত্তর—শ্রীমদ্‌ভাষ্য কার প্রভুপাদ এই শঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন—"উচ্যতে" ইত্যাদি। এই ভাবে প্রকৃতি এবং পুরুষের সান্নিধ্যমাত্র জাত যে অধ্যাস সেই অধ্যাসের কারণ কি তাহা বলুন? যদি বলেন অধ্যাসের কারণ উভয়ের সংযোগ মাত্র অন্য নহে ; তদুত্তরে বলিতেছেন 'অধ্যাস হেতু' ইত্যাদি। এই অধ্যাসের কারণ কি প্রকৃতিও পুরুষের সদ্‌ভাব মাত্র ? কিম্বা প্রকৃতি পুরুষগত কোন বিকার বিশেষ ? এই ভাবে প্রশ্ন করিয়া স্বয়ং খণ্ডন করিতেছেন—"নাদ্য" অর্থাৎ প্রথম পক্ষ অধ্যাসের কারণ যে সংযোগ তাহা প্রকৃতিও পুরুষের সদ্ভাব মাত্র' স্বীকার করিলে ; মুক্ত গণের ও অধ্যাস প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কারণ সন্নিধির সদ্ভাব হেতু মুক্ত পুরুষগণেরও অধ্যাস হইবে, তাহা স্বীকার করিলে কোন দিন কাহারও মুক্তি হইবে না। অনন্তর দ্বিতীয়পক্ষ খণ্ডন করিতেছেন "অন্ত্যং" ইত্যাদির দ্বারা। অর্থাৎ প্রকৃতিও পুরুষগত কোন বিকার অধ্যাসের হেতু স্বীকার করিলেও আপনাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে

বিকারোঽধ্যাসকার্য্যতয়াভিমতস্য তস্যাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ, ন চ পুরুষগতোঽস্বীকারাৎ ॥২॥

ননু পয়ো যথা দধিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে, যথাচাম্বু বারিদমুক্তমেকরসমপি তাল-চূতাদিষু মধুরাম্লাদি বিচিত্ররসরূপেণ, (সাং কা. ১৬) তথা প্রধানমপি পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ তনু ভবনাদিরূপেণেতিচেত্তত্রাহ—

অথ পক্ষান্তরং নিরাকুর্ব্বন্তি অস্ত্যেঽপীতি। তস্যেতি-প্রকৃতিগতবিকারস্য অধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ; বিকারস্তাবৎ দেহাদিকার্য্যজাতম্ তত্র দেহাদেঃ তদযোগাৎ

ননু পুরুষগতঃকশ্চিদ্ বিকার এব অধ্যাসহেতু রিতি চেৎ; তদপি ন সম্ভবতি; অস্বীকারাদিতি "ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ইতি কারিকোক্তেঃ; (৩)। তস্মাৎ ন পুরুষগতবিকারঃ-অধ্যাস হেতু রিতি। অতোঽধ্যাসাভাবাৎ জগদ্ রচনা ভাব ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ চেতনানামেব প্রবৃত্তিঃ, নতু চেতন রহিতানামিতি ভাবঃ॥

চেতনানাং প্রবৃত্তিস্তু নাচেনস্য কর্হিচিৎ।
তস্মাদচেতনং ন স্যাৎ প্রধানং সৃষ্টি কারণম্ ॥২॥

অথ প্রকারান্তরেণ সাংখ্যাঃ পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—ননু" ইতি। পূর্ব্বপক্ষং তু স্পষ্টম্। তথাচ কারিকায়াম্—১৬, কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ। পরিণামতঃ সলিল বৎ প্রতিপ্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ॥ তস্মাৎ পুরুষকর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধানমপি বিচিত্র দেব মানবাদি শরীরং-ভুবনাদিকঞ্চ ভবতীতি অস্মাকং সিদ্ধান্তঃ।

না; প্রকৃতিগত বিকার অধ্যাসের কার্য্য রূপে স্বীকার করিলেও তাহার অধ্যাসের কারণ সিদ্ধ হইবে না; অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিকার অধ্যাসের কারণ হইতে পারে না: বিকার বলিতে দেহাদি কার্য্য সমূহকে বুঝায়, সুতরাং দেহাদি অধ্যাসের হেতু হওয়া অসম্ভব।

যদি বলেন পুরুষগত কোন বিকার বিশেষ অধ্যাসের হেতু হইবে; তাহাও সম্ভব নহে, যে হেতু পুরুষে কোন প্রকার বিকার স্বীকার করা হয় নাই। কারণ—"যাহা প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয় তাহাই পুরুষ" ইহা সাংখ্যকারিকায় স্বীকার করিয়াছে। অতএব পুরুষ গত বিকার অধ্যাসের হেতু নহে, অধ্যাসের অভাব বশতঃ জগৎ রচনার ও অভাব হয়' সুতরাং চেতনেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়, চেতন রহিত প্রধানের নহে ইহাই ভাবার্থ। চেতন সকলেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়, অচেতনের প্রবৃত্তি কোন দিন দেখা যায় না অতএব অচেতন প্রধান জগৎ সৃষ্টির কারণ হইবে না।।২॥

অনন্তর প্রকারান্তরে সাংখ্যবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—ননু" ইত্যাদি। এই স্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে-দুগ্ধ যেমন স্বতঃই দধিভাবে পরিণত হয়; তথা জল মেঘ হইতে একরসযুক্ত পতিত হইয়া তাল আম্রাদি ফলে মধুর অম্লাদি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়, সেই

||ওঁ|| পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ||ওঁ|| ২।২।১।৩||

তয়োঃ পয়োম্বুনোরপি চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তি র্ন তু স্বতঃ, রথাদি দৃষ্টান্তেন তথা-

---

ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"পয়ঃ"-ইত্যাদি পয়ো দুগ্ধম্ : অম্বুং জলম্ । নচ স্বতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরচেতনং প্রধানং ন জগৎ কারণমিতি বাচ্যম্ ; জল বৎ স্বতঃ প্রবৃত্তেঃ। অচেতনমপি দুগ্ধং স্বতঃ এব দধিরূপেণ পরিণমতে ; যথা চ জলং হিম করকাদি রূপেণ স্বতঃ পরিণমতে ; তথা চেতন রহিতমপি প্রধানং বিষমগুণং সন্ বহুবিধ তনু ভাবনাদি রূপেণ স্বতঃ পরিণমতে।

তথাচ সাংখ্য সূত্রে- ২।৩৭, "ধেনু বদ্ বৎসায়" যথা বৎসার্থং ধেনুঃ স্বয়মেব ক্ষীরং স্রবতি, নান্যং কারণমপেক্ষতে ; তথৈব প্রকৃতিরপি স্বামিনঃ পুরুষার্থং স্বয়মেব করণানি প্রবর্ত্তন্তে ; তস্মান্না চেতনস্য প্রবৃত্ত্যভাব ইতি। অপিচ তৃতীয়েঽপি ৩৷৫৯, "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য" ভাষ্যঞ্চ শ্রীভিক্ষুণাম্—যথা ক্ষীরংপুরুষ প্রযত্নৈরপেক্ষ্যেণ স্বয়মেব দধিরূপেণ পরিণমতে ; এবমচেতনত্বেঽপি পরপ্রযত্নং বিনাপি মহদাদিরূপ পরিণামং প্রধানস্য ভবতীত্যর্থঃ। ইতি তস্মাৎ প্রধানমেব জগতো নিমিত্তোপাদান কারণমিতি ভাবঃ।

রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের কর্ম্ম বৈচিত্র্য-হেতু শরীর গৃহাদিরূপে পরিণত হয়। সাংখ্যকারিকায় বলিয়াছে- নানা প্রকার ভেদের কারণ অব্যক্তই হয়, যে হেতু তাহা গুণত্রয় যুক্ত এবং সমুদায় হেতু সেই ভেদকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। কারণ এই অব্যক্ত পরিণাম স্বভাব যুক্ত, আকাশ হইতে নিপতিত জল যেমন আশ্রয়গুণে অনেক রস যুক্ত হয়, সেই প্রকার প্রধানও পুরুষের কর্ম বৈচিত্র্যহেতু নানা রূপে পরিণত হয়। অতএব পুরুষের কর্ম বৈচিত্র্য হেতু প্রধানও দেব মানবাদি বিচিত্র শরীর ও ভুবনাদি হয়, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

এই প্রকার পূর্ব্ব পক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"পয়ঃ" ইত্যাদি। দুগ্ধ ও জলের সদৃশ পরিণত হইলেও আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না. ইহাই সূত্রার্থ। দুগ্ধও জলের যে পরিণাম বা প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহা চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই হয়, অচেতন অবস্থায় বা স্বাভাবিক ভাবে হয় না, যে হেতু রথাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা সেই প্রকারই অনুমান করা হইয়াছে। এইস্থলে আমাদের (সাংখ্য বাদিদের) বক্তব্য এই যে-প্রধানই জগৎ কারণ, যেমন দুগ্ধ ও জল। যদি বলেন-"স্বতঃ প্রবৃত্তির অভাব হেতু অচেতন প্রধান জগৎ কারণ নহে" এই কথা বলিতে পারেন না, যে হেতু প্রধান জলের সদৃশ স্বতঃ জগৎ সৃজনে প্রবৃত্ত হয়। এবং অচেতন দুগ্ধ দধিরূপে স্বভাবতই পরিণত

নুমানাৎ। তয়োস্তদধিষ্ঠিতত্বঞ্চান্তর্য্যামি ব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধম্ ॥৩॥

ইতি শঙ্কায়াঃ পরিহার প্রকারমাহুঃ—তয়োরিতি। তয়োঃ দুগ্ধজলয়োঃ তৎ পরব্রহ্মাধিষ্ঠিতত্বং চ অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধমিতি। তথা চ বৃহদারণ্যকোপনিষদি অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে—৩।৭।৪, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ ...... যোঽপোঽন্তরো যময়তি" ইত্যনেন জলস্য স্বতঃ করকাদি পরিণতি র্নিবারিতা। অপিচ—তত্রৈব—৩।৮।৯, 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! প্রাচ্যো নদ্যঃ স্যন্দন্তে" ইতি। তস্মাদন্তর্য্যামি রূপেণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বত্রাবস্থানাৎ স এব জগন্নিয়ামকো, তথা নিমিত্তোপাদান রূপোভয়বিধকারণঞ্চ। নাচেতনং প্রধানমিতি ॥৩॥

হয়। এবং জল হিম ও শিলাদিরূপে স্বভাবতই পরিণত হয় সেই প্রকার চেতন রহিত প্রধানও বিষম গুণ যুক্ত হইয়া বহুবিধ তনুভবনাদি রূপে স্বতই পরিণত হয়। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে—বৎসের নিমিত্ত ধেনুর সমান।

অর্থাৎ যেমন বৎসের নিমিত্ত গাভীর স্তন ইহতে স্বয়ং দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, তাহ কোন কারণ অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার প্রকৃতি ও নিজ স্বামী পুরুষের নিমিত্ত স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার কোন কারণের প্রয়োজন হয় না। অতএব অচেতনের প্রবৃত্তির অভাব হয় না। সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে - অচেতন হইলেও প্রধানের ক্ষীরের সমান চেষ্টা দেখা যায়; শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যেমন দুগ্ধ পুরুষের প্রযত্নকে অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং দধি রূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার অচেতন হইলেও অন্যের প্রযত্ন বিনাই প্রধানের মহদাদিরূপে পরিণাম হয়। অতএব প্রধানই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ ইহাই আমাদের বক্তব্য। সাংখ্যবাদিগণ এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিলে শ্রীমৎ ভাষ্যকার প্রভুপাদ পরিহার করিতেছেন—"তয়োঃ" ইত্যাদি। তাহাদের অর্থাৎ দুগ্ধ এবং জলের চেতন অধিষ্ঠান হেতু প্রবৃত্তি দেখা যায় যে হেতু তাহা অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে সিদ্ধ হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—যিনি জলে অবস্থান করেন, জল যাঁহাকে জানে না, যিনি জলের অন্তর্য্যামী হইয়া জলকে নিয়মিত করেন এই প্রমাণ দ্বারা জলের স্বতঃ করকাদি রূপে পরিণত হওয়া নিবারণ করিলেন। পুনরায় বলিয়াছেন - হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে পূর্ব্বদিকে নদী সকল প্রবাহিত হয়।

অতএব অন্তর্য্যামী স্বরূপে শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বত্রই অবস্থান হেতু তিনিই জগতের নিয়ামক, এবং নিমিত্তোপাদানরূপ উভয়বিধ কারণ। কিন্তু চেতনা রহিত প্রধান নহে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ৩॥

॥ওঁ॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ওঁ॥২।২।১।৪॥

অপ্যর্থে চকারঃ, সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেত্বন্তরানবস্থিতেরনপেক্ষত্বাচ্চ কেবলস্য প্রধানস্য স্বপরিণামকর্ত্তৃত্বম্। প্রধান ব্যতিরিক্তস্তৎ প্রবর্ত্তকোনিবর্ত্তকো বা হেতুরাদিসর্গাৎ পূর্ব্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎস্বীকৃতং তস্যাপি পুনরুপেক্ষণাৎ। চৈতন্যস্য সন্নিধেহেত্বন্তরস্যানঙ্গীকারাদিতি যাবৎ। তথাচ কেবল জড়কর্ত্তৃত্ববাদ ভঙ্গঃ। কিঞ্চ ব্যতিরিক্ত হেত্বভাবাৎ,

অথ প্রকারান্তরেণ সাংখ্যমতং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'ব্যতিরেকেন' ইত্যাদি। ব্যতিরেকানবস্থিতেরিতি - সৃষ্টিব্যতিরেকাবসরে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিত্যর্থ। অবস্থিতেরভাবঃ—অনবস্থিতিঃ; তদা সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানেতরকিমপি কারণস্যাভাবাৎ, ন তস্য কর্ত্তৃত্বম্। কিঞ্চ অনপেক্ষত্বাৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানং কিমপি সহায়ান্তরং নাপেক্ষতে; ইত্যনেনাপি তস্য পরিণামাসম্ভব ইতি। অথ সূত্রস্থ 'চ' কারস্যার্থং নিরূপয়ন্তি—'অপ্যর্থে' ইতি।

অথ সৃষ্টিসম্ভবাভাবং দর্শয়ন্তি—সৃষ্টেরিত্যাদিনা স্পষ্টম্। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—সৃষ্টেঃ প্রাক্—একমেব প্রধানমবতিষ্ঠতে; তচ্চ—সত্ত্ব রজস্তমসাং সাম্যাবস্থারূপম্ তস্মাৎ কারণান্তর নিরপেক্ষাৎ মহদাদিরুৎপদ্যতে, অত আদিসর্গে প্রধানাতিরিক্তঃ কোঽপি তৎপ্রবর্ত্তকো নিবর্ত্তকো বা ন বিদ্যতে; তস্মাৎ জড়ং প্রধানমেকমেব জগন্নিমিত্তোপাদান কারণরূপমিতি। কিঞ্চ—তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনং চেতন-

অনন্ত প্রকারান্তরে সাংখ্যমত নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন "ব্যতিরেক" ইত্যাদি। ব্যতিরেকের দ্বারা অনবস্থিতি অর্থাৎ সৃষ্টিব্যতিরেকাবসরে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহাই অর্থ। অবস্থিতির অভাব অনবস্থিতি, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ভিন্ন অন্য কোন কারণের অভাব হেতু প্রধানের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। অপর অনপেক্ষ হেতু; অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রধান অন্য কোন সাহায্যের অপেক্ষা করে না, ইহার দ্বারাও প্রধানের পরিণাম সম্ভব নহে ইহাই এই সূত্রে যে 'চ" কার আছে তাহার অর্থ 'অপি"; প্রধানভিন্ন অন্যের অনবস্থান এবং তাহার পরিণামের কেহ সহায়ক নহে, ইহাই 'চ' কারের অর্থ।

অনন্তর প্রধানের দ্বারা সৃষ্টি সম্ভব নহে তাহা প্রদর্শন করাইতেছেন—'সৃষ্টির' ইত্যাদি দ্বারা। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রধান ভিন্ন অন্য কোন হেতুর অনবস্থান হেতু; এবং কোন অপেক্ষা না করিয়া কেবল প্রধানের স্বপরিণামের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ প্রধান ব্যতিরিক্ত তাহার প্রবর্ত্তক অথবা নিবর্ত্তক পরিণামের হেতু রূপে প্রথম সৃষ্টির পূর্ব্বে কেহ অবস্থান করে না. এই প্রকার যে আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) স্বীকার করিয়াছেন, তাহারও পুনরায় অপেক্ষা করিতে হয়। অর্থাৎ "চেতনের সান্নিধ্য হেতু প্রধান সৃষ্টি করে" এই কারণের অস্বীকার করা হেতু: তাহা হইলে অর্থাৎ চেতনের সান্নিধ্য হেতু প্রধান সৃষ্টি করে, এই প্রকার স্বীকার করলে আপনাদের কেবল জড় কর্ত্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হয়। অপর প্রধান ভিন্ন অন্য কোন হেতুর অভাব হেতু, তথা সর্ব্বদা পুরুষের সন্নিধি বিদ্যমান হেতু প্রলয় কালে

সন্নিধিসত্ত্বাচ্চ প্রলয়েঽপি কার্য্যোদয়ঃ প্রসঙ্গঃ। ন চ তদা অদৃষ্টোদ্‌বোধাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ, তদুদ্বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ ॥৪॥

বদিব লিঙ্গম্। (২০) ইতি কারিকোক্তেঃ চেতনসন্নিধিহেতুঃ প্রধানং জগৎকারণং ইতি। অত্র পক্ষদ্বয়েঽপি স্বীকৃতে নাভিমতসিদ্ধিঃ।

আদ্যে ব্যতিরিক্তকারণাভাবাৎ ন সৃষ্টিঃ; দ্বিতীয়ে পুরুষ সন্নিধানেন প্রধানং সৃজতীতি স্বীকারে কেবল জড়কর্তৃত্ববাদহানিঃ। কিঞ্চ তথাত্বে প্রলয়কালেঽপি সৃষ্টি প্রসঙ্গঃ। ন চ প্রলয়াবসরে শুভাশুভ-অদৃষ্টেরুদ্‌বোধকাভাবাৎ তদা ন কার্য্যঃ দেবমানবাদি বিচিত্রসৃষ্টির্ন ভবতীতি বাচ্যম্; তদা অনন্যসহায়ং প্রধানং বর্ত্ততে এব, তস্যৈব সৃষ্টিকর্তৃত্ব স্বীকারাৎ; যদ্বা প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংযোগস্তদানীমপি সম্ভাব্যমানাত্বাৎ। যদ্বা তদুদ্‌বোধস্যাপি তদৈবাপাদ্যমানত্বাৎ; তস্মাৎ কেনাপি প্রকারেণ প্রধানকর্তৃত্ববাদমসম্ভবমেব ॥৪॥

ও কার্য্যোদয় অর্থাৎ সৃষ্টি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। যদি বলেন—প্রলয়কালে অদৃষ্টের উদ্‌বোধকের অভাব হেতু সৃষ্টিকার্য্যের অভাব হয়; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে প্রলয়াবসরে জীব কর্ম্মের উদ্বোধকের স্বীকার করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে কি? অর্থাৎ সেই সময়েও তাহা স্বীকার করুন।

এই ভাষ্যের সারার্থ এই প্রকার—সাংখ্যবাদিগণ যদি বলেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র প্রধানই ছিল, তাহা সত্ত্বরজ ও তমোগুণাত্মক, সেই প্রধান হইতে কোন প্রকার কারণের অপেক্ষা না করিয়া মহদাদির উৎপত্তি হয়; সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে প্রধানাতিরিক্ত কেহই তাহার প্রবর্ত্তক অথবা নিবর্ত্তক নাই, অতএব জড় প্রধানই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ অন্য নহে। অপর "সুতরাং চেতন সংযোগ হেতু অচেতন বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় কার্য্য করে" এই প্রমাণ হেতু চেতন সন্নিধান বশতঃ প্রধান জগৎ কারণ এই দুইটি পক্ষ বা সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলেও আপনাদের অভিপ্রায়সিদ্ধ হইবে না। কারণ প্রথমপক্ষ স্বীকার করিলে প্রধানাতিরিক্ত কোন কারণ বিদ্যমান না থাকায় সৃষ্টি হইবে না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ চেতন পুরুষের সন্নিধান হেতু প্রধান জগৎ সৃষ্টি করে, এই মত স্বীকার করিলে আপনাদের কেবল জড় কর্তৃত্ব বাদ হানি হয়।

প্রলয় কালেও উভয়ের সান্নিধ্য হেতু জগৎ সৃষ্টি হইবে। যদি বলেন প্রলয়াবসরে জীবের শুভাশুভ অদৃষ্টের উদ্বোধকের অভাব হেতু সৃষ্টিকার্য্য হয় না, এবং দেব মানবাদি বিচিত্র সৃষ্টিও হয় না" এই কথা বলিতে পারেন না সেই কালে অন্যের সহায় রহিত প্রধান অবস্থান করেন কারণ তাহাকেই আপনারা সৃষ্টি কর্ত্তা স্বীকার করিয়াছেন। অথবা প্রলয় কালেও প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ সম্ভব হইবে, সুতরাং সৃষ্টি হওয়া উচিত। অথবা সেই কালে শুভশুভের উদ্বোধকের বিদ্যমানতা স্বীকার করা হেতু সৃষ্টি হইবে। অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের কর্তৃত্ববাদ স্বীকার করা সম্ভব হইতেছে না ॥৪॥

ননু লতা তৃণপল্লবাদি বিনৈব হেত্বন্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে, তথা প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—

॥ওঁ॥ *অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ* ॥ওঁ॥ ২।২।১।৫॥

অবধৃতৌ চ শব্দঃ। নৈতচ্চতুরস্রম, কুতঃ? অন্যত্রাভাবাৎ। বলীবর্দ্দাদি ভক্ষিতে

অথ প্রকারান্তরেণ শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—সাংখ্যাঃ—ননু' ইত্যাদিনা। মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি; তথাচ সাংখ্যসূত্রম্ -২।৩৭, "ধেনুবদ্ বৎসায়" টীকা চ শ্রীভিক্ষূণাম্—যথা বৎসার্থং ধেনুঃ স্বয়মেব ক্ষীরং স্রবতি নান্যং যত্নমপেক্ষতে, তথৈব স্বামিনঃ পুরুষস্য কৃতে স্বয়মেব করণানি প্রবর্ত্তন্তে" ইতি কিঞ্চ-কারিকায়ামপি—৫৭ বৎসবিবৃদ্ধি নিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য। ইতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াং 'সমুদ্-ভাবিতায়াং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অন্যত্র' ইতি। ন চ - লতা তৃণোদকাদি জড়মপি যথা দুগ্ধাকারেণ পরিণমতে তথা প্রধানমিতি বাচ্যম্ অন্যত্রাভাবাৎ-ক্ষীরিনীধেনুং বিনা অন্যত্র বলীবর্দ্দাদিষু দুগ্ধাভাবাৎ 'তৃণাদিবৎ' দৃষ্টান্তমযৌক্তিকমেব।

অথ সূত্রস্থ 'চ' কারস্যার্থমাহুঃ—অবধৃতৌ, ইতি অবধারণার্থং চকারঃ, তস্মাৎ যথার্থাবধারণেন

অনন্তর সাংখ্যবাদিগণ অন্য প্রকারে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—"ননু" ইত্যাদির দ্বারা। যেমন লতাতৃণ পল্লবাদ কোন হেতুর অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার প্রধানও স্বভাবতই মহদাদিরূপে পরিণত হয় এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্র বলিয়াছেন—"ধেনু যে প্রকার বৎসের নিমিত্ত" শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুপাদ এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে—যেমন বৎসের নিমিত্ত ধেনু স্বভাবতঃ দুগ্ধ প্রসব করে কোন অন্য প্রযত্নের অপেক্ষা করে না, সেই প্রকার নিজ স্বামী পুরুষের নিমিত্ত প্রধান স্বয়ং ইন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণত হয়। সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—বৎস বৃদ্ধির নিমিত্ত দুগ্ধ যেমন স্বয়ং স্রবিত হয় সেই প্রকার জড় প্রধান সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়।

সাংখ্যবাদিগণ এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অন্যত্র ইত্যাদি। যদি বলেন যেমন লতা তৃণাদি জড় হইয়াও দুগ্ধ রূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার জড় প্রধান ও মহদাদি রূপে পরিণত হয়, আপনারা (সংখ্যবাদিরা) এই প্রকার বলিতে পারেন না, যেহেতু অন্যত্র তাহার অভাব দেখা যায়; অর্থাৎ দুগ্ধবতীগাভী বিনা অন্যত্র বলীবর্দ প্রভৃতিতে দুগ্ধের অভাব দেখা যায় অতএব তৃণাদিবৎ দৃষ্টান্তও যুক্তি সঙ্গত নহে ইহাই সূত্রার্থ। অতঃ পর সূত্রস্থ 'চ', কারের অর্থ বলিতেছেন অবধৃতি ইত্যাদি, অর্থাৎ অবধারণের নিমিত্ত 'চ'কার প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং যথার্থ অবধারণের দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায় অচেতন তৃণাদির সমান অচেতন প্রধান জগৎ কারণ হইতে পারে না। এই বাদ চতুরস্র নহে, অর্থাৎ এই দৃষ্টান্ত নির্দোষ নহে, কি দোষা-ভাবাভাব হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন অন্যত্র অভাব হেতু। অর্থাৎ তৃণভক্ষণ করিলেই ক্ষীর হইবে, এই কথা বলিতে পারেন না, করাণ বলীর্বদ বৃষভাদি তৃণ ভক্ষণ করিলে দুগ্ধ রূপে পরিণত হয় না, বা

তৃণাদিকে ক্ষীরাকার পরিণামাভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে, তর্হি চত্বরাদি পতিতেঽপি তথা স্যাৎ, নচৈবমস্তি,যতো ন স্বভাবমাত্রং হেতুঃ, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ সম্বান্ধাৎ সর্ব্বেশ সঙ্কল্প এব তথেতি ॥৫॥

প্রধানস্য জাড্যাৎ স্বতঃ প্রবৃত্তির্নসমস্তীত্যাপাদিতম্। অথ ত্বম্মুখোল্লাসায় তাং চেদভ্যুপগচ্ছামঃ, তথাপি ন কিঞ্চিত্ত্ববাভীষ্টং সিদ্ধ্যেদিত্যাহ—

॥ওঁ॥ অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ওঁ॥ ২।২।১।৬।

বিচার্য্যমানে সতি তৃণাদিবৎ অচেতনং প্রধানং জগৎকারণং ভবিতুং নার্হতীতি। চতুরস্রম্—নির্দ্দোষম্। দৃষ্টান্তোঽয়ং ন নির্দ্দোষঃ কথং দোষাভাবাভাবঃ? তত্রাহুঃ—অন্যত্রাভাবাৎ। ন চ তৃণাদি ভক্ষণেন ক্ষীরং ভবতীতি বাচ্যম্; বলীবর্দ্দাদি ইতি। অথ প্রধানস্য স্বভাবপরিণামপক্ষং নিরাকুর্ব্বন্তি - যদীত্যাদিনা।

নন্নু কথং তর্হি জড়স্যদুগ্ধস্য ক্ষরণম্? তত্রাহুঃ—কিন্তু' ইতি। তথাহি শ্রীভাগবতে – ১।১০। ২২, স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতিম্। অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎমানোনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ তস্মাৎ ন জড়কর্ত্তৃত্ববাদনির্দ্দোষমিত্যর্থঃ ॥৫॥

এবং প্রধানস্য স্বতঃ প্রবৃত্তেরভাবাৎ ন তস্য নিমিত্তোপাদান কারণতা; "পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি" (২।২।১।৩) "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ" (২।২।১।৫) ইতি সূত্রাভ্যাং প্রতিপাদিতম্; কিঞ্চ সর্ব্বান্তর্য্যামি

বৃষভ হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হয় না। অনন্তর প্রধানের স্বাভাবিক পরিণাম পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন— "যদি" ইত্যাদির দ্বারা। যদি স্বভাবতই তৃণ লতাদি দুগ্ধ রূপে পরিণত হয় তাহা হইলে কোন কারণ ভিন্নই চত্বরাদি স্থানে পতিত তৃণ হইতে দুগ্ধ হইবে; কিন্তু তাহা দেখা যায় না। যে হেতু স্বভাবমাত্রই পরিণামের কারণ নহে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধ হেতু সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের সঙ্কল্পই তাহার মুখ্য কারণ; অন্য নহে। অর্থাৎ যদি বলেন তাহা হইলে জড়দুগ্ধের কি প্রকারে ক্ষরণ সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু" ইত্যাদি।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—হস্তিনা পুরবাসিনী কৌরবেন্দ্র পুর রমণীগণ বলিলেন—হে সখি! সেই এই শ্রীকৃষ্ণ, অপ্রচ্যুত অবস্থায় থাকিয়াও নিজ কালশক্তি প্রেরিতা জীববিমোহিনী মায়াকে অনুসরণ করিলেন, যদি বলেন কিজন্য অনুসরণ করিলেন? উত্তরে বলিতেছেন কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত রূপ রহিত জীগণের নাম ও রূপা দর বেদ শাস্ত্রে বিধান করিলেন। অতএব জড় প্রধান কর্ত্তৃত্ববাদ কোন প্রকারেই দোষ রহিত নহে ॥৫॥

প্রধান জড় হওয়া হেতু তাহার স্বতঃ প্রবৃত্তি হওয়া সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে, তাহা প্রতিপাদন করিলেন অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অভাব হেতু তাহার জগৎ নিমিত্ত উপাদান কারণতা সিদ্ধ

চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।২।১।৫) "পুরুষো মাংভুক্ত্বা মদ্দোষাননুভূয় মদৌদাসীন্য লক্ষণং মোক্ষং প্রাপ্স্যতি (সাং কা০ ৬১) ইতি তদ্ভোগাপবর্গার্থাং প্রধান প্রবৃত্তিং মন্যতে। "প্রধান প্রবৃত্তিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাৎ উষ্ট্রকুঙ্কুম বহন বৎ" (সাং সূ০ ৩।৫৮) ইত্যকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তা ইতি চ মন্যতে। "অকর্ত্তুরপি ফলভোগোঽন্নাদ্যবৎ" (সাং সূ০ ১।১০৫)

শ্রীগোবিন্দদেবস্যানুগ্রহেনৈব কথঞ্চিৎ তৎ সাহায্যং করোতি। ইতি প্রতিপাদয়ন্তি - প্রধানস্যেতি। অথ ভবতাং শ্রদ্ধামনুরুদ্ধ্যমানাঃ, যদ্বা 'তুষ্যতু দুর্জ্জনো' নায়েন বয়ং যদি স্বীকুর্ম্মঃ, তথাপি ন কিঞ্চিৎ ভবতাং লাভ ইতি প্রতিপাদয়ন্তি— অথ' ইত্যাদি।

অথ সাংখ্যানাং উভয়তোঽপি ন কিমপি অভীষ্টং সিদ্ধ্যেদিত্যর্থং সূত্রমবতারয়ন্তি ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণঃ—অভ্যুপগমে" ইত্যাদি। অভ্যুপগমেঽপি প্রধানস্য সৃষ্ট্যাদৌ স্বতঃ প্রবৃত্তিঃ স্বীকারেঽপি অর্থাভাবাৎ; ভবতাং কিমপি ফলং ন সিদ্ধ্যেদিত্যর্থঃ। চতুর্ষু ইতি ইদং সূত্রমারভ্য উপরিতনেষু চতুর্ষু সূত্রেষু "অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ" (২।২।১।৫) ইত্যস্মাৎ সূত্রাৎ "ন" কারোঽনুবর্ত্তনীয়মিত্যর্থঃ। অথ জড়স্য প্রধানস্য প্রবৃত্তিং নিরূপয়ন্তি—"পুরুষঃ" ইতি।

তথাচ সাংখ্যকারিকায়াং—৬১, প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি। যা দৃষ্টাঽস্মীতি পুন র্ন দর্শন মুপৈতি পুরুষস্য॥ অত্রার্থে সাংখ্যসূত্রমুদাহরন্তি—প্রধান ইতি" অত্র "প্রধান সৃষ্টিঃ' ইতি পাঠঃ সূত্রে দৃশ্যতে: তথৈব শ্রীভিক্ষুমতম্; প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রী অনিরুদ্ধমতম্। ব্যাখ্যা চ —উষ্ট্রো যথা পরার্থং কুঙ্কুমং বহতি, ন তু স্বার্থং, তথা প্রধানমপি পুরুষভোগাদ্যর্থং জগৎ সৃজতি, তস্য জড়ত্বাৎ, ভোক্তৃত্বাভাবাচ্চ। ইতি। ইত্যনেন প্রধানস্য পরার্থং প্রবৃত্তির্দর্শিতম্।

হয় না, তাহা পূর্ব্ব সূত্র দ্বয়ে প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীগোবিন্দদেবের অনুগ্রহেই প্রধান সৃষ্টিকার্য্যে যৎসামান্য সাহায্য করে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন-প্রধান" ইত্যাদি দ্বারা। যদি আপনাদের শ্রদ্ধার বশীভূত হইয়া, অথবা 'দুর্জ্জনই প্রসন্ন হউক" এই ন্যায়ের অনুগত হইয়া আমরা (বৈদান্তিকরা) যদি আপনাদের মত স্বীকারই করি, তথাপি কোন লাভ হইবে না, তাহা প্রতিপাদন করি-তেছেন-অথ" ইত্যাদি। আপনাদের মুখোল্লাসের নিমিত্ত যদি তাহা স্বীকারও করি তথাপি যৎ সামান্য ও লাভ হইবে না; সাংখ্য বাদিগণের উভয় পক্ষেই কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না, তাহার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-"অভ্যুপগমেও" ইত্যাদি। অভ্যুপগমে অর্থাৎ প্রধানের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকার করিলেও কোন অর্থসিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ আপনাদের কোন অভীষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে না ইহাই সূত্রার্থ। এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রিম চারিটি সূত্রে পরসূত্র হইতে 'নকারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। অনন্তর জড় প্রধানের প্রবৃত্তি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন-পুরুষ" ইত্যাদি।

নৈষা প্রবৃত্তির্ন যুক্তা মন্তব্যম্। কুতঃ? তস্যাঃ স্বীকারে ফলাভাবাৎ। পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শন-রূপো ভোগস্তদৌদাসীন্যরূপো মোক্ষশ্চ প্রবৃত্তেঃ ফলম্। তত্র ভোগস্তাবন্ন সম্ভবতি, প্রবৃত্তেঃ প্রাক্‌চৈতন্যমাত্রস্য নির্বিকারস্যাকর্ত্তুঃ পুরুষস্য তদ্দর্শনরূপ বিকারাযোগাৎ। ন চাপবর্গঃ,

---

নন্বু প্রধানং পরার্থং জগৎ সৃজতীতি চেৎ কস্তস্য ভোক্তা ইতি বক্তব্যম্? ইতপেক্ষায়ামাহুঃ— অকর্ত্তাপি' ইতি। অত্র সূত্রমুদাহরন্তি—অকর্ত্তুরপীতি। নন্বু অকর্ত্তা চেৎ পুরুষঃ তর্হি কথং তস্য ভোক্তৃত্ব মিতি চেৎ তত্রাহ—অকর্ত্তুঃ' ইতি। যথা পাচকস্য ন অন্নব্যঞ্জনাদে র্ভোক্তৃত্বং কিন্তু পাককার্য্যরহিতস্য মহারাজস্য; তথা কর্ত্তুঃ প্রধানস্য ন ভোক্তৃত্বং কিন্তু সর্ব্ববিধসঙ্গাদিরহিতস্য অকর্ত্তুঃ পুরুষস্য ভোগার্থ মিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পরার্থমেব প্রধানং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ।

অত্র এবং স্বীকারেঽপি অর্থাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি- নৈষা' ইত্যাদিনা। প্রধানস্য জগৎ-সৃষ্টি ফলং দর্শয়ন্তি—পুরুষস্য, ইতি; তত্রাদৌ ভোগাভাবমাহুঃ—তত্রেতি। তথাচ সাংখ্যসূত্রে ১।১৫ "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইতি" "ন নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে" (১।১৯) "নিষ্ক্রিয়স্য

পুরুষ আমাকে উপভোগ করতঃ আমার দোষ সকল অনুভব করিয়া আমার উদাসীনতা রূপ মোক্ষ লাভ করে: এই প্রকার পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্ত প্রধানের প্রবৃত্তি দেখা যায় "ইহা সাংখ্য দর্শন কার শ্রীকপিল মনে করেন, সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে—প্রকৃতি হইতে কোন কোমলতর বস্তু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না যে 'আমাকে পুরুষ দেখিয়াছে' এই প্রকার মনে করিয়া পুনরায় পুরুষের দৃষ্টিপথে আর গমন করে না। এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন— প্রধান ইত্যাদি।

এইস্থলে, প্রধান সৃষ্টি'পাঠ সূত্রে দেখাযায়, তাহা শ্রীবিজ্ঞান ভিক্ষুর সম্মত"প্রবৃত্তি" পাঠ বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের সম্মত। ব্যাখ্যা—উষ্ট্র যে প্রকার পরের নিমিত্ত কুঙ্কুম বহন করে' নিজের জন্য নয়, সেই প্রকার প্রধানও পুরুষের ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করে,নিজের জন্য নহে কারণ সে জড়, তাহার ভোক্তৃত্ব শক্তি নাই। এতদ্দ্বারা প্রধানের পরের নিমিত্ত প্রবৃত্তি হওয়া প্রদর্শিত হইল। যদি বৈদান্তিক গণ বলেন—যদি প্রধান পরের নিমিত্ত জগৎ সৃষ্টি করে তাহা হইলে তাহার ভোক্তাকে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন- 'অকর্ত্তা" ইত্যাদি: এই প্রমাণের দ্বারা অকর্ত্তা পুরুষই ভোগকর্ত্তা তাহাই বুঝাইতেছে। এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্র প্রমাণিত করিতেছেন—অকর্ত্তুঃ "ইত্যাদি। যদি বলেন পুরুষ অকর্ত্তা তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—অকর্ত্তা ইত্যাদি; অর্থাৎ যে প্রকার পাচকের অন্নব্যঞ্জনাদির ভোক্তৃত্ব ধর্ম নাই, কিন্তু পাক ক্রিয়া রহিত মহারাজই ভোক্তা, সেই প্রকার কর্ত্তা প্রধানের কোন প্রকার ভোগাদি নাই, কিন্তু সর্ব প্রকার সঙ্গ রহিত অকর্ত্তা পুরুষের ভোগের নিমিত্তই জগৎ সৃষ্টি করে।

প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্য সিদ্ধত্বেন তদ্বৈয়র্থ্যাৎ। সন্নিধিমাত্রস্য ভোগহেতুত্বে, তু মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ, তস্যানিত্যত্বাৎ ॥৬॥

তদসম্ভবাৎ" (১৪৯) "নির্গুণাদিশ্রুতি বিরোধশ্চেতি" (১৫৪) ইত্যাদিসূত্রৈঃ পুরুষস্য চৈতন্যমাত্রত্বং সর্ব্ববিধসঙ্গরহিতত্বং, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদিস্বরূপত্বং নিষ্ক্রিয়ত্বং নির্গুণত্বঞ্চ প্রতিপাদিতম; তস্মাৎ পুরুষস্য প্রকৃতিদর্শনরূপ বিকারাভাবাৎ ন প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগঃ সম্ভবতি। অপিচ নাপবর্গঃ। নিত্যত্বাদিতি প্রকৃতি প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমপবর্গস্য সিদ্ধত্বেন প্রবৃত্তেঃবৈয়র্থ্যাপত্তেরিত্যর্থঃ।

ননু প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্নিধিমাত্রেণ ভোগসিদ্ধেরিতি চেৎ ? ন,তথাত্বে মুক্তানামপি ভোগাপত্তিঃ সম্ভবাৎ; তস্মাৎ তন্মুখোল্লাসায় চেদভ্যুপগচ্ছামঃ তথাপি ন ভবতামভীষ্টসিদ্ধিরিতি; ন প্রধানকারণবাদং সঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥৬॥

অতএব পরের নিমিত্তই প্রধান জগৎ সৃষ্টিকরে ইহাই অর্থ। সাংখ্যবাদিগণ এই প্রকার স্বীকার করিলেও তাহাদের কোন ফল হইবে না তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-"সৈষা" ইতাদি। জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানের যে প্রবৃত্তি তাহা মানিবার যোগ্য নহে; যেহেতু তাহা স্বীকার করিলেও কোন ফল লাভ হইবে না। প্রধানের জগৎ সৃষ্টির ফল দেখাইতেছেন—পুরুষ ইত্যাদি। পুরুষের প্রকৃতিকে দর্শন রূপ ভোগ, এবং উদাসীন রূপ মোক্ষ ইহাই প্রবৃত্তির ফল। তন্মধ্যে প্রথমে পুরুষের ভোগাভাব বলিতেছেন—তত্র"ইত্যাদি।

প্রকৃতি সৃষ্টি করিলে পুরুষের ভোগ করা সম্ভব হয় না, যেহেতু প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তির পূর্ব্বে চেতন মাত্র নির্ব্বিকার অকর্ত্তা পুরুষের প্রকৃতি দর্শন রূপ বিকারের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং পুরুষের ভোগও সম্ভব হয় না এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে-"এই পুরুষ সর্ব্ব প্রকার সঙ্গ রহিত" "নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত স্বভাব পুরুষের প্রকৃতির যোগ বিনা বন্ধনাদি হয় না" সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়াহীন ব্যাপক পুরুষের গমন বন্ধনাদি সম্ভব নহে" "পুরুষের কোন প্রকার ভোগ বন্ধনাদি নাই, তাহা হইলে নির্গুণাদি শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হইবে; ইত্যাদি সূত্র সকলের দ্বারা পুরুষ যে চেতন মাত্র সর্ব্ব প্রকার সঙ্গ রহিত, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ 'নিষ্ক্রিয় নির্গুণ তাহা প্রতিপাদন করা হইল। সুতরাং পুরুষের প্রকৃতি দর্শন রূপ বিকারের অভাব হেতু প্রকৃতি দর্শন রূপ ভোগর কোন সম্ভাবনা নাই। অপর উদাসীন রূপ মোক্ষও সম্ভব নহে; কারণ প্রকৃতির প্রবৃত্তির পূর্ব্বে সেই অপবর্গ সিদ্ধ ছিল,অর্থাৎ পুরুষ মুক্তই ছিল সুতরাং পুরুষকে মুক্ত করিবার জন্য প্রধানের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়াই বৃথা। যদি বলেন—প্রকৃতির সন্নিধিমাত্রই পুরুষের ভোগের কারণ, তাহা হইলে মুক্ত গণেরও ভোগাপত্তি হইবে যেহেতু প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ নিত্য অতএব মুক্ত পুরুষও ভোগ ও বন্ধনে পতিত হইবে। সারার্থ এই যে প্রধান

ননু যথাগতিশক্তিরহিতস্য দৃক্‌শক্তি সহিতস্য পঙ্গুপুরুষস্য সান্নিধ্যাৎ গতিশক্তিমান্ দৃক্‌শক্তিরহিতোঽপ্যন্ধঃ প্রবর্ত্ততে, (সাং কা০ ২১) যথা চায়স্কান্তাশ্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়মপ্যয়শ্চলতি, এবং চিন্মাত্রস্য পুংসঃসন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছায়য়া চেতনেব সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—

॥ওঁ॥ পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি ॥ওঁ॥ ২।২।১।৭॥

তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্য স্বতঃ প্রবৃত্তির্নসিদ্ধ্যতি। পঙ্গোর্গতিবৈকল্যেঽপি বর্ত্মদর্শন তদুপদেশাদয়োঽপ্যন্ধস্য, দৃক্‌শক্তিবিরহেঽপি তদুপদেশগ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি।

অথ সাংখ্যাঃ পঙ্গ্বন্ধন্যায়মবতার্য্য প্রধানস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—ননু' ইত্যাদিনা। তথাচ কারিকায়াং—২১' পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য। পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি—সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ এবং চুম্বকলৌহমপি দৃষ্টান্তেন স্বীকুর্ব্বন্তি তথাচ সাংখ্যসূত্রম্—১।৯৬ "তৎ সন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" ইতি শ্রীগীতাসুচ—৩।২৭, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ইতি। এবং প্রকৃতিপুরুষসংযোগাৎ সৃষ্টির্ভবতীতি তেষামাশয়ঃ।

ইতি সাংখ্যানাং মতং খণ্ডয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পুরুষঃ, ইতি। পঙ্গ্বন্ধ পুরুষবৎ; অয়স্কান্ত লৌহবৎ, প্রধানং জগৎ সৃজতীতি চেৎ; তত্রাপি ভবতাং ন দোষান্নিস্তার ইত্যর্থঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্।

সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেও পুরুষের অপবর্গ সিদ্ধ হইয়াছিল সুতরাং প্রবৃত্তি বৃথা হইয়া যায় ইহাই অর্থ।

যদি বলেন—পুরুষও প্রকৃতির সংযোগই ভোগসিদ্ধ হয়; তাহা বলিতে পারেন না, যেহেতু তাহা স্বীকার করিলে মুক্তগণের ভোগ উপস্থিত হইবে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত যদি আপনাদের মুখোল্লাসের নিমিত্ত স্বীকারও করি তথাপি আপনাদের (সাংখ্যবাদিগণের কোনরূপ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না; অতএব জড় প্রধান কারণ বাদ কোন প্রকারেই যুক্তি সঙ্গত নহে ইহাই অর্থ॥৬॥

অনন্তর সাংখ্যবাদিগণ পঙ্গ্বন্ধ ন্যায়ের অবতারণা করিয়া প্রধানের জগৎ কর্ত্তৃত্ববাদ প্রতিপাদন করিতেছেন ননু' ইত্যাদি এইস্থলে আমাদের (সাংখ্যবাদিদের) বক্তব্য এই যে-যেমন গতি শক্তি রহিত দর্শন শক্তিযুক্ত পঙ্গু পুরুষের সন্নিধান লাভ করিয়া গমন শক্তিযুক্ত দৃষ্টিশক্তি রহিত হইলেও অন্ধপুরুষ গমনে প্রবৃত্ত হয়: অপর যেমন-অয়স্কান্ত প্রস্তরের সন্নিধান হেতু জড় লৌহ গমন করে, সেই প্রকার চিন্মাত্র পুরুষের সন্নিধান হেতু অচেতন প্রকৃতি পুরুষের ছায়ার দ্বারা চেতনের ন্যায় সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে—পুরুষ প্রকৃতির মহদাদিকার্য্য সকল দর্শন করে,

অয়স্কান্তমনেশ্চায়ঃ সামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্য তু নিত্যনিষ্ক্রিয়স্য নির্ধর্ম্মকস্য ন কোঽপিবিকারঃ। সন্নিধিমাত্রেণ তস্মিন্ স্বীকৃতে সতি তস্যানিত্যত্বাৎ নিত্যসর্গোমোক্ষভাবশ্চ প্রসজ্যেত। কিঞ্চ পঙ্গ-ন্ধাবুভৌ চেতনৌ, অয়স্কান্তায়সী চ দ্বে জড়ে, ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিস্ফুটম্ ॥৭॥

তথাচ পঙ্গুর্যথা অন্ধং প্রবর্ত্তয়তি, তথা পুরুষোঽপি জড়ং প্রধানং সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তয়তীতি স্বীকারে; 'অকর্ত্তা পুরুষঃ" ইতি ভবৎসিদ্ধান্ত হানিঃ। কিঞ্চ পুরুষঃ প্রধানং সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তয়তীতি 'প্রধানং স্বতন্ত্রং জগৎ সৃজতীতি," প্রতিজ্ঞা হানিঃ। অপিচ—অয়স্কান্তস্য লৌহসন্নিধিব্যাপারস্তু চেতনমন্তরেণ ন সম্ভবতি, তস্মাৎ তৎ কাদাচিৎকত্বেনানিত্যত্বাৎ দৃষ্টান্তাসিদ্ধেশ্চ। এবং দৃষ্টান্ত বৈষম্যঞ্চ বিস্ফুটমেব। তস্মাৎ নানাবিধ দোষদুষ্টত্বাৎ, ন প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি ॥৭॥

এবং প্রকৃতি পুরুষকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে এই নিমিত্তই উভয়ের অন্ধ ও খঞ্জ ন্যায়ে সংযোগ হয়, এবং এই সংযোগ হেতু জগৎ সৃষ্টি হয়।

সাংখ্যবাদিগণ এই প্রকার চুম্বক ও লৌহের দৃষ্টান্তও স্বীকার করেন। সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে-পুরুষ প্রকৃতির সন্নিধান হেতু তাহাকে সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ করে, যেমন অয়স্কান্ত মণি লৌহকে আকর্ষণ করিয়া চালিত করে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—প্রকৃতির গুণের দ্বারা সকল কার্য্য করা হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা পুরুষ নিজেকে কর্ত্তা মনে করে। এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হেতু জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই সাংখ্য বাদিগণের মনের আশয়।

এই প্রকার সাংখ্য বাদিগণের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—'পুরুষ" ইত্যাদি। পুরুষ অর্থাৎ অন্ধখঞ্জ পুরুষবৎ, এবং অশ্মবৎ অর্থাৎ অয়স্কান্ত লৌহবৎ প্রধান জগৎ সৃষ্টি করে"এই প্রকার স্বীকার করিলেও আপনাদের দোষ হইতে নিস্তার নাই : ইহাই সূত্রের অর্থ। তথাপি অর্থাৎ সেই প্রকারে জড় প্রধানের স্বতঃ সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়া সিদ্ধ হইতেছে না। পঙ্গুর গতি শক্তি না থাকিলেও পথ প্রদর্শন ও তাহাকে উপদেশাদি প্রদান করা, এবং অন্ধের দৃষ্টিশক্তি না থাকিলেও পঙ্গুর উপদেশাদি গ্রহণ করা বিশেষ আছে। অয়স্কান্তমণি দৃষ্টান্তে লৌহে সামীপ্য প্রভৃতি বিশেষ আছে। সিদ্ধান্ত স্থলে পুরুষ নিত্য নিষ্ক্রিয় ধর্মহীন সুতরাং তাহার কোন বিকার নাই; প্রকৃতির সন্নিধান মাত্র পুরুষের বিকার হয় স্বীকার করিলে পুরুষের প্রকৃতির সহিত নিত্যই সংযোগ হয়, অতএব নিত্যই সৃষ্টি হইবে, এবং কোন কালেও পুরুষের মুক্তি হইবে না। অপর আপনাদের দৃষ্টান্তে দোষ আছে, যেমন প্রথম দৃষ্টান্তে অন্ধখঞ্জ দুই জনেই চেতন, অয়স্কান্ত লৌহ দুইটি জড়; কিন্তু দার্ষ্টান্তিকে পুরুষ চেতন এবং প্রধান জড় সুতরাং দৃষ্টান্ত বৈষম্য দোষ ঘটিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। সার কথা এই যে—পঙ্গু যেমন অন্ধকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে সেই পুরুষ ও জড় প্রধানকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে অকর্ত্তা পুরুষ" এই আপনাদের সিদ্ধান্ত হানি হয়।

যত্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবিশেষেণাঙ্গাঙ্গিভাবাদ্ বিশ্বসৃষ্টিরিতি মন্যতে, তন্নিরস্যতি—

।।ওঁ।। *অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ* ।।ওঁ।। ২।২।১।৮।।

সত্ত্বাদীনাং সাম্যেনাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা সাং সূ০ ১।৬১) অস্যাঞ্চ নিরপেক্ষস্বরূপানাং তেষাং কস্যাচিদেকস্যাঙ্গিত্বং নোপপদ্যতে। ইতরয়োস্তৎসমত্বেন গুণীভাবাসম্ভবাৎ। তথাচ

অথ গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষেণ দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টির্ভবতীতি কপিলমতমনুসৃত্য শঙ্কামবতারয়ন্তি—"যত্তু" ইতি। যত্তু'ইতি মহর্ষিকপিলঃ। তথাহি সাংখ্যকারিকায়াম্—১৬ ; "প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ"ইতি ব্যাখ্যা চ-ন চ যস্মাদেকস্মাৎ প্রধানাৎ ব্যক্তং তস্মাদেকরূপমেব ভবিতব্যমিতি বাচ্যম্ঃ প্রতিগুণাশ্রয় বিশেষাৎ। একস্মাৎ প্রধানাৎ ত্রয়ো লোকাঃ সমুৎপন্নাঃ তুল্যভাবা ন ভবন্তি সলিল বদিতি। একস্মাদেবাপ্রধানাৎ প্রবৃত্তাঃত্রয়ো লো কাঃযথা আকাশাদেকরসং সলিলং পতিতমপি নানা ভূমি বকিারানাসাদ্য নানারসাত্মকংভবতি;তথা একস্বভাবাঃ ন ভবন্তি;দেবেষু সত্ত্বমুৎকটং তেন তেঽত্যন্তসুখিনঃ মনুষ্যেষু রজউৎকটং ভবতি, তেন মানবা অত্যন্ত দুঃখিনঃ, তির্য্যক্ষু তমউৎকটং ভবতি তেন তেঽত্যন্তমূঢ়াঃ"ইতি আশ্রয় বিশেষাৎ গুণানাং উৎকর্ষাপকর্ষৌ ভবতীতি। ইতি সাংখ্য শাস্ত্রকৃৎ কপিলস্য মতম্। ইত্যেবং কপিল মতং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"অঙ্গিত্ব" ইতি। গুণত্রয়াণাং মধ্যে একস্য অঙ্গিত্বং-প্রধান্যং ইতরয়োরঙ্গত্বং—অপ্রাধান্যং অনুপপত্তেশ্চ ন প্রধানং জগৎ কারণমিত্যর্থঃ। **সত্ত্বাদী**

অপর 'পুরুষ প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে' এই প্রকার স্বীকার করিলে "প্রধানই স্বতন্ত্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করে এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আরও অয়স্কান্তমণির লৌহের সহিত সংযোগ ব্যপার চেতন বিনা সম্ভব হইবে না, অতঃ সেই সংযোগ কদাচিৎ হয় কদাচি নাও হয়, সুতরাং তাহা দৃষ্টান্ত সিদ্ধদোষ হইল। এবং ভাষ্যে দৃষ্টান্ত বৈষম্য দোষস্পষ্ট হইয়াছে, অতএব প্রধান কারণবাদ নানা প্রকার দোষ দুষ্ট হেতু জড় প্রধান জগতের নিমিত্তোপাদান কারণদ্বয় হইতে পারে না ইহাই ভাষ্যার্থ। ৭ ॥

অনন্তর গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষের দ্বারা দেবমানবাদি বিচিত্র সৃষ্টি হয় "এই প্রকার শ্রী-কপিলের মতানুসারে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—'যত্তু" ইত্যাদি। যত্তু অর্থাৎ মহর্ষি কপিল ; তিনি মনে করেন গুণগত উৎকর্ষ অপকর্ষ বিশেষ দ্বারা অঙ্গাঙ্গী ভাব হেতু বিশ্ব সৃষ্টি হয়। এই বিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে—প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষ হেতু" অর্থাৎ-যদি বলেন-একমাত্র প্রধান হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জগৎ একরূপই হউক ? এই কথা বলিতে পারেন না, যে হেতু প্রতিগুণাশ্রয়ে বিশেষ আছে ; একমাত্র প্রধান হইতে লোক ত্রয় সমুৎপন্ন হইলেও তুল্যস্বভাব যুক্ত হইবে না, যে সলিল অর্থাৎ আকাশ হইতে যেমন একরস যুক্ত জল পৃথিবীতে পতিত হইলেও নানা ভূমির নানা প্রকার বিকার প্রাপ্ত হইয়া নানারসাত্মক হয়, সেই প্রকার একমাত্র প্রধান হইতে সমুৎপন্ন লোকত্রয় একস্বভাব যুক্ত হইবে

গুণানামঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধিঃ, নচেশ্চরঃ কালো বা তৎকৃৎ, অস্বীকারাৎ। 'যথাহ কপিলঃ ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (সাং সূ০ ১।৯২) "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ" (সাং সূ০ ১।৩৯) "দিক্‌কালাবাকাশাদিভ্যঃ" (সং সূ০ ২।১২) ইতি চ। ন চ পুরুষস্তৎকৃৎ, তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ।

নামিতি—তথাচ সাংখ্যসূত্রে – ১।৬১, সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"ইতি। ইতি প্রকৃতেঃ স্বরূপম্। তস্যাং প্রকৃতৌ অবস্থিতানাং নিরপেক্ষ স্বরূপাণাং তেষাং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং ইতি। তথাচ গুণানামঙ্গাঙ্গিরূপাভাবাৎ জগদুৎপত্ত্যভাবঃ সিদ্ধিরিতি।

অথ গুণানাং অঙ্গাঙ্গিভাবনিরূপকঃ কঃ? ন চ ঈশ্বরঃ; ন বা কালঃ; কুতঃ—অস্বীকারাৎ; শ্রীকপিল ঈশ্বরাদিকং ন স্বীকরোতি। তথাহি তৎসূত্রম্—১।৯২, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ননু সর্ব্বে এব ঈশ্বরং স্বীকুর্ব্বন্তি তদস্বীকারে দোষমাপদ্যেত ইতি চেৎ ন ; ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ দোযাভাবঃ। তথাহি—ঘটাদেরিব ন তত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণং তদ্‌বদনুপলম্ভাৎ। ননু "ক্ষিত্যাদি সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ইত্যনুমানং প্রমাণমিতি চেৎ ন : বিকল্পাসত্ত্বাৎ। স কিং সদেহো দেহশূন্যো বা ইতি বিকল্পাসহত্বাৎ উভয়থাপি জগৎকর্ত্তৃত্বাসম্ভাবাৎ" ইতি।

তস্মাৎ কেনাপি প্রমাণেন নেশ্বরসিদ্ধিরিতি। অথ সূত্রান্তরেণ ঈশ্বরাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি মুক্ত "ইতি। অত্র অনিরুদ্ধবৃত্তিম্—স কিং বদ্ধো বা মু॰। বা ? বদ্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্মযোগাদ্ নেশ্বরত্বম্।

না ; দেবগণে সত্ত্বগুণের আধিক্য হেতু তাহার দ্বারা দেবগণ অত্যন্ত সুখী ; মানবগণে রজোগুণের প্রাধান্য হেতু তাহার দ্বারা মানবগণ অত্যন্ত দুঃখী, এবং তির্য্যক্‌গণে তমোগুণের আধিক্য হেতু তাহার দ্বারা তির্য্যকগণ অতিশয় মূঢ় ; এই ভাবে আশ্রয় বিশেষ হেতু গুণ সকলের উৎকর্ষ অপকর্ষ হয়, এই প্রকার সাংখ্য শাস্ত্রকার মহর্ষি শ্রীকপিলের সিদ্ধান্ত।

এই প্রকার শ্রীকপিলের মত নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন'—অঙ্গিত্ব" ইত্যাদি। গুণত্রয়ের মধ্যে একটি গুণের অঙ্গিত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য, অপর দুইটি গুণের অঙ্গত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্য অনুপপত্তি হেতু প্রধান জগৎ কারণ নহে ইহাই সূত্রার্থ। সত্ত্বাদিগুণ ত্রয়ের সমান ভাবে অবস্থানের নাম প্রধান, সেই প্রধানাবস্থাতে নিরপেক্ষ স্বরূপ গুণত্রয়ের মধ্যে কোন একটির অঙ্গিত্ব বা প্রাধান্য হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে, এবং অন্য দুইটির পূর্ব্বগুণের সমান হেতু গৌণভাব হওয়াও অসম্ভব ; অতএব গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিত্বভাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে—সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে সত্ত্বরজঃ তমঃ এইগুণ ত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে ; এই প্রকৃতির স্বরূপ : সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত নিরপেক্ষ স্বরূপ গুণত্রয় সমান ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং সমান ভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গি রূপের অভাব হেতু প্রধানের দ্বারা জগদুৎপত্তির অভাব সিদ্ধ হইতেছে। এই আমরা (বৈদান্তিকগণ) জিজ্ঞাসা করি—এই গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব নিরূপক কে ? "ন চ ঈশ্বরঃ" ঈশ্বর নিরূপক হইতে

তথা চ গুণবৈষম্যহেতুকঃ সর্গো ন স্যাৎ কিঞ্চ এবং হেত্বভাবাৎ প্রতিসর্গোঽপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদিসর্গে তু ন ভজেরন্নিতি ॥৮॥

মুক্তস্য জ্ঞানচিকীর্ষা প্রযত্নাভাবান্ ন কর্ত্তৃত্বমিতি নেশ্বরসিদ্ধিঃ। অথ "অন্য এবাসৌ জীবন্মুক্তঃ" ইতি,এবং তর্হি দৃষ্টান্তা ভাবাদসাধারণত্বম্" ইতি। অথ কালকৃতমঙ্গাঙ্গিভাবং নিরাকুর্ব্বন্তি "দিগিতি" দিক্ কালাবাকাশদিভ্যঃ" ইতি। ২।১২ তত্তদুপাধিভেদাদ্ আকাশমেব দিক্ কালশব্দবোধ্যম্ ; তত্র তয়োরন্তর্ভাব ইত্যর্থঃ। অথ পুরুষকৃতমঙ্গাঙ্গিভাবমপি নোপপদ্যতে—ইত্যাহুঃ নচেতি। অথানুপপত্তেঃ ফলমাহুঃ—তথাচ" ইতি। প্রতিসর্গে" ইতি – মানবাৎ মানবান্তর সৃষ্টি সময়ে ; আদিসর্গে - প্রকৃতের্মহ-তত্ত্ব সৃষ্টিকালে। তস্মাৎ গুণানাং মুখ্য গৌণা ভাবাৎ ন প্রধান কর্ত্তৃকা সৃষ্টিরিতি ভাবঃ ॥৮॥

পারে না, এবং কালও তাহার নিরূপক নহে, যেহেতু শ্রীকপিল তাহা স্বীকার করেন না ; এই বিষয়ে তাঁহার সূত্র উদ্ধৃত করিতেছেন - ঈশ্বরের অসিদ্ধি হেতু ।

অর্থাৎ যদি বলেন-সকলেই ঈশ্বরকে স্বীকার করেন, অপনি স্বীকার করিবেন না কেন ? ঈশ্বর স্বীকার না করিলে দোষ ; তদুত্তরে বলিতেছেন – না দোষ হইবে না, যেহেতু ঈশ্বরে কোন প্রমাণ নাই সুতরাং দোষ হইবে না, ঘটাদিদ্রব্যের সমান ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ হয় না কারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি হয় না। যদি বলেন পৃথিব্যাদি কার্য্য সকল কোন কর্ত্তার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, যেহেতু উহা কার্য্য "এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি হইবে ; তাহা বলিতে পারেন না, কারণ তাহার কোন বিকল্প সহ্য হইবে না, অর্থাৎ সেই ঈশ্বর দেহ যুক্ত অথবা দেহশূন্য এই প্রকার বিকল্প শূন্য হওয়া হেতু ঈশ্বরের উভয় প্রকারেই জগৎ কর্ত্তৃত্বের সম্ভব হয় না, অতএব কোন প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি হইতেছে না।

অনন্তর অন্য সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন –"মুক্ত" ইত্যাদি। যদি বলেন ঈশ্বর আছে, তবে জিজ্ঞাসাকরি ঈশ্বর বদ্ধ অথবা মুক্ত ? উভয় প্রকারই অসম্ভব সুতরাং ঈশ্বর প্রমাণ সিদ্ধ হয় না। এই সূত্রের শ্রীঅনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি এই প্রকার সেই ঈশ্বর কি বদ্ধ অথবা মুক্ত ? কারণ বদ্ধের ধর্ম্ম কিম্বা অধর্ম্মের যোগ হেতু ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইবে না। পক্ষান্তরে ঈশ্বর মুক্ত হইলে জ্ঞান চিকীর্ষা ও প্রযত্নের অভাব হেতু কর্ত্তা হইবে না, সুতরাং ঈশ্বর সিদ্ধ হইতেছে না। যদি বলেন-ঈশ্বর বদ্ধ মুক্ত হইতে অন্য কোন জীবন্মুক্ত, তথাপি তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় না, অতএব ইহা অসাধারণ দোষ বিশেষ জানিবে। অতঃপর কালকৃত গুণ ত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব নিরাকরণ করিতেছেন— দিক্" ইত্যাদি সেই সেই উপাধি ভেদে আকাশই দিক ও কাল শব্দে বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই দিক ও কালের সত্তা আছে ইহাই অর্থ ; সুতরাং ঈশ্বর কাল অথবা কেহ অন্যগুণ ত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব করে নাই। অনন্তর পুরুষ কৃত অঙ্গাঙ্গিভাবও যুক্তি সঙ্গত হয় না,

ননু কার্য্যানুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবাভবন্তীত্যনুমেয়ম্। তেন নোক্তদোষাবকাশেতি, চেত্তত্রাহ—

॥ওঁ॥ *অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ* ॥ওঁ॥২।২।১।৯॥

বিচিত্রশক্তিকতয়া গুণানামনুমানেঽপি ন দোষান্নিস্তারঃ। কুতঃ? জ্ঞেতি। জ্ঞাতৃত্ব-

---

অথ প্রধানকারণ বাদিনঃ পুনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে নন্থ' ইত্যাদিনা। তথাহি কারিকায়াম্—২৭, "গুণ পরিণাম বিশেষান্নানাত্বম্" টীকা শ্রীগৌড় পাদানাম্—অথ এতন্নানাত্বং ন ঈশ্বরেণ, নাহঙ্কারেণ, ন বুদ্ধ্যা, ন প্রধানেন, ন পুরুষেন; স্বভাবাৎ কৃতগুণপরিণামেন ইতি; ইহ সাংখ্যানাং স্বভাবো নাম কশ্চিৎ কারণমস্তি" ইতি তথাচ অনুমানম্ "গুণাঃ বিচিত্র স্বভাবাঃ নানাবিধকার্য্যকারিত্বাৎ" ইতি। ইত্যেবং সাংখ্যানামনুমানং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্যথা" ইত্যাদি। অথ জগদ্ রচনং অন্যথা অন্যপ্রকারেণাপি অনুমিতৌ চ ন দোষন্নিস্তার: কুতঃ? জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ; গুণানাং চেতন শক্তি বিরহাৎ ন কার্য্যোপাদান সামর্থ্যমিতি।

তাহা বলিতেছেন "নচ" ইত্যাদি। যদি বলেন-পুরুষগুণ ত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব কর্ত্তা, তাহাও বলিতে পারেন না, কারণ পুরুষ কার্য্য বিষয়ে উদাসীন। অনুপপত্তির ফল বলিতেছেন—তথাচ" এই প্রকার গুণ ত্রয়ের বিষমতা হেতু জগৎ সৃষ্টি হইবে না অপর এইরূপে সৃষ্টির কারণের অভাব হেতু প্রতিসর্গে মানব হইতে মানব সৃষ্টি সময়ে গুণত্রয় বৈষম্য প্রাপ্ত হউক, তথা আদিসর্গে প্রকৃতির মহত্তত্ব সৃষ্টিকালে সেই গুণ সকল বিষমতা না হউক। অতএব গুণত্রয়ের মুখ্য ও গৌণের অভাব হেতু প্রধান কর্তৃক জগৎ সৃষ্টি হয় নাই ইহাই ভাবার্থ ॥৮॥

অতঃপর প্রধানকারণবাদিগণ পুনরায় যুক্তি অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইতেছেন—নন্থ ইত্যাদির দ্বারা। আমরা (সাংখ্যবাদিগণ) বলিব"কার্য্যানুরোধে গুণসকল বিচিত্র স্বভাব যুক্ত হয়" এইপ্রকার অনুমান করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষের অবকাশ থাকিবে না। এইবিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে গুণ-সকলের পরিণাম বিশেষ হেতু অনেক প্রকার হইয়া থাকে। শ্রীগৌড়পাদের টীকা এই রূপ—এই গুণ ত্রয়ের নানাত্ব হওয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক নহে, অহঙ্কারের দ্বারা নহে, বুদ্ধি ও প্রধানের দ্বারাও হয় না, এবং পুরুষ কর্ত্তৃকও হয় না: কিন্তু এই নানাত্ব স্বভাবহেতু গুণ পরিণামের দ্বারা হয়। এইস্থানে "স্বভাব" নামে আমাদের কোন কারণ আছে; তাহার অনুমান প্রকার এইরূপ-গুণসকল বিচিত্র স্বভাব যুক্ত যেহেতু তাহারা নানাবিধ কার্য্য করে।

সাংখ্য বাদিগণের এই প্রকার অনুমানকে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অন্যথা" ইত্যাদি। আপনারা (সাংখ্যবাদিবা) জগৎ রচনা বিষয়ে অন্য প্রকারে অনুমান করিলেও দোষ হইতে নিস্তার পাইবেন না; কি প্রকারে? জ্ঞান শক্তি বিয়োগ

বিরহাদিত্যর্থঃ। "ইদমহমেবঞ্চ সৃজামি" ইতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ। জ্ঞানশূন্যাৎ জড়ান্ন সৃষ্টিরিষ্টকাদেরিব ঋতে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥৯॥

॥ওঁ॥ *বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্* ॥ওঁ॥ ২।২।১।১০

পূর্ব্বোত্তরবিরোধাচ্চেদং কপিলদর্শনমসমঞ্জসং, নিঃশ্রেয়সকামৈর্হেয়মিত্যর্থঃ। তথাহি প্রকৃতেঃ পারার্থ্যাদ্ দৃশ্যত্বাচ্চ তস্যা ভোক্তা দ্রষ্টা অধিষ্ঠাতা চ পুরুষেতি। শরীরাদি-

---

"নন্বু" গুণাঃ বিচিত্রস্বভাবাঃ বিচিত্র কার্য্যকারিত্বাৎ চিত্রবৎ" ইতি অনুমানমেবাস্মাকং সর্ব্ব-দোষ নিবারকঃ" ইতি চেৎ তত্রাহুঃ 'বিচিত্র' ইতি। জ্ঞান শূন্যেভ্যো জড়েভ্যো গুণেভ্যঃ সৃষ্টি স্বীকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দোষান্ন নিস্তারঃ তস্মাৎ তাদবস্থ্যমেব। জড়াৎ সৃষ্টিঃ স্বীকারে অচেতনেভ্য ইষ্টকাদিভ্যঃ ঋতে চেতনাধিষ্ঠানাৎ প্রাসাদাদিনির্ম্মাণং ভবতু : ন তু তথাস্তি। তস্মাৎ কেনাপি প্রকারেণ সাংখ্যানাং জড় করণবাদং ন নির্দ্দোষমিতি ॥৯॥

অথ সাংখ্যানাং নানাবিধান্ কুতর্কান্ খণ্ডয়ন্ রচনানুপপত্ত্যধিকরণমুপসংহরতি ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণঃ—বিপ্রতিষেধাদিতি। সূত্রার্থস্তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। অথ পূর্ব্বোত্তরবিরোধদ্বারেণ অসমঞ্জসপ্রকার

হেতু, অর্থাৎ গুণ সকলের চেতন শক্তি না থাকার জন্য কার্য্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সূত্রার্থ। সাংখ্য বাদিগণ বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট রূপে গুণ সকলের অনুমান করিলেও দোষ হইতে কোন প্রকারে নিস্তার পাইবে না। কি প্রকারে? জ্ঞান হেতু অর্থাৎ গুণত্রয়ের জ্ঞাতৃত্বশক্তি না থাকার জন্য ইহাই অর্থ।

"ইহা আমিই সৃষ্টি করিতেছি" এই প্রকার বিবেচনার অভাব দেখা যায় এই পর্য্যন্ত। জ্ঞান শূন্য জড় হইতে সৃষ্টি হয় না যেমন চেতনহীন ইষ্টকাদি হইতে চেতনের অধিষ্ঠান না হইলে গৃহাদি নির্ম্মাণ হয় না : সেই প্রকার অচেতন গুণের দ্বারাও সৃষ্টি হয় না ইহাই ভাষ্যার্থ। অর্থাৎ যদি আপনারা (সাংখ্যবাদিরা) অনুমান করেন—গুণসকল বিচিত্র স্বভাব যুক্ত যেহেতু তাহারা বিচিত্র কার্য্য করিতে সমর্থ, যেমন চিত্র ; অর্থাৎ বিচিত্র বর্ণের চিত্র যেমন নানা প্রকার নৃত্যাদি করে সেইরূপ গুণ সকলও "এই অনুমানই আমাদের সর্ব্ব দোষ নিবারক ; তদুত্তরে শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন — বিচিত্র 'ইত্যাদি। অর্থাৎ জ্ঞানহীন জড় গুণ সকল হইতে সৃষ্টি স্বীকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দোষ হইতে নিস্তার পাইবেন না : সুতরাং পূর্ব্বের সমান অবস্থাই হইল। অপর জড় হইতে সৃষ্টি স্বীকারে অচেতন ইষ্টক প্রস্তরাদি হইতে চেতনা যুক্ত কর্ত্তা বিনা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ সিদ্ধ হউক ; কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং কোন প্রকারেই সাংখ্যবাদিগণের জড় কারণবাদ দোষ রহিত নহে ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥৯॥

অনন্তর সাংখ্য বাদিগণের নানাবিধ কুতর্ক সকল খণ্ডন করিয়া ভগবন শ্রীবাদরায়ণ রচনানুপপত্ত্যধিকরণ উপসংহার করিতেছেন—বিপ্রতিষেধ" ইত্যাদি। বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ বিরোধ : পূর্ব্বোত্তর

ব্যতিরিক্তঃ পুমান্" সাং সূ০ ১।১৩৯) "সংহতপরার্থত্বাৎ" (স্রাং সূ০ ১।১৪০) ইত্যাদিভিরভ্যুপগম্য তস্য পুনর্নির্ব্বিকার নির্দ্ধর্ম্মকচৈতন্যত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব শূন্যত্বং কৈবল্যরূপত্বঞ্চাভিহিতম্।

মাহুঃ—"তথাহি" ইতি। 'শরীরাদি' ইতি সাংখ্য সূত্রম্। ব্যাখ্যা শরীরাদি প্রকৃত্যন্তং যচ্চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাত্মকং বস্তু তৎ সংহতং, পুমাংস্তু অসংহতশ্চিদেকরসঃ, ততোঽতিরিক্তঃ, ভোক্তা চ। সংহত পরার্থত্বাৎ" ইতি সাংখ্যসূত্রম্।

যৎ সংহতং তদসংহত পরার্থম্। সংহতত্বঞ্চ—গুণানামন্যোঽন্যমিথুনভাবেন কার্য্য কারণম্ ইতি। সংহতং প্রকৃত্যাদিকং পরার্থং ভবতি, শর্য্যাদিবৎ তস্মাৎ সংহতদেহাদিভ্যঃ পরঃ পুরুষঃ সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। অতঃপরং সূত্রচতুষ্টয়মপি এতৎপরমেব ; তথাচ—(১)" ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ" (১।১৪১) (২) "অধিষ্ঠানাচ্চেতি" (১।১৪২) (৩ "ভোক্তৃভাবাৎ" (১।১৪৩) (৪) "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ" (১।১৪৪) তস্মাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বাদি সিদ্ধিঃ।

অথ নির্ব্বিকারত্বাদি ধর্ম্মকস্য প্রমাণমাহুঃ—জড়", ইতি ; ইদং সাংখ্য সূত্রম্—জড়চেতনৌ হি দ্বৌ পদার্থৌ.তয়োর্জড়ো ন প্রকাশতে, তত্তু প্রধানমিতি। তস্মাদাত্মৈব চৈতন্যত্বাৎ প্রকাশ পদার্থমিতি "নিগুর্ণত্বাদিতি ; সাংখ্য সূত্রম্।

সিদ্ধান্তের বিরোধ হেতু সাংখ্য দর্শন অসমঞ্জস, সুতরাং নিঃশ্রেয়স কামনাকারি মানবগণ কর্ত্তৃ অত্যন্ত হেয় ইহাই সূত্রার্থ। সাংখ্য দর্শনের পূর্ব্বোত্তর বিরোধ দ্বারা অসমঞ্জস্য প্রকার বলিতেছেন—তথাহি" ইত্যাদি। প্রথমদোষ-প্রকৃতি পরের নিমিত্ত, অর্থাৎ উষ্ট্র যেমন পরের নিমিত্ত কুঙ্কুম বহন করে, প্রকৃতিও সেই প্রকার পরের অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত মহদাদি সৃষ্টি করে, পুনঃ প্রকৃতি দৃশ্য—তাহাকে দেখা যায়, এবং তাহার ভোক্তা দ্রষ্টা অধিষ্ঠাতা পুরুষ হয় ; এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে 'শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুমান্" অর্থাৎ শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক বস্তু তাহা সংহত ; পুরুষ কিন্তু অসংহত, চিদেকরসস্বরূপ, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত এবং ভোক্তা।

"সংহত" এইটিও সাংখ্য দর্শনের সূত্র ; ব্যাখ্যা এই রূপ যাহা সংহত তাহা অসংহত বা পরের নিমিত্ত অর্থাৎ পুরুষের নিমিত্ত : সত্ত্বাদিগুণ সকলের পরস্পর সংযুক্তভাবে যে কার্য্য কারণ হয় তাহাকে সংহত বলে। সংহত প্রকৃতি প্রভৃতি পরের জন্যই হয়, যেমন শয্যাদি। অতএব সংহত দেহাদি হইতে পুরুষ অন্য ইহা সিদ্ধ হইল। অতঃপর চারিটি সূত্রও এই প্রকারই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—তাহা এই রূপ (১) ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয় হেতু ; অর্থাৎ সুখ দুঃখ মোহ এই তিনটিগুণ, পুরুষ এই গুণত্রয়ের বিপরীত, বা সকলের পৃথক। (২) অধিষ্ঠান হেতু, অর্থাৎ ভোগ্য পদার্থে ভোক্তা অধিষ্ঠান হয় মাত্র, কিন্তু ভোক্তা বা পুরুষ তাহা হইতে ভিন্ন। (৩) ভোক্তৃভাব হেতু পুরুষ যে পৃথক তাহা ভোক্তৃভাব দ্বারাও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ভোক্তা পুরুষ, অন্য সকল তাহার ভোগ্য।

"জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ" (সং সূ০ ১।১৪৫) "নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্ম্মা" (সাং সূ০ ১।২৪৬) ইত্যাদিভিঃ। গুণাবিবেকবিবেকৌ পুংসো বন্ধমোক্ষৌ স্বীকৃত্য, তৌ পুনর্গুণানামেব,

---

নন্বু জড়োঽপি আত্মা জ্ঞানগুণকঃ, তেন জগৎ প্রকাশতাং নাম, ন তু চৈতন্য মাত্রং স ইতি চেৎ তত্রাহ—নির্গুণত্বাদিতি। আত্মনি ধর্ম্মযোগে পরিণামিত্বং, অনির্ম্মোক্ষঃ নির্গুণ শ্রুতি বাকোপশ্চ স্যাদতো নির্গুণচৈতন্যমাত্মা ইতি ভাবঃ। আদি পদাৎ সূত্রদ্বয়ং গ্রাহ্যম্—তথাচ" অবিবেকাদ্ বা তৎ সিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ" (১।১০৬) অনিরুদ্ধবৃত্তিঃ—ন পুরুষঃ কর্ত্তা ন ভোক্তা কিন্তু মহত্তত্ত্বপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ; অবিবেকাদ্ বা' ইতি প্রকৃতি পুরুষ বিবেকাগ্রহাৎ, তৎ সিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলোপভোগাভিমান সিদ্ধেরিতি "ইতি।

"নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে" ১।১০৭, বিবেকাৎ তত্ত্বজ্ঞানে সতি পুরুষস্য নোভয়ং ন কর্ত্তৃত্বং ন ভোক্তৃত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পুরুষস্যাকর্ত্তৃত্বং সিদ্ধম্। অথ অসমঞ্জসান্তরমাহুঃ—গুণাবিবেক' ইতি। নৈকান্ততঃ" ইতি সাংখ্যসূত্রম্। নন্বু পুরুষার্থং চেৎ প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ তর্হি পুরুষস্য এব বন্ধ মোক্ষাভ্যাং পরিণামাপত্তিরিতি চেৎ—তত্রাহ—নৈকান্ততঃ" ইতি। প্রকৃতিপুরুষয়োরবিবেকাদেব পুরুষস্য বন্ধমোক্ষাভিমানমাত্রং ভবতি, ন তু তৌ পুংসঃ, কিন্তু প্রকৃতেরেব বন্ধমোক্ষৌ ইত্যর্থঃ।

পরমার্থতস্তু অবিবেকজ বন্ধমোক্ষৌ প্রকৃতেরেব ইত্যপি প্রতিপাদয়ন্তি প্রকৃতেরিতি।

---

(৪) কৈবল্যের অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত পুরুষ প্রবৃত্ত হয় সুতরাং প্রধান হইতে পুরুষ ভিন্ন। অতঃ পুরুষের ভোক্তৃত্বাদিগুণ সিদ্ধ হইল। ইত্যাদি সূত্র সকলের দ্বারা পুরুষের ভোক্তৃত্বাদি গুণ স্বীকার করিয়া পুনরায় সেই পুরুষের নির্ব্বিকারত্ব নির্ধর্ম্মকত্ব চৈতন্যত্ব, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব শূন্যতা কৈবল্যরূপত্বাদিধর্ম্ম প্রতিপাদন করিতেছেন।

পুরুষ যে নির্ব্বিকারাদি ধর্মযুক্ত তাহা সাংখ্য সূত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—'জড়" ইত্যাদি জড় প্রকাশ যুক্ত নহে পুরুষ জড় নহে, সুতরাং পুরুষ প্রকাশ স্বরূপ, জড়ের প্রকাশক। অর্থাৎ জড় ও চেতন দুইটিই পদার্থ আছে; তন্মধ্যে জড় প্রকাশিত হয় না, তাহাই প্রধান। সুতরাং আত্মাই চৈতন্য হেতু প্রকাশিত হয়, আত্মাই প্রকাশ পদার্থ। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য, তাহা পুরুষের ধর্ম্ম নহে যে হেতু পুরুষ নির্গুণ।

যদি বলেন – আত্মা জড় হইলেও জ্ঞান গুণক, তাহার দ্বারা জগৎ প্রকাশ করুক, কিন্তু আত্ম লব আত্মা নির্গুণ : আত্মায় ধর্মের যোগ হইলে পরিনামী হইবে, মোক্ষ লাভ হইবে না, নির্গুণত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল বাধা প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আত্মানির্গুণ ও চৈতন্য ইহাই ভাবার্থ। আদিপদের দ্বারা আরও দুইটি সূত্র গ্রহণ করিতে হইবে, (১) অথবা অবিবেক হেতু পুরুষের ফল ভোগ হয়, কারণ যে কর্ত্তা সেই ভোক্তা। এই সূত্রের অনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি – পুরুষ কর্ত্তা

ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। "নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্যাবিবেকাদৃতে" (সাং সূ• ৩।৭১) "প্রকৃতেরাঞ্জস্যাৎ সসঙ্গত্বাৎ পশুবৎ" (সাং সূ• ৩।৭২) (কা• ৬২) ইত্যেবমাদয়োঽনেকে

আঞ্জস্যাৎ—তত্ত্বতঃ প্রকৃতেরেব সসঙ্গত্বাৎ গুণযোগাচ্চ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ, ন তু নির্গুণ নির্লেপ পুরুষস্য ইতি। পশোর্গুণযোগাদ্ বন্ধো ভবতি, তদযোগাদ্ মোক্ষো ভবতীতিবৎ : তথাচ—অবিবেকিনং প্রতি প্রবৃত্তির্বন্ধঃ, বিবেকিনং প্রতি অপ্রবর্ত্তনন্তু মোক্ষ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ কারিকায়াম্—৬২, তস্মান্ন বদ্ধ্যতেঽদ্ধা মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বদ্ধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ ইতি। অদ্ধা নিশ্চয়েন। তস্মাৎ - জড়ং প্রধানমেব জগৎ কর্ত্তা, পুরুষস্তু —ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা, দ্রষ্টা চ ; পুনঃ পুরুষঃ সর্ব্ববিধধর্ম্মশূন্যঃ। এবং তস্য বিবেকাবিবেকাভ্যাং বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ, কিন্তু বন্ধমোক্ষস্তু প্রধানস্য এব নতু পুংসঃ, অথ জড়া প্রকৃতিঃ পুরুষস্য বন্ধকারিনী, মোক্ষদাত্রী চ তথাত্বে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" গী ৭।১৪, ইতি শ্রীমুখবাক্যমপি দত্তিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, এবং কদাচিৎ প্রকৃতিঃ কুল বধূবৎ অতীব লজ্জাশীলা ; কদাচিচ্চ—নর্ত্তকীবৎ লজ্জাহীনা, ইত্যাদি উন্মত্তপ্রলাপমিব কপিলবাক্যমিতি।

নহে ভোক্তাও নহে. কিন্তু মহত্তত্বে প্রতিবিম্বিত হওয়া হেতু কর্তৃত্বাভিমান হয়, অথবা অবিবেক হেতু হয় : এই প্রকার প্রকৃতি পুরুষের অগ্রহ হেতু তাহা সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কর্ত্তার ফল ভোগাভিমান সিদ্ধ হয় ইহাই অর্থ। (২) তত্ত্ব জ্ঞান হইলে উভয় হয় না। অর্থাৎ বিবেক হেতু তত্ত্ব জ্ঞান হইলে পরে পুরুযের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব উভয়ই থাকে না। অতএব পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল। এই রূপে অন্য প্রকার অসমঞ্জস বলিতেছেন "গুণাবিবেক" ইত্যাদি। গুণত্রয়ের অবিবেক ও বিবেকই পুরুষের বন্ধ এবং মোক্ষ স্বীকার করিয়া, সেই বন্ধ ও মুক্তি গুণ ত্রয়েরই হয় কিন্তু পুরুষের হয় না, এই প্রকার স্বীকার করিয়াছেন।

এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্র অবিবেক ভিন্ন পুরুষের ঐকান্তিক বন্ধমোক্ষ নাই। অর্থাৎ যদি বলেন—পুরুষের জন্যই যদি প্রধানের সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা হইলে পুরুষেরই বন্ধ মোক্ষ দ্বারা পরিণাম হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন—নৈকান্ততঃ ইতি। প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক হইতেই পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষের অভিমান মাত্র হয়, কিন্তু ঐ বন্ধন ও মুক্তি পুরুষের হয় ইহাই অর্থ। পরমার্থ এই যে- অবিবেকজ বন্ধনএবং মুক্তি প্রকৃতিরই হয়,তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন— প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি। সসঙ্গ হেতু ও গুণযোগ হেতু তত্ত্বতঃ প্রকৃতিরই যথার্থ বন্ধন ও মুক্তি হয় কিন্তু নির্গুণ নির্লেপ পুরুযের হয় না, যে প্রকার পশুর গুণ যোগ হেতু বন্ধন হয়, এবং বন্ধের অভাব হেতু মোক্ষ হয় সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অবিবেকি পুরুষের প্রতি প্রবৃত্তি বন্ধ হেতু বিবেকি পুরুষের প্রতি অপ্রবৃত্তি মোক্ষ ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে—অতএব নিশ্চত রূপে কেহ বন্ধ হয় বা মুক্তও হয় না, অথবা সংসার গ্রস্তও হয়, না ; কিন্তু নানাশ্রয়া প্রকৃতি সংসার গ্রস্ত হয়, বন্ধন ও মুক্ত হয় এই প্রকার

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ স্মৃতাবেব মৃগ্যাঃ ॥১০॥

২॥ মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্

অথারম্ভবাদো নিরস্যতে। তার্কিকা মন্যন্তে পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবো নিরবয়বারূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্য পরিমাণাঃ প্রলয়কালেঽনারব্ধকার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি। (ভা০ প০ ১৫)।

অতোভ্রমমূলত্বাৎ কপিলবাক্যানাং শ্রুতিসমন্বয়াভাবাচ্চ ন প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদান কারণমিতি অধিকরণার্থঃ

তূষ্ণীং তিষ্ঠন্তু ভোঃ সাংখ্যা অলমতি বিকত্থনৈঃ।
ন প্রয়াশঃ শতেনাপি প্রধানং কারণং ভবেৎ ॥১০॥

ইতি রচনানুপপত্ত্যধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্ ॥১॥

২॥ মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্

সর্ব্বকারণ কারণং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতমাদপি।
পরমম্মহতো যস্তু স গৌরাঙ্গোগতির্ম্মম্ ॥

ননু প্রকৃতেরচেতনত্বাৎ চেতনানধিষ্ঠানাচ্চ বিশ্বকারণত্বং মাভূৎ, কিন্তু পরমাণূনান্তু চেতনাধিষ্ঠানাৎ জগৎ কারণত্বমস্তু ইত্যর্থং "মহদ্দীর্ঘাধিকরণং" আরম্ভঃ' ইত্যধিকরণ সঙ্গতিরিতি।

অনেক বিরোধ সাংখ্য দর্শনে আছে তাহা তাহাতেই অন্বেষণ করিতে হইবে। **এই প্রকার জড় প্রধানই** জগৎ সৃষ্টিকরে, পুরুষ ভোক্তা অধিষ্ঠাতা দ্রষ্টা, পুনঃ সেই পুরুষ সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মশূন্য। **এবং তাহার** বিবেক দ্বারা মোক্ষ অবিবেক দ্বারা বন্ধ হয় ঐ বন্ধ মোক্ষ প্রধানেরই হয় পুরুষের নহে। এই ভাবে জড়া প্রকৃতি পুরুষের বন্ধন কারিনী ও মোক্ষ দাত্রী। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শ্রীগীতার "যাহারা একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করে তাহারা এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বন্ধন হইতে অনায়াশে পার হয়" এই শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্যকেও তিলাঞ্জলি দিতে হয়। এইভাবে কোন সময় প্রকৃতি কুলবধূর ন্যায় অতীব লজ্জাশীলা। আবার কোন সময় সে নর্ত্তকীর সমান লজ্জাহীনা, ইত্যাদি উন্মত্তের প্রলপ সদৃশ মহর্ষিকপিলের বাক্য সকল। সুতরাং মহর্ষি কপিলের বাক্য সকল ভ্রমমূল হেতু, শ্রুতি সমন্বয়ের অভাব হেতু জড় প্রধান জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ নহে ইহাই এই অধিকরণের অর্থ। হে সাংখ্যবাদিগণ! আপনারা তূষ্ণীম্ভূত হইয়া অবস্থান করুন, অধিক বৃথাবাক্যালাপের প্রয়োজন নাই, কারণ শত শত চেষ্টার দ্বারা ও আপনাদের জড় প্রধান জগৎ কারণ হইবে না ॥১০॥

এই প্রকার রচনানুপপত্ত্যধিকরণ প্রথম সমাপ্ত হইল ॥১॥

২॥ মহদ্দীর্ঘাধিকরণের ব্যাখ্যা

যিনি সকল কারণের কারণ, সূক্ষ্মতম হইতেও সূক্ষ্ম এবং পরম মহান্ সেই—শ্রীগৌরাঙ্গদেবই আমার গতি হউন।

যদি বলেন—প্রকৃতি অচেতনহেতু চেতনাধিষ্ঠানের অভাব বশতঃ বিশ্ব সৃষ্টির কারণ না হউক,

সর্গকালে তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরা সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎকার্য্যমারভন্তে, (ভা৹ প৹ ২৭)। তত্রাদ্বয়োঃ পরমাণ্বোরদৃষ্টসাপেক্ষা ক্রিয়া। তয়া সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং

"অথ আরম্ভবাদো নিরস্যতে" ইতি। বাদঃ—স্বাভিমতার্থকথনম্" ইতি (ন্যায়কোশঃ) আরম্ভঃ—আদ্য প্রবৃত্তিঃ। তথাচ জগৎকার্য্যস্য আদ্যপ্রবৃত্তিরূপঃ স্বাভিমতার্থকথনমিত্যর্থঃ। অয়ং বাদো দ্বিবিধঃ—সৎকার্য্যবাদঃ, অসৎকার্য্যবাদশ্চ। তত্র সৎকার্য্যবাদোঽপি দ্বিবিধঃ পরিণামবাদঃ, বিবর্ত্তবাদশ্চ তত্র জড় পরিণামবাদস্তু সাংখ্যানাম্। চেতনপরিণামবাদশ্চ—শ্রীমধ্বভিন্ন—সর্ব্বেষাং বৈষ্ণববেদান্তিনাম্। বিবর্ত্তবাদো মায়াবাদিবেদান্তিনাম্। অসৎ কার্য্যবাদস্তু আরম্ভবাদঃ' ইত্যুচ্যতে। স চ নৈয়ায়িকানাম্ মাধ্ববেদান্তিনাম্।

এবং বিজ্ঞানবাদো যোগাচারবৌদ্ধানাম্, শূন্যবাদো মাধ্যমিকবৌদ্ধানাম্, স্যাদ্বাদঃ—আর্হতানাম্' ইত্যাদিকঞ্চ। (ন্যা৹ কো৹ ৭৩৪ পৃ৹)

বিষয় ঃ -অথ মহদ্দীর্ঘাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—তার্কিকাঃ' ইতি। চেতনাধিষ্ঠিত পরমাণুভির্দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগৎসৃষ্টিরিতি নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তোঽত্র—বিষয়ঃ,স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বা ইতি সন্দেহে তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎ প্রক্রিয়াং দর্শয়ন্তি—তার্কিকা ইতি।

কিন্তু পরমাণু সকল চেতনাধিষ্ঠিত হেতু জগৎকারণ হউক, এই নিমিত্তই মহদ্দীর্ঘাধিকরণের আরম্ভ হয়, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি জানিবে। অতঃপর আরম্ভবাদ নিরসন করিতেছেন।

বাদ অর্থাৎ নিজের অভিমতার্থ কথন। আরম্ভ-আদ্য প্রবৃত্তি, অর্থাৎ জগৎ কার্য্যের আদ্য প্রবৃত্তি রূপ নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত কথন। এই বাদ দুই প্রকার-সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ; তন্মধ্যে সৎকার্য্য ও দ্বিবিধ-পরিণাম বাদ ও বিবর্ত্তবাদ। জড় পরিণামবাদ সাংখ্যবাদিগণের। চেতন পরিণামবাদ শ্রীমধ্বাচার্য্য পাদ বিনা সকল বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের সিদ্ধান্ত। বিবর্ত্তবাদ মায়াবদি শাঙ্কর বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন। অসৎকার্য্যবাদই আরম্ভবাদ নামে কথিত। এই আরম্ভ বাদ নৈয়ায়িকগণের এবং শ্রীমধ্বানুগত বৈদান্তিক গণের সিদ্ধান্ত। এই প্রকার বিজ্ঞান বাদ যোগাচার বৌদ্ধগণের, শূন্যবাদ মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের, স্যাদ্‌বাদ জৈনগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবে।

বিষয় অনন্তর মহদ্দীর্ঘাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—তার্কিকগণ" ইত্যাদি। চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত পরমাণু সকলের দ্বারা দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি হয়, এই প্রকার নৈয়ায়িক গণের সিদ্ধান্ত এই প্রকরণের বিষয়বাক্য, তাহা প্রমাণ মূলক অথবা ভ্রমমূলক এইরূপ সন্দেহ হইলে তাহা প্রমাণ মূলক স্থাপন করিবার জন্য নৈয়ায়িক প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করিতেছেন—তার্কিকা" ইত্যাদি।

তার্কিকগণ এই প্রকার মনে করেন—পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু সকল নিরবয় রূপাদিযুক্ত পারিমাণ্ডল্য প্রলয় কালে অনারব্ধকার্য্যাবস্থায় অবস্থান করে। সারার্থ এই যে—বায়বীয় তৈজস জলীয়

হ্রস্বমুৎপদ্যতে। তত্র সমবায্যসমবায়িনিমিত্তকারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্ম, তৎসংযোগ জীবাদৃষ্টানি, ইত্যেবমগ্রেঽপি, (ভা০ পরি০ ১৬) ততস্ত্রয়াণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং মহদুৎপদ্যতে।

তিষ্ঠন্তীতি—চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ—বায়বীয়-তৈজস-জলীয়-পার্থিবাঃ" পরমাণুরিতি— মূর্ত্তত্বে সতি নিরবয়বঃ ; মূর্ত্তত্বং—অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্বম্ (ভা০ প০ ২৫) স চ জন্যদ্রব্যাবয়বঃ ক্রিয়াবান্ অতীন্দ্রিয়ঃ নিত্যশ্চেতি নৈয়ায়িক বৈশেষিকানাং সিদ্ধান্তঃ। তথাচ ন্যায়সূত্রম্—৪।২।১৬, "ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ" বাৎস্যায়ণভাষ্যম্—স চ অয়মল্পতরপ্রসঙ্গো যস্মান্নাল্পতরমস্তি, যঃ পরমোল্পঃ যতশ্চ নাল্পীয়োঽস্তি তং পরমাণুং প্রচক্ষ্মহে" ইতি। "পরং বা ত্রুটেঃ" (ন্যা০ ৪।২।১৭) ত্রুটেঃ পরং যদতিসূক্ষ্মং তৎ পরমাণুঃ। যথা জাল সূর্য্যমরীচিস্থং যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ। তস্য ষষ্ঠতমো ভাগঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥ শ্রীভাগবতে চ—৩।১১।১ ; চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা। পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ। টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্—সতঃ কার্য্যস্য বিশেষাণাং অংশানাং যশ্চরমোঽন্ত্যঃ, যস্যাংশো নাস্তি; অনেক কার্য্যাবস্থামপ্রাপ্তঃ, অসংযুতঃ সমুদায়াবস্থাঞ্চাপ্রাপ্তঃ।

ও পার্থিব এই প্রকার পরমাণু সকল চতুর্ব্বিধ হয়। মূর্ত্ত অথচ নিরবয়বদ্রব্যকে অপকৃষ্ট পরিমাণকে মূর্ত্তদ্রব্য বলে। সেই পরমাণু জন্য দ্রব্য সকলের আদ্যাবয়ব ক্রিয়াবান অতীন্দ্রয় ও নিত্য এইরূপ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক গণের সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে ন্যায়সূত্র এই প্রকার প্রলয় হয় না যেহেতু অণু বিদ্যমান থাকে : এই সূত্রের শ্রীবাৎস্যায়ন ভাষ্য—সেই এই পরমাণু অল্পতর প্রসঙ্গ ; যাহা হইতে কোন অল্পতর বস্তু নাই, যাহা পরম অল্প, যাহা হইতে অল্প বস্তু আর নাই তাহাকেই পরমাণু বলা হয়। ত্রুটি হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ত্রুটি হইতে যাহা অতিসূক্ষ্ম তাহাই পরমাণু।

এই বিষয়ে প্রমাণ জালপথে গবাক্ষপথে সূর্য্যরশ্মির মধ্যে যে অতিশয় সূক্ষ্মরজকণা দেখা যায় তাহার একটির ষষ্ঠভাগের একভাগকে পরমাণু বলে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সবিশেষ কার্য্যের যে অংশ তাহার যে অন্তিমভাগ তাহাকে পরমাণু বলে। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা এইপ্রকার সৎকার্য্যের বিশেষ অংশের যে চরম অন্ত্যভাগ যাহার অংশ নাই, অর্থাৎ অনেক কার্য্যাবস্থা অপ্রাপ্ত, অসংযুত যাহা সমুদায় অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব সদা কার্য্য ও সমুদায় অবস্থার অপগমেও অবস্থান করে তাহাকে পরমাণু বলিয়া জানিবে।

পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ অণুপরিমাণ ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে - পারিমাণ্ডল্যভিন্ন দ্ব্যণুকাদি পরিমাণ সৃষ্ট্যাদির কারণ হয়। পারিমাণ্ডল্য অণুপরিমাণ, এই অণুপরিমাণ কাহারও কারণ নহে। যদি বলেন পরমাণু পরিমাণ দ্ব্যণুকপরিমাণের কারণ হউক ? তদুত্তরে বলিতেছেন তাহা ইত্যাদি। তদ্ধি অর্থাৎ কারণ নিজ আশ্রিত দ্রব্যের যে আরম্ভ তাহা তাহার পরিমাণ হইবে। অর্থাৎ কপাল দ্বয়ারব্ধ ঘট

ন চ দ্বাভ্যামণুভ্যাং ত্র্যণুকারম্ভঃ, কারণভূম্না কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদনাৎ। এবং চতুর্ভিস্ত্র্যণুকৈশ্চতুরণুকং চতুরণুকৈরগরং স্থূলতরং তৈশ্চস্থূলতরং তৈশ্চস্থূলতমমিত্যেবং ক্রমেণমহতী-পৃথিবী, মহত্যাপো, মহত্তেজো, মহান্‌বায়ুশ্চোৎপদ্যতে। কার্য্যগতরূপাদিকন্তু স্বাশ্রয় সমবায়িকারণগতাদ্রূপাদেঃ। কারণগুণা হি কার্য্যগুণানারভন্তে। ইত্থমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনী-

---

অতএব সদা কার্য্য সমুদায়াবস্থয়োরপগমে - অপি অস্থি সঃ পরমাণুর্ব্বিজ্ঞেয়ঃ। ইতি পারিমাণ্ডল্যমিতি – পারিমাণ্ডল্যং অণুপরিমাণম্। তথাচ ভাষা পরিচ্ছেদে—১৫, "পারিমাণ্ডল্যমণুপরিমাণম্ : অণুপরিমাণং তু ন কস্যাপি কারণম্ ;

নম্নু তথাপি পরমাণুপরিমাণং দ্ব্যণুকপরিমাণে কারণমস্তু ইতি চেৎ তত্রাহ—তদ্ধীতি। তদ্ধি স্বাশ্রয়ারব্ধদ্রব্য পরিমাণকং ভবেৎ; তচ্চ ন সম্ভবতি: পরিমাণস্য স্বসমান—জাতীয়োৎকৃষ্টপরিমাণ জনকত্বনিয়মাৎ : মহদারব্ধস্য মহত্তরত্ববৎ অণুজন্যস্য অণুতরত্বপ্রসঙ্গাৎ। ইতি মুক্তাবলী। তথাচ প্রলয়াবসরে প্যার্থিবাদয়ঃ চতুর্ব্বিধাঃ নিরবয়বাঃ রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল পরিমাণাঃ অনারব্ধকার্য্যাস্তিষ্ঠন্তি' ইতি। অথ পরমাণুভি র্জগৎসৃষ্টিমাহুঃ—সর্গকালে তু' ইত্যাদিনা। জগৎকার্য্যামারভন্তে" ইতি—তথাচ ভাষা-পরিচ্ছেদে - ২৭, "দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাৎ" দ্রব্যারম্ভ ইতি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুষু চতুর্ষুদ্রব্যারম্ভকত্বম্।

কপালদ্বয় পরিমিত হইবে : কিন্তু পরিমাণ্ডল্যস্থলে তাহা সম্ভব হইবে না : যেহেতু যেদ্রব্য যাহাকে উৎপন্ন করে সে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট পরিমাণক হয় : অর্থাৎ পরিমাণ স্বসমানজাতি হইতে উৎকৃষ্টজাতি পরিমাণের জনক হয় ইহাই নিয়ম।

মহৎপরিমাণ দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধকার্য্য মহত্তর পরিমাণ হওয়ার সমান অনুপরিমাণ দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধকার্য্য অণুতর হইবে, সুতরাং অণুপরিমাণ কাহারও কারণ নহে। সার কথা—প্রলয়াবসরে পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু সকল নিরবয়বরূপাদিযুক্ত পারিমাণ্ডল্য পরিমাণ অনারব্ধকার্য্যরূপে অবস্থান করে।

অনন্তর পরমাণু সকলের দ্বারা জগৎ সৃষ্টির প্রকার বলিতেছেন 'সর্গকালে' ইত্যাদির দ্বারা। জগৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবের অদৃষ্টাদি পুরঃসরঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সাবয়ব স্থূলতর জগৎ কার্য্য আরম্ভ করে। তন্মধ্যে দুইটি পরমাণুর জীবাদৃষ্ট সাপেক্ষায় ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। সেই অদৃষ্টবদাত্মাসংযোগক্রিয়ার দ্বারা পরমাণুদ্বয় সংযোগ হইলে পরে দ্ব্যণুকরূপ হ্রস্বউৎপন্ন হয়। অর্থাৎ জীবাদৃষ্টসাপেক্ষ পরমাণুসকল দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগৎ সৃষ্টি করে, এই ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—চতুর্বিধ পরমাণু হইতে কার্য্যারম্ভ হয়, অর্থাৎ পার্থিব জলীয় তৈজস ও বায়বীয় এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুর দ্বারা দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যের আরম্ভ হয়। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন—"ধর্ম্মবিশেষ হইতেও" এই সূত্রে উপস্কার ভাষ্য—যদি বলেন পরমাণু সকলের কর্ম্মবিনা কি প্রকারে দ্রব্যের অসমায়িকাবণরূপ সংযোগ হইবে? এবং সযোগবিনা কি প্রকারেই দ্রব্যের উৎপত্তি হইবে? সুতরাং বলিতেছেন - 'ধর্ম' ইত্যাদি।

শ্বরে সঞ্জিহীর্ষৌ সতি পরমাণুষু ক্রিয়য়া বিভাগাৎ সংযোগনাশেন দ্ব্যণুকেষু নষ্টেষু আশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদিনাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদের্নাশঃ। যথা পটস্য তন্তুনাশে তদ্গতস্যরূপাদেস্তু স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয়প্রকারঃ।

তথাচ কাণাদসূত্রম্ - ২২।৭ ; "ধর্ম্মবিশেষাচ্চ অত্র উপস্কারঃ - ননু পরমাণূনাং কর্ম্মবিনা কথং দ্রব্যাসমবায়িকারণং সংযোগঃ ; কথং বা সংযোগমন্তরেণ দ্রব্যোৎপত্তিরত আহ - ধর্ম্ম ইতি। অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদেব সর্গাদৌ পরমাণূনাং কর্ম্ম, তেন চ কর্ম্মণা সম্ভূয় পরমাণবো দ্ব্যণুকারভন্তে ইত্যর্থঃ। দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ অযোনিজং দেবর্ষিনাং শরীরমারভন্তে ইত্যর্থঃ। সমবায়ীতি—কারনং ত্রিবিধম্। তথাচ ভাষা পরিচ্ছেদে -অন্যথা সিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা। কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥১৬ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়ং অথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্। এবং ন্যায়-নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্ ॥১৭ যৎসমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং তৎ। তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥ (১৮) "তত্র যৎসমবেতং কার্য্যমুৎপদ্যতে তং সমবায়ি কারণম্" যথা তন্তবঃ পটস্য। (তর্ক০ সং) যেষু তন্তুষু সমবায়েন সম্বন্ধং সৎ পটাত্মকং কার্য্যমুৎপদ্যতে তৎ তন্তবঃ সমবায়িকারণমিত্যর্থঃ ইতি (ন্যায়বোধিনী) কার্য্যেন কারণেন বা সহৈকস্মিন্নর্থে সমবেতং সৎ কারণং অসমবায়িকারণম্ -

---

অদৃষ্টবদাত্ম সংযোগহেতু সৃষ্টির প্রথমে পরমাণু সকলের কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্মের দ্বারা পরমাণু সকল মিলিত হইয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে অযোনিজ দেবর্ষিগণের শরীর নির্মাণ আরম্ভ করে। সুতরাং চতুর্বিধ পরমাণু হইতেই জগৎ সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে সমবায়ি অসমবায়ি নিমিত্ত কারণ সকল ক্রমে পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে যোগ ও জীবের অদৃষ্টাদি মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। সমবায়ি প্রভৃতি কারণ ত্রিবিধ সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত, ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে - অন্যথা সিদ্ধিশূন্য হইয়া যাহা সর্বদা কার্য্যের পূর্বে বিদ্যমান থাকে তাহাকে কারণ বলে। সেই কারণ ত্রিবিধরূপে কীর্ত্তিত হয়। তাহা সমবায়ি কারণ অসমবায়িকারন এবং নিমিত্ত কারণ নৈয়ায়িকগণ এইপ্রকার বলিয়া থাকেন ; যে কারণ সকল সমবেত হইয়া কার্য্যোৎপন্ন হয় তাহাকে সমবায়ি কারণ বলে, এবং কার্য্যজনকের যাহা অতিশয় নিকটবর্ত্তী কারণ তাহাকে অসমবায়ি বলে।

এই দুইটি হইতে অন্য সকল কারণ নিমিত্ত কারণ। তর্কসংগ্রহে আছে— যাহা সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে তাহাকে সমবায়িকারন বলে যেমন যে তন্তু (সূত্র) সকল সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া পটাত্মক কার্য্যোৎপাদন করে পটকার্য্যের প্রতি সেই তন্তু সকল সমবায়িকারণ ইহাই অর্থ। কার্য্যের অথবা কারণের সহিত একাধিকরণে সমবেত হইয়া যাহা কারণ হয় তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন পটের তন্তুসংযোগ পটাত্মক কার্য্যের সহিত একাধিকরণে তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা বিদ্যমান থাকিয়া যে কারণ হয়, সেই পটাত্মক কার্য্যের প্রতি তন্তুসংযোগ অসমবায়িকারণ ইহাই অর্থ।

কিঞ্চ পরমাণুরত্র পরিমণ্ডলসংজ্ঞস্তৎসমবেতং পরিমাণস্তু পরিমাণ্ডল্যমভিধীয়তে, (বৈ০ দ০ ৭।১।২০)। দ্ব্যণুকমণুসংজ্ঞং তৎসমবেতং পরিমাং ত্বণুত্বংহ্রস্বত্বঞ্চ ত্র্যণুকাদিপরিমাণন্তু মহত্ত্বং দীর্ঘত্বঞ্চেতি প্রক্রিয়া। তত্র সংশয়ঃ, পরমাণুভির্জগদারম্ভঃ সমঞ্জসো ন বেতি ?

যথা—তন্তু সংযোগঃ পটস্য ; (তর্ক০ সং) যথা—তন্তু সংযোগ পটাত্মককার্য্যেণ সহ একস্মিন্নর্থে তন্তৌ সমবায়সম্বন্ধেন বিদ্যমানত্বে সতি কারণত্বাৎ পটাত্মক কার্য্যং প্রতি তন্তু সংযোগঃ—অসমবায়িকারণমিত্যর্থঃ" (ন্যা০ বো) "তদুভয়ভিন্নং কারণং নিমিত্তকারণম্" যথা তুরী বেমাদিকং পটস্য। (তর্ক সং) তথাচ সমবায়িকারণভিন্নত্বে সতি ; অসমবায়িকারণভিন্নত্বে সতি যৎ কারণং তৎ নিমিত্ত কারণমিত্যর্থঃ। (ন্যা০ বোধিনী)

তথাচ—কার্য্যং—পটঃ, সমবায়িকারণং—তন্তবঃ, অসমবায়িকারণং তন্তুসংযোগঃ, নিমিত্তকারণম্ তুরী বেম তন্তুবায়াঃ। এবং কার্য্যং দ্ব্যণুকপরিমাণং পরমাণুগতদ্বিত্বম্, নিমিত্তকারণম্ কালেশ্বরাদৃষ্টাদয়ঃ" ইতি। এবং কার্যং জগৎ, সমবায়িকারণং চতুর্ব্বিধপরমানবঃ, অসমবায়িকারণম্—তেষাং সংযোগঃ, নিমিত্তকারণং কালেশ্বরাদৃষ্টাদয়ঃ" ইতি। বায়ুশ্চোৎপদ্যতে' ইতি। অত্রায়ং সৃষ্টিক্রমঃ—প্রাণিনাং অদৃষ্ট ভোগায় পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষা জায়তে, ততো লব্ধবৃত্তিকাদৃষ্ট বিশিষ্টাত্ম সংযোগাৎ

এই উভয়বিধ কারণভিন্ন ঘটপটাদি কার্য্যের প্রতি যে কারণ তাহাই নিমিত্ত কারণ যেমন চক্রকুলাল তুরী বেমাদি। যেমন কার্য্যপট, সমবায়িকারণ তন্তু সকল, অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগ, নিমিত্ত কারণ তুরী বেমতন্তুবায়াদি। এইপ্রকার কার্য দ্ব্যণুকাদি, সমবায়িকারণ অণুক অসমবায়িকারণ পরমাণুগতদ্বিত্ব, নিমিত্তকারণ কাল ঈশ্বর অদৃষ্টাদি। এইরূপ কার্য জগৎ, সমবায়িকারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সকল, অসমবায়ি কারণ তাহাদের সংযোগ, নিমিত্তকারণ কাল ঈশ্বর জীবাদৃষ্ট প্রভৃতি।

এই প্রকার তিনটি দ্ব্যণুকের ক্রিয়ার দ্বারা সংযোগ হইলে পরে মহৎ ত্র্যণুকের উৎপত্তি হয়। যদি বলেন—দুইটি অণুর দ্বারা একটি ত্রসরেণু কার্য্যের আরম্ভ হয়, তদুত্তরে বলিব কারণের আধিক্যহেতু মহৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয় ইহাই নিয়ম। এইপ্রকার চারিটি ত্রসরেণুর দ্বারা একটি চতুরণুক হয় এইভাবে চতুরণুকের দ্বারা অপর স্থূলতর, তাহার দ্বারা অপর স্থূলতমাদিক্রমে মহতী পৃথিবী, মহান্ জল মহান্ তেজ, মহান্ বায়ুর উৎপত্তি হয়।

ন্যায় সিদ্ধান্তে সৃষ্টির ক্রম এই প্রকার—প্রাণিগণের অদৃষ্ট ভোগের নিমিত্ত পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। তদনন্তর লব্ধবৃত্তি অদৃষ্ট বিশিষ্টজীবাত্মার সংযোগহেতু দোধূয়মান বায়বীয় পরমাণু সকলে প্রথম কর্মের উৎপত্তি হয়, তদনন্তর পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হয়, তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, অনন্তর তিনটি দ্ব্যণুকে কর্মের উৎপত্তি হয়। পরে দ্ব্যণুকত্রয়ের সংযোগ, পরে ত্র্যণুকোৎপত্তি এই প্রকার চতুরণুকোৎপত্তি এই প্রকার চতুরণুকোৎপত্তি ক্রমে মহান্ বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে দোধূয়মান হইয়া অবস্থান করে।

তত্রাদৃষ্টবদাত্মসংযোগহেতুকং পরমাণুগতাদ্যক্রিয়াজন্য তদ্‌যুগ্মসংযোগারব্ধদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সৃষ্টেঃ সম্ভবাৎ সমঞ্জসং, ইতি প্রাপ্তে পরিহ্রিয়তে —

॥ওঁ॥ মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ওঁ॥ ২।২।২।১১

দোধূয়মনেষু পবনপরমাণুষু প্রথমতঃ কর্ম্মোৎপত্তিঃ ; ততো দ্বয়োঃ পরমাণ্বোঃ সংযোগঃ, ততো দ্বণুকোৎপত্তিঃ ; ততঃ ত্রিষু দ্ব্যণুকেষু কর্ম্মোৎপত্তিঃ, ততঃ তেষাং সংযোগ ততঃ ত্রণুকোৎপত্তিঃ; এবং চতুরণুকাদ্যুৎপত্তিক্রমেণ মহান্ বায়ুরুৎপন্নবিহায়সি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি।

ততস্তস্মিন্ বায়ৌ জলপরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ মহজলরাশিরুৎপন্নঃ পোপ্লূয়মানস্তিষ্ঠতি। ততঃ তস্মিন্ মহোদধৌ পৃথিবীপরমাণুতো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ মহাপৃথিব্যুৎপদ্য সংহতাবতিষ্ঠতে। ততঃ তস্মিন্নেব জলে তৈজসেভ্য উৎপন্নো মহাতেজোরাশির্দেদীপ্যমানস্তিষ্ঠতি। তত্র তেজঃ পরমাণুসহিত পৃথিবীপরমাণুভিরীশ্বরাভিধ্যানাদণ্ডমুৎপদ্যতে তস্মিন্ ব্রহ্মোৎপদ্যতে' ইতি। (ন্যা॰ কো॰ ১০৩২ পৃ॰) তত্র প্রথমতো জগদুৎপত্তৌ পরমাণ্বাদয়োঽবয়বাঃ সমবায়িকারণম্, পরমাণুদ্বয় সংযোগাদিকসমবায়িকারণম্, ঈশ্বর তজ্জ্ঞানেচ্ছাকৃতিকালকর্ম্মাদৃষ্টাদি নিমিত্তকারণমিতি বৈশেষিকমতম্। (ন্যা॰ কো॰ ১০৩৩) অত্রায়ং বিশেষঃ হ্রস্বাদণোশ্চ দ্ব্যণুকাৎ মহদ্দীর্ঘঞ্চ ত্র্যণুকমুৎপদ্যতে তত্রদ্ব্যণুকগতে হ্রস্বত্ব-অণুত্বে তু ত্র্যণুকে মহত্ত্ব

অনন্তর সেই পবনে জলীয়পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহাজলরাশি উৎপন্ন হইয়া তরঙ্গায়িত ভাবে অবস্থান করে।

পরে সেই মহাসাগরে পৃথিবী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে মহাপৃথিবী উৎপন্ন হইয়া সংযুক্ত ভাবে অবস্থান করে। পুনরায় সেই মহাসাগর হইতেই তৈজস পরমাণু হইতে তেজরাশি উৎপন্ন হইয়া প্রদীপ্তরূপে অবস্থান করে। তন্মধ্যে তৈজস পরমাণুর সহিত পার্থিব পরমাণু সকলের দ্বারা ঈশ্বরের অভিধ্যান হেতু ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। এইভাবে সর্বপ্রথম জগদুৎপত্তি বিষয়ে পরমাণু সকল ও তাহাদের অবয়ব সমবায়িকারণ : পরমাণু দ্বয় সংযোগাদি অসমবায়িকারন, ঈশ্বর, তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞান কৃতিকাল কর্ম অদৃষ্টাদি সকল নিমিত্তকারণ, ইহাই বৈশেষিক সিদ্ধান্ত।

বিশেষ কথা এইযে— হ্রস্ব অণু এবং দ্ব্যণু হইতে মহান ও দীর্ঘ ত্র্যণুর উৎপত্তি হয় তাহার মধ্যে দ্ব্যণুকগত হ্রস্বত্ব ও অণুত্বই ত্র্যণুকে মহত্ব ও ত্র্যণুকত্বের আরম্ভক হয় না, কিন্তু তদ্‌গত ত্রিত্ব সংখ্যাই উহাদের জনক। অন্যথা তাহা হইতে অতি সূক্ষ্মহেতু পৃথুত্বের অনুপপত্তি হইবে। এই পরিমণ্ডল স্বরূপ পরমাণুদ্বয়ে অণু দ্ব্যণুকাদির কার্য্যের আরম্ভ হয়, কিন্তু পারিমাণ্ডল্য তাহাদের জনক নহে, পরমাণুগতা দ্বিত্ব সংখ্যাই অণু দ্ব্যণুকাদিকার জনক। পারিমাণ্ডল্য জনক হইলে কার্য্য তাহা হইতেও সূক্ষ্ম হইবে। অণু ও দ্ব্যণুর পরিমাণ সমান মুক্তাবলী গ্রন্থে আছে অণুপরিমাণ কাহারও কারণ নহে,তাহা স্বাশ্রয়ারব্ধ দ্রব্য পরিমাণের আরম্ভক হয়, তাহা সম্ভব নহে, কারণ পরিমাণ স্বসমানজাতীয় শ্রেষ্ঠ পরিমাণের জনক হয়, ইহাই নিয়ম। কার্য্যগত

ইহ বেতি চার্থে, পূর্ব্বতোঽসমঞ্জসমিত্যনুবর্ত্ততে (২।২।১।১০) হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরমাণুভ্যাং মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকবৎ তন্মতং সর্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকাণি, তেভ্যস্ত্র্যণুকাণি তেভ্যশ্চতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাদীনামুৎপত্তিরিতিবদন্যাপি তৎপ্রক্রিয়া বিরুদ্ধেত্যর্থঃ।

তথাহি নিরবয়বৈঃ পরমাণুভিঃ সাবয়বানি দ্ব্যণুকান্যারভন্ত ইতি ন যুক্তম্। সাবয়বৈঃ

ত্র্যণুকত্বয়ো নারম্ভকে, কিন্তু তদ্‌গতা ত্রিত্বসংখ্যা এব তয়োরারম্ভিকা ; অন্যথা ততোঽপ্যতি সৌক্ষ্ম্যে প্রথিমানুপপত্তিঃ। এবং পরিমণ্ডলাভ্যাং পরমাণুভ্যামণুদ্ব্যণুকমারভ্যতে : কিঞ্চ তদ্‌গতাদ্বিত্বসংখ্যা তত্র অণু দ্ব্যণুকয়োরারম্ভিকা ; ন তু পারিমাণ্ডল্যং তয়োরারম্ভকম্। তেনারম্ভে ততোঽপি সৌক্ষ্ম্যো- পত্তেরিতি। তথাচ মুক্তাবল্যাম্—১৫ অনুপরিমাণং তু ন কস্যাপি কারণম্ ; তদ্বিস্বাশ্রয়ারব্ধ দ্রব্যপরি- মাণারম্ভকং ভবেৎ তচ্চ, ন সম্ভবতি ; পরিমাণস্য স্বসমান জাতীয়োৎকৃষ্টপারিমাণজনকত্বনিয়মাৎ" ইতি। কার্য্যগতমিতি —

কার্য্যং পটঃ, তদ্‌গতং যদ্রূপং তৎ খলু স্বাশ্রয়স্য পটস্য যৎ সমবায়িকারণং তন্তবঃ তদ্‌গতাদ্ রূপাদুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র পরিভাষামাহুঃ কারণগুণা ইতি। তথাচ বৈশেষিকসূত্রম্—৪।১।৩,

---

রূপাদি স্বাশ্রয়সমবায়িকারণ গতরূপাদি হইতে হয়। কারণের গুণসকল কার্য্যগুণ সকলের জনক হয়। অর্থাৎ কার্য্যপট, পটগতরূপ স্বাশ্রয় পটের যে সমবায়িকারণ তন্তুসকল সেই তন্তুসকলের রূপ হইতে উৎপন্ন হয় ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে পরিভাষা বলিতেছেন—কারণ গুণ ইত্যাদি। বৈশেষিক সূত্রে বর্ণিত আছে— কারণে বিদ্যমানহেতু কার্য্যও বিদ্যমান থাকে। রূপাদি সকলের কারণে সদ্ভাব হেতু কার্য্যে সদ্ভাব হয়, কারণে গুণ থাকিলেই কার্য্যে গুণ থাকে যেমন ঘটপটাদিতে দেখা যায় ইহাই অর্থ। এই আরম্ভবাদি গণের সৃষ্টি বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইল। এইপ্রকার পরমাণুগতা সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করতঃ নৈয়ায়িক মতানুসারে প্রলয়প্রকার বলিতেছেন—ইথম্" ইত্যাদির দ্বারা। এইপ্রকার পরমাণু হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাদি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সংহার করিতে ইচ্ছা হইলে প্রথমে পরমাণু সকলে ক্রিয়া হয়, তাহার দ্বারা সংযোগনাশ হইলে দ্ব্যণুকসকলের নাশ হয়, দ্ব্যণুকনষ্ট হইলে আশ্রয় নাশ হেতু ত্র্যণুকাদিরও নাশ হয়, এই প্রকার পৃথিবী জল বায়ু ও তেজের বিনাশ হয়। যেমন পটের তন্তুনাশ হইলে পটগতরূপাদির স্বাশ্রয় নাশে বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার দ্ব্যণুকাদি বিনষ্ট হইলে তাহাদের কার্য্য জগদাদি সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন পরমাণুর অপর নাম পরিমণ্ডল, পরিমণ্ডল সমবেত পরিমাণকে পারিমাণ্ডল্য বলে দ্ব্যণুকের অপরনাম অণু তৎসমবেত পরিমাণ অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, ত্র্যণুকাদির পরিমাণ মহত্ব দীর্ঘত্ব ইহাই আমাদের প্রক্রিয়া। এইপ্রকার বিষয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

ষড়্ভিঃ পার্শ্বৈঃ সংযুজ্যমানানাং তন্তুনামবয়বিপটারম্ভকত্বদর্শনাৎ। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ পরমানবোহঙ্গীকার্য্যাঃ।

ইতরথা সহস্রপরমাণুনাং সংযোগেঽপি পারিমাণ্ডল্যানধিক পরিমাণতয়া প্রথিতানু-

---

"কারণ ভাবাৎ কার্য্যভাবঃ" রূপাদীনাং কারণে সদ্ভাবাৎ কার্য্যেসদ্ভাবঃ ; কারণগুণ পূর্ব্বকা হি কার্য্য-গুণা ভবন্তি, ঘটপটাদৌ তথা দর্শনাদিত্যর্থঃ। (উপস্কারঃ) এবং পরমাণুগতা সৃষ্টিপ্রকারমুক্ত্বা নৈয়ায়িকমতানুসারেণ প্রলয়প্রকারমাহুঃ ইত্থমিত্যাদিনা। অথ নৈয়ায়িকানাং সিদ্ধান্তমাহুঃ কিঞ্চ ইত্যাদিনা। ইয়ং প্রক্রিয়া তার্কিকানামিত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অথ একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানাকোটিকং জ্ঞানং নিরূপয়ন্তি—তত্রেতি। ইতি। সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—অথ নৈয়ায়িকাঃ পূর্ব্বপক্ষমুত্থাপয়ন্তি—তত্রেতি। সমঞ্জসঃ ইতি অদৃষ্টবদাত্মনা জীবেন সহ পরমাণুনাং সংযোগঃ, তদ্ধেতুকা যা পরমাণুগতাদ্যক্রিয়া তজ্জন্যো যঃ পরমাণুযুগ্মসংযোগঃ তদারব্ধানি যানি দ্ব্যণুকানি তদাদিক্রমেণ জগৎসৃষ্টিরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ চেতনাধিষ্ঠানাৎ আরম্ভবাদঃ সমন্বয় এব; ন তু প্রধানকারণবদসমঞ্জসমিত্যর্থঃ" ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং নৈয়ায়িকৈঃ—পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—মহদিতি। হ্রস্ব—পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুকপরিমাণ – পরমাণুপরিমাণাভ্যাং মহদ্ দীর্ঘবৎ ত্র্যণুকোৎপত্তিবৎ সর্ব্বমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ। অথ সূত্রস্থ "বা" শব্দস্যার্থমাহুঃ—ইহেতি। "চ" ইতি

সংশয়—অনন্তর একটি ধর্ম্মিপদার্থে বিরুদ্ধ নানাপ্রকার জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। এই নৈয়ায়িকগণের প্রক্রিয়ায় সংশয় হইতেছে চতুর্ব্বিধ পরমাণুর দ্বারা জগৎ কার্য্য আরম্ভ হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ পরমাণু কারণবাদ সমঞ্জস বা যুক্তি সংগত? অথবা অযৌক্তিক? এই প্রকার সংশয়বাক্য নির্ণয় করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—অতঃপর নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—"তত্র" ইত্যাদি। অদৃষ্টবদাত্ম সংযোগহেতু পরমাণুগত আদ্যক্রিয়াজন্য পরমাণুদ্বয় সংযোগের দ্বারা আরব্ধ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সৃষ্টি হওয়া সম্ভবহেতু পরমাণু কারণবাদ সমঞ্জস। অর্থাৎ অদৃষ্টবান আত্মা জীবের সহিত পরমাণু সকলের সংযোগ হয়, তাহার দ্বারা পরমাণু সকলে ক্রিয়া হয়, সেই আদ্যক্রিয়া জন্য পরমাণু দ্বয়ের সংযোগ হয়, তাহার দ্বারা দ্ব্যণুকজাত হয় এইপ্রকার ত্র্যণুকাদিক্রমে জগৎ সৃষ্টি হয় ইহাই অর্থ, অতএব চেতনাধিষ্ঠান হেতু আরম্ভবাদ সবশাস্ত্র সমন্বয়সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রধানকারণ বাদের সমান অশাস্ত্রীয় নহে। এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ নির্নীত হইল।

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"মহৎ" ইত্যাদি। হ্রস্ব পরিমণ্ডল অর্থাৎ দ্ব্যণুকপরিমাণ ও পরমাণু

পপত্তেরণুত্ব হ্রস্বত্ব মহত্ত্বাদ্যসিদ্ধিঃ । ন চ কারণভূমা কার্য্যমহত্ত্বোৎপাদকঃ, মনঃকল্পনা-মাত্রত্বাৎ। তথাঙ্গীকৃতেঽপি প্রদেশভেদে তেঽপি সাংশাঃ স্বৈরংশৈস্তেঽপি পুনঃস্বৈরিত্যনবস্থা, অংশানন্ত্যসাম্যেন মেরুসর্ষপয়োস্তৌল্যপ্রসঙ্গশ্চ।

সমুচ্চয়ম্ তেন অনুক্তং হ্রস্বদ্ব্যণুকবদিত্যেতৎ সমুচ্চিনোতি। ততশ্চ পরিমণ্ডলেভ্যো দ্ব্যণুকানি ভবন্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যানমপি সঙ্গতিমৎ স্যাদিত্যর্থঃ।

অথাসমঞ্জসপ্রকারমাহুঃ – হ্রস্ব' ইতি। এবং বিরুদ্ধ তেষাং সিদ্ধান্তমিত্যপি প্রতিপাদয়ন্তি— পরিমণ্ডলেভ্যঃ" ইত্যাদিনা। তথাচ —পারিমাণ্ডল্যং পরমাণুপরিমাণং তদধিকপরিমাণাভাবাৎ সর্ষপবৎ" ইতি তস্মান্ন পারিমাণ্ডল্যৈর্জগদ্ রচনমিত্যর্থঃ। অথ প্রকারান্তরেণাসমঞ্জসমাহুঃ—তথাহীতি। তস্মাৎ সপ্রদেশাঃ' সাবয়বা ইত্যর্থঃ। তথাচ পরমানবঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ ইষ্টকবৎ' ইতি। অথ পরমাণবঃ সাবয়বাঃ স্বীকারাভাবদোষমাহুঃ – ইতরথা ইতি।

পরিমাণের দ্বারা মহৎ দীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকোৎপত্তিবৎ সকলই অসমঞ্জস ইহাই সূত্রার্থ। অনন্তর সূত্রস্থ 'বা' শব্দের অর্থ বলিতেছেন "ইহ" ইত্যাদি। বা শব্দের অর্থ চ'কার, অর্থাৎ সমুচ্চয়। এতদ্দ্বারা অনুক্ত হ্রস্ব দ্ব্যণুকবৎ ইহাও সমাচয়ন করিতে হইবে। তাহা হইলে পরিমণ্ডল হইতে দ্ব্যণুকসকল হয়, এইপ্রকার ব্যাখ্যাও ন্যায়মতে সঙ্গত হইবে ইহাই অর্থ। পূর্ব্বসূত্র হইতে "অসমঞ্জস" এই শব্দটি অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। অতঃপর অসমঞ্জস প্রকার বলিতেছেন—হ্রস্ব ইত্যাদি হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল অর্থাৎ দ্ব্যণুকও পরমাণুর দ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ অর্থাৎ ত্র্যণুকোৎপত্তিবৎ ন্যায়মতে সকল সিদ্ধান্তই অসমঞ্জস জানিতে হইবে। নৈয়ায়িক-গণের সিদ্ধান্তও বিরুদ্ধ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—পরিমণ্ডল "ইত্যাদি। পরিমণ্ডল সকল হইতে দ্ব্যণুক সকল তাহা হইতে ত্র্যণুক সকল তাহা হইতে চতুরকণাদি ক্রমে পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তির সমান অন্যান্যও প্রক্রিয়া তাহাদের বিরুদ্ধ ইহাই অর্থ।

অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্য পরমাণুপরিমাণ, তাহা হইতে অধিক পরিমাণের অভাবহেতু, যেমন সর্ষপ, সর্ষপের যেমন অধিকপরিমাণ হওয়া সম্ভব নহে, সেইপ্রকার পারিমাণ্ডল্যেরও দীর্ঘাদি হওয়া সম্ভব নহে,সুতরাং পারিমাণ্ডল্যের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরচনা করা সম্ভব নহে। অনন্তর প্রকারান্তরে অসামঞ্জস্য বলিতেছেন —তথাহি ইত্যাদি, নিরবয় পরমাণুসকল হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকসকল কার্য্যারম্ভ করে কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু ষট্‌পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই ছয়পার্শ্বেই অবয়ব যুক্ত তন্ত সকল সংযোজিত হইয়া সাবয়ব পটের আরম্ভক হয় তাহা দেখা যায়। সুতরাং পরমাণুসকল সপ্রদেশ-সাবয়ব ইহা অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এইস্থলে অনুমান—পরমাণু সকল সাবয়ব, যেহেতু মহ-দারম্ভক, যেমন ইষ্টক।

পরমাণু সকলকে সাবয়ব স্বীকার না করিলে দোষ বলিতেছেন—ইতরথা' ইত্যাদি। সাবয়ব পরমাণু স্বীকার না করিলে সহস্র পরমাণু সংযোগ হইলেও পারিমাণ্ডল্যের অধিক পরিমাণ না হওয়া হেতু

তস্মান্মহদ্দীর্ঘত্র্যণুকং হ্রস্বদ্ব্যণুকোৎপন্নং হ্রস্বদ্ব্যণুকঞ্চ পরিমণ্ডলোৎপন্নমিতি রিক্তং বচঃ। নচৈতৎসূত্রং স্বদোষনিরাসকতয়া ব্যাখ্যেয়ম্, অস্য পাদস্যপরপক্ষাক্ষেপকত্বাৎ ।।১১।।

অত্র পরমাণুকারণবাদস্বীকারেঽনবস্থাদোষাপত্তিরিতি তৎপ্রতিপাদয়ন্তি — ন চেতি। অংশেতি—মেরোর্যথানন্তাবয়বত্বং তথা সর্ষপস্যাপীত্যেতদাপদ্যেত। অথ নিগমনপ্রকারমাহুঃ তস্মাদিতি কিঞ্চ কারণকার্য্যয়োর্জনকত্ব জন্যত্বনিয়মোঽপি তেষাং ন বিদ্যতে। তথাচ পারিমাণ্ডল্যস্যাণুতয়া অনারম্ভকত্বস্বীকারাৎ অণুত্বাদ্যোর্মহত্ত্বাদ্যারম্ভকত্বাস্বীকারাচ্চ। তস্মাৎ পরমাণুকারণবাদোঽসমঞ্জসমেব। অথ অস্য সূত্রস্য ব্যাখ্যান্তরং নিরাকুর্ব্বন্তি নচেতি। তথাচ প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ; পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ। তত্রাদৌ তাবদ্‌যোঽণুবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষ উৎপ্রেক্ষ্যতে স প্রতিসমাধিয়তে" ইতি। এবং বেদান্ত-সিদ্ধান্তে-সম্ভাবিত দোষ-নিরাসকতয়া সূত্রমেতৎ যৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যৈর্ব্ব্যাখ্যাত তন্ন যুক্তিসঙ্গতম্। কুতঃ? তস্য হেতুরস্যেতি ॥১১॥

প্রথিতানুপপত্তি অতএব হ্রস্বত্বমহত্বাদিও সিদ্ধ হইবে না। পরমাণুকারণ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষাপত্তি হইবে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদি। আপনারা (নৈয়ায়িকগণ) যে কারণের বহুত্বই মহৎকার্য্যের উৎপাদন' স্বীকার করিয়াছেন তাহা মনঃ কল্পনা মাত্র। কারণ তাহা করিলেও পরমাণু সকলের প্রদেশভেদে অংশের সহিত নিজ অংশ সকল তাহাদেরও অংশসকল পুনঃ তাহাদেরও অংশসকল এই প্রকার অনবস্থা দোষ হইবে। আর অনন্ত অনন্ত অংশের সমানতা হেতু সুমেরু ও সর্ষপের সমানতা প্রসঙ্গ হইবে।

অর্থাৎ মেরুর যে প্রকার অনন্ত অবয়ব সেইপ্রকার সর্ষপেরও স্বীকার করিতে হইবে। এই ভাবে এই প্রকরণের নিগমন প্রকার বলিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। অতএব মহৎও দীর্ঘত্র্যণুক হ্রস্বদ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং হ্রস্বদ্ব্যণুক পরিমণ্ডল হইতে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি সকল বাক্যই বৃথা। অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্যের অণুত্ব প্রযুক্ত অনারম্ভকত্ব স্বীকারহেতু অণুত্বাদিপরমাণুর দ্বারা মহত্বাদি দ্ব্যণুকাদির আরম্ভকত্ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং পরমাণু কারণবাদ অসমঞ্জসই জানিতে হইবে।

এইসূত্রের কেহ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদি এই সূত্রটি নিজ সিদ্ধান্তে দোষ নিবারকরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, কারণ পরপক্ষের প্রতি আক্ষেপ করিবার জন্যই এই পাদের আরম্ভ। অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য পাদ বলেন প্রধান কারণবাদ নিরাকরণ করা হইল ইদানীং পরমাণুকারণবাদনিরাকরণ করা উচিৎ; তন্মধ্যে প্রথমে পরমাণুকারণবাদিগণ ব্রহ্মকারণ বাদিগণের প্রতি যে দোষ অর্পণ করে তাহা সমাধান করিতেছি" এইপ্রকার বেদান্ত সিদ্ধান্তে সম্ভাবিত দোষের নিরাসকরূপে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, যেহেতু এই পাদটি পরপক্ষের দোষোদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত ॥১১॥

কিমন্যদসমঞ্জসং তত্রাহ—

॥ওঁ॥ উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ওঁ॥ ২।২।২।১২॥

পরমাণুক্রিয়াজন্য তৎসংযোগপূর্ব্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ তার্কিকৈর্জ্জগদুৎপত্তিরিষ্যতে। তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজন্যা? কিংবা আত্মগতাদৃষ্টজন্যা' ইতি? নাদ্য, আত্ম-

---

অথ প্রকারান্তরেণ পরমাণুকারণ বাদং নিরাকুর্ব্বান্ত —কিমন্যদিতি। অথ অসৎকার্যবাদে সর্গাদৌ পরমাণূনাং কর্ম্মাভাবং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ - উভয়থাপীতি। উভয়থাপি—সংযোগ জন্য পরমাণুষু যা ক্রিয়া সা পরমাণুগতাদৃষ্টজন্যা? অথবা আত্মগতাদৃষ্টাজন্যা? ইতি পক্ষদ্বয় স্বীকারেঽপি, ন কর্ম্ম; পরমাণুদ্বয়সংযোগরূপং কর্ম্ম ন ভবতি; অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ; তদভাবঃ—পর মাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্ত্যভাব ইতি সূত্রার্থঃ। অথ সূত্রব্যাখ্যা দ্বারেণ আরম্ভবাদস্য উভয়থাপি কর্ম্মাভাব ইতি প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—পরমাণু" ইতি। পরমাণু ক্রিয়া" ইত্যাদি মূল গ্রন্থঃ স্ফুটার্থঃ।

ননু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগাদেব সর্গাদৌ পরমাণূনাং কর্ম্ম" ইতি চেৎ? উচ্যতে স্রষ্টেঃ প্রাক্ নিশ্চলৌ পরমাণূ ক্রিয়য়া সংযুজ্য দ্ব্যণুকমুৎপাদয়তে" ইতি মতম্। অত্র পৃচ্ছ্যতে - তত্র ক্রিয়া নিমিত্তং কিঞ্চিদস্তি? ন বা? আদ্যে যদি জীব প্রযত্নাভিঘাতাদি তন্নিমিত্তং বাচ্যমিতি; তন্ন সম্ভবেৎ; তস্য

অনন্তর প্রকারান্তরে পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করিতেছেন—"কিমন্যৎ" ইত্যাদি। পরমাণু কারণবাদে অন্য কি অসমঞ্জস তাহা বলিতেছেন। অসৎকার্য্যবাদে সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাণু সকলের কর্ম্মাভাব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—উভয় প্রকারেই কর্ম হইবে না সুতরাং তাহার অভাব। অর্থাৎ-সংযোগজন্য পরমাণু সকলে যে ক্রিয়া তাহা পরমাণুগতা অদৃষ্টজন্যা? অবথা আত্মগতা অদৃষ্ট জন্যা? এই পক্ষদ্বয় স্বীকার করিলেও কর্ম্মহয় না, পরমাণুদ্বয় সংযোগরূপ কর্ম হইবে না, অতএব তাহার অভাব, অর্থাৎ পরমাণু সকল হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগদুৎপত্তির অভাব ইহাই সূত্রের অর্থ।

অতঃপর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ সূত্রব্যাখ্যাদ্বারা আরম্ভবাদের উভয় প্রকারেই কর্মের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—"পরমাণু" ইত্যাদি। তার্কিকগণ যে পরমাণু সকলের ক্রিয়া জন্য তাহাদের সংযোগ, তৎ পূর্ব্বক দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তন্মধ্যে পরমাণু সকলের যে ক্রিয়া তাহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট হইতে জাত হয়? বা আত্মগত অদৃষ্ট হইতে উৎপন্ন হয়? নাদ্য, প্রথমপক্ষ বলিতে পারেন না কারণ অদৃষ্টচেতন আত্মার পাপ ও পুণ্যকর্মের দ্বারা জাত হয়, সুতরাং অদৃষ্ট পরমাণু-গত হওয়া অসম্ভব। নাপ্যন্ত্যঃ —দ্বিতীয় পক্ষও স্বীকার করিতে পারেন না, কারণ আত্মগত অদৃষ্টের দ্বারা পরমাণুগত ক্রিয়ার উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ যদি বলেন—অদৃষ্টবান যে আত্মা তাহার সংযোগহেতু সৃষ্টির প্রথমে পরম্যাণু সকলের কর্ম আরম্ভ হয়। তদুত্তরে আমরা (বৈদান্তিকগণ) বলিব

পুণ্যাপুণ্যজন্যাদৃষ্টস্য পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্ত্যঃ, আত্মগতেন তেন পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধাৎ সম্ভবিষ্যতি, নিরবয়বানাং পরমাণূনাং নিরবয়বেনাত্মনা সংযোগানুপপত্তেঃ।

সৃষ্টেরুত্তরকালিকত্বাৎ : কিঞ্চ—জীবস্য অনিত্যজ্ঞানবত্ত্বাৎ। দ্বিতীয়ে—যদি ক্রিয়ানিমিত্তং কিঞ্চিৎ নাস্ত্যেব তদা ক্রিয়ানুৎপত্তিরিতি। তস্মাৎ ক্রিয়ানিমিত্তাভাবাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগৎসৃষ্ট্যভাবঃ।

ননু পরমানুভিঃ সংযুক্তে আত্মনি সমবেতং অদৃষ্টং তান্ পরমাণূন্ বিচালয়েৎ; তেন বিচালনেন তেভ্যো দ্ব্যণুকানুৎপাদ্যেরন্" ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—নচেতি। সংযুক্ত ইতি। আত্মনা সহ পরমাণূনাং সংযুক্তঃ; তেষু পরমাণুষু সমবায় সম্বন্ধেন অদৃষ্টো বর্ত্ততে, তৎ সম্বন্ধাদেব ক্রিয়োৎপত্তিঃ। তথাপি আত্ম পরমাণুসংযোগাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—নিরবয়বানামিতি।

অত্রায়মর্থঃ—অব্যাপ্যবৃত্তিঃ খলু সংযোগো, নতু স পরমাণুভিঃ সার্দ্ধং আত্মনঃ শক্যো বক্তুম্, অবচ্ছেদকদ্বয়াভাবাদিত্যর্থঃ। অবচ্ছেদঃ ইয়ত্তাকরণম্। যথা অগ্রাবচ্ছেদেন কপিসংযোগঃ; মূলাবচ্ছেদেন কপিসংযোগাভাবঃ" ইতি। (ন্যাকো° ৮৩) অব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্—তথাচ সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাম্ ২৭ : আকাশস্য বিশেষগুণঃ স চ অব্যাপ্যবৃত্তিঃ, যদা কিঞ্চিদবচ্ছেদেন শব্দ উৎপদ্যতে তদা অন্যাবচ্ছেদেন তদভাবস্যাপি সত্ত্বাৎ" ইতি। কিঞ্চ স্বাত্যন্তাভাব সমানাধিকরণত্বম্; অব্যাপ্যবৃত্তিত্বম্; (মাথুরী গাদাধরী)

সৃষ্টির প্রথমে নিশ্চল ক্রিয়াহীন দুইটি পরমাণু ক্রিয়ার দ্বারা সংযোজিত হইয়া দ্ব্যণুক উৎপাদন করে" ইহাই আপনাদের সিদ্ধান্ত।

এইস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি—সেইস্থানে ক্রিয়ার নিমিত্ত কেহ আছে? অথবা নাই?। যদি বলেন আছে, জীব প্রযত্নাভিঘাতাদি তাহার নিমিত্ত, তাহা সম্ভব নহে, জীবের যে প্রযত্ন ও অভিঘাত তাহা সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বে নহে। অপর আপনাদের মতে জীব অনিত্য। দ্বিতীয়পক্ষও সম্ভব নহ যদি সংযোগ ক্রিয়ার নিমিত্ত কেহ নাই তবে ক্রিয়ার উৎপত্তিই হইবে না। অতএব ক্রিয়ার নিমিত্তের অভাবহেতু দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগৎসৃষ্টিরও অভাব হইবে। যদি বলেন—পরমাণুর সহিত সংযুক্ত আত্মাতে সমবেত যে অদৃষ্ট সেই পরমাণু সকলকে বিচালিত করে, সেই বিচালনের দ্বারা পরমাণু সকল হইতে দ্ব্যণুক সকল উৎপন্ন হয়।

তদুত্তরে বলিতেছেন—"ন চ" ইত্যাদি। যদি বলেন সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধহেতু ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হইবে; অর্থাৎ আত্মার সহিত পরমাণু সকলের সংযোগ, সেই পরমাণু সকলে সমবায় সম্বন্ধে অদৃষ্ট বর্ত্তমান আছে, তাহার সম্বন্ধহেতু ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। তথাপি আত্মা ও পরমাণু সকলের সংযোগাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন "নিরবয়ব" ইত্যাদি। নিরবয়ব পরমাণু সকলের নিরবয়ব আত্মার সহিত সংযোগের উপপত্তি হইবে না।

তদেবমুভয়থাপি নাদ্যক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাচ্চ নহ্যচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ত্ততে, প্রবর্ত্তয়তি বেত্তি পরীক্ষিতং প্রাক্। (২।২।১।২)। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ

তথাচ—স্বাত্যন্তাভাব সমানাধিকরণত্বমিত্যস্য স্বস্য অত্যন্তাভাবেন সহ একাধিকরণে বর্ত্তমানত্বমিত্যর্থঃ। তদর্থশ্চ—স্বশব্দেন কপিসংযোগাভাবো গৃহ্যতে; স্বস্য প্রতিযোগী কপিসংযোগঃ, তত্বং কপিসংযোগে বর্ত্ততে। তথা স্বসামানাধিকরণ্যমপি বর্ত্ততে। স্বস্য কপিসংযোগাভাবস্য সামানাধিকরণ্যমেকাধিকরণে বর্ত্তমানত্বম্। তথাচ এতাদৃশোভয় সম্বন্ধেন কপিসংযোগাভাববত্বং কপিসংযোগে বর্ত্ততে ইতি কপিসংযোগঃ অব্যাপ্যবৃত্তির্ভবতি। তস্মাৎ "অগ্র বৃক্ষঃ কপিসংযোগী ন মূলে" ইতি প্রতীতি একস্মিন্নপ্যধিকরণে বৃক্ষে কপিসংযোগ কপিসংযোগাভাবয়োরগ্র মূলাত্মক প্রদেশবিশেষাবচ্ছেদেন বিদ্যমানত্বাৎ তয়োরব্যাপ্যবৃত্তিত্বং সঙ্গচ্ছতে' ইতি। (ন্যা০—৯৯) তস্মাৎ 'বৃক্ষঃ কপিসংযোগী' ইত্যত্র অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগঃ ন তু মুলাবচ্ছেদে ইত্যবচ্ছেদকদ্বয় সব্যপেক্ষঃ সংযোগোদৃষ্টঃ। নন্ন পরমাণূনাং আত্মনশ্চ সংযোগাদিতি অবচ্ছেদকঃ কল্পনীয়ম্ ইতোনেনাপি ন ইষ্টসিদ্ধিঃ পরমাণূনামাত্মনা সম্বন্ধাভাবাৎ সংযোগসম্বন্ধস্য অযথার্থত্বে যদা কদাপি যস্মিন্ কস্মিন্নপি দেশেন সহ সংযোগসম্বন্ধো ভবেৎ। যদি স সত্যং তদা তস্যাপি সম্বন্ধান্তরং পুনস্তস্যাপি সম্বন্ধান্তরমিত্যনবস্থাপাতাৎ যৎকিঞ্চিদেতদিতি। অথ জগদুৎপত্তিকর্ম্মজনকমদৃষ্টাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি তদেবমিতি।

এইস্থলে সংযোগ বিষয়ে এইপ্রকার বিচার আছে—অব্যাপ্যবৃত্তিকে সংযোগ বলে, পরমাণুসহিত আত্মার সংযোগ হয়, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ অবচ্ছেদকদ্বয়ের অভাবহেতু। অবচ্ছেদ ইয়ত্তাকারণ। যেমন অগ্রাবচ্ছেদে কপি সংযোগ মূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব। অর্থাৎ কোন একটি বৃক্ষে একটি বানর বসিয়া থাকিলে যেমন সম্পূর্ণ বৃক্ষে থাকে না, বৃক্ষের অগ্রে থাকে মূলে থাকে না, এই প্রকার অবচ্ছেদক। অব্যাপ্যবৃত্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে বর্ণনা আছে আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি, যে কালে কিঞ্চিদবচ্ছেদে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই সময় আকাশে অন্যাবচ্ছেদে শব্দের অভাব বিদ্যমান থাকে।

অপর নিজে নিজের অত্যন্তাভাব সমানাধিকরণকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলে, স্বয়ং নিজের অত্যন্তাভাবের সহিত একাধিকরণে বিদ্যমান থাকা, স্বশব্দের দ্বারা কপিসংযোগের অভাব গ্রাহ্য, স্বশব্দের প্রতিযোগী কপিসংযোগ, তাহা কপিসংযোগে বিদ্যমান আছে, এবং স্বসামাণাধিকরণ্যও বিদ্যমান আছে, নিজের ও কপিসংযোগাভাবের সামানাধিকরণ্য একাধিকরণে আছে, এই প্রকার উভয় সম্বন্ধের দ্বারা কপিসংযোগাভাব ধর্ম কপিসংযোগে বিদ্যমান আছে। অতএব কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি হইতেছে। যেমন "বৃক্ষ অগ্রভাগে কপিসংযোগী, কিন্তু মূলভাগে নহে" এই প্রতীতি বৃক্ষরূপ একটি অধিকরণে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগের অভাব অগ্র ও মূলাবচ্ছেদ প্রদেশবিশেষাবচ্ছেদের দ্বারা বিদ্যমানহেতু তাহার অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব যুক্তিসঙ্গতই হইতেছে। সুতরাং "বৃক্ষঃ কপিসংযোগী" এইস্থলে বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে কপিসংযোগ মূলাবচ্ছেদে তাহার অভাব বিদ্যমান, এইরূপ অবচ্ছেদকদ্বয় সাপেক্ষ সংযোগ দেখা যায়। যদি বলেন—

তদানুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাপি তত্ত্বাৎ। ন চাদৃষ্টানুসারীশ্বরেচ্ছা তৎক্রিয়াহেতুস্তস্যা নিত্যত্বেন নিত্যং তৎপ্রসঙ্গাৎ নচাদৃষ্টোদ্‌বোধাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ, তস্যাপি সামগ্রীসত্ত্বেহনাব

ন চ চেতনরহিতানাং পরমাণূনাং ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তনমিত্যাহুঃ—জাড্যাচ্চেতি। নন্বু মাস্তু অচেতনানাং পরমাণূনাং জগৎসৃষ্টৌ স্বতঃ প্রবৃত্তিঃ; চেতন আত্মা তান্ প্রবর্ত্তয়তীতি চেৎ—তত্রাহুঃ—নচেতি। তদা' ইতি; প্রলয়কালে চৈতন্যাভাবস্যাত্মনশ্চাপি তত্ত্বাৎ জড়ত্বাৎ। তথাচ—দেহপ্রতিষ্ঠিতেন মনসা সহাত্মনঃ সংযোগে তত্র জ্ঞানাদিগুণা উৎপদ্যন্তে; কিন্তু প্রলয়াবসরে তস্য দেহাভাবেন জ্ঞানাদের্নুৎপত্তেঃ জড় এব আত্মা। অত উভয়োর্জড়ত্বাৎ নাদ্যকর্ম্ম; তস্মাৎ সৃষ্ট্যভাব ইত্যর্থঃ। অথ ঈশ্বরেচ্ছাপি ন ক্রিয়াহেতুরিত্যাহুঃ—নচেতি।

তস্যাঃ—ইচ্ছায়াঃ সর্গাদ্যবসরে "পরমাণুনা দ্ব্যণুকং করিষ্যামি ইতি জ্ঞানস্য আবশ্যকত্বেন তৎ উৎপাদক শরীরাদি কারণ কলাপস্য তদানীং ব্যতিরেকেণ তস্য নিত্যত্বমুরীকুর্ম্মঃ। এবমীশ্বরেচ্ছাকৃত্যোরপি নিত্যত্বম্। (ন্যা৹ কো৹ ৪৭১) তথাচ ভাষাপরিচ্ছেদে—৩৪ "সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চ বুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপি চেশ্বরে" ইতি সংযোগসম্বন্ধেন নিত্যগুণবানীশ্বরঃ তস্য ইচ্ছা এব

পরমাণু সকলের ও আত্মার সংযোগহেতু অবচ্ছেদক কল্পনা করিব", তাহাতেও আপনাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, যেহেতু পরমাণু সকলের আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয় না সংযোগ সম্বন্ধের অযথার্থতা স্বীকার করিলে যে কোন সময়ে যে কোন দেশের সহিত সংযোগ সম্বন্ধ হইবে। যদি সংযোগ সম্বন্ধ সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধান্তর তাহারও সম্বন্ধান্তর পুনঃ তাহার এইপ্রকার অনবস্থাদোষহেতু পরমাণু কারণবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

অনন্তর জগদুৎপত্তি কর্ম্মের জনক যে অদৃষ্ট তাহার অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন— তদেবং' ইত্যাদি বাক্যে। এইরূপে উভয় প্রকারেই পরমাণুতে আদ্য ক্রিয়ার জনক অদৃষ্ট নহে। চেতন রহিত পরমাণু সকলের কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—'জাড্য' ইত্যাদি। জড়তা প্রযুক্ত অচেতন চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়া স্বয়ং কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না, অথবা অন্যকেও প্রবর্ত্তিত করে না, তাহা পূর্ব্বে সাংখ্যমত বর্ণনে পরীক্ষা করা হইয়াছে। যদি বলেন—অচেতন পরমাণু সকল জগৎসৃষ্টিকার্য্যে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত না হউক, চেতন আত্মা তাহাদিগকে প্রেরিত করে, তদুত্তরে বলিতেছেন 'ন চ' ইত্যাদি। চেতন আত্মা তাহাদের প্রবর্ত্তক নহে।

সেইকালে আত্মার চেতন উৎপন্ন না হওয়ায় আত্মাও জড়, অর্থাৎ প্রলয়কালে চৈতন্যের অভাব হেতু তাহা জড়। দেহ প্রতিষ্ঠিত মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে তাহাতে জ্ঞানাদিগুণ সকল উৎপন্ন হয় কিন্তু প্রলয়াবসরে আত্মার দেহাভাবহেতু জ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় না সুতরাং আত্মাজড়। অতএব আত্মা ও পরমাণুসকল জড়হেতু আদ্যকর্ম হয় না, আদ্যকর্মাভাবহেতু জগৎ সৃষ্টির অভাব ইহাই অর্থ। অতঃপর ঈশ্বরের ইচ্ছাও আদ্যক্রিয়ার হেতু নহে, তাহা বলিতেছেন—

বশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিয়তস্য কস্যচিৎ ক্রিয়াহেতোরভাবান্ন সা। পরমাণুষু তদভাবান্নসংযোগস্ত-দভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতস্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ স্যাৎ ॥১২॥

আদ্যাক্রিয়া হেতুরিতি॥ তথাপি নেষ্টসিদ্ধিঃ ; তস্যাঃ ঈশ্বরেচ্ছায়া নিত্যত্বেন নিত্যসৃষ্টিক্রিয়া প্রসঙ্গাৎ। নন্বু প্রলয়াবসরে ক্রিয়া ন ভবতি ; ইত্যত আহুঃ নচেতি। তস্যাপীতি—তস্য উদ্‌বোধকস্য, সামগ্রী কারণকূটসত্ত্বে উদ্‌বোধকস্য আবশ্যকত্বাভাবাৎ প্রলয়েঽপি ক্রিয়া স্যাদিত্যর্থঃ। অথ সমুদিতার্থমাহুঃ—ততশ্চেতি। কস্যচিদিতি—অদৃষ্টস্য ক্রিয়াহেতুত্বম্ ; জীবাত্মনঃ ; পরমাত্মনঃ ঈশ্বরেচ্ছায়া বা ক্রিয়াহেতুত্ব মিতি নিয়তাভাবাৎ ন পরমাণুষু আদ্যাক্রিয়া ইতি ভাবঃ। ব্যতিরেকে এবং প্রলয়োঽপি ন স্যাৎ : পরমাণূনাং বিভাগায় ক্রিয়োৎপত্তেরসম্ভবাৎ” ইতি নিরূপয়ন্তি—পরমাণুষু” ইতি তথাচ—ন ক্রিয়োৎ-পত্তেরীশ্বরেচ্ছাকারণং, নিত্যত্বাৎ, উক্তদোষাপত্তেঃ। ন চ জীবাদৃষ্টং তস্য ভোগার্থত্বেন খ্যাতস্য প্রলয়ার্থ-ত্বকল্পনাযোগাদিতি। তস্মাৎ উভয়থাপি কর্ম্মাভাবাৎ সর্গাভাব অতো ন পরমাণবো নিমিত্তোপাদানকারণ মিতি ভাষ্যার্থঃ ॥১২॥

“ন চ” ইত্যাদি। যদি বলেন অদৃষ্টানুসারী ঈশ্বরের ইচ্ছা আদ্যক্রিয়ার হেতু : তাহাও অসম্ভব, যেহেতু ঈশ্বরেচ্ছার নিত্যতা প্রযুক্ত নিত্যই আদ্যক্রিয়া হইবে। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম কালে পরমাণুর দ্বারা দ্ব্যণুক করিব” এই জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন হেতু জ্ঞানোৎপাদক শরীরাদি কারণ সমূহের সেইকালে অভাববশতঃ ব্যতিরেকে সেই জ্ঞানের নিত্যত্ব স্বীকার করিব, এইপ্রকার ঈশ্বরের কৃতি ও ইচ্ছা নিত্য। ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—সংখ্যাদি পঞ্চ বুদ্ধি ইচ্ছা যত্ন এই গুণসকল ঈশ্বরে আছে; সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে নিত্যগুণ-বান ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছাই আদ্যক্রিয়ারহেতু। তথাপি আপনাদের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, কারণ সেই ঈশ্বরে-চ্ছার নিত্যতা হেতু সৃষ্টিক্রিয়ারও নিত্যতা প্রসঙ্গ হইবে।

যদি বলেন প্রলয়কালে ক্রিয়া হয় না, তদুত্তরে বলিতেছেন “ন চ” ইত্যাদি। যদি বলেন অদৃষ্টোদ্বোধকের অভাবহেতু প্রলয়কালে ক্রিয়ার অভাব হয়, উত্তরে বলিব সামগ্রীসকল বিদ্যমান থাকিলে উদ্বোধকের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ আদ্যক্রিয়ার কারণ সকল বিদ্যমান থাকিলে উদ্বোধকের অভাব থাকিলেও প্রলয়কালেও আদ্যক্রিয়া হইবে ইহাই অর্থ। সারার্থ বলিতেছেন—অতএব আদ্যক্রিয়ার কোন নিশ্চিতহেতুর অভাবে তাহা হইবে না। অর্থাৎ অদৃষ্ট আদ্যক্রিয়ারহেতু, জীবাত্মা হেতু, পরমাত্মাহেতু, অথবা ঈশ্বরেচ্ছা আদ্যক্রিয়ারহেতু তাহা নিশ্চয়ের অভাব বশতঃ পরমাণুসকলে আদ্যক্রিয়া হইবে না ইহাই ভাবার্থ; এইপ্রকার পরমাণু সকলে আদ্যক্রিয়ার অভাবহেতু তাহাদের সংযোগ হয় না। সংযোগাভাবহেতু দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি হয় না। অতএব উভয় প্রকারেই আদ্যকর্মের অভাবহেতু সৃষ্টির অভাব হয়, সুতরাং পরমাণু সকল জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ নহে॥১২॥

॥ওঁ॥ সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ওঁ॥ ২।২।২।১৩॥

সমবায়স্বীকারাচ্চাসমঞ্জসং তন্মতম্। কুতঃ? সাম্যাদিতি। পরমাণূনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ সমবায়ঃ সম্বন্ধস্তার্কিকৈরঙ্গীকৃতঃ, স খলু ন সম্ভবতি। (ভা॰ প॰ ১১) তস্যাপি সম্বন্ধিত্ব-সাম্যাৎ, তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ামনবস্থাপত্তেঃ

নন্বু সমবায়স্বীকারে ন কিমপ্যসমঞ্জসমিতি বিচার্য্য তৎ স্বীকারেঽপি কার্য্যাভাবং ভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—সমবায়ঃ"। তথাচ এবং সমবায়সিদ্ধির্ভবতি; বৈশেষিক সূত্রম্—৭।২।২৬। "ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ" তদর্থশ্চ—কার্য্যকারণয়ো রবয়বাবয়বিনো র্য়তঃ সম্বন্ধাৎ ইহ' ইদং ইতি প্রত্যয়ঃ স সমবায়ঃ" ইতি বৈশেষিকবৃত্তিঃ; (শ্রীজয়নারায়ণঃ) অত্র শ্রীপ্রশস্তপাদাঃ—২৬ পৃ॰ 'অযুত সিদ্ধানাং আধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ" অপি চ ভাষা পরিচ্ছেদে—১১; ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ। তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ মুক্তাবলী—অবয়বাবয়বিনোঃ, জাতিব্যক্ত্যোঃ গুণগুণিনোঃ, ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ, নিত্য দ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধ স সমবায়ঃ" তথাচ - 'ঘটে ঘটত্বং রূপঞ্চ সমবেতং, তন্তুষু পটঃ সমবেতঃ, ইহ কর্ম্মসমবেতম্, ইত্যনুগত সমবায়াকার প্রতীত্যা তৎ সিদ্ধিঃ। ইতি (ন্যায়কোশঃ - ৯৬০ পৃ॰) ইত্যেবং সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ স্বীকারাচ্চপরমাণু কারণবাদ সমঞ্জসমেব; কুত? সাম্যাৎ, সমভাবেন সমবায়স্বীকারাৎ, তথাত্বে কা ক্ষতিঃ? অনবস্থিতেরিতি।

নৈয়ায়িকগণ যদি বলেন—আমরা সমবায় নামে একটি পদার্থ স্বীকার করিব তাহাতে কোন অসমঞ্জস হইবে না; তাঁহারা এই সমবায় স্বীকার করিলেও পরমাণুসকলে আদ্য ক্রিয়ার অভাব হইবে তাহা প্রতি পাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—সমবায়„ ইত্যাদি। সমবায় স্বীকার করিলেও জগৎ সৃষ্টি সিদ্ধি হইবে না, যে হেতু সম্বন্ধী সাম্যও অনবস্থা দোষ হয়। অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণের সমবায় সিদ্ধি এই প্রকার হয়—বৈশেষিক দর্শনে বর্ণিত আছে—যাহা হইতে কার্য্য ও কারণের ইহা 'এইরূপ' ইত্যাদি প্রতীতি হয় তাহাকে সমবায় বলে।

ব্যাখ্যা—কার্য্য ও কারণ, অবয়ব ও অবয়বির যে সম্বন্ধ হইতে 'ইহা' এইপ্রকার' প্রতীতি হয় তাহা সমবায় সম্বন্ধ। শ্রীপ্রশস্ত পাদাচার্য্য বলেন অযুত সিদ্ধি অধার আধেয় ভূত বস্তু সকলের যে সম্বন্ধ, যাহা পটাদি প্রত্যয় হেতু তাহা সমবায়। ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—কপালাদিতে ঘটাদির, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের, এবং দ্রব্যে জাতির যে সম্বন্ধ তাহা সমবায় নামে কীর্ত্তিত হয়। মুক্তাবলী ব্যাখ্যা-অবয়ব অবয়বির, জাতি ও ব্যক্তির গুণ ও গুণির, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের নিত্যদ্রব্য এবং বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহা সমবায়। এবং এই ঘঠে ঘটত্ব ও রূপ সমবেত আছে, তন্তু সকলে পট সমবেত আছে, ইহাতে কর্ম্মসমবেত আছে এই অনুগত সমবায়াকার প্রতীতির দ্বারা সমবায় সিদ্ধি হয়। এই প্রকার সমবায়

তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্টবুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়স্তৈঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদন্যথাতি-প্রসঙ্গাৎ। তথাচ সমবায়ান্তরাঙ্গীকারেঽনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তর্হ্যন্যত্রাপি স

অনবস্থাদোষাপাতাদিত্যর্থঃ। অথ আরম্ভবাদস্য সমবায়স্বীকারাৎ অসমঞ্জসমিতি প্রতি-পাদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ-সমবায়ঃ" ইত্যাদিনা। অনবস্থাপত্তেরিতি—পরমাণূনাং দ্ব্যণুকৈঃ সহ যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ; স সমবায় তত্র সমবায়ে কেন সম্বন্ধেন বর্ত্ততে? সমবায়েন ইতি, তস্যাপি সমবায়ঃ, তস্যাপি সমবায় ইত্যেবমনবস্থাপত্তেরিত্যর্থঃ। অথ—পরমাণু প্রভৃতিষু অবয়য়েষু দ্ব্যণুকাদিরবয়বীসমবায়েন তিষ্ঠতি। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মসু দ্রব্যত্ব গুণত্ব কর্ম্মত্বাদিকাজাতিঃ সমবায় সম্বন্ধেন তিষ্ঠতি। স চ সম্বন্ধোনিত্যঃ অথ অবয়ববিশিষ্ট—গুণবিশিষ্টাদিষু তিষ্ঠন্ সমবায়ঃ কেন সম্বন্ধেন তিষ্ঠেৎ? ন খলু সংযোগসম্বন্ধেন ইতি বক্তুং শক্যতে; কুতঃ? তস্য দ্রব্যয়োরেব স্বীকারাৎ; ন তু দ্রব্যগুণয়োরিতি।

ন চ সমবায়েন তিষ্ঠতি' ইতি বাচ্যম্, সমবায়ান্তরাপত্তেরিতি। অনবস্থাপাতাচ্চ। এতদেব বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ—তথাহীতি। অতি প্রসঙ্গাদিতি—তৈগুণাদিভিরসম্বন্ধস্য তদ্বুদ্ধিঃ সমবায় বুদ্ধিজনকত্বস্বীকারে সতি সমবায়লক্ষণে অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ননু সমবায়সিদ্ধৌ সমবায়ান্তরং স্বীকুর্ম্ম ইতি চেদনবস্থাদোষঃ স্যাৎ।

অভ্যুপগম-স্বীকার করিলে ও পরমাণু কারণবাদ অসমঞ্জসই জানিতে হইবে; কেন? সাম্য হেতু,সমান ভাবে সমবায় স্বীকার করা হেতু।

যদি বলেন তাহাতে কি ক্ষতি হইল? উত্তরে বলিব অনবস্থিতি দোষ। তাহাতে অনবস্থা দোষ হইবে। ইহাই সূত্রার্থ। অনন্তর আরম্ভবাদের সমবায় স্বীকার হেতু অসামঞ্জস্য শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রতিপাদন করিতেছেন "সমবায়" ইত্যাদির দ্বারা। সমবয় স্বীকার করা হেতু নৈয়ায়িক গণের মত অসমঞ্জস। কি প্রকারে? সাম্য হেতু। পরমাণু সকলের দ্ব্যণুক সকলের সহিত সমবায় সম্বন্ধ তার্কিকগণ স্বীকার করেন তাহা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না।

তাহারও সমবায় সম্বন্ধিত্ব সাম্য হেতু, তাহাতে ও সমবায়ের অপেক্ষা হেতু অনবস্থাপত্তি দোষ হইবে। অনবস্থা অর্থাৎ পরমাণু সকলের দ্ব্যণুকসকলের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে, সেই সমবায় সমবায়ের মধ্যে কি সম্বন্ধে অবস্থান করে? যদি বলেন সমবায় সম্বন্ধে, তাহা হইলে তাহারও সমবায়, পুনঃ তাহারও সমবায় এই প্রকার অনবস্থা দোষাপত্তি হইবে। অনন্তর পরমাণু প্রভৃতি অবয়ব সকলে দ্ব্যণুকাদি অবয়বী সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, গুণে গুণত্ব, কর্ম্মে কর্ম্মত্ব প্রভৃতি জাতি সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত আছে। এবং সেই সম্বন্ধ নিত্য। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য অবয়ববিশিষ্ট ও গুণ-বিশিষ্টাদিতে অবস্থান করতঃ সমবায় কি সম্বন্ধে অবস্থান করে? 'সংযোগসম্বন্ধে অবস্থান করে" এই

এবাস্তু, কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোঽভ্যুপগন্তুং, তস্য স্বরূপমাত্রতয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্ম প্রাপ্তেঃ, কিঞ্চ সমবায়বাদিনাং বায়ৌ গন্ধঃ, পৃথিব্যাং শব্দঃ, আত্মনি রূপং, তেজসিবুদ্ধিরিত্যাপদ্যতে।

নন্বু সমবায়স্য যৎ স্বরূপং স এব তস্য সম্বন্ধঃ ; ন তু সম্বন্ধান্তরং তেন ন অনবস্থাদোষ ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ স্বরূপ ইতি। তেনেতি তর্হি অন্যত্র সংযোগাদাবপি স্বরূপ সম্বন্ধ এবাস্তু কিং তেন সমবায়েন, কিঞ্চ সংযোগেঽপি গুণঃ ; তথাচ ভাষা পরিচ্ছেদে—৪, সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বঞ্চা পরত্বকম্" ইতি। তস্মাৎ যথা গুণ গুণিনোঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ ; তথা দ্রব্যেণ সহ দ্রব্যান্তর সংযোগোঽপি সমবায়োঽস্তু ; তদস্বীকারাৎ দোষএব স্যাৎ।

অস্মাকন্তু তত্র তত্র বিশেষণতা এব সম্বন্ধো বোধ্যঃ। নন্বু অযুতসিদ্ধে স্বীকারে ন কামপি বিপ্রতিপত্তিঃ ; তর্কভাষায়াম্—(১৮ পৃ০) তাবেবাযুতসিদ্ধৌ দ্বৌ বিজ্ঞাতব্যৌ যয়োর্দ্বয়োঃ। অনশ্যদেক-মপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে যথা—অবয়ব অবয়বিনৌ, গুণগুণিনৌ ক্রিয়া ক্রিয়াবন্তৌ, জাতি, ব্যক্তী, বিশেষ নিত্যদ্রব্যে চ ইতি। তস্মাৎ স্বরূপসম্বন্ধমেব স ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—ন চেতি। স স্বরূপসম্বন্ধঃ অভ্যুপ-গন্তুং স্বীকর্ত্তুং ন যুক্তঃ ; তৎস্বীকারেঽপি ন দোষাৎ পরিত্রাণম্। কুতঃ ? তস্যেতি। সমবায়স্য একত্বেন,

---

প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ সংযোগসম্বন্ধে দুইটি দ্রব্যেরই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দ্রব্য এবং গুণের স্বীকার করা হয় নাই।

যদি বলেন সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে" তাহা বলিতে পারেন না কারণ তাহাতে সমবায়ান্ত-রাপত্তি, অনবস্থাদোষাপত্তি হইবে। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার এই সকল বিস্তার করিতেছেন তথাহি ইত্যাদি। বিষয়টি এই প্রকার-গুণক্রিয়া জাতি প্রভৃতির বিশিষ্টবুদ্ধির জনক হইয়া সমবায় তাহাদের সহিত সম্বন্ধ উৎপন্ন করে, অন্যথা অতি প্রসঙ্গদোষ হইবে। অর্থাৎ সেই গুণাদির সহিত সম্বন্ধরহিত যে বুদ্ধি তাহাকে সমবায় বুদ্ধির জনকত্ব স্বীকার করিলে পরে সমবায় লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। যদি বলেন সমবায় সিদ্ধির নিমিত্ত সমবায়ান্তর স্বীকার করিব" তাহাতেও অনবস্থা দোষ হইবে। যদি বলেন—সমবায়ের যাহা স্বরূপ তাহাই তাহার সম্বন্ধ অন্য কোন সম্বন্ধান্তর নাই, সুতরাং অনবস্থা দোষ হইবে না ; তদুত্তরে বলিতেছেন—স্বরূপ ইত্যাদি।

গুণক্রিয়াদিতে যে সমবায় সম্বন্ধ তাহা সমবায়ের স্বরূপ, অর্থাৎ সম্বন্ধ তাহার স্বরূপই, তাহা হইলে অন্যত্রও তাহাই স্বীকার করা উচিত, অর্থাৎ সম্বন্ধই হউক, সমবায়ের প্রয়োজন কি ? স্বরূপসম্বন্ধই যদি সমবায় হয় তাহা হইলে সংযোগাদিতেও স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করুন, সমবায় স্বীকারের প্রয়োজন কি ? আরও একটি কথা—সংযোগ একটি গুণ ভাষাপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন সংযোগ বিভাগ পরত্ব অপরত্ব এই সকল গুণ। অতএব যে প্রকার গুণ ও গুণির সম্বন্ধ সমবায় তথা দ্রব্যের সহিত দ্রব্যান্তরের সংযোগও

সমবায়স্যৈকত্বেন তত্তৎ সমবায়স্য তত্র সত্ত্বাৎ। (বৈ॰ সূ॰ ৭।২।২৮)। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যম্। তন্নিরূপিতত্বস্যাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্যাপি তত্ত্বাৎ। অতিরিক্তস্য চ নিয়ত-

---

ইতি তথাচ বৈশেষিকসূত্রম্ ৭২২৮, "তত্ত্বভাবেন" উপস্কারঃ—তত্ত্বমেকত্বম্, ভাবেন সত্তয়া ব্যাখ্যাতম্ যথা একা সত্ত্বা সর্ব্বত্র সদ্‌বুদ্ধি প্রবর্ত্তিকা, তথা এক এব সমবায়ঃ সর্ব্বত্র সমবেতবুদ্ধি প্রবর্ত্তকঃ" ইতি। তস্মাদেক এব সমবায়ঃ স্বীকারাৎ তত্তৎ সমবায়স্য বায়ু সমবায়স্য, গন্ধসমবায়স্য, পৃথিবীসমবায়স্ত তদিতর দ্রব্যেষু সত্ত্বাৎ বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ।

নমু "নহি আধারত্বং প্রতি বিপরিতা সংবিদস্তি, ন হি ভবতি দ্রব্যং কর্ম্মেতি; ন বা ভবতি পটে তন্তব ইতি। এতেন বায়ৌ রূপসমবায়েঽপি বায়ৌ রূপম্ ইত্যাধারতা ন বায়োঃ প্রতীয়তে" (ইতি উপস্কার —৭২৬) তস্মাৎ গন্ধনিরূপিতঃ সমবায়ো ন পবনে. ন চ শব্দনিরূপিতঃ সমবায়ঃ পৃথিব্যামিতি নাতি-প্রসঙ্গঃ" ইতিচেৎ তত্রাহুঃ—নচেতি। তত্ত্বাদিতি সমবায়স্ত যৎ গন্ধাদিনিরূপিতত্বং তৎ কিল সমবায়-স্বরূপান্নাতিরিক্তং অতঃ তস্যাপি গন্ধাদিনিরূপিতসমবায়স্যাপি তত্ত্বাৎ, বায়্বাদৌ স্থিতত্বাদিতি, তেন চ সর্ব্বত্র সর্ব্বধর্ম্ম প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ।

সমবায় হউক, তাহা স্বীকার না করিলে দোষ হইবে। আমাদের (বৈদান্তিকদের) সেই সেই স্থলে বিশেষণতা সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

যদি বলেন—অযুতসিদ্ধি স্বীকার করিলে কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি হইবে না। তর্কভাষায় বলিয়াছেন—তাহাকেই অযুতসিদ্ধি বলিয়া জানিবে যাহা দুইটির মধ্যে অবস্থান করতঃ বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া একে অপরের আশ্রয়ে অবস্থান করে। যেমন—অবয়ব অবয়বী, গুণ গুণী, ক্রিয়া কর্ত্তা, জাতি ব্যক্তি, বিশেষ নিত্যদ্রব্য ইত্যাদি। সুতরাং স্বরূপসম্বন্ধই সমবায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—নচেতি। স্বরূপসম্বন্ধ স্বীকার করাও যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ সমবায়ের স্বরূপসম্বন্ধ মাত্র হওয়া হেতু সর্ব্বত্রই সর্ব্ব-ধর্মাপত্তিদোষ হইবে।

অপর সমবায় বাদিগণের বায়ুতে গন্ধ, পৃথিবীতে শব্দ, আত্মায় রূপ, তেজেবুদ্ধি ইত্যাদি জ্ঞান হইবে। যেহেতু সমবায় এক, সুতরাং অন্যান্য সমবায়ের সমবায়ান্তরে সত্ত্বাবিদ্যমান আছে। অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা উচিত নহে, তাহা স্বীকার করিলেও দোষের পরিত্রাণ নাই, কারণ আপনাদের (সম-বায়বাদিদের) সমবায় একটি; বৈশেষিকদর্শনে আছে—সত্তার সমান সমবায় এক ও নিত্য। উপস্কার ভাষ্য তত্ত্ব অর্থাৎ একত্ব, ভাবেন অর্থাৎ সত্তার সহিত ব্যাখ্যা করা হইল। যেমন একটি সত্ত্বা সর্ব্বত্র সদ্‌-বুদ্ধির প্রবর্ত্তিকা, সেই প্রকার একমাত্র সমবায় সর্ব্বত্র সমবেত বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। অতএব একটি মাত্র সমবায় স্বীকারহেতু সেই সেই সমবায়ের অর্থাৎ গন্ধসমবায়ের পৃথিবীসমবায়ের অন্যদ্রব্যে বিদ্যমানহেতু সর্ব্বত্র সমান বুদ্ধি হইবে।

পদার্থবাদেঽসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধস্তর্কসময়ঃ ॥১৩॥

॥ওঁ॥ *নিত্যমেব চ ভাবাৎ* ॥ওঁ॥২।২।২।১৪॥

সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারাৎ, তৎসম্বন্ধিনোঽপি জগতোনিত্যত্ব প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ॥১৪॥

নন্থ গন্ধাদিনিরূপিত সমবায়াৎ ভিন্নো যঃ শুদ্ধসমবায়ঃ, বিশেষ নিত্যদ্রব্যয়োঃ সম্বন্ধঃ স এবাস্মাকং শুদ্ধসমবায় ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—অতিরিক্তস্য" ইতি। ভাবাভাবরূপ সপ্তপদার্থাতিরিক্ত পদার্থত্বে মানাভাবাৎ তথাচ উপস্কারঃ—১।১।৪, "তথাচ ষড়েব পদার্থাঃ ভাবা। পরিচ্ছেদে চ—২, দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাঽভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥ তর্কসংগ্রহে—(২ পৃঃ) "দ্রব্য-গুণ কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াভাবাঃ সপ্ত পদার্থাঃ। ইতি তদতিরিক্ত পদার্থাস্বীকারাৎ ন সমবায়দ্বয় স্বীকারাসম্ভবাৎ। অথ নিগময়ন্তি তস্মাদিতি। তস্মাৎ আরম্ভবাদস্তার্কিকানাং কপোলকল্পনামাত্রমেব, ন তু প্রামাণিকঃ ॥১৩॥

যদি বলেন—আধারত্বেন প্রতি বিপরীত জ্ঞান নাই, যেমন দ্রব্যে কর্মবুদ্ধি হয় না, পটে ঘটবুদ্ধি হয় না, এতদ্দ্বারা বায়ুতে রূপসমবায় হইলেও বায়ুতেরূপ আছে এই প্রকার বায়ুর রূপাধারতা প্রতীতি হয় না। অতএব গন্ধনিরূপিত সমবায় পবনে থাকিবে না, শব্দনিরূপিত সমবায় পৃথিবীতে নাই, সুতরাং অতি প্রসঙ্গের অবকাশ নাই। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন—নচেতি। গন্ধনিরূপিত সমবায় সমবায় নহে এই প্রকার বোধ হইবে না। কারণ অনিরূপিতত্বস্য সমবায়নিরূপিতের ও স্বরূপমাত্রত্বে তাহারও বিদ্যমানতা বুঝাইবে। অর্থাৎ সমবায়ের যাহা গন্ধাদিনিরূপিতত্ব তাহা সমবায় স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে অতএব সেই গন্ধাদি নিরূপিত সমবায়ের পবনাদিতে অবস্থান সর্বত্র সর্বধর্ম প্রাপ্তি হইবে ইহাই অর্থ।

যদিবলেন—গন্ধাদিনিরূপিত সমবায় হইতে ভিন্ন যে শুদ্ধ সমবায়, অর্থাৎ বিশেষও নিত্যদ্রব্যের সম্বন্ধ সেই আমাদের শুদ্ধ সমবায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—অতিরিক্ত" ইত্যাদি। নিয়ত পদার্থবাদে অতিরিক্ত পদার্থের সত্তা অসম্ভব। অর্থাৎ ভাবাভাবরূপ সপ্তপদার্থের অতিরিক্ত পদার্থের কোন প্রমাণ নাই। উপস্কার ভাষ্যে বর্ণিত আছে—ছয়টি মাত্র পদার্থ। ভাষাপরিচ্ছেদে আছে—দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় তথা অভাব এই সাতটি মাত্র পদার্থ। তর্ক সংগ্রহে-দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব সাতটি পদার্থ। এই সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ অস্বীকার হেতু দুইটি সমবায় স্বীকৃত হইবে না, এবং তাহা অসম্ভব। এই প্রকার নিগমন করিতেছেন—অতএব তার্কিকগণের আরম্ভবাদ কপোলকল্পনা মাত্র, কিন্তু প্রামাণিক নহে ॥১৩॥

॥ওঁ॥ রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ওঁ॥ ২।২।২।১৫

পার্থিবাপ্যতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণূনাং গন্ধ রসরূপ স্পর্শবত্ত্বাঙ্গীকারাৎ তেষু নিত্যত্ব নিরবয়বত্ব বিপর্য্যয়োঽনিত্যত্ব সাবয়বত্ব প্রাপ্তিঃ স্যাৎ, রূপাদিমতি ঘটাদৌ তথা দর্শনা-

---

এবং সমবায়স্বীকারে দোষং প্রদর্শ্য তস্য অসমঞ্জসান্তরমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নিত্যমিতি। সমবায়সম্বন্ধস্য নিত্যত্ব স্বীকারে তৎ সম্বন্ধিনো দ্ব্যণুকাদি ক্রমেণ সৃষ্টস্য জগতো নিত্যমেব ভাবাদসমঞ্জসমেব পরমাণুকারণবাদ ইতি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। অত্র এবং পৃচ্ছ্যতে? পরমাণবঃ কিং স্বভাবাঃ? ন চ প্রবৃত্তি স্বভাবাঃ, তথাত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তেঃ জগতোনিত্যত্ব প্রসঙ্গঃ প্রলয়াভাবশ্চ। ন বা নিবৃত্তিস্বভাবাঃ তন্মাত্রত্বে নিত্যমেব সৃষ্টেরভাবঃ; কিঞ্চ কিমিদং প্রতিভাতীত্যপি পৃচ্ছা ভবতি। উভয়াত্মকোঽপি ন ভবেৎ; তত্ত্ব বিরোধাদসমঞ্জসমেব। কিঞ্চ অনুভয়স্বভাবেঽপি সৃষ্টেরাকস্মিকত্বাপত্তেরসমঞ্জসারম্ভবাদঃ॥১৪॥

অথ প্রকারান্তরেণ পরমাণুকারণবাদে সমঞ্জসাভাবং প্রদর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ সূত্রকারঃ—রূপাদীতি। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ—পরমাণূনাং রূপাদিমত্ত্ব স্বীকারাৎ, বিপর্য্যয়ঃ—তেষাং নিত্যত্ব নিরবয়বত্বাদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গঃ, কস্মাৎ? দর্শনাৎ ঘটাদৌ তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ। ভাষ্যন্ত স্পষ্টম্। ঘটাদৌ

এইপ্রকার সমবায়বাদ স্বীকারে দোষ প্রদর্শিত হইলে তাহার অসমঞ্জসান্তর ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন -"নিত্যম্" ইত্যাদি। ভাবহেতু নিত্যই হইবে। অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধের নিত্যত্ব স্বীকার হেতু, সমবায়সম্বন্ধি দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্ট জগতের নিত্যই সদ্ভাবহেতু পরমাণুকারণবাদ অসমঞ্জস ইহাই সূত্রার্থ। সমবায়ের নিত্যতা স্বীকারহেতু সমবায় সম্বন্ধযুক্ত জগতেরও নিত্যত্ব প্রসঙ্গ হইবে। সুতরাং নৈয়ায়িক-গণের মত অসমঞ্জস। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—পরমাণুসকলের স্বভাব কি প্রকার? প্রবৃত্তি স্বভাবযুক্ত নহে, তাহা স্বীকার করিলে পরমাণুর নিত্য প্রবৃত্তি হেতু জগতের নিত্যতা প্রসঙ্গ হইবে, এবং প্রলয়েরও অভাব হইবে। নিবৃত্তিস্বভাব স্বীকার করিলে নিতাই জগৎ সৃষ্টির অভাব হইবে; অপর জগৎরূপে কি অনুভব হইতেছে" এই জিজ্ঞাসা হইবে। পরমাণু উভয়াত্মকও হইবে না, তাহা বিরোধহেতু অসমঞ্জস। আরও পরমাণু অনুভয় স্বভাব হইলে অকস্মাৎ জগৎসৃষ্টি হইবে, সুতরাং অসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ নৈয়ায়িকগণের আরম্ভবাদ॥১৪॥

অনন্তর প্রকারান্তরে পরমাণুকারণবাদে সমঞ্জসের অভাব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান সূত্রকার সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"রূপাদি" ইত্যাদি। পরমাণু সকল রূপাদি যুক্ত স্বীকারহেতু, বিপর্য্যয় অর্থাৎ তাহাদের নিত্যত্ব নিরববত্বাদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, কারণ? তাহা দেখা যায়, যেহেতু ঘটা-দিতে সেই প্রকারই দেখা যায় ইহাই সূত্রার্থ। পার্থিব জলীয় তৈজস বায়বীয় পরমাণু সকলের গন্ধ রস-রূপ স্পর্শত্বাদি অঙ্গীকারহেতু, সেই পরমাণু সকলে নিত্যত্ব নিরবয়বত্ব স্বীকারের বিপর্য্যয় হইবে, অর্থাৎ

দিতি স্বীকারপরিত্যাগাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ।।১৫।।

।।ওঁ।। উভয়থা চ দোষাৎ ।।ওঁ।। ।২।২।২।১৬।।

পরমাণূনাং রূপাদ্যনঙ্গীকারে স্থূল পৃথিব্যাদেরপি তদভাবাপত্তিঃ। তৎ পরিজিহীর্ষয়া রূপাদ্যঙ্গীকারে তু প্রাগুক্তদোষঃ, ইত্যুভয়থা ক্ষোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জসং তন্মতম্ ।।১৬।।

অথ সর্ব্বথানুপাদেয়ত্বমুপদিশন্নুপসংহরতি—

।।ওঁ।। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।।ওঁ।। ২।২।২।।১৭।।

তথা দর্শনাদিতি, তথাচ—পরমাণবোঽনিত্যাঃ রূপাদিমত্ত্বাৎ ঘটবদ্' ইত্যনুমানম্। তস্মাদপি নৈয়ায়িক-মতং অসামঞ্জস্যমিতি শ্রীসূত্র ভাষ্যকারয়োঃ সিদ্ধান্তঃ ॥১৫॥

অথ পরমাণুষু রূপাদিভাবাভাবেঽপি ন ইষ্টসিদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ — উভয়থা" ইতি। পরমাণুষু রূপাদ্যভাবাঙ্গীকারে ঘটাদেরূপাভাবঃ প্রসঙ্গঃ : যদি চ রূপাদিস্তত্র স্বীকুর্য্যুঃ, তদা অনিত্যত্বাপত্তেরিতি উভয়থা দোষাৎ, ন পরমাণব জগৎ কারণমিত্যর্থঃ। অথ দোষদ্বয়ং প্রতিপাদয়ন্তি—পরমাণূনামিতি। তদভাব ইতি রূপাদ্যভাব প্রসঙ্গঃ। তৎ পরিজিহীর্ষয়া' ইতি—স্থূল পৃথিব্যাদিষু রূপাদ্যভাব প্রসঙ্গো মা ভূৎ ইতি তদ্দোষ পরিহারেচ্ছয়া পুনঃ পরমাণুষু রূপাদ্যঙ্গীকারে সতি তেষু পরমাণুষু অনিত্যত্ব স্থূলত্বাদি পূর্ব্বোক্তদোষাপত্তেরিতি. সর্ব্বথা বিচার সহত্বাভাবাৎ পরমাণু কারণ-বাদমসমঞ্জসমেব ॥১৬॥

অনিত্যত্ব সাবয়বত্ব প্রাপ্তি হইবে, যেহেতু রূপাদিমান ঘটাদিতে সেইপ্রকার দেখা যায়, এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা হেতু নৈয়ায়িকগণের মত অসমঞ্জস। অর্থাৎ পরমাণু সকল অনিত্য, যেহেতু রূপাদিযুক্ত, যেমন ঘট এই অনুমান। অতএব নৈয়ায়িকমত অসমঞ্জস, ইহা শ্রীসূত্রকারবাদরায়ণ, ও ভাষ্যকার শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রভুর সিদ্ধান্ত ॥১৫॥

পরমাণু সকলে রূপাদির অভাব স্বীকার করিলেও নৈয়ায়িকগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উভয়থা ইত্যাদি। উভয়প্রকারেই দোষ হইবে। অর্থাৎ পরমাণু সকলে রূপাদি অভাব অঙ্গীকার করিলে ঘটাদিতে রূপাভাব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে ; যদি পরমাণু সকলে রূপাদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহাদের অনিত্যতাপত্তিদোষ হইবে সুতরাং উভয়প্রকারে দোষ হেতু পরমাণু সকল জগৎকারণ নহে ইহাই অর্থ। অনন্তর দোষদ্বয় প্রতিপাদন করিতেছেন – পরমাণু সকলের রূপাদি অঙ্গীকার না করিলে পরে স্থূল পৃথিব্যাদিরও রূপাদির অভাব হইবে। স্থূল পৃথিব্যাদিতে রূপাদির অভাব না হউক, সেই দোষ পরিত্যাগের নিমিত্ত পরমাণু সকলের রূপাদি অঙ্গীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত অনিত্যাদি দোষ হইবে, সুতরাং উভয়প্রকারেই ক্ষোদাক্ষমত্বহেতু নৈয়ায়িক মত অসমঞ্জস। সুতরাং সর্বথা বিচারের অযোগ্যহেতু পরমাণু কারণবাদ অসমঞ্জস ॥১৬॥

কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্ম্মন্বাদিভিঃ কথঞ্চিদপেক্ষা স্যাৎ। অস্য তু

অথ বেদপ্রামাণ্যবাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরমাণুকারণবাদং সর্ব্বথা হেয়ত্বেন পরিত্যাগাৎ অস্মাভিরপি তৎ পরিত্যাগঃ ক্রীয়তে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি অথ' ইতি। অথ পরমাণু কারণ বাদস্য সর্ব্বথা অনুপাদেয়ত্বং অনপেক্ষত্বঞ্চ প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অপরিগ্রহাচ্চেতি। পরব্রহ্মনিমিত্তোপাদান কারণ বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ অপরিগ্রহাৎ অত্যন্তহেয়তয়া পরিত্যাগাৎ, 'চ' কারেণ পূর্ব্বোক্ত সঙ্গতেরভাবাৎ, অত্যন্তম্—অন্তমবধিমতিক্রান্তম্ অনপেক্ষা—পরমমোক্ষার্থিনাং তদপেক্ষা ন কার্য্যা ইত্যর্থঃ। কপিল ইতি—কেনচিদংশেন—সৎকার্য্যতাদ্যংশেন পরিগ্রহাৎ কারণাদিরপেক্ষা কৃতা ইতি। শ্রেয়োঽর্থিনাং—শ্রীগোবিন্দদেব চরণসরসিরুহ মকরন্দাস্বাদিনাম সর্ব্বাংশেন দূরত এবোপেক্ষনীয়া ইতি।

শুষ্কতর্ক সর্ব্বদা হেয়ত্বেন নিরূপণাৎ তথাচ বেদান্তসূত্রে ২।১।৩।১১, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" কঠোপনিষদি—১।২।৯, নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" শ্রীগীতাসু—১৬।৮, অসত্যম প্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্॥ শ্রীভাগবতে—৬।৯।৩৬, "ন হি বিরোধ উভয় ভগবত্যপরিগণিত গুণ গণে ঈশ্বরেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যে অর্ব্বাচীন কল্পিত—বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস কুতর্কশাস্ত্র কলিতান্তঃ করণাশ্রয় দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসরে" ইতি।

অনন্তর বেদপ্রামাণ্যবাদিশিষ্টগণ কর্ত্তৃক পরমাণুকারণবাদ সর্ব্বথা হেয়রূপে পরিত্যাগ করা হেতু আমরাও তাহা পরিত্যাগ করিতেছি, শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। অতঃপর পরমাণুকারণবাদের সর্ব্বপ্রকারে অনুপাদেয়ত্ব অনপেক্ষত্ব উপদেশ করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—'অপরিগ্রহহেতু" ইত্যাদি। শিষ্টগণ কর্ত্তৃক গ্রহণ না করা হেতু পরমাণু কারণবাদ সর্ব্বথা অনপেক্ষনীয়। অর্থাৎ পরব্রহ্ম নিমিত্তোপাদান কারণবাদি শিষ্টগণ কর্ত্তৃক এই পরমাণু কারণবাদকে অত্যন্ত হেয়রূপে পরিত্যাগ করা হেতু এবং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা সঙ্গতির অভাবহেতু শেষ অবধি অতিক্রম করিয়া মোক্ষার্থিগণের অপেক্ষা করা উচিত নহে, ইহাই সূত্রার্থ। শ্রীকপিলাদি মহর্ষিগণের মত কোন কোন অংশ অর্থাৎ সৎকার্য্য কারণাদি শিষ্ট মনু প্রভৃতি কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াছেন: কিন্তু এই বেদাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধ পরমাণু কারণবাদের মনু প্রভৃতি শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কোন অংশই গ্রহণ না করা হেতু এবং অসঙ্গতি পূর্ণ হওয়ার জন্য শ্রেয়ার্থিগণ অপেক্ষা করিবেন না, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব চরণসরসিরুহ মকরন্দাস্বাদনকারি ভক্তগণের এই মত সর্ব্বতোভাবে দূর হইতেই প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

যেহেতু এই শুষ্কতর্ক সর্ব্বদা হেয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে;—বেদান্তসূত্রে বর্ণিত আছে—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের তত্ত্ব তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে - হে প্রিয়! শ্রীভগবদ্বিষয়িনী তোমার মতিকে শুষ্কতর্কের দ্বারা বিনষ্ট করিও না, শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট

পরমাণুকারণবাদস্য বেদবিরুদ্ধত্বাৎ তৈঃ কেনাপ্যংশেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাত্র শ্রেয়োর্থিনামপেক্ষা স্যাদিতি ।।১৭।।

কিং বহুনা তর্কশাস্ত্রনিষ্ঠা চ দুর্যোনি প্রদা ভবতীতি : তথাচ শ্রীমহাভারতে শান্তি পর্ব্বণি মোক্ষ ধর্ম্মপর্ব্বণি ১৮০।৪৭-৪৯, কাশ্যপ ব্রাহ্মণ শৃগালসংবাদে—অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ। আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥ হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ ; আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥ নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ। তস্যেয়ং ফলনির্ব্বর্ত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥ তস্মাৎ দুর্যোনিপ্রাপকং তর্কশাস্ত্রং দূরতঃ পরিত্যাজ্যমিত্যর্থঃ।

শ্রুতিযুক্ত্যনুসারেণ পরমার্থবিনির্ণয়ম্। কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা ন তু শুষ্কতর্কৈরিতিস্থিতম্ ॥
দুর্যোনিং গচ্ছ মা সাধো ! ত্যজ শাস্ত্রং কুতর্ককৃৎ। গোবিন্দচরণাম্ভোজং ভজ নিত্যসুখাপ্তয়ে ॥১॥

ইতি মহদ্দীর্ঘাধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥২॥

হইলে পরম জ্ঞানের কারণ হইবে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে তার্কিকগণ এই জগৎকে অসত্য অপ্রতিষ্ঠ এবং জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে এইপ্রকার বলে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—দেবতাগণ শ্রীভগবানকে বলিলেন - হে প্রভো ! আপনি কি দেবদত্তাদির ন্যায় শরীর গ্রহণ করিয়া শুভাশুভ ফল ভোগ করেন, অথবা স্বতন্ত্ররূপে লীলাদি করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যে পরমেশ্বর আপনাতে ঐ উভয়ই অবিরোধভাবে অবস্থান করে, অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনাতে সন্দেহ করা অনুচিত, যেহেতু আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর আপনাতে অপরিমিত গুনরাশি দেদীপ্যমান, আপনার মাহাত্ম্য তর্কাতীত, অর্ব্বাচীন পণ্ডিতগণ পরিকল্পিত 'ইহাই হয়' এই প্রকার হয়, এইরূপ নয় ইত্যাদি বিকল্প বিতর্ক বিচার প্রমানাভাসযুক্ত কুতর্ক শাস্ত্র দ্বারা ব্যাকুলিত হৃদয় যাহাদের সেই দুরবগ্রহবাদিগণের বিবাদের বিষয় আপনি নহেন।

অধিক বলিবার কি আছে তর্কশাস্ত্রে নিষ্ঠা দুর্যোনি প্রদান করে। শ্রীমহাভারতে কাশ্যপ ব্রাহ্মণ ও শৃগাল সংবাদে বর্ণিত আছে—শৃগাল বলিল হে ব্রাহ্মণ ; আমি পূর্ব্বজন্মে বেদনিন্দক হেতুবাদী পণ্ডিত ছিলাম নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইয়া সজ্জনগণের সভায় হেতুবাদ সকলের বক্তা ও প্রতিবক্তা ; বেদবাক্যেও দ্বিজগণকে আক্রমণকারী নাস্তিক, সকলবিষয়ে আশঙ্কাকারী, মূর্খ পণ্ডিতাভিমানী ছিলাম, হে দ্বিজ ? তাহারই ফলে আমি শৃগালযোণি প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং দুর্যোনি প্রাপক পরমাণুকারণ বাদ তর্কশাস্ত্র দূর হইতে পরিত্যাগ করা উচিত ইহাই অধিকরণার্থ।

শ্রুতিযুক্ত্যনুসারে সর্ব্বদা পরমার্থ বস্তু নির্ণয় করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শুষ্ক তর্কের দ্বারা নহে ইহাই স্থির করা হইল। হে সাধো ! তর্কশাস্ত্র নিষ্ঠ হইয়া শৃগালাদি দুর্যোনি গমন করিও না কুতর্ককারি—তর্কশাস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং নিত্য সুখলাভেরনিমিত্ত শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দ ভজনা কর ॥১৭॥

এইপ্রকার মহদ্দীর্ঘাধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত ॥২॥

৩॥ সমুদায়াধিকরণম্

ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে।

৩॥ সমুদয়াধিকরণম্

বৌদ্ধানাং সমুদায়েন ত্রস্তোঽস্মি সর্ব্বদাকুলম্।
শ্যামসুন্দর! ত্রাহিমাং ধৃতচক্রসুদর্শন!॥

অথ মহদ্দীর্ঘাধিকরণে নৈয়ায়িক পরিকল্পিত পরমাণুকারণবাদং নিরাকৃতম্ ; ইদানীং তার্কিকমতনিরাসানন্তরং বৌদ্ধগণ পরিকল্পিতং পরমাণুকারণবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি। তথাচ তার্কিকো হি অর্দ্ধবৈনাশিকঃ দেহাত্মানোঃ ক্রমাদ্ বিনাশস্থৈর্য্যাভ্যুপগমাৎ। বৈভাষিকাদিস্তু পূর্ণবৈনাশিকঃ দেহাদেঃ সর্ব্বস্য চ ক্ষণবিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ। তদনয়োঃ পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ নিরাসো যুক্ত ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

ননু মাভূৎ পরমাণুকারণবাদেনাসঙ্গতেন শিষ্টাপরিগ্রহেণ তর্কসিদ্ধান্তেন বেদান্তসমন্বয়স্যাবিরোধাভাবঃ; বৌদ্ধৈকদেশিনা বৈভাষিক সিদ্ধান্তেন সহ বৈষম্যং ন স্যাৎ ; যতো বৌদ্ধশাস্ত্রস্য সর্ব্বজ্ঞেন ভগবতা শ্রীবুদ্ধদেবেনোপদেশাৎ তথাহি শ্রীভাগবতে — ১।৩।২৪, ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্ বুদ্ধো নাম্নাজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ তস্মাৎ তদুপদিষ্টস্য ভূতদয়াখ্যস্য ধর্ম্মস্য শিষ্টৈরপি স্বীকারাৎ। অতস্তদনুগতেন শাস্ত্রেণ বেদান্তব্যাখ্যানমুচিতমিতি চেন্ন। যেনৈব বেদাদি প্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে, তেনৈব বুদ্ধস্যাসুরমোহনার্থং পাষণ্ডশাস্ত্র প্রপঞ্চয়িতৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে ; বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ ত্রিযুগনামব্যাখ্যানে।

৩॥ সমুদায়াধিকরণের ব্যাখ্যা

হে শ্যামসুন্দর! আমি বৌদ্ধগণের সমুদায়ের দ্বারা সর্ব্বদা ব্যাকুল ও ভীত হইয়াছি, হে সুদর্শনচক্রধারিন্! আমাকে পরিত্রাণ করুন।

মহদ্দীর্ঘাধিকরণে নৈয়ায়িকগণ পরিকল্পিত পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করিলেন, ইদানীং তার্কিকমত নিরসনানন্তর বৌদ্ধগণ পরিকল্পি পরমাণুকারণ নিরাকরণ করিতেছেন। তার্কিকগণ অর্দ্ধ বৈনাশিক, দেহ ও আত্মার ক্রমশঃ বিনাশ ও স্থিরতা স্বীকার করেন। বৈভাষিকাদি বৌদ্ধগণ পূর্ণবৈনাশিক তাঁহারা দেহাদি সকলের ক্ষণবিনাশ অঙ্গীকার করেন ; এই দুইজনের পূর্ব্বোত্তর ক্রমহেতু তার্কিকগণ নিরসনের পর বৌদ্ধগণ নিরাকরণ করা যুক্তি সঙ্গত ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

যদি বলেন পরমাণু কারণবাদ অসঙ্গতহেতু শিষ্টগণ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তর্কসিদ্ধান্তের সহিত বেদান্ত সমন্বয়াধ্যায়ের বিরোধ হউক, কিন্তু বৌদ্ধৈকদেশি বৈভাষিক সিদ্ধান্তের সহিত বৈষম্য না হউক। যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব বৌদ্ধশাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— অনন্তর কলিযুগ প্রারম্ভ হইলে অসুরগণকে মোহিত করিবার নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধনামে অজনের পুত্র হইয়া কীকট প্রদেশে প্রকট হইবেন। সুতরাং সেই ভগবান বুদ্ধের উপদিষ্ট অহিংসারূপ ধর্ম সকল শিষ্টগণ স্বীকার

তত্র বুদ্ধমুনের্বৈভাসিক সৌত্রান্তিক যোগাচার মাধ্যমিকাখ্যাশ্চত্বারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্যঃ সর্ব্বেঽপ্যর্থাঃ প্রত্যক্ষেতি বৈভাষিকঃ।

বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদর্থোঽনুমেয়" ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থ সৎ, বাহ্যার্থাস্তু স্বাপ্নতুল্যেতি যোগাচারঃ। সর্ব্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং তে মতানি দধ্রুঃ। ভাবপদার্থঃ সর্ব্বত্র ক্ষণিকঃ।

তত্র তু শ্রীভগবদাবেশমাত্রত্বঞ্চোপাখ্যায়তে, তস্মাৎ তদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্ত্তব্যা ইতি" ইতি টীকা শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ। (ভ° র° সি°—১।২।১০২) কিঞ্চ শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহোপাখ্যানে—(৩।১৮।১৬ ২০) পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্ মায়ামোহো জিতেন্দ্রিয়ঃ। অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্॥ স্বর্গার্থং যদি যো বাঞ্ছা নির্ব্বাণার্থমথাসুরাঃ। তদলং পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্মৈ নিবোধত॥ বিজ্ঞানময়মেবৈত দশেষমবগচ্ছত বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমিহোদিতম্॥ জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থ তৎপরম্। রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভব সঙ্কটে॥ এবং বুদ্ধ্যত বুধ্যদ্ধং বুদ্ধ্যতৈবমিতীরয়ন্। মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজম্॥ ইতি যদ্যাপি তস্য সিদ্ধান্তমত্যন্তমুপেক্ষনীয়ং তথাপি তন্নিরাকরণায় অধিকরণমিদমরভ্যস্তে ইতি, অন্যথা তজ্ জ্ঞানং বিনা তে শ্রীভগবদ্‌ভক্তান্ পীড়্যন্তে ইতি। তস্মাৎ বৌদ্ধমতস্য দোষদুষ্টত্বাদবশ্যমেব নিরাকরণীয়মিত্যত আহু ইদানীমিতি। অথ বৌদ্ধানাং ভেদমাহুঃ—তত্রেতি।

করিয়াছেন, অতএব তদনুগত শাস্ত্রের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্র ব্যাখ্যা করা উচিত। তদুত্তরে বলিতেছেন না এই প্রকার হইবে না, কারণ যে বেদাদিশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধাদির ভগবদবতারত্ব বোধ করায় সেই বেদাদি শাস্ত্রেই বুদ্ধের অসুরমোহন পাষণ্ড শাস্ত্ররচনাদি কার্য্য শ্রবণ করা যায়। শ্রীবিষ্ণুধর্মে ত্রিযুগ নাম ব্যাখ্যানে—

শ্রীবুদ্ধকে শ্রীভগবানের আবেশাবতার মাত্র বলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আদেশ প্রমাণরূপে গ্রহন করা উচিত নহে,ইহা শ্রীমদাচার্য্যদেব বলিয়াছেন। অপর শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মায়ামোহোপাখ্যানে বর্ণিত আছে—পুনঃ জিতেন্দ্রিয় মায়ামোহ রক্তাম্বর ধারণ করিয়া অন্য অসুরগণের নিকটে গমন করিয়া মধুর মৃদু ও স্বল্লাক্ষরে বলিলেন—হে অসুরগণ! আপনাদের যদি স্বর্গের নিমিত্ত ও নির্ব্বাণের নিমিত্ত বাঞ্ছা থাকে তবে পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, তোমরা শ্রবণ কর এই অশেষ জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও তোমরা বিজ্ঞ অতএব আমার বাক্য সম্যকরূপে অবগত হও, এইজগৎ আধার বিহীন, কেবল ভ্রান্তিজ্ঞানের নিমিত্ত মানবরাগাদি দোষ দুষ্ট হইয়া ভবসাগরে ভ্রমণ করে,এই প্রকার তোমরা বুদ্ধির দ্বারা অবগত হও। সেই মায়ামোহ এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া দৈত্যগণকে নিজধর্ম পরিত্যাগ করাইলেন। যদিও শ্রীবুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত উপেক্ষনীয় তথাপি তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন অন্যথা তাহার জ্ঞান বিনা বৌদ্ধগণ শ্রীভগবদ্ভক্তগণকে পীড়া প্রদান করিবে। অতএব বৌদ্ধ

তত্রাদৌ ভূতভৌতিকঃ, চিত্তশ্চৈত্তাশ্চেতি সমুদায়দ্বয়ংমন্যেতে। তথাহি রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারাখ্যাঃ পঞ্চস্কন্ধা ভবন্তি। তেষু খর স্নেহ উষ্ণ চলন স্বভাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চ-তুর্বিধাঃ পরমাণবঃ পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টয়রূপেণ সংহন্যন্তে। এতচ্চতুষ্টয়ঞ্চ দেহেন্দ্রিয় বিষয়-রূপাকারেণেতি স এব ভূতভৌতিকাত্মরূপ স্কন্ধো বাহ্যসমুদায়ঃ।

তথাচ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—বৌদ্ধদর্শনম্—(৩১ পৃ০) যদ্যপি ভগবান্ বুদ্ধঃ এক এব বোধয়িতা তথাপি বোদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদাৎ চাতুর্বিবধ্যম্; যথা "গতোঽস্তমর্কঃ" ইত্যুক্তে জার—চৌরানুচানাদয়ঃ স্বেষ্টানু-সারেণ অভিসরণ, পরস্বহরণ, সদাচরণাদি সময়ং বুদ্ধ্যন্তে।

সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং; দুঃখং দুঃখং, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যম্" ইতি ভাবনা চতুষ্টয় মুপদিষ্টং দ্রষ্টব্যমিতি। অত্র শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাস্ত্রয় এব বৌদ্ধাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি—তথাচ—তত্রৈতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি—কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ,কেচিদ্ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্র বাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিনঃ" ইতি। তত্র ভামতী—যদ্যপি বৈভাষিক সৌত্রান্তিকয়োরবান্তরমতভেদোঽস্তি; তথাপি সর্ব্বাস্তিতায়া-মস্তি সংপ্রতিপত্তিরিতি একীকৃত্যোপন্যাসঃ, তথাচ ত্রিত্বমুপপন্নমিতি" ইতি। অন্যে সর্ব্বে চত্বারঃ স্বীকুর্ব্বন্তি।

বিষয়ঃ অথ সমুদায়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যম্—অথ তেষাং সিদ্ধান্তামাহুঃ—তেষু ইতি। তত্র বৈভাষিকস্তু—বাহ্যঃ সর্ব্বো ঘটাদিপাদার্থঃ প্রত্যক্ষো ভবতীতি মন্যতে; সৌত্রান্তিকশ্চ—বুদ্ধীতি—

মত দোষদুষ্ট হওয়া হেতু তাহাকে অবশ্যই নিরাকরণ করা উচিত এই নিমিত্ত বলিতেছেন—ইদানীং ইত্যাদি। অধুনা বুদ্ধমত নিরাকরণ করিতেছেন।

অনন্তর বৌদ্ধগণের ভেদ বলিতেছেন—তন্মধ্যে বুদ্ধমুনির বৈভাষিক সৌত্রান্তিক যোগাচার মাধ্যমিক নামে চারিজন শিষ্য ছিলেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বর্ণিত আছে—যদ্যপি ভগবান বুদ্ধ একাকী বুদ্ধি প্রদাতা, তথাপি বোদ্ধাগণের বুদ্ধির ভেদ হেতু তাঁহার শিষ্যগণ চারিপ্রকার হইয়াছেন, যেমন "সূর্য্য অস্ত"হইল এইপ্রকার বলিলে জার চোর এবং বেদাধ্যয়ন কারিগণ নিজমনোভিলাষানুসারে অভিসার পরধনা পহরণ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিবার সময় অবগত হয়। সেই প্রকার বুদ্ধদেব সকল ক্ষণিক, ক্ষণিক, দুঃখ দুঃখ স্বলক্ষণ, স্বলক্ষণ শূন্য শূন্য"এইরূপ উপদেশ করায় শিষ্যগণের ভাবনাও চারিপ্রকার হইয়াছে। শ্রীশঙ্করা-চার্য্যপাদ তিনজনই বৌদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন—তিনজন বাদী হয়, কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, কেহ বিজ্ঞান মাত্রাস্তিবাদী, অন্য সর্ব্বশূন্যবাদী।

ভামতীকার বলেন—যদ্যপি বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের অবান্তর মত ভেদ আছে তথাপি সর্ব্বাস্তিতা স্বীকারহেতু উভয়ের সংপ্রতিপত্তি বা সাদৃশ্য দেখা যায়, সুতরাং তাহাদিগকে একীকরণ করিয়াই

অহং প্রত্যয়সমারূঢ়ো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ। স এষ কর্ত্তা ভোক্তা চাত্মা। সুখবেদনা দুঃখবেদনা চ বেদনাস্কন্ধঃ। দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্কন্ধঃ। রাগদ্বেষ মোহাদি চৈতসিকো ধর্ম্মঃ সংস্কারস্কন্ধঃ। ত এতে চত্ত্বারস্কন্ধাশ্চিত্তচৈত্তিকাঃ কথ্যন্তে। সর্ব্বব্যবহারা-

---

অনয়োঃ সিদ্ধান্তে জ্ঞানং তদ্‌ভিন্না পদার্থাশ্চ সর্ব্বে ক্ষণিকাঃ সত্যাশ্চ ভবন্তি। অয়মত্র বিশেষঃ—বৈভাষিকো ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষঃ' ইতি মন্যতে; সৌত্রান্তিকস্তু জ্ঞানে ঘটাদ্যাকারে জাতে তেনাকারেণ প্রত্যক্ষেণ অপ্রত্যক্ষো ঘটাদিরনুমীয়তে ইতি বদতি।

ভাব পদার্থঃ সর্ব্বত্র ইতি – চতুর্ণাং মতেষু ইত্যর্থঃ, ক্ষণিকঃ' ইতিশেষঃ তদনয়োঃ বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তং বাহ্যার্থাস্তিত্ববিশেষাদ্ একীকৃত্য প্রত্যাখ্যাতুং আদৌ তৎ প্রক্রিয়াং দর্শয়ন্তি—তত্রাদৌ" ইত্যাদিনা। আদৌ বৈভাষিক সৌত্রান্তিকৌ: যোগাচার মাধ্যমিকয়োর্ম্মতং তু যথাবসরে প্রদর্শয়িষ্যন্তে। অথ তয়োঃ পদার্থানুক্ত্বা বিভজন্তে ভূতেতি। তত্রাদ্যৌ সেমুদায়দ্বয়ম্; বাহ্যমান্তরঞ্চ তঞ্চ পঞ্চস্কন্ধা ভবন্তি।

তথাচ পরমাণুচতুষ্টয় এব বাহ্যসমুদায়ঃ। পার্থিবাদয়শ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ যুগপৎ পুঞ্জীভূতাঃ

উপদেশ করিয়াছেন, অতঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য তিন জন বৌদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। অন্য সকলে চারিটি বৌদ্ধ মত স্বীকার করিয়াছেন।

বিষয়—অনন্তর সমুদায়াধিকরণের বিষয় বাক্য এই প্রকার। বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন – "তেষু" ইত্যাদি। বৈভাষিকগণ বাহ্য সকল ঘটাদি পদার্থ প্রত্যক্ষ হয় এই প্রকার স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকগণ বুদ্ধি বৈচিত্র্যহেতু অর্থের অনুমান করেন। এই দুইমতের সিদ্ধান্তে জ্ঞান ও তাহা হইতে ভিন্ন পদার্থ সকল ক্ষণিক ও সত্য হয়।

বিশেষ এই বৈভাষিকগণ ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয়' মানেন। সৌত্রান্তিকগণ জ্ঞানে ঘটাদ্যকারের উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞানাকারেই প্রত্যক্ষের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ঘটাদি অনুমান করা হয়' এই প্রকার বলেন। 'অর্থশূন্য বিজ্ঞানই পারমার্থিক সৎ, বাহ্য পদার্থ স্বপ্নতুল্য' ইহা যোগাচার বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত। মাধ্যমিকগণ সর্ব্বশূন্যবাদী। তাঁহারা এই মত সকল পোষণ করেন। ভাবপদার্থ ক্ষণিক হয়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্ত বাহ্যার্থাস্তিত্ব সমান হেতু দুইজনের মত একীকৃত্য প্রত্যাখ্যানের নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করিতেছেন — অত্রাদ্যৌ ইত্যাদি। তন্মধ্যে প্রথম বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। যোগাচার ও মাধ্যমিকের মত যথাবসরে প্রদর্শিত হইবে। অনন্তর বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের পদার্থ সকল বর্ণনা করিয়া বিভাজন করিতেছেন 'ভূত' ইত্যাদি। বৌদ্ধগণ ভূত ভৌতিক চিত্ত চৈত্ত্য নামে দুইটি সমুদায় স্বীকার করেন। এই সমুদায়দ্বয় বাহ্য এবং আন্তর ভেদে দ্বিবিধ, তাহাও পাঁচটি স্কন্ধে বিভাজিত।

স্পন্দত্বেন চান্তঃ সংহন্যন্তে। তদয়মান্তরঃ সমুদায়শ্চতুস্কন্ধীরূপঃ। ইদমেব সমুদায়দ্বয়মশেষং জগৎ এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তুভূতমিতি।

সন্তঃ পৃথিব্যাদীনি চত্বারিভূতানি ভবন্তি। তানি চত্বারি পুনঃ দেহ-ইন্দ্রিয়-বিষয় রূপাণি ভৌতিকানি ইতি তানি ইমানি ভূতভৌতিকানি ন পরমাণুপুঞ্জব্যতিরিক্তানি সন্তীতি পরমাণুহেতুকোঽয়ং বাহ্যসমুদায়ঃ রূপস্কন্ধঃ ইত্যর্থঃ। তত্র খরঃ পার্থিবপরমাণুঃ, স্নেহঃ-জলীয় পরমাণুঃ ; উষ্ণঃ—তৈজসপরমাণুঃ ; চলনঃ—বায়বীয় পরমাণুঃ। তেষু রূপ-রস স্পর্শ গন্ধ স্বভাবাঃ খরাঃ পার্থিবপরমাণবঃ পৃথিবীরূপেণ সংহন্যন্তে। রূপ রস স্পর্শস্বভাবাঃ স্নেহা আপ্যাঃ পরমাণবঃ সলিলরূপেণ সংহন্যন্তে। রূপ স্পর্শ (উষ্ণ) স্বভাবাঃ তৈজস-পরমাণবঃ তেজোরূপেণ সংহন্যন্তে। স্পর্শ (ঈরণ) স্বভাবাশ্চ বায়বীয়াঃ পরমাণবঃ বায়ুরূপেণ সংহন্যন্তে। অথ আন্তরসমুদায় স্বরূপমাহুঃ—অহমিতি। জ্ঞান সন্তানঃ ইতি—আলয় বিজ্ঞান প্রবাহঃ ; তত্র দ্বিবিধং বিজ্ঞানং—আলয়বিজ্ঞানং, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানঞ্চ।

তথাচ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—বৌদ্ধদর্শনম্—(৭১ পৃ০)—তত্র আলয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পদম্। নীলাদ্যুল্লেখি চ বিজ্ঞানং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। যথোক্তম্—তৎ স্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ ভবেদহমাস্পদম্। তৎস্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেৎ॥ শেষং স্পষ্টম্। তদেবং দ্বিবিধ সমুদায়রূপং নিখিলং জগদিতি বৈভাষিক সৌত্রান্তিকয়োর্ম্মতমিতি। ইতি বিষয় বাক্যম্।

রূপস্কন্ধ বিজ্ঞানস্কন্ধ বেদনাস্কন্ধ সংজ্ঞাস্কন্ধ সংস্কারস্কন্ধ নামে পাঁচটি স্কন্ধ। তন্মধ্যে পরমাণু চতুষ্টয়ই বাহ্য সমুদায়, খর স্নেহ উষ্ণ চলন স্বভাবযুক্ত পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়রূপে সংযোজিত হয়। এই ভূতচতুষ্টয়ই দেহ ইন্দ্রিয় ও রূপাকারে পরিণত হয়, ইহাই ভূত-ভৌতিকাত্মা রূপস্কন্ধ বাহ্যসমুদায়। অর্থাৎ পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু এককালে পুঞ্জীভূত হইয়া পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় হয়, সেই ভূতচতুষ্টয় পুনঃ দেহ ইন্দ্রিয় বিষয় ও রূপ ভৌতিক, এই ভূত ভৌতিক পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত নহে।

সুতরাং পরমাণুহেতুক এই বাহ্যসমুদায় রূপস্কন্ধ ইহাই অর্থ। তন্মধ্যে খর পার্থিব পরমাণু, স্নেহ জলীয় পরমাণু, উষ্ণ তৈজসপরমাণু, চলন বায়বীয় পরমাণু। পুনঃ রূপ রস স্পর্শ গন্ধ স্বভাব খর পার্থিবপরমাণু পৃথিবীরূপে সংহত হয়। রূপ রস স্পর্শ স্বভাব জলীয় পরমাণু জলরূপে সংযুক্ত হয়। রূপস্পর্শ উষ্ণস্বভাব তৈজসপরমাণু তেজরূপে সংহত হয়। স্পর্শ ঈরণ চলন স্বভাব বায়বীয় পরমাণু বায়ুরূপে সংহত হয়।

অনন্তর আন্তর সমুদায় নিরূপণ করিতেছেন—'অহং' ইতি। অহং প্রত্যয় সমারূঢ় জ্ঞান প্রবাহ বিজ্ঞান স্কন্ধ। জ্ঞান সন্তান অর্থাৎ আলয় বিজ্ঞান প্রবাহ। বিজ্ঞান দুই প্রকার—আলয় বিজ্ঞান, ও প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বর্ণিত আছে—অহমাস্পদ বিজ্ঞানের নাম আলয় বিজ্ঞান। নীলাদির উল্লেখের নাম প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। শ্লোকের ব্যাখ্যা সরল। এই বিজ্ঞান স্কন্ধই কর্ত্তা ভোক্তা আত্মা।

অত্র সংশয়ঃ, এষা সমুদায়দ্বয়কল্পনা যুক্তা ? নবেতি। এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তে র্যুক্তা।

ইতি প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে—

।।ওঁ।। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।।ওঁ।।২।২।৩।১৮।।

যোঽয়মুভয়সংঘাতহেতুক উভয়বিধঃ সমুদয়ো নিরূপিতস্তস্মিন্ স্বীকৃতেঽপি তদপ্রাপ্তি

সংশয় ঃ - এবং সমুদায়াধিকরণস্য বিষয়বাক্য নিরূপণানন্তরং সংশয়ং নিরূপয়ন্তি —অত্রেত্যাদিনা। সোঽয়ং বৈভাষিকাদি সিদ্ধান্তো প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বা ইতি সংশয়ঃ। বৈভাষিক ইতি—(স০ দ০ সং- বৌ০ ৮১ পৃ০) "বাহ্যেষু গন্ধাদিষু আন্তরেষু রূপাদিস্কন্দেষু সৎস্বপি তত্র অনাস্থামুৎপাদয়িতুং "সর্ব্বং শূন্যম্" ইতি প্রাথমিকান্ বিনেয়ান্ অচকথদ্ ভগবান্ ; দ্বিতীয়াংস্তু "বিজ্ঞানমাত্র গ্রহাবিষ্ঠান্ বিজ্ঞানমেবৈকং সদিতি ; তৃতীয়ান্" উভয়ং সত্যং" ইত্যাস্থিতান্ বিজ্ঞেয়মনুমেয়মিতি ; সেয়ং বিরুদ্ধা ভাষা ইতি বর্ণয়ন্তঃ—বৈভাষিকাখ্যয়া খ্যাতাঃ।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—অথ সন্দেহানন্তরং পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—এতেনৈব" ইতি। এতেনৈব সমুদায় দ্বয়েনৈব জগদ্ব্যবহার-উপপত্তেঃ ; সর্ব্বজ্ঞোপদিষ্টত্বাচ্চ যুক্তি যুক্ত এব সমুদায়দ্বয়বাদ সিদ্ধান্তঃ। তস্মাৎ প্রমাণমূল এব ন প্রমাণরহিত ইত্যর্থঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সুখ বেদনা ও দুঃখ বেদনা বেদনা স্কন্ধ। দেবদত্তাদি নাম করণকে সংজ্ঞা স্কন্ধ বলে। রাগ দ্বেষ মোহাদি চৈতসিক ধর্ম্ম সংস্কার স্কন্ধ। এই চারিটি অর্থাৎ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার স্কন্ধকে চিত্তচৈত্ত্যিক বলে। এই আন্তর সমুদায় স্কন্ধচতুষ্টয় রূপ। এই সমুদায়দ্বয়ই অশেষ জগৎ। ইহা ভিন্ন আকাশাদি অবস্তু অর্থাৎ আকাশ কোন পদার্থ ই নহে। অর্থাৎ এই দ্বিবিধ সমুদায় রূপেই সম্পূর্ণ জগৎ, ইহাই বৈভাষিকও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্ত। এইপ্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয়—এইপ্রকার সমুদায়াধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপনান্তর সংশয় নিরূপণ করিতেছেন অত্র ইত্যাদি। এইসংশয় এই যে সমুদায়দ্বয় কল্পনা যুক্তিসঙ্গত ? অথবা ভ্রমমূলক ? ইহাই সংশয় বাক্য। বৈভাষিক অর্থাৎ বাহ্যস্কন্ধ গন্ধাদি আন্তর রূপাদিস্কন্ধ থাকিলেও তাহাতে অনাস্থা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথম শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেব "সকলশূন্য" এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দলকে বিজ্ঞানমাত্র উপদেশ করেন। তৃতীয় শিষ্যগণকে উভয়সত্য" উপদেশ করেন, এই বিরুদ্ধ ভাষা বলিয়া যাহারা বর্ণনা করে তাহাদিগকে বৈভাষিক বলে।

পূর্ব্বপক্ষ - এই প্রকার সন্দেহের পরে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন — "এতেনৈব" ইত্যাদি। ইহার দ্বারাই জগতের ব্যবহার সকল পূর্ণ হওয়া যুক্তি সঙ্গত। অর্থাৎ সমুদায় দ্বয়ের দ্বারাই

জগদাত্মকসমুদায়াসিদ্ধিঃ। সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য চ সংহন্তুঃ স্থিরচেতনস্যাভাবাৎ। তস্য চ ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। স্বতঃ প্রবৃত্ত্যুরীকৃতৌ তৎ সাতত্য প্রসঙ্গঃ। তস্মাদযুক্তা তৎ কল্পনা ॥১৮॥

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং বৈভাষিকানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সতি সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ - সমুদায়" ইতি। উভয়হেতুকঃ—চতুর্ব্বিধ পরমাণুহেতুকো বাহ্যসমুদায়ঃ, চতুস্কন্ধী হেতুক আন্তর সমুদায়ঃ স্বীকারেঽপি ; তদপ্রাপ্তিঃ ঃ - জগদাত্মক সমুদায় অপ্রাপ্তিঃ, অর্থাৎ জগদ্রচনং ন ভবতীত্যর্থঃ। কুতঃ জগদাত্মক সমুদায়াসিদ্ধিরিত্যপেক্ষয়ামাহুঃ—সমুদায়িনামিতি। তস্য চ—সমুদায় সংযোগস্য ভাবক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ।

নন্বু কারণকূটানাং সমবধানে সতি স্বতঃ কার্য্যোৎপত্তি দর্শনাদিতি চেৎ তত্রাহুঃ - স্বতঃ" ইতি। তৎ সাতত্য প্রসঙ্গঃ - ইতি, স্বতঃ কার্য্যস্য উৎপত্তিস্বীকারে সদৈব সমুদায়সিদ্ধি র্ভবতি, ন কদাপি তস্যাভাব ইত্যর্থঃ। নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ বৈভাষিকানাং জগদ্রচনার্থং সমুদায় কল্পনা নিতরামযুক্তা ইতি ॥১৮॥

জগদ্ ব্যবহারের উপপত্তিহেতু যুক্তি সঙ্গত। সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্টহেতু সমুদায়বাদ সিদ্ধান্ত যুক্তি পূর্ণ, অতএব প্রমাণ মূলই অপ্রমাণিক নহে। ইহা পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার বৈভাষিকগণের পূর্ব্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন -"সমুদায়" ইত্যাদি। উভয়হেতু সমুদায় অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পরমাণুহেতুক বাহ্য সমুদায়, চতুস্কন্ধী হেতুক আন্তর সমুদায় স্বীকার করিলেও তদপ্রাপ্তি জগদাত্মক সমুদায় প্রাপ্তি হইবে না, অর্থাৎ জগৎ রচনা সম্ভব হইবে না, ইহাই সূত্রার্থ আপনারা যে উভয়প্রকার সংঘাতহেতুক উভয়বিধ সমুদায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও জগদাত্মক সমুদায় সিদ্ধি হইবে না। কিপ্রকারে জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি তদুত্তরে বলিতেছেন—সমুদায়িগণের ইত্যাদি।

যেহেতু সমুদায় সকল অচেতন, অন্য কেহ তাহাদিগকে সংহত বা একত্রিত করিবে সেই সময় তাদৃশ স্থির চেতনের অভাববশতঃ জগৎরচনা সম্ভব নহে। যদি বলেন—কারণকূট অর্থাৎ কার্য্যের কারণ সমুদায় একত্রিত হইলেই তাহাহইতে স্বভাবতঃকার্য্যের উৎপত্তিহয় তাহা দেখা যায় তদুত্তরে বলিতেছেন— 'স্বত' ইত্যাদি। সমুদায় সকলের জগৎ রচনায় স্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ কার্য্যের স্বভাবতঃ উৎপত্তি স্বীকার করিলে সর্ব্বদাই সমুদায়সিদ্ধি হইবে, অতএব কোন কালেই তাহার অভাব হইবে না। প্রকরণের নিগমন করিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। অতএব বৈভাষিকগণের জগৎ রচনার নিমিত্ত সমুদায় কল্পনা করা অত্যন্ত যুক্তিবিহীন বা অশাস্ত্রীয় ॥১৮॥

ননু সৌগতসময়েঽবিদ্যাদয়ো মিথো হেতু ফল ভাবমাপন্নাঃ স্বীক্রিয়ন্তে, অপ্রত্যাখ্যেয়াশ্চ তে সর্ব্বেষাম্ । তেষু চ মিথস্তথা ভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ সন্ততমাবর্ত্তমানেষ্বর্থাক্ষিপ্তঃ সংঘাতস্তমন্তরেণ এষামসিদ্ধেঃ ।

তে চাবিদ্যাসংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়াতয়নং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণা উপাদানং ভবো জাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা চেতি তত্রাহ—

অথ প্রকারান্তরেণ বৌদ্ধাঃ স্বপক্ষং স্থাপয়ন্তি—ননু ইত্যাদিনা। ননু নাস্মাকং কল্পনা অযুক্তা কিন্তু যুক্তি সঙ্গতা এব ; যতঃ সৌগত ইতি ! অস্মাকং সৌগতসিদ্ধান্তে বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায়দ্বয়ং, অবিদ্যাদয়শ্চ মিথঃ পরস্পরং হেতু ফল ভাবং—কারণকার্য্য ভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ কার্য্যমুৎপাদয়ন্তি; ইতি স্বীকুর্ম্ম। ন চ এতে পদার্থাঃ কোঽপি প্রত্যাখ্যাতুং শক্যতে; সর্ব্বেষাং সমানত্বাং। অথ সংঘাতং সাধয়ন্তি—তেষু" ইতি। তথা ভাবেন' কার্য্যকারণ ভাবেন; ঘটীযন্ত্রবৎ" ইতি—মরু প্রদেশে অতিগভীরকূপাৎ জলোত্তোলনার্থং যন্ত্রবিশেষঃ ;

তচ্চ যন্ত্রং কূপোপরি লৌহনির্ম্মিত চক্র বিশেষে ঘটানাং মালাকারেণ সংযোগো ভবতি, পুনঃ—তচ্চক্রং বলীবর্দ্দাদিভি র্ভ্রাম্যমানে সতি কূপাৎ জলং নিঃসরতি ; কিঞ্চ—ঘটা অপি ক্রমেণ উর্দ্ধাধো ভবন্তীতি" ঘটীযন্ত্রম্। (মরুপ্রদেশীয় ভাষায়াং "রঁহট্" ইতি প্রসিদ্ধম্) এবং ঘটীযন্ত্রবৎ এতে পদার্থা সর্ব্ব দৈবসন্ততমাবর্ত্তমানেষু পদার্থানাক্ষিপ্তঃ সংঘাতং সৃজন্তি ; তদেব সংঘাতম্। তমন্তরেণ ইতি—সংঘাত সন্তরেণ, এষাং অবিদ্যাদীনাং সিদ্ধেরভাবাদিত্যর্থঃ। আধারং বিনা অধেয়স্থিতির্ন সম্ভবেদিতি। অবিদ্যা

অনন্তর প্রকারান্তরে বৌদ্ধগণ স্বপক্ষ স্থাপন করিতেছেন 'ননু' ইত্যাদির দ্বারা। বৈভাষিকগণ যদি বলেন—আমাদের কল্পনা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত, যেহেতু সৌগতসময়ে (সিদ্ধান্তে) অবিদ্যাদি পরস্পরহেতু ও ফলভাবাপন্ন হয়, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা কোন দার্শনিকই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আমাদের সৌগত সিদ্ধান্তে বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায়দ্বয় এবং অবিদ্যাদি পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে, এইপ্রকার স্বীকার করি। এই পদার্থ সকল কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, যেহেতু তাহা সকলের সমান।

অতঃপর সংঘাতসাধন করিতেছেন—তন্মধ্যে সমুদায়দ্বয় ও অবিদ্যা উভয়ে কার্য্য কারণ ভাবে ঘটী যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইলে অর্থ সকল প্রক্ষিপ্ত করিয়া সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহা বিনা এই সকল সিদ্ধ হয় না। ঘটীযন্ত্র এই প্রকার—মরু প্রদেশে অতিগভীর কূপ হইতে জলোত্তোলনের নিমিত্ত যন্ত্র বিশেষ, সেই যন্ত্র কূপের উপরে লৌহনির্ম্মিত চক্রবিশেষে ঘট সকলের মালাকারে সংযোগ হয়, পুনঃ সেই বলীবর্দাদির দ্বারা ভ্রমণ করাইলে পরে কূপ হইতে জল নির্গত হয়, এবং ঘটসকলও ক্রমে উপরে ও নীচে ভ্রমণ করে ইহাই ঘটীযন্ত্র।

।।ওঁ।। ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্ন উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ ওঁ ২।২।৩।১৯।।

প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিদ্যাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাদুপপন্নঃ সংঘাতেতি যদুক্তং তন্ন। কুতঃ? উৎপত্তীতি।

তেষাং পূর্ব্বপূর্ব্বমুত্তরোত্তরস্য উৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্তং স্যাৎ, ন তু সংঘাতং প্রতি-কিঞ্চিত্তদস্তি। কিঞ্চ ভোগার্থং সংঘাতঃ। ন চ ক্ষণিকেষ্বাত্মসু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ধে

তু—ভ্রান্তিরেব : ক্ষণিকেষ্বপি পরমাণুষু স্থিরত্ববুদ্ধিঃ ; অমার্গেষু মার্গবুদ্ধিঃ ; তে চ ইতি—সংঘাতপদার্থাঃ এতে ইতি।

ষড়ায়তনম্—পার্থিবাদি পরমাণুচতুষ্টয়ং শরীরং বিজ্ঞানধাতুশ্চ ইতি। চেতি ইতি। তথাচ বিজ্ঞানস্কন্ধস্য—আত্মনঃ ক্ষণিকত্বাৎ অবিদ্যা ক তিষ্ঠেৎ? ক বা রাগদ্বেষাদিরূপোজায়তে? তস্মাৎ ক্ষণি-কেষ্বপি পদার্থেষু স্থিরত্বাদি ভ্রান্তিরবিদ্যা ; তয়া অবিদ্যায়া সংস্কারাখ্যো রাগদ্বেষাদির্জন্যতে ; তেন সংস্কারেণ গর্ভস্য আদ্যং বিজ্ঞানং জন্যতে ; তেন বিজ্ঞানেন পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়ং শরীরস্য সমুদায়াস্য হেতুভূতং নাম জন্যতে ; নামাশ্রয়ত্বাৎ তচ্চতুষ্টয়ং নাম ইত্যুক্তম্। তেন নাম্না সিতাসিতাদিরূপং শরীরং জন্যতে। রূপাশ্রয়ত্বাৎ শরীরং রূপমিত্যুক্তম্। গর্ভভূতস্য শরীরস্য কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা নাম রূপশব্দার্থঃ। তেন রূপেণ ষড়ায়তনমিন্দ্রিয়বৃন্দং জন্যতে; তেন ষড়ায়তনেন নাম রূপেন্দ্রিয়াণাং মিথঃ সম্বন্ধাৎ স্পর্শো জন্যতে; তস্মাৎ স্পর্শাৎ সুখ দুঃখাদীনামনুভবো বেদনা জন্যতে।

মরুপ্রদেশীয় ভাষায় তাহাকে রঁহট বলে। এই প্রকার ঘটীযন্ত্রবৎ এই পদার্থ সকল আক্ষিপ্ত হইয়া সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহাকেই সংঘাত বলে। এই সংঘাত বিনা অবিদ্যাদি সকলের সিদ্ধির অভাব হয়। যেমন আধার বিনা আধেয় বস্তুর অবস্থান সম্ভব হয় না। সেই সংঘাত পদার্থ সকল এইপ্রকার অবিদ্যা সংস্কার বিজ্ঞান নাম রূপ ষড়ায়তন অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণু চতুষ্টয় শরীর ও বিজ্ঞান ধাতু স্পর্শ বেদনা তৃষ্ণা উপাদান ভব জাতি জরা মরণ শোক পরিবেদনা দুঃখ দুর্ম্মন ইত্যাদি। অর্থাৎ বিজ্ঞান স্কন্ধ আত্মার ক্ষণিকত্বহেতু অবিদ্যা কোথায় অবস্থান করিবে? কোথায় বা রাগদ্বেষাদিরূপ জাত হইবে? অতএব ক্ষণিক পদার্থসকলে যে স্থিরত্বাদি ভ্রম হয় তাহাই অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার দ্বারা সংস্কার নামে রাগদ্বেষাদি জাত হয়, পুনঃ সেই সংস্কারের দ্বারা গর্ভের প্রথম বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সেই বিজ্ঞানের দ্বারা পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় শরীর সমুদায়ের কারণ স্বরূপ নাম জাত হয়। পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় নামের আশ্রয় হেতু তাহাকেও নাম বলে।

সেই নামের দ্বারা শুক্ল কৃষ্ণাদিরূপ শরীর জন্মে। শরীর রূপের আশ্রয়হেতু তাহাকে রূপ বলে

তোর্ধর্ম্মাধর্ম্মাদেস্তৈঃ পূর্ব্বমসম্পাদনাৎ। ন চ তৎ সন্তানেন স সম্পাদিতঃ। তস্য স্থায়িত্বে সর্ব্বক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা ব্যাকোপাৎ। ক্ষণিকত্বে প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসঙ্গত;

এবং ক্রমেণ তৃষ্ণা, উপাদানং, ভব জাতিঃ জরা মরণং ; শোক পরিবেদনা, দুঃখং ; দৌর্ম্মনস্য ঞ্চেতি জন্যতে ; তস্মাৎ অনাদিরিয়মন্যোহন্য মূলাবিদ্যাদিকা চক্র পরিবৃত্তিঃ ভূত ভৌতিক সংঘাতং বিনা ন সম্ভবতীতি সিদ্ধঃ সংঘাতোঽর্থাক্ষিপ্তঃঃ। তস্মাৎ সমুদায়সিদ্ধিরিত্যর্থঃ।

ইত্যেবং বৈভাষিকানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ-ইতর ইত্যাদি। ননু ইতরেতর প্রত্যয়াৎ অবিদ্যাদয়ঃপরস্পরাকার্য্য কারণ-ভাবাপন্নাঃ সন্তঃ সংঘাতমুৎপাদয়ন্তি ইতি প্রত্যয়াৎসর্ব্বং সোৎস্যতীতি চেৎ ন; উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ”ব্যাখ্যানং ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। অথাসঙ্গত প্রকারং দর্শয়ন্তি—প্রত্যয়ঃ” ইত্যাদিনা। তেষাং—অবিদ্যাদীনাম্। তথাচ—অবিদ্যা-সংস্কার-বিজ্ঞান-নামরূপাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বং উত্তরোত্তরস্য উৎপত্তিমাত্রং প্রতি নিমিত্তত্বেঽপি সংঘাতং প্রতি কিঞ্চিৎ স্থিরচেতনরূপং নিমিত্তং নাস্তি, তথাপি যদি নির্নিমিত্তমেব সংঘাতং ভবতি তথাত্বে লোকায়তিকেভ্যঃ কো বিশেষো ভবতাম্ ? কিঞ্চ সংঘাতস্য ভোগার্থত্বে ভোগকর্ত্তুরাত্মনঃ ক্ষণিকত্বাৎ ক্ষণিকাত্মসু ভোগো ন সম্ভবতি।

গর্ভভূত শরীরের কললবুদ্বুদাদির অবস্থা নাম ও রূপ শব্দের অর্থ। সেই রূপের দ্বারা ষড়ায়তন ও ইন্দ্রিয়সকল জাত হয়। সেই ষড়ায়তনের দ্বারা নামরূপ ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সম্বন্ধ হইতে স্পর্শ জাত হয় সেই স্পর্শ হইতে সুখ দুঃখাদির অনুভবরূপ বেদনা জাত হয়। এই প্রকার ক্রমপূর্ব্বক তৃষ্ণা উপাদান ভব জাতি জরা মরণ শোক, পরিবেদনা দুঃখ দৌর্মনস্যাদি জাত হয়। অতএব অনাদি পরম্পরা মূলক অবিদ্যাদি চক্রের পরিবর্ত্তন ভূত ভৌতিক সংঘাত বিনা সম্ভব নহে সুতরাং অর্থাক্ষিপ্ত সংঘাত সিদ্ধ হয়। অতএব সমুদায় সিদ্ধ হয় ইহাই অর্থ।

এই প্রকার বৈভাষিকগণের পুর্ব্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—‘ইতর’ ইত্যাদি। ইতরের প্রত্যয়হেতু অর্থাৎ অবিদ্যাদি পরস্পর কার্য্য কারণ ভাবাপন্ন হইয়া সংঘাত উৎপাদন করে এই প্রত্যয়হেতু সকল সিদ্ধি হয়, যদি এইপ্রকার বলেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তহেতু ইহাই সূত্রার্থ। অনন্তর বৈভাষিকমতের অসঙ্গতি দেখাইতেছেন—“প্রত্যয়” ইত্যাদি। সূত্রের ‘প্রত্যয়’ শব্দটি হেতু বাচী, অর্থাৎ অবিদ্যাদি সকল পরস্পরের হেতু বা কারণ হওয়ার নিমিত্ত সংঘাত উৎপন্ন হয়” যাহা বলিয়াছেন তাহা সিদ্ধ হইবে না, কিহেতু ? উৎপত্তি ইত্যাদি। অবিদ্যাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরের উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত হয়, কিন্তু সংঘাতের উৎপত্তির নিমিত্ত কেহ নাই সুতরাং সংঘাতের উৎপত্তি হয় না।

অপর সংঘাত ভোগের নিমিত্তই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ক্ষণিক আত্মায় কোন প্রকার ভোগ সম্ভব হয় না। ভোগের হেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি ক্ষণিক আত্মার দ্বারা পূর্ব্ব সম্পাদিত হয় নাই। যদিবল

সৌগতসময়ঃ ॥১৯॥

ইদানীমবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুত্বং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২০॥

ভোগহেতুধর্ম্মাধর্ম্মাদেরাচরণকারিণাং আত্মনাং ক্ষণিকত্বাৎ, পূর্ব্বং যৈরাচরিতং তে নাধুনা বিদ্যন্তে ; ন চ আত্ম সন্তানেন—আত্মধারয়া ভোগঃ সম্ভবতীতি" বাচ্যম্ ; সিদ্ধান্তহানেঃ, ভোগার্থং অস্ত্মসন্তানস্য স্থায়িত্ব স্বীকারে সর্ব্বক্ষণিকবাদে দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ ভোক্তা-আত্মসন্তানঃ সৎ ? অসৎ বা ? আদ্যে—সর্ব্বভাবক্ষণিকত্ববাদ ব্যাকোপাপত্তিঃ; আত্মনঃ স্থায়িত্বাপত্তিশ্চ। দ্বিতীয়ে ক্ষণিকাত্মসন্তানত্বাৎ ভোগাভাবঃ ; ভোগস্যাপি ক্ষণিকত্বাৎ, নিতরামপ সিদ্ধান্তো ভবতাং ক্ষণভঙ্গবাদঃ। তস্মাদসঙ্গতঃ সৌগতসময়ঃ। বৌদ্ধসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। সুগতো বুদ্ধঃ। তথাচামরসিংহঃ ১।১।১৩ সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতোবুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ" ইতি বুদ্ধপর্য্যায়ঃ ॥১৯॥

—আত্ম সন্তানের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধ হয় না। আত্মসন্তানের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বক্ষণিকত্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। আত্মার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে পূর্ব্বকথিত ভোগাভাবদোষ নিবর্ত্তিত হইল না। অতএব সৌগত সিদ্ধান্ত অসঙ্গতি পূর্ণ। সারার্থ এই যে অবিদ্যাসংস্কার বিজ্ঞান নামরূপাদি সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তরোত্তরের উৎপত্তিমাত্রের প্রতি নিমিত্ত বা কারণ স্বীকার করিলেও সংঘাতের প্রতি কোন স্থির চেতনস্বরূপ নিমিত্ত নাই, তথাপি যদি নিমিত্ত না থাকিলেও আপনাদের সংঘাত উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে লোকায়তিক চার্ব্বাক হইতে আপনাদের বৈশিষ্ট্য কি ? অপর আত্মার ভোগের নিমিত্ত সংঘাতের উৎপত্তি হয় কিন্তু সেই ভোগকর্ত্তা আত্মার ক্ষণিকত্বহেতু ক্ষণিক আত্মাতে ভোগ সম্ভব হয় না।

পুনঃ ভোগের নিমিত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম আচরণ কারি আত্মাসকলের ক্ষণিকত্বহেতু পূর্ব্বে যে আত্মাগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাদি আচরিত হইয়াছিল তাহার অধুনা বিদ্যমান নাই, যেহেতু সকলই ক্ষণিক। যদি বলেন— আত্মসন্তান বা আত্ম ধারার দ্বারা ভোগ সম্ভব হয়, তাহা বলিতে পারেন না, তাহাতে স্বসিদ্ধান্ত হানি হইবে, ভোগের নিমিত্ত আত্ম সন্তানের স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে সর্ব্বক্ষণিক বাদকে তিলাঞ্জলি দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—ভোক্তা আত্মসন্তান সৎ ? অথবা অসৎ ? আদ্য অর্থাৎ ভোক্তা সৎ হইলে সর্ব্বভাবক্ষণিক সিদ্ধান্ত বৃথা হইবে, আত্মার স্থায়িত্বাপত্তি দোষ হইবে। দ্বিতীয়ে অর্থাৎ ভোক্তা অসৎ হইলে ক্ষণিকাত্ম সন্তানহেতু ভোগাভাব হইবে। অপর ভোগেরও ক্ষণিক হওয়া হেতু আপনাদের ক্ষণভঙ্গবাদ অতীব অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। সুগত অর্থাৎ বুদ্ধদেব, অমরকোষে বুদ্ধপর্য্যায় এই প্রকার—সর্ব্বজ্ঞ সুগত বুদ্ধ ধর্ম্মরাজ তথাগত ইত্যাদি ॥১৯॥

নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।২।৩।১৯) ক্ষণভঙ্গবাদিনো মন্যন্তে-উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বঃ ক্ষণো নিরুদ্ধ্যেত ইতি। উত্তরক্ষণবর্ত্তিনি কার্য্যে জায়মানে সতি পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিকারণং বিনশ্যতীতি তদর্থঃ। নচৈবমঙ্গীকুর্ব্বতা অবিদ্যাদীনাং মিথো হেতুহেতুমদ্ভাবঃ শক্যো বিধাতুং, নিরুদ্ধস্য পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তিনো নিরুপাখ্যত্বেন উত্তর ক্ষণবর্ত্তিহেতুত্বাহনুপপত্তেঃ। কারণং হি কার্য্যানুস্যূতং দৃষ্টম্ ॥২০॥

নন্থ অবিদ্যাদয়ো মিথঃ কার্যকারণ ভাবমাপন্নাঃ ঘটীযন্ত্রবৎ সর্ব্বদা পরিভ্রমণশীলাঃ কার্য্যং জনয়ন্তি' ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ ইদানীমিত্যাদি। অথ বৈভাষিকানাং জগদুৎপত্তি কারণানাং পরস্পর হেতুত্বং দূষয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—উত্তর ইতি"। উত্তরক্ষণোৎপন্নে কার্য্যে পূর্ব্ব-নিরোধাৎ—পূর্ব্বস্য কারণস্য নিরোধাৎ বিনাশাৎ অনুপপন্নোহয়ং সিদ্ধান্ত ইতি সূত্রার্থঃ। "ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্ন" ইত্যগ্রিমসূত্রাৎ "ন" ইত্যনুবর্ত্ততে।

অথ ক্ষণভঙ্গবাদিনাং বৈভাষিকানাং মতবিশেষমাহুঃ—ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ" ইত্যাদি। ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্। তথাচ ঘটো ভবতি" ইত্যত্র ঘটস্য কারণং মৃৎ ততো মৃৎপিণ্ডঃ, ততঃ কপালদ্বয়ঃ; এবং সূত্র-চক্র সলিল-কুলালাদি কারণকূটৈর্ঘটমুৎপদ্যতে। কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদিনাং নয়ে যদা মৃদো মৃৎপিণ্ড-

---

আমরা বৈভাষিকগণ বলিব—অবিদ্যা সকল পরস্পর কার্য্যকারণ ভাবাপন্ন হইয়া ঘটীযন্ত্রবৎ পরিভ্রমণ স্বভাব বশতঃ কার্য্য উৎপন্ন করে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইদানীং ইত্যাদি। এই প্রকার অবিদ্যাদি পরস্পর কার্য্য কারণ ভাব হইয়া সংঘাত উৎপন্ন করে, তাহাদের পরস্পরের হেতুতা সম্প্রতি নিরাকরণ করিতেছেন।

অনন্তর বৈভাষিকগণের জগদুৎপত্তিকারণের পরস্পরের দোষ উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"উত্তর" ইত্যাদি। উত্তরক্ষণোৎপন্নে কার্য্যে পূর্ব্বনিরোধহেতু অর্থাৎ পূর্ব্বের কারণের বিনাশহেতু এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে। ইহাই সূত্রার্থ। অতঃপর ক্ষণভঙ্গ বাদি বৈভাষিকগণের মত বিশেষ বর্ণন করিতেছেন—ক্ষণভঙ্গবাদিগণ' ইত্যাদি। ক্ষণবাদিগণ মনে করেন উত্তর ক্ষণ উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বক্ষণ নিরুদ্ধ হয়। অর্থাৎ উত্তর ক্ষণবর্ত্তী কার্য্য উৎপন্ন হইলে পরে পূর্ব্ব ক্ষণবর্ত্তী কারণ বিনষ্ট হয় ইহাই তাহার অর্থ।

আপনারা এই প্রকার স্বীকার করিলে অবিদ্যাদি সকলের পরস্পরহেতু হেতুমদ্ভাব বিধান করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বক্ষণবর্ত্তী কারণ বিনষ্ট হইলে নিরুপাখ্য পদার্থের দ্বারা উত্তরবর্ত্তী কার্য্যে হেতু হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু কারণ কার্য্যে অনুসরণ করে। অর্থাৎ "ঘট হইতেছে" এইস্থলে ঘটের কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকা হইতে মৃৎপিণ্ড, তাহা হইতে কপালদ্বয়, এই প্রকার সূত্র চক্র সলিল কুলালাদি কারণ সমূহের দ্বারা ঘট উৎপন্ন হয়।

অসতঃ সদুৎপত্তিং তে মন্যন্তে। নানুপমর্দ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি। তাং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২১॥

মৃৎপদ্যতে তদা তস্য কারণং মৃৎবিনশ্যতি ; যদা চ কপালদ্বয়মুৎপদ্যতে তদা মৃৎপিণ্ডমেব নশ্যতে, কিঞ্চ যদা ঘটমুৎপদ্যতে তবা ঘটকারণং কপালদ্বয়ং নশ্যতি ; তথাত্বে হেতু হেতুমদ্ ভাবো ন বিদ্যতে ; যতঃ কারণং কার্য্যানুসৃ্যতং দৃষ্টম্। ঘটস্য কারণং মৃত্বং ঘটদশায়ামপি অবিরুদ্ধং বর্ত্ততে, ন তু নশ্যতি ; তস্মাৎ বিরুদ্ধমিদং সৌগতমতমিতি ॥২০॥

অথ বৈভাষিকানাং অসৎকারণবাদং সমুত্থাপ্য নিরাকুর্ব্বন্তি—অসতঃ" ইতি। তে বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চ ; তত্র অসৎকার্য্যবাদে তদ্ বাক্যং প্রমাণয়ন্তি নানুপমর্দ্যেতি। ন অনুপমর্দ্য প্রাদুর্ভাবাৎ; যথা বীজমনুপমর্দ্য বিনাশমকৃত্বা অঙ্কুরো ভবতি। ইত্যেবং বৈভাষিকানাং শঙ্কায়া নিরাকরণার্থং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অসতি" ইতি। অসতি উপদানকারণে অসতি যদি কার্য্যোৎপত্তিঃ স্যাৎ তদা প্রতিজ্ঞোপরোধঃ ; ভবতাং যা রূপ বিজ্ঞানাদি স্কন্ধপঞ্চকাৎ সমুদায়দ্বয় কল্পনা উৎপত্তির্ব্বা ইতি প্রতিজ্ঞা তস্যা উপরোধঃ ভঙ্গঃ স্যাৎ।

কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদি সিদ্ধান্তে যে কালে মৃৎ হইতে মৃৎপিণ্ড উৎপন্ন হয়, সেই কালে তাহার কারণ মৃত্তিকা বিনষ্ট হয়, যে সময় কপালদ্বয়ের উৎপত্তি হয় সে সময় মৃৎপিণ্ডও বিনষ্ট হয়, অপর যেকালে ঘট উৎপন্ন হয়, সেই কালে ঘটের কারণ কপালদ্বয় নাশ হয়, এই প্রকার স্বীকার করিলে হেতু হেতুমদ্ভাব থাকে না, যেহেতু কারণগুণ কার্য্যে অনুসৃত হইতে দেখা যায়। ঘটের কারণ যে মৃত্তিকা ঘটাবস্থাতেও অবিরুদ্ধ ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বিনষ্ট হয় না। অতএব সৌগত সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা বিরুদ্ধ জানিতে হইবে॥২০॥

অনন্তর বৈভাষিকগণের অসৎ কারণবাদ সমুত্থাপন করতঃ নিরাকরণ করিতেছেন "অসতঃ ইত্যাদি। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করেন ; অসৎ কার্য্যবাদে বৌদ্ধবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—নানুপমর্দ্য প্রাদুর্ভাব হেতু উপমর্দন না করিয়া প্রাদুর্ভাব হয় না, যেমন বীজকে বিনাশ না করিয়া অঙ্কুরের প্রাদুর্ভাব হয় না, এবং বীজও অঙ্কুর হয় না। অতএব অসৎ হইতেই সতের উৎপত্তি হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। বৈভাষিকগণের এই প্রকার শঙ্কার নিরাকরণার্থে ভগবান শ্রীবদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"অসতি" ইত্যাদি। অসৎ অর্থাৎ উপদান কারণে না থাকিলেও যদি কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, অর্থাৎ আপনাদের যে রূপ বিজ্ঞানাদি স্কন্ধ পঞ্চক হইতে সমুদায়দ্বয়ের কল্পনা বা উৎপত্তি এই প্রতিজ্ঞার উপরোধ বা ভঙ্গ হইবে। যদি বলেন অন্যথা উপাদান অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ উপাদান হইতে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিব ; এই প্রকারও বলিতে পারেন না, তাহা হইলে যৌগপদ্য অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সহাবস্থান হইবে।

অসত্যুপাদানে চেৎ কার্য্যং তদা স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বং চোৎপদ্যেত, উৎপন্নঞ্চাসৎ। অন্যথোপাদানাচ্চেৎ কার্য্যং তর্হি যৌগপদ্যং কার্য্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্যাৎ। কার্য্যানুস্যূতস্যোপাদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্ব

ননু অন্যথা উপাদানাৎ যৎ কিঞ্চিদুপাদানাৎ কার্য্যোৎপত্তিরিতি বাচ্যম্; তথাত্বে যৌগপদ্যং কার্য্যকারণয়োঃ সহাবস্থানং ভবেৎ তস্মাদসামঞ্জস্যমিদং অসৎকার্য্য বাদমিত্যর্থঃ। অসতীতি—প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গঃ—তথাচ—মৃদুপাদানং বিনৈব ঘটোৎপত্তির্ভবেৎ ; তন্তুবিনা পটোৎপত্তিঃ ; কিঞ্চ ভোজনং বিনৈব উদরপূর্ত্তিঃ স্যাৎ, ন তু তথা দৃশ্যতে। কিঞ্চ স্কন্ধহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরপি ন স্যাৎ।

ননু বীজস্যোপমর্দ্দিতত্বাদুপাদানস্য অসদ্রূপত্বমিতি বাচ্যম্ ; তত্রাঙ্কুরস্য বৃক্ষস্য চ বিদ্যমানত্বাৎ ; বেদাবলম্বকা বয়ং, ন কুবুদ্ধি বিজৃম্ভিত-কপোল কল্পনা মাত্রাবলম্বকাঃ; তথা চ শ্রুতিঃ- ছা০ ৬ ১২।২,এতস্য বৈ সৌম্য ! এষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য" ইতি। তস্মাৎ সূক্ষ্মে বীজেঽপি অতি সূক্ষ্মরূপেণ বৃক্ষং তিষ্ঠত্যেব, ন তু অসত উৎপদ্যতে। অথ দোষান্তরমাহুঃ—সর্ব্বদা" ইতি। যদি অসতি উপাদানে কার্য্যমুৎপদ্যতে ; তদা আকাশে গন্ধং, বায়ৌ রূপং বহ্নৌ রসং উৎপদ্যেত ; কিঞ্চ যদুৎপদ্যতে তদেবাসৎ ক্ষণিকত্বাৎ।

সুতরাং এই অসৎ কার্য্যেবাদ অপসিদ্ধান্ত পূর্ণ। ইহাই সূত্রার্থ। বৈভাষিকগণ যদি বলেন-উপাদানে কারণ না থাকিলেও তাহা হইতে কার্য্যেৎপত্তি হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন – তাহা হইলে স্কন্ধ হেতুকা যে সমুদায়ের উৎপত্তি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে।

অর্থাৎ তাহা স্বীকার করিলে মৃত্তিকা রূপ উপাদান বিনাই ঘটোৎপত্তি হউক, তন্তু বিনা পটোৎ পত্তি হইবে, অপর ভোজন বিনাই উদর পূর্ত্তি হইবে, কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না। আরও স্কন্ধ হেতুক যে সমুদায়ের উৎপত্তি তাহাও হইবে না। যদি বলেন বীজ নষ্টকরিয়াই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সুতরাং উপাদান অসৎ স্বরূপই, এই প্রকার বলিতে পারেন না যে হেতু বীজে অঙ্কুর ও বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, আমরা বৈদিক, বেদশাস্ত্র অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্ত করিব, আপনাদের মত কুবুদ্ধিবিজৃম্ভিত কপোল কল্পনা মাত্র অবলম্বনকারী নহি।

অতএব শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন—"হে সৌম্য ! এই অণুতম বীজের মধ্যে এই মহান বট বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে, হে বৎস ! ইহা শ্রদ্ধা কর সুতরাং সূক্ষ্মবীজেও অতিসূক্ষ্মরূপে বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে, ঐ বৃক্ষ অসৎ হইতে উৎপন্ন হয় না।

অনন্তর দোষান্তর বর্ণনা কারিতেছেন-'সর্ব্বদা' ইত্যাদি। যদি অসদুপাদান হইতে কার্য্যেৎ-পত্তি স্বীকার করেন তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সকল পদার্থের উৎপত্তি হইবে, এবং সেই উৎপন্ন বস্তুও

মতভঙ্গঃ। তস্মান্নাসতঃ সদুৎপত্তিঃ ॥২১॥

দীপস্যেব ঘটাদের্নিরন্বয়ং বিনাশং মন্যন্তে, তাং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ ***প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যা নিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ*** ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২২

ননু অন্যথা উপাদানাৎ যৎকিঞ্চিদুপাদানাৎ কার্য্যং ভবতি; তথাচ—যাবদুত্তরক্ষণোৎপত্তিঃ তাবৎ পূর্ব্বক্ষণঃ তিষ্ঠতে; ইতি চেৎ: ন সহাবস্থান প্রসঙ্গাৎ; তথাত্বে কার্য্য কারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্যাৎ: মৃত্তিকা ঘটশ্চ মৃদুপাদানে যুগপদেব বর্ত্তেত: কিঞ্চ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং প্রতি পূর্ব্বক্ষণস্য কারণত্বে ভাব-ক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গঃ স্যাৎ। তস্মাৎ বিয়ৎপুষ্পায়মানত্বং ভবতামসদুৎপত্তিবাদঃ ॥২১॥

এবং ক্ষণভঙ্গবাদিনাং বৈভাষিকানাং সৌত্রান্তিকানাঞ্চ সমুদায়দ্বয়োৎপত্তি প্রকারং নিরাকৃতম্। অথ তেষাং বিনাশপ্রকারং নিরাকুর্ব্বন্তি–দীপস্য' ইত্যাদিনা। দীপশিখায়াং নির্ব্বাপিতায়াং যথা দীপং নিরবশেষং বিনষ্টো ভবতি, তথা ঘটাদয়োঽপি বিনষ্টেষু নিরবশেষা বিনষ্টা ভবন্তি; তস্মাৎ বস্তূনাং বিনাশে সতি ন কিমপি সূক্ষ্মস্বরূপমবশিষ্যতে ইতি ভাবঃ।

অসৎ, কারণ সকল পদার্থই আপনাদের ক্ষণিক। এই প্রকার যদি অসদুপাদানে কার্য্যোৎপত্তি হয় তাহা হইলে আকাশে গন্ধ পবনে রূপ বহ্নিতে রস উৎপন্ন হইবে। এবং যাহা উৎপন্ন হইবে তাহাও অসৎ যে হেতু ক্ষণিক! যদি বলেন-অন্যথা উপাদান হইতে অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ উপাদান হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে যৌগপদ্য অর্থাৎ কার্য্য কারণের সহাবস্থান হইবে, যে হেতু উপাদান কার্য্যনুস্যূত হয়। তাহা হইলে ভাব ক্ষণিকত্ব মত ভঙ্গ হইবে।

অতএব অসৎ হইতে সদুৎপত্তি সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যদি বলেন যাবদুত্তর ক্ষণ উৎপন্ন হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ অবস্থান করে, তাহা বলিতে পারেন না তাহা হইল উভয় কার্য্য ও কারণ অথবা মৃত্তিকা ও ঘট মৃদুপাদানে যুগপৎ অবস্থান করিবে। অপর উত্তর ক্ষণোৎপত্তির প্রতি পূর্ব্বক্ষণের কারণত্ব স্বীকার করিলে ভাবক্ষণিকত্ববাদ ভঙ্গ হইবে। অতএব আকাশ কুসুমের ন্যায় আপনাদের অসদুৎপত্তিবাদ অলীকমাত্র ॥২১॥

এই প্রকার ক্ষণভঙ্গবাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের সমুদায়োৎপত্তি প্রকার নিরাকরণ করিলেন; অনন্তর তাহাদের বিনাশ প্রকার নিরাকারণ করিতেছেন—"দীপস্য" ইত্যাদির দ্বারা। বৌদ্ধগণ প্রদীপের ন্যায় ঘটাদির ও নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করেন, অর্থাৎ প্রদীপের শিখা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন, প্রদীপ নিরবশেষ বিনষ্ট হয়, সেই প্রকার ঘটাদিও বিনাষ্ট হইলে নিরবশেষ বিনষ্ট হয়, অতএব বস্তু সকলের বিনাশ হইলে পরে কোন প্রকার তাহার সূক্ষ্ম স্বরূপ অবশেষ থাকে না। এই প্রকার বৈভাষিক গণের নির-

ভাবানাং ধীপূর্ব্বকো ধ্বংসঃ প্রতিসংখ্যা নিরোধঃ, তদ্বিলক্ষণস্তু অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্। এতত্ত্রয়ং নিরূপাখ্যাং শূন্যমিতিযাবৎ। তদন্যৎ সর্ব্বং ক্ষণিকম্। যদুক্তং বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকঞ্চেতি। তত্রাকাশং পরত্র নিরাকরিষ্যতি, (২।২-৩।২৪)। নিরোধৌ তাবন্নিরাকরোতি-প্রতি সংখ্যেতি।

ইতি তেষাং নিরবশেষং বিনাশমপি ন সম্ভবেৎ ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি—ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণঃ—প্রতি সংখ্যা' ইতি। প্রতিসংখ্যা—ভাবপদার্থানাং ঘটাদিনাং বুদ্ধি পূর্ব্বকো দণ্ডাদিনা যো ধ্বংসঃ সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ; অপ্রতি সংখ্যা—অবুদ্ধি পূর্ব্বকো ভাবানাং যঃ স্বাভাবিক ধ্বংসঃ সঃ অপ্রতি সংখ্যানিরোধঃ; এতয়োরপ্রাপ্তিঃ, নিরোধদ্বয়ং ন সম্ভবেৎ, ? কুতঃ অবিচ্ছেদাৎ। সদ্বস্তুনো নিরবশেষধ্বংসাভাবাৎ; তস্যাবস্থান্তর প্রাপ্তিরেব বিনাশঃ, ন তু তস্যাত্যন্তাভাব ইত্যর্থঃ। অথ সূত্রার্থং বিশদয়ন্তি—ভাবনামিতি। প্রতিসংখ্যা' ইতি—ঘটমিমং মে প্রতিকুলং অনভিপ্রেতঞ্চ, তথাসৎকল্পং তমহং অসন্তং করোমি" ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা দণ্ডাঘাতাদিনা বুদ্ধি পূর্ব্বকো যদ্বিনাশং তৎলক্ষণা সংখ্যা-বুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা; তয়া প্রতিসংখ্যায়া যন্নিরোধো—নাশঃ সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তদ্বিলক্ষণমিতি যৎকিঞ্চিৎ কারণমবলম্ব্য উপলব্ধ্যযোগ্যঃ সূক্ষ্মশ্চ যো বিনাশো ভবতি সোঽপ্রতি সংখ্যানিরোধঃ" ইতি। তথাকাশম্, এতৎ ত্রয়ং নিরূপাখ্যং তুচ্ছমবস্তুভূতম্ শূন্যমিত্যর্থঃ।

বশেষ বিনাশও সম্ভব নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন-প্রতিসংখ্যা" ইত্যাদি। প্রতিসংখ্যা অর্থাৎ ভাব পদার্থ ঘটাদির বুদ্ধি পূর্ব্বক দণ্ডাদির দ্বারা যে ধ্বংস তাহাকে প্রতিসংখ্যা নিরোধ বলে।

অপ্রতিসংখ্যা অর্থাৎ অবুদ্ধি পূর্ব্বক ভাব পদার্থের যে স্বাভাবিক ধ্বংস তাহাকে অপ্রতিসংখ্যা বলে, এই দুইয়ের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ এই নিরোধদ্বয় সম্ভব হইবে না, কেন ? অবিচ্ছেদ হেতু। অর্থাৎ সৎ বস্তুর নিরবশেষ ধ্বংশের অভাব হেতু, সৎ পদার্থের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই বিনাশ শব্দবাচ্য। কিন্তু তাহার অত্যন্তাভাব হয় না ইহাই সূত্রার্থ।

শ্রীভাষ্যকার প্রভুপাদ সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন "ভাবানাং" ইত্যাদি। ভাব পদার্থের বুদ্ধিপূর্ব্বক ধ্বংস প্রতিসংখ্যানিরোধ, অর্থাৎ এই ঘট আমার প্রতিকূল অনভিপ্রেত তথা অসৎ বস্তু তাহাকে আমি বিনাশ করিব এই প্রকার চিন্তা করিয়া দণ্ডাঘাতাদির দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক যে ঘট বিনাশ তল্লক্ষণা সংখ্যাবুদ্ধি তাহা প্রতিসংখ্যা, এই প্রতিসংখ্যার দ্বারা যে নিরোধ বা নাশ তাহাকে প্রতিসংখ্যা নিরোধ বলে।

তাহার বিলক্ষণ অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ অর্থাৎ যৎ কিঞ্চিৎ কারণ অবলম্বন করতঃ উপলব্ধির

এতয়োর্নিরোধয়োরপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্যাৎ। কুতঃ? অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরন্বয়বিনাশাভাবাৎ। অবস্থান্তরাপত্তিরেব সতো দ্রব্যস্যোৎপত্তির্বিনাশশ্চ। অবস্থাশ্রয়ো দ্রব্যং ত্বেকং স্থায়ীতি। ন চ দীপনাশস্য নিরন্বয়ত্ববীক্ষণাদন্যত্রাপি তথাস্তু, ইতি বাচ্যম্, অবস্থান্তরাপত্তে-

---

এতৎ ত্রয়াণাং তথাত্বং তদ্‌বাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—যদুক্তমিতি। ত্রয়াৎ—প্রতিসংখ্যানিরোধ—অপ্রতি সংখ্যানিরোধ-আকাশরূপাৎ: অন্যৎ—পরমাণু পৃথিব্যাদি। ত্রয়ং বুদ্ধিবোধ্যং, অন্যৎ সর্ব্বং ক্ষণিকং সংস্কৃতং ক্ষণিকলক্ষণোপেতমিতি। সংস্কৃতং—লক্ষণোপেতমিতি; (শব্দকল্পদ্রুমঃ ১৬৩০ পৃ°) এবং তেষাং বিনাশলক্ষণমুক্ত্বা তৎপরিহার প্রকারমাহুঃ—তত্রেতি। সদ্‌বস্তুনো নিরবশেষবিনাশাভাবং শ্রুত্যেব প্রতিপাদ্যম্।

তথাচ শ্রীগীতাসু-২।১৬, "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতি। অবস্থান্তরেতি—স্থায়ীতি। তথাচ—সতো মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিঃ; তদ্‌বিরোধি-কপালাদ্যবস্থা যোগস্তু ঘটস্য বিনাশঃ; ন তু ঘটনাশে মৃৎপিণ্ডং বিনশ্যতি; মৃৎপিণ্ডস্তু একঃ স্থায়ী পদার্থশ্চ। তস্মাৎ সতঃ পদার্থস্য নিরন্বয়ং বিনাশং ন ভবতীত্যর্থঃ।

অযোগ্য ও সূক্ষ্ম যে বিনাশ তাহাকে অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ বলে। এবং আবরণের অভাবমাত্র আকাশ, এই তিনটি নিরূপাখ্য বা শূন্যবস্তু অর্থাৎ এই তিনটি নিরূপাখ্য তুচ্ছ অবস্তুভূত বা শূন্য এই পদার্থত্রয় ভিন্ন অন্য সকল ক্ষণিক পদার্থ। এই তিনটির নিরূপাখ্যত্বাদি তাঁহাদের বাক্যেই প্রমাণিত করিতেছেন "যদুক্ত" ইত্যাদি।

বুদ্ধি বোধ্য তিনটি হইতে অন্য সংস্কৃতক্ষণিক। অর্থাৎ প্রতি সংখ্যানিরোধ অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ ও আকাশ হইতে অন্য পৃথিবী পরমাণু প্রভৃতি ক্ষণিক, তিনটি বুদ্ধিবোধ্যও অন্য সকল ক্ষণিক, ক্ষণিক সংস্কৃত-ক্ষণিক লক্ষণ যুক্ত। এই বৌদ্ধগণের বিনাশের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া তাহার খণ্ডন প্রকার বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। তন্মধ্যে আকাশ পরে নিরাকরণ করিবেন। নিরোধ দ্বয় নিরাকরণ করিতেছেন—"প্রতিসংখ্যা" ইত্যাদি। এই নিরোধদ্বয়ের অপ্রাপ্তি বা অসম্ভব হইবে; কি প্রকারে? অবিচ্ছেদ হেতু, অর্থাৎ সৎ পদার্থের নিরন্বয় বিনাশের অভাব হেতু, সৎ বস্তুর সম্পূর্ণ বিনাশের অভাব শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন—"সৎ বস্তুর কদাপি অভাব হয় না "এই প্রকার শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে। সৎ দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তিই উৎপত্তি ও বিনাশ। অবস্থাশ্রয়ীদ্রব্য এক এবং স্থায়ী। অর্থাৎ সৎ মৃৎপিণ্ডের কম্বুগ্রীবাদি অবস্থার যোগই ঘটোৎপত্তি হয়।

তাহার বিরোধি কপালাদির অবস্থা যোগই ঘটের বিনাশ হয়, কিন্তু ঘটনাশে মৃৎপিণ্ড নাশ হয় না, মৃৎপিণ্ড এক ও স্থায়ী পদার্থ, সুতরাং সৎ পদার্থের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। যদি বলেন-তাহা হইলে প্রদীপ দৃষ্টান্তের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নচ' ইত্যাদি। প্রদীপবিনাশের নিরন্বয়ত্ব

রেবান্যত্র নাশত্বে নিশ্চিতে দীপেঽপি তস্যা এব তত্বেন নিশ্চেয়ত্বাৎ। অনুপলব্ধস্তু তি সৌক্ষ্ম্যাদেব। সদ্বস্তুনো নিরন্বয়শ্চেদ্ বিনাশস্তর্হি ক্ষণানন্তরং বিশ্বং নিরূপাখ্যং পশ্যেঃ। ত্বং ন চ ভবেঃ। নচৈবমস্তি। তস্মাদনুপপন্নঃ সঃ ॥২২॥

অথ তদভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ উভয়থা চ দোষাৎ ॥ওঁ॥২।২।৩।২৩॥

নন্বু তথাত্বে প্রদীপ দৃষ্টান্তস্য কা গতিঃ? ইতিচেৎ—তত্রাহুঃ—ন চেতি। তত্বেন অবস্থান্তরাপত্তেরেব নাশাত্বেন; নন্বু যথা মৃদ্দ্রব্যস্য অবস্থান্তরেণ উৎপত্তিবিনাশৌ উপলভ্যেতে, তথা দীপস্য কুতে নোপলম্ভঃ? ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—অতি সৌক্ষ্ম্যাদিতি। প্রদীপ প্রকাশোঽপি ভূততৃতীয়ে তেজসি বিলীনঃ তিষ্ঠতি; কারণকূটসমবধানে তু প্রকাশতে' ইত্যর্থঃ। অথ দোষান্তরমাহুঃ সদ্ বস্তুনঃ" ইতি। পুন দোষান্তরমাহুঃ—ত্বঞ্চেতি। নিরবশেষবিনাশবাদী ক্ষণিকঃ ত্বং, তস্মাৎ ক্ষণোত্তরমভাবগ্রস্তত্বাৎ ত্বঞ্চ ন ভবেঃ। তথাচ—মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্তিরতীব মূঢ়তা ভবতামিতি ভাবঃ। অথ প্রকরণং নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ স নিরন্বয়বিনাশঃ সর্ব্বথা অনুপপন্নমেব ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥২২॥

অথেতি- তদভিমতাং বৈভাষিকাভিমতাং মুক্তিং দূষয়ন্তি—তথাচ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে—বৌদ্ধদর্শনম্—(৮০ পৃ০) তদুভয়নিরোধঃ, (দুঃখস্য তৎকারণস্য চ নিরোধঃ) তদনন্তরং বিমলজ্ঞানোদয়ো বা মুক্তিঃ, তন্নিরোধোপায়ো মার্গঃ; স চ তত্ত্বজ্ঞানম্। তচ্চ প্রাচীনভাবনাবলাদ্ ভবতীতি পরমং রহস্যম্" ইতি।

সম্পূর্ণ বিনাশ দেখিয়া অন্যত্রও সেই প্রকার হউক" ইহা বলিতে পারিবেন না, যে হেতু অন্যত্র অবস্থান্তরাপত্তিকেই নাশ বলিয়া নিশ্চয় করা হইয়াছে, সুতরাং প্রদীপস্থলেও তাহাই অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তিই বিনাশ বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে।

যদি বলেন-যে প্রকার মৃদাদি দ্রব্যের অবস্থান্তরের দ্বারা উৎপত্তি বিনাশ উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার প্রদীপের উপলব্ধি হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রদীপের অনুপলব্ধি কিন্তু অতিশয় সূক্ষ্ম হেতু হয় না, অর্থাৎ প্রদীপপ্রকাশও তেজে বিলীন হইয়া অবস্থান করে, কারণ সকল সমবধানে প্রকাশিত হয় ইহাই অর্থ। অনন্তর অন্য দোষ বর্ণনা করিতেছেন - 'সৎবস্তু' ইত্যাদি। সদ্বস্তুর নিরন্বয় বা সম্পূর্ণ যদি বিনাশ হয় তাহা হইলে পরক্ষণে সমগ্র বিশ্ব নিরূপাখ্য বা শূন্য দেখিবেন। পুনঃ দোষান্তর বলিতেছেন—আপনিও হইবেন না, কিন্তু এই প্রকার দেখা যায় না, অর্থাৎ নিরবশেষ বিনাশবাদী আপনি, সুতরাং একক্ষণের পরে অভাব যুক্ত হেতু আপনি ও বর্ত্তমান থাকিবেন না। অতএব অপনাদের মোক্ষ লাভের উপায়ে প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্ত মূঢ়তা মাত্র। অতঃ পর প্রকরণ সমাপ্ত করিতেছেন- অতএব নিরন্বয় বিনাশ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অনুপপন্নই হইতেছে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২২॥

ত্রিষু মণ্ডুকপ্লুত্যা নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।২।৩।১৯) যোঽয়ং সংসারহেতোরবিদ্যাদে নিরোধো বৌদ্ধৈর্ম্মোক্ষোঽভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্যাৎ? স্বয়মেব বা? নাদ্যঃ

কিঞ্চ—(৮৮ পৃ০) ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারা ইতি যা বাসনা স্থিরা। স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোঽভিধীয়তে॥ অপিচ—রাগাদি জ্ঞান সন্তান বাসনোচ্ছেদ সম্ভবা। চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাঃ মুক্তিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥ ইত্যেবং বৌদ্ধানাং মুক্তিমপি ন ভবতীতি তৎ প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—উভয়থা' ইতি।

অবিদ্যাদীনাং দুঃখকারণানাং প্রতিসংখ্যানিরোধ— অপ্রতি সংখ্যানিরোধ উভয়থা সদোষত্বাৎ ন তেষাং মোক্ষোঽপি সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ। ত্রিষু ইতি—"অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা" "প্রতি সংখ্যাঽপ্রতি সংখ্যা নিরোধা প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ" "উভয়থা চ দোষাৎ" (২২।৩২১—২২-২৩) এষু ত্রিষু সূত্রেষু—"ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেৎ ন উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ" (২।২ ৩ ১৯) ইত্যস্মাৎ সূত্রাৎ 'ন' কারোঽনুবর্ত্ততে।

মণ্ডুকপ্লুত্যা" ইতি—মণ্ডুকো যথা উৎপ্লুত্য-উৎপ্লুত্য গচ্ছতি, তথা যো বিধিঃ প্রবর্ত্ততে স ন্যায়ো" মণ্ডুকপ্লুতিঃ" ইত্যুচ্যতে। অত্র চ পূর্ব্ব সূত্রাৎ "ন" কারোৎপ্লুত্য পরসূত্রমাগচ্ছতি' ইতি অত্র

অনন্তর বৈভাষিকগণের অভিমতে যে মুক্তি তাহাও সিদ্ধ হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বর্ণিত আছে-উভয় নিরাধ অর্থাৎ দুঃখও তাহার কারণ নিরোধ হইলে তদনন্তর বিমল জ্ঞানোদয় বা মুক্তি হয়। তাহাদের নিরোধের উপায় মার্গ তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে,তাহাও প্রাচীন ভাবনা বলে হইয়া থাকে ইহাই পরমরহস্য। অপর সংস্কার সকল ক্ষণিক এই প্রকার যে স্থির বাসনা তাহাকে মার্গ বলিয়া জানিবে, এবং তাহাই মোক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। আরও রাগাদি জ্ঞান পরম্পরার বাসনা উচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন যে মুক্তি তাহা বৌদ্ধ চতুষ্টয়ের মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধগণের এই প্রকার মুক্তিও হয় না, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-"উভয়থা" ইত্যাদি।

উভয় প্রকারেই দোষ হেতু। অর্থাৎ অবিদ্যাদি দুঃখ কারণ সকলের প্রতিসংখ্যানিরোধও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এই উভয় প্রকার দোষ যুক্ত হওয়া হেতু বৌদ্ধগণের মোক্ষও সিদ্ধ হয় না ইহাই সূত্রার্থ। "মণ্ডুক প্লুতি" ন্যায়ে তিনটি সূত্রে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ "ইতরেত"। ১৯) সংখ্যক সূত্র হইতে "ন" কারের অনুবর্ত্তন হইবে। মণ্ডুকপ্লুতি অর্থাৎ - মণ্ডুক যেমন লাফাইয়া গমন করে সেই প্রকার পূর্ব্ব হইতে লম্ফ প্রদানে উত্তরদেশে গমন করে সেই রূপ যে বিধি প্রবর্ত্তিত হয় তাহকে "মণ্ডুক প্লুতি" ন্যায় বলে। এই স্থলে পূর্ব্ব সূত্র হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া 'ন' কার পরসূত্রে আসিয়াছে ইহাই মণ্ডুকপ্লুতি ন্যায়। বৌদ্ধগণের মুক্তি ও সিদ্ধ হয় না তাহা প্রতিপাদান করিতেছেন—'যোঽয়ং" ইত্যাদি।

নির্হেতুক বিনাশস্বীকার বৈয়র্থ্যাৎ। নেতরঃ, সাধনোপদেশ নৈরর্থক্যাৎ। ইত্যুভয়থাপি বিচারাসহত্বাত্তদভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিদ্ধ্যতি ॥২৩॥

মণ্ডুকপ্লুতিন্যায়ো ভবতি। অথ তদভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিদ্ধ্যতীতি—প্রতিপাদয়ন্তি—যোঽয়মিতি। স কিমিতি—স মোক্ষঃ কিং সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞানাৎ ভবেৎ? অথবা স্বয়মেব ভবেদিতি জিজ্ঞাসা? নাদ্য ইতি, অত্র সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান শব্দেন প্রতিসংখ্যানিরোধো বোদ্ধ্যতে, বুদ্ধিপূর্ব্বকতত্ত্ব জ্ঞানলাভাৎ; তদেব মোক্ষস্য হেতুঃ স্বীকারে নির্হেতুকবিনাশ স্বীকার বৈয়র্থ্যাৎ। অপ্রতি সংখ্যানিরোধ স্বীকারে ব্যর্থতাপত্তিরিত্যর্থঃ।

অথ পক্ষান্তরং নিরাকুর্ব্বন্তি—নেতরঃ" ইতি। নহু মোক্ষঃ স্বয়মেব ভবতি; তথাত্বে সাধনোপদেশ নৈরর্থক্যাদিত্যর্থঃ। তথাচ তেষাং সাধনানি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শনম্—(৮৭ পৃ০) দ্বাদশায়তন পূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধনয়ে প্রসিদ্ধম্—অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ। পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ॥ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি চ। মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ॥ অপি চ কৃত্তিঃ কমণ্ডলু-মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্ন ভোজনম্। সংঘো রক্তাম্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥ ইতি তস্মাঽভয়থাপি মোক্ষবিষয়ে বিচারাসহত্বাৎ বৈভাষিকাভিমতো মোক্ষোঽপি ন সিদ্ধ্যতীতি ভাষ্যার্থঃ ॥২৩॥

এই যে সংসারের কারণ যে অবিদ্যা তাহার নিরোধই মোক্ষ ইহা বৈভাষিকগণের অভিমত, এইস্থলে জিজ্ঞাস্য সেই মোক্ষ সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইতে লাভ হয়? অথব স্বয়ং মোক্ষ লাভ হয়? প্রথম পক্ষ হইবে না, যে হেতু নির্হেতুক বিনাশ স্বীকার করা ব্যর্থ হইবে।

অর্থাৎ এইস্থলে সাক্ষাৎ তত্ত্ব জ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধ কে বুঝায়, বুদ্ধি পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া হেতু, তাহাকেই মোক্ষের হেতু স্বীকার করিলে নির্হেতুক বিনাশ স্বীকার করা বৃথা। প্রতিসংখ্যানিরোধ স্বীকারের দ্বারাই মোক্ষ সিদ্ধ হইলে, আর অপ্রতি সংখ্যানিরোধ স্বীকার করিলে ব্যর্থতাপত্তি দোষ হইবে ইহাই অর্থ।

অনন্তর পক্ষান্তর নিরাকরণ করিতেছেন—"নেতরঃ" ইত্যাদি। ইতর অর্থাৎ মোক্ষ স্বয়ং হইবে না, যে হেতু সাধনোপদেশ ব্যর্থ হইবে। এই রূপে উভয় প্রকারেই বিচারের অযোগ্য হওয়া হেতু মোক্ষও সিদ্ধ হইবে না। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধগণের সাধন সকল এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—দ্বাদশায়তন পূজা বৌদ্ধদিগের শ্রেয়স্কর যেমন—বহু অর্থ উপার্জন করিয়া চতুঃপার্শে দ্বাদশায়তনের পূজা করা কর্ত্তব্য: অন্যকোন পূজার প্রয়োজন নাই, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মনও বুদ্ধি এই সকল কে পণ্ডিতগণ দ্বাদশায়তন বলে। অপর কৃত্তি চর্ম্ম কমণ্ডলু মস্তক মুণ্ডন চীর জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পূর্ব্বাহ্নে ভোজন সংঘবদ্ধ হইয়া নিবাস রক্তাম্বর পরিধান বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই সকল আশ্রয় করিবে। অতএব উভয়প্রকারেই মোক্ষবিষয়ে বিচারাসহহেতু বৈভাষিকাভিমত মুক্তি সিদ্ধ হইতেছে না ইহাই ভাষ্যার্থঃ ॥২৩॥

অথাকাশস্য নিরুপাখ্যত্বং নিরস্যতে—

॥ওঁ॥ আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২৪॥

আকাশে যা নিরুপাখ্যতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ? অবিশেষাৎ। "ইহ শ্যেন উৎপততি" ইতি প্রতীত্যা, তত্রাপি পৃথিব্যাদিবস্তুাবরূপত্বাৎ, গন্ধাদিগুণানাং পৃথিব্যাদিবস্তু।

প্রতিসংখ্যা নিরোধ-অপ্রতিসংখ্যা নিরোধাকাশঞ্চ ত্রয়ং নিরূপাখ্য শূন্যমিতি বৌদ্ধা বদন্তি। তত্র নিরোধদ্বয়ং পরিহৃতম্; অথ আকাশস্য নিরূপাখ্যত্বং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— আকাশে চ ইতি। আকাশে যা ভবতাং নিরূপাখ্যতা বুদ্ধিঃ সা ন সম্ভবতি; কুতঃ? অবিশেষাৎ। পৃথিব্যাদি ভাব পদার্থবদবিশেষাদিতার্থঃ।

অথ সূত্রার্থং বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ—"আকাশে" ইত্যাদিনা। সূত্রব্যাখ্যানন্ত ভাষ্যে স্পষ্টম্। অবিশেষাদিতি ভাবরূপত্বেন পৃথিব্যাদি দ্রব্যবদাকাশস্যাপি দ্রব্যত্বেনাবাধিত প্রতীতি সিদ্ধত্বাদিতি। অথাকাশস্য প্রতীতি প্রকারমাহুঃ—ইহেতি। "ইহ আকাশে শ্যেন উৎপততি" ইতি প্রতীত্যা আকাশস্য ভাবরূপত্বম্। অত্রানুমান প্রকারং দর্শয়ন্তি—তত্রাপীতি। আকাশঃ ভাববদ্দ্রব্যং পৃথিব্যাদিবদ্ ভাবরূপত্বাৎ; তথাচ—সংযোগাজন্য—জন্যবিশেষগুণ সমানাধিকরণ বিশেষাধিকরণম্; তদ্যথা সংযোগ অজন্যো যো জন্যবিশেষগুণঃ বিভাগজঃ শব্দঃ তৎসমানাধিকরণো বিশেষঃপদার্থ প্রভেদঃ তদধিকরণত্বমাকাশে অস্তীতি। আকাশত্বং শব্দসমবায়িকারণত্বম্।

অনন্তর আকাশের নিরূপাখ্যত্ব নিরসন করিতেছেন, প্রতিসংখ্যানিরোধ অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ ও আকাশ এই তিনটি নিরূপাখ্য বা শূন্য ইহা বৌদ্ধগণ বলেন। তন্মধ্যে নিরোধ দ্বয় পরিহার করা হইয়াছে, অধুনা আকাশের নিরূপাখ্যত্ব নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"আকাশে" ইত্যাদি। আপনাদের আকাশে যে নিরূপাখ্যতা বুদ্ধি তাহা সম্ভব নহে, কি প্রকারে? অবিশেষ হেতু, পৃথিব্যাদি ভাবপদার্থের ন্যায় আকাশও ভাব পদার্থ হওয়া হেতু, অর্থাৎ ভাব পদার্থবদবিশেষ হেতু ইহাই সূত্রার্থ।

অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্বয়ং সূত্রার্থ করিতেছেন—"আকাশ" ইত্যাদি। আকাশে যে নিরূপাখ্যত্ব বুদ্ধি তাহা সম্ভব নহে। কেন? অবিশেষ হেতু, অর্থাৎ ভাবরূপ হওয়া হেতু পৃথিব্যাদি দ্রব্যের সমান আকাশেরও দ্রব্যত্বরূপে অবাধিত প্রতীতি সিদ্ধ হওয়া হেতু আকাশ নিরূপাখ্য নহে। আকাশের প্রতীতি প্রকার বলিতেছেন—'ইহ' ইত্যাদি। এই আকাশে শ্যেনপক্ষী উৎপতিত হইতেছে এই প্রকার প্রতীতি হেতু আকাশের ভাবরূপতা সিদ্ধ হইতেছে। এইস্থলে অনুমান প্রকার দেখাইতেছেন—তত্রাপীত্যাদি।

শ্রয়ত্ব বীক্ষণাৎ, শব্দগুণস্যাপ্যাকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয়ঃ, ইত্যানুমানাচ্চ।" বায়ুরাকাশসংশ্রয়ঃ" ইতি ত্বদুক্ত্যসঙ্গতেশ্চ। অপিচ "আবরণাভাবমাত্রমাকাশম্" ইতি ন শক্যং বক্তুং

তচ্চ শব্দঃ পৃথিব্যাদ্যষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যাশ্রিতঃ অষ্টদ্রব্যানাশ্রিতত্বে সতি সমবায়িকারণবত্ত্বাৎ যন্নৈবং তন্নৈবং যথা রূপমিতি। অথবা – শব্দো গুণঃ চক্ষুর্গ্রহণাযোগ্য বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যজাতিমত্ত্বাৎ স্পর্শবৎ"; শব্দো দ্রব্যসমবেতো গুণত্বাৎ সংযোগবৎ" ইত্যনুমানাভ্যাং শব্দস্য দ্রব্যসমবেত্বে সিদ্ধে পৃথিব্যাদ্যষ্টসু দ্রব্যেষু শব্দাধিকরণত্বস্য বাধাৎ শব্দাধিকরণং নবমং দ্রব্যং সিদ্ধ্যতি" ইতি। (ন্যায়কোশঃ—১১৪ পৃ০) অথানুমানান্তরমাহুঃ—গন্ধাদিগুণানামিতি। তস্মাদাকাশং ন নিরূপাখ্যমিতি। অথ বৌদ্ধসিদ্ধান্তেনাপি আকাশস্য বস্তুত্বং বিলোক্যতে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি বায়ুরিতি। "পৃথিবী ভগবঃ কিং সংনিশ্রয়া ?" ইত্যস্মিন্ প্রশ্ন প্রতিবচন প্রবাহে পৃথিব্যাদীনামন্তে—বায়ুঃ কিং সংনিশ্রয়ঃ ? ইত্যস্যোত্তরং—"বায়ুরাকাশ সংনিশ্রয়ঃ" ইতি; অত্রাকাশস্য আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদনাৎ ত্বদুক্তিসঙ্গতাভাবাৎ আকাশং ন নিরূপাখ্যম্।

আকাশ পৃথিব্যাদির ন্যায় দ্রব্য, যে হেতু তাহা ভাবরূপ। অর্থাৎ আকাশ ভাববদ্দ্রব্য হয় পৃথিবী প্রভৃতির সমান, ভাবরূপ হওয়া হেতু। আকাশ সংযোগ অজন্য জন্য বিশেষ গুণ সমানাধিকরণ বিশেষাধিকরণ, অর্থাৎ সংযোগজ শব্দভিন্ন যে জন্য বিশেষ গুণ বিভাগজ শব্দ, তাহার সমানাধিকরণ পদার্থ প্রভেদ, সেই পদার্থ প্রভেদের অধিকরণত্ব আকাশে বিদ্যমান আছে, সুতরাং আকাশ শব্দ সমবায়ি কারণ। সেই আকাশ পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে, অতএব অষ্টদ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া আকাশ সমবায়ি কারণত্ব যুক্ত, যাহা এই প্রকার নহে তাহা এইপ্রকার নহে, যেমন রূপ। অথবা শব্দ একটি গুণ যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রহণের অযোগ্য ও বহিরিন্দ্রয় গ্রাহ্য জাতিমত্ত্ব হওয়ায়, যেমন স্পর্শ। শব্দ দ্রব্যসমবেত যে হেতু গুণ যেমন সংযোগ।

এই অনুমান দ্বয়ের দ্বারা শব্দের দ্রব্যসমবেতত্ব সিদ্ধ হইলে পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যে শব্দাধিকরণত্বের বাধক হেতু শব্দাধিকরণ রূপে আকাশ নবমদ্রব্য সিদ্ধ হইতেছে। অনুমানান্তর বর্ণন করিতেছেন—গন্ধাদি ইত্যাদি। গন্ধাদিগুণ সকল পৃথব্যাদিদ্রব্য সকলকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহা দেখা যায়, এই কারণে শব্দগুণের আশ্রয়ও আকাশ এবং তাহা দ্রব স্বরূপ, দ্রব্যই গুণের আশ্রয় হয়, এই অনুমানের দ্বারা আকাশ ভাব রূপ বলিয়া সিদ্ধ হয়, অতএব আকাশ নিরূপাখ্য বা শূন্য নহে। বৌদ্ধ সিদ্ধান্তেও আকাশাকে বস্তু বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা দেখা যায়, যেমন—"বায়ু আকাশ সংশ্রয়" সুতরাং আকাশনিরূপাখ্য হইলে আপনাদের এই বাক্যও অসঙ্গত হইবে।

আপনাদের শাস্ত্রে দেখা যায় হে ভগবন্! পৃথিবী কি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে ? এই প্রকার প্রশ্ন প্রতিবচন প্রবাহে পৃথিব্যাদি নিরূপণ করিয়া অন্তে—বায়ু কি আশ্রয় করিয়া অবস্থান

ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ। তথাহি ন তাবৎ প্রাগভাবাদিত্রয়মাকাশঃ। পৃথিব্যাদেরাবরণস্য সত্ত্বেন তদপ্রতীতি প্রসঙ্গাৎ, বিশ্বং নিরাকাশং স্যাৎ।

আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাদ্যপ্রতীতি প্রসঙ্গাচ্চ। নাপ্যন্যোঽন্যাভাবঃ, তস্য তত্তদাবরণ

যদুক্তং "আবরণাভাব মাত্রমাকাশম্" (২২৩২২) তন্নিরাকুর্ব্বন্তি—অপিচ' ইত্যাদিনা। প্রাগভাবাদি ত্রয়মিতি—অভাবশ্চতুর্বিবধঃ প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবঃ, অত্যন্তাভাবঃ, অন্যোন্যাভাবশ্চ। (তর্ক° সং ৯ পৃ°) তত্রাদৌ অভাবত্রয়ং নিরূপয়ন্তি—পৃথিব্যাদেরিত্যাদিনা। পৃথিবী জল তেজসাং আবরণস্য বিদ্যমানত্বেন, তদ্ আকাশস্য অপ্রতীতিঃ প্রসঙ্গাৎ ; আকাশস্য প্রতীতেরভাবত্বে বিশ্বং নিরাকাশং অবকাশরহিতং স্যাৎ ; তথাত্বে "ইহ শ্যেন উৎপততি" ইতি প্রয়োগাপত্তেঃ। কিঞ্চ পৃথিব্যাদিষু আকাশস্য সত্ত্বেন পৃথিব্যাদীনাং অপ্রতীতিঃ প্রসঙ্গাচ্চ ; আকাশস্যাভাবরূপত্বাৎ।

ইদমত্রতত্ত্বম্—ন তাদাকাশঃ পৃথিব্যাদীনাং প্রাগভাবঃ, তচ্চ "অনাদিঃ সান্তঃ" যথা উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য ; ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ঘটাভাবঃ, ঘটপ্রাগভাবঃ। আকাশস্য পৃথিব্যাদীনাং প্রাগভাবত্বে তেষাং উৎপত্ত্যনন্তরং আকাশ প্রতীত্যযোগাৎ। ন চ প্রধ্বংসাভাবঃ, তচ্চ "সাদিরনন্তঃ" যথা উৎপত্ত্যনন্তরং কার্য্যস্য" ইতি "ঘটো ধ্বস্তঃ" ইত্যত্র যোঽভাবপ্রতীতি র্ভবতি সঃ প্রধ্বংসাভাবঃ। যদি আকাশঃ প্রধ্বংসাভাবঃ স্যাৎ, তদা পৃথিব্যাদের্নাশানন্তরমুৎপদ্যতে ; যাবৎ পৃথিব্যাদীনাং স্থিতিঃ তাবৎ স নোৎপদ্যেত ; তস্মাদপি তস্য প্রতীত্যভাবসিদ্ধেঃ।

করে ? তদুত্তরে-বায়ু আকাশকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে "এইস্থলে আকাশের আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করা হেতু আপনাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গতির অভাব, সুতরাং আকাশ নিরূপাখ্য বস্তু নহে। আপনারা যে বলিয়াছেন—আবরণের অভাবমাত্র আকাশ, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—"অপিচ ইত্যাদির দ্বারা। অপর আবরণের অভাব মাত্র আকাশ, তাহা বলিতে পারিবেন না, কারণ তাহা বিচার যোগ্য বাক্য নহে। আপনাদের আকাশ প্রাগভাবাদি ত্রয় নহে। অভাব চতুর্ব্বিধ - প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব অত্যন্তাভাব অন্যোন্যাভাব, তন্মধ্যে প্রথমে অভাব ত্রয় নিরূপণ করিতেছেন—পৃথিবী প্রভৃতির ইত্যাদি। পৃথিবী প্রভৃতির আবরণের বিদ্যমানতা হেতু আকাশ প্রতীতির অভাব প্রসঙ্গ হেতু বিশ্ব আকাশ শূন্য হইবে। অর্থাৎ পৃথিবী জলও তেজের আবরণ বিদ্যমান হেতু সেই আকাশের প্রতীতি হইবে না, আকাশ প্রতীতির অভাব হইলে বিশ্ব আকাশ রহিত হইবে, তাহা হইলে "এই আকাশে শ্যেন উড়িতেছে" এই প্রয়োগের আপত্তি হইবে।

আরও পৃথিবী প্রভৃতিতে আকাশের বিদ্যমান হেতু তাহাদের প্রতীতির অভাব প্রসঙ্গ হইবে, যেহেতু আপনাদের আকাশ অভাব স্বরূপ। এইস্থলে সারতত্ত্ব এই যে আকাশ পৃথিব্যাদির প্রাগভাব

গতত্বেন তস্যাপ্যাকাশাপ্রতীতি প্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ, "যত্রাবরণাভাবস্তদাকাশম্" ইতি চেত্তর্হি বস্তুভূতমেব তদাবরণাভাবেন বিশেষিতত্বাৎ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদিবদ্ভাবভূতমাকাশং ন তু নিরূপাখ্যম্ ॥২৪॥

নতু অত্যন্তাভাব আকাশঃ ; তচ্চ "ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ" যথা "ভূতলে ঘটো নাস্তি" অত্র পৃথিব্যাদীনামত্যন্তাভাবত্বং কদাপি ন সম্ভবতি ; যদা তু তাসামভাবো ভবতি তদা আকাশস্যাপি অভাবো ভবেৎ। অথ অন্যোঽন্যাভাবত্বং আকাশস্য নিরাকুর্ব্বন্তি—নাপি' ইত্যাদিনা। তচ্চ "তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবঃ" (তর্কসং) যথা "ঘটঃ পটো ন" ইত্যনুভবঃ। তস্য" ইতি —তস্য অন্যোঽন্যাভাবস্যাপ্রতীতি প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। যৎকিঞ্চিদেতৎ' ইতি অত্যন্তাসঙ্গতা ভবতা ধারণা, বুদ্ধির্ব্বা' ইতি।

নন্নু মা ভূদ ভাবরূপমাকাশম্; কিন্তু তস্য-অভাবত্বং প্রকারান্তরেণ সাধয়ামঃ, ইত্যাহুঃ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ প্রদেশে আবরণস্যাভাবং তদেবাকাশমিতি চেৎ ন ; তর্হি ইতি। কিঞ্চ নৈয়ায়িকানামপি ভাবরূপোঽয়মাকা ইতি। ভাষাপরিচ্ছেদে ২, দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাব পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥

তথাচ বৈশেষিক সূত্রম্—১।১ ৫,"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মামন ইতি দ্রব্যাণি" কিঞ্চ—আকাশ প্রকরণে উপ॰—নন্নু আত্মগুণো মনোগুণো বা শব্দো ভবিষ্যতীত্যত আহ—সূ॰—"পরত্র

বস্তু নহে, তাহা অনাদি ও সান্ত যেমন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের, অর্থাৎ ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে যে ঘটাভাব, তাহাকে ঘট প্রাগভাব বলে।

আকাশ যদি পৃথিব্যাদির প্রাগভাব হয় তবে পৃথিব্যাদির উৎপত্তির পর আকাশের প্রতীতি হইবে না। আকাশ প্রধ্বংসাভাবও নহে, তাহা সাদি এবং অনন্ত, যেমন কার্য্যের উৎপত্তির অনন্তর "ঘট ধ্বংস হইল" এইস্থলে যে ঘটাভাব প্রতীতি হইতেছে তাহা প্রধ্বংসাভাব। যদি আকাশ প্রধ্বংসাভাব হয় তাহা হইলে পৃথিব্যাদি নাশের পরে উৎপন্ন হইবে। আকাশ অত্যন্তাভাব ও নহে, তাহা ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন অভাবস্বরূপ যেমন ভূতলে ঘট নাই," এইস্থলে পৃথিব্যাদির অত্যন্তাভাব কখনও সম্ভব নহে, যে কালে পৃথিব্যাদির অভাব হয় সেকালে আকাশেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অনন্তর আকাশের অন্যোঽন্যাভাবত্বং নিরাকরণ করিতেছেন—নাপি' ইত্যাদি। আকাশ অন্যোঽন্যাভাবও নহে, তাহা তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতারূপ অভাব, যেমন "ঘট পট নহে" এই প্রকার অনুভব। সেই অন্যোঽন্যাভাবের পৃথিব্যাদি আবরণের অন্তর্গত হওয়ার জন্য পৃথিব্যাদি মধ্যগত আকাশের অপ্রতীতি প্রসঙ্গ হইবে, সুতরাং তাহা যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের ধারণা বা বুদ্ধি অত্যন্ত অসঙ্গত।

শঙ্কা—যদি বলেন আকাশ অভাব স্বরূপ না হউক, কিন্তু আকাশের অভাবত্ব প্রকারান্তরে সাধন করিব যেমন যে প্রদেশে আবরণের অভাব তাহাই আকাশ।

সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ" (২।১।২৬) উপস্কারঃ—শব্দো যদি আত্মগুণঃ স্যাৎ তদা "অহং সুখীয়তে, জানে, ইচ্ছামি" ইত্যাদি বৎ "অহং পূর্য্যে, অহং বাদ্যে, অহং শব্দবান্" ইত্যাদি ধীঃ স্যাৎ, ন তু এবমস্তি, কিন্তু "শঙ্খঃ পূর্য্যতে বীণা বাদ্যতে" ইতি প্রতিয়ন্তি লৌকিকাঃ,

কিঞ্চ "শব্দো নাত্মগুণঃ বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাৎ রূপাদিবৎ" অপি চ—"শব্দো যদি আত্মযোগ্য-বিশেষ গুণঃ স্যাৎ বধিরেণাপি উপলভ্যেত দুঃখাদিবৎ" তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং পরত্র সমবায়াদিতি। অমনোগুণত্বে হেতুমাহ—প্রত্যক্ষত্বাদি। যদর্থময়ং পরিশেষস্তদাহ—সূ• "পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য" (২।১।২৭) উপং শব্দ ইতি শেষঃ। অত্রাপি "শব্দ ক্বচিদাশ্রিতো গুণত্বাৎ রূপাদিবৎ" ইতি সামান্যতোদৃষ্টাদ্ অষ্টদ্রব্যাতি-রিক্ত দ্রব্যসিদ্ধিঃ। গুণশ্চায়ং "বাহ্যৈকেন্দ্রিয় গ্রাহ্যজাতীয়ত্বাৎ রূপাদিবৎ ইতি। "আকাশত্বং শব্দাশ্রয়ত্বম্" ইতি মুক্তাবলী (৪৪) তস্মাৎ অভাবমাত্রমাকাশং ন ইতি ভাবঃ। নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি ॥২৪॥

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—তর্হীতি। তাহা হইলে ঐ আকাশ বস্তু স্বরূপই হইবে, যে হেতু আকাশকে আবরণের অভাবরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। অপর নৈয়ায়িকগণেরও আকাশ ভাব পদার্থ হয়, ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। তন্মধ্যে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক্ আত্মা ও মন এই নয়টি দ্রব্য কথিত হয়। বৈশেষিকদর্শনে আকাশ প্রকরণে বর্ণিত আছে—যদি বলেন শব্দ আত্মার গুণ অথবা মনের গুণ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—আত্মা ভিন্ন দ্রব্যে সমবেত হওয়া হেতু শব্দ আত্মার গুণ নহে, এবং শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ার জন্য শব্দ মনের গুণ নহে।

উপস্কার—শব্দ যদি আত্মার গুণ হইত তাহা হইলে "আমি সুখী, আমি জানি আমি ইচ্ছা করি, ইত্যাদিবৎ, আমি পূরিত হইতেছি, আমি বাজিতেছি, আমি শব্দবান্" ইত্যাদি বুদ্ধি হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই কিন্তু শঙ্খ পূরিত হইতেছে, বীণা বাজিতেছে, ইত্যাদি সকলের প্রতীতি হয়। অনুমান প্রকার—শব্দ আত্মার গুণ নহে, যেহেতু বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, যেমন রূপাদি। অপর শব্দ যদি আত্মযোগ্য বিশেষ গুণ হইত তবে বধিরও শব্দ উপলব্ধি করিত, যেমন দুঃখাদির অনুভব করে, কিন্তু তাহা দেখা যায় না, অতএব যথার্থই বলিয়াছেন—পরত্র সমবায়হেতু।

শব্দের অমনোগুণত্বে কারণ বলিতেছেন—প্রত্যক্ষত্ব" ইত্যাদি। যে নিমিত্ত এই পরিশেষ তাহা বলিতেছেন অতএব পরিশেষানুমান প্রক্রিয়া দ্বারা শব্দরূপ বিশেষগুণের আশ্রয়রূপে আকাশ অনুমিত হয়। উপস্কার—শব্দ কাহারও আশ্রিত দ্রব্য, যেহেতু তাহা গুণ, যেমন রূপাদি, এই সামান্যা-নুমানের দ্বারা আকাশের অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্য সিদ্ধ হয়। আপর শব্দ একটি গুণ, বাহ্য এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জাতীয় হওয়া হেতু, যেমন রূপাদি। আকাশ শব্দের আশ্রয়। অতএব অভাব মাত্র আকাশ নহে, তাহা ভাব পদার্থ। অনন্তর আকাশ প্রকরণের নিগমন করিতেছেন—তস্মাদিতি। সুতরাং পৃথিব্যাদির সমান আকাশ ভাব পদার্থ হয়, কিন্তু নিরূপাখ্য বস্তু নহে ॥২৪॥

অথ ভাবস্য ক্ষণিকত্বং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ অনুস্মৃতেশ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২৫॥

পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়া ধীরনুস্মৃতিঃ। প্রত্যভিজ্ঞেতি যাবৎ। সমস্তং বস্তু তদেবেদমিতি

সোত্রান্তিকাঃ পদার্থানাং ভাবস্য ক্ষণিকত্বং স্বীকুর্ব্বন্তি, তচ্চেত্থম—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বৌ°দ°—(৩৩ পৃ°) সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্” ইতি, তত্র ক্ষণিকত্বং নীলাদিক্ষণানাং সত্ত্বেনানুমাতব্যম্ যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্, যথা জলধর পটলম্, সন্তশ্চামী ভাবা” ইতি। তদুক্তং জ্ঞানশ্রিয়া—(৪৮) “যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী, সত্তা শক্তিরিহার্থ—কর্ম্মাণি মিতে সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা। নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতে—নাপি ক্রিয়াদি র্ভবেৎ দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গ সঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি॥ তস্মাৎ সর্ব্বমিদং ক্ষণিকমিত্যর্থঃ।

ইত্যেবং ক্ষণিকবাদস্য নিরাকরণায় সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনুস্মৃতেশ্চেতি। সূত্র ব্যাখ্যানন্ত ভাষ্যে স্পষ্টম্। অনুস্মৃতিরিতি সোঽয়ং কৃষ্ণদাসঃ” য ইমং কৃষ্ণদাসমহং পূর্ব্বং বাল্যকালে অপশ্যম্ সোঽয়ং অধুনা প্রৌঢ়াবস্থায়াং বিলোকয়ামি, ইত্যেবং যদ্ জ্ঞানং সা অনুস্মৃতিরিতি, সা এব প্রত্যভিজ্ঞা’ ইত্যর্থঃ। সা চ ভাবস্য ক্ষণিকত্বমঙ্গীকারে ন সিদ্ধ্যতীত্যাহুঃ—সমস্তমিতি।

সৌত্রান্তিকগণ পদার্থ সকলের যে ভাব তাহার ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে তাহা এইপ্রকার বর্ণনা করিয়াছেন – সকল পদার্থ ই ক্ষণিক ক্ষণিক ক্ষণিকত্ব অর্থাৎ নীলাদিক্ষণের সত্ত্বারূপে অনুমান করা হয়, যাহা সৎ তাহাই ক্ষণিক, যেমন জলধর সকল, এই মেঘমণ্ডলের যে ভাব তাহা সৎ, অসৎ নহে। এই বিষয়ে জ্ঞানশ্রী বলিয়াছেন—যাহা সৎ তাহাই ক্ষণিক, যেমন জলধর মণ্ডল, এবং সত্ত্বা সম্পন্ন ভাব, অর্থও কর্মের যে শক্তি তাহাই সত্তা, এই বিষয়ে প্রমাণ আছে, এই সত্ত্বা সিদ্ধ (স্থির) পদার্থে স্থির থাকে না, কার্য্যোৎপত্তির নিমিত্ত একটিই প্রকার নাই, অন্যথা অন্যের দ্বারাও অন্যের ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে, এই দুইপ্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদ সঙ্গতি হইতেছে, এবং সাধ্যে অর্থাৎ সকল ক্ষণিক এই চরম সিদ্ধান্তে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। অতএব সকল পদার্থ ই ক্ষণিক ইহাই অর্থ।

এইপ্রকার ক্ষণিক বাদের নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—অনুস্মৃতি ও। অর্থাৎ ভাবের ক্ষণিকত্ব পক্ষে অনুস্মৃতিও সিদ্ধ হইবে না। পূর্ব্বানুভূত বস্তু বিষয়ে যে বুদ্ধি তাহাকে অনুস্মৃতি বলে, সেই অনুস্মৃতির অপর নাম প্রত্যভিজ্ঞা। অনুস্মৃতি অর্থাৎ “সেই এই কৃষ্ণদাস কে আমি পূর্ব্বে বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম সেই কৃষ্ণদাস অধুনা প্রৌঢ়াবস্থায় অবলোকন করিতেছি” এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাকে অনুস্মৃতি বলে এবং তাহাই প্রত্যভিজ্ঞা, তাহা ভাবের ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিলে সিদ্ধ হয় না তাহা বলিতেছেন—সমস্ত ইত্যাদি।

পূর্ব্বানুভূতমনুসন্ধীয়তেঽতঃ ক্ষণিকত্বং ভাবস্য ন। ন চ সেয়ং গঙ্গা, তদিদং দীপার্চ্চিরিতিবৎ সাদৃশ্য নিবন্ধনা। ন তু বস্ত্বৈক্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যম, সাদৃশ্যগ্রহীতুরেকস্য স্থায়িনোঽভাবেন তদযোগাৎ।

অথ ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সাদৃশ্যনিবন্ধনা, বস্তু ঐক্যনিবন্ধনা ইতি নিবন্ধনদ্বয়ং স্বীকুর্ব্বন্তি—তন্নিরাকর্ত্তুমাহুঃ—নচেতি। তদযোগাদিতি - যঃ সাদৃশ্যং গৃহ্ণাতি, বস্তুন ঐক্যং গৃহ্ণাতি তাদৃশঃ স্থয়ী গ্রহণকর্ত্তা কোঽপি নাস্তি সর্ব্বেষাং ভাববস্তুনাং ক্ষণিকত্বাৎ।

কিঞ্চ ক্ষণিকস্য সাদৃশ্যনিবন্ধনা স্বীকারে "অন্যদনুভূতং অন্য স্মরেৎ" ইতি দোষমাপদ্যতে : তদ্ দর্শয়ন্তি কিঞ্চেতি। অপিচ দোষান্তরমুট্টঙ্কয়ন্তি—নচেতি।

ননু কো নাম ব্রূতে দোষদুষ্টমস্মাকং মতম্ ; সন্তানেন সর্ব্বদোষপরিহরণাৎ ; তথাচ—অয়ং ঘটঃ" "অয়ং পট" ইত্যাদীনাং যেন প্রতীতির্ভবতি সা প্রবৃত্তিপ্রত্যয়া, প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং বা ; তেষাং "ঘটাদীনাং জ্ঞাতা "অহম্" ইত্যাকারেণ বোঽভিব্যজ্যতে তদালয়বিজ্ঞানম্। তত্রালয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পদম্, বিজ্ঞানম্। নীলাদ্যুল্লেখি চ বিজ্ঞানং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। যথোক্তম্—তৎস্যাদালয়বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদম্।

সকল বস্তুই সেই এই প্রকার পূর্ব্বানুভবেরই অনুসন্ধান করে সুতরাং ভাব বস্তু ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হয় না। অতঃ পর ক্ষণ ভঙ্গ-বাদিগণ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ও বস্তুঐক্যনিবন্ধনা এই প্রকার নিবন্ধনদ্বয় স্বীকার করেন, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য শ্রীভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন -"নচ" ইত্যাদি। যদি আপনারা (ক্ষণভঙ্গ বাদিগণ) বলেন সেই এই গঙ্গা "সেই এই দীপার্চ্চিঃ" এই প্রকার সাদৃশ্য নিবন্ধনা অনুস্মৃতি সিদ্ধ হইবে, কিন্তু বস্তু ঐক্যনিবন্ধনা অনুস্মৃতি নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার বলিতে পারেন না, সাদৃশ্য গ্রহণ কর্ত্তার একটিও স্থায়িতের অভাব হেতু তাহা গ্রহণের যোগ্যতা নাই। অর্থাৎ যে সাদৃশ্য গ্রহণ করে, এবং বস্তুর ঐক্য গ্রহণ করে তাদৃশ স্থায়ী গ্রহণকর্ত্তা কেহ নাই যে হেতু সকল ভাব বস্তুই ক্ষণিক।

অপর ক্ষণিকের সাদৃশ্যনিবন্ধনা অনুস্মৃতি স্বীকারে "অন্যের অনুভূত বস্তু অন্য স্মরণ করিবে" "এই দোষ হয় তাহা দেখাইতেছেন—'কিঞ্চ' ইত্যাদি। অপর বাহ্যবস্তুতে কদাচিৎ **সংশয় হইতে** পারে, তাহাই এই বস্তু, অথবা তাহার সদৃশ এই বস্তু। কিন্তু উপলব্ধি কর্ত্তা যে আত্মা তাহাতে কখনও অন্যের অনুভূত অন্যের স্মৃতি সম্ভব হইবে না। ক্ষণভঙ্গ বাদে দোষান্তরের উট্টঙ্কন করিতেছেন—নচেতি।

শঙ্কা—কে বলে আমাদের (ক্ষণিকবাদিদের) মত দোষদুষ্ট? যে হেতু সন্তানের দ্বারাই সকল দোষ পরিহার করিব। যেমন-'এইঘট' এইঘট' ইত্যাদি বাক্য সকলের যাহার দ্বারা প্রতীতি হয় তাহাকে প্রবৃত্তি প্রত্যয় অথবা প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে। এবং সেই ঘটাদির যে জ্ঞাতা 'আমি' এইরূপে

কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ স্যাৎ, "তদেবেদং তৎসদৃশং বেতি," আত্মনি তূপলব্ধরি ন কদাচিদন্যানুভূতেঽন্যস্মৃত্যসম্ভবাৎ। ন চ সন্তানৈক্যং নিয়ামকং, স্থায়িসন্তান স্বীকারে স এব স্থিরাত্মা ইতি মতান্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেঽন্যস্মৃত্যসিদ্ধেঃ। অপিচ কিং নাম ক্ষণিকত্বম্? কিং ক্ষণসম্বন্ধঃ? কিংবা ক্ষণেনৈবোৎপত্তিবিনাশৌ? ন তাবদাদ্যঃ, স্থায়িনঃ ক্ষণসম্বন্ধসত্ত্বাৎ।

তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং যন্নীলাদিকমুল্লিখেৎ। তস্মাদালয় বিজ্ঞান সন্তান অতিরিক্তঃ কদাচিৎক প্রবৃত্তি বিজ্ঞানহেতু র্বাহ্যোঽর্থো গ্রাহ্য এব। সন্তানং প্রবাহমিতি। ততশ্চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-জনক আলয় বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনা পরিপাকং প্রতি সর্ব্বেঽপি আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ সমর্থা এবেতি বক্তব্যম্। তস্মাৎ ভাবপদার্থানাং ক্ষণিকত্বেপি সন্তান সামর্থ্যাৎ সর্ব্বব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি ইতি। (স০দ০সং) ইতি চেৎ ন; ন চ সন্তানৈক্যং বাহ্য পদার্থানাং ব্যবহারে নিয়ামকম্ ইতি বাচ্যম্; মতান্তরাপত্তেঃ। তথাচ—স্থায়ী সন্তান স্বীকারে স এব স্থির—আত্মা ইত্যর্থঃ।

অপিচ অসঙ্গতান্তরং ভবতি—অস্বীকারে" ইতি। তথাচ—ঘটোঽয়মিতি যজ্জ্ঞানং তত্তু মমৈব ভবেৎ, ন তু মানবান্তরস্য; যদি সন্তানং স্থিরং ন ভবেৎ, তদা মজ্জ্ঞানানন্তরং বিনস্যত্যেব ক্ষণিকত্বাৎ: তথাত্বে প্রযোজ্য-প্রযোজক ভাবমপি ন সিদ্ধ্যতি; মম যদ্‌ঘটস্মরণং, তেন যদ্ ঘটানুভবঃ তদ্ ঘটানুভবজন্যমদ্ বচনেন প্রযোজকস্য যদ্ ঘট জ্ঞানং তৎ ন ভবেৎ, সর্ব্বেষাং ক্ষণিকত্বাৎ। তস্মাদ্ ব্যর্থৈব ভাবস্য ক্ষণিকত্ব কল্পনা।

অথ ক্ষণিকস্য প্রকারান্তরেণ দোষমুদ্‌গিরন্তি—অপিচেতি। ক্ষণ সম্বন্ধঃ; ক্ষণেন সহ সম্বন্ধ-যুক্তঃ; কিংবা যস্মিন্ ক্ষণে ক্ষণিকত্বস্য উৎপত্তিঃ তস্মিন্ ক্ষণেনৈব তস্য বিনাশ ইতি। অথ প্রথম পক্ষং

অভিব্যক্ত হয় তাহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে। তন্মধ্যে আলয় বিজ্ঞানের নামান্তর অহমাস্পদ বিজ্ঞান, এবং যাহাতে নীলাদি প্রতীতি হয় তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে। এই বিষয়ে প্রমাণ যাহা অহমাস্পদ তাহাকে আলয় বিজ্ঞান বলে, এবং নীলাদি পদার্থের অভিব্যক্তি করে তাহাকে প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে। সন্তান অর্থাৎ প্রবাহ।

অতএব প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের জনক আলয় বিজ্ঞানে অবস্থিত বাসনার পরিপাক (উৎপন্ন) করিতে আলয় বিজ্ঞানে স্থিত সকল ক্ষণিক বাসনা সমর্থ হয় এইরূপ বলিব। সুতরাং ভাবপদার্থ সকল ক্ষণিক হইলেও সন্তান সামর্থ্যে সকল ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

সমাধান—আপনারা (ক্ষণিকবাদিরা) এই কথা বলিতে পারেন না, ব্যবহারের জন্য সন্তানৈক্য নিয়ামক নহে, স্থায়ী সন্তান স্বীকার করিলে সেই স্থির আত্মা হইবে, অর্থাৎ আপনারা

ন দ্বিতীয়ঃ, প্রত্যক্ষ বাধাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি নিরাকৃতা। তত্রাপ্যর্থাৎ ক্ষণিকত্ব স্বীকারাৎ। তস্মান্ন ক্ষণিকো ভাবঃ ।।২৫।।

নিরাকুর্ব্বন্তি—ন' ইতি আদ্যে—ক্ষণেন সহ সম্বন্ধত্বং ক্ষণিকত্বম্" ইতি পক্ষে দোষ মাহুঃ—স্থায়িনঃ" ইতি। স্থায়িপদার্থস্য এব ক্ষণেন সহ সম্বন্ধো দৃশ্যতে, ন তু অস্থায়িনঃ। তস্মাৎ স্থায়িন এব বস্তুনঃ ক্ষণসম্বন্ধী সত্ত্বাৎ, ভবতাং স্থায়িবস্তুনামভাবাৎ, কেন সহ ক্ষণিকত্বস্য সম্বন্ধো ভবেৎ ? অতঃ সম্বন্ধাভাবাৎ ন ক্ষণিকত্ব সিদ্ধিঃ।

অথ দ্বিতীয়পক্ষং পরিহরন্তি—ন দ্বিতীয়ঃ" ইতি। ক্ষণেনৈব ক্ষণিকত্বস্য উৎপত্তিবিনাশৌ তৌ অপি ন সম্ভবেতাম্। কুতঃ ? প্রত্যক্ষবাধাৎ। তথাচ—ঘটোঽয়মিতি যদহং প্রত্যক্ষং করোমি স এব ঘটঃ মৎপুত্রেণাপি প্রত্যক্ষী ক্রিয়তে, ঘটো যদি ক্ষণেনৈব উৎপত্তিবিনাশৌ ভবতঃ, তদা মদনুভূতং দ্রব্যং কথং মৎপুত্রেণাপি তথৈব অনুভূয়তে ? তস্মাৎ কেনাপি প্রকারেণ ক্ষণিকত্বাসিদ্ধের সমঞ্জসমিদং ক্ষণিকত্ববাদমিত্যর্থঃ। দৃষ্টিসৃষ্টি বাদস্ত "সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ" (২।২।৫ ৩২) ইতি সূত্রস্য ভাষ্যে নিরাকরিষ্যন্তে। নিগময়ন্তি - তস্মাদিতি॥২৫॥

সন্তানৈক্যকে বাহ্যপদার্থের নিয়ামক বলিতে পারেন না, তাহাতে মতান্তরাপত্তি দোষ হইবে। অপর অন্য অসঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন —'অস্বীকারে' ইত্যাদি।

সন্তান স্থির অস্বীকারে অন্যের স্মৃতির অসিদ্ধ হইবে. অর্থাৎ 'ইহা ঘট"এইপ্রকার ঘট দেখিয়া যেঘট জ্ঞান তাহা আমারই হইবে, অন্য মানবের নহে, সন্তান যদি স্থির না হয়, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের পরে তাহা বিনষ্ট হয়, যে হেতু সন্তান ক্ষণিক পদার্থ, সন্তান ক্ষণিক হইলে প্রযোজ্য প্রয়োজক ভাবও সিদ্ধ হয় না. যেমন - আমার যে ঘট স্মরণ তাহার দ্বারা যে ঘটানুভব সেই ঘটানুভাব জন্য আমার বাক্যের দ্বারা প্রযোজকের যে ঘটজ্ঞান তাহা সম্ভব হইবে না, যে হেতু সকল পদার্থ ই ক্ষণিক। অতএব ভাব পদার্থের ক্ষণিকত্ব কল্পনা বৃথাই।

অতঃ পর ক্ষণিকের প্রকারান্তরে দোষ উদ্গিরণ করিতেছেন "অপিচ" ইত্যাদি। অপর ক্ষণিক বাদী আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—ক্ষণিকত্ব কি ? তাহা কি ক্ষণ সম্বন্ধ ? অর্থাৎ ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত ? অথবা ক্ষণেই উৎপত্তি বিনাশ শীল, অর্থাৎ যে ক্ষণে ক্ষণিকত্বের উৎপত্তি হয় সেই ক্ষণেই তাহার বিনাশ হয়, তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন—ন ইত্যাদি। অর্থাৎ 'ক্ষণের সহিত সম্বন্ধত্ব ক্ষণিকত্ব' এই পক্ষে দোষ বলিতেছেন—স্থায়িরই ক্ষণ সম্বন্ধ হেতু, অর্থাৎ স্থায়ি পদার্থেরই ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ দেখা যায়, অস্থায়ী বস্তুর নহে, অতএব স্থায়ী বস্তুরই ক্ষণের সহিত সম্বন্ধ বিদ্যমান হেতু, আপনাদের স্থায়ী বস্তুর অভাব বশতঃ ক্ষণিকত্বের কাহার সহিত সম্বন্ধ হইবে ? সুতরাং সম্বন্ধের অভাব হেতু ক্ষণিকত্ব সিদ্ধি হইবে না।

স্বকীয়ং পীতাদ্যাকারং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোঽপ্যর্থো জ্ঞানগতেন পীতাদ্যাকারেণানুমীয়তে। অতোঽর্থবৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞান বৈচিত্র্যমিতি সৌত্রান্তিকমতং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ওঁ॥ ।২।২।৩।২৬॥

সৌত্রান্তিকঃ" ইতি—তথাচ স০ দ০ সং—বৌদ্ধদর্শনে (৮০ পৃ০) "সূত্রস্যান্তং পৃচ্ছতাং কথিতং—ভবন্তশ্চসূত্রস্যান্তং পৃষ্টবন্তঃ, সৌত্রান্তিকা ভবন্ত" ইতি। ভগবতা অভিহিততয়া সৌত্রান্তিক সংজ্ঞা সংজাতা"। তন্মতসংক্ষেপস্ত—ইত্থম্ বাহ্যমর্থ জাতমস্ত্যেব ; তচ্চ অনুমীয়তে, যথা পুষ্ট্যা ভোজনমনুমীয়তে : যথা চ ভাষয়া দেশ ; যথা বা সম্ভ্রমেণ স্নেহঃ ; তথা জ্ঞানাকারেণ জ্ঞেয়মনুমেয়মিতি। তথা চ বিবাদাধ্যাসিতাঃ প্রবৃত্তি প্রত্যয়াঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানে কদাচিদেব নীলাদ্যুল্লেখিন ইতি। অত্র আলয়বিজ্ঞানং নামাহমাস্পদং বিজ্ঞানম্ ; অয়মেবাত্মা।

নীলাদ্যুল্লেখি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানম্। ততশ্চ কাদাচিৎকত্ব নির্ব্বাহায় শব্দ স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধ বিষয়াঃ সুখাদিবিষয়াঃ ষড়পি প্রত্যয়াঃ চতুরঃ প্রত্যয়ান্ প্রতীত্যোৎপদ্যন্তে। তে চত্বার প্রত্যয়াঃ

অনন্তর দ্বিতীয় পক্ষ পরিহার করিতেছেন—ন 'দ্বিতীয়ঃ' ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ ক্ষণমধ্যেই ক্ষণিকত্বের উৎপত্তি বিনাশ হয়' তাহাও সম্ভব নহে। তাহাতে প্রত্যক্ষের বাধা হয়। অর্থাৎ 'এই ঘট' যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি সেই ঘট আমার পুত্রও প্রত্যক্ষ করিবে, ঘট যদি ক্ষণমাত্রেই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় তবে মদনুভূত দ্রব্য কি প্রকারে আমার পুত্র কর্তৃক সেইভাবেই অনুভূত হয়? অতএব কোন প্রকারেই ক্ষণিকত্বের আসিদ্ধি হেতু ক্ষণিকত্ব বাদ অসামঞ্জস্য পরিপূর্ণ ইহাই অর্থ। দৃষ্টি সৃষ্টি বাদ পূর্ব্বে নিরাকরণ করিবেন। প্রকরণের নিগমন করিতেছেন—অতএব ক্ষণিক ভাব বলিয়া কোন সিদ্ধান্তই নাই ॥২৫॥

সৌত্রান্তিক সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বর্ণিত আছে—বুদ্ধদেবের কতিপয় শিষ্যগণ সূত্রের অন্ত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—তোমরা সূত্রের অন্ত জিজ্ঞাসা করিলে সুতরাং তোমরা সৌত্রান্তিক হও "এই প্রকার ভগবান বুদ্ধ কর্ত্তৃক কথিত হইলে তাহাদের সৌত্রান্তিক নাম হয়। আহাদের মত সঙ্খেপে এই প্রকার বাহ্য বস্তু সকল আছে কিন্তু তাহা অনুমান করা হয়, যেমন—দেহ পুষ্টির দ্বারা ভোজন অনুমান করে, ভাষার দ্বারা দেশ, এবং সম্ভ্রমের দ্বারা স্নেহ অনুমান করা হয়, সেই প্রকার জ্ঞানাকারের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুমান হয়।

অর্থাৎ বিবাদাধ্যাসিত প্রবৃত্তি প্রত্যয় সকল, আলয় বিজ্ঞান থকিলেও কদাচিৎ নীলাদির অনুভাবক প্রবৃত্তি বিজ্ঞান থাকেই। তন্মধ্যে আলয় বিজ্ঞানের নাম অহমাস্পদ বিজ্ঞান, সেই আত্মা, নীলাদির অনুভাবক প্রবৃত্তি বিজ্ঞান। অতএব কদাচিৎ ব্যবহার নির্ব্বাহের নিমিত্ত শব্দ স্পর্শ রূপ রস

অসতো বিনষ্টস্য পীতাদ্যর্থস্য পীতাদিরাকারো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ। ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ধর্ম্মস্যান্যত্র সম্বন্ধাদর্শনাৎ। ন চানুমেয়ো ঘটাদির্নত্বু প্রত্যক্ষেতি শক্যং

প্রসিদ্ধাঃ— আলম্বন — সমনন্তর সহকারী অধিপতিরূপাঃ। এবং চিত্ত চৈত্তাত্মকঃ স্কন্ধ পঞ্চবিধঃ রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সজ্ঞা-সংস্কার সংজ্ঞকঃ। তদিদং সর্ব্বং দুঃখং দুঃখায়তনং দুঃখসাধনং চ ইতি ভাবয়িত্বা তন্নিরোধোপায়ং তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদয়েৎ। তচ্চ প্রাচীন ভাবনা বলাদ্ ভবতীতি পরমং রহস্যম্" ইতি। (ন্যা° কোশ° ৬১°) ইত্যেবং সৌত্রান্তিকমতং দূষয়িতুং পীঠমারচয়ন্তি ভগবদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ— স্বকীয়মিতি।

তথাহি ঘটপটাদীনাং পদার্থানাং স্বকীয়ং যদ্ রূপং যথা 'রক্তো ঘট' শ্বেতঃ শঙ্খঃ পীতোঘটঃ" ইত্যাদি তদ্ জ্ঞানে -আলয়বিজ্ঞানে সমর্পনং কৃত্বা স্বয়ং বিনশ্যতি; তথাপি আলয় বিজ্ঞানগত জ্ঞানেন পীতাদ্যাকারেণ ঘটাদয়োঽনুমীয়ন্তে। তস্মাৎ অর্থ বৈচিত্র্যকৃতমেব জ্ঞান বৈচিত্র্যমিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বমনুমেয়মিতি।

ইত্যেবং যৎ সৌত্রান্তিকমতং তদ্ দূষয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ"নাশতঃ"ইতি অসত বিনষ্টস্য ঘটাদিপদার্থাশ্রয়ি পীতাদিরূপস্যালয়বিজ্ঞানে সমর্পিতং ন ভবতি কুতঃ? অদৃষ্টত্বাৎ ধর্ম্মিণিবিনষ্টে ধর্ম্মস্য অন্যত্রদর্শনাভাবাৎ,

---

গন্ধ বিষয় ও সুখাদি বিষয় এই ছয়টি প্রত্যয় চারটি প্রত্যয় উৎপাদন করে। সেই প্রত্যয় চারটি আলম্বন সমনন্তর সহকারী অধিপতি রূপ।

এই প্রকার চিত্ত চৈত্তাত্মক স্কন্ধ পঞ্চবিধ রূপ বিজ্ঞান বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই সকল দুঃখ দুঃখায়তন দুঃখ সাধন ভাবনা করিয়া তাহার নিরোধের উপায় তত্ত্বজ্ঞানের সম্পাদন করিবে, তাহাও প্রাচীন ভাবনা বলে হয়, ইহাই পরম রহস্য। এই প্রকার সৌত্রান্তিক মত দূষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ পীঠ নির্ম্মাণ করিতেছেন—"স্বকীয়ম্" ইত্যাদি। পদার্থ নিজ পীতাদি আকার জ্ঞানে সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও পদার্থ জ্ঞানগত হওয়া হেতু পীতাদি রূপে অনুমীত হয়, সুতরাং পদার্থের বৈচিত্র হেতু জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়। অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের নিজস্ব যে রূপ যেমন রক্ত ঘট, শ্বেত শঙ্খ পীতঘট ইত্যাদি তাহা জ্ঞানে আলয়বিজ্ঞানে সমর্পন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তথাপি আলয়বিজ্ঞান গত জ্ঞানের দ্বারা ঘটাদি পদার্থ সকল পীতাদিরূপে অনুমীত হয়। অতএব অর্থ বৈচিত্র্য কৃতই জ্ঞান বৈচিত্র্য হয়, ইহাই অর্থ, সুতরাং সকল পদার্থই অনুমেয়।

এই প্রকার যে সৌত্রান্তিক মত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা দূষিত করিতেছেন—"নাশতঃ" ইত্যাদি। অসতঃ অর্থাৎ বিনষ্টের, ঘটাদি পদার্থাশ্রয়ি পীতাদিরূপে আলয় বিজ্ঞানে সমর্পন হয় না, কেন? যেহেতু তাহা দেখা যায় না। অর্থাৎ ধর্ম্মীর অন্যত্র দর্শনের অভাব দেখা যায় যেমন ঘট ধর্ম্মী বিনষ্ট হইলে ঘটের যে ধর্ম্ম তাহার অন্যত্র পটাদিতে সম্বন্ধ দেখা যায় না ইহাই অর্থ।

ভণিতুম্। "প্রত্যক্ষেণ জানামি" ইতি প্রতীত্যৈব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রান্তিকাসাধারণো দোষঃ। তস্মাৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদি র্ন তু জ্ঞানগতেন তদাকারেণানুমীয়ত ইতি ॥২৬॥

যথা—ঘটে ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ঘটত্বধর্ম্মস্য অন্যত্র পুটাদৌ সম্বন্ধস্য অদর্শনাদিত্যর্থঃ। অসতঃ" ইতি—দর্শনাৎ ইত্যন্তং ব্যাখ্যাপ্রয়ম্।

ননু—যথা পুষ্ট্যা ভোজনমনুমীয়তে, ভাষয়া দেশঃ; যথা বা সম্ভ্রমেণ স্নেহঃ; তথা জ্ঞানাকারেণ জ্ঞেয়মনুমেয়মিতি। তদুক্তং—অর্থেন ঘটয়ত্যেনাং নহি মুক্তার্থরূপতাম্। তস্মাৎ প্রমেয়াধিগতেঃ প্রমাণং মেয়রূপতা॥ ইতি চেৎ? তত্রাহুঃ—নচেতি। তথাচ—অনুমানলক্ষণম্; ন্যায় দর্শনে—১।১।৫ "অথ তৎ পূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ" ইতি। অত্র শ্রীবাৎস্যায়নপাদাঃ—তৎ পূর্ব্বকমিত্যনেন—লিঙ্গ-লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং লিঙ্গদর্শনঞ্চাভিসম্বধ্যতে। লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধয়োর্দর্শনেন লিঙ্গ স্মৃতিরভিসম্বধ্যতে; স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনেন চ অপ্রত্যক্ষোঽর্থোঽনুমীয়তে।

প্রত্যক্ষলক্ষণন্তু—তত্রৈব—১।১।৪, "ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্" ইতি। "ইন্দ্রিয়স্য অর্থেন সন্নিকর্ষাদুৎপদ্যতে যৎ জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমিতি ভাষ্যকারাঃ। অপ্রত্যক্ষবস্তুনো লিঙ্গদর্শনেন যৎ জ্ঞানং তদনুমানমিতি। যথা "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইতি এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য—জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্, যথা—ঘটমহং পশ্যামি" ইতি। অত্র অনুমেয়ো ঘটাদিঃ প্রত্যক্ষো ন ভবতি; তথাত্বে প্রত্যক্ষস্য প্রয়োজনাভাবঃ। কিঞ্চ—অনুমানং দ্বিবিধং—স্বার্থং পরার্থঞ্চ। তত্র স্বার্থং স্বানুমিতিহেতুঃ।

শঙ্কা—আমরা (সৌত্রান্তিকরা) বলিব যেমন দেহ পুষ্টির দ্বারা ভোজনের অনুমান করা হয়, ভাষার দ্বারা দেশ, এবং সম্ভ্রমের দ্বারা স্নেহ, সেই প্রকার জ্ঞানাকারের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তুর অনুমান হয়। আচার্য্য বলিয়াছেন—এই জ্ঞানের অর্থের সহিত যে মিলন তাহা জ্ঞান হইতে অর্থাকারকে পৃথক করিয়া নহে, কিন্তু সংযুক্ত করিয়াই হয়, সুতরাং জ্ঞানের মেয় রূপ হওয়াই বিষয় জ্ঞানের প্রমাণ হয়, অতএব সকল পদার্থ অনুমেয়।

সমাধান তদুত্তরে বলিতেছেন-নচেতি 'ঘটাদি পদার্থ সকল অনুমেয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় না 'এই কথা বলিতে পারেন না, যে হেতু অনুমানই সিদ্ধ হয় না। ন্যায়দর্শনে অনুমানের লক্ষণ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন লিঙ্গদর্শন পূর্ব্বক অনুমান ত্রিবিধ পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্ট। শ্রীবাৎস্যায়ণ ভাষ্য-তৎ পূর্ব্বক শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গির সম্বন্ধ দর্শন এবং লিঙ্গ দর্শনেরও সম্বন্ধ বলিতেছেন, লিঙ্গ লিঙ্গির সম্বন্ধ দর্শনের দ্বারা লিঙ্গ স্মৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে, স্মৃতিও লিঙ্গ দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অনুমান হয়। এবং প্রত্যক্ষের লক্ষণও বর্ণন করিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন

পরার্থানুমানন্তু—স্বয়ং ধূমাদগ্নিমনুমায় পরপ্রতিপত্ত্যর্থং পঞ্চাবয়ব বাক্যং প্রযুজ্যতে তৎ। অত্র ভবতামনুমানং ন স্বার্থম্, প্রত্যক্ষমূলব্যাপ্তিগ্রহা ভাবাৎ। ন পরার্থানুমানং, পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ সামর্থ্যাভাবাৎ। ইতি।

অথ প্রত্যক্ষ ঘটাদীনামনুমানে দোষান্তরমাহুঃ—প্রত্যক্ষেণ" ইতি। চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ "ঘটমহং জানামি" ইতি প্রত্যয়েনৈব অনুমাননিরাসাৎ। অয়মেব সৌত্রান্তিকানাং অসাধারণোদোষঃ। অসাধারণ ইতি ; অয়ঞ্চ সব্যভিচার প্রভেদ ইতি ; তথাচ"স ত্রিবিধঃ সাধারণ—অসাধারণ অনুপসংহারি-ভেদাৎ" ইতি। "সর্ব্বসপক্ষ বিপক্ষ ব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিরসাধারণঃ" যথা—"শব্দো নিত্যঃ শব্দত্বাৎ" ইতি। (তর্ক০ সং) এবং ভবতাং"সর্ব্বং অনুমেয়ং—অনুমেয়ত্বাৎ" ইতি। এবং সৌত্রান্তিকমতং দূষয়িত্বা নিগময়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ—তস্মাদিতি। তস্মাদ্ ব্যর্থৈব সৌত্রান্তিকানাং বাহ্যবস্তুনামনুমান কল্পনা ॥২৬॥

যে জ্ঞান অব্যপদেশ্য অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অর্থের সহিত সন্নিকর্ষ-সংযোগ হেতু যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ভাষ্যকারগণ তাহাকে প্রত্যক্ষ বলেন। এই প্রকার অপ্রত্যক্ষ বস্তুর লিঙ্গদর্শনের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে অনুমান বলে, যেমন পর্ব্বত বহ্নি যুক্ত, কারণ ধূম দেখা যায়। এবং ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ জাত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, যেমন—আমি ঘট দেখিতেছি। এই স্থলে অনুমেয় ঘটাদি প্রত্যক্ষ হয় না,তাহা অনুমিত হইলে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন থাকে না। অপর অনুমান স্বার্থ ও পরার্থ নিজের অনুমানের যে কারণ হয় তাহাকে স্বার্থানুমান বলে।

পরার্থানুমান এই প্রকার—স্বয়ং ধূম হইতে অগ্নি অনুমান করিয়া অন্যের প্রতিপত্তির নিমিত্ত যে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করা হয় তাহা। এই স্থলে আপনাদের (সৌত্রান্তিক) যে অনুমান তাহা স্বার্থানুমান নহে, কারণ তাহা প্রত্যক্ষমূলা ব্যাপ্তি গ্রহণের অভাব হেতু। এবং পরার্থানুমান ও নহে, পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ সামর্থ্যের অভাব হেতু। সুতরাং ঘটাদি অনুমেয় নহে। অনন্তর প্রত্যক্ষ ঘটাদি সকলের অনুমানে দোষান্তর বলিতেছেন—'প্রত্যক্ষেণ' ইত্যাদি। চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা আমি ঘট জানি এই প্রত্যয়ের দ্বারাই অনুমানের নিরাস হয়' ইহাই সৌত্রান্তিকগণের অসাধারণ দোষ। অসাধারণ দোষ সব্যভিচার দোষের প্রকারভেদ। সব্যভিচার দোষ ত্রিবিধ-সাধারণ অসাধারণ, এবং অনুপসংহারি।

সকল সপক্ষ বিপক্ষ হইতে ব্যাবৃত্তি করিয়া কেবল পক্ষমাত্র বৃত্তির নাম অসাধারণ। যেমন শব্দ নিত্য যে হেতু তাহা শব্দত্ব। এই প্রকার সৌত্রান্তিগণের "সকল অনুমেয় অনুমেয়ত্ব হেতু। এই ভাবে সৌত্রান্তিকমত দূষিত করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ নিগমন করিতেছেন—তস্মাদিতি। অতএব প্রত্যক্ষ ঘটাদি জ্ঞানগত তদাকারে অনুমীত হয় না। সুতরাং সৌত্রান্তিগণের বহ্য বস্তু সকলের অনুমান কল্পনা করা বৃথা॥২৬॥

অথোভয়সাধারণদোষমাহ—

॥ওঁ॥ উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ওঁ॥ ২।২।৩।২৭॥

এবং ভাবক্ষণিকতয়া অসতঃ সদুৎপত্তৌ স্বীকৃতায়ামুদাসীনানামুপায়শূন্যানামুপেয়সিদ্ধিঃ স্যাৎ।

অথ উভয়য়োঃ—বৈভাষিক—সৌত্রান্তিকয়োঃ সাধারণ দোষং প্রতিপাদয়ন্তি—অথোভয়েতি। তত্র সাধারণদোষস্য লক্ষণম্—ভাষাপরিচ্ছেদে—৭৩, "যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্তু সঃ। সপক্ষবিপক্ষবৃত্তিঃ সাধারণ ইত্যর্থঃ, সপক্ষো নিশ্চিতসাধ্যবান্, বিপক্ষঃ সাধ্যবদ্ভিন্নম্" (মুক্তা) যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ" ইত্যাদৌ প্রমেয়ত্বং হেতুঃ সাধারণঃ ; অত্র প্রমেয়ত্বং হেতুঃ হি সপক্ষে মহানসে ; বিপক্ষে জলহ্রদাদৌ চ বর্ত্ততে ; অতঃ সাধারণঃ।

এবং বৈভাষিকানাং "সর্ব্বং ক্ষণিকং প্রমেরত্বাৎ" অত্র প্রমেয়ত্বং হেতু সর্ব্বেষু ক্ষণিকেষু তদভাবেষু চ বর্ত্ততে, অতঃ সাধারণঃ। কিঞ্চ—দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন ধ্বংস প্রতিযোগিত্বং ক্ষণিকত্বম্; (ন্যা০ কো০ ২১৩ পৃ০) ক্ষণিকত্বস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ প্রমেয়ত্বমিতি। তথা সৌত্রান্তিকানামপি—"সর্ব্বং অনুমেয়ং প্রমেয়ত্বাৎ" অত্র প্রমেয়ত্বং হেতুঃ, অনুমানে তদরিক্তঃ প্রত্যক্ষাদৌ চ বর্ত্ততে ; তস্মাৎ সাধারণঃ। এবং বৈভাষিক সৌত্রান্তিকয়োঃ সিদ্ধান্তং সাধারণ দোষদুষ্টমিতি প্রতিপাদয়তি সূত্রকারঃ শ্রীবাদরায়ণঃ—

অনন্তর উভয়ের সাধারণ দোষ বলিতেছেন, অর্থাৎ বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয়ের সিদ্ধান্তে সাধারণ দোষ প্রতিপাদন করিতেছেন—"অথ" ইত্যাদি। তন্মধ্যে সাধারণ দোষের লক্ষণ ভাষা পরিচ্ছেদে—যে সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকে তাহাকে সাধারণ দোষ বলে, অর্থাৎ যাহা সপক্ষে ও বিপক্ষে বর্ত্তমান থাকে তাহাকে সাধারণ বলে, সপক্ষ নিশ্চিত সাধ্যবান্ বিপক্ষ সাধ্যবদ্ ভিন্ন, যেমন "পর্ব্বত বহ্নিমান্ যে হেতু তাহা প্রমেয়" এই স্থলে প্রমেয়ত্ব হেতু সাধারণ দোষদুষ্ট, অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব হেতু সপক্ষে মহানসে ও বিপক্ষে জলহ্রদাদিতে বর্ত্তমান আছে অতএব তাহাই সাধারণ দোষ। এই প্রকার বৈভাষিকগণের "সকল ক্ষণিক প্রমেয়ত্ব হেতু "এইস্থলে প্রমেয়ত্ব হেতু ক্ষণিক পদার্থ সকলে এবং ক্ষণিকের অভাব পদার্থ সকলে বিদ্যমান আছে সুতরাং তাহা সাধারণ দোষ। অপর দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন ধ্বংস প্রতিযোগিত্বকে ক্ষণিকত্ব বলা হয়।

ক্ষণিকত্বের অর্থ ক্রিয়া কারিত্ব হেতু প্রমেয়ত্ব সিদ্ধি হয়। এবং সৌত্রান্তিকগণের ও "সকল অনুমেয় প্রমেয়ত্ব হেতু "এই স্থলে প্রমেয়ত্ব হেতু অনুমানে অনুমানাতিরিক্ত প্রত্যক্ষাদিতে ও বিদ্যমান আছে, অতএব তাহা সাধারণ দোষ দুষ্ট। এই প্রকার বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্ত সাধারণ দোষদুষ্ট তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন "উদাসীন" ইত্যাদি। উদাসীনগণের ও এই প্রকার সিদ্ধি হয় অর্থাৎ ভাব পদার্থের ক্ষণিকতা হেতু অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার

ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্য পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তি পরিহারয়োর্লোকদৃষ্টয়োরহেতুকত্বাদতোঽনুপায়বতামপি তৎ প্রাপ্তিঃ স্যাৎ। উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্রাপ্যুপায়ে ন প্রবর্ত্তেত। স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোঽপি প্রযতেত। নচৈবমস্তি, সর্ব্বস্যাপ্যুপেয়ার্থিনঃ

উদাসীনানামিতি। এবং ভাবক্ষণিকাৎ অসতঃ সদুৎপত্তিস্বীকারে উদাসীনানাং সর্ব্ববিধচেষ্টারহিতানাং অপি সমুচ্চয়ে সিদ্ধিঃ, ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি পরিহারয়োঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। এবং "ইতি – স্যাৎ" সুগমম্। অত্র "উদাসীনানাং" ইত্যস্যায়মর্থঃ—

বৈভাষিকাঃ সৌত্রান্তিকাশ্চ "উত্তরোৎপাদে পূর্ব্বনিরোধাৎ" ইতি স্বীকুর্ব্বন্তঃ কার্য্যোৎপত্তিপ্রারম্ভে সতি হেতোর্ভাবস্য ক্ষণিকত্বাদ্ বিনাশং মন্যন্তে; তথাচ—ভাবস্য ক্ষণাদূর্দ্ধং বিনাশিত্বেন কার্য্যারম্ভে তদুপাদেয়ো হেতুরভাবগ্রস্তত্বাৎ অকারণিকা এব কার্য্যোৎপত্তির্ভবেৎ। ততশ্চ কার্য্যমুৎপাদয়িতুমিচ্ছবঃ মানবা যদি হেতুরূপোপায়াভাবাদ্ উপায় শূন্যা ভবন্তি তদা উদাসীনাঃ কথ্যন্তে। ইত্থঞ্চ উদাসীনানাং সর্ব্ববিধ উপায় শূন্যানাং জনানাং উপেয়সিদ্ধির্ভবেৎ। তদয়মর্থঃ—ধান্যাদি ফলোপায়েষু মৃৎকর্ষণাদিব্যাপারেষু অপ্রবর্ত্তমানানাং স্বগৃহে তূষ্ণীংস্থিতানাং মানবানাং অভীষ্টধান্যাদিফলপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ; কিঞ্চ উদ্‌বাহ, পরিবর্জ্জিতানাং ঊর্দ্ধরেতসাং সন্ন্যাসিনামপি ঔরসং পুত্রং জনয়েৎ; এবং যথা কদাপি ন ভবেৎ; তথা ক্ষণভঙ্গবাদোঽপি যুক্তিযুক্তং ন ভবেদিত্যর্থঃ।

করিলে পরে উদাসীন উপায়শূন্য মানবগণেরও উপেয় সিদ্ধি হইবে। এইস্থলে "উদাসীনগণের" এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণ "উত্তরের উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বের নিরোধ হয়" ইহা স্বীকার করতঃ কার্য্যোৎপত্তির প্রারম্ভে কারণের ও ভাবপদার্থের ক্ষণিকত্ব হেতু বিনাশ অঙ্গীকার করেন। তাহা এই প্রকার-ভাব বস্তুর ক্ষণকালের উর্দ্ধে বিনাশ হওয়া হেতু কার্য্যের আরম্ভে কার্য্যের উপাদেয় ও হেতুর (কারণের) অভাবগ্রস্ত হেতু অকারণেই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে। সুতরাং কার্য্যোৎপাদন করনেচ্ছুমানবগণ যদি কারণ রূপ উপায়ের অভাব হেতু উপায় শূন্য হয় তাহাকে উদাসীন বলে। এই প্রকার সর্ব্ববিধ উপায় শূন্য উদাসীন মানবগণেরও উপেয় সিদ্ধি হইবে। তাহার অর্থ এই ধান্যাদি ফল লাভোপায় মৃত্তিকা কর্ষণাদি ব্যপারে অপ্রবর্ত্তিত নিজগৃহে তুষ্ণী স্থিতমানবগণের অভীষ্ট ধান্যাদি ফল প্রাপ্তি হইবে।

অপর বিবাহ পরিত্যক্ত উদ্ধরেতা সন্নাসিগণের ও ঔরস পুত্রজাত হইবে, তাহা যেমন কদাপি সম্ভব নহে, সেই প্রকার ক্ষণভঙ্গ বাদও যুক্তি সঙ্গত হওয়া অসম্ভব ইহাই অর্থ। অনন্তর ক্ষণভঙ্গবাদে দোযান্তর উদ্‌ঘাটন করিতেছেন ক্ষণ" ইত্যাদি। ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রের পরক্ষণ স্থিতির অভাব হেতু লোকদৃষ্ট যে ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিত্যাগের কোন নিয়ামকের অভাব হেতু, অতএব উপায় রহিত লোকেরও তাহা সিদ্ধি বা প্রাপ্তি হয়।

সোপায়ত্তা, তথৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে। তস্মাদ্বিপ্রতারণার্থমেতয়োঃ প্রবৃত্তিঃ। যৌ কিল তাবত্ তত্তদ্ধেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যাপি পুনরভাবাত্তাভোৎপত্তিমূচতুঃ, ক্ষণিকানামপ্যাত্মানাং স্বর্গাপবর্গসাধনানুপাদিশতুরিতি তুচ্ছন্তৎ সিদ্ধান্তঃ ॥২৭॥

অথক্ষণভঙ্গবাদে দোবান্তরমুদ্ঘাটয়ন্তি ক্ষণ ইতি। তথাচ—ক্ষণভঙ্গবাদে ইষ্টপ্রাপ্তি-অনিষ্টপরিহারয়োঃ লোকদৃষ্টয়োঃ ক্ষণভঙ্গবাদরীত্যা নির্হেতুকত্বাৎ তৌ ইচ্ছতাং হেতুরূপোপায় শূন্যানামপি ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহার রূপোপেয়সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

কিঞ্চ যদ্যেষ সিদ্ধান্তঃ পারমার্থিকঃ তর্হিতদিচ্ছতাং জনানাং ঐহিকফলসাধনেষু প্রবৃত্তির্ন স্যাদিত্যাহুঃ - উপেয়" ইতি। ভোজনলিপ্সুঃ পাকাদৌ ন প্রবর্ত্তেত ; ধান্যেচ্ছু র্ন কৃষ্যাদৌ ; পুত্রেচ্ছু র্ন দার সংগ্রহাদৌ ; কিঞ্চ ভবদভিমত মোক্ষলাভার্থং কোঽপি দ্বাদশায়তনপূজনং ন কুর্য্যাৎ : তথা রাগাদিজ্ঞান-সন্তান-বাসনা উচ্ছেদে প্রযত্নমপি পরিত্যজ্য -"অনায়াসেন মোক্ষং লভেত ইতি প্রতিপাদয়ন্তি - স্বর্গায়" ইতি। পারলৌকিক ফলসাধনেষু অপি তেষাং ন প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ।

ননু ভবতু নাম অস্মাকং স্বর্গমোক্ষাদিফললাভে প্রবৃত্ত্যভাবঃ তথাপি সমুদায়দ্বয় জ্ঞানপ্রভাবেনৈব সর্ব্বং সেৎস্যতীতি চেৎ : তত্রাহুঃ—ন চেতি। তথাহি শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মাপাদাঃ—(মিত্রলাভ – ৩৪ উদ্যমেন হি সিদ্ধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ। ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥ অত উপায়ং বিনা কদাপি কস্যাপি উপেয়লাভং ন ভবতীতি সর্ব্বজন প্রতীতিরিত্যর্থঃ।

এই প্রকার ক্ষণ ভঙ্গবাদে ইষ্টপ্রাপ্তি অনিষ্ট পরিহারের ক্ষণ ভঙ্গবাদরীতি অনুসারে তাহাদের কোন হেতু না থাকায় তাহার ইচ্ছুক হেতু ও উপায় শূন্য মানবের ও ইষ্ট প্রাপ্তি অনিষ্ট পরিহাররূপ উপেয় সিদ্ধি হইবে ইহাই অর্থ। অপর যদি এই সিদ্ধান্ত পারমার্থিক হয়, তাহা হইলে ভোগেচ্ছু মানবের ঐহিকফল সাধনে প্রবৃত্তি হইবে না 'এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'উপেয়' ইত্যাদি। উপেয়লিপ্সু কোনব্যক্তি কোথাও উপায়ে প্রবর্ত্তিত হইবে না। অর্থাৎ ভোজনপ্রার্থী পাকদিতে প্রবর্ত্তিত হইবে না ধান্য লাভেচ্ছু কৃষি কার্য্যাদিতে প্রবর্ত্তিত হইবে না পুত্রেচ্ছু ব্যক্তি পত্নী সংগ্রহাদিতে প্রবর্ত্তিত হইবে না। অপর সকল ক্ষণিক হইলে আপনাদের অভিমত যে মোক্ষ তাহার লাভের নিমিত্ত কেহই দ্বাদশায়তন পূজাদি করিবে না, তথা রাগদিজ্ঞান সন্তান বাসনা উচ্ছেদে কেহ প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসেই মোক্ষলাভ হইবে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন স্বর্গায়—'ইত্যাদি। কোন ব্যক্তিস্বর্গের নিমিত্ত অথবা মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন করিবে না। অর্থাৎ পারলৌকিক ফল সাধনে তাহাদের প্রবৃত্তি হইবে না।

শঙ্কা আমরা (বৌদ্ধরা) বলিব-আমাদের স্বর্গ মোক্ষাদি ফললাভে প্রবৃত্তির অভাব হউক তথাপি সমুদায় দ্বয়ের জ্ঞানের প্রভাবেই সকল সিদ্ধ হইবে।

সমাধান – তদুত্তরে বলিতেছেন ন চেতি। কিন্তু এই প্রকার দেখা যায় না, অপর সকল

৪।। অভাবাধিকরণম্

তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরস্তে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে। বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশমানান্ কাশ্চিৎ শিষ্যাননুরুদ্ধ্য বাহ্যার্থ প্রক্রিয়েয়ং সুগতেন রচিতা।

সঙ্গতি ঃ - অথ সমুদায়াধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ – তস্মাদিতি। এতয়োঃ—বৈভাষিকমাধ্যমিকয়োঃ প্রবৃত্তিস্তু বিশ্বজনপ্রতারার্থমেব ইতি। অথ এতয়োঃ প্রতারকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি –যৌ" ইত্যাদিনা। তস্মাদতি তুচ্ছমেব এতয়োঃ সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ।

পর্য্যাকুলোঽস্মি হে দেব! বৌদ্ধানাং বুদ্ধিবিভ্রমে।
কৃপয়া তব পাদাব্জনাবমালম্বনং দেহি ॥২৭॥

ইতি সমুদায়াধিকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্ ॥৩॥

৪।। অভাবাধিকরণম্

ভক্তদ্বেষিদুরাত্মনা-মভাবোঽসি সদৈব ত্বম্।
ভক্তাধীন স্বরূপত্বাদতো বুধস্তমাশ্রয়েৎ ॥

অথ ক্ষণভঙ্গবাদং বাহ্যার্থানুমেয় বাদঞ্চ নিরাকৃতে বিজ্ঞানবাদ মাত্রাবলম্বনকারী যোগাচার নাম

উপেয়ার্থির উপায়ের দ্বারাই উপেয় লাভ হয়, ইহা সর্ব্বজন প্রতীতি। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন-কার্য্য সকল উদ্যমের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, কিন্তু কেবল মনোরথমাত্রই সিদ্ধ হয় না, যেমন ঘুমন্ত সিংহের মুখে মৃগ আসিয়া স্বয়ং প্রবেশ করে না। অতএব উপায় বিনা কদাপি কাহারও উপেয় লাভ হয় না ইহা সর্ব্বজন প্রতীতি ইহাই অর্থ।

সঙ্গতি—অনন্তর শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ সমুদায়াধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন 'তস্মাদিতি। অতএব বিশ্ববাসিজনগণকে প্রতারণা করাই বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের প্রবৃত্তি। অতঃপর এই দুইদলকে প্রতারকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—"যৌ" ইত্যাদি। যাহারা ভাবভূত স্কন্ধহেতুক সমুদায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও পুনরায় অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন, ক্ষণিক আত্মারও স্বর্গও মোক্ষ সাধন সকল উপদেশ করেন ইত্যাদি তাহাদের সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ। হে গোবিন্দদেব! এই বৌদ্ধগণের বুদ্ধি বিভ্রমে আমি পর্য্যাকুল হইয়াছি' অতএব কৃপা করিয়া আপনার শ্রীপাদাব্জরূপ নৌকার অবলম্বন প্রদান করুন ॥২৭॥

এই প্রকার সমুদায়াধিকরণ তৃতীয় সমাপ্ত হইল ॥৩॥

৪।। অভাবাধিকরণের ব্যাখ্যা

হে গোবিন্দদেব! আপনি স্বরূপতঃ নিজভক্তগণের অধীন, সুতরাং ভক্তদ্বেষি দুরাত্মাদিগের সর্ব্বদাই অভাব হয়েন, অতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এই প্রকার ক্ষণভঙ্গবাদ

তস্যাং ন তস্যাশয়ঃ, বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্র তাৎপর্য্যাৎ।

বৌদ্ধৈকদেশী মতমুত্থানম্; অত্র যোগাচারস্য বৌদ্ধবিশেষত্বাৎ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত বিদারণাবসরে তস্যাপি খণ্ডনমুচিতমিতি "অভাবাধিকরণারম্ভঃ। ইত্যাধিকরণ সঙ্গতিঃ।

এবং বৌদ্ধচতুষ্টয়ানাং মধ্যে বৈভাষিক সৌত্রান্তিকৌ বিতাড়িতৌ অভূতাম্। তত্র বিজ্ঞানমাত্র বাদী যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—এষা হি তেষাং প্রক্রিয়া—স্বয়ং বেদনং তাবদঙ্গীকার্য্যম্; অন্যথা জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত; স্বব্যতিরিক্ত গ্রাহ্য গ্রাহকাভাবাত্তদাত্মিকা বুদ্ধিঃ স্বয়মেব স্বাত্মরূপ প্রকাশিকা প্রকাশবদিতি। গ্রাহ্য—গ্রাহকয়োরভেদশ্চ মন্তব্যঃ।

যেন বেদনেন যদ্ বেদ্যতে, তৎ ততো ন ভিদ্যতে" যথা জ্ঞানেন আত্মা; যশ্চায়ং গ্রাহ্য গ্রাহক সংবিত্তীনাং পৃথগবভাসঃ স একস্মিং শ্চন্দ্রমসি দ্বিত্বাবভাস এব ভ্রমঃ। অত্রাপি অনাদিরনবচ্ছিন্ন প্রবাহাভেদবাসনা এব নিমিত্তম্। বস্তুতঃ বেদ্য বেদকাকার বিধুরায়া অপি বুদ্ধেঃ ব্যবহর্ত্তৃ—পরিজ্ঞাতানুরোধেন—বিভিন্ন গ্রাহ্য—গ্রাহকার রূপবত্তয়া তিমিরাদ্যুপহতাক্ষ্মাং—কেশোণ্ডুকনাড়ী জ্ঞানভেদবৎ অনাদ্যুপপ্লব-বাসনা সামর্থ্যাদ্ ব্যবস্থোপপত্তেঃ পর্য্যনুযোগাযোগাৎ।

তস্মাদ্ বুদ্ধিরেব অনাদি বাসনা বশাদ্ অনেকাকারাবভাসতে ইতি সিদ্ধম্। ততশ্চ প্রাগুক্ত ভাবনা প্রচয় বলাৎ নিখিলবাসনোচ্ছেদ বিগলিত বিবিধ বিষয়াকারোপপ্লব বিশুদ্ধবিজ্ঞানোদয়ো মহোদয়ঃ, অয়মেব মোক্ষঃ' ইতি। (ন্যা০ কো০ ৬০৯) অথ যোগাচারমতং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—বাহ্যে" ইত্যাদিনা।

ও বাহ্যার্থানুমান বাদ নিরাকৃত হইল, বিজ্ঞান বাদ মাত্রাবলম্বনকারী যোগাচার নামক বৌদ্ধৈকদেশীমত উত্থাপন করিতেছেন, তন্মধ্যে যোগাচারের বৌদ্ধ বিশেষ হওয়ায় বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত বিদারণ সময়ে তাহারও খণ্ডণ করা উচিত সুতরাং অভাবাধিকরণের আরম্ভ হয়, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি জানিতে হইবে। এই প্রকার বৌদ্ধচতুষ্টয়ের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বিতাড়িত হইল। তন্মধ্যে বিজ্ঞান মাত্র বাদী যোগাচার অবস্থান করিতেছেন।

তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া এইরূপ—স্বয়ং বেদন অঙ্গীকার করিতে হইবে,অন্যথা জগৎ অন্ধ হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ স্বব্যতিরিক্তগ্রাহ্য গ্রাহক বস্তুর অভাব হেতু তদাত্মিকা বুদ্ধি নিজের প্রকাশিকা হয়, যেমন প্রকাশ বা অলোক। গ্রাহ্য ও গ্রাহক উভয়ের অভেদ মনে করিতে হইবে। যে বেদনের দ্বারা যাহা জানা যায় সে তাহা হইতে ভিন্ন নহে, যেমন জ্ঞানের দ্বারা আত্মা, অতঃ যে এই গ্রাহ্য গ্রাহক ও সংবিত্তি সকলের পৃথক প্রতীতি হয় তাহা একটি চন্দ্রে দুই তিনটি চন্দ্র দর্শনের ন্যায় ভ্রম বলিয়া জানিতে হইবে।

এই সকল জ্ঞানে অনাদি অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ অভেদ বাসনাই নিমিত্ত হয়। সারার্থ এই বেদ্য ও বেদকের রূপে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও বুদ্ধির ব্যবহার কর্ত্তার পরিজ্ঞানের অনুরোধেই নানা প্রকার

তথাহি বিজ্ঞেয়ো ঘটাদ্যর্থো বিজ্ঞানান্নাতিরিচ্যতে, তস্যৈবার্থকারকত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাঽসিদ্ধিঃ। তান্ বিনাপি স্বপ্নবৎ সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থাঽস্তিত্ববাদিনামপি জ্ঞানেঽর্থাকারত্বং ধর্ম্মোঽবশ্যং মন্তব্যঃ।

কথমন্যথা ঘটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ? তথাচ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থৈঃ। ননু কথামান্তরং জ্ঞানং ঘট-পর্ব্বতাদ্যাকরম্? মৈবং, জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নিরাকারস্য তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব তৎ।

ননু কথমসতি বাহ্যেঽর্থে ধীবৈচিত্রম্? বাসনা বৈচিত্র্যাত্তবেৎ। বাসনাহেতুকস্য তদ্বৈচিত্র্যস্যান্বয় ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ। জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ

বাহ্যে-লৌকিক প্রত্যক্ষমাত্রে গ্রাহ্যে ঘট পটাদি বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশ মানান্ অত্যন্তাসক্তান্ ইতি। তস্যাং বাহ্যার্থ প্রক্রিয়ায়াং তস্য বুদ্ধদেবস্য আশয়ঃ—অভিপ্রায়ো নাস্ত্যেব; কিন্তু তস্য বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্র-তাৎপর্য্যাবধারণাৎ।

তথাচ—"অহং প্রত্যয়সমারূঢ়ো জ্ঞানসন্তানো বিজ্ঞানস্কন্ধঃ" ইতি। অত্র যোগাচারস্য বিজ্ঞানাতিরিক্তস্য বাহ্যবস্তুনোঽভাবঃ" ইতি সিদ্ধান্তঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বা ইতি সন্দেহে 'প্রমাণমূলঃ ইতি তৎ, এবং বক্তুং তৎপ্রক্রিয়াং দর্শয়ন্তি - তথাহীতি।

বিষয়ঃ - অথাভাধিকারণ্য বিষয়—বাক্যমবতারয়ন্তি—তথাহীতি। তস্যৈব, বিজ্ঞানস্যৈব ঘটাদ্যাকারত্বাদিত্যর্থঃ।

গ্রাহ্য গ্রাহক রূপে ব্যবহার হয় যেমন তিমির রোগাদি দ্বারা দূষিত নেত্রে আকাশে কোন সময় কেশ, উণ্ডুক-মাকড়শার জাল, নাড়ীর সমান রেখা দেখা যায়, সেই প্রকার অনাদি মিথ্যা বাসনা সামর্থ্য হেতু পর্য্যায় ক্রমে ব্যবস্থার উপপত্তি হয়। অতএব বুদ্ধিই অনাদিকালের বাসনার বশে অনেকরূপে অবভাসিত হয় ইহাই সিদ্ধ হইল।

সুতরাং পূর্ব্বোক্তবাসনা সমূহের বলে সকল বাসনার উচ্ছেদ হয়, তাহার দ্বারা নানাপ্রকার বিষয়াকার মিথ্যাজ্ঞান বিগলিত বা বিনষ্ট হয়, তথা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানোদয়ে মোক্ষলাভ হয়। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই যোগাচার মত বিস্তার করিতেছেন—"বাহ্যে" ইত্যাদি।

বাহ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষ মাত্র গ্রহণ যোগ্যে ঘট পটাদিবাহ্য বস্তুতে অভিনিবেশ-অত্যন্ত আসক্তি যুক্ত কয়েকজন শিষ্য কর্ত্তৃক অনুরোধ করিলে এই বাহ্যার্থ প্রক্রিয়া শ্রীবুদ্ধিদেব কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে কিন্তু এই বাহ্যার্থ প্রক্রিয়ায় শ্রীবুদ্ধদেবের অভিপ্রায় নাই, কেবল বিজ্ঞান স্কন্ধ মাত্রেই তাঁহার তাৎপর্য্য অথবা অভিপ্রায়। তাহা এই প্রকার-অহং প্রত্যয় সমারূঢ় জ্ঞান সন্তানই বিজ্ঞান স্কান্ধ। এইস্থলে "বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর সর্ব্বথা অভাব" ইহাই যোগাচারের মূল সিদ্ধান্ত। এই যোগাচার

সহোপলম্ভনিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানাদ্ভিন্নম্। (স০ দ০ সং বৌ০ ৬২ পৃ০) কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি।

ইহ সংশয়ঃ, সর্ব্বত্র জ্ঞানাত্মকমিতি যুজ্যতে? ন বেতি? স্বপ্নবৎ বিনাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতিরেকাচ্চ যুজ্যত ইতি প্রাপ্তে –

নন্বু বাহ্যার্থ ঘটপটাদীনবশ্য স্বীকরণীয়ম্ অন্যথা জলাদ্যানয়নাদি ব্যবহারা সিদ্ধেরিতি চেৎ তত্রাহুঃ-ন চেতি। তান্ বিনাপীতি –বাহ্য ঘটপটাদীনর্থান্ বিনাপি ব্যবহারসিদ্ধি দর্শনাৎ; কুতঃ? স্বপ্নবদিতি—সপ্তম্যন্তাদ্, ইবার্থে বতি। স্বপ্নে ইব' ইতি। স্বপ্নে যথা রমণীং বিনাপি রমণসিদ্ধিঃ, অস্ত্রাঘাতাদি বিনাপি ছেদনবৎ ভয়কম্পাদ্যনুভবসিদ্ধিঃ, তথা বাহ্যার্থান্ ঘটপটাদীন্ বিনাপি বিজ্ঞানেনৈব ব্যবহারসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। জ্ঞানাকারং বিনা বাহ্যার্থস্যাপি ব্যবহারানুপপত্তিরিতি প্রতিপাদয়ন্তি –বাহ্যার্থ ইতি। তথাচ তেন জ্ঞানাকারেণ ব্যবহার সিদ্ধৌ, ঘটাদি বাহ্যার্থে কিং ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। যথা ঘটকর্ত্তুঃ কুলালস্য জ্ঞানেন এব ঘটাদি নির্ম্মাণ ব্যবহারসিদ্ধেঃ, বাহ্যার্থাঙ্গীকারো ব্যর্থঃ। অতি সূক্ষ্মে মনসি পর্ব্বতাকারস্য জ্ঞানস্য সমাবেশাভাবমাশঙ্ক্য - পৃচ্ছতি –

সিদ্ধান্ত প্রমাণ মূলক কিম্বা ভ্রমমূলক এই সন্দেহ হইলে তাহা "সিদ্ধান্ত মূলক" ইহা বলিবার নিমিত্ত যোগাচার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন – "তথাহি" ইত্যাদি।

বিষয় –অনন্তর অভাবাধিকরণের বিষয় বাক্য বলিতেছেন—তথাহি ইত্যাদি। বিজ্ঞেয় ঘটাদ্যর্থ বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত নহে। তাহারই অর্থাকারত্ব দেখা যায়, অর্থাৎ বিজ্ঞানই ঘটদির আকারে আকারিত হয়।

শঙ্কা –যদি বলেন-বাহ্যার্থ ঘট পটাদি বাহ্য পদার্থ সকল অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অন্যথা ঘটেরদ্বারা জলানয়নাদি কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।

সমাধান – তদুত্তরে বলিতেছেন – 'নচেতি'। আমরা বলিঃ-বাহ্য অর্থ বিনা ব্যবহারের অসিদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ বাহ্য ঘট পটাদি বাহ্যার্থ বিনাও ব্যবহার সিদ্ধি দেখা যায়, যেমন স্বপ্নাদি সিদ্ধ হয়। এইস্থলে যে 'স্বপ্নবৎ 'শব্দ আছে তাহা সপ্তমী বিভক্তির পর ইবার্থে বৎ প্রত্যয় হইয়াছে, যেমন স্বপ্নে হয়। স্বপ্নে যেমন রমণী না থাকিলেও রমণ সিদ্ধ হয়, অস্ত্রাঘাত বিনা ছেদনবৎ ভয় কম্পাদি অনুভবের সিদ্ধি হয় সেইরূপ বাহ্য পদার্থ ঘটাদি না থাকিলেও বিজ্ঞানের দ্বারাই ব্যবহার সিদ্ধি হইবে। জ্ঞানাকার বিনা বাহ্য পদার্থেরও ব্যবহার অনুপপত্তি হইবে তাহা বলিতেছেন 'বাহ্যার্থ' ইত্যাদি। বাহ্য পদার্থাস্তিত্ববাদিগণেরও জ্ঞানে পদার্থাকারত্ব ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেই জ্ঞানাকারের দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধি হইলে পরে, ঘটাদিবাহ্য পদার্থে কি প্রয়োজন? কোন প্রয়োজন নাই ইহাই অর্থ।

নন্বু" ইতি। উত্তরয়তি—মৈবমিতি। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্, কিঞ্চ সাকারমপি। নিরাকারস্য জ্ঞানস্য প্রকাশাসম্ভাবৎ। জ্ঞানস্য নিরাকারত্বে কালাদেরিব তস্য প্রকাশো ন স্যাৎ, তস্মাৎ সূর্য্যাদেরিব সাকারস্য এব জ্ঞানস্য প্রকাশত্বমিতি, অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ বলেন অবশ্যমেব প্রতিপত্তব্যম্। ন চ পর্ব্বতাকার বৃহদ্ বস্তুনো জ্ঞানে সমাবেশাভাবঃ" ইতি বাচ্যম্, তত্তদাকারস্য জ্ঞানাত্মকতয়া লৌকিকাকার বৈলক্ষণ্যেন সমাবেশসিদ্ধেরিত্যর্থঃ।

নন্বু ভবতু পর্ব্বতাদ্যাকারস্য জ্ঞানাত্মকত্বাৎ লৌকিক্যাকারাতিরিক্তাকারস্য জ্ঞানাকারস্য সূক্ষ্মে মনসি সমাবেশঃ, বাহ্য ঘট পটাদীনাং সত্ত্বাভাবে কথং ঘটোঽয়ং পটোঽয়ং পর্ব্বতোঽয়ং, গৃহমিদম্ ইত্যাদি ধীবৈচিত্র্যম্? ইত্যাশঙ্কয়তি—

নন্বু" ইত্যাদিনা। উত্তরয়তি—বাসনা" ইতি। "বাসনা নাম এক সন্তানবর্ত্তিনাং আলয়বিজ্ঞানানাং তত্তৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনন শক্তিঃ। তথাচ—ঘটাকারং জ্ঞানং কপালাকারজ্ঞানস্য উৎপাদকম্, তথাবিধ কপালাকার জ্ঞানস্য উৎপাদকং তৎপূর্ব্ব ঘটজ্ঞানম্, পূর্ব্বঘটজ্ঞানস্যোৎপাদকং তাবৎ ততোঽপি পূর্ব্বঘটজ্ঞানং ইত্যেবং রূপ জ্ঞান প্রবাহ এব "বাসনা" শব্দেনোচ্যতে। এবং বাসনা বৈচিত্র্যাদেব ধী বৈচিত্র্যং ভবেৎ।

অবধারণাদিতি বাসনা বৈচিত্র্যাৎ বুদ্ধিবৈচিত্রম্, বসনাবৈচিত্র্যাভাবাৎ বুদ্ধিবৈচিত্র্যাভাবমিতি অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যামবধারণাৎ বাসনা হেতুকং বুদ্ধিবৈচিত্র্যমিতি স্বীকরণীয়ম্। কিঞ্চ জ্ঞানং বিনা জ্ঞেয়ং ন ভাসতে অতস্তয়োরভেদঃ" ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—জ্ঞানং" ইত্যাদি।

যেমন ঘট কর্ত্তা কুম্ভকারের জ্ঞানের দ্বারাই ঘটাদি নির্ম্মাণ ব্যবহার সিদ্ধ হেতু বাহ্য পদার্থ অঙ্গীকার করা বৃথা। অতিসূক্ষ্মে মনে পর্ব্বতাকার জ্ঞানের সমাবেশের অভাব আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"নন্বু" ইত্যাদি যদি বলেন—আন্তরিক জ্ঞান ঘট পর্ব্বতাকার কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন – 'মৈবং' ইত্যাদি।

এই কথা বলিতে পারেন না, এই জ্ঞান প্রকাশমান, সাকার বস্তু, নিরাকার জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভাব হয় না সুতরাং তাহা সাকারই। জ্ঞান নিরাকার সিদ্ধ হইলে কালাদির সদৃশ জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না, অতএব সূর্য্যাদির সদৃশ সাকার জ্ঞানেরই প্রকাশত্ব সিদ্ধ হয়, ইহা অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ বলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলেন-পর্ব্বতাকার অতি বৃহৎ বস্তুর জ্ঞানে সমাবেশ হইবে না তাহা বলিতে পারেন না, পর্ব্বতাদি আকারের জ্ঞানাত্মক হওয়াহেতু লৌকিকাকার বৈলক্ষণ্যের দ্বারা সমাবেশ সিদ্ধি হয় ইহাই অর্থ।

শঙ্কা—পর্ব্বতাদ্যাকারের জ্ঞানাত্মক হওয়া হেতু লৌকিকাকারের অতিরিক্ত আকারের জ্ঞানাকারের সূক্ষ্ম মনে সমাবেশ হয়, বাহ্য ঘট পটাদি সকলের সত্ত্বার অভাবে কি প্রকারে 'এই ঘট, ইহা

তস্মাৎ জ্ঞানাতিরিক্তাৎ জ্ঞেয়বস্তুনোরভাবাৎ বিজ্ঞানাতিরিক্তং বাহ্যঘটপটাদিকং কিমপি পদার্থং নাস্তীতি বিজ্ঞানমেব তথাগতস্যাভিমতমিত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ ইহ বিজ্ঞানবাদিনাং সিদ্ধান্তে ভবতি সন্দেহঃ ; সর্ব্বত্র” ইতি। বাহ্যবস্তুব্যতিরিক্ত সর্ব্বত্র পদার্থেষু যদ্ ঘটাদিব্যবহার তদ্ জ্ঞানাত্মকং ভবতি ? অথবা পরিদৃশ্যমানবাহ্য ঘটাদিরূপং ভবতি ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ অত্র সন্দেহবাক্যে বিজ্ঞানবাদিযোগাচারাণাং পূর্ব্বপক্ষঃ—স্বপ্নবদিতি। পৃথগ্—তদঙ্গীকারে—ইতি অর্থ স্বরূপাঙ্গীকারে ; তথাচ স্বপ্রকাশাৎ সাকারাৎ ক্ষণিকাৎ জ্ঞানাদেব ব্যবহার সিদ্ধেঃ, স্থিরাৎ জ্ঞানাৎ ; অথবা সশক্তিকাৎ ব্রহ্মণো জগৎ সর্গং যদ্ বেদান্তিনো বদন্তি তৎসমন্বয়ো - বিজ্ঞৈর্নাস্থেয় ইত্যর্থঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

পট, এই পর্ব্বত, ইহা গৃহ ইত্যাদি বুদ্ধির বৈচিত্র কি প্রকারে হয় ? এই প্রকার আশঙ্কা করিতেছেনে—“ননু” ইত্যাদি। অসৎ বাহ্য পদার্থে কি প্রকারে বুদ্ধি বৈচিত্র্য হয় ?

সমাধান—তদুত্তরে বলিব-বাসনার বৈচিত্র্য ভেদেবুদ্ধি বৈচিত্র্য হয়। তাহা অন্বয় ব্যতিরেকে অবধারণা করা হইয়াছে, অর্থাৎ বাসনা বৈচিত্র্যহেতু বুদ্ধিবৈচিত্র্য, তাহার অভাবে বুদ্ধি বৈচিত্র্যের অভাব হয়, তাহা অন্বয় ব্যতিরেকে বোধহেতু বাসনা হেতুই বুদ্ধি বৈচিত্র্যস্বীকার করিতে হইবে। অপরজ্ঞান বিনা জ্ঞেয় বস্তুর বোধ হয় না, সুতরাং উভয়ের অভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—জ্ঞান 'ইত্যাদি। জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর একসাথে উপলব্ধি হয়, এই নিয়ম হেতু জ্ঞান জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু জ্ঞানাত্মকই। অতএব জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় বস্তুর অভাব হেতু বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যঘট পটাদি কোন পদার্থ ই নাই, সুতরাং তথা গত শ্রীবুদ্ধদেবের বিজ্ঞানবাদই অভিমত ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয়—এইস্থলে সংশয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদিগণের সিদ্ধান্তে সন্দেহ হইতেছে “সর্ব্বত্র” ইত্যাদি। সর্ব্বত্র জ্ঞানাত্মক উহা যুক্তি সঙ্গত ? অথবা নহে ? অর্থাৎ বাহ্য বস্তু ব্যতিরিক্ত সর্ব্বত্র পদার্থ সকলে যে ঘটাদি ব্যবহার তাহা কি জ্ঞানাত্মক হয় ? অথবা পরিদৃশ্যমান বাহ্য ঘটাদিরূপ হয় ? ইহা সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এই সংশয়বাক্যে বিজ্ঞানবাদি যোগাচারগণের পূর্ব্বপক্ষ 'স্বপ্নবৎ ইত্যাদি। স্বপ্নের সদৃশ অর্থ না থকিলেও জ্ঞানের দ্বারাই ব্যবহার সিদ্ধি হওয়া হেতু পৃথক তাহার অঙ্গীকারে কোন ফল নাই, সুতরাং তাহা যুক্তি সঙ্গতই। অর্থাৎ 'স্বপ্রকাশ সাকার ক্ষণিক জ্ঞান হইতেই সকল ব্যবহার সিদ্ধি হেতু স্থির জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। অথবা শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হয় 'ইত্যাদি যে বৈদান্তিকগণ বলিয়া থাকেন সেই সমন্বয় বাদে বিজ্ঞগণের আস্থা করা উচিত নহে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ।

॥ওঁ॥ নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ওঁ॥ ২।২।৪।২৮॥

বাহ্যার্থস্যাভাবো ন শক্যো বক্তুম্। কুতঃ? উপলব্ধেঃ। "ঘটস্য জ্ঞানম্" ইত্যাদৌ জ্ঞানান্যস্যার্থস্যোপলম্ভাৎ। ন চোপলব্ধমপলপন্ গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। ন চ "নাহমর্থং নোপলভে অপিতু জ্ঞানান্যং নোপলভে" ইতি বাচ্যম্, উপলব্ধি বলেনৈব তদন্যতায়া গলে-নিপাতনাৎ।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং যোগাচারাণাং পুর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে পরিহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—না ভাবঃ" ইতি। ন অভাবঃ—বাহ্যপদার্থানাং ঘট পটাদীনাং অভাবো ন ইত্যর্থঃ; কুতঃ? উপলব্ধেঃ, জ্ঞানাদন্যং প্রত্যক্ষতো ঘটস্য উপলব্ধিদর্শনাৎ ইতি। অথ যোগাচারমতং নিরাকুর্ব্বন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারপাদাঃ—বাহ্যার্থস্য' ইত্যাদিনা। ঘটস্য জ্ঞানম্" ইত্যাদৌ সম্বন্ধস্য দ্বিনিষ্ঠত্বাৎ জ্ঞানান্যস্য ঘটপদার্থস্য পৃথগুপলম্ভাৎ ন বাহ্যপদার্থস্যাভাবঃ।

তথাচ—সর্ব্বপ্রত্যক্ষসিদ্ধস্য বাহ্যভাবপাদার্থস্য যথা ভবতা অভাবং ন সাধয়িষ্যতে, তথা য খলু জ্ঞানমাত্রস্য অভাবং কথয়ন্ বাহ্যসত্ত্বাং স্থাপয়ন্তি, তদপি নিবারয়িতুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। অন্যথা "ঘটো জ্ঞানম্ ইত্যেবমভবিষ্যৎ। অথ যদ্ ঘটপটাদি বাহ্যমর্থং সর্ব্বৈঃ প্রত্যক্ষত এব অনুভূয়ন্তে, সমীক্ষ্যকারীভিঃ তৎ কদাপি নাপলপ্যন্তে ইতি নিরূপয়ন্তি—নচেতি।

তথাচ – যৎ পদার্থং সাক্ষাদুপলভ্যতে তত্ ন কোঽপি অপলপিতুং শক্যতে, যদ্যপি কুতর্কমাশ্রিত্য অপলপতি, তথাপি তদ্বাক্যং বিদ্বাংসো ন প্রমাণত্বেন স্বীকুর্ব্বন্তি, কিন্তু উপহসন্তি। অথ পক্ষান্তরেণাশঙ্ক্য পরিহরন্তি - নচেতি।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার যোগাচারগণের পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার করিতেছেন—নাভাবঃ "ইত্যাদি। অভাব নহে, অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ ঘট পটাদি সকলের অভাব নাই, যে হেতু উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে অন্য ঘট পটাদি সকলের প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি দেখা যায়। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ যোগাচারমত নিরাকরণ করিতেছেন—বাহ্য ইত্যাদি দ্বারা, বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে যোগ্য হইবেন না, হেতু উপলব্ধি হইতে দেখ যায়। "ঘটের জ্ঞান" এই স্থলে জ্ঞান হইতে পৃথক পদার্থের উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ "ঘটের জ্ঞান এইস্থলে সম্বন্ধের পদার্থদ্বয় নিষ্ঠ হেতু, জ্ঞানেরও ঘট পদার্থের পৃথক উপলব্ধি হেতু বাহ্য পদার্থের অভাব বলিতে পারেন না। সারার্থ এই সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বাহ্য ভাব পদার্থের আপনি যেমন অভাব সাধন করিতে পরিবেন না, সেই প্রকার যাহারা জ্ঞান মাত্রের অভাব বর্ণনা করিয়া বাহ্য পদার্থের সত্তা স্থাপন করেন, তাহাও নিবারণ করিতে পারিবেন না।

"ঘটমহং জানামি" ইত্যাদৌ 'জ্ঞা' ধাত্বর্থং সকর্ম্মকং সকর্তৃকঞ্চ সর্ব্বো লোকঃ প্রত্যেতি প্রত্যায়য়তি চান্যান্। তেন জ্ঞানমাত্রং সাধায়ন্ সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোঽর্থো জ্ঞানাৎ।

নন্বু অহং বাহ্যমর্থং ন লভতে ইতি ন কথয়ামি, কিন্তু যদ্ লভতে তৎ জ্ঞানাত্মক এব, ন তু তস্মাৎ পৃথক্, অপি তু জ্ঞানাদন্যং কিমপি অর্থং নাস্তীতি ভাবঃ" ইতি ন চ বাচ্যম্। তথাত্বে, দোষমাহুঃ —উপলব্ধীতি। উপলব্ধিবলেন' ইতি—কপালদ্বয় সংযোগাত্মক্—কম্বুগ্রীবাদিমন্তং যদ্ বাহ্যমর্থং ঘটাকারেণ উপলভ্যতে, তত্তু ন জ্ঞানমাত্রমেব, কিন্তু তদন্যবহির্বৃত্তিবিশিষ্ট পদার্থবিশেষঃ, তস্মাৎ "ঘটস্য উপলব্ধিঃ" ন তু ঘট এব উপলব্ধিরিতি।

অতঃ "গলেগৃহীত" ন্যায়েন জ্ঞানাদন্যং বাহ্যঘটাদ্যার্থং অবশ্যমেব স্বীকার্য্যম্। অথ প্রকারান্তরেণ নিরাকুর্ব্বন্তি—ঘটমহমিতি। তেন জ্ঞা ধাত্বর্থেন জ্ঞানমাত্রমেব ন সিদ্ধতীত্যাহুঃ—তেন'ইতি। তথাচ— যথা বৃদ্ধপ্রযোজকস্য ঘটমানয়" ইতি বাক্যং শ্রুত্বা প্রযোজ্যবৃদ্ধেন ঘট আনীতঃ, তদবধার্য্য পার্শ্বস্থো বালো ঘটানয়নরূপং কার্য্যং "ঘটমানয়" ইতি শব্দপ্রযোজ্যমবধারয়তি, ততশ্চ "ঘটং নয়" ইত্যাদৌ আবাপোদ্বাপাভ্যাং ঘটাদিপদানাং কার্য্যান্বিতঘটাদৌ শক্তিং গৃহ্ণাতি" ইতি। (ভা০ প০ ৮১) ইত্যাদৌ ঘটস্য বিজ্ঞানমাত্রত্বে তথা ব্যবহারং ন সিদ্ধতি। তস্মাদ্ ভিন্নোঽর্থো জ্ঞানাৎ।

অন্যথা "ঘটের জ্ঞান" না হইয়া "ঘটজ্ঞান" এই প্রকার হইবে। অনন্তর ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থ সকলে প্রত্যক্ষই অনুভব করেন কোনদিনই তাহার অপলাপ করেন না তাহাই নিরূপণ করিতেছেন—নচ'ইত্যাদি। উপলব্ধপদার্থের অপলাপ্ করিলে ঐ বাক্য দর্শকগণের গ্রহণের যোগ্য হইবে না, অর্থাৎ যে পদার্থ সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় তাহার কেহ অপলাপ করে না, যদি কেহ কুতর্ক আশ্রয় করিয়া অপলাপ করে তথাপি সেই বাক্য বিদ্বানগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু উপহাসই করেন। অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—'নচেতি' ইত্যাদি।

আমরা (যোগাচার) বাহ্যার্থেরউপলব্ধি হয় না এই প্রকার বলিতেছি না কিন্তু জ্ঞান হইতে ভিন্ন অনুভব হয় না, অর্থাৎ বাহ্য পদার্থ লাভ হয় না এই প্রকার বলিতেছি না কিন্তু যাহা অনুভব হইতেছে তাহা জ্ঞানাত্মকই তাহা হইতে পৃথক নহে, অপর জ্ঞান হইতে ভিন্ন কোন অর্থই নাই। আপনারা (যোগাচারগণ) এইকথা বলিতে পারেন না, তাহা হইলে দোষ হইবে—এই উপলব্ধি বলেই জ্ঞানের ভিন্ন রূপ গলে নিপতিত হইবে।

উপলব্ধি বলে অর্থাৎ কপালদ্বয় সংযোগাত্মক কম্বুগ্রীবাদিযুক্ত যে বাহ্য পদার্থ ঘটাকারে উপলব্ধ হইতেছে তাহা কিন্তু জ্ঞানমাত্রই নয়, কিন্তু জ্ঞানভিন্ন বহির্বৃত্তি বিশিষ্ট পদার্থ বিশেষ ঘট। অত এব 'ঘটের উপলব্ধি "এই প্রকার প্রয়োগ হয়, "ঘটই উপলব্ধি এই প্রকার হয় না, অতঃ 'গলে

ননু জ্ঞানান্যশ্চেদ্ ঘটাদিস্তস্য প্রকাশং কথম্? জ্ঞানে চেৎ, তর্হি একস্মিন্ সর্ব্বস্য প্রকাশঃ স্যাদন্যত্বাবিশেষাদিতি চেন্ন, তদ্ভিন্নেঽপি তস্মিন্ যত্র বিষয়তাখ্যঃ সম্বন্ধস্তস্যৈব নান্যস্যেতি ব্যবস্থানাৎ।

অথ যোগাচারঃ সমূহালম্বনেঽতিব্যাপ্তিং দর্শয়তি—ননু" ইত্যাদিনা। জ্ঞানাৎ অন্যশ্চেৎ ঘটাদিঃ তস্য কথং প্রকাশঃ? জড়ত্বাৎ; জ্ঞানস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ, তদন্যস্যার্থস্যাভাবাৎ; ননু অর্থানাং জ্ঞানে প্রকাশো ভবতি, ইতি চেৎ ন তর্হি একস্মিন্ ঘটে জ্ঞানে সর্ব্বস্য পদার্থস্য প্রকাশঃ স্যাৎ; অন্যত্ব অবিশেষাদিতি—অন্য বাহ্যপদার্থানাং বিশেষাভাবাৎ, ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থানাং সর্ব্বেষাং সমানত্বাৎ ঘটে জ্ঞাতে সতি পট মঠ চটাদীনামপি জ্ঞানং ভবতু; তস্মাৎ জ্ঞানাদভিন্নঃ অর্থোঽবশ্যং স্বীকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। অথ পরিহরন্তি—ইতি চেন্ন" ইত্যাদিনা। তদ্‌ভিন্নেঽপি—জ্ঞানভিন্নেঽপি ঘটাদৌ, তস্মিন্ জ্ঞানে, যত্র যস্মিন্ ঘটাদৌ বিষয়তাখ্যঃ সম্বন্ধঃ তস্য এব প্রকাশো ভবতি, নান্যস্য, তস্মাৎ ন সমূহালম্বনেঽতিব্যাপ্তিঃ। বিষয়তা' ইতি—"বিষয়তা চাত্র বিষয়ঃ" ইত্যাকারক প্রতী তি সাক্ষিকঃ স্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ। ইয়ং বিষয়তা ত্রিবিধা—প্রকারতা, বিশেষ্যতা, সংসর্গতা চেতি।

গৃহীত' ন্যায়ের দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন বাহ্য ঘটাদিপদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অনন্তর প্রকারান্তরে নিরাকরণ করিতেছেন ঘটমহমিতি। আমি ঘট জানি 'এইস্থলে' জ্ঞা'ধাতুর অর্থ সকর্ম্মক ও সকর্ত্তৃক তাহা সর্ব্বলোক প্রতীতি সিদ্ধি, এবং অন্য সকল লোককে প্রতীতি করায় সুতরাং জ্ঞা ধাতুর অর্থের দ্বারা জ্ঞানমাত্রই সিদ্ধি হয় না তাহা বলিতেছেন তেনেতি। জ্ঞা ধাতুর দ্বারা জ্ঞান মাত্র সাধন করিয়া আপনারা সকলের উপহাসের হেতু হইবেন, সুতরাং পদার্থ হইতে জ্ঞান ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই যে বৃদ্ধ প্রযোজকের 'ঘট আনয়ন কর' এই শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্য বৃদ্ধ কর্ত্তৃক ঘট আনীত হইল, তাহা অবধারণ করিয়া পার্শ্বস্থিত বালক ঘটানয়ন রূপ কার্য্য 'ঘট আনয়ন কর' এইশব্দ প্রযোজ্য তাহা অবধারণ করে, তদনন্তর 'ঘট লও ইত্যাদি বাক্যে বিচার বিবেচনা দ্বারা ঘটাদিপদের কার্য্যান্বিত ঘটাদি পদার্থে শক্তি গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রমাণে ঘট বিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিলে ঐরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পদার্থ হইতে জ্ঞান ভিন্ন।

শঙ্কা—অতঃপর যোগাচার সমূহালম্বনে অতিব্যাপ্তি দেখাইতেছেন—'ননু' ইত্যাদি। যদি বলেন জ্ঞান হইতে ঘটাদিপদার্থ ভিন্ন, তাহা হইলে ঘটাদির প্রকাশ কি প্রকারে হয়? যদি বলেন জ্ঞানে হয়, তাহা হইলে একটি প্রকাশে সকলের প্রকাশ হইবে, কারণ তাহাদের কোন ভিন্নতা নাই। অর্থাৎ ঘটাদি পদর্থ জ্ঞান হইতে যদি অন্য হয় তবে তাহার প্রকাশ কি প্রকারে হয়? পদার্থ জড়, জ্ঞানের স্ব প্রকাশত্ব হেতু জ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থের সর্ব্বথা অভাব আছে। যদি বলেন—অর্থসকলের

পীতরক্তাদি বিষয়কসমূহাবলম্বনস্য বিরুদ্ধ নানা পীতাদ্যাকারাসম্ভবাচ্চ। যত্তু "সহোপলম্ভনিয়মাদর্থো জ্ঞানাত্মা" ইতি তদসৎ, সাহিত্যস্যার্থভেদ হেতুকত্বাৎ। ততশ্চ তয়োস্তন্নিয়মো হেতু ফলভাব নিমিত্তো মন্তব্যঃ।

যথা—"অয়ং ঘট ইতি প্রত্যক্ষে ঘটত্বে প্রকারতা ইদমর্থে বিশেষ্যতা, সমবায়াদৌ সম্বন্ধে চ সংসর্গতা ইতি। (ন্যা০ কো০ ৭৯১ পৃ০) অথ দোষান্তরমাহুঃ পীত' ইত্যাদিনা। সমূহাবলম্বনং—নানাপ্রকারতা নিরূপিতং নানামুখ্যবিশেষ্যতাশালি জ্ঞানম্। যথা অয়ং ঘটঃ, অয়ং, স্তম্ভঃ, অয়ং কুম্ভশ্চ ইত্যেকং জ্ঞানম্। তথাচ পীতরক্তাদিবিষয়কং যৎ সমূহালম্বনং জ্ঞানং তস্য বিরুদ্ধ নানা পীতাদ্যাকার প্রতীতেরসম্ভবাৎ, ভবতাং জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থস্যাসত্বাৎ।

নন্বু "সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ। ভেদশ্চ ভ্রান্তি বিজ্ঞানৈর্দৃশ্যতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥ ইতি কারিকাবলাৎ জ্ঞানার্থয়োরভিন্নঃ" ইতি শঙ্কাং পরিহরন্তি—যত্তু" ইতি। সহোপলম্ভনিয়মাদ্, জ্ঞানস্য অর্থস্য যুগপদেব প্রকাশো ভবতি, তস্মাৎ ঘটাদেঃ ক্ষণিকত্বেপি জ্ঞানাদভিন্নমেব আলয়বিজ্ঞানত্বাৎ। ইতি মতং তু অসদেব, কপোলকল্পনমাত্রত্বাৎ। তথাচ—সহিতস্য ভাবঃ সাহিত্যম্; যদ্বা সহস্য ভাবঃ সাহিত্যম্।

জ্ঞানে প্রকাশ হয়, তাহাও বলিতে পারেন না, তাহা হইলে একটি ঘট জ্ঞান হইলে পরে সকল পদার্থের প্রকাশ হইবে, কারণ পদার্থে কোন প্রকার অন্য প্রভৃতি বিশেষ নাই। অর্থাৎ বাহ্যপদার্থের বিশেষাভাব হেতু, ঘট পটাদি বাহ্য পদার্থ সকল সমান হওয়া হেতু ঘটের জ্ঞান হইলে পট মঠ চটাদি সকল পদার্থের জ্ঞান হউক, অতঃ জ্ঞান হইতে অর্থ অভিন্ন তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সমাধান—এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ইতিচেন্ন" ইত্যাদি। তাহা ভিন্ন হইলেও তাহাতে যে স্থলে বিষয়তাখ্য সম্বন্ধ তাহারই জ্ঞান হয় অন্যের নহে এই প্রকার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন ঘটাদি পদার্থে বিষয়তাখ্য সম্বন্ধ তাহারই প্রকাশ হয়, অন্যের নহে, সুতরাং সমূহালম্বনে অতিব্যাপ্তি হয় না। বিষয়তা অর্থাৎ 'বিষয় 'ইত্যাকারক প্রতীতির সাক্ষী স্বরূপ সম্বন্ধ বিশেষ,এই বিষয়তা ত্রিবিধ, প্রকারতা, বিশেষ্যতাও সংসর্গতা, যেমন "এইঘট" এই প্রকার প্রত্যক্ষে ঘটত্বে প্রকারতা প্রত্যক্ষ, ইদমর্থে বিশেষ্যতা প্রত্যক্ষ, ও সমবায়াদি সম্বন্ধে সংসর্গতা প্রত্যক্ষ, সুতরাং সকল পদার্থের জ্ঞান হইবে না।

অন্যদোষ বলিতেছেন—পীত'ইত্যাদি। পীত রক্তাদি বিষয়ক সমূহালম্বনের বিরুদ্ধ নানা প্রকার পীতাদির যে আকার তাহা সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ নানা প্রকারতা নিরূপিত নানা মুখ্য বিশেষ্যতা শালী যে জ্ঞান তাহাকে সমূহালম্বন জ্ঞান বলে। যেমন ইহা ঘট ইহা পট ইহা স্তম্ভ ইহা কুম্ভ ইত্যাদি সকলে একটি জ্ঞান। সারার্থ-পীত রক্তাদি বিষয়ক যে সমূহালম্বন জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিরুদ্ধ

কিঞ্চ বাহ্যমর্থং নিরস্যতা সৌগতেন তস্য পৃথক্ সত্ত্বং স্বীকৃতম্। যত্তদন্তর্জ্ঞেয়ং তত্ত্বং তদ্ বহির্বদবভাসতে" (সর্ব্ব০ দ০ সং বৌ০ ৬৫ পৃ০) ইতি তদুক্তেঃ। অন্যথাবৎ কারণাসম্ভবঃ। নহি বন্ধ্যাপুত্রো বন্ধ্যাপুত্রবদিতি কশ্চিদাচক্ষীত ॥২৮॥

যথা "পুত্রেণ সহ আগতঃ" ইত্যাদৌ সহাদ্যব্যয়ার্থৈ্যকদেশে কর্ত্তৃত্বাদি কারকে স্বপ্রকৃত্যর্থস্যাধেয়ত্বং তৃতীয়য়া বোধ্যতে। তেন পুত্রবৃত্তিকর্ত্তৃতাক গতিকালীন গতিমান্। শব্দ০ প্র০ শ্লো০ ৯২) অত্র নীলেন সহ ঘটোপলব্ধিঃ, নীলঘটোপলব্ধিঃ, তচ্চ প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে; তস্মাৎ সহোপলব্ধিরেব জ্ঞানাৎ অর্থোভিন্ন ইতি প্রতিপাদয়তি, ন তু ঐক্যম্। ন চ সহভাবমাত্রমৈক্যে এব তন্ত্রমিতি বাচ্যম্, বাগর্থয়োরৈক্যাপত্তেঃ।

ননু তথাত্বে "সহোপলম্ভনিয়মঃ" কিমর্থং? তত্রাহুঃ—ততশ্চেতি। ততশ্চ তয়োঃ জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ যঃ সহোপলম্ভনিয়মঃ সঃ কার্য্যকারণ ভাবহেতুক ইত্যর্থঃ। তথাচ বাহ্যঘটপটাদি উপলব্ধেঃ কারণং তু জ্ঞানমেব, উপলব্ধিস্তু কার্য্যমিতি। অথ যোগাচারস্য দোষান্তরমুদ্ঘাটয়ন্তি—কিঞ্চেতি। যদিতি—

নানারূপ পীতাদি প্রকারতা যে জ্ঞান তাহা সম্ভব হইবে না, যে হেতু আপনাদের (যোগাচার) জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থের কোন সত্ত্বাই নাই।

শঙ্কা—আমরা (যোগাচাররা) বলিব-জ্ঞান ও পদার্থ অভেদ, যেমন-নীল ও তাহার জ্ঞান একসঙ্গে উপলব্ধি হয় ইহাই নিয়ম, সুতরাং নীল ও জ্ঞান অভেদ, যদি বলেন ভেদ দেখা যায়, উত্তরে বলিব তাহা ভেদ নহে ভ্রম মাত্র যেমন ভ্রম বশতঃ দুইটি চন্দ্র দেখা যায় এই কারিকা বলে জ্ঞান ও পদার্থের অভিন্ন স্বীকার করিব।

সমাধান—এই আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন—"যত্তু" ইত্যাদি। যদিবলেন-পদার্থও জ্ঞান এক সঙ্গে বোধ হওয়া হেতু উভয়েই অভিন্ন' এই যুক্তিও অসৎ, অর্থাৎ সাহিত্য পদার্থ ভেদ হেতুক হওয়া হেতু ঐবাক্য যুক্তি সঙ্গত নহে। অর্থাৎ সহোপলম্ভ নিয়ম হেতু জ্ঞানের ও পদার্থের যুগপৎ প্রকাশ হয়, অতএব ঘটাদি ক্ষণিক হইলেও আলয় বিজ্ঞান হেতু জ্ঞান হইতে অভিন্ন" ইহা অপসিদ্ধান্ত, কারণ কপোল কল্পনা মাত্র। অর্থাৎ সহিতের ভাব সাহিত্য,অথবা সহের ভাব সাহিত্য, যেমন-"পুত্রের সহিত অসিল" এই স্থলে সহাদি অব্যয়ার্থের একদেশে কর্ত্তৃত্বাদিকারকে তৃতীয়ার দ্বারা স্বপ্রকৃতির অর্থের আধেয়তা বোধ হয়, সুতরাং পুত্রবৃত্তিকর্ত্তৃ যে গতি তাহার সহিত বর্ত্তমান কালীন গতিমান পিতা। এইস্থলে নীলের সহিত ঘটোপলব্ধি নীল ঘটোপলব্ধি, তাহা প্রত্যক্ষই অনুভব হয়, অতএব সহোপলব্ধিই জ্ঞান হইতে অর্থ ভিন্ন তাহা প্রতিপাদন করে, কিন্তু ঐক্য নহে।

অথ বাহ্যার্থান্ বিনাপি বাসনাহেতুকেন জ্ঞান বৈচিত্র্যেণ স্বপ্নে যথা ব্যবহার, এবং সর্ব্বং জগরেঽপি স্যাদিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দূষয়তি—

নন্নু আন্তরং জ্ঞানং কথং ঘটাদি রূপেণানুভূয়তে ? তত্রাহ—যদন্তর্জ্ঞেয়ং ঘটপটাদিকং বস্তু তৎ বহির্বদবভাসতে ; বাহ্যপদার্থ ঘটপটাদিবদিত্যর্থঃ। ইতি যোগাচারোক্তেরিতি। অন্যথা বাহ্যবস্তুন্নামসত্ত্বে "বৎ" বহির্বৎ" বাহ্যসদৃশঃ করণাসম্ভবঃ।

নন্নু তথাত্বে কো দোষঃ স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহুঃ—নহীতি। যদ্যপি অয়ং যোগাচারোঽতীব ধূর্ত্তঃ তথাপি তস্য হৃদ্গতার্থাবেদকং 'যৎ তৎ' ইত্যাদি বাক্যং প্রমাদাদেব নির্গতম্ ইতি বদতি। তস্মাৎ বাহ্যপদার্থানামুপলব্ধেঃ বিজ্ঞান মাত্রং তত্ত্বমিতি যোগাচারাণাং বৃথা কল্পনা ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥২৮॥

অথ প্রকারান্তরেণ যোগাচারমতং দূষয়ন্তি—অথেতি। তথাচ—বাহ্যার্থশূন্যাঃ—জাগ্রৎপ্রত্যয়া সর্ব্বে নিরালম্বনঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নাদিপ্রত্যয় বৎ" ইতি।

সহভাব মাত্রই ঐক্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে' এইকথা বলিতে পারেন না, তাহা হইলে বাক্যের ও পদার্থের একত্বাপত্তি হয়। যদি বলেন তাহা হইলে "সহোপলম্ভ নিয়ম" এই সিদ্ধান্ত কি নিমিত্ত ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ততশ্চেতি। অতএব ঐনিয়ম হেতু ও ফলভাব নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের যে সহোপলব্ধি নিয়ম কার্য্যকারণ ভাব হেতুক হয় ইহাই অথ। এই প্রকার বাহ্য ঘট পটাদি উপলব্ধির কারণ জ্ঞান, এবং উপলব্ধিই তাহার কার্য্য। অনন্তর যোগাচার গণের অন্য দোষ উদ্ঘাটন করিতেছেন 'কিঞ্চ' ইত্যাদি। অপর বাহ্য পদার্থ নিরসনকারি সৌগত কর্ত্তৃক তাহার পৃথক সত্ত্বা স্বীকার করা হইয়াছে—যে অন্তর্জ্ঞেয় তত্ত্ব তাহা বহির্বৎ অবভাষিত হয়" ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যদি বলেন-আন্তর জ্ঞান কি প্রকারে ঘটাদিরূপে অনুভূত হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন যাহা আন্তর জ্ঞেয় ঘট পটাদিবস্তু তাহা বাহ্য বস্তুর সমান প্রতিভাত হয়, বাহ্য পদার্থ ঘটপটাদির সমান প্রতীতি হয়, এই প্রকার যোগাচারগণ বলেন. অন্যথা বাহ্য বস্তুর অসত্ত্বা স্বীকার করিলে 'বৎ' 'বাহ্যের সমান' বাহ্য সদৃশ্য ইত্যাদি সমান করার অসম্ভব হইবে

যদি বলেন তাহাতে আমাদের কি দোষ হইবে ? তাহা বলিতেছেন - নহীতি। কোন বিজ্ঞব্যক্তি বন্ধ্যাপুত্র বন্ধ্যা পুত্রের সমান বলিয়া থাকেন না। যদ্যপি এই যোগাচারগণ অতীব ধূর্ত্ত তথাপি তাহাদের হৃদয়ের অভিপ্রায় যৎ তৎ ইত্যাদি বাক্য প্রমাদ বশতই নির্গত হইয়াছে এই প্রকার বলে। অতএব বাহ্য পদার্থের উপলব্ধির অভাব হেতু বিজ্ঞান মাত্র তত্ত্ব, যোগাচার গণের কল্পনা করা বৃথা ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ ॥২৮॥

অনন্তর প্রকারান্তরে যোগাচারমত দূষিত করিতেছেন—'অথ ইত্যাদি। বাহ্য অর্থ না থাকিলেও বাসনা হেতু জ্ঞানবৈচিত্র্যের দ্বারা স্বপ্নকালে যে প্রকার ব্যবহার হয়, সেই প্রকার সকল

।।ওঁ।। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।।ওঁ।। ২।২।৪।২৯।।

‘চ’শব্দোঽবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটাদ্যর্থাকারক জ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা জাগরেঽপি ভবেদিতি, এতন্ন সম্ভবতি। কুতঃ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরপ্রাপ্তয়োর্ব্বস্তুনোরসাধর্ম্ম্যাদেব। স্বপ্নে খল্বনুভূতং স্মর্য্যতে। জাগরে তু প্রত্যক্ষেণানুভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং ক্ষণদ্বয়মাত্রেণান্যদন্যদ্ভবতি, বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতান্তরমপি তদ্ধর্ম্মকমবাধিতঞ্চেতি। কিঞ্চ সপ্নেঽনুভূতং স্মর্য্যতে, ইতি প্রত্যুক্তিমাত্রং বোধ্যম্। স্বমতন্তু স্বমাত্রানুভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্তু স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি“সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি”(ব্র॰ সূ॰ ৩।২।১।১) ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে ।।২৯।।

বাসনা চ একসন্তানবর্ত্তিনাং আলয়বিজ্ঞানানাং তত্তৎ প্রবৃত্তিজনন শক্তিরিতি। তস্মাৎ স্বপ্ন ব্যবহারবৎ জাগরেঽপি ঘটপটাদীনাং ব্যবহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এবং যোগাচারাণাং মতং নিরাকরণার্থং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ” ইতি।

বৈধর্ম্ম্যাৎ—জাগ্রদ্‌ব্যবহার—স্বপ্নব্যবহারয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মত্বাৎ, স্বপ্নাদিবৎ ন—স্বপ্নদৃষ্টান্তেন জাগ্রদ্‌ব্যবহার ঘটপটাদীনাং ব্যবহারসিদ্ধিং সাধয়িতুং ন পার্য্যতে ইতি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। তথাচ—

ব্যবহার জাগ্রত অবস্থাতেও ব্যবহার হয়, অর্থাৎ বাহ্যার্থ শূন্য কেবল মাত্র জাগ্রৎকালে প্রত্যয় হয় এইরূপ পদার্থ সকল নিরালম্ব-বিষয় শূন্য যেহেতু তাহার প্রত্যয় বা অনুভব হয়, যেমন স্বপ্নকালে বিষয়াদির অনুভব হয়, এক সন্তানবর্ত্তি আলয় বিজ্ঞান সকলের তত্তৎ প্রবৃত্তি জনন যে শক্তি তাহাকে বাসনা বলে। সুতরাং স্বপ্নব্যবহারের সমান জাগরেও ঘট পটাদি বাহ্য বস্তুর ব্যবহার হইবে। এই প্রকার যোগাচারগণের সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—“বৈধর্ম্ম্য” ইত্যাদি।

বৈধর্ম্ম্য হেতু স্বপ্নাদিবৎ নহে। অর্থাৎ জাগ্রৎকালের ব্যবহারও স্বপ্নাবস্থার ব্যবহার পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত হেতু স্বপ্নদৃষ্টান্তের দ্বারা জাগ্রদ্‌ব্যবহার যোগ্য ঘট পটাদি বাহ্য পদার্থের ব্যবহার সাধন করিতে পারিবেন না। সূত্রে যে চ শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। স্বপ্নেও মনোরথে যে প্রকার ঘটাদি পদার্থের সত্ত্বা না থাকিলেও পদার্থাকার জ্ঞানের দ্বারাই ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেই প্রকার জাগরেও হইবে।

এই কল্পনা সম্ভব নহে। কি প্রকারে? উভয়ের বৈষম্য হেতু। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থাপ্রাপ্ত পদার্থ সকলের সাধর্ম্মের অভাব হেতু। বৈষম্য প্রকার দেখাইতেছেন—স্বপ্নদশায় অনুভূত পদার্থের স্মরণ হইয় থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় প্রত্যক্ষরূপে অনুভব হয়। স্বপ্নে উপলব্ধ বস্তু ক্ষণমাত্রেই অন্য অন্য হয়, অথবা বিনষ্ট হয় বোধে বা জাগ্রৎকালে তাহার উপলব্ধি হয় না জাগ্রৎ কালে উপলব্ধ পদার্থ কিন্তু

যত্তূক্তং বিনাপ্যর্থান্ বাসনাবৈচিত্র্যাজ্‌ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপপদ্যত ইতি, তন্নিরাসায়াহ

॥ওঁ॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ওঁ॥ ২।২।৪।৩০॥

বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ, তন্মতে বাহ্যার্থাপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূলা কিল বাসনা, অর্থান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা। তব ত্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥৩০॥

স্বপ্নজাগর প্রত্যয়য়োঃ বাধিতবিষয়ত্ব অবাধিতবিষয়ত্বাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যাৎ ন তেন দৃষ্টান্তেন জাগরপ্রত্যয়স্য নিরালম্বনত্বং সাধ্যমিত্যর্থঃ ॥২৯॥

অথ জ্ঞানবৈচিত্র্যং নিরাকুর্ব্বন্তি—যত্তু” ইতি। অথ কথমসতি বাহ্যেঽর্থে ধী বৈচিত্র্যম্? বাসনা বৈচিত্র্যাৎ ভবেৎ; বাসনা হেতুকস্য তদ্‌বৈচিত্র্যস্য অন্বয় – ব্যতিরেকাভ্যাং অবধারণাৎ” ইতি যত্বক্তং (২।২।৪।২৮) তন্নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ন ভাবঃ” ইতি। ভাবঃ ন বাসনানাং ভাবঃ সত্তা বিদ্যমানতা বা ন সম্ভবতি; কুতঃ? অনুপলব্ধেঃ, উপলব্ধেরভাবাদিত্যর্থঃ। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। তস্মাৎ বাহ্যপদার্থানামভাবাৎ বাসনাপি ন সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥৩০॥

শতবৎসর পরেও অবিকৃত থাকে বা তাহার ধর্ম্মের কোন বাধা হয় না। অপর স্বপ্নে অনুভূত পদার্থের স্মরণ হয় “এইবাক্য আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রত্যুক্তি মাত্র, অর্থাৎ প্রতিবাদ মাত্র করিলাম ইহাই জানিবেন। আমাদের (বৈদান্তিকগণের) সিদ্ধান্ত কিন্তু স্বমাত্র অনুভব যোগ্য পদার্থ সকল তাবৎ সময় মাত্র স্বপ্নকালে শ্রীগোবিন্দদেব সৃষ্টি করেন। এই বিস্তার সিদ্ধান্ত “স্বপ্নকালে সৃষ্টি বলিতেছেন” ইত্যাদি সন্ধ্যাধিকরণে বলিবেন।

সারার্থ এইযে—স্বপ্নদশায় ও জাগ্রদবস্থায় অনুভূত পদার্থ বাধিত এবং অবাধিত অনুভব দ্বারা বৈধর্ম্ম্য যুক্ত হওয়া হেতু সেই দৃষ্টান্তের দ্বারা জাগ্রৎকালে অনুভূত পদার্থের নিরাবলম্বনত্ব সাধন করিতে পারিবেন না অর্থাৎ তাহা নির্ব্বিষয় নহে ইহাই অর্থ ॥২৯॥

অতঃপর জ্ঞান বৈচিত্র্য নিরাকরণ করিতেছেন—“যত্তু” ইত্যাদি। আপনারা (যোগাচারগণ) যে বলিয়াছেন পদার্থ না থাকিলেও বাসনা বৈচিত্র্য হেতু জ্ঞান বৈচিত্র্যের উপপত্তি হয়, অর্থাৎ অসৎ বাহ্য পদার্থে কি প্রকারে বুদ্ধির বিচিত্রতা হয়? বাসনা বৈচিত্র্য হেতু হয়, বাসনা হেতুক বুদ্ধি বিচিত্রতা অন্বয় ব্যতিবেক দ্বারা অবধারণা হেতু সিদ্ধ হয়, তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন “ন ভাব” ইত্যাদি। বাসনার সম্ভব নহে কারণ উপলব্ধি হয় না। অর্থাৎ বাসনা সকলের ভাব অথবা বিদ্যমানতা সম্ভব নহে, কেন? উপলব্ধির অভাব হেতু ইহাই অর্থ। অনুপলব্ধি অর্থাৎ আপনার (বিজ্ঞানবাদিদের) মতে বাহ্য পদার্থের কোন প্রকার সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। বাসনা অর্থ মূলা বাহ্য পদার্থ যে সৎ তাহা অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে সিদ্ধ হয়। আপনারা বাহ্যার্থ অঙ্গীকার করেন না সুতরাং বাসনাও সম্ভব হয় না। অতএব বাহ্য পদার্থ ঘট পটাদি সকলের অভাব হেতু বাসনা ও সিদ্ধ হয় না ইহাই ভাবার্থ ॥৩০॥

কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ। স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—

॥ওঁ॥ ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ওঁ॥ ।২।২।৪।৩১॥

নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।২।৪।৩০) বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈবতেঽস্তি। কুতঃ? ক্ষণিকত্বাৎ। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্যালয় বিজ্ঞানস্য চ সর্ব্বস্য ক্ষণিকত্বাঙ্গীকারাৎ। ন হি ত্রিকাল-স্থির সম্বন্ধিনি চেতনেঽসতি দেশকাল নিমিত্ত সাপেক্ষ বাসনাধ্যান স্মরণাদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ। তথাচাশ্রয়াভাবান্ন সা, তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছোবিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥৩১॥

অথ যোগাচারাণাং বাসনা নিরাকর্ত্তুং ভূমিকামারচয়ন্তি—কিঞ্চেতি। অথ বাসনায়াঃ স্থিরত্বা-ভাবং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ ক্ষণিকত্বাচ্চ" ইতি। সূত্রমিদং শ্রীভাষ্যে ন দৃশ্যতে। ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্। তথাচ" ইতি—স্থিরাশ্রয়াভাবাৎ ন বাসনা সিদ্ধতি, বাসনাভাবাচ্চ ন জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতিভাবঃ তস্মাৎ অত্যন্তহেয়ো বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ" ইতি।

বৌদ্ধানাং বুদ্ধিহীনানাং কদা বুদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে কদা চিত্তং লগিষ্যতি॥৩১॥

ইতি অভাবাধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্॥৪॥

অতঃপর যোগাচারগণের বাসনা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভূমিকা রচনা করিতেছেন কিঞ্চ 'ইত্যাদি। অপর যাহা বাসনা তাহা সংস্কার বিশেষ, সেই সংস্কার স্থির আশ্রয় বিনা অবস্থান করা সম্ভব নহে। অনন্তর বাসনার স্থিরত্বের অভাব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন-'ক্ষণিক" ইত্যাদি। আপনাদের (বৈভাষিকদের) সকল পদার্থ ক্ষণিক হওয়া হেতু বাসনার আশ্রয় স্থির পদার্থ নাই। এই সূত্রটি শ্রীভাষ্যে দেখা যায় না। পূর্ব্বসূত্র হইতে নিষেধাত্মক 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

বাসনা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিবে আপনাদের তাদৃশ স্থির পদার্থ নাই, কেন? সকল ক্ষণিক হওয়া হেতু, অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞানদি সকলের ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। পুনঃ ত্রিকাল সম্বন্ধযুক্ত চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশকাল নিমিত্ত সাপেক্ষ বাসনা ধ্যান স্মরণাদি ব্যবহার সম্ভব হইবে না। সারার্থ এইযে—স্থির আশ্রয়ের অভাব হেতু বাসনা সিদ্ধি হইবে না, স্থির বাসনার অভাব হেতু জ্ঞান বৈচিত্র্যও সিদ্ধ হইবে না, অতএব যোগাচারগণের যে বিজ্ঞানমাত্র সিদ্ধান্ত তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ বা হেয় ইহাই সিদ্ধান্ত বুদ্ধিহীন বৌদ্ধগণের কখন সদ্‌বুদ্ধি হইবে তাহাদের চিত্ত কবে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সংযুক্ত হইবে॥৩১॥

এই প্রকার অভাবাধিকরণ চতুর্থ সমাপ্ত হইল॥৪॥

৫। সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্

এবং যোগাচারেঽপি নিরস্তে সর্ব্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপদ্যতে। বুদ্ধেন বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানঞ্চাঙ্গীকৃত্য বিনেয় বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবত্তত্র ক্ষণিকত্বাদিকল্পিতং, ন তু তে তচ্চ বর্ত্তন্তে, শূন্যমেব তত্ত্বং, তদাপত্তিরেবমোক্ষ" ইত্যেবং তন্মতরহস্যম্ ।

৫। সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ।

ভাবাভাবাদিরূপং যচ্ছূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ।
সর্ব্বথানুপপত্তিত্বাৎ তৎ কদাপি ন সিদ্ধ্যতি ॥

অথ বিজ্ঞানবাদনিরসনানন্তরং সর্ব্বশূন্যবাদি মাধ্যমিকং নিরাকরণমুচিতং ইতি তন্নিরাকরণেঽয়মারম্ভঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

ননু মা ভূদসঙ্গতেন আন্তরবিজ্ঞানবাদেন বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিরোধঃ, সর্ব্বশূন্যবাদে তু ভবতু' ইতি তদ্ বাদং বক্তুমুপক্রমন্তে—এবমিত্যাদিনা। শূন্যবাদো ভ্রমমূলঃ প্রমাণমূলো বা ইতি সন্দেহে তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুং তৎ প্রক্রিয়াং দর্শয়ন্তি—"বুদ্ধেন" ইতি।

তথাচ তন্মতসংক্ষেপঃ—ভিক্ষুপাদপ্রসারণ" ন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধান মুখেন স্থায়িত্ব—অনুকূলবেদনীয়ত্ব অনুগতসর্ব্বসত্যত্ব-ভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতামেব পর্য্যবসানম্ : অতঃ তত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মক চতুষ্কোণবিনির্ম্মুক্তং শূন্যমেব। দৃষ্টার্থব্যবহারশ্চ স্বপ্নব্যবহারবৎ সংবৃত্ত্যা সংগচ্ছতে। তদেবং ভাবনাচতুষ্টয়বশাৎ নিখিল বাসনাবিনিবৃত্তৌ পরং নির্ব্বাণং শূন্যরূপং সেৎস্যতীতি বয়ং কৃতার্থাঃ। এবং তেষাং

৫। সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ ভাব ও অভাবাদিরূপে যে শূন্যের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা সর্ব্বথা অনুপপত্তি হেতু কোন কালেও সিদ্ধ হইবে না। এই প্রকার বিজ্ঞান বাদ নিরাকরণ করিবার পর সর্ব্বশূন্য বাদিমাধ্যমিক গণের মত নিরাকরণ করা উচিত সুতরাং তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি। যদি বলেন অসঙ্গতি পূর্ণ আন্তর বিজ্ঞান বাদের দ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্তে বিরোধ না হউক, সর্ব্বশূন্যমাধ্যমিক বাদে হউক সুতরাং মাধ্যমিক গণের সর্ব্বশূন্য বাদ বলিতে অরম্ভ করিতেছেন—'এবং ইত্যাদি দ্বারা।

এই প্রকার আন্তর বিজ্ঞা-বাদি যোগাচারগণ নিরস্ত হইলে সর্ব্বশূন্য বাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ সমুপস্থিত হইলেন। শূন্যবাদ ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ মূলক, এই প্রকার সন্দেহ হইলে শূন্য বাদের প্রমাণমূলতা বলিবার নিমিত্ত তাহার প্রক্রিয়া দেখাইতেছেন—"বুদ্ধেন' ইত্যাদি। সর্ব্বশূন্যবাদি গণের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে এই প্রকার-ভিক্ষুক যে প্রকার ধীরে ধীরে পাদ প্রসারণ করে' সেই প্রকার ক্ষণভঙ্গাদি সিদ্ধান্ত নিরূপণের দ্বারা স্থায়িত্ব অনুকূলবেদনীয়ত্ব অনুগত সর্ব্বসত্যত্ব ভ্রম ব্যাবর্ত্তনের দ্বারা

যুক্তঞ্চৈতৎ শূন্যস্যাহেতু সাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ। সতো হেত্বপেক্ষিনোঽপ্যুৎপত্ত্য-নিরূপণাচ্চ। তথাহি ন তাবদ্ভাবাদুৎপত্তিঃ সতঃ। অনষ্টাদ্বীজাদিতোঽঙ্কুরাদ্যুৎপত্ত্যদর্শনাচ্চ।

নাম নিরুক্তিঃ—শিষ্যৈঃ তাবৎ যোগঃ আচারশ্চ ইতি দ্বয়ং করণীয়ম্। তত্র অপ্রাপ্তস্যার্থস্য প্রাপ্তয়ে পর্য্যনুযোগো যোগঃ। গুরুকথিতস্যার্থস্য অঙ্গীকরণমাচারঃ। তত্র গুরুকথিতস্য অঙ্গীকরণাদুত্তমাঃ; পর্য্যনুযোগস্য অকরণাদধমাশ্চ; অত এতেষাং মাধ্যমিকা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। (ন্যা০ কো০ ৬০৯ পৃ০)

বিষয়ঃ - অত্র বিষয়বাক্যম্। অথ বুদ্ধস্য উপদেশরহস্যং নিরূপয়ন্তি বুদ্ধেন ইত্যাদিনা। তথাচ শূন্যাপত্তিমোক্ষ প্রাপ্তয়ে বুদ্ধেন স্বশিষ্যেভ্যঃ ক্ষণিকত্বাদি বাক্যং সোপানবৎ উপদিদেশ; পরং তত্ত্বং তু তস্য শূন্যমেব; তস্মাৎ তস্য শিষ্যা অপি ক্ষণিকত্বাদিমতং পরিত্যজ্য শূন্যমেব উপাসিতবন্তঃ। অথ শূন্যস্য কারণান্তরপেক্ষাভাবাৎ সর্ব্বোত্তমত্বং নিরূপয়ন্তি - যুক্তমিত্যদিনা। আত্মাশ্রয়ঃ—স্বোৎপত্তৌ স্বউৎপত্যাপেক্ষা" যথা অয়ং ঘটঃ এতদ্ঘটজন্যত্বাৎ প্রদীপবৎ।

নন্বু 'ক্ষিত্যঙ্কুরাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে, ইতি চেৎ ন, সর্ব্বেষাং বিভ্রমরূপত্বাৎ' ইত্যতঃ প্রতিপাদয়ন্তি — তস্মাদিতি। অয়মত্রনিষ্কর্ষঃ - শূন্যমেব সংবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং বিচিত্র জগদ্রূপেণ বিবর্ত্ততে, অসৎপ্রকাশন

সর্ব্বশূন্যতাই পর্যবসান হয়, অতএব সদসদুভয় অনুভয়াত্ম চতুষ্কোণাদি প্রকার বিনির্মুক্ত শূন্যই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটপটাদিপদার্থের ব্যবহার স্বপ্নব্যবহারের সমান সংবৃত্তি বা জ্ঞানের দ্বারা যুক্তি সঙ্গত হয়। এই প্রকার ভাবনাচতুষ্টয় হেতু নিখিল বাসনা নিবৃত্তি হইলে পরম নির্ব্বাণ শূন্যরূপ সিদ্ধ হয় এই প্রকারে আমরা মাধ্যমিকগণ কৃতার্থ হই। এইরূপে তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে—শিষ্যগণের যোগ ও আচার এই দুইটি অবশ্য করণীয়।

তন্মধ্যে অপ্রাপ্ত সমার্থ্য ব্যক্তির সামর্থ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত পর্য্যনুযোগের নাম যোগ। গুরুকথিত অর্থের অঙ্গীকারের নাম আচার। গুরুকথিত আচারের অঙ্গীকার করা হেতু উত্তম, পর্য্যনু যোগের আচরণ না করা হেতু অধম, অতএব ইহারা মাধ্যমিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে

বিষয় — সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্য এইপ্রকার অতঃ পর শ্রীবুদ্ধদেবের উপদেশ রহস্য বর্ণনা করিতেছেন' বুদ্ধে ইত্যাদি। শ্রীবুদ্ধদেব বাহ্য পদার্থ বিজ্ঞানাদি অঙ্গীকার করিয়া শিষ্যের বুদ্ধি আরোহণের নিমিত্ত সোপানের ন্যায় ক্ষণিকত্বাদি কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি নই, শূন্যই তত্ত্ব, শূন্যাপত্তিই মোক্ষ' ইহাই মাধ্যমিক মত রহস্য, অর্থাৎ শূন্যাপত্তি মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীবুদ্ধদেব নিজ শিষ্যগণকে ক্ষণিকত্বাদি বাক্য সোপনের সমান উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার' পরম তত্ত্ব শূন্যই। অতএব তাঁহার শিষ্যগণও ক্ষণিকত্বাদি মত পরিত্যাগ করিয়া শূন্যকেই উপাসনা করিয়াছেন।

নাপ্যভাবাৎ, নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতস্যাঙ্কুরাদের্নিরূপাখ্যতাপাতাৎ। ন চ স্বতঃ, আত্মাশ্রয়তাপত্তে-রানর্থক্যাচ্চ। ন তু পরতঃ, পরত্বাবিশেষেণ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। এবমুৎ-পত্ত্যভাবাৎ বিনাশাভাবঃ। তস্মাদুৎপত্তিবিনাশ সদসদাদিকং বিভ্রম মাত্রমতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি।

শক্তিরবিদ্যা সংবৃত্তিঃ পারমার্থিক সত্তাভাবেঽপি সাংবৃত্ত্যসত্ত্বেন জগতি সদ্বুদ্ধিরর্থক্রিয়াকারিতা—হানো-পাদানশ্চ স্যুঃ। অবাঙ্মনস গোচরং শূন্যমেব পরং তত্ত্বম্। তচ্চ নির্লেপং নির্ব্বিশেষং অস্তীতি ভাবনা-পরিপাকাৎ শূন্যভাবাপত্তি মোক্ষ ইতি; এবং শূন্যবাদস্বীকারেনৈব সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ ভাব ভূতাৎ বিজ্ঞানানন্দ—সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণনিলয়াৎ চিদচিচ্ছক্ত্যুপেতাৎ ব্রহ্মণো জগদ্সৃষ্টিকল্পনা বৃথা এব ইতি। অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বিষয়বাক্যম্।

অনন্তর শূন্যের কারণান্তরের অপেক্ষার অভাব হেতু তাহার সর্ব্বোত্তমতা নিরূপণ করিতেছেন যুক্তম্” ইত্যাদি এই সিদ্ধান্ত যুক্তি যুক্তিই হয়, শূন্যের অহেতু সাধ্যত্বের দ্বারা স্বতঃ সিদ্ধ হওয়া হেতু। শূন্যভিন্ন সৎপদার্থের উৎপত্তির কোন হেতুর অপেক্ষা থাকিলেও কিন্তু শূন্যের কোন প্রকার কারণ নিরূপণ করা হয় না। যেমন সৎ ব ভাবপদার্থ হইতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না, বীজ নষ্ট না করিয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, তাহা দেখা যায়, ঐরূপ মৃৎপিণ্ড কারণাদিকে বিমর্দ্দিত না করিয়া ঘটাদির উৎপত্তি হয় না। অপর অভাব হইতেও উৎপত্তি হয় না, যেমন বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি দেখা যায় না, সুতরাং কারণ বিমর্দিত করিয়াই কার্য্য জাত হয়, এবং তাহা নিরূপাখ্যতা বা শূন্যতারই অন্তর্গত। পক্ষান্তরে স্বতই কার্য্যোৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়, ও আনর্থক্য হয়। আত্মাশ্রয়-নিজ উৎপত্তির নিমিত্ত নিজ উৎপত্তির অপেক্ষা, যেমন 'ইহা ঘট যেহেতু এই ঘট হইতে জাত হওয়ায়, যেমন প্রদীপ এই প্রকার আত্মাশ্রয়দোষ হয়। এবং পর হইতেও উৎপত্তি হয় না কারণ স্বভিন্ন পদার্থ সকলই পর, সুতরাং অন্য সকল পদার্থ পর বা ভিন্ন হওয়ায় সকল পদার্থ হইতে সকলের উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইবে।

এই প্রকার উৎপত্তির অভাব হেতু বিনাশেরও অভাব হইবে! যদি বলেন-ক্ষিতি অঙ্কুরাদি পদার্থ প্রতীতি হইতেছে, এই কথা বলিতে পারেন না কারণ সকল পদার্থই বিভ্রম স্বরূপ এই প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন তস্মাদিত্যাদি। অতএব উৎপত্তি বিনাশ সং অসং প্রভৃতি সকল ভ্রম মাত্র, কেবল শূন্য মাত্রই তত্ত্ব। শূন্যবাদের সারার্থ এই যে—শূন্যই সংবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া বিচিত্র জগৎ রূপে বিবর্ত্তিত হয়, অসৎ প্রকাশকারিণী অবিদ্যার যে শক্তি তাহাকে সংবৃত্তি বলে। ঘট পটাদির পারমার্থিক সত্তার অভাব হইলেও সাংবৃত্ত্য বা অবিদ্যাশক্তির দ্বারা জগতে সৎবুদ্ধি অর্থক্রিয়া কারিতা হানোপাদানাদি গ্রহণ পরিত্যাগাদি ব্যবহার সিদ্ধ হয়। বাক্য ও মনের অগোচর শূন্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।

ইহ সংশয়ঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতিযুক্তং ন বেতি? শূন্যস্য স্বতঃ সিদ্ধেরিতরেষাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতত্বেনাসত্ত্বাচ্চ যুক্তমিতি প্রাপ্তে—নিরস্যতি—

॥ওঁ॥ সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।৫।৩২॥

সংশয়ঃ অথ মাধ্যমিকোক্ত শূন্যবাদসিদ্ধান্তে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি—ইহ' ইত্যাদিনা। শূন্যমেব তত্ত্বং পরমনির্ব্বাণং ; তৎস্বীকারে সর্ব্বব্যবহারং সিদ্ধ্যতি ন বা ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি মাধ্যমিকাঃ - শূন্যস্য' ইতি।

সিদ্ধান্তঃ –মাধ্যমিকা ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রং রচয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সর্ব্বথা" ইতি। মাধ্যমিকানাং শূন্যবাদং সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবেন অনুপপত্তেঃ, ন তদ্বাদেন পরমনির্ব্বাণং সিদ্ধিঃ ন বা সর্ব্বব্যবহারং সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ" ইত্যস্মাৎ সূত্রাৎ 'ন' করোঽনুবর্ত্তনীয়ম্। শূন্যবাদং ন যুক্তিসঙ্গতং সর্ব্বথা যুক্তিবিরুদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। অথ অনুপপত্তিপ্রকারং দর্শয়ন্তি—শূন্যমিত্যাদিনা। অথ শূন্যস্য ভাবত্বাদিকং নিরাকুর্ব্বন্তি তথাহি ইতি আদ্যে-শূন্যস্য ভাবত্বপক্ষে অনিষ্টাপত্তিঃ, তস্য ভাবরূপত্বাস্বীকারাৎ। দ্বিতীয়ে-শূন্যস্য অভাবত্ব পক্ষে। তৃতীয়ে-শূন্যস্য ভাবাভাব-

---

এবং তাহা নির্লেপ নির্ব্বিশেষ, আছে' এইমাত্র ভাবনা পরিপাক হেতু শূন্য ভাবাপত্তিরূপ মোক্ষ হয়। এই প্রকার শূন্যবাদ স্বীকারেই সকল ব্যবহার সিদ্ধ হয়। অতএব ভাব স্বরূপ বিজ্ঞানানন্দ সার্ব্বজ্ঞাদিগুণ নিলয় চিদ চিৎ শক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি কল্পনা করা বৃথা প্রয়াস মাত্র। সুতরাং শূন্যই পরমতত্ত্ব, এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয়—অনন্তর মাধ্যমিক কথিত শূন্যবাদ সিদ্ধান্তে সংশয় উদ্ভাবন করিতেছেন ইহ' ইত্যাদি। এইস্থলে সংশয় এইযে শূন্যই পরম তত্ত্ব' ইহা যুক্তি সংগত? অথবা নহে? অর্থাৎ শূন্যই তত্ত্ব বা পরম নির্ব্বাণ, তাহা স্বীকার করিলে সর্ব্ব ব্যবহার সিদ্ধ হয়? অথবা হয় না? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সংশয় হইলে মাধ্যমিকগণ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন-শূন্য পদার্থ স্বতসিদ্ধ বস্তু, অন্য ঘট পটাদি বস্তু ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত বা ভ্রম কল্পিত অতএব তাহাদের কোন সত্ত্বা নাই সুতরাং শূন্যবাদ যুক্তি সঙ্গত, ইহা পূর্ব্ব পক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—মাধ্যমিকগণ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—সর্ব্বথা "ইত্যাদি। সর্ব্বথা অনুপপত্তি হেতু। অর্থাৎ মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদ সর্ব্বভাবে অনুপপত্তি হয়, সুতরাং সেই বাদের দ্বারা পরম নির্ব্বাণ সিদ্ধি, অথবা কোন প্রকার ব্যবহার সিদ্ধি হয় না। বাসনা ভাবপদার্থ নহে "এই সূত্র হইতে ন কারের অনুবর্ত্তন

নেত্যনুবর্ত্তনীয়ম, (২।২।৪।৩০) শূন্যমিতিবদন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং বা প্রতি-পাদয়েৎ, সর্ব্বথা নাভিমতসিদ্ধিঃ। কুতঃ ? অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ।

রূপং প্রতিপাদন পক্ষে ; অথ দোষান্তরমুদ্‌ঘাটয়ন্তি কিঞ্চ ইতি।

কিঞ্চ— স্থায়িত্ব, সর্ব্ব সত্যত্বাদি ভ্রমমূল প্রপঞ্চস্য বাধ্যত্বে কিঞ্চিৎ সত্যমধিষ্ঠানং বক্তব্যম্ ; যতো নিরধিষ্ঠানস্য বাধাযোগাৎ ; তচ্চ ভবতাং নাস্ত্যেব , তস্মাৎ দুষ্টঃ শূন্যবাদঃ ইত্যর্থঃ। ত্রিমতীতি— শূন্যং ভাবরূপং অভাবরূপং ভাবাভাবরূপং ইতি মতত্রয়ম্। বৌদ্ধানাং প্রতারকত্বং শ্রীজয়ন্তভট্টপাদৈঃ— নিরূপিতম্ (ন্যায়মঞ্জরী—৩৯ পৃ০) নাস্ত্যাত্মা ফলভোগমাত্রমথ চ স্বর্গায় চৈত্যার্চ্চনম্, সংস্কারাঃ ক্ষণিকা যুগস্থিতিভৃত শৈচতে বিহারাঃ কৃতাঃ। সর্ব্বং শূন্যমিদং বসূনি গুরবে দেহীতি চাদিশ্যতে, বৌদ্ধানাং রচিতং কিমন্যদিয়তো দম্ভস্য ভূমিঃ পরা। তস্মাৎ প্রতারকানাং বৌদ্ধানাং মতন্তু দূরত এব উপেক্ষণীয়ং শ্রেয়োঽর্থিভিরিতি।

করিতে হইবে, সর্ব্বথা যুক্তি বিরুদ্ধ হেতু মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদ যুক্তি সঙ্গত নহে। শূন্যবাদের অনুপপত্তিপ্রকার দেখাইতেছেন শূন্যম্ ইত্যাদি।

আপনারা (মাধ্যমিকগণ) শূন্যকে ভাব পদার্থ অথবা ভাবাভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন ? কোন প্রকারে অভিমত সিদ্ধ হইবে না। কেন ? অনুপপত্তি বা অযুক্ত হেতু। শূন্যবাদের ভাবত্বাদিক নিবারণ করিতেছেন—তথাহি' ইত্যাদি। অন্তে অনিষ্টাপত্তি, অর্থাৎ শূন্যেরভাবত্ব পক্ষ স্বীকার করিলে অনিষ্টাপত্তি দোষ হইবে, কারণ শূন্যকে আপনারা ভাবরূপ স্বীকার করেন নাই। দ্বিতীয়ে, শূন্যের অভাবত্বপক্ষে, শূন্যের যেব্যক্তি প্রতিপাদন করিবে, এবং তাহার সাধনের সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা হেতু সর্ব্বশূন্যতাবাদ হানি হইবে। তৃতীয়ে, শূন্যের ভবাভাবরূপ প্রতিপাদন পক্ষে আপনাদের সিদ্ধান্ত বিরোধ এবং অনিষ্ট হইবে

অপর দোষান্তর উদ্‌ঘাটন করিতেছেন--কিঞ্চ" ইত্যাদি। আরও আপনারা (মধ্যমিকরা) যে প্রমাণের দ্বারা শূন্যবাদ সিদ্ধ করিবেন সেই প্রমাণেরও শূন্যতাহেতু শূন্যবাদ হানি, সেই প্রমাণের সত্যতায় সকল পদার্থই সত্য হইবে এই কারণে শূন্যবাদ নানা প্রকার দোষ দুষ্ট। অর্থাৎ স্থায়িত্ব সর্বসত্যত্বাদি ভ্রমমূল প্রপঞ্চের বাধা প্রাপ্ত হইলে কোন এক বস্তুকে সত্য বা অধিষ্ঠান বলিতে হইবে যে হেতু অধিষ্ঠান না থাকিলে বাধা প্রাপ্ত হয় না, তাহা আপনাদের নাই, সুতরাং শূন্যবাদ অনেক প্রকার দোষদুষ্ট। এই প্রকার ত্রিমতী অর্থাৎ শূন্য ভাবরূপ অভাবরূপ ভাবাভাবরূপ এইতিন প্রকার নিরূপণ করা হেতু শ্রীবুদ্ধদেবের বা তাঁহার অনুগতগণের প্রতারকতাই অবশিষ্ট থাকে, বৌদ্ধগণ যে প্রতারক তাহা শ্রীপাদ-জয়ন্ত ভট্ট নিরূপণ করিয়াছেন— সুখদুঃখাদি ফল ভোগের নিমিত্ত কোন স্থির আত্মা নাই তথাপি চৈত্য-মূর্ত্তিও মন্দিরাদির পূজা স্বর্গলাভের জন্য বহু আড়ম্বর পূজা করে সকলপ্রকার সংস্কারই ক্ষণিক, তথাপি

তথাহি—আদ্যেঽনিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভ্রমস্য তৎ সাধনস্য চ সত্ত্বাৎ

নমু বুদ্ধস্য ঈশ্বরাবতারত্বাৎ কথং প্রতারকত্বম্? তথাহি শ্রীভাগবতে ১৩২৪, ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥ ইত্যাদি প্রমাণেন তস্য শ্রীভগবদবতারত্বম্। কিঞ্চ তস্য অহিংসাদি ধর্ম্মোপদেশেন আপ্তত্ব প্রতীতেশ্চ, তস্মাৎ তন্মতং ভ্রমমূলমিতি ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ। ইতি চেৎ নঃ ন হি বুদ্ধো ভ্রমাদেবং ভাষতে কিন্তু পরবঞ্চনার্থমেব; তথাচ—হরিবহির্ম্মুখাঃ স্বতঃ প্রবলাঃ তে যদি বেদোক্তযজ্ঞাদ্যনুতিষ্ঠেয়ুস্তদা অতি বলিষ্ঠাঃ সন্তো দৈত্যবদ্ বৈদিকান্ শ্রীহরিভক্তান্ বাধেরন্নিতি, তেষাং বঞ্চনার্থমেব বেদাবজ্ঞাদি প্রচুরা প্রবৃত্তিঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে—২।৭।৩৭, দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ম্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতূর্ভিঃ। লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেষং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যম্॥ ইত্যাদিনা তস্য নিন্দাশ্রবণাৎ। তস্য দয়াপ্রকাশস্তু স্বকপোল কল্পিতবাক্যে অন্যেষাং প্রতীত্যর্থং, তন্মতে প্রবেশার্থং বা।

কিঞ্চ তদ্বাক্যস্য ন আপ্ততা, পাষণ্ডময়ত্বাৎ। তস্মাদলং বৈদিকানাং এভিঃ সহালাপৈরিতি। অন্যপ্রবর্ত্তিতানাং প্রত্যক্ষমাত্রবাদিনাং চার্ব্বাকাদীনাং মতানি অতিতুচ্ছত্বাৎ ভগবতা সূত্রকারেণ শ্রীবাদরায়ণেন প্রত্যাখ্যাতুং নোট্টঙ্কিতানি ইতি বেদিতব্যম্। তথাচ চার্ব্বাকমতসংক্ষেপঃ—অথ কথং পরমেশ্বরস্য মোক্ষপ্রদত্বমভিধীয়তে? বৃহস্পতিমতানুসারিণা নাস্তিক শিরোমণিনা চার্ব্বাকেণ তস্য দূরোৎসারিতত্বাৎ; প্রায়েণ সর্ব্বেষামেব প্রাণিনাং ইয়মিচ্ছা প্রবলা দরীদৃশ্যতে—যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?॥ অতএব তস্য চার্ব্বাকমতস্য "লোকায়তম্" ইত্যপরং নামধেয়ম্।

বৌদ্ধগণ যুগান্ত স্থিতিশীল বিহার মঠাদি নির্ম্মাণ করিতেছে, পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থই শূন্য' এই প্রকার উপদেশ করে, তথাপি 'ধন সম্পত্তি সকল গুরুদেবকে সমর্পণ কর' এইরূপ বলে অহো! বৌদ্ধগণের ইহা হইতে দম্ভের পরাকাষ্ঠা বা প্রতারকতার চরম সীমা কি হইতে পারে? অতএব পরম শ্রেয়াকাঙ্খি মানবগণ স্ব পর প্রতারক বৌদ্ধগণের মত বা সিদ্ধান্ত দূর হইতে উপেক্ষা করিবে ইহাই সিদ্ধান্ত।

শঙ্কা—আমরা (বৌদ্ধগণ) বলিব-শ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরের অবতার, সুতরাং তিনি কি প্রকারে প্রতারক হইলেন? এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—অনন্তর কলিযুগ প্রারম্ভ হইলে শ্রীভগবান অসুরগণকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধনামে কীকট প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন, ইত্যাদি প্রমাণে বুদ্ধদেবের শ্রীভগবদবতারত্ব সিদ্ধ হয়। অপর তাঁহার অহিংসাদি ধর্ম্মোপদেশ আপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়, অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রমমূল এই প্রকার মন্তব্য করিবেন না।

সর্ব্বশূন্যতা হানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোঽনিষ্টতা চ। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্য

পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি, তেভ্য এব দেহাকারপরিনতেভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে, দেহাতিরিক্তে আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ। প্রত্যক্ষমেকং প্রমাণং, অনুমানাদেরভাবাৎ। "অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্য সুখমেব পুরুষার্থঃ। তথাহি—অঙ্গনালিঙ্গনাজ্জন্য সুখমেব পুমর্থতা। কণ্টকাদি ব্যথা জন্যং দুঃখ নিরয় উচ্যতে॥ লোকসিদ্ধো ভবেদ্ রাজা পরেশো নাপর স্মৃতঃ। দেহস্য নাশো মুক্তিস্তু ন জ্ঞানান্মুক্তিরিষ্যতে॥

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ। চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজয়াতে॥ ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকা॥ অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্। বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ। পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি। স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে?॥ মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্। নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছিখাম্॥ স্বর্গস্থিতা যদা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ। প্রাসাদস্যোপরিস্থানাং অত্র কস্মান্ন দীয়তে॥

সমাধান—আপনারা (বৌদ্ধগণ) এই প্রকার বলিবেন না, শ্রীবুদ্ধদেব **ভ্রমবশতঃ এই প্রকার** বলেন নাই, কিন্তু অবৈষ্ণবগণকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই বলেন। অর্থাৎ শ্রীহরি বহির্ম্মুখগণ স্বভাবতই অতি প্রবল, তাহারা যদি বেদোক্ত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে সাতিশয় বলিষ্ঠ হইয়া দৈত্যগণের সমান বৈদিকাচারনিষ্ঠ শ্রীহরিভক্তগণকে বাধা প্রদান করিবে, অতত্রব তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই বেদাদির অবজ্ঞা প্রচুর প্রবৃত্তি দেখা যায়।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—দেবদ্বেষী অসুরগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার প্রভাবে অলক্ষ বেগ নগর নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা লোক সকলকে নিহত করিতেছিল, শ্রীভগবান তাহাদের বুদ্ধি ভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ড বেশ ধারণ পূর্ব্বক বহুবিধ উপধর্ম্ম উপদেশ করেন, যাহাতে সেই বহির্ম্মুখগণের বুদ্ধি বিমোহিত ও উপধর্ম্মে লোভ হয়। ইত্যাদি বাক্যে তাহার নিন্দা শ্রবণ করা যায়। তাঁহার অহিংসা বা দয়া প্রকাশ প্রভৃতি স্বকপোল কল্পিতবাক্য অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্ত, অথবা তাঁহার মতে প্রবেশ করাইবার জন্য। আরও শ্রীবুদ্ধদেবের উপদেশ আপ্তবাক্য নহে, যে হেতু তাহাতে পাষণ্ডতাই বহুলরূপে দেখা যায়। অতএব বৈদিক শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের বৌদ্ধগণের সহিত আলাপ করাও নিষেধ। লোকায়তিক প্রভৃতির মতবাদ সকল অতিশয় তুচ্ছ, অতএব সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত উট্টঙ্কিত করেন নাই, বা সূত্ররচনা করেন নাই।

শূন্যত্বে শূন্যবাদহানিঃ। তস্য সত্যত্বে সর্ব্বসত্যতা প্রসঙ্গশ্চেতি দুষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতী নিরূপণাৎ জগৎ প্রতারকতা বুদ্ধস্যাবসীয়তে।

যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদোষ বিনির্গতঃ। কস্মাদ্ ভূয়ো নচায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ?॥ ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ। মৃতানাং প্রেতকার্য্যাণি ন ত্বন্যদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ॥ ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ। জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥ অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নং তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্। ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্॥ মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর-সমীরিতম্॥ তস্মাৎ বহূনাং প্রাণিনাং অনুগ্রহার্থং চার্ব্বাকমতমাশ্রয়নীয়মিতি রমণীয়ম্। (স০ দ০ সং চার্ব্বাকদর্শনম্) এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—৩।১৮।২৬—২৯, নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্মায় চেষ্যতে। হবিংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্॥

যজ্ঞৈরনেকৈর্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভূজ্যতে। শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্‌পশুঃ॥

অর্থাৎ প্রত্যক্ষমাত্র বাদী চার্ব্বাকাদি পাষণ্ডগণের প্রবর্ত্তিত মত সকল সাতিশয় তুচ্ছ হেতু সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান করিবার নিমিত্ত উদ্ধৃত করেন নাই ইহা জানিতে হইবে। এই স্থলে চার্ব্বাকমতের সংক্ষেপ বিবরণ—চার্ব্বাক বলেন-পরমেশ্বর মানবগণকে মুক্তি প্রদান করেন ইহা কে বলে ? কারণ বৃহস্পতি মতানুসারী নাস্তিক শিরোমণি চার্ব্বাক কর্ত্তৃক পরমেশ্বরকে দূরোৎসারিত করা হইয়াছে। প্রায়শঃ সকল প্রাণিগণের এই প্রকার প্রবল ইচ্ছা দেখা যায়-যাবৎকাল জীবন ধারণ করিবে তাবৎ কাল সুখে থাক, কেহ মৃত্যুর অগোচর নহে, যে দেহ অগ্নি দ্বারা ভস্ম হইয়া যায় তাহা কোথা হইতে পুনরায় আগমন করিবে।

অতএব চার্ব্বাকমতের অপর নাম লোকায়ত মত। এই মতে পৃথিবী জল তেজ ও বায়ু এই চারিটি মহাভূতই পদার্থ। এই ভূত চতুষ্টয় দেহাকারে পরিণত হইলে মদ শক্তির সমান চৈতন্য উৎপন্ন হয়, দেহাতিরিক্ত আত্মার কোন প্রমাণ নাই, অনুমানাদি প্রমাণের অভাব হেতু প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। নবযৌবনা অঙ্গনার আলিঙ্গন বা সম্ভোগ সুখই পরম পুরুষার্থ। এই বিষয়ে প্রমাণ-নবযৌবনা রমণীর আলিঙ্গন সুখই পরম পুরুষার্থ, কণ্টকাদি বিদ্ধ ব্যথাজাত দুঃখই নরক। যিনি সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ রাজা তিনি পরমেশ্বর, অপর কেহ ঈশ্বর নাই, ভৌতিকদেহ বিনাশই মুক্তি, জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় না,পৃথিবী জল তেজও বায়ু এইভূতচতুষ্টয় হইতেই চৈতন্য জাত হয়। স্বর্গ নাই অপবর্গ নাই আত্মা নাই পারলৌকিক ক্রিয়াও নাই, বর্ণাশ্রমাদির ক্রিয়াও ফলদায়িকা নহে। অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য বেদত্রয় ত্রিদণ্ডধারণ ভস্মমর্দন যাহাদের বুদ্ধি সামর্থ্যাদি নাই তাহাদেরই এই সকল জীবিকা, ইহা বৃহস্পতি বলিয়াছেন, জ্যোতিষ্টোম যাগে পশুবধ করিলে সেই পশু যদি স্বর্গ যায় তাহা হইলে সেই যজমান নিজ পিতাকে সেই যাগে বধ করে না কেন ? মৃতমানবগণের শ্রাদ্ধ যদি তৃপ্তির কারণ হয়, তবে

লোকায়তিকাদিমতানি স্মৃতিতুচ্ছত্বাদ্ভগবতা সূত্রকারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোট্টঙ্কিতানীতি-বোদিতব্যম্।

নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে। স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥ তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেত্ততঃ। কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রমায়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥ ইতি মায়ামোহ—দৈত্যসংবাদে বর্ণিতমস্তি। শ্রীমহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে জনকং প্রতিপঞ্চশিখবাক্যম্—২১৮।২২ ২৯, রেতো বটকণীকায়াং ঘৃতপাকাধিবাসনম্। জাতিঃ স্মৃতিরয়স্কান্তঃ সূর্য্যকান্তোঽম্বুভক্ষণম্॥ অস্যার্থ ঃ—

নন্বনুমানস্য প্রামাণ্যে দেহাদন্য আত্মাসিদ্ধিরিতিচেৎ, তত্রাহ—রেত ইতি। যথা বটকণী-কায়াং বৃক্ষ পত্র পুষ্প ফলাদিকমন্তর্হিতমস্তি, এবং রেতধাতৌ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্ত শরীরাদিমন্তর্হিতং তিষ্ঠতি; তচ্চ যথাবসরে আবির্ভবেৎ।

এবং যথা তৃণোদকাদেকস্মাদেব ধেন্বোপযুক্তাৎ ক্ষীর-ঘৃতে পৃথক্ স্বভাবে স্যাতাম্: যথা বা বহু দ্রব্য পাকাদ্ দ্বি-ত্রিরাত্রমধিবাসিতাৎ মদশক্তিরুৎপদ্যতে; এবং পৃথিব্যাদিভূত চতুষ্টয়াৎ তত্রান্তর্ভূতং চৈতন্যমুপজায়তে। যথা কাষ্ঠদ্বয়সংযোগাৎ তৎ প্রকাশকস্য অগ্নেঃ জাতির্জন্মঃ তথা ভূতসংঘাতাৎ তৎ প্রকাশকস্য চৈতন্যস্য জাতির্ভবতি।

নির্ব্বাপিত প্রদীপের তৈলই শিখাবর্দ্ধিত করুক। পৃথবীতে দান করিলে যদি স্বর্গস্থিত দেবগণ বা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করে তবে প্রাসাদের উপরিস্থিত মানবগণকে পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিতেছ না কেন?

জীব যদি দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে তবে তাহার বন্ধুগণ যখন ক্রন্দনাদি করে তখন বন্ধুস্নেহে ব্যাকুল হইয়া পুনরায় আগমন করে না কেন? অতএব মৃতগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক জীবিকার উপায়মাত্র বিধান করা হইয়াছে অন্য কিছু নহে। কারণ ভণ্ড ধূর্ত্ত ও নিশাচর এইতিন প্রকার মনুষ্যাই বেদ রচনা করিয়াছে, যে হেতু "জর্ভর তুর্ফরী" ইত্যাদি ঐ পণ্ডিত গণের বৃথা বাক্য।

ঐ ধূর্ত্তগণ বেদে অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানের পত্নী অশ্বের লিঙ্গ গ্রহণ করিবে, এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছে, এই প্রকার ভণ্ডগণ কর্ত্তৃক আরও ঐ প্রকার অনেক বস্তু গ্রহণ করার কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই প্রকার মাংস ভক্ষণাদি নিশাচরের কার্য্য বর্ণনা করিয়াছে। অতএব সকল প্রাণিগণের অনুগ্রহার্থ চার্ব্বাক সিদ্ধান্তই আশ্রয় করা মঙ্গল প্রদ ও পরম রমণীয়।

শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে—যে যাগাদিকার্য্য কোন প্রাণীর হিংসা হয় সেই কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, এবং ঘৃতসমূহ অনলে দগ্ধ হইলে স্বর্গাদিফল উৎপন্ন করে ইহা বালকের কোলাহল মাত্র। অনেক যাগাদি আচারণ করিয়া দেবত্বলাভ করিয়া যদি দেবরাজ ইন্দ্র শম্যাদি কাষ্ঠ ভক্ষণ, করেতবে তাহা

এতেন বৌদ্ধনিরাসেন তৎ সদৃশো মায়ী চ নিরস্তঃ। ক্ষণিকত্বমনুসৃত্য দৃষ্টিসৃষ্টিবর্ণনাৎ,

---

এবং জড়য়োরপ্যাত্মমনসো র্যোগাদ্ অজড়ং স্মৃত্যাদিরূপং জ্ঞানং জায়তে। কিঞ্চ যথা অয়স্কান্তো লোহং চালয়তি তথা ভূতসঙ্ঘাতাত্বুৎপন্নং জ্ঞানং ভূতসঙ্ঘং চালয়তি। এবং যথা সূর্য্যকান্তঃ সূর্য্যরশ্মিযোগাদেব বহ্নিং জনয়তি, তথা পার্থিবাংশো জাতিভেদাদেব কার্য্যবৈচিত্রীং জনয়তি। যথা বহ্নেরম্বুশোষকত্বং; এবং ভূতসঙ্ঘাতস্য এব ভোক্তৃত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরাতিরিক্ত—আত্মা নাস্তীতি ভাবঃ। (নীলকণ্ঠী)

নন্নু সর্ব্বোপরিভণ্ডানাং বৈদিকম্মন্যানাং শব্দমেব প্রমাণমিতি চেৎ, তদপি দর্শয়ামঃ -তথাচ তৈত্তিরীয়োপনিষদি—২১৩, "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইতি। অথ অস্য মতস্য পরিহারে যুক্তি প্রদর্শনং ব্যর্থমেব; স্বয়ং বিদীর্য্যমানত্বাৎ। তথাপি শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি জনকপঞ্চশিখ সংবাদে পঞ্চশিখেনৈব নিরাকৃতং তথাহি—২১৮৩০, প্রেতীভূতেঽত্যয়শ্চৈব দেবতাত্ব্যপযাচনম্। মৃতে কর্ম্মনিবৃত্তিশ্চ প্রমাণমিতি নিশ্চয়ঃ॥ অস্যার্থঃ—দেহে প্রেতীভূতে সতি অত্যয়ঃ চৈতন্যাভাবো দেহাদ্ অন্যোঽস্তি আত্মা ইত্যত্র প্রমাণম্। দেহশ্চেদাত্মা তর্হি দেহে মৃতেঽপি তত্র চৈতন্যমুপলভ্যেত; ন চ এবমস্তি; তস্মাৎ ন দেহধর্ম্মচৈতন্যমিত্যর্থঃ।

হইতে পত্রাদি ভোজন কারী পশু ও শ্রেষ্ঠ। যজ্ঞে পশুবধ করিলে সেই পশু স্বর্গে গমন করে তবে যজমান নিজের পিতাকে কেন বধ করে না।

শ্রাদ্ধে একব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাস গমন কালে খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি? এই প্রকার মায়ামোহ দৈত্য সংবাদে পাওয়া যায়। শ্রীমহা ভারতে মোক্ষধর্ম্মে রাজর্ষি জনকের প্রতি মহর্ষি পঞ্চশিখ চার্ব্বাকমত উপদেশ করিয়া খণ্ডন করিয়াছিলেন বট বীজের মধ্যে যেমন মহান বৃক্ষ থাকে সেই প্রকার বীর্য্যের মধ্যে মানব থাকে, ঘাসাদি হইতে ঘৃত হয় কাষ্ঠ হইতে অগ্নি জড় যোগে জ্ঞান, অয়স্কান্ত দ্বারা লৌহ আকর্ষণ, সূর্য্যকান্তে অগ্নির উৎপত্তি, অগ্নির জল শোষণ ইত্যাদি স্বাভাবিক হয়।

অর্থাৎ যদি বলেন অনুমানের প্রামাণ্য হেতু দেহ হইতে অন্য আত্মাসিদ্ধ হয়, তদুত্তরে বলিব রেতঃ ইত্যাদি। যেমন ক্ষুদ্রবট বীজে বৃক্ষ পত্র পুষ্প ফলাদি অন্তর্নিহিত আছে, সেইরূপ রেতঃ বা বীর্য্যে মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত শরীরাদি অন্তর্নিহিত আছে, তাহা যথাবসরে প্রকাশিত হয়। এই প্রকার তৃণ জলদি একটি পদার্থ ধেনু ভক্ষণ করিলে দুগ্ধ ও ঘৃত পৃথক রূপে হয়, অথবা যেমন বহুদ্রব্য পাক হেতু ত্রিরাত্র অধিবাসিত করিলে তাহা হইতে মদ উৎপন্ন হয়, এই প্রকার ভূত চতুষ্টয়ে যে অন্তর্নিহিত চৈতন্য আছে তাহা প্রকাশিত হয়।

শূন্যবাদ মাশ্রিত্য বিবর্ত্তনিরূপণাচ্চ তস্য তৎ সাদৃশ্যম্ ॥৩২॥

দেবতাদ্যুপযাচনম্—শীত-জ্বরাদিবিনিবৃত্তয়ে মন্ত্রপ্রতিপাদ্যা দেবতা লোকায়তিকৈরুপযাচ্যতে, সা চেৎ ভূতময়ী স্যাৎ, তদা ঘটাদিবৎ দৃশ্যতে, ন চ লোকান্তরসঞ্চারক্ষমঃ তাসাং সূক্ষ্মদেহোঽস্তি; অস্বীকারাৎ। আদি পাদাৎ ভূতাবেশোগ্রাহ্যঃ, তথাহি – যস্মিন্ দেহে ভূতাবেশঃ তদ্দেহপীড়য়া মুখ্যো দেহপতির্ন পীড্যতে, কিন্তু দেহাবিষ্টো ভূতো এব পীড্যতে, তদানীং ভূতস্য এব দেহাভিমানত্বাৎ, কিঞ্চ তস্মিন্ নির্গতে তু মুখ্যো দেহপতিঃ পীড্যতে, অতো ন দেহ আত্মা। মৃতে যদি কর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্যাৎ তদা কৃতনাশ অকৃতাভ্যাগমঃ স্যাৎ তস্মাৎ ন ভৌতিকশরীর আত্মা। নন্বেতে হেতবঃ সন্তি যে কেচিন্মূর্ত্তি সংস্থিতাঃ। অমূর্ত্তস্য হি মূর্ত্তেন সামান্যং নোপপদ্যতে ॥৩১॥

যে হি রেতো বটকণাদয়ো দৃষ্টান্তাঃ মূর্ত্তিসংস্থিতাঃ জড়াৎ জড়োৎপত্তৌ এব, ন তু জড়াৎ চৈতনোৎপত্তৌ, অতো বিষমাস্তে দৃষ্টান্তা ইত্যর্থঃ। জড়াৎ মূর্ত্ত্যাদে র্জ্ঞানস্য উৎপত্তৌ ভূম্যাদিচতুষ্টয়াদ্ আকাশস্য উৎপত্তিঃ স্যাৎ, ন তু তথাস্তি, তস্মাৎ দেহাতিরিক্তঃ চেতন আত্মা ইত্যর্থঃ।

যেমন দুইটি কাষ্ঠ খণ্ড সংযোগ হেতু প্রকাশক অগ্নির জন্ম হয়, সেইরূপ ভূত সংঘাত হইতে তাহার প্রকাশক চৈতন্যের জন্ম হয়, সেই প্রকার জড় আত্ম ও মনের সংযোগে চেতন স্মৃত্যাদি রূপ জ্ঞান জাত হয়। অপর অয়স্কান্ত মনি যেমন লৌহকে পরিচালিত করে সেইরূপ ভূতসংঘজাত জ্ঞান ভূতসংঘকে পরিচালিত করে এবং সূর্য্যকান্তমণি যেমন সূর্য্যকিরণ সংযোগেবহ্নি উৎপন্ন করে, সেইপ্রকার পার্থিবাংশজাতি ভেদহেতু কার্য্যে বৈচিত্র্য জাত করে। পক্ষান্তরে অগ্নি যেমন জল শোষণ করে, তথা ভূত সমূহও ভোজনাদি করে, অতএব শরীরাতিরিক্ত আত্মা নাই ইহাই ভাবার্থ। যদি বলেন আমরা বৈদিক বেদ শব্দই আমাদের প্রমাণ, তদুত্তরে বলিব-বৈদিকাভিমানি সর্ব্বোপরিভণ্ডগণ যদি বেদ শব্দই প্রমাণ বলিয়া চীৎকার করে তাহাও দেখাইব, তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে—সেই এই পুরুষ বা আত্মা অন্নরসময়, অতঃ ভৌতিক শরীরই আত্মা।

এই চার্ব্বাক মতের পরিহার বা খণ্ডনের নিমিত্ত যুক্তি প্রদর্শন করা বৃথা, চার্ব্বাক সিদ্ধান্ত স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়াছে, তথাপি শ্রীমহাভারতোক্ত শ্রীজনক পঞ্চশিখ সংবাদে পঞ্চশিখ নিরাকরণ করিয়াছেন—মৃতব্যক্তির চৈতন্যাভাব, দেবতাগণকে যাচনা, মৃতের কার্য্য নিবৃত্তি আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নিশ্চয় করিতেছে। অর্থাৎ শরীর মৃত হইলে পরে চৈতন্যের অভাব হেতু শরীর হইতে ভিন্ন আত্মার প্রমাণ করিতেছে, দেহই যদি আত্মা হয়, তবে দেহ মৃত হইলে ত দেহে চৈতন্যের উপলব্ধি হইবে, কিন্তু তাহা হয় না, অতঃ দেহের ধর্ম্ম চৈতন্য নহে। দেবতা উপযাচন – লোকায়তিকগণ শীত জ্বর প্রভৃতির নাশের নিমিত্ত মন্ত্র প্রতিপাদিত দেবতাগণের নিকট আরোগ্য যাচনা করে, সেই দেবতা যদি ভূতময় হয়

তথাচ ন্যায়সূত্রম্—৩।১।৪, "শরীরদাহে পাতকাভাবাৎ" বিশ্বনাথবৃত্তিঃ—নন্বু" গৌরোঽহং, অহং জানামি" ইত্যাদি প্রতীতেরস্ত শরীরমাত্মা ; ইত্যাশঙ্ক্য দূষয়তি পতাকাভাবাৎ পাতকাদেরভাব প্রসঙ্গাৎ, তথা চ উত্তরকালিকং দুঃখাদিকং ন স্যাদিতি। যদ্বা—দাহো নাশঃ, তথা চ শরীরনাশে কৃতে কর্ত্তরি শরীরে বিনষ্টে পাতকং ন স্যাদিত্যর্থঃ। ভাষা পরিচ্ছেদে চ—৪৮, "শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ। মুক্তাবলী—

নন্বু শরীরস্যৈব কর্ত্তৃত্বমস্ত, অত আহ—শরীরস্যেতি ; নন্বু চৈতন্যং জ্ঞানাদিকমেব, মুক্তাত্মনাং ত্বন্মত ইব শরীরানামপি তদভাবে কা ক্ষতিঃ ? প্রমাণাভাবেন জ্ঞানাভাবস্য সিদ্ধেরিতি চেৎ ন, শরীরস্য চৈতন্যে বাল্যেবিলোকিতস্য স্থবিরে স্মরণানুপপত্তেঃ, শরীরাণামবয়বোপচয়াপচৈরুৎপাদ বিনাশ শালিত্বাৎ।

তাহা হইলে ঘটের সমান তাহা দেখা যাইত, কিন্তু তাহা দেখা যায় নাই, যদি বলেন-লোকান্তর সঞ্চরণ শীল তাহাদের সূক্ষ্ম শরীর আছে, তাহা বলিতে পারেনা না, কারণ আপনারা সূক্ষ্মশরীর স্বীকার করেন না। আদিপদের দ্বারা ভূতাবেশাদি গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যে দেহে ভূতাবেশ হয় সেই দেহের পীড়া দ্বারা মুখ্য দেহপতি পীড়িত হয় না, কিন্তু দেহাবিষ্ট ভূতই পীড়িত হয়, সেই কালে ঐ শরীরে ভূতেরই দেহাভিমান হয়, অপর সেই ভূত দেহ ছাড়িয়া নির্গত হইলে মুখ্য দেহপতি জীবই পীড়িত হয়, অতএব দেহ আত্মা নহে। দেহ মৃত হইলেই যদি কর্ম্ম শেষ হয় তাহা হইলে কৃতনাশ ও অকৃতের সমাগম হয়, সুতরাং ভৌতিক শরীর আত্মা নহে।

যদি বলেন-দেহ চৈতন্য পক্ষে হেতু বা সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শিত হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন তাহা দেহাশ্রয়ী, অমূর্ত্ত আত্মা মনাদি মূর্ত্ত শরীরের সহিত সমান হইতে পারে না। অর্থাৎ যেসকল রেতঃ বট বীজাদি দৃষ্টান্ত শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা জড় হইতে জড়ের উৎপত্তি বিষয়েই জানিতে হইবে, কিন্তু জড় হইতে চেতনোৎপত্তি বিষয়ে নহে, সুতরাং এই দৃষ্টান্ত সকল বিষম দোষদুষ্ট ইহাই অর্থ। জড় মূর্ত্তি হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয় হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক, কিন্তু তাহা হয় না, অতএব দেহাতিরিক্ত চেতন আত্মা আছে ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে ন্যায় দর্শনে বর্ণিত আছে—শরীর আত্মা নহে যে হেতু শরীর দাহ করিলে পাপ হয় না। এই সূত্রের বিশ্বনাথ বৃত্তি—যদি বলেন "আমিগৌর, আমিজানি, ইত্যাদি

প্রতীতি হেতু শরীর আত্মা" ইহা আশঙ্কা করিয়া দুষিত করিতেছেন পাতকের অভাব বা পাপ প্রসঙ্গের অভাব হেতু অর্থাৎ মরণোত্তর কালে দুঃখাদি হয় না। অথবা দাহ নাশ, শরীর নাশ করিলে, বা কর্ত্তা শরীর নষ্ট হইলে পাপ হয় না ইহাই অর্থ। ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—শরীর চৈতন্য নহে মৃতশরীরে তাহার ব্যভিচার দেখা যায়, মুক্তাবলী ব্যাখ্যা—যদি বলেন-শরীরেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হউক, তদুত্তরে বলিতেছেন—শরীর' ইত্যাদি।

ন চ পূর্ব্বশরীরোৎপন্ন সংস্কারেণ দ্বিতীয় শরীরে সংস্কার উপপদ্যতে, ইতি বাচ্যম্ , অনন্ত সংস্কার কল্পনে গৌরবাৎ।

এবং শরীরস্য চৈতন্যে বালকস্য স্তনপানাদৌ প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ , ইষ্টসাধনতা জ্ঞানস্য তদ্ধেতুত্বাৎ তদানীং ইষ্টসাধনতা স্মারকাভাবাৎ। মন্মতে তু জন্মান্তরানুভূত—ইষ্টসাধনত্বস্য তদানীং স্মরণাদেব প্রবৃত্তিঃ। ন চ জন্মান্তরানুভূত মন্যদপি স্মর্য্যতাম্ ইতি বাচ্যম্ , উদ্‌বোধকাভাবাৎ। অত্রতু অনায়ত্যা জীবনাদৃষ্ট-মেবোদ্‌বোধকং কল্প্যতে ;

ইত্থঞ্চ সংস্কারস্য অনাদিতয়া আত্মনোঽপি অনাদিত্বসিদ্ধৌ অনাদিভাবস্য নাশাসম্ভবাৎ নিত্যত্বং সিদ্ধ্যতীতি বোদ্ধ্যম্। তস্মাৎ চার্ব্বাকমতং কামতমিতি ভাবঃ। যদ্যপি অত্র বহুশঃ শাঙ্করবাদং নিরাকৃতং তথাপি অত্র বৌদ্ধমিত্রত্বেন বর্ণনাং বৈশিষ্ট্যম্। এতেন ক্ষণিক শূন্যাদিবাদি নাস্তিক বৌদ্ধানাং নিরাসনেন বৌদ্ধসদৃশঃ মায়ী—বিবর্ত্তবাদী নিরস্তঃ। তথাচ বিবর্ত্তবাদিনাং বৌদ্ধসখ্যত্বমেবং সিদ্ধ্যতি—শ্রীগৌড়পাদানাং মাণ্ডুক্যকারিকায়াম্—২।৩১, ৩২, স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা। তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥ ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ অনেন শূন্যবাদিনা বৌদ্ধেন সহ বিবর্ত্তবাদিনাং মিত্রতা। কিঞ্চ (৪ ৬৪) স্বপ্নদৃক চিত্তদৃশ্যাস্তে ন বিদ্যন্তে ততঃ পৃথক্। তথা তদ্দৃশ্যমেবেদং স্বপ্নদৃক্‌চিত্তমিষ্যতে॥ অনেনাপি স্বপ্নব্যবহারদৃষ্টান্তেন তৎ সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ।

যদি বলেন জ্ঞান প্রভৃতিকে চৈতন্য বলে, আপনাদের (নৈয়ায়িক) মুক্তাত্মার সমান মৃত শরীরে জ্ঞানের অভাবে কি ক্ষতি হইবে? অপর প্রমাণের অভাব হেতু জ্ঞানাভাবের সিদ্ধি হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—শরীরেরই চেতনত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করিলে যে ব্যক্তিকে বাল্যকালে অবলোকন করিয়াছি তাহাকেই বৃদ্ধকালে দেখিতেছি এই প্রকার স্মরণের উপপত্তি হইবে না, কারণ শরীরের বৃদ্ধিওক্ষয়ের সহিত শরীরও উৎপত্তি ও বিনাশশীল হইবে। আপনারা (চার্ব্বাকগণ) পূর্ব্বশরীরোৎপন্ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিতীয় শরীরে সংস্কারের উৎপন্ন হয়' এই প্রকার বলিতে পারেন না ঐ প্রকার অনন্ত সংস্কার কল্পনা করিলে গৌরব হয়।

এইরূপ শরীরের চৈতন্যত্ব স্বীকার করিলে বালকের মাতৃস্তন পানাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি হইবে না, কারণ ইষ্ট সাধনাতা জ্ঞানই প্রবৃত্তির হেতু, বালক শরীরে সেইকালে ইষ্টসাধনতা স্মারকের অভাব হেতু প্রবৃত্ত্যভাব, হইবে। আমাদের মতে কিন্তু জন্মান্তরানুভূত ইষ্টসাধনতা সেই বালক কালেও স্মরণ হেতু স্তন পানাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়।

যদি বলেন সেই বালকের জন্মান্তরীয় অন্যান্য কার্য্য সকলও স্মরণ হউক? ইহা বলিতে পারেন না, যে হেতু তদানীং সেই বালকের উদ্‌বোধকাভাব বিদ্যমান আছে। এইস্থলে কিন্তু স্বাধীন ভাবেই জীবনাদৃষ্টই উদ্‌বোধক এইপ্রকার বালক প্রবৃত্তিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সংস্কারের অনাদিত্ব হেতু সংস্কারের আশ্রয় আত্মারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, যে হেতু অনাদি ভাবপদার্থের কোন দিন নাশ হয় না। অতঃ আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিতে হইবে। অতঃ লৌকায়তিক চার্ব্বাবমত কামত

অপিচ শ্রীশঙ্করপাদৈঃ মায়ানিরূপণাবসরে বৌদ্ধানামিব সদসদাদিবিলক্ষণ লক্ষণমঙ্গীকৃতম্—ব্র০ সূ—১৪৩, "অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিরব্যক্ত শব্দনির্দ্দেশ্যা" ইতি। বেদান্তসারে চ—৩৪, অজ্ঞানং তু সদ্সদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ম্ ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি" অনেনাপি শূন্যবাদিনামিব ভাবং অভাবং ভাবাভাবং ইত্যাদি এষাং মতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ—অবিদ্যাবচ্ছিন্নং জ্ঞানং জগৎ, সর্ব্বং জ্ঞানামিতি ভাবনাপ্রকর্ষেণ অবিদ্যা বিনাশে জ্ঞানমাত্রমবশিষ্যতে, ইতি নির্গুণচিদদ্বৈতিনো মতম্। সংবৃত্যবচ্ছিন্নং সর্ব্বং জগৎ, সর্ব্বং শূন্যমিতি ভাবনাপ্রকর্ষেণ সংবৃতের্ব্বিনাশে শূন্যমাত্রমবশিষ্যতে ইতি মাধ্যমিকস্য মতম্। তস্মাদুভয়োঃ সমত্বাৎ বৌদ্ধসদৃশো বিবর্ত্তবাদী ইত্যর্থঃ। অথ বিবর্ত্তবাদিনাং বৌদ্ধসাদৃশ্যং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ—ক্ষণিকত্বমিতি। তেষাং যৎ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদবর্ণনং তত্তু বৈভাষিকানাং বৌদ্ধবিশেষানাং ক্ষণিকত্বমনুসরণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ।

তথাচ—বাক্যসুধায়াম্—১, নীলপীত স্থুল সূক্ষ্ম হ্রস্ব দীর্ঘাদি ভেদতঃ। নানা বিধানি রূপাণি পশ্যেল্লোচনমেকধা॥ টীকা চ নহি লোচনাৎ বহিঃ উক্তরূপসত্ত্বে প্রমাণমস্তি, লোচনস্য লোচনদশায়ামেব রূপ প্রতীতেঃ, অন্যদা চ অপ্রতীতেঃ। তথাচ—সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহে—২য় পরি০ "জ্যোতিষ্টোমাদিশ্রুতীনাং চ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাৎ ন অপ্রামাণ্যমিত্যাদি দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ ব্যুৎপাদন প্রক্রিয়া। অয়মেকো দৃষ্টি সম সময়া বিশ্বসৃষ্টিরিতি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদঃ।

বা অবৈদিক সিদ্ধান্ত।

এই প্রকার বৌদ্ধমত নিরসনের দ্বারা বৌদ্ধ সদৃশ মায়ী নিরস্ত হইল। অর্থাৎ যদ্যপি শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যে বহুশঃ শাঙ্কর বাদ নিরাকরণ করা হইয়াছে তথাপি এইস্থলে বৌদ্ধগণের মিত্র হওয়ায় এই নিরাসের বৈশিষ্ট্য আছে।

অর্থাৎ ক্ষণিক শূন্যাদিবাদি নাস্তিক বৌদ্ধগণের নিরাসের দ্বারা তৎ সদৃশ বিবর্ত্তবাদী নিরস্ত হইল। বিবর্ত্তবাদিগণের বৌদ্ধের সহিত সখ্যতা এই প্রকারে সিদ্ধ হয়—শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় বলিয়াছেন – যে প্রকার স্বপ্ন ও মায়া গন্ধর্ব্ব নগর দেখা যায় সেই প্রকার বেদান্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই বিশ্বকে ও দেখিবে, সুতরাং প্রলয় উৎপত্তি বদ্ধ সাধক মুমুক্ষু মুক্ত ইত্যাদি কিছুই নাই ইহাই পরমার্থ।

এতদ্দ্বার শূন্যবাদি বৌদ্ধগণের সহিত বিবর্ত্তবাদিগণের মিত্রতা দেখা যায়। অপর-স্বপ্ন দ্রষ্টাচিত্ত জীবাদি সকল বস্তু দর্শন করে, তাহা হইতে অন্য পৃথক কিছুই নাই, সুতরাং এই বিশ্ব বা জীবাদি স্বাপ্নদৃক্চিত্তই অন্য কিছু নহে। এই প্রমাণ দ্বারা ও স্বপ্ন ব্যবহার দৃষ্টান্ত সহ শূন্যবাদির সাদৃশ্য বর্ত্তমান। আর ও শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ মায়া নিরূপণাবসরে বৌদ্ধগণের সমান সদসদ্ বিলক্ষণ লক্ষণ স্বীকার করিয়াছেন—অবিদ্যাত্মিকাই বীজ শক্তি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা নির্দেশ্য। বেদান্ত সারে বর্ণিত আছে—অজ্ঞান সৎ ও অসতের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় ত্রিগুণাত্মক জ্ঞান বিরোধী ভাবরূপ আচার্য্যগণ যৎ কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া থাকেন।

অন্যস্তু দৃষ্টিরেব বিশ্বসৃষ্টিঃ, দৃশ্যস্য দৃষ্টিভেদে প্রমাণাভাবাৎ। জ্ঞান স্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ অর্থ স্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহ সংপ্লবে॥ ইতি স্মৃতেঃ। (বি০ পু০ ১।৪।৪০) ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাদি দর্শিতো দৃষ্টিসৃষ্ট্যাদিবাদঃ। কেচিৎ – দ্বিবিধেঽপি দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে মনঃ প্রত্যয়মলভমানাঃ কেচিদাচার্য্যাঃ সৃষ্টের্দৃষ্টিবাদং রোচয়ন্তে। অপিচ ননু দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে, সৃষ্টিদৃষ্টিবাদে চ মিথ্যাত্ব সম্প্রতিপন্নেঃ কথং মিথ্যা ভূতস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্? স্বপ্নবদিতি ব্রূমঃ”। ইতি।

তস্মাৎ দৃষ্টিসৃষ্টিবাদঃ ক্ষণিকবাদান্নাতিরিচ্যতে ইতি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধত্বং মায়াবাদিনাম্। বিবর্ত্তবাদস্তাবৎ—বেদান্তসারে—৩২, “অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ, বস্তুনি অবস্ত্বারোপঃ” টীকা –সুবোধিনী —“ব্যবহারিকবস্তুত্বেন অভিমতায়াং রজ্জৌ অবস্তুভূত-সর্পারোপ নাম রজ্জ্ববছিন্নচৈতন্যস্থা অবিদ্যা সর্পজ্ঞানাভাষাকারেণ পরিণমমানা সর্পাকারেণ বিবর্ত্ততে, স বিবর্ত্তঃ। ইতি।

এই বাক্যেও শূন্যবাদিগণের সমান ভাব অভাব ভাবাভাব ইত্যাদি বিবর্ত্তবাদিগণের সিদ্ধান্ত। অপর অবিদ্যাবচ্ছিন্ন জ্ঞানই জগৎ, সকল জ্ঞান স্বরূপ এই প্রকার ভাবনা প্রকর্ষের দ্বারা অবিদ্যা বিনাশ হইলে জ্ঞানমাত্রই অবশিষ্ট থাকে, এই প্রকার নির্গুণ চিদদ্বৈত বাদিগণের সিদ্ধান্ত। তথা সংবত্যবৃচ্ছিন্ন সর্ব্ব জগৎ, সর্ব্বশূন্য' এইভাবনা প্রকর্ষের দ্বারা সংবৃতের বিনাশ হইলে শূন্যমাত্র অবশেষ থাকে ইহা মাধ্যমিকগণের মত, সুতরাং উভয়ে সমান হওয়ায় বৌদ্ধেরই সমান বিবর্ত্তবাদিগণ ইহাই অর্থ। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিবর্ত্তবাদিগণের বৌদ্ধ সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিতেছেন ক্ষণিক, ইত্যাদি। ক্ষণিকবাদ অনুসরণ করিয়া দৃষ্টি সৃষ্টি বাদ বর্ণন শূন্যবাদ আশ্রয় করিয়া বিবর্ত্তবাদ নিরূপণ হেতু বিবর্ত্তবাদির বৌদ্ধ সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদিগণের যে দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ বর্ণন তাহা বৈভাষিক নামে বৌদ্ধ বিশেষের মত অনুসরণ করিয়া বর্ণিত। যেমন বাক্যসুধায় বর্ণিত আছে—নীল পীত স্থূল সূক্ষ্ম হ্রস্ব দীর্ঘাদি ভেদে নানা প্রকার রূপ সকল এক লোচনই দর্শন করে,ব্যাখ্যা-নয়নের বাহিরে নীল পীতাদিরূপ আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই, লোচনের লোচন দশাতেই রূপাদির প্রতীতি হয় অন্যথা রূপাদির প্রতীতি হয় না। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে বর্ণিত আছে—জ্যোতিষ্টোমাদি প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের সত্ত্ব শুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য হেতু অপ্রমাণ্য নহে, এই প্রকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের ব্যুৎপাদন প্রক্রিয়া। দৃষ্টিসম সময় অর্থাৎ যে সময়ে দৃষ্টি সেই সময়েই বিশ্বসৃষ্টি হয় ইহা এক প্রকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ। অন্য কেহ দৃষ্টিই বিশ্বসৃষ্টি হয়, দৃষ্টিভেদে কোন প্রমাণ নাই। স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত আছে—এই সম্পূর্ণ জগৎ জ্ঞান স্বরূপ বুদ্ধিহীন মানব জগৎকে অর্থ স্বরূপ দর্শন করিয়া মোহ সাগরে পরিভ্রমণ করে' ইহা সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী প্রভৃতি প্রদর্শিত দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ।

কেহ বলে এই দ্বিবিধ দৃষ্টিসৃষ্টি বাদে মনঃ সন্তোষ না পাইয়া কোন আচার্য্যগণ সৃষ্টিরদৃষ্টিবাদ প্রতিপাদন করেন অর্থাৎ সৃষ্টি হইতেই দৃষ্টিবাদ বিষয়ে অভিরুচি হয়। অপর যদি বলেন-দৃষ্টি

এবং মাধ্যমিকানাং শূন্যবাদসাম্যাৎ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদোঽয়মিত্যর্থঃ। তথাচ বিবেকচূড়ামণৌ শ্রীশঙ্করপাদাঃ—সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো। সাঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্‌ভূতাঽনির্ব্বচনীয়রূপা॥ তথাচ পাদ্মে—মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ। ময়ৈব কথিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥ সর্ব্বস্য জগতোঽপ্যস্য নাশনার্থং কলৌ যুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়া-বাদমবৈদিকম্॥ ময়ৈব কথিতং দেবি! জগতাং নাশ কারণাৎ" ইতি প্রবচন ভাষ্যভূমিকা। ইতি।

তস্মাৎ এতে স্ব পর প্রতারকাঃ, এতান্ হরিবিমুখান্ দূরতঃ পরিত্যজ্য পলায়িতব্যম্: যদি বিষধরসর্পমিবাগচ্ছন্তি তদাশাস্ত্রযুক্তিলগুড়েণ মস্তকবিদারণং কৃত্বা বিতাড়য়িতব্যমস্মাভি র্বৈদিকৈরিতিভাষ্যার্থঃ

শূন্যং মাধ্যমিকানাং যৎ বিবর্ত্তং শঙ্করস্য হি।
সন্তজ্যৌ দূরতঃ তস্মাৎ এতৌ, কৃষ্ণপদং ভজ ॥৩২॥

ইতি সর্ব্বথানুপপত্যাধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥৫॥

সৃষ্টিবাদে সৃষ্টিদৃষ্টি বাদে জগৎ মিথ্যা প্রতীতি হইলে কি প্রকারে মিথ্যাভূত পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিব-স্বপ্নের সমান। অতএব দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ক্ষণিকবাদ হইতে অতিরিক্ত নহে সুতরাং মায়াবাদিগণের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধত্বসিদ্ধ হইতেছে।

বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে বেদান্তসারে বর্ণিত আছে—অসর্পস্বরূপ রজ্জুতে সর্প প্রতীতির ন্যায় বস্তুতে অবস্তুর আরোপ। টীকারব্যাখ্যা - ব্যবহারিক বস্তুরূপে অভিমত রজ্জুতে অবস্তুভূত সর্পারোপের নাম অর্থাৎ রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যস্থা যে অবিদ্যা তাহা সর্পজ্ঞানাভাসাকারে পরিণত হইয়া সর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয় তাহাই বিবর্ত্তবাদ। এই বিবর্ত্তবাদ মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদের সমান হেতু বিবর্ত্তবাদি গণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবদী ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন মায়া সৎ নহে অসৎ নহে উভয়াত্মিকা নহে, ভিন্না নহে অভিন্না নহে উভয়াত্মিকা নহে, সাঙ্গ নহে অনঙ্গ' 'নহে উভয়াত্মিকা নহে কিন্তু মহা অদ্‌ভূতা অনির্ব্বচনীয় স্বরূপা হয়। শ্রীপদ্ম পুরাণে আছে শ্রীশিব কহিলে হে দেবি! কলিযুগে ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ করতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত যুক্ত মায়াবাদ সমন্বিত অসৎ শাস্ত্র আমিই বর্ণনা করিয়াছি।

এবং কলিযুগে সমগ্র জগৎকে নাশ করিবার নিমিত্ত বেদার্থের সমান মহাশাস্ত্র বর্ণনা করিয়াছি কিন্তু তাহা মায়াপূর্ণ অবৈদিকশাস্ত্র "ইহা সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য ভূমিকায় বর্ণিত আছে। অতএব এই বিবর্ত্তবাদিগণ স্ব পর প্রতারক, এই শ্রীহরি বিমুখগণ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করা উচিত যদি তাহারা বিষধর সর্পেরন্যায় পশ্চাতে ধাবিত হইয়া আসে তবে শাস্ত্রযুক্তি লগুড়ের দ্বারা তাহাদোর মস্তক বিদারণ করতঃ বৈদিকগণ আমরা বিতাড়িত করিব ইহাই ভাষ্যার্থ। মাধ্যমিক গণের যাহা শূন্যবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তাহাই বিবর্ত্তবাদ অতএব এই বাদদ্বয় দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ভজনা কর ॥৩২॥

এই প্রকার সর্ব্বথানুপাপত্যধিকরণ পঞ্চম সমাপ্ত হইল ॥৫॥

৬।। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্

অথ জৈনা দূষ্যন্তে। তে মন্যন্তে পদার্থৌ দ্বিবিধৌ, জীবোঽজীবশ্চেতি। তত্র জীব শ্চেতনঃ কায়পরিমাণঃ সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মপুদ্গলকালাকাশভেদাৎ। গতিহেতু র্ধর্ম্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্ম্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধরসস্পর্শবান্ পুদ্গলঃ। স চ দ্বিবিধঃ, পরমাণু স্তৎসংঘাতশ্চ। বায়্বগ্নিজলপৃথিবী তনু ভুবনাদিকঃ সংঘাতঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।

গতেষু মুক্তকচ্ছেষু জৈনা বিবসনাস্তদা।
সপ্তভঙ্গমুপাশ্রিত্য আজগ্মুর্বৈদিকান্তিকম্॥
শ্রীগুরুচরণদ্বন্দং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং প্রভুম্।
প্রণম্য শিরসা, বন্দে গৌরকৃষ্ণং মহাপ্রভুম্॥

অথ মুক্তকচ্ছবৌদ্ধমত নিরসনানন্তরং বিবসনজৈনমতনিরসনমুচিতমিতি মনসিকৃত্য জৈনমতনির সনার্থং "একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণং আরম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ। অথ জৈনা ইতি—তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে —৩ ১৮।৯-১৩, ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি। বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তং সম্প্রযচ্ছতি॥ পরমার্থোঽয়মত্যন্তং পরমার্থো ন চাপ্যয়ম্। কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটংত্বিদম্॥ দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহুবাসসাম্॥ অর্হতৈতং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ। প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্॥

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণের ব্যাখ্যা।

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধগণ পলায়ন করিলে বসনহীন (উলঙ্গ) জৈনগণ সপ্তভঙ্গন্যায় আশ্রয় করিয়া বৈদিকগণের নিকটে সমাগত হইলেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণদ্বয়, সর্ব্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রভুকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণদেবকে বন্দনা করি। মুক্তকচ্ছবৌদ্ধগণের মত নিরসনের পর বিবসন জৈনগণের মত নিরসন করা উচিত ইহা মনে করিয়া জৈনমত নিরসন করিবার জন্য 'একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ' আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গিত। অনন্তর জৈনগণের সিদ্ধান্তে দোষ দেখাইতেছেন, জৈনসম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—মায়ামোহ অসুরগণকে কহিলেন এইকর্ম্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত ইহাতে অধর্ম্ম হয়, ইহা সৎ ইহা অসৎ এই কার্য্য মুক্তির নিমিত্ত এই কর্ম মুক্তি প্রদান করে না, ইহা অতীব পরমার্থ এইকার্য্য পরমার্থ নহে, ইহা কার্য্য ইহা অকার্য্য এই বিষয়টি এই প্রকার নহে, এইটি দিগ্বাসদিগের ধর্ম্ম ইহা বহুবাসধারিগণের ধর্ম্ম, মায়ামোহ দৈত্যগণকে বলিলেন তোমরা এই মহাধর্ম্ম অর্হত অর্থাৎ মান্যকর, মায়ামোহের বাক্যে যাহারা ঐ ধর্ম্ম আশ্রয় করিল তাহারা অর্হৎ নামে বিখ্যাত হইল। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে ভগবান শ্রীঋষভদেবের চরিত্র লোক মুখে শ্রবণ করিয়া কোঙ্ক বেঙ্কট কুকটদেশের রাজা অর্হৎ ঐ প্রকার শিক্ষা

পরমাণবো ন চতুর্ব্বিধাঃ। কিন্তু একস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্তু পৃথিব্যাদিরূপো বিশেষঃ। কালঃ—অতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ।

আকাশঃ-ত্বেকোঽনন্ত প্রদেশশ্চেতি। তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপাস্তদাত্মকমিদং

শ্রীভাগবতে চ—৫।৬।৯—১০, যস্য কিলানুচরিতমুপাকর্ণ্য কোঙ্ক—বেঙ্কট-কুটকানাং রাজা অর্হন্নামোপশিক্ষ্য কলাবধর্ম্ম উৎকৃষ্যমাণে ভবিতব্যেন বিমোহিতঃ স্বধর্ম্মপথমকুতোভয়মপহায়, কুপথ পাষণ্ড-মসমঞ্জসং নিজমনীষয়া মন্দঃ সম্প্রবর্ত্তয়িষ্যতে। যে হ বাব কলৌ মনুজাপসদা দেবমায়াবিমোহিতাঃ স্ববিধি-নিয়োগ শৌচ-চরিত্র বিহীনা-দেব হেলনানি অপব্রতানি নিজনিজেচ্ছয়া গৃহ্ণাণা অস্নানানাচমনাশৌচ কেশোল্লুঞ্চনাদীনি কলিনা অধর্ম্মবহুলেনোপহতধিয়ো ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণ যজ্ঞপুরুষ লোকবিদূষকাঃ প্রায়েণ ভবিষ্যন্তি। তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মতাবলম্বিনো জৈনা ইতি।

অথ মাভূৎ জগৎপ্রতারকেন বৌদ্ধসিদ্ধান্তেন পরব্রহ্মণি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বিরোধঃ; জৈনসিদ্ধান্তেন বিরোধোঽস্তু; জৈনস্য তু শ্রী ভগবদবতারস্য ঋষভদেবস্যানুযায়িত্বাৎ; অহিংসাদয়শ্চাত্র ধর্ম্মাঃ প্রমানিকত্বেন প্রতীতেশ্চ বিরোধ এব। অত্র জৈনসিদ্ধান্তঃ প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বা ইতি বীক্ষায়াং তস্য প্রমাণমূলত্বং বক্তুং তৎ প্রক্রিয়াং দর্শয়ন্তি—তে মন্যন্তে" ইত্যাদিনা।

বিষয় ঃ—একস্মিন্নসম্ভবাদধিকরণস্য বিষয়বাক্যঞ্চেত্থম্ তে পদার্থদ্বয়ং স্বীকুর্ব্বন্তি তত্রাদৌ

করিয়া কলিযুগে অধর্ম্মই প্রবল হইলে, নিজ ভবিতব্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়া নিজ ধর্ম্ম পথ অকুতো ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া নিজ বুদ্ধি বলে অসমঞ্জস কুমার্গ বিশেষ পাষণ্ড পথ সেই মন্দ অর্হৎ প্রবর্ত্তিত করিবে।

সেই অর্হৎ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কলিযুগে জাত কুবুদ্ধি মানবগণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া স্ব স্ব বিধি প্রবর্ত্তিত শৌচ চরিত্রাদি বিহীন হইয়া দেবতাগণের অবজ্ঞা অস্নান অনাচমন অশৌচ কেশোল্লুঞ্চনাদি অপব্রত গ্রহণ করিবে, অপর অধর্ম্ম বহুল কলিযুগে ঐ মানবগণের বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে তাহারা দেব ব্রাহ্মণ যজ্ঞপুরুষ পরলোকাদির বিদূষক হইবে।

অতএব বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড মতাবলম্বন কারি জৈনগণ। যদি বলেন জগৎ প্রতারক বৌদ্ধ সিদ্ধান্তের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সর্ব্ব শাস্ত্রের বিরোধ না হউক, জৈন সিদ্ধান্তের দ্বারা বিরোধ হইবে, যে হেতু জৈনগণ ভগবদবতার শ্রীঋষভদেবের অনুগত, অহিংসাদি ধর্ম্ম প্রমাণিক রূপে প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং বেদান্ত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইবে। এই জৈন সিদ্ধান্ত প্রমাণ মূলক অথবা ভ্রমমূলক এইপ্রকার বিচারে তাহার প্রমাণমূলতা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত জৈনের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছেন-'তে' ইত্যাদি।

জগৎ। তেষু চাণুভিন্নানি পঞ্চদ্রব্যাণি "অস্তিকায়াঃ" ইত্যাখ্যায়ন্তে। জীবাস্তিকয়ো, ধর্ম্মাস্তিকায়োঽধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, পুদ্গলাস্তিকায়ঃ, আকাশাস্তিকায় ইতি। অস্তিকায়, শব্দোঽনেকদেশ বর্ত্তিদ্রব্যবাচী। জীবস্য মোক্ষোপযোগিতয়া বোদ্ধ্যান্ সপ্তপদার্থান্ বর্ণয়ন্তি—জীবাজীবাস্রব সম্বরনির্জ্জর বন্ধমোক্ষেতি।

জীবঃ; অপরঃ অজীবশ্চ। আদৌ জীবং দর্শয়ন্তি—তত্রেতি। জীবশ্চেতনঃ কায়পরিমাণঃ—হস্তিমশকাদিশরীর পরিমাণ ইত্যর্থঃ। অপিচ সাবয়বঃ। তত্র জীবা দ্বিবিধাঃ; সংসারিণো মুক্তাশ্চ; ভবাদ্ভবান্তরপ্রাপ্তিমন্তঃ সংসারিণঃ, তে চ—দ্বিবিধাঃ—সমনস্কা, অমনস্কাশ্চ। তত্র সংজ্ঞিনঃ সমনস্কাঃ, শিক্ষা-ক্রিয়ালাপ গ্রহণরূপা সংজ্ঞা, তদ্বিধুরাস্তু অমনস্কাঃ, তে চামনস্ক দ্বিবিধাঃ—ত্রস-স্থাবরভেদাৎ। তত্র দ্বীন্দ্রিয়াদয়ঃ শঙ্খ-গণ্ডোলক প্রভৃতয়ঃ—চতুর্ব্বিধাস্ত্রসাঃ। (শঙ্খ গণ্ডোলোক শুক্তি কৃমি) পৃথিব্যপ্-তেজো বায়ু বনস্পতয়ঃ স্থাবরাঃ। 'ভবান্তরপ্রাপ্তি বিধুরা মুক্তাঃ। (স০ দ০ সং—আর্হং-১৩০ পৃ০) অজীবঃ' ইত্যারভ্য জগদিত্যন্তং বিস্ফুটার্থম্। তেষু ষট্সু অণুভিন্নানি—পরমাণু পুদ্গলকালেতরাণি, জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল আকাশখ্যানি পঞ্চদ্রব্যাণি অস্তিকায়াঃ' ইত্যাখ্যায়ন্তে। অথ কেচন সপ্ত তত্ত্বানি বর্ণয়ন্তি জৈনাঃ' তদাহুঃ—জীবস্য ইতি।

তথাচ—উমাস্বাতিপাদানাং তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রম্, "**জীবাজীবাস্রব বন্ধ সম্বর নির্জ্জর মোক্ষাস্তত্ত্বানি**" ইতি। (ত০ সূ০ ১।৪) মুক্তিরিতি—তথাচ সূত্রম্—"তদনন্তরমূর্দ্ধং গচ্ছত্যালোকান্তাৎ" (ত০ সূ০ ১০।৫) রত্নত্রয়মিতি তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রম্-১।১, "সম্যগ্দর্শন জ্ঞান চরিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ" ইতি।

বিষয়—এই অধিকরণের বিষয়বাক্য এই প্রকার-জৈনগণ দ্বিবিধ পদার্থ স্বীকার করেন প্রথম জীব দ্বিতীয় অজীব। তন্মধ্যে জীব চেতন পদার্থ, কায়পরিমাণ অর্থৎ হস্তী মশকাদির শরীর পরিমাণ, জীব অবয়ব বিশিষ্ট। এই জীব দ্বিবিধ সংসারী ও মুক্ত, জন্ম হইতে জন্মান্তর গমনকারী সংসারী। তাহা দুই প্রকার সমনস্ক ও অমনস্ক, তন্মধ্যে সংজ্ঞী সমনস্ক, শিক্ষ ক্রিয়ালাপাদি গ্রহণকে সংজ্ঞা বলে. তদ্ভিন্ন অমনস্ক, ত্রস ও স্থাবর ভেদে অমনস্ক দ্বিবিধ, তন্মধ্যে দ্বীন্দ্রিয় যুক্ত শঙ্খ গণ্ডোলক শুক্তি কৃমি প্রভৃতি চতুর্বিধ ত্রস। পৃথিবী জল বায়ু বনস্পতি প্রভৃতি স্থাবর। যাহারা জন্মান্তর প্রাপ্তি রহিত তাহারা মুক্ত।

অজীব পদার্থ পঞ্চবিধ ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুদ্গল কালও আকাশ, যাহা গতির হেতু তাহাকে ধর্ম্ম বলে স্থিতি হেতু যাহা তাহা অধর্ম্ম এই অধর্ম ব্যাপকও হয়, বর্ণ গন্ধ রস ও স্পর্শবানকে পুদ্গল বলে, এই পুদ্গল দ্বিবিধ-পরমাণু ও পরমাণর সমূহ, বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী তনু ভুবন প্রভৃতি সংঘাত শব্দবাচ্য। এই পৃথিবী প্রভৃতির কারণ পরমাণু সকল চতুর্ব্বিধ নহে, কিন্তু এক স্বভাব যুক্ত। স্বভাব পরিণাম হেতু পৃথিবী.জল প্রভৃতি বিশেষ রূপে পরিণত হয়।

তেষু জীবঃ প্রাগুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীবঃ—তদ্ভোগ্যজাতম্। আশ্রবত্যনেন জীবো বিষয়েষ্বিতি আশ্রব ইন্দ্রিয়সংঘাতঃ। সংবৃণোতি বিবেকাদিকমিতি সম্বরোঽবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্য্যত্যনেন কামক্রোধাদিরিতি নির্জ্জর, কেশোল্লুঞ্চন তপ্তশিলারোহনাদিঃ।

তথাচ রাগদ্বেষ শূন্যতয়া পদার্থানামবলোকনং সম্যক্‌দর্শনম্। আত্মানাত্মবিবেকেন পদার্থানামবগমঃ সম্যক্ জ্ঞানম্। ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মণামঘাতিনামনুষ্ঠানং সম্যক্ চারিত্র্যমিতি রত্নত্রয়ং মুক্তি সাধনঞ্চ রত্নবদুপাদেয়মিত্যর্থঃ। "এতানি সম্যগ্‌দর্শন জ্ঞানচারিত্রাণি মিলিতানি মোক্ষকারণং, ন প্রত্যেকম্ যথা রসায়নম্। তথা চাত্র জ্ঞান শ্রদ্ধাচরণানি সম্ভূয় ফলং সাধয়ন্তি, ন প্রত্যেকম্" ইতি। এবং তানেতান্ বস্তুজাতং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব—ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিনা অনৈকান্তিকমিচ্ছন্তি আর্হতাঃ, তদ্‌দর্শয়ন্তি—তানেতানিতি। শেষং প্রকটার্থম্।

তথাচ—বস্তুজাতং ন সৎ, তথাত্বে সর্ব্বদা সর্ব্ববস্তুলাভপ্রসঙ্গাৎ। নাপ্যসৎ, তথাত্বে প্রবৃত্ত্যভাবাৎ। তস্মাৎ সদসদ্‌বিলক্ষণাদিকং বস্তুজাতমিতি। তথাচ জৈনমতসংগ্রহঃ—(স॰ দ॰ সং ১৫৩ পৃ॰)
বল ভোগোপভোগানামুভয়োর্দান লাভয়োঃ। অন্তরায়স্তথানিদ্রা ভীরজ্ঞানং জুগুপ্সিতম্॥

কাল অতীতাদি ব্যবহার হেতু অণুস্বরূপ দ্রব্য বিশেষ। আকাশ এক অনন্ত প্রদেশ যুক্ত। এই ছয়টি পদার্থ দ্রব্য স্বরূপ, এই জগৎ ষট্ পদার্থ স্বরূপ। এই ছয়টিদ্রব্যের মধ্যে অণুভিন্ন অর্থাৎ পরমাণু পুদ্‌গল কাল ভিন্ন পাঁচটিদ্রব্য অর্থাৎ জীব ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুদ্‌গল আকাশ ইহারা অস্তিকায় শব্দবাচ্য, জীবাস্তিকায় ধর্ম্মাস্তিকায় অধর্ম্মাস্তিকায় পুদ্‌গলাস্তিকায় আকাশাকিায়, অনেক দেশবর্ত্তী দ্রব্যকে অস্তিকায় শব্দে কীর্ত্তন করে।

জৈনাচার্য্যগণ মোক্ষের উপযোগিরূপে জানিবার যোগ্য সাতটি পদার্থ বর্ণনা করেন। ইহা শ্রীউমাস্বাতী নিজগ্রন্থে নিরূপণ করিয়াছেন—জীব অজীব আশ্রব বন্ধ সম্বর নির্জ্জর মোক্ষ। তন্মধ্যে জীব জ্ঞানাদিগুণক, অজীব জীবভোগ্যসমূহ পদার্থ, জীব যাহার দ্বারা স্পর্শাদি বিষয়ে আসক্ত হয় তাহাকে আশ্রব বলে তাহা ইন্দ্রিয় সমূহ। যাহার দ্বারা বিবেকাদিকে আবরণ করে তাহা সম্বর, বা অবিবেকাদি। যাহার দ্বারা কামক্রোধাদি নিঃশেষে জীর্ণ বা নাশ হইয়া যায় তাহা নির্জ্জর, অপর কেশোল্লুঞ্চন তপ্তশিলারোহণাদিও তাহার অন্তর্গত।

কর্ম্মাষ্টকের দ্বারা প্রতিপাদতি জন্ম মরণ প্রবাহকে বন্ধ বলে। কর্ম্মাষ্টক এইপ্রকার চতুর্ব্বিধঘাত কর্ম্ম পাপবিশেষ স্বরূপ, যাহার দ্বারা জীবের জ্ঞান দর্শন বীর্য্য সুখাদি স্বভাবিক হইলেও বিনষ্ট হয়। এবং চতুর্ব্বিধ অঘাত কর্ম্ম পুণ্য বিশেষ স্বরূপ। যাহার দ্বারা জীবের দেহ সংস্থান দেহাভিমান দেহকৃত সুখদুঃখাপেক্ষাদির সিদ্ধি হয়। এই প্রকার নিজ শাস্ত্র কথিত সাধনের দ্বারা ও কর্ম্মাষ্টকের দ্বারা বিমুক্ত জীবের আবির্ভূত স্বাভাবিক আত্ম স্বরূপের সদা ঊর্দ্ধগতি অথবা অলোকাশস্থিতির নাম মুক্তি। মুক্তি

কর্ম্মাষ্টকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো বন্ধঃ। তদষ্টকঞ্চৈবম্ - চত্বারি ঘাতিকর্ম্মাণি পাপবিশেষরূপাণি, যৈজ্ঞান দর্শন বীর্য্যসুখানি স্বাভাবিকান্যপি জীবস্য প্রতিহন্যন্তে। চত্বারিত্বঘাতিকর্ম্মাণি পুণ্যবিশেষরূপাণি, যৈ দেহ সংস্থান তদভিমান তৎকৃত সুখদুঃখাপেক্ষোপেক্ষা সিদ্ধিঃ।

স্বশাস্ত্রোক্তসাধনৈস্তদষ্টকাদ্ বিমুক্তস্যাবির্ভূত স্বাভাবিকাত্মরূপস্যজীবস্য সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতি র্বামুক্তিঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানদর্শন চারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎ সাধনম্। তানেতান্ পদার্থান্ সপ্তভঙ্গিনা ন্যায়েনাবস্থাপয়ন্তি।

স যথা-স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি,স্যাদবক্তব্যঃ,স্যাদস্তি চ,নাস্তি চ, স্যাদস্তিচাবক্তব্যঃ স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ,

---

হিংসা রত্যরতী রাগদ্বোষাববিরতিঃ স্মরঃ। শোকো মিথ্যাত্বমেতেঽষ্টাদশ দোষা ন যস্য সঃ॥ জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ। জ্ঞান দর্শন চারিত্রাণ্যপবর্গস্য বর্ত্তনি॥ স্যাদ্‌বাদস্য প্রমাণে দ্বে প্রত্যক্ষমনুমাপি চ। নিত্যানিত্যাত্মকং সর্ব্বং নব তত্ত্বানি সপ্ত বা॥ জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে চাস্রবঃ সংবরোঽপি চ। বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাঽধুনোচ্যতে॥ চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ। সৎকর্ম্মপুদ্‌গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য্যয়ঃ॥ আস্রবঃ স্রোতসো দ্বারং সংবৃণোতীতি সংবরঃ। প্রবেশঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নির্জ্জরস্তদ্‌বিযোজনম্॥ সরজো হরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ। শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ॥ লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছকাহস্তাঃ পাণিপাত্রা দিগম্বরাঃ। ঊর্দ্ধাশিনো গৃহে দাতু র্দ্বিতীয়াঃ স্যু র্জিনর্ষয়ঃ॥

ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলী ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ। প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ॥ অথ জৈনানাং তত্ত্বসংগ্রহঃ—(সং দং সং) অত্র সংক্ষেপতস্তাবজ্ জীবাজীবাখ্যে দ্বে তত্ত্বে স্তঃ, তত্র বোধাত্মকো জীবঃ অবোধাত্মকস্ত অজীবঃ। অপরে পুনঃ জীবাজীবয়োরপরং পঞ্চ আচক্ষতে—আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্‌গলাস্তিকায়ভেদাৎ। কেচন সপ্ততত্ত্বানীতি বর্ণয়ন্তি "জীব অজীব আস্রব বন্ধ

বিষয়ে তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে বর্ণিত আছে—তদনন্তর উর্দ্ধে গমন করে তাহার অন্ত পর্য্যন্ত। এইমোক্ষ লাভের রত্ন ত্রয় সাধন সম্যক্ জ্ঞান সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্র, তাহা তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রেও বর্ণন করিয়াছেন—সম্যগ্‌দর্শন জ্ঞান ও চরিত্র এই তিনটি মোক্ষমার্গ।

অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি শূন্য হইয়া পদার্থ সকলের অবলোকনকে সম্যগ্ দর্শন বলে। অনাত্মা আত্মা বিবেকের দ্বারা পদার্থ সকলের অবগতি সম্যক্ জ্ঞান। ফল লাভের অপেক্ষা না করিয়া অঘাতি কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানকে সম্যক চরিত্র বলে, এই রত্নত্রয় মুক্তি সাধন ও রত্নের সমান উপাদেয় ইহাই অর্থ। এই সম্যগ্‌দর্শন জ্ঞান ও চরিত্র মিলিত হইয়াই মোক্ষের কারণ হয়। কিন্তু কোন একটি হয় না, যেমন-রসায়ন, অতএব জ্ঞান শ্রদ্ধা আচরণ সকল মিলিত হইয়া ফল প্রদান করে, কোন একটি

স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চেতি। স্যাদিতি কথঞ্চিদিত্যর্থেঽব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা বিদ্যন্তে যস্মিন্ প্রতিপাদ্যতয়া ইতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বং, অসত্ত্বং সদসত্ত্বং সদসদ্বিলক্ষণত্বং, সত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বং, অসত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষত্বং, সদ সত্ত্বে সতি তদ্বিলক্ষণত্বমিতি বাদিভেদেন পদার্থবিষয়াঃ সপ্তনিয়মা ভবন্তি। তত্তভঙ্গার্থময়ং ন্যায়ঃ। স চ সর্ব্বত্রাবশ্যকঃ সর্ব্বস্য পদার্থস্য

সম্বর নির্জ্জর মোক্ষাস্তত্ত্বানি" (ত০ সূ০ —১।৪,) পুনঃ কেচন নব তত্ত্বানি নিরূপয়ন্তি—জীব অজীব পুণ্য পাপ আস্রব সম্বর বন্ধ নির্জ্জর মোক্ষাঃ" ইতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

করে না। আর্হত গণ এই সকল বস্তু কে সত্ব অসত্ব নিত্য অনিত্যভিন্ন অভিন্ন ইত্যাদির দ্বারা অনৈকান্তী বাদ অঙ্গীকার করেন,তাহা শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ দেখাইতেছেন তানেতান্ ইত্যাদি। জৈনগণ এই পদার্থ সকলকে সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা স্থাপনা করেন, যেমন 'স্যাদস্তি' কোন প্রকার আছে, যদি এই কথাবলে তবে প্রথম ভঙ্গী। "স্যান্নাস্তি" কোন প্রকার নাই, ইহা বলিলে দ্বিতীয় ভঙ্গী। স্যাদবক্তব্যঃ" কোন প্রকারে ভাষার দ্বারা বক্তব্য নহে, ইহা অবাচ্য নামে তৃতীয় ভঙ্গী, 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চ' কোনপ্রকার আছে ও নাই, এইরূপ সত্তা ও অসত্তার বিবক্ষায় চতুর্থ ভঙ্গী, 'স্যাদস্তিচাবক্তব্যঃ' কোন প্রকার আছে কিন্তু বক্তব্য নহে ইহা পঞ্চম ভঙ্গী, স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যঃ "কোন প্রকার নাই এবং অবক্তব্য, ইহা ষষ্ঠভঙ্গী। 'স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যঃ" কোন প্রকারে আছে ও নাই এবং অবক্তব্য হয় ইহা সপ্তমভঙ্গী। স্যাৎ শব্দটি অব্যয় শব্দ কিঞ্চিদর্থে ব্যবহার হয়। সাতটি নিয়মের ভঙ্গ প্রতিপাদক রূপে যাহাতে বিদ্যমান আছে তাহাকে সপ্তভঙ্গী বলে। শ্রীহ০ না০ ব্যা০ 'তদস্যাস্ত্যস্মিদ্ বা, ইত্যর্থে ইনিঃ, ৭.৯৩০,৯৬০) এই পদার্থ সকল সত্ত্ব অসত্ত্ব সদসত্ত্ব সদ সদ্ বিলক্ষণত্ব সত্ত্ব হইলে ও সদ্ বিলক্ষণত্ব অসত্ব হইলেও অসদ্ বিলক্ষণত্ব সদসত্ব হইলে ও সদ সদ্ লিক্ষণত্ব এই প্রকার বাদিভেদে পদার্থ বিষয়ের সাতটি নিয়ম আছে, তাহা ভঙ্গের নিমিত্তই এই সপ্তভঙ্গী ন্যায় অঙ্গীকার করিতে হয়। এই সপ্তভঙ্গীন্যায় সর্ব্বত্রই প্রয়োজন হয়, যে হেতু সকল পদার্থ ই সত্ত্বা অসত্ত্বা নিত্যত্ব অনিত্যত্ব ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা ব্যভিচার বিদ্যমান আছে।

যেমন যদি বাস্তবিক বস্তু বিদ্যমান আছে তবে তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্ব প্রকারে বিদ্যমান আছেই, সুতরাং তাহা প্রাপ্তি বা পরিহারের নিমিত্ত কেহ কোথাও কোনদিন কোনস্থলে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত হইবে না কারণ যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা অপ্রাপ্ত হয় না। যাহা হেয় বা পরিত্যাগ করা তাহা পুনঃ পরিত্যাগ করার চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন আমাদের (জৈনদের) অনেকান্তবাদ পক্ষে কিন্তু কোন দ্রব্যের কথঞ্চিৎ রূপে কোথাও কোন সময়ে কাহারও কোন প্রকার দ্বারা সত্ত্ব বিষয়ে হানি বা গ্রহণ করা সম্ভব হেতু, মানবের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হওয়া যুক্তি সঙ্গত হয়। দৃশ্যমান সকল বস্তুই দ্রব্য

সত্ত্বাসত্ত্ব, নিত্যত্বানিত্যত্ব, ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভি ধর্ম্মৈরনৈকান্তিকত্বাৎ।

তথাহি যদ্যেকান্ততো বস্তু অস্ত্যেব তর্হি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা অস্ত্যেব, ইতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা। প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয় হানাসম্ভবাচ্চ। অনেকান্ত পক্ষে তু কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কেনচিদ্ রূপেণ সত্ত্বে হানোপাদান সম্ভবাৎ, প্রবৃত্তি নিবৃত্তিশ্চোপপদ্যেত।

পর্য্যায় বাচী, তন্মধ্যে দ্রব্য স্বরূপে সকল বস্তুই সত্ত্বাদি হওয়া যুক্তি সঙ্গত হয় কিন্তু পর্য্যায় স্বরূপে অসত্ত্বাদি রূপেই বুঝিতে হইবে।

দ্রব্য সকলের অবস্থা বিশেষের নাম পর্য্যায়। যেমন স্বর্ণদ্রব্য, অঙ্গদকুণ্ডলাদি তাহার পর্য্যায়, অঙ্গদাদি অবস্থায় দ্রব্যস্বরূপে স্বর্ণ সত্ত্বাযুক্ত, কিন্তু অলঙ্কারাদি স্বরূপে অসৎ। অতএব এইদ্রব্য সকলের ভাবস্বরূপ ও অভাব স্বরূপের দ্বারা সত্ত্বা তথা অসত্ত্বাদির উৎপত্তি হয় ইহাই আমাদের (জৈনদের) সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ বস্তু সকল সৎ নহে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সকল বস্তু লাভ হইত, অসত ও নহে তাহা হইলে কোন মানুষের বস্তুলাভে প্রবৃত্তি হইত না, অতএব বস্তু সকল সদসদ্ বিলক্ষণ। এইস্থলে জৈনমত সংক্ষেপ সংগ্রহ—(বিবেকবিলাস, জিনদত্ত সুরি) বল ভোগ উপভোগ দান ও লাভের অন্তরায় তথা নিদ্রা ভয় অজ্ঞান ঘৃণা হিংসা রতি (ইচ্ছা) অরতি (অনিচ্ছা) রাগ দ্বেষ অবিরতি (বৈরাগ্যহীনতা) কাম শোক মিথ্যা এই অষ্টাদশদোষ যাহার নাই সেই দেব স্বরূপ তত্ত্বোপদেশক গুরু। এবং জ্ঞান দর্শন ও চরিত্র এই তিনটি অপবর্গের মার্গ।

স্যাদ্বাদের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি মাত্র প্রমাণ, সকল পদার্থই নিত্য এবং অনিত্যাত্মক, জৈনগণের নয়টি অথবা সাতটি তত্ত্ব তন্মধ্যে জীব অজীব পুণ্য পাপ আস্রব সংবর বন্ধ নির্জ্জর ও মুক্তি এইনয় প্রকার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন—চেতনা লক্ষণ যুক্ত জীব, অচেতন অজীব, সৎকর্ম্ম করার বাসনা পুদ্গলকে পুণ্য বলে, তাহার বিপরীতকে পাপ বলা হয়। স্রোতের দ্বারকে আস্রব বলে, যে তাহাকে আবরণ করে সে সংবর, কর্ম্মের প্রবেশকে বন্ধ বলে তাহা হইতে পৃথক হওয়াকে নির্জ্জর বলা হয়। ধুলা সম্মার্জ্জণী, ভিক্ষান্ন ভোজন কারী, নিজমস্তকের কেশ সকল নিজেই উৎপাটন কারী ক্ষমা শীল নিঃসঙ্গ জৈনসাধুগণের নাম শ্বেতাম্বর। কেঁশ উৎপাটিত ময়ূর পুচ্ছধারী, করমাত্র পাত্র জৈনসাধুগণ দিগম্বর হয়।

তাহার দাতার গৃহেই উপরদিক হইতে ভোজন করে। তন্মধ্যে দিগম্বরগণ কেবল জ্ঞানী পুরুষ ভোজন করে না, স্ত্রীদিগের মুক্তি নাই, এই প্রকার বলেন, ইহাই শ্বেতাম্বরগণের সহিত তাহাদের ভেদ। অতঃ পর জৈনগণের সংগৃহীত তত্ত্ব সকল - সংক্ষেপতঃ দুইটি তত্ত্ব জীব এবং অজীব, জীব বোধাত্মক, অজীব অচেতন। কেহ জীবও অজীব অপর পাঁচটি তত্ত্ব বলেন-আকাশ ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুদ্গল

দ্রব্য পর্য্যায়াত্মকং কিল সর্ব্বং বস্তু। তত্র দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বাদিকমুপপদ্যতে। পর্য্যায়াত্মনা ত্বসত্ত্বাদিকং, পর্য্যায়াস্তু দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ। তেষাং ভাবাভাবাত্মকতয়া সত্ত্বাসত্ত্বাদেরুৎপত্তিরিতি।

ইহ সন্দিহ্যতে আর্হতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থাস্তথা যুজ্যন্তে? নবেতি? সপ্তভঙ্গিনো ন্যায়স্য সাধকস্য সত্ত্বাৎ যুজ্যন্তে, ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি—

।।ওঁ।। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।।ওঁ।। ২।২।৬।৩৩।।

নৈতে পদার্থাস্তেন ন্যায়েনাত্মানমুপলব্ধুং ক্ষমাঃ। কুতঃ? একস্মিন্নিতি। একস্মিন্

সংশয়ঃ—অথ জৈনসিদ্ধান্তে সংশয়মুত্থাপয়ন্তি—ইহেতি। আর্হতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থাঃ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয়ো ভবতি? ন বা ভবতি? ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপ্রকারমাহুঃ—সপ্তেত্যাদিনা। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—এবং বিবসনে পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাসিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নৈকস্মিন্নিতি। একস্মিন্—বিবসনোক্ত পদার্থেষু 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি' ইত্যাদিষু একস্মিন্ অপি পদার্থে তেষাং সিদ্ধান্তং 'ন' সিদ্ধ্যতি; কুতঃ? অসম্ভবাৎ। একস্মিন্ ধর্ম্মিণি তত্ত্বাসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমাবেশস্য সম্ভবাভাবাৎ, তস্মাদযুক্তোঽয়ং জৈনসময়ঃ।

অথ জৈনানাং সিদ্ধান্তে অসম্ভবপ্রকারং দর্শয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপাদাঃ—নৈতে' ইত্যাদিনা। একস্মিন্' ইতি: নিত্য সর্ব্ববিধবিকাররহিত পরমার্থবস্তুনি ধর্ম্মিণি স্যাদস্তি, ন বা, ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মযোগাদ্ অনেকরূপং তদ্‌ভবতি, ন তু তথাস্তি;

ও অস্তিকায়। কেহ সাতটি তত্ত্ব বলেন-জীব অজীব আস্রব বন্ধ সম্বর নির্জ্জর এবং মোক্ষ। পুনঃ কেহ নয়টি তত্ত্ব নিরূপণ করেন-জীব অজীব পুণ্যপাপ আস্রব সম্বর বন্ধ নির্জ্জর ও মোক্ষ, এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয় অনন্তর জৈন সিদ্ধান্তে সংশয় উত্থাপন করিতেছেন-ইহেতি। এইস্থলে সন্দেহ আর্হত কথিত জীবাদি পদার্থ সকল যুক্তি সঙ্গত হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ আর্হতের জীবাদি পদার্থ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় হয়? অথবা হয় না? ইহাই সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষ প্রকার বলিতেছেন-সপ্ত' ইত্যাদি জৈন সিদ্ধান্তে সপ্তভঙ্গিন্যায়ের বিদ্যমানতা এবং সাধকতমতা হেতু জীবাদি পদার্থ শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় হইবে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত জৈনগণ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-নৈক-স্মিন্, ইত্যাদি। একটিও নহে, তাহার অসম্ভব হেতু। অর্থাৎ

ধর্ম্মিণি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমাবেশাযোগদেবেত্যর্থঃ। নহ্যেকং বস্তু একদা শৈত্যৌষ্ণ্য-ভাগ্ বীক্ষতে ক্বাপি।

কিঞ্চানেকান্ত পক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিথঃ সঙ্কীর্ণত্বাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধির্ব্যর্থঃ স্যাৎ।

ননু ভবতামপি পরমার্থবস্তু নিত্যং সর্ব্ববিকাররহিতং, তথাপি কথং বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ম্? তথাচ শ্বেতাশ্বতরে—৩।২০, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" ইতি। শ্রীভাগবতে চ ৪।৯।১৬, "যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধ শক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাৎ" ইত্যাদি প্রমাণৈঃ তস্য বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ উচ্যতে; অস্মাকং যথা পরমার্থবস্তু, তথা ভবতাং ন, কিন্তু বিপরীত এব তথাচ—স্বতর সর্ব্ববিলক্ষণ সর্ব্বশক্তিমৎ জগন্নিমিত্তোপাদান কারণভূত শিববিরিঞ্চি সংচিন্ত্যচরনারবিন্দ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ভক্তবাৎ-সল্যাদি দিব্যগুণগণালঙ্কৃত সার্ব্বজ্ঞ্যাদিনিত্যধর্ম্মবিভূষিত পরমকরুণাবরুণালয় শ্রীগোবিন্দদেব এব অস্মাকং পরমার্থ বস্তু; অনেকান্তবাদিনাং ভবতাং তু; যদ্যপি অষ্টাদশদোষশূন্যঃ কোঽপি দেব বিশেষঃ সর্ব্বজ্ঞোঽস্তি স তু ন জগৎকর্ত্তা, অপিতু উপদেষ্টা গুরুরেব। (স০ দ০ সং ১৫৩ পৃ০) কিঞ্চ পরমাণুকারণবাদিভির্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বজগৎকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরং ন স্বীকৃতম্; তথাহি—বীতরাগস্তুতৌ—৬, কর্ত্তাস্তি কশ্চিৎ জগতঃ স চৈকঃ স সর্ব্বগঃ স স্ববশঃ স নিত্যঃ। ইমাঃ কুহেবাকবিড়ম্বনাঃ স্যুঃ তেষাং ন যেষামনুশাসকস্ত্বম্॥ তস্মাৎ অচিন্ত্যানন্তানন্দ পরব্রহ্মণি নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মণাং সংযোগো ন বিরুদ্ধম্।

বিবসনগণ কথিত পদার্থের মধ্যে স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি' ইত্যাদি একটি পদার্থেও তাহাদের সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইবে না, কেন? অসম্ভব হেতু, একটি ধর্ম্মী পদার্থে সত্ত্বা অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং জৈন সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে। অনন্তর জৈনগণের সিদ্ধান্তে শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ অসম্ভব প্রকার প্রদর্শিত করিতেছেন-নৈত' ইত্যাদি। জৈন সিদ্ধান্ত কথিত পদার্থ সকলও সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

যদি বলেন কেন সমর্থ হইবে না? উত্তর একটি ধর্ম্মী পদার্থে যুগপৎ সত্ত্বাদি বিরুদ্ধ সমাবেশ হওয়া যোগ্যতার অভাব হেতু। অর্থাৎ নিত্য সর্ব্ব প্রকার বিকার রহিত পরমার্থ ধর্ম্মী বস্তুতে অস্তি নাস্তি ইত্যাদি ধর্ম্মের যোগে অনেক প্রকার তাহা হয়, কিন্তু তাহা সেই প্রকার হয় না। অপর একটি বস্তু এককালেই শীত ও উষ্ণগুণ যুক্ত কোথাও দেখা যায় না।

শঙ্কা—যদি বলেন আপনাদের ও (বৈদান্তিক) পরমার্থ বস্তু নিত্য সর্ব বিকারশূন্য, তথাপি কি প্রকারে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় হয়? শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—ব্রহ্ম অণু হইতেও অণীয়ান্ মহান্ হইতেও মহীয়ান। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—যে পরব্রহ্মে বিদ্যাদি বিরুদ্ধ গতি যুক্ত বিবিধ শক্তি আনুপূর্ব্বীক ভাবে সর্ব্বদা উৎপতিত হয়। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা আপনাদের ব্রহ্ম ও বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।

এবং ঘটাদীনামপি তথাত্বাদুদকার্থী বহ্নিনা প্রবর্ত্তেত,গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্যাপি সত্ত্বাদুদকাদ্যর্থিনো বহ্ন্যাদিতো নিবৃত্তিরুপপদ্যেতেতি বাচ্যম্, অভেদস্যাপি সত্ত্বেন প্রবৃত্তেরপ্যাবশ্যকত্বাৎ।

কিঞ্চ—ভবতাং পদার্থাঃ জীবভিন্না জড়াঃ জড়ানাং তথাত্বমসম্ভবমিত্যর্থং ; যস্তু জীবঃ স ন জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বরো বা ইত্যলম্।

অথ অসম্ভবপ্রকারং দর্শয়ন্তি নহীতি। তথাচ—যদস্তি তদস্ত্যেব ন তু নাস্তি, যৎ নাস্তি তৎ নাস্ত্যেব, ন তু অস্তি : যথা উষ্ণস্পর্শবত্তেজঃ, যথা বা গগনারবিন্দম্; যন্নিত্যং তৎ নিত্যমিতি, যথা জীবাদয়ঃ; এবং সর্ব্বাভ্যুপগতং অনুভূতঞ্চেদম্ ; তন্মতেঽপি প্রপঞ্চস্য বস্তুভূতত্বাৎ নানেকরূপত্বমিত্যর্থঃ। অথ অনেকান্তবাদিনাং মোক্ষপ্রয়াসোঽপি ব্যর্থঃ'ইতি প্রতিপাদয়ন্তি কিঞ্চেতি। সঙ্কীর্ণত্বাৎ—মিশ্রিতত্বাৎ তথাচ—অয়ং সর্ব্বজ্ঞো বা, ন বা অয়ং উপদেষ্টুং শক্যতে বা, ন শক্যতে বা অস্যোপদেশেন মম মোক্ষো ভবেৎ ন বা, মোক্ষনাম কিমপি বস্তু স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি বা, অদ্যাপি কোঽপি মুক্তোঽভূন্ন বা" ইত্যাদি নিশ্চয়াভাবাৎ তত্তৎ প্রাপ্তি প্রহাণায় মানবস্য সাধন বিধির্ব্যর্থঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

সমাধান—আপনারা (জৈন এই প্রকার বলিবেন না—যে প্রকার পরমার্থ বস্তু আমাদের, আপনাদের সেই প্রকার নহে, কিন্তু বিপরীত ধর্ম্ম যুক্ত। অপর স্বেতর সর্ব্ব বিলক্ষণ সর্ব্ব শক্তিমৎ জগতের নিমিত্তোপাদন কারণ স্বরূপ শিব ব্রহ্মাদি সংচিন্ত্য চরণারবিন্দ মাধুর্য্য সৌন্দর্য্য ভক্ত-বাৎসল্যাদি দিব্যগুণ গণালঙ্কৃত সার্ব্বজ্ঞ্যাদি নিত্যধর্ম্ম বিভূষিত পরম করুণা বরুণালয় শ্রীগোবিন্দদেব বৈদিকগণ আমাদের পরমার্থ বস্তু। অনেকান্তবাদী আপনাদের কিন্তু যদিও অষ্টাদশদোষ শূন্য কোন দেববিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ আছে এই প্রকার স্বীকার করেন তথাপি তিনি জগৎকর্ত্তা নহেন কিন্তু উপদেষ্টা গুরু মাত্র। আরও আপনারা (জৈনগণ) পরমাণু বাদিগণ সমস্ত জগতের কর্ত্তারূপে কোন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, ।

বীতরাগস্তুতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে—এই জগতের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রাপ্ত কেহ কর্ত্তা আছে, তিনি এক সর্ব্বগ স্বতন্ত্র ও নিত্য এই প্রকার যাহাদের কুহেবাক (কু অসৎ, হেবাক হঠতা) দুরাগ্রহ হয়, হে জিনেন্দ্র! আপনি যাহাদের অনুশাসন কর্ত্তা নহেন তাহারাই এইপ্রকার বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। অতত্রব অচিন্ত্যানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগ অসঙ্গত নহে। অপর আপনাদের (জৈনদের) পদার্থ সকল জীব হইতে ভিন্ন জড় বস্তু. জড়ের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে যাহাকে জীব বলেন সে জগৎ কর্ত্তা নহে এবং সর্ব্বেশ্বরও নহে, অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। অনন্তর জৈনদিগের অসম্ভব প্রদর্শিত হইতেছে—নহীতি।

অপিচ নির্দ্ধার্য্যাঃ,পদার্থাঃ, নির্দ্ধারণসাধনানি তজ্ঞাঃ,নির্দ্ধারকো জীবঃ, নির্দ্ধারশ্চ তৎ ফলম্, সর্ব্বমেতৎ স্যাদস্তীত্যাদি বিকল্পোপন্যাসেন সত্ত্বাসত্ত্বাদিধর্ম্মকতয়াঽনিশ্চিত্ত রূপভবেদিতি লূতা তন্তুবৎ ক্রট্যমানোঽসৌ ন্যায়ঃ। কিমস্ত পরীক্ষয়া ।।৩৩।।

কিঞ্চ ব্যবহারিকবস্তুষু জৈনানাং ব্যবহারমপি ন সিদ্ধেদিত্যাহুঃ—এবমিত্যাদিনা। ব্যবহারিকং বস্তুনাং ঘটাদীনামপি তথাত্বাৎ, স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, ইত্যাদি ন্যায়েন মিথো মিশ্রিতত্বাৎ জলেঽপি বহ্নিসত্ত্বাৎ জলার্থী জলানয়নে গতে সতি তস্য বহ্নৌ প্রবৃত্তির্ভবতু, "স্যাদস্তি" ইতি ন্যায়ে বহ্নৌ জলস্য কথঞ্চিদ্ বিদ্যমানত্বাৎ।

অপিচ জলে—'স্যান্নাস্তি" ইতি ন্যায়েন জলানয়নায় প্রবৃত্তির্ম্মাভূৎ ; গৃহার্থী ইতি—বায়ুনা প্রবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ। "স্যাদস্তি" ইত্যাদিন্যায়েন বায়ৌ অপি কাষ্ঠইষ্টকাদি কথঞ্চিদস্তি ইতি বিচারয়িত্বা গৃহনির্ম্মাণার্থং বায়ুাহরণে প্রবৃত্তির্ভবেৎ।

অথ জৈনাঃ স্বদোষং পরিহরন্তি—নচেতি। তত্র ঘটাদৌ "স্যান্নাস্তি" ইতি ন্যায়েন ভেদস্যাপি কথঞ্চিৎ বিদ্যমানত্বাৎ, ঘটাদৌ বাহ্নিত্বাভাবাৎ, জলার্থী বহ্নিং নানেষ্যতি ; এবং গৃহার্থিনো ন বায়ৌ প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ বহ্নৌ কথঞ্চিদ্ ঘটভেদোঽস্তি, এবং বায়ৌ চ কথঞ্চিৎ কাষ্ঠভেদোঽস্তীতি ভাবঃ। ইতি ন চ বাচ্যম্। কুতঃ? অভেদস্যাপীতি। "স্যাদস্তি" ইতি ন্যায়েন অভেদস্যাপি সত্ত্বেন, বহ্নৌ কথঞ্চিদ্ ঘটস্য অভেদোঽস্তি, তথা বায়ৌ কথঞ্চিদ্ কাষ্ঠাদীনামভেদোঽস্তি ইতি তত্র তত্র প্রবৃত্তেরাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ। এবমনেকান্তবাদিনাং অসম্ভবান্তরং দর্শয়ন্তি—অপিচ" ইত্যাদিনা।

আরও একটি বস্তু এক সময়ে শীতলও উষ্ণগুণ যুক্ত কোথাও দেখা যায় না, অর্থাৎ যাহা আছে তাহা সর্ব্বদা আছেই, তাহা নাই এমত নহে, যাহা নাই তাহা নাই. তাহা আছে এমত নহে যেমন তেজ উষ্ণস্পর্শবান, যেমন আকাশ কুসুম।

যাহা নিত্য তাহা নিত্যই যেমন জীবাদি, এই সকল সিদ্ধান্ত সকলেই স্বীকার করেন এবং অনুভবও করেন। আপনাদের (জৈন) মতেও প্রপঞ্চ বস্তু স্বরূপ হওয়ায় অনেক প্রকার নহে। অতঃপর অনেকান্তবাদি জৈনগণের মোক্ষ প্রয়াস করাও ব্যর্থ তাহা প্রতিপান করিতেছেন—কিঞ্চেতি। আরও অনেকান্তপক্ষে স্বর্গ নরক মোক্ষের পরস্পর সঙ্কীর্ণ হওয়া হেতু স্বর্গলাভের নিমিত্ত নরক নাশের নিমিত্ত মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন বিধিও ব্যর্থ হইবে।

সঙ্কীর্ণ মিশ্রিত যেমন-এই উপদেষ্টা সর্ব্বজ্ঞ কিম্বা নহে ইহার উপদেশ করিতে সমর্থ আছে অথবা নাই, ইহার উপদেশে আমার মোক্ষ হইবে অথবা হইবে না। মোক্ষ নামে কোন বস্তু আছে কিম্বা নাই, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুক্ত হইয়াছে অথবা হয় নাই, ইত্যাদি নিশ্চয়ের অভাব বশতঃ তাহা লাভ বা পরিত্যাগের নিমিত্ত মানবের সাধন বিধি ব্যর্থ হইবে ইহাই অর্থ। আরও জৈনগণের ব্যবহারিক

অথ নির্দ্ধার্য্যাঃ পদার্থাঃ, তে পদার্থাঃ কতি ? জীবাজীবৌ বা, এবং সংখ্যাদ্বয়বিশিষ্টং কথঞ্চিদ্ ভবতি বা, ন বা ইতি। কিম্বা—জীবাদীনাং পঞ্চানামস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যা অস্তি বা, কথঞ্চিন্নাস্তি বা, এবং সপ্তপদার্থানাং, নবপদার্থানাং তত্তৎ সংখ্যাত্বমস্তি ন বা ? ইতি।

কিঞ্চ—নির্দ্ধারসাধনাপি তথাঃ, সপ্তভঙ্গিন্যায়েণ "স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি" ইত্যাদিনা যন্নির্দ্ধার্য্যতে তং কথঞ্চিদস্তি ? কথঞ্চিন্নাস্তি বা ? নির্দ্ধারকঃ জীব, স তু দেহপরিমাণশ্চেতন ইতি অস্তি বা ? নাস্তি বা ? ফলন্তু তেষাং পদার্থানাং নির্দ্ধারণং, তত্তু ভবতি ? ন বা ? ইতি।

তস্মাৎ অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিধর্ম্মকতয়া নিশ্চিতরূপেণ স্বরূপনির্দ্দেশাভাবাৎ আকাশকুসুমবদিদং জৈনমতং ন পরীক্ষাবিষয় পদবীমারোঢ়ুমর্হতীতি বিরম্যতে।

কিঞ্চ—যদি চ কোঽপি অত্যন্তদুর্ব্বাসনা বশাৎ ভগবৎবহির্ম্মুখস্তদঙ্গীকরোতি তথাপি ন তস্য ইষ্টসিদ্ধিরিতি। তথাচ জৈনানাং যে জীবাজীবাদয়ঃ পদার্থাঃ তেষাং স্থিরত্বাভাবং নিরূপিতম্, কিন্তু এষাং

ঘট পটাদি বস্তু সকলেও ব্যবহার সিদ্ধ হয় না, তাহাও বলিতেছেন—এবমত্যাদি। এই প্রকার ঘটাদি সকলও সঙ্কীর্ণ হওয়া হেতু জলার্থী ব্যক্তি বহ্নি আনিবার নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইবে, গৃহার্থী মানব বায়ু-লাভের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হইবে।

অর্থাৎ ব্যবহারিক ঘট পটাদি বস্তু সকলেরও তথাহাৎ কোন প্রকারে আছে, কোন প্রকারে বা নাই ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা ঘটাদি বস্তু সকল পরস্পর মিশ্রিত হওয়া হেতু জলেও বহ্নি বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং জলার্থী জল আনয়নের নিমিত্ত গমন করিয়া তাহার বহ্নি অনিতে প্রবৃত্তি হউক, "কোন প্রকারে আছে' এইন্যায়ে অগ্নিতেও জলের কোন প্রকারে বিদ্যমানতা থাকিতে পারে। অপর জলে 'কোন প্রকার বা নাই' এইন্যায়ে জল আনয়নের নিমিত্ত জলার্থীর প্রবৃত্তি না হউক। এবং গৃহার্থী ব্যক্তি বায়ু লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করুক ইহাই অর্থ।

অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে' এই ন্যায়ে বায়ুতেও কোন প্রকারে কাষ্ঠ ইষ্টকাদি বিদ্যমান আছে এই প্রকার বিচার করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অগ্নি বা বায়ু আহরণের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর জৈনগণ স্বদোষ পরিহার করিতেছেন নচেতি। আমরা (জৈন' বলিব ঘটে ভেদের বিদ্যমান-তা হেতু উদকার্থী ও গৃহার্থীর বহ্নি এবং বায়ু হইতে নিবৃত্তির উপপত্তি হয়, অর্থাৎ ঘটাদিতে কোন প্রকারে নাই এই ন্যায় দ্বারা ভেদেরও কোন প্রকারে বিদ্যমানতা হেতু ঘটাদিতে বহ্নির অভাব বিদ্যমান হেতু জলার্থী বহ্নি আনয়ন করিবে না।

এবং গৃহার্থীর বায়ুতে প্রবৃত্তি হইবে না ইহাই অর্থ। সার কথা এই বহ্নিতে কোন প্রকারে ঘটভেদ আছে, এবং বায়ুতে কোন প্রকারে কাষ্ঠ ভেদও আছে ইহাই ভাবার্থ। আপনারা (জৈন) এই প্রকার বলিতে পারেন না, কেন ? অভেদরও ইত্যাদি। অভেদেরও বিদ্যমান দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্গত হইবে।

পদার্থানাম্ অবক্তব্যত্বং ন সম্ভবতি, যদি এতে পদার্থা অবক্তব্যাঃ তদা কথং উচ্যেরন্? অবক্তব্যং খলু অবাচ্যং তৎ কথং বাচা প্রকাশ্যতে? যদি পদার্থা উচ্যন্তে তর্হি কথং অবক্তব্যাঃ যৎ খলু—অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ" ইতি বচনং তত্তু অতীববিকৃতমস্তিস্কানামেব, ন তু কিঞ্চিৎমূর্খানাং ইতি। তস্মাদনন্তকল্যাণ গুণরত্ননিলয় স্বশক্ত্যেক সহায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ভক্তসংরক্ষণৈকব্রত অখিলরসামৃত পারাবার শ্রীগোবিন্দদেব এব জগতো নিমিত্তোপাদানকারণম্, ন তু পরমাণ্বাদয়ঃ ইতি ॥

জৈনানাং সপ্তভঙ্গিশ্চ সপ্তধা হি বিদীর্য্যতে।
অস্তি নাস্তি হ্যবক্তব্যামুন্মত্তোঽপি ন কথ্যতে ॥৩৩॥

অর্থাৎ-স্যাদস্তি' এই ন্যায়ে ভেদে অভেদও বিদ্যমান আছে, সুতরাং বহ্নিতে কোন প্রকারে ঘটের অভেদও আছে, তথা বায়ুতে কোন প্রকারে কাষ্ঠাদির অভেদও আছে, সুতরাং সেই সেই স্থানে অবশ্যই প্রবৃত্তি হইবে। অতঃপর অনেকান্তবাদিগণের অন্য অসম্ভব প্রকার দেখাইতেছেন—অপিচেতি। আরও নির্দ্ধারিত পদার্থ সকল, নির্দ্ধারণের সাধন সপ্তভঙ্গী ন্যায়সকল নির্দ্ধারক জীব, এবং নির্দ্ধারণের ফল এই সকল বস্তুই 'স্যাদস্তি' ইত্যাদি বিকল্প উপন্যাসের দ্বারা সত্ত্বা অসত্ত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত রূপে অনিশ্চিত হওয়ায় তাহা অনিশ্চিতই হইবে, সুতরাং লূতাতন্তু (মাকড়শার জালবৎ) স্বভাবতই আপনাদের ন্যায় বিখণ্ডিত হইয়াছে, পুনঃ তাহার পরীক্ষায় কি ফল লাভ হইবে।

অর্থাৎ জৈন সিদ্ধান্তে যে সকল পদার্থ নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা কত? জীব অথবা অজীব এই সংখ্যাদ্বয় বিশিষ্ট কোন প্রকারে হইবে কি না? কিম্বা জীবাদিপঞ্চ অস্তিকায় সকলের পঞ্চত্ব সংখ্যা কোন প্রকারে আছে, অথবা কোন প্রকারে নাই। এই প্রকার সপ্ত পদার্থের ও নব পদার্থের সপ্তত্ব সংখ্যা ও নবত্ব সংখ্যা আছে? কি নাই।

অপর এই পদার্থ নির্দ্ধারণের সাধন ভঙ্গ সকল, অর্থাৎ সপ্তভঙ্গিন্যায়ে 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি' ইত্যাদির দ্বারা যাহা নির্দ্ধারণ করা হইতেছে তাহা কোন প্রকারে আছে অথবা কোন প্রকারে নাই। নির্দ্ধারক যে জীব সে দেহ পরিমাণ চেতন এই প্রকার আছে অথবা নাই। ফল সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা পদার্থ সকলের নির্দ্ধারণ তাহা হয় বা হয় না। অতএব অস্তিত্ব নাস্তিতাদি ধর্ম্মকযুক্ত নিশ্চত রূপে স্বরূপ নির্দ্দেশের অভাব হেতু আকাশ কুসুমের সদৃশ এই জৈন সিদ্ধান্ত সুতরাং কোন প্রকার পরীক্ষার যোগ্যতা তাহার নাই, অতএব তাহা হইতে বিরত হইলাম।

অপর যদি ও অত্যন্ত দুর্বাসনা বশতঃ কোন ভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীব তাহা স্বীকার করে তথাপি তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। আরও জৈনগণের যে জীবাদি পদার্থ সকল তাহারা স্থির নহে তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। অপর জীবাদি পদার্থ সকলের অবক্তব্যত্ব সম্ভব নহে, যদি এই পদার্থ সকল অবক্তব্য তাহা হইলে কি প্রকারে বলিতেছেন? যাহা অবক্তব্য তাহা অবাচ্য সুতরাং তাহা

অথাত্মনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচষ্টে—

॥ওঁ॥ এবং চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্ ॥ওঁ॥ ২।২।৬।৩৪॥

যথৈকস্মিন্ সত্ত্বাসত্ত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ, এবমাত্মনোঽকাৎস্নাঞ্চ সঃ। তথাহি-দেহপরিমাণো জীব ইতি মতম্, তস্য বাল দেহপরিমিতস্য যুবাদিদেহে পর্য্যাপ্তির্ন স্যাৎ।

অথ জৈনসম্মতং আত্মানং পরীক্ষয়ন্তে অথ ইত্যাদিনা। ননু "দেহপরিমাণ এব আত্মা, অণুপরিমাণত্বে সর্ব্বাবয়বে দুঃখসুখাদেরনুপলব্ধি প্রসঙ্গাৎ" ইতি। এবং জৈনানাং দেহপরিমাণং আত্মা" ইতি দুরাগ্রহং নিরাকর্ত্তুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ - এবং" ইতি। এবং 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গিন্যায়েন যথা একস্মিন্ বস্তুনি সত্ত্বা অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মযোগাৎ দোষদুষ্টম্, তথা তেষাং আত্মাপি অকাৎস্ন্যম্ সত্ত্বা অসত্ত্বাদিদোষদুষ্টত্বাৎ অপূর্ণমিত্যর্থঃ।

অথ দেহপরিমিতাত্মত্বে দোষমুদ্ঘাটয়ন্তি—তথাহীতি। শেষং স্পষ্টম্। তথাচ—আত্মনো

বাক্যের দ্বারা কিপ্রকারে প্রকাশ করিতেছেন? যদি পদার্থ সকল বলিতেছেন তবে তাহা কি প্রকারে অবক্তব্য হইল। অপর যাহা "অস্তি চ নাস্তি অবক্তব্যশ্চ" এই প্রকার বাক্য তাহা অতীব বিকৃত মস্তিষ্কেরই হয়, কিন্তু অল্পমূর্খও এই কথা বলে না। অতএব অনন্ত কল্যাণগুণরত্ন নিলয় স্বশক্ত্যেক সহায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ভক্তসংরক্ষনৈক ব্রতী অখিল রসামৃত পরাবার শ্রীগোবিন্দদেবই জগতের নিমিত্তও উপাদান রূপ উভয়বিধকারণ হয়েন, কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি নহে।

বিবসন জৈনগণের সপ্তভঙ্গী ন্যায় সপ্তধা বিদীর্ণ হইতেছে, কারণ আছে নাই অবক্তব্য এই প্রকার বাক্য অতি উন্মত্তও বলে না ॥৩৩॥

অনন্তর জৈন সম্মত জীবাত্মার পরীক্ষা করিতেছেন 'অথ' ইত্যাদির দ্বারা, অতঃপর আত্মার দেহ পরিমাণত্ব নিরাকরণ করিতেছেন, জৈনগণ বলেন-দেহপরিমাণই আত্মা। অণুপরিমাণ হইলে সকল শরীরে সুখ দুঃখাদির অণুভবের অভাব প্রসঙ্গ হইবে, এই প্রকার জৈনগণের দেহ পরিমাণ আত্মা এই দুরাগ্রহ নিরাকরণ করিতে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন 'এবং' ইত্যাদি। এবং-এই প্রকার 'স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি" ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা যেমন একটি বস্তুতে সত্ত্বা অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্মযোগ হেতু দোষ সেই প্রকার জৈনগণের আত্মাও আকাৎস্ন্য, অর্থাৎ সত্ত্বা অসত্ত্বাদি দোষ দুষ্ট হেতু অপূর্ণ ইহাই সূত্রার্থ।

যে প্রকার একটি পদার্থে সত্ত্বা অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংযোগ দোষাবহ, সেই প্রকার একমাত্র আত্মারও সত্ত্বা অসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মযোগ হেতু অকাৎস্ন্য বা অপূর্ণ এবং দোষ দুষ্ট। অতঃপর দেহ পরিমিত আত্মা স্বীকারে দোষ উদ্ঘাটন করিতেছেন—'তথাহি' ইত্যাদি। তথাহি দেহ পরিমাণ আত্মা' এই মত, সেই বালক বা শিশু দেহ পরিমিত আত্মার যুবকাদি দেহে পর্যাপ্তি হইবে না।

মনুষ্যদেহ পরিমিতস্য তস্যাদৃষ্টবিশেষলব্ধে করিশরীরে চ তথা সর্ব্বাঙ্গীনসুখদুঃখানুপলম্ভশ্চ। পুনর্ম্মশকদেহেঽসমাবেশশ্চেতি।।৩৪।।

।।ওঁ।। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ।।ওঁ।।

২।২।৬।৩৫।।

নম্বনন্তাবয়বস্য জীবস্য বাল্যযুবাদিদেহান্ করিতুরগাদিদেহান্ বা ভজতঃ ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাভ্যাং বৈপরীত্যেন চ তত্তদ্দেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি চেন্ন, কুতঃ? বিকারাদিভ্যঃ। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতা প্রসঙ্গাৎ। কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমাভ্যাঞ্চেতি যৎ-

---

দেহপরিমিতত্বে পরিচ্ছিন্নত্ববিনাশিত্ব বিকারিত্ব অনিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ স্যুঃ। কিন্তু তস্য বিকারিত্বং শ্রী ভগবতা স্বয়মেব নিবারিতম্, তথাচ শ্রীগীতাসু—২।২৫, "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে' শ্রীভাগবতে—৭।৭।১৮—"জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ। তস্মাৎ দেহপরিমাণ আত্মা' ইতি বিবসনমতং নিন্দনীয়ত্বাৎ অতীবতুচ্ছমিতি, দূরতঃ পরিত্যজ্যং বৈদিকৈরিতি শেষঃ ॥৩৪॥

নন্থ জীবস্য সঙ্কোচবিকাশরূপং ধর্ম্মদ্বয়মস্তিতাভ্যাং অবস্থান্তরাপত্তি র্ন দোষায়"ইতি বিবসনানাং মতং দূষয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ন চেতি। **অথ আশঙ্ক্য সমাধানং করোতি**—'চ' এবং 'পর্য্যায়াদ্' জীবস্য সঙ্কোচবিকাশধর্ম্মদ্বয়ং পর্য্যায়ক্রমেণ প্রাপ্তত্বাৎ, 'অপি' সমুচ্চয়েঃ অবিরোধঃ, তস্য মশক-গজাদিদেহেঽপি ন বিরোধঃ, ইতি চেৎ 'ন' এবং কল্পনয়াপি তবাভীষ্টং ন সেৎস্যতি কুতঃ? বিকারাদিভ্যঃ' তথাত্বে জীবস্য বিকারিত্বাৎ অনিত্যতাদোষাদনিস্তারঃ। ইতি।

মনুষ্য দেহ পরিমিত আত্মার অদৃষ্ট বিশেষের দ্বারা লব্ধ বিশাল হস্তী শরীরে পর্য্যাপ্তি হইবে না, এবং মানব শরীরের আত্মা হস্তী শরীরে প্রবেশ করিলে সর্বাঙ্গীন সুখ ও দুখের অনুপলব্ধি হইবে। পুনরায় হস্তী শরীরের আত্মা মশক দেহে সমাবেশিত হইবে না। অর্থাৎ দেহ পরিমিত আত্মা স্বীকার করিলে পরিচ্ছিন্নত্ব বিনাশিত্ব বিকারিত্ব অনিত্যত্বাদি দোষ হইবে। কিন্তু আত্মার বিকারিত্বাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিবারণ করিয়াছেন—শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—এই জীবাত্মা অব্যক্ত অচিন্ত্য এবং অবিকারী।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—জন্মাদিষড়্ ভাববিকার সকল দেহেরই দেখা যায়, আত্মার নহে অতএব 'দেহ পরিমাণ আত্মা' এই বিবসন জৈনমত নিন্দনীয় হেতু অতীব তুচ্ছ সুতরাং বৈদিকগণ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন ॥৩৪॥

শঙ্কা—জীবের সংকোচ ও বিকাশ রূপ ধর্ম্মদ্বয় বর্ত্তমান আছে, সেই ধর্ম্ম দুইটির দ্বারা জীবের ধর্ম্মান্তর প্রাপ্তি হয় তাহা দোষের নহে।

কিঞ্চিদেতৎ। যত্তু মুক্তিকালিকেন দেহঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিঃ"ইতি বদন্তি,তচ্চ মন্দম্। তস্য জন্যত্বাজন্যত্ব সত্ত্বাসত্ত্বাদি বিকল্পৈঃস্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ॥৩৫॥

অথ সূত্রার্থং বিস্তারয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—নন্বি'ত্যাদিনা। ভাষ্যন্তু বিকশিতার্থম্। কৃতহানীতি—যেন কৃতং তস্য ফলপ্রাপ্তির্ন ভবতি, কিন্তু অন্যস্য তৎ প্রাপ্তিঃ যদ্বা যেন পুংসা কর্ম্ম কৃতং তস্য বিনাশে তৎ কর্ম্মণঃ তত্র হানিঃ, তৎ কর্ম্ম যত্র ফলমর্পয়েৎ তস্য অকৃতং কর্ম্ম অভ্যাগতমিত্যর্থঃ। যথা দেবদত্তেন মোক্ষার্থং সাধনে কৃতে যজ্ঞদত্তস্য মোক্ষো ভবেৎ, দেবদত্তস্য চ নরকপাত এব, তস্মাৎ জৈনমতং কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমদোষ দুষ্টত্বাৎ অতিতুচ্ছমেতৎ।

নন্বু ভবতু বদ্ধাবস্থায়াং জীবস্য দেহপরিমাণে বিকারিত্ব অনিত্যত্বাদিদোষঃ, ন তু মুক্তাবস্থায়ামিতি চেৎ—তৎ পরিহরন্তি "যত্তু"ইত্যাদিনা। তস্য' ইতি তস্য মুক্তিকালিক পরিমানস্য সপ্তভঙ্গিন্যায়েন জন্যত্ব অজন্যত্ব সত্ত্ব অসত্ত্বাদিবিকল্পৈঃ স্থিরতা সম্ভাবয়িতুং ন শক্যতে।

কিঞ্চ জীবস্য যেঽনন্তাবয়বাঃ তে 'অস্তি নাস্তি' ন্যায়েন আগচ্ছন্তি চ, ন তু কশ্চিৎ স্থির আত্মা

সমাধান—এইরূপ বিবসনগণের সিদ্ধান্ত দূষিবার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন 'ন চ' ইত্যাদি। আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন এই প্রকার পর্য্যায় হেতু, জীবের সঙ্কোচ ও বিকাশরূপ ধর্ম্মদ্বয় পর্য্যায় ক্রমে প্রপ্তি হেতু তাহা অবিরোধ অর্থাৎ জীবের মশক গজাদি দেহেও কোন বিরোধ হয় না। জৈনগণ এইকথা কল্পনা করিলেও তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না, কারণ বিকারাদি হেতু, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে জীব বিকারী হওয়া হেতু অনিত্যাদিদোষ হইতে নিস্তার পাইবে না। অনন্তর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন নন্বি' ইত্যাদি।

শঙ্কা—আমরা (জৈন) বলিব অনন্ত অবয়বযুক্ত বাল্য যুবাদি দেহ অথবা হস্তী অশ্বাদি শরীর প্রবেশ কারী জীবের ক্রম পূর্ব্বক অবয়ব সকল অপগম ও উপগম হেতু বৈপরীত্য বশতঃ তাহার সেই সেই দেহ পরিমিত হওয়া বিরোধ হইবে না।

সমাধান—আপনারা (জৈনগণ) এই কথা বলিতে পারেন না কারণ বিকারাদি হেতু। তাহা স্বীকার করিলে জীবে বিকার ও অনিত্যতা প্রসঙ্গ হইবে। এবং কৃতহানি ও অকৃতের অভ্যাগম হইবে অর্থাৎ যে কার্য্য করিবে তাহার ফল প্রাপ্তি হইবে না, কিন্তু অন্যের তাহা প্রাপ্তি হইবে। অথবা যে মানব কর্ম করিবে তাহার বিনাশ হইলে সেই কর্মেরও সেই মানবেই বিনষ্ট হইবে, সেই কর্ম্ম যাহাতে ফল অর্পণ করিবে তাহার অকৃত কর্ম্মফল সমাগত হইল ইহাই অর্থ। যেমন দেবদত্ত মুক্তির নিমিত্ত সাধন করিলে যজ্ঞদত্তের মোক্ষ হইবে, এবং দেবদত্তের নরক পাতই হইবে। অতএব

অথ জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ২৷২৷৬৷৩৬॥

ন চেত্যনুবর্ত্ততে, (২৷২৷৬৷৩৫) অন্ত্যাবস্থিতের্ম্মোক্ষাবস্থায়াশ্চাবিশেষাৎ। সংসারা-

---

ইতি, তথাত্বে তস্য অনাত্মত্বপ্রসঙ্গঃ। অপিচ—এতে জীবাবয়বা আগচ্ছন্তি অপগচ্ছন্তি চেৎ, কুতঃ। আগচ্ছন্তি? কুত্র বা লীয়ন্তে? ন তু ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবন্তি, ভূতেষু চ বিলীয়ন্তে আত্মানা ভৌতিকত্বাভাবাৎ চেতনত্বাচ্চ, তথা ভূতানাং জড়ত্বাচ্চ।

নহি কশ্চিদন্যঃ সাধারণোঽসাধারণো বা জীবাবয়বানামাশ্রয়ো বিদ্যতে, প্রমাণাভাবাৎ। তস্মাদনন্তজীবাবয়বকল্পনাপি উপহাসমাত্রমেব: অতো ন আত্মা দেহপরিমাণঃ, ইতি জৈনানাং স্থিরাত্মাভাবাৎ তেষাং সর্ব্বমেব ব্যর্থমিত্যর্থঃ॥৩৫॥

অথ বিমুক্তিরপি বিবসনানাং বিবাদগ্রস্তা, ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—অথেতি। এবং হি তেষাং মোক্ষঃ। "মিথ্যাদর্শনাদীনাং বন্ধহেতূনাং নিরোধে অভিনবকর্ম্মাভাবাৎ নির্জ্জরা হেতু সন্নিধানেন

জৈনমত কৃতহান্য কৃতাভ্যাগমদোষ দুষ্ট হেতু সাতিশয় তুচ্ছ। যদি বলেন জীবের বদ্ধাবস্থায় দেহ পরিমাণ স্বীকার করিলে বিকারিত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ হউক, কিন্তু মুক্তাবস্থায় তাহা হয় না "এই সিদ্ধান্ত পরিহার করিতেছেন—যত্তু" ইত্যাদি।

আপনারা (জৈনগণ) যে বলেন মুক্তিকালে দেহাভাব বিশিষ্ট নিত্য পরিমাণের সহিত যুক্ত বিশেষ জীবে বিকারাদি দোষ নাই' এই বাক্য অতীব মন্দবুদ্ধি যুক্ত মানবের, যে হেতু জীবের জন্যত্ব, অজন্যত্ব, সত্ত্ব অসত্ত্বাদি বিকল্প সকলের দ্বারা স্থিরতা সম্ভব নহে। অর্থাৎ সেই জীবের মুক্তি কালে যে পরিমাণ তাহার সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের দ্বারা জন্যত্ব অজন্যত্বাদি বিকল্পের দ্বারা স্থিরতার সম্ভাবনাও করিতে পারিবেন না। অপর জীবের যে অনন্ত অবয়ব সকল আছে তাহা অস্তি নাস্তি' ন্যায়ের দ্বারা সমাগমন করে ও প্রতিগমন করে সুতরাং কোন স্থির আত্মা নাই, ঐপ্রকার গমনাগমন স্বীকার করিলে জীবের অনাত্মত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত ইহবে।

অপর 'এই জীবাবয়ব সকল আসে ও যায়' যদি এই কথা বলেন, তবে জিজ্ঞাসা করি তাহারা কোথা হইতে আসে, ও কোথায় বিলীন হয়? পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ হইতে প্রাদুর্ভাব হয় না, কিম্বা ভূত সমূহে বিলীন হয় না, যে হেতু আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে, তাহা চেতন বস্তু ভূতসকল জড় পদার্থ। এবং কোন অন্য সাধারণ বা অসাধারণ জীবাবয়বের আশ্রয় নাই, কারণ এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। অনন্ত অবয়বকল্পনা উপহাসাস্পদ মাত্র, সুতরাং আত্মা দেহ পরিমাণ নহে, এই প্রকার জৈনগণের স্থির আত্মার অভাব হেতু তাহাদের সকল সিদ্ধান্তই ব্যর্থ ইহাই অর্থ॥৩৫॥

বস্থাতো বিশেষাভাবান্নযুক্তো জৈনসিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কুতঃ? উভয়েতি। সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশস্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা, তয়োরুভয়োর্ম্মুক্তিত্বেন নিত্যত্বাঙ্গীকারাৎ।

নহি সদোর্দ্ধং গচ্ছন্ নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্কশ্চিৎ সুখী ভবতি। ন চ সদেহস্য তথাত্বং ন দুঃখায়, ন তু নির্দ্দেহস্যেতি বাচ্যম্। তদাবয়বস্য চ দেহবদ্ ভারবত্ত্বাৎ। ন চ সা সা চ

অর্জ্জিতস্য কর্ম্মণো নিরাসনাদ্ আত্যন্তিক কর্ম্মমোক্ষণং মোক্ষঃ।

তথাচ—তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রম্—১০।২, "বন্ধহেত্বভাব-নির্জ্জরাভ্যাং কৃৎস্ন কর্ম্মবিপ্রমোক্ষণং মোক্ষঃ" ইতি। "তদনন্তরং ঊর্দ্ধং গচ্ছন্ত্যালোকান্তাৎ" (১০।৫) অপিচ – ত০ সূ০ – ১০।৭, "আবিদ্ধকুলালচক্রবৎ, ব্যপগত লেপালাবুবদ্ এরণ্ডবীজবদ্ অগ্নিশিখাবচ্চ"। কিঞ্চ পদ্মনন্দিপাদাচার্য্যাঃ—"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ। অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বলোকাকাশমাগতাঃ॥ ইতি। ইত্যেবং জৈনানাং মোক্ষ ইতি।

এবং জৈনাভিমতাং মুক্তিং দূষয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্ত্যাবস্থিতেরিতি। অন্ত্য—মৃত্যুকালীনং যদবস্থানং তস্য তথ জৈনাভিমতাং যা মুক্তিঃ তস্যাঃ এতদুভয়য়োঃ নিত্যত্বাদ্ অবিশেষাৎ সমানত্বাৎ; তথাচ—জীবস্য যৎ মরণং, যচ্চ অলোকাকাশাবস্থানরূপং মোক্ষং এতয়োর্ব্বিশেষাভাবাৎ বিবসননিরূপিতং মোক্ষং নিতান্ত নিন্দনীয়মিত্যর্থঃ।

অথ বদ্ধমোক্ষাবস্থায়াঃ সমানত্বং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ-অন্ত্য" ইত্যাদিনা। কিঞ্চ সংসারাবস্থাতো মোক্ষাবস্থা ন কিঞ্চিৎ বিশেষঃ, সংসারদশায়াং জীবস্য দেহপরিমাণত্বাৎ, মোক্ষদশায়ামপি তস্য তথাত্বাৎ। অথ অবিশেষং প্রতিপাদয়ন্তি – উভয়েতি। জৈনানাং মুক্তিমাহুঃ—সদা' ইত্যাদিনা।

অনন্তর বিবসন জৈনগণের মুক্তিও বিবাদগ্রস্ত তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—অথেতি। অতঃপর জৈনগণের অভিমত যে মুক্তি তাহা দূষিত করিতেছেন। তাহাদের মোক্ষ এই প্রকার-মিথ্যা দর্শনাদি বন্ধনের কারণ সকলের নিরোধ (সম্বর) হইলে পরে নূতন কর্ম্মের অভাব বশতঃ, নির্জ্জরা রূপী কারণের সম্বন্ধ হেতু পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম সমূহের বিনাশ হয়, তখন সর্কল প্রকার কর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাই মোক্ষ। তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে বণিত আছে সকল প্রকার বন্ধন কারণের অভাব ও নির্জ্জরা হইতে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগই মোক্ষ। পুনঃ-তদনন্তর সদা ঊর্দ্ধলোকে গমন করিবে, যতক্ষণ অন্ত না মিলে।

অপর ভ্রমণের সংস্কার প্রাপ্ত কুলাল চক্র সদৃশ, প্রলেপ পরিত্যক্ত অলাবু সদৃশ,এবং এরণ্ড বীজের সমান ও অগ্নি শিখার সদৃশ। আরও অচার্য্য পদ্মনন্দি পাদ বলেন-সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহগণ গমন করিয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু অলোকাকাশে গমন কারী আজ পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই, ইহাই

নিত্যেতি শক্যং বক্তুং, ক্রিয়াত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ। তস্মাত্তুচ্ছমেতৎ জৈনমতম্—হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি।

ননু সন্দেহস্য দেহযুক্তস্য তথাত্বং সদা উর্দ্ধগমনং নিরাশ্রয়ত্বেনাবস্থানং চ ইত্যর্থঃ। এতদ্দ্বয়ং সুখায় ন ভবতু নাম, যস্য খলু পৃথিবীকায়রূপো দেহো নাস্তি, তাদৃশস্য নির্দ্দেহস্য তেন মোক্ষোন সুখায় ভবতি, ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—নচেতি। তদা মুক্তিকালে জীবাবয়বস্য মুক্তজীবাবয়বস্য দেহবদ্ ভাবত্বাদিতি—"স্যাদস্তি" ইতি ন্যায়েন মুক্তাত্মাবয়বেষু কথঞ্চিৎ স্থূলাবয়বং গুরুত্বঞ্চ অস্তি, তস্মাৎ তত্রাপি সুখাভাব ইত্যর্থঃ।

কিঞ্চ জৈনানাং মুক্তিরপি "স্যান্নাস্তি" ইতি ন্যায়েন ন সিদ্ধ্যতীত্যতঃ আহুঃ—নচেতি। সা সদোর্দ্ধগতিঃ, সা অলোকাকাশস্থিতিঃ, সা সা নিত্যা ইতি বক্তুং ন শক্যতে কুতঃ? ক্রিয়াত্বেন বিনাশধ্রৌব্যাৎ, গতিঃ স্থিতিশ্চ ক্রিয়া তস্মাৎ ক্রিয়াত্বেন ইতি।

অপিচ—"স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ" ইতি ন্যায়েন মোক্ষস্য অস্তিত্বং বা? নাস্তিত্বং বা? ইতি বিবক্ষনীয়ম্? কিঞ্চ—যৎ খলু অবক্তব্যং তৎ কথং উপদেষ্টুং পার্য্যতে? তস্মাৎ জৈনানাং মোক্ষমপি ন সিদ্ধ্যতি ইতি।

জৈনদিগের মোক্ষ। এইপ্রকার জৈনাভিমত মুক্তিকে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রদূষিত করিতেছেন—"অন্ত্যাবস্থিতেঃ" ইত্যাদি ।অন্ত্য অর্থাৎ মৃত্যুকালে জীবের যে অবস্থান, এবং জীবের জৈন সিদ্ধান্ত নিরূপিত যে মুক্তি এই উভয়ের নিত্যতা হেতু কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য নাই অর্থাৎ উভয়েই সমান। সারার্থ জৈনমতে জীবের যাহা মরণ, ও যাহা অলোকাকাশে অবস্থান রূপ মোক্ষ এই উভয়ের কোন প্রকার বিশেষ না থাকার জন্য বিবসনগণ নিরূপিত মোক্ষ নিতান্ত নিন্দনীয় ইহাই অর্থ। অনন্তর শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ জৈনগণের বদ্ধ মোক্ষাবস্থার সমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন—অন্ত্য' ইত্যাদি। অন্ত্যাবস্থিতি ও মোক্ষ দশার কোন বিশেষতা নাই, অর্থাৎ সংসারদশা হইতে মোক্ষাবস্থার বিশেষতা অভাব হেতু জৈন সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে।

সংসারাবস্থা হইতে মোক্ষাবস্থা কোন বিশেষ নহে, কারণ সংসারদশায় জীব দেহ পরিমিত এবং মোক্ষদশাতেও তাহাই। অতঃপর উভয়দশায় জীব অবিশেষ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—উভয়েতি। অবিশেষ কি প্রকারে? উভয় প্রকারে। জৈনগণের মুক্তি বলিতেছেন—সদা' ইত্যাদি। জৈনগণ সদা উর্দ্ধগতি ও অলোকাকাশাবস্থিতিকে মুক্তি বলিয়াছেন, এই উভয় মুক্তি হওয়া হেতু নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদা উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া অথবা আশ্রয় বিহীন হইয়া অবস্থান করিয়া কেহ সুখী হয় না।

এতেন বিশ্বং সদসদ্ভিন্নং, ঔপনিষদমপি ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দাবাচ্যমিত্যাদি বিরুদ্ধং জল্পনং জৈনসখোমায়ী চ দূষিতঃ ।।৩৬।।

সঙ্গতি ঃ—এবং জৈনমতং নিরাকৃত্য - সর্ব্বকারণ কারণে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং সমন্বয়েন নিমিত্তোপাদান কারণং জগতো নিরূপ্য সঙ্গতিঃ প্রাহুঃ—তস্মাদ্" ইত্যাদিনা। এতেন ভ্রমমূলেন জৈনমতনিরাকরণেন, জৈনসখঃ মায়ী অদ্বৈতমাত্রবাদী নিরস্তঃ। অস্য নিরাসপ্রকারস্তু "সর্ব্বথা-অনুপপত্তেশ্চ" (২।২।৫।৩২) সূত্রে দ্রষ্টব্যমিতি ॥

বিমুক্তবসনানাং তু কথং মুক্তি র্ভবিষ্যতি।
যেষাং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জে নাস্তি সদ্ভাবনা মনাক্ ॥৩৬॥
ইতি একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণং ষষ্ঠং সম্পূর্ণম্ ॥৬॥

শঙ্কা—আমরা (জৈন) বলিব দেহযুক্ত জীবের সদা ঊর্দ্ধগমন নিরাশ্রয়রূপে অবস্থান এতদুভয় সুখের নিমিত্ত না হউক, যে জীবের পৃথিবীকায় রূপ দেহ নাই, তাদৃশ দেহ রহিত জীবের সেই প্রকার মোক্ষের দ্বারা সুখ হয়, অর্থাৎ সদেহ জীবের মোক্ষে সুখ হয় না, দেহ রহিতের হয়।

সমাধান– আপনারা (জৈন) এই প্রকার বলিতে পারেন না, যে হেতু সেইকালে অবয়বের দেহ সদৃশ ভার বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ মুক্তি কালে জীবাবয়ব ও মুক্ত জীবাবয়বের দেহবৎ ভার বিদ্যমান হেতু "স্যাদস্তি" এই ন্যায়ের দ্বারা মুক্তাত্মার অবয়ব সকলে ও কথঞ্চিৎ স্থূলাবয়র ও গুরুত্ব আছে, সুতরাং মোক্ষেও সুখাভাব বিদ্যমান আছে ইহাই অর্থ। অপর জৈনগণের মুক্তি ও স্যান্নাস্তি" এই ন্যায়ের দ্বারা সিদ্ধ হয় না তাহাই বলিতেছেন—নচেতি। তাহা তাহা নিত্য' এই প্রকারও বলিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ তাহা তাহা ক্রিয়া হওয়া হেতু অবশ্যই বিনাশ হইবে। অর্থাৎ সদোর্দ্ধগতিও অলো-কাকাশস্থিতি নিত্য বলিতে পারিবেন না, কেন ? তাহাক্রিয়া হওয়া হেতু অবশ্যই বিনষ্ট হইরে। গতি ও স্থিতি এই দুইটি ক্রিয়া, সুতরাং ক্রিয়া হওয়ার কারণ বিনাশ হইবেই। অপর -"স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তব্যশ্চ" এই ন্যায় দ্বারা মোক্ষের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব অবক্তব্যত্বাদি বলা উচিত। অরও যাহা অবক্তব্য তাহা কি প্রকারে উপদেশ করিতে পারিবে ? অতঃ জৈনগণের মোক্ষ লাভও সিদ্ধ হয় না।

সঙ্গতি—এই প্রকার জৈন মত নিরাকরণ করিয়া, সর্ব্বকারণ কারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা জগতের নিমিত্তোপাদান কারণ নিরূপণ করিয়া সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন "তস্মাৎ" ইত্যাদির দ্বারা। অতএব জৈন সিদ্ধান্ত অতিশয় তুচ্ছ, কেবল মানব গণকে হাস্য সাগরেই অবগাহন করায় মাত্র। এতদ্দারা বিশ্ব সদসং ভিন্ন, উপনিষৎ প্রতিপাদিত পরব্রহ্মও সর্ব্ব শব্দের অবাচ্য ইত্যাদি বিরুদ্ধ জল্পনাকারী জৈনগণের সখা মায়ী কেবলাদ্বৈতমাত্র বাদী নিরস্ত হইলেন। তাহার নিরসন প্রকার "সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ" এই সূত্রব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্য। বিমুক্তবসন জৈনগণের কি প্রকারে মুক্তি হ বে ? যাহাদের শ্রীকৃষ্ণচরণ কমলে স্বল্পমাত্র ও সদ্ভাবনা নাই ॥৩৬॥

এই প্রকার একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত ॥৬॥

৭॥ পত্যধিকরণম্

ইদানীং পাশুপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতি। তত্র পাশুপতামন্যন্তে "কারণ-কার্য্য-যোগ-বিধি দুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ" পশুপাশবিমোক্ষণায় ঈশ্বরেণ পশুপতিনা উপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণম্। মহদাদি কার্য্যম্। ওঁকার পূর্ব্বকোধ্যানাদির্যোগঃ। ত্রিসবনস্নানাদি-বিধিঃ। দুঃখান্তো মোক্ষ ইতি।

এবং গণপতির্দিনপতিশ্চেশ্বরো নিমিত্তকারণম্, তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টিঃ,তদুপাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্য জীবস্য দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তি র্মোক্ষ ইতি গণেশাঃ সৌরাশ্চাহুঃ।

৭। পত্যধিকরণম্।

যস্য পতিত্বদানেন পতয়োঽভূৎশিবাদয়ঃ।
তং সর্ব্বপতিগোবিন্দং প্রণমামি বিমুক্তয়ে॥

অথ বিবসনজৈনমতনিরাসন পূর্ব্বকং জট-কপালধৃক্ পশুপতমত নিরাসনমুচিতমিতি মনসি কৃত্য তং খণ্ডনার্থং পত্যধিকরণমারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

ননু মাভূৎ ভ্রমবাহুল্যেন অমূলকেন জৈনসিদ্ধান্তেন সমন্বয়স্য বিরোধঃ, শৈবসিদ্ধান্তে ন তু ভবেদিতি। তথাহি-কৈবল্যোপনিষদি —৭, "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুম্" ইত্যাদিনা তস্য শৈবমতস্য পরমেশ্বরেণ শিবেন উপদেশাৎ, তস্মাদনেন সিদ্ধান্তেন তু অবশ্যমেব বিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র পাশুপত-সিদ্ধান্তো ভ্রমমূলঃ ? প্রমাণমূলো বা ? বীক্ষায়াং তস্য প্রমাণমূলতাং বক্তুমাদৌ তং প্রক্রিয়ামাহুঃ—তত্র পাশুপতা' ইত্যাদিনা। অত্র পাশুপতশব্দেন নকুলীশপাশুপতস্য এব গ্রহণম্। এতন্মতন্তু গুজ্জর দেশাদৌ বর্ত্ততে। অন্যচ্চ—শৈবমতং তামিলদেশাদৌ বর্ত্ততে। অপরঞ্চ—প্রত্যভিজ্ঞামতং—"কাশ্মীর-শৈবম্" ইতি তত্র বর্ত্ততে।

৭। পত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

যাঁহার পতিত্ব প্রদানহেতু শিব ব্রহ্মাদি পতি হইয়াছেন সেই সকলের পতি শ্রীগোবিন্দদেবকে বিমুক্তির নিমিত্ত প্রণাম করি। অনন্তর বিবসন জৈনগণের মত নিরাসন পূর্ব্বক জটা কপালধারী পাশুপতগণের মত নিরসন করা উচিত ইহা মনে করিয়া শ্রীমৎভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করিবার নিমিত্ত পত্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয় ঃ—ভ্রমবহুল মূল রহিত জৈন সিদ্ধান্তের দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ না হউক, কিন্তু শৈব-সিদ্ধান্তের দ্বারা সমন্বয়ের বিরোধ হইবে। এই বিষয়ে কৈবল্যোপনিষদে বর্ণিত আছে —সর্ব্বসমর্থ পরমেশ্বর শিব ভগবতী উমার সহিত বিদ্যমান আছেন - ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শৈবমতের উপদেষ্টা পরমেশ্বর শিব, সুতরাং সিদ্ধান্তের দ্বারা অবশ্যই সমন্বয়ের বিরোধ হইবে।

তত্রসংশয়ঃ, পাশুপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তঃ ন বেতি? ঘটাদিকর্ত্তৃণাং কুলালাদীনাং নিমিত্তত্বস্যৈবদর্শনাৎ, তদুক্তসাধনৈর্মোক্ষস্যাপিসম্ভবাদ্যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

তথাচ পাশুপতমতানুসারিণস্তাবচ্চতুর্ব্বিধাঃ—কাপালাঃ, কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ, সর্ব্বে চৈতে বেদবিরুদ্ধাঃ। তত্র পাশুপতা এবং মন্যন্তে—কারণ ইতি। তথাহি সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে নকুলীশ পাশুপতদর্শনম্—(২৫৪) কেচন মাহেশ্বরাঃপরমপুরুষার্থসাধনং পঞ্চার্থপ্রপঞ্চনপরং পাশুপতশাস্ত্রমাশ্রয়ন্তে" ইতি। অথ কারণং নিরূপয়ন্তি—পশুপতিঃ' ইতি স তু নিমিত্তকারণং, ন উভয়বিধম্। তথাচ—পতি-শব্দেন কারণস্য প্রতিপাদন মিত্যর্থঃ। "ঈশ্বরঃ পতিরীশিতা" ইতি জগৎ কারণীভূত ঈশ্বরত্বাত্তস্য' প্রতি-পাদনমিতি শেষঃ। (২৫৯ পৃ০) অথ কার্য্যং নিরূপয়ন্তি—মহদাদি কার্য্যমিতি তথাহি—"অস্ব-তন্ত্রং সর্ব্বং কার্য্যম্। তত্ত্রিবিধম্—বিদ্যা, কলা, পশুশ্চেতি। তত্র পশুগুণো বিদ্যা। চেতন পরতন্ত্রত্বে সতি অচেতনা কলা, সাপি দ্বিবিধা কার্য্যাখ্যা, কারণাখ্যাচেতি।

তত্র কার্য্যাখ্যা দশবিধা—পৃথিব্যাদীনি পঞ্চতত্ত্বানি, রূপাদয়ঃ পঞ্চগুণাশ্চেতি। কারণাখ্যা ত্রয়োদশবিধা—জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্, অধ্যবসায়—অভিমান—সঙ্কল্পাভিধ-বৃত্তিভেদাৎ বুদ্ধি-অহঙ্কার মনোলক্ষণং অন্তঃকরণ ত্রয়ং চেতি। (২৬৩ পৃ০ স০ দ০ সং) অথ যোগং নিরূপয়ন্তি—ওঁ কারঃ" ইতি।

এইস্থলে পাশুপত সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক অথবা প্রমাণ মূলক? এই জিজ্ঞাসায় তাহার প্রমাণ মূলতা বলিবার নিমিত্ত প্রথমে শৈবমতের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া বলিতেছেন-তত্র'ইত্যাদির দ্বারা তন্মধ্যে পাশুপতগণের সিদ্ধান্ত-কারণ কার্য্য যোগ, বিধি, ও দুঃখান্ত এই পাঁচটি পদার্থ পশু পাশ বিমোক্ষণের নিমিত্ত ঈশ্বর পশু পতি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। পাশুপত শব্দে নকুলীশ পাশুপতেরই গ্রহণ করা উচিত, এইমত গুর্জ্জর দেশাদিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য শৈবমত তামিলাদিদেশে আছে। অপর প্রত্যভিজ্ঞামত 'কাশ্মীর শৈব কশ্মীরদেশে বর্ত্তমান আছে। পাশু পতমতানুসারী চারি প্রকার-কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব ইহারা সকলেই বেদ বিরুদ্ধ বাদী।

তন্মধ্যে পাশুপতগণ মনে করেন-পশুপতি নিমিত্ত কারণ। সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে বর্ণিত আছে-কোন মাহেশ্বরগণ পরমপুরুষার্থ সাধনের নিমিত্ত পঞ্চ পদার্থ বিস্তার কারী পাশুপত শাস্ত্রের আশ্রয় করে। তাহার কারণ নিরূপণ করিতেছেন-পশুপতি নিমিত্ত কারণ মাত্র, উভয়বিধ নহে। পতি শব্দের দ্বারা কারণের নিরূপণ করা হইল ইহাই অর্থ। 'ঈশ্বর পতি ও ঈশীতা' এই প্রকার তাঁহার জগৎ কারণী ভূত ঈশ্বরতা নিরূপণ হেতু তিনি নিমিত্ত কারণ, ইহা প্রতি পাদন করা হইল।

অতঃপর কার্য্য নিরূপণ করিতেছেন—মহদাদি কার্য্য অর্থাৎ অস্বতন্ত্র সকলই কার্য্য। সেই কার্য্য বিদ্যা, কলা, পশুভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে পশুরগুণই বিদ্যা। চেতন পরতন্ত্র হইয়া যে

।।ওঁ।। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।।ওঁ।। ২।২।৭।৩৭।।

নেত্যনুবর্ত্ততে, (২।২।৬।৩৫) পত্যুঃ সিদ্ধান্তো নোপযুজ্যতে। কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ বেদবিরোধাৎ।

তথাহি—পাশুপত সূত্রম্—৫২, "চিত্তদ্বারেণ ঈশ্বরসম্বন্ধহেতু র্যোগঃ" স চ দ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ, ক্রিয়োপরমলক্ষণশ্চেতি। তত্র জপধ্যানাদিরূপঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ, ক্রিয়োপরমলক্ষণস্তু—নিষ্ঠা সংবিদ্ গত্যাদিসংজ্ঞিতঃ।

এবং যোগং নিরূপ্য বিধিং নিরূপয়ন্তি—ত্রিসবনমিতি। তথাহি—ধর্ম্মার্থসাধকব্যাপারো বিধিঃ। স চ দ্বিবিধঃ—প্রধানভূতো গুণভূতশ্চ। তত্র প্রধানভূতঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মহেতুশ্চর্য্যা। তদুক্তং ভগবতা নকুলীশেন পা° সূ°—১।৮. "ভস্মনা ত্রিসবণং স্নায়ীত, ভস্মনি শয়ীত" ইতি। গুণভূতস্তু—বিধিশ্চর্য্যানুগ্রাহকো-অনুস্নানাদিঃ—ভৈক্ষ্যোচ্ছিষ্টাদি নির্ম্মিতাযোগ্যতা প্রত্যয়নিবৃত্ত্যর্থঃ। তদুক্তং সূত্রকারেণ—অনুস্নান-নির্ম্মাল্য লিঙ্গধারী ইতি। (স° দ° সং ২৬৭ পৃ°) অথ দুঃখান্তো নিরূপয়ন্তি—দুঃখান্তো মোক্ষ ইতি। অথ "দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ।

অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি: তত্রানাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানমত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ। সাত্মকস্তু—দৃক্ক্রিয়া শক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যম্। ইতি। (স° দ° সং ২৬০ পৃ°) অথ শৈবদর্শনে—পতি পশুপাশভেদাৎ ত্রয়ঃ

অচেতন তাহাকে কলা বলে। তাহা কার্য্য ও কারণ ভেদে দ্বিবিধ-পৃথবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব, এবং গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ ভেদে পঞ্চ গুণ। কারণ ত্রয়োদশ প্রকার-চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, পাণি পাদ, বায়ু,উপস্থ ভেদে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অধ্যবসায়, অভিমান সঙ্কল্প এই তিনটি বৃত্তি ভেদ হেতু বুদ্ধি অহঙ্কার, মনোলক্ষণ অন্তঃকরণত্রয়। অনন্তর যোগ নিরূপণ করিতেছেন—ওঁকার পূর্ব্বক ধ্যানাদির নাম যোগ। পাশুপত সূত্রে বর্ণিত আছে—চিত্তের দ্বার ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধের হেতুকে যোগ বলে, তাহা দ্বিবিধ-ক্রিয়ালক্ষণ, ক্রিয়োপরম লক্ষণ। তন্মধ্যে জপ ধ্যানাদি রূপ ক্রিয়ালক্ষণ, নিষ্ঠা, সংবিৎ গতি প্রভৃতিকে ক্রিয়োপরম লক্ষণ বলে।

এই প্রকার যোগ নিরূপণ করিয়া বিধি নিরূপণ করিতেছেন-ত্রিসবনমিতি। ত্রিসবন স্নানবিধি। ধর্ম্মার্থ সাধকের যে ব্যাপার তাহাকে বিধি বলে। তাহা দ্বিবিধ-প্রধান ভূত ও গুণভূত। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম হেতুর চর্য্যাকে প্রধান ভূত বিধি বলে। এই বিষয়ে ভগবান নকুলীশ বলিয়াছেন-ভস্মদ্বারা তিনবার স্নান করিবে ভস্মে শয়ন করিবে।

গুণভূত বিধি—চর্য্যার সহায়ক অনুস্নানাদি, ভিক্ষান্ন ভোজন, উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি দ্বারা শরীরের অযোগ্যতা নিবারণ হয়। এই বিষয়ে সূত্রকার বলিয়াছেন অনুস্নান, নির্ম্মাল্য ও লিঙ্গধারী পবিত্র হয়। অনন্তর দুঃখান্ত নিরূপণ করিতেছেন—দুঃখান্তকে মোক্ষ বলে। তাহা অনাত্মকও সাত্মক

বেদঃ খলু একস্যৈব নারায়ণস্য বিশ্বৈকহেতুত্বাৎ, তদন্যস্য ব্রহ্মরুদ্রাদে স্তৎকার্য্যতামভিধত্তে, তদর্পিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মজ্ঞান ভক্তিহেতুকং মোক্ষঞ্চ।

পদার্থাঃ' ইতি। (শৈ০ দ০ -(২৭৬) তথাহি—ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্‌গুরুঃ। অস্যার্থঃ — উক্তাস্ত্রয়ঃ পদার্থা যস্মিন্ সন্তি তৎত্রিপদার্থং, বিদ্যা ক্রিয়া যোগ চর্য্যাখ্যাশ্চত্বারঃ পাদা যস্মিন্ তচ্চতুশ্চরণং মহাতন্ত্রমিতি। তত্র পতিপদার্থঃ শিবোঽভিমতঃ। এবং "অনণু ক্ষেত্রজ্ঞাদিপদবেদনীয়োজীবাত্মা পশুঃ। (২৮৫ পৃ০) পশুস্ত্রিবিধঃ - বিজ্ঞানাকল. প্রলয়াকল, সকল ভেদাৎ।

অথ পাশপদার্থঃ কথ্যতে পাশশ্চতুর্ব্বিধঃ — মল কর্ম্ম মায়া রোধশক্তি ভেদাৎ। ইতি। এবং চতুর্ব্বিধেষু পাশুপতেষু পাশুপতাঃ কাপালাশ্চ—মোক্ষাবস্থায়ামাত্মা পাষণ কল্পো ভবতীতি মন্যন্তে। শৈবা তু আত্মানং মুক্তৌ চেতনমাচক্ষন্তে। অপি চ সর্ব্বে হ্যেতে বেদবিরুদ্ধ প্রক্রিয়ামুপাশ্রিত্য নিঃশ্রেয়সসাধনং মুদ্রিকাষট্‌ক ধারণাদিকমাহুঃ—

ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে অনাত্মক-সকল প্রকার দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদরূপ। দৃক্‌শক্তি লক্ষণ ও ক্রিয়া শক্তি লক্ষণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিকে সাত্মক দুঃখান্ত বলে।

অতঃ পর শৈবদর্শনে পতি, পশু ,পাশ ভেদে তিনটি পদার্থ স্বীকার করেন। এই বিষয়ে প্রমাণ-ত্রিপদার্থ, ও চতুষ্পাদ মহাতন্ত্র জগদ্ গুরু সংক্ষেপে একটি সূত্রেই সকল পদার্থ বলিলেন। এই সূত্রের অর্থ পূর্ব্বোক্ত পদার্থ ত্রয় যাহাতে আছে তাহা ত্রিপদার্থ, বিদ্যা ক্রিয়া, যোগ, চর্য্যা এই চারিটি পাদ যাহাতে আছে তাহা চতুশ্চরণ যুক্ত মহাতন্ত্র। তন্মধ্যে পতি পদার্থে শিব নিরূপিত হইলেন। এই প্রকার যে অণু নহে, ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদ বাচ্য জীবাত্মাকে পশুবলে। পশু বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল, সকল ভেদে ত্রিবিধ। অনন্তর পাশ পদার্থ বলিতেছেন তাহা মল কর্ম্ম, মায়া ও রোধ শক্তি ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই প্রকার চতুর্ব্বিধ পাশুপতের মধ্যে পাশুপতগণ ও কাপালগণ মোক্ষাবস্থায় 'আত্মা পাষাণ সদৃশ হয়' ইহা মনে করেন। শৈবগণ আত্মাকে মুক্তিকালে চেতন বলিয়া মনে করেন।

অপর সকল পাশুপতগণ বেদবিরুদ্ধ প্রক্রিয়া আশ্রয় করিয়া নিঃশ্রেয়সসাধন মুদ্রিকা ষট্‌ক ধারণ করাই বলিয়া থাকেন। যিনি মুদ্রিকাষট্‌ক জানেন পরমুদ্রা বিশারদ এবং নিজেকে ভগাসনস্থ ধ্যান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। কণ্ঠিকা, মালা, কুণ্ডল, শিখামণি ভস্ম, ও যজ্ঞোপবীত ইহাকে মুদ্রাষট্‌ক বলে, যাহার দেহ এই মুদ্রাষট্‌কের দ্বারা বিভূষিত সে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে না। এই প্রকার কালামুখ গণও কপাল পাত্রে ভোজন, শব ভস্মে স্নান, তাহাতে ভোজন, লগুড় ধারণ, সুরাকুম্ভ স্থাপন, তাহাতে দেব পূজাদি ইহলোকে ও পরলোকে সকল ফলের সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা বলেন-কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ, হস্তে কঙ্কণ, মস্তকে একটি মাত্র জটা ধারণ, কপাল ধারণ ও ভস্মদ্বারা স্নান ইত্যাদি শৈবাগমে প্রসিদ্ধি আছে।

তথাহি অথর্ব্বসুপঠ্যাতে—(মহো প. ১।১৮) 'তদাহুরেকো হবৈ নারায়ণ আসীন্ন-ব্রহ্মা, নেশানো নাপো নাগ্নিসোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী সূর্য্যঃ ন চন্দ্রমা, নক্ষত্রাণি ন স একাকী

মুদ্রিকাষট্‌ক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ। ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বানির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ কণ্ঠিকা রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ। ভস্ম যজ্ঞোপবীতঞ্চ মুদ্রাষট্‌কং প্রচক্ষতে॥ আভির্মুদ্রিতদেহস্তু ন ভূয় ইহ জায়তে॥ তথা কালামুখা অপি—কপাল পাত্রভোজন-শবভস্মস্নান—তৎপ্রাসন লগুড়ধারণ সুরাকুম্ভ স্থাপন-তদাধারদেব পূজাদিকং ঐহিকামুষ্মিক সকল ফল সাধনমভিদধন্তি—"রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটাচৈকা চ মস্তকে। কপালং ভস্মনা স্নানম্" ইত্যাদি শৈবাগমেষু প্রসিদ্ধমিতি।

গণপতিঃ—গণেশঃ পঞ্চদেবতা পূজায়াং গণেশস্য সর্ব্বাগ্রে পূজাবিধানাৎ, তস্য সর্ব্বসিদ্ধিদাতৃত্বাচ্চ স এব পরমেশ্বর ইতি, জগৎ সৃষ্ট্যাদৌ নিমিত্তকারণম্, তথা তল্লোকপ্রাপ্তিরেব জীবানাং পরামুক্তিরিতি গণেশা বদন্তি। তথাচ গণপত্যুপনিষদি—৬, ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং রুদ্রস্ত্বং ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিস্ত্বং বায়ুস্ত্বং সূর্য্যস্ত্বং চন্দ্রমা ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুর্বঃ সুবরোম্" অপিচ—তত্রৈব—১৬, এতদথর্ব্বশিরো যোঽধীতে স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে, স সর্ব্বতঃ সুখমেধতে। ইতি।

এই প্রকার গণপতি ও দিনপতি ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ, গণেশ এবং সূর্য্য হইতে প্রকৃতি ও কালদ্বারা বিশ্বসৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গণপতি গণেশ, পঞ্চদেবতা পূজা প্রকরণে গণেশের সর্ব্বাগ্রে পূজা বিধান করা হইয়াছে, তিনি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদাতা সুতরাং তিনিই পরমেশ্বর, জগৎ সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত কারণ, গণেশলোক প্রাপ্তিই জীবের পরামুক্তি ইহা গাণেশগণ বলেন। এই বিষয়ে গণপত্যুপনিষদে বর্ণিত আছে—হে গণেশ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি ইন্দ্র, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্রমা, তুমি ব্রহ্ম ভূঃ, ভুবঃ ও স্বব ওঁ। আরও—এই অথর্ব্বশিরঃ যে অধ্যয়ণ করে সে ব্রহ্ম ভূয় হয় সে সর্ব্ব হইতে সুখ লাভ করে। গণেশের পূজা বিধি তন্ত্রসারাদিগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এই রূপে সৌরগণ সূর্য্যের পরেশত্ব প্রতিপাদন করেন।

সূর্য্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—হে আদিত্য! তোমাকে নমস্কার, তুমিই প্রত্যক্ষ কর্ম্ম কর্ত্তা হও তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা হও, তুমিই প্রত্যক্ষ বিষ্ণু হও, তুমিই প্রত্যক্ষ রুদ্র হও, তুমি প্রত্যক্ষ ঋগ্‌বেদ হও, তুমিই প্রত্যক্ষ যজুর্বেদ হও তুমিই প্রত্যক্ষ সামবেদ হও তুমিই প্রত্যক্ষ অথর্ব্ববেদ হও এবং তুমিই প্রত্যক্ষ সকল চ্ছন্দঃ হও।

যে এই মন্ত্র সদা অহরহঃজপ করে সে ব্রাহ্মণ হয়, সে ব্রাহ্মণ হয়। শ্রীভাগবতে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন-ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়' আপনি অখিল জগতের আত্মাস্বরূপে ও কালস্বরূপে চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের, ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের অন্তর্হৃদয়ে ও বাহিরে আকাশের ন্যায় উপাধির দ্বারা অব্যবধানরূপে একাকীই লবক্ষণ নিমেষাদি যুক্ত সম্বৎসরগণের দ্বারা জলের গ্রহণও ত্যাগের দ্বারা লোকযাত্রা

ন রমতে তস্য ধ্যানাস্তস্থস্য যজ্ঞস্তোমমুচ্যতে, তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দ্দশ জায়ন্তে, একা কন্যা, দশেন্দ্রিয়াণি, মন একাদশং,তেজোদ্বাদশমহঙ্কারঃ, ত্রয়োদশঃ প্রাণাঃ চতুর্দ্দশ আত্মা, পঞ্চদশ বুদ্ধিঃ, পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চভূতানি, ইত্যাদি।

তদর্চ্চন প্রকারাদি—তন্ত্রসারাদৌ দ্রষ্টব্যম্। তথা সৌরাঃ সূর্য্যস্য পরেশত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, তথাহি সূর্যোপনিষদি—২, "নমস্ত আদিত্য, ত্বমেব প্রত্যক্ষং কর্ম্মকর্ত্তাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং বিষ্ণুরসি, ত্বমেব প্রত্যক্ষ: রুদ্রোঽসি ত্বমেব প্রত্যক্ষং ঋগসি, ত্বমেব প্রত্যক্ষং যজুরসি, ত্বমেব প্রত্যক্ষং সামাসি, ত্বমেব প্রত্যক্ষমথর্ব্বাসি ত্বমেব সর্ব্বং ছন্দোঽসি॥

অপিচ—তত্রৈব-৬,যঃ সদাহরহ র্জপতি স বৈ ব্রাহ্মণো ভবতি,সবৈ ব্রাহ্মণো ভবতি" ইতি। শ্রীভাগবতে ওঁ নমো ভগ তে আদিত্যায় অখিল জগতামাত্মস্বরূপেণ কালস্বরূপেণ চতুর্ব্বিধ ভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপিচাকাশ ইবোপাধিনা অব্যবধীয়মানো ভবানেক এব ক্ষণলব নিমেষাবয়বোপচিত সংবৎসরগণেনাপামাদান বিসর্গাভ্যামিমাং লোকযাত্রানুবহতি। ইতি

তথাহি শ্রীভবিষ্যপুরাণোক্ত আদিত্যহৃদয়ে–৫, "সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বগং চৈব সর্ব্বকারণ দেবতাম্। সর্ব্বেশং সর্ব্বহৃদয়ং নমামি সর্ব্বসাক্ষিণম্॥ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বকর্ত্তা চ সৃষ্টিজীবন পালকঃ। হিতঃ সর্গাপবর্গশ্চ ভাস্করেশ নমোঽস্তুতে॥৬। ইত্যাদিনা তস্য নিমিত্তকারণত্বমিতি। তদুপাসনয়া তল্লোকগতস্য জীবস্য পরামুক্তিরিতি প্রতিপাদয়ন্তি—তদিতি। ইতি পত্যধিকরণস্য বিষয় বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অত্র পত্যধিকরণে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি—তত্র' ইত্যাদিনা। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—অথ তন্ত্রারাধকাঃ পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাব্য যুক্তিমুপনশ্যন্তি—ঘটাদিকর্ত্তৃণাম্" ইত্যাদি। যথা ঘটাদিকার্য্যাণাং কুলালো নিমিত্তকারণমেব, ন তু উপাদানকারণং তথৈব অস্মাকং শিবা-

---

নির্ব্বাহ করেন। পুনঃ শ্রীভবিষ্য পুরাণোক্ত আদিত্য হৃদয়ে বর্ণিত আছে হে সূর্য্য! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বকারণ দেবতা সর্ব্বেশ সর্ব্ব হৃদয় স্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বকর্ত্তা সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা,হিতকারী সর্গ-সৃষ্টি ও মোক্ষপদ হে ভাস্কর! হে ঈশ আপনাকে নমস্কার করি। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সূর্য্যের নিমিত্ত কারণতা সিদ্ধ হইল। তাঁহার উপাসনায় সূর্য্যলোক গত জীবের পরামুক্তি লাভ হয়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-তদিতি। তাঁহাদের উপাসনার দ্বারা তদন্তিকে সমাগত জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি রূপ মোক্ষলাভ হয়, এই প্রকার গাণেশগণ ও সৌরগণ বলেন। ইহা পত্যধিকরণের বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই পত্যধিকরণে সংশয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন তত্র ইত্যাদি দ্বারা। তন্মধ্যে সংশয় এই যে পাশুপতাদি সাধকগণের সিদ্ধান্ত শ্রুতিযুক্তি সঙ্গত, অথবা অসঙ্গত? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

তস্য ধ্যানস্তঃস্থস্য ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃশূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে,বিভ্রচ্ছ্রিয়ং যজ্ঞঃ সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি। তত্র ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখো জায়ত' ইত্যাদি চ। তেষু এবান্যত্র—

দয়ো বিশ্বসৃষ্টৌ নিমিত্তকারণমেব; কিঞ্চ শিবাদিকথিত সাধনৈর্ম্মোক্ষস্যাপি সদ্ভাবাৎ পাশুপতাদি সিদ্ধান্তো যুক্তিযুক্ত ইতি, পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং শৈবাদীনাং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে—সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পত্যুরিতি। পত্যুঃ পশুপতেঃ, গণপতেঃ, দিনপতেশ্চ মতং নাদরণীয়ম্, কুতঃ? অসামঞ্জস্যাৎ। বেদ বেদান্ত তদনুগতশাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিরোধাৎ' ইত্যর্থঃ। অথ অসামঞ্জস্য প্রকারং দর্শয়ন্তি—দেবঃ" ইত্যাদিনা। কার্য্যতামিতি—শ্রীনারায়ণোৎপন্নতাম্, তদর্পিত—শ্রীভগবদর্পিত জ্ঞান বলেন তে বর্ণাশ্রমাদীনাং ধর্ম্মাঃ, ভক্ত্যাদী উপদিশন্তি' তস্মাৎ তেষামুপদেশেন জীবানাং মোক্ষমপি ভবতীত্যর্থঃ।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর তত্ত্বদারাধকগণ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করিয়া যুক্তি উপন্যস্ত করিতেছেন ঘটাদি 'ইত্যাদি।ঘটাদি কর্ত্তা কুলালাদির নিমিত্ত কারণ তাই দেখা যায়, অর্থাৎ ঘটাদিকার্য্য সকলের কুলাল বা কুম্ভকার যেমন নিমিত্ত কারণ মাত্র, উপাদান কারণ নহে, সেই প্রকার আমাদের শিব সূর্য্যাদি ও বিশ্ব সৃষ্টিকার্য্যে নিমিত্ত কারণ মাত্র, কিন্তু উপাদান কারণ নহে। এই প্রকার শিবাদি কথিত সাধনের দ্বারা মোক্ষলাভও সম্ভব হেতু পাশুপতাদি সিদ্ধান্ত শ্রুতি যুক্তি সঙ্গত, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এইরূপ শৈবাদির পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-পত্যুরিতি। পতির-পশুপতি গণ দিনপতি পতিপ্রভৃতির মতকে আদর করা উচিত নহে, কেন? অসামঞ্জস্য হেতু। পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' কারের অনু বর্ত্তন করিতে হইবে। পতির সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে, কেন? অসামঞ্জস্য বা বেদাদি-বেদবেদান্ত তদনুগত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিরোধ হেতু। অনন্তর অসামঞ্জস্য প্রকার দেখাইতেছেন—বেদঃ 'ইত্যাদি। বেদ নিশ্চিত রূপে একমাত্র শ্রীনারায়ণেরই বিশ্বের অনন্য কারণ, এবং তদন্য ব্রহ্মা শিবাদির তাঁহার কার্য্যতা রূপে অভিহিত করিয়াছেন, আরও তাঁহা কর্ত্তৃক সমর্পিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা জীবের মোক্ষ হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক সমর্পিত জ্ঞান বলের দ্বারা ব্রহ্মা শিবাদি বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ও ভক্তি ধর্ম্ম সকল উপদেশ করেন, সুতরাং ব্রহ্মাদির উপদেশের দ্বারা জীবগণের মোক্ষও হয় ইহাই অর্থ।

অতঃ পর শিব ব্রহ্মাদি সকল শ্রীনারায়ণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা মহোপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—তথাহি' ইত্যাদি। শ্রুতি সকল বলিতেছেন সৃষ্টির প্রথমে একমাত্র শ্রীনারায়ণ ছিলেন, সেই কালে ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশান বা শিব ছিলেন না জল ছিল না, অগ্নি সোম আকাশ পৃথিবী নক্ষত্র সকল কিছুই ছিল না, চন্দ্রমাও ছিল না। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত

(না০ রা০ উ০—১) "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়" ইত্যারভ্য "নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্রুদ্রোজায়তে, নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণা-

---

অথ শিব ব্রহ্মাদীনাং শ্রীনারায়ণোৎপন্নতাং মহোপনিষৎবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—তথাহীতি। একো হ বৈ-নারায়ণ ইতি, তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।৫।২৩, ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাঽত্মনাং বিভুঃ॥ তস্মিন্ অবসরে ব্রহ্মাদয়ো নামন্ ইতি, স শ্রীনারায়ণ একাকী ন রমতে, আনন্দনং নানুভবিতবান ইতি, তথাচ শ্রীভাগবতে—৩।৫।২৪, মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ ইতি। তস্য ধ্যানস্থস্য ইতি—ধ্যানমন্ত্র প্রাচীনজগদাকার পর্য্যালোচনরূপম্ : তথাহি মুণ্ডকে—১।১।৯, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥

তস্য ধ্যানস্থস্য যৎ যজ্ঞং যজ্ঞবৎ ফলোৎপাদকং তৎ স্তোমমুচ্যতে, তস্মিন্ স্তোমে চতুর্দ্দশঃ পুরুষাঃ জায়ন্তে, তত্তু মন্বন্তরাধিপতয়ঃ তে চ—স্বায়ম্ভুবঃ, স্বরোচিষঃ, উত্তমঃ, তামসঃ রৈবতঃ, চাক্ষুষঃ, শ্রাদ্ধদেবঃ সাবর্ণিঃ দক্ষসাবর্ণিঃ, ব্রহ্মসাবর্ণিঃ, ধর্ম্মসাবর্ণিঃ, রুদ্রসাবর্ণিঃ দেবসাবর্ণিঃ, ইন্দ্রসাবর্ণিঃ ইতি। একা কন্যা প্রকৃতিরিতি।

আছে-অগ্রে সৃষ্টির প্রথমে আত্মাগণেরও আত্মা বিভু একমাত্র শ্রীভগবান ছিলেন, সেই অবসরে ব্রহ্মাদি কেহ ছিলেন না। সেই শ্রীনারায়ণ একাকী রমণ করেন না, অর্থাৎ আনন্দ অনুভব করেন না। শ্রীভাগতে বর্ণিত আছে-মায়াদি শক্তি লীন থাকাতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টার অভাবে আপনি যেমন অভাব মানিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চিচ্ছক্তি দেদীপ্যমানা ছিলেন।

তিনি ধ্যানস্থ হইলেন, সেই ধ্যানস্থ শ্রীনাবায়ণের যজ্ঞকে স্তোম বলে। অর্থাৎ ধ্যান এইস্থলে প্রাচীন জগদাকারের পর্য্যালোচনা। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে-যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে ব্রহ্ম নাম রূপ ও অন্নজাত হইল। সেই ধ্যানস্থ পুরুষের যে যজ্ঞ যজ্ঞবৎ ফলোৎপাদক তাহাকে স্তোম বলে, সেই স্তোমে চতুর্দ্দশ পুরুষ অর্থাৎ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধিপতি গণ-স্বায়ম্ভব, স্বরোচিষ, উত্তম্, তামস, রৈবত চাক্ষুষ, শ্রাদ্ধদেব, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ও ইন্দ্রসাবর্ণি জাত হইলেন।

একটি কন্যা বা প্রকৃতি, দশেন্দ্রিয়—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, একাদশ সংখ্যক মন তাহা তেজস্বরূপ, দ্বাদশসংখ্যক অহঙ্কার, ত্রয়োদশ প্রাণ, চতুর্দ্দশ আত্মা পঞ্চদশ বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত জাত হইল। অথবা চতুর্দ্দশ পুরুষ এই প্রকার-দশেন্দ্রিয়, তেজস্বীমনঃ, অহঙ্কার, প্রাণ ও আত্মা, কন্যা বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, এই প্রকার পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব জাত হইল হইাই মন্ত্রার্থ। এই ক্রমে শূলপাণি রুদ্রের উৎপত্তি বলিতেছেন-সেই ধ্যানস্থ শ্রীনারায়ণের ললাট প্রদেশ হইতে নয়ন ত্রয়যুক্ত শূলপাণি পুরুষজাত হইলে, তিনি ত্রিলোচন ত্রিশূলধারী শিবই অন্য কোন দেবতা নহে আরও তাঁহা হইতে

দিন্দ্রো জায়তে,নারায়ণাদষ্টৌবসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশা-দিত্যা জায়ন্তে" ইত্যাদি।

দশেন্দ্রিয়ানি—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, মন একাদশঃ তত্তু তেজস্বরূপং ইতি। যদ্বা—যে চতুর্দ্দশপুরুষাঃ তে এতে—দশেন্দ্রিয়াণি, তেজস্বী মনঃ, অহঙ্কারঃ, প্রাণঃ, আত্মা চ; কন্যা তু বুদ্ধিঃ এবং পঞ্চতন্মাত্রাণি, পঞ্চভূতানি, এবং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বং জাতমিতি মন্ত্রার্থঃ। এবং ক্রমেণ শূলপাণেঃ রুদ্রস্য উৎপত্তিমাহ তস্য" ইত্যাদিনা।

তস্য ধ্যানস্থস্য শ্রীনারায়ণস্য ললাটপ্রদেশাৎ ত্র্যক্ষঃ—নয়নত্রয়যুক্তঃ, শূলপাণিঃ পুরুষঃ জায়তে, ইতি শেষঃ, স তু ত্রিলোচনঃ ত্রিশূলধারী শিব এব নান্য দেব ইতি ভাবঃ। অপিচ—পরমশোভা যুক্তং যশো জাতম্, তথা সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যঞ্চ তস্মাদেব জাতমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা প্রজাপতিব্রহ্মাপি তস্মাদেব জায়তে" ইতি নিরূপয়তি শ্রুতিঃ—তত্রেতি। তস্মাৎ ব্রহ্মশিবাদীনাং কার্য্যত্বাৎ ন তে পরমোপাস্যা ইতি, ন বা তেষামারাধনেন জীবানাং বিমুক্তিরিত্যর্থঃ।

অথ অথর্ব্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষৎবাক্য প্রমাণেন রুদ্রাদীনাং উৎপত্তিং নিরূপয়ন্তি তেষু

পরমশোভা যুক্ত যশ জাত হইল, এবং সত্য ব্রহ্মচর্য্য তপঃ বৈরাগ্য জাত হইল। অনেক কথার প্রয়োজন কি, প্রজাপতি ব্রহ্মাও শ্রীনারায়ণ হইতে জাত হয় শ্রুতি তাহা নিরূপণ করিতেছেন—সেই শ্রীনারায়ণই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জাত হইয়াছিলেন" ইত্যাদি।

অতএব শিবব্রহ্মাদি কার্য্য হওয়া হেতু তাঁহারা পরমোপাস্য নহেন, কিম্বা তাঁহাদের আরাধনার দ্বারা জীবগণের বিমুক্তিও হয় না। ইহাই অর্থ। অনন্তর অথর্ব্ববেদীয় শ্রীনারায়ণোপনিষৎ বাক্য প্রমাণের দ্বারা রুদ্রাদির উৎপত্তি নিরূপণ করিতেছেন তেষু" ইত্যাদি অতঃপর প্রসিদ্ধ পরম পুরুষ কামনা করিয়াছিলেন-প্রজাসৃষ্টি করিব" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া "নারায়ণ হইতে ব্রহ্মাজাত হয়, শ্রীনারায়ণ হইতে রুদ্রজাত হয়, নারায়ণ হইতে প্রজাপতি জাত হয় নারায়ণ হইতে ইন্দ্রজাত হয়, নারায়ণ হইতে অষ্ট বসু অর্থাৎ দ্রোণ প্রাণ ধ্রুব অর্ক অগ্নি দোষ বসু বিভাবসু এই আটজন বসুজাত হয়, নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র অর্থাৎ অজৈকপাদ্ অহির্বুধ্ন্য বিরুপাক্ষ রৈবত হর বহুরূপ ত্র্যম্বক সুরেশ্বর পবিত্র জয়ন্ত পিনাকী অপরাজিত এই একাদশ জন রুদ্র জাত হয়, নারায়ণ হইতে দ্বাদশাদিত্য অর্থাৎ বিবস্বান্ অর্য্যমা পুষা ত্বষ্টা সবিতাভাগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শত্রু উরুক্রম, এই প্রমাণের দ্বারা ইহাদেরও উৎপন্ন হওয়া সিদ্ধ হয়।

এই প্রকার ঋগ্‌বেদের আশ্বলায়ন শাখায় সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিয়াছেন—আমিই, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বকর্ত্তা জগতের নিমিত্ত উপাদান কারণ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবই, এই স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ সর্ব্ব প্রকার পুরুষ দোষ শূন্য অপৌরুষেয় বেদ শাস্ত্র স্বয়ং আমি ব্যক্ত করি, যে বেদ শাস্ত্রকে

ঋক্ষু চ (আশ্বলায়ণশাখায়াম্) 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়েতং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ অহং রুদ্রায় ধনু-

ইত্যাদিনা। অথ পুরুষো হ বৈ" ইত্যাদি স্পষ্টম্। ব্রহ্মাদয়ঃ স্পষ্টম্। অষ্টৌ বসবঃ" ইতি, শ্রীভাগবতে ৬।৬।১১ দ্রোণঃ প্রাণো ধ্রুবোহর্কো'হগ্নি দোষো বসু র্বিভাবসুঃ ॥ ইতি। একাদশরুদ্রাঃ— শ্রীমৎস্যপুরাণে—৫।২৯-৩০, অজৈকাপাদহি র্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥ সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ ॥ ইতি এতেষামপি তস্মাদেব উৎপত্তিঃ। দ্বাদশাদিত্যা ইতি – শ্রীভাগবতে—৬।৬।৩৯, বিবস্বানর্য্যমা পুষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ। ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শক্র উরুক্রমঃ ॥ ইত্যাদি প্রমাণেন এতেষামুৎপন্নত্বং সিদ্ধম্।

এবং ঋগ্ বেদস্য আশ্বলায়ণশাখায়মপি তথৈব প্রতিপাদিতম্, তচ্চ এবম্ অহমেব সর্ব্বনিয়ামকঃ, সর্ব্বকর্ত্তা, জগন্নিমিত্তোপাদান কারণস্বরূপঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব ইদং স্বতঃ প্রমাণস্বরূপং সর্ব্ববিধ পুংদোষ শূন্যং অপৌরুষেয়ং বেদশাস্ত্রং স্বয়ং বদামি, ব্যক্তং করোমি, যং বেদশাস্ত্রমবলম্বনং কৃত্বা দেবমানবাদীনাং স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি র্ভবতি যদ্বা—তং বেদশাস্ত্রং দেবেভি র্দে বৈ র্মানুষেভি র্মানবৈশ্চ জুষ্টং সেবিতমিত্যর্থঃ।

কিঞ্চ অহং যং কাময়ে ইচ্ছামি, তং জনং উগ্রং রুদ্রং করোমি, এবং যং কাময়ামি তং ব্রহ্মাণং করোমি তথা যং ইচ্ছামি তং জনং ঋষিং—মন্ত্রদ্রষ্টারং করোমি; কিঞ্চ কিঞ্চিজ্জনং সুমেধাং মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্নং করোমীত্যর্থঃ। অহমিতি - অহং স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ ব্রহ্মদ্বিষে—বেদশাস্ত্র বিরোধিজনানাং নাশায় শর সংযোজনোপযোগী ধনুঃশস্ত্রবিশেষং রুদ্রায় আতনো মি প্রদানং করোমীত্যর্থঃ তথা অহমেব জনায় মনুষ্যায় সমদং ঐশ্বর্য্যমদযুক্তং করোমীতি,

কিঞ্চ—অহমেব দ্যাবা-অন্তরীক্ষং পৃথিবীং প্রবেশং কৃত্বা তিষ্ঠামি-ধারণং করোমি, ইত্যাদি প্রমাণেন রুদ্রস্য কার্য্যত্বং নির্ব্বিবাদম্। অথ যজুঃষু' ইতি—যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদি শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব মোক্ষপ্রদত্বং প্রতিপাদিতম্ তথাহি তং এতং মোক্ষদাতারং পরমেশ্বরং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিদন্তি, ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞায় ইতি—শ্রীভগবৎ তত্ত্বং বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং ভক্তিং কুর্ব্বীত ইতি। আত্মা ইতি অত্র আত্মা শ্রীকৃষ্ণ এব দ্রষ্টব্যঃ ন তু শিবাদয়ঃ। এবং পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব মোক্ষদাতা ইতি

অবলম্বন করিয়া দেবতা ও মানবদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। অথবা সেই বেদ শাস্ত্র দেবগণ কর্ত্তৃক এবং মানবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হয় ইহাই অর্থ। অপর আমি যাহাকে কামনা করি সেই ব্যক্তিকে উগ্র স্বভাব যুক্ত রুদ্র করি, এবং যাহাকে কামনা করি তাহাকে ব্রহ্মা করি, তথা যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি করি, অপর কোন ব্যক্তিকে সুমেধা মদ্ বিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন করি ইহাই অর্থ।

রাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ অহং জনায় সমদং কৃণোমি অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ।। ইত্যাদি ।

অথ যজুঃষু (বৃ০ ৪।৪।২২) তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি । "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং

প্রতিপাদয়ন্তি স্মৃতয়োঽপীত্যাদিনা । তথাহি শ্রীগীতাসু—৮।১৬ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ! মামুপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

এবং শ্রীদশমে—দেবাঃ – ৫১।২০, বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ । এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ কিঞ্চ শ্রীদশমে শ্রীশ্রুতয়ঃ—৮৭।৩৫, দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসার-হরাবসথান্ ॥

"অহং" ইত্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-আমি অর্থাৎ স্বেতর সর্ব্ব নিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেব ব্রহ্মদ্বিষে বেদশাস্ত্র বিরোধিজন গণের বিনাশের নিমিত্ত শরবে শর সংযোজনোপযোগী ধনুঃ শস্ত্র বিশেষ রুদ্রকে প্রদান করি, এবং আমিই মনুষ্যকে সমদ ঐশ্বর্য্যমদ যুক্ত করি, অপর আমিই দ্যাবা অন্তরীক্ষেও পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া অবস্থাও ধারণ করি, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা রুদ্রের কার্য্যতা নির্ব্বিবাদে প্রতি পাদিত হইল ।

যজুঃ অর্থাৎ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে শ্রীগোবিন্দদেবকে মোক্ষ প্রদাতা প্রতিপাদন করিয়াছেন—সেই এই মোক্ষ প্রদাতা পরমেশ্বরকে ব্রাহ্মণগণ বেদানু বচনের দ্বারা অবগত হয়েন । বিজ্ঞান-শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিয়া ভক্তি করিবে । আত্মা এইস্থলে আত্মা শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করা উচিত কিন্তু শিবাদিকে না । এই প্রকার পরম ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই মোক্ষদাতা ইহা প্রতি পাদন করিতেছেন—স্মৃতয়ঃ" ইত্যাদি ।

অর্থাৎ বেদানুসারিনী স্মৃতি সকলেও এই প্রকার বহুবার নির্ণয় করিয়াছেন, শ্রীভগবান বলিলেন-হেঅর্জ্জুন ! সত্যলোক পর্য্যন্ত লোক পুনরাবৃত্তিপর, অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন কারী জীবেরও পুণ্য ভোগান্তে পতন হয়, কিন্ত হে কৌন্তেয় ! আমাকে প্রাপ্তকারি মানব গণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না । শ্রীদশমে দেবগণ শ্রীমুচুকুন্দকে কহিলেন-হে রাজন ! আপনার মঙ্গল হউক, কৈবল্য বা মুক্তি বিনা আপনি আমাদের নিকট বর গ্রহন করুন কারণ মোক্ষবর প্রদান করিতে ভগবান অব্যয় স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র সমর্থ, অন্য নহে । পুনঃ শ্রীদশমে শ্রীশ্রুতিগণ বলিলেন হে দেব ! আত্মা ও নিত্য সুখ স্বরূপ আপনাতে যাঁহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহারা পুনরায় পুরুষসার বিবেক ক্ষমা ধৈর্য্যাদিহরণ কারী আবসথান্ ইন্দ্রাদিলোকের উপাসনা করেন না । অনন্তর শিবাদি শব্দ সকলের কোন শাস্ত্রে পরমকারণতা প্রতিপাদন কিন্ত সেই শব্দসকলে শ্রীগোবিন্দদেব প্রতিপাদকতা নিরূপণ

কুর্ব্বীত ॥ (বৃ° ৪।৪।২২) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" (বৃ° ৪।৫।৬) ইত্যাদি চ। স্মৃতয়োঽপি বেদানুসারিণ্যোঽসকৃদেতদর্থমাহুঃ। যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং সর্ব্বেশতাঃ সর্ব্ব-

---

অথ শিবাদিশব্দানাং ক্বচিৎ পরমকারণতা প্রতিপাদনন্তু তৎ শব্দানাং শ্রীগোবিন্দপরত্বাদিতি প্রতিপাদয়ন্তি 'যে তু' ইত্যাদিনা। অত্র বিস্তরস্তু -"এতেন সর্ব্বেব্যাখ্যাতা—ব্যাখ্যাতা" ইতি (১।৪৮।২৮) সূত্রস্যব্যাখ্যায়াং দ্রষ্টব্যম্। তথা সর্ব্বেষাং বেদানাং তদনুগতশাস্ত্রাণাং সর্ব্বকারণ কারণে, স্বেতরসর্ব্বনিয়ন্তরি পরমমোক্ষদাতরি শ্রীগোবিন্দদেবে এব সমন্বয় নির্ণয়াচ্চ ন কিঞ্চিদসামঞ্জস্যমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা বৃকাসুরাৎ শ্রীভগবতা শিবং পরিত্রাতম্; তথাহি—শ্রীভাগবতে ১০.৮৮.১৩, আসীৎ কিল শকুনি-অসুরস্য পুত্রঃ কশ্চিৎ বৃক নামা; স তু শ্রীনারদোপদেশাৎ শঙ্করমারাধয়ামাস, স্বগাত্র মাংসেন হবনে কৃতেঽপি যদা দেবস্য দর্শনং নাভূৎ, তদা মস্তকং ছেত্তুং প্রবৃত্তে মহাকারুনিকঃ তং বারয়ামাস. উবাচ চ - বরংবৃণীস্ব ভো বৎস! ইতি।

করিতেছেন—'যে তু' ইত্যাদি যে সকল পশুপতি প্রভৃতি শব্দের নিজবাচ্য সর্ব্বেশতা সর্ব্বকারণতা প্রকাশ করিতে কোথাও দেখা যায়. সেইশব্দ সকল নারায়ণাত্মক হইয়া তাদৃশ নারায়ণ শব্দ বাচ্যের বাচক হয় কারণ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধ হেতু এই প্রকরণের বিস্তর ব্যাখ্যা "এতদ্দ্বারা সকল ব্যাখ্যা করা হইল" সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য এবং সমন্বয় লক্ষণ নির্ণয় হেতু সকল প্রকার সমাধান হইল, অর্থাৎ বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র সকলের সর্ব্বকারণ কারণ স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক পরমমোক্ষ প্রদাতা শ্রীগোবিন্দদেবেই সমন্বয় নির্ণয় হেতু সিদ্ধান্তে কোন প্রকার অসামঞ্জস্য নাই ইহাই অর্থ। অধিক কথার প্রয়োজন কি?

বৃকাসুর হইতে শ্রীভগবান কর্ত্তৃক শিব রক্ষিত হয়েন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—পূর্ব্বকালে শকুনি অসুরের বৃকাসুর নামে একটি পুত্র ছিল, সে শ্রীনারদের উপদেশে শঙ্করের আরাধনা করিল, স্বগাত্রমাংসের দ্বারা আহুতি করিলেও যখন দেবতার দর্শন হইল না, তখন মস্তক ছেদনে প্রবৃত্তি হইলে মহাকারুণিক শঙ্কর প্রকট হইয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন, এবং বলিলেন— হে বৎস! বরগ্রহণ কর সেই পাপীয়ান্ বৃকাসুর শিব হইতে সর্বজন ভয় প্রদবর গ্রহণ করিল-যাহার মস্তকে আমি হস্ত ধারণ করিব সে ব্যক্তি মরিবে "তাহা শ্রবণ করিয়া রুদ্র দুখিতের ন্যায় সেইবর বৃকাসুরকে প্রদান করিলেন। সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুরাধম গোরী হরণের নিমিত্ত ইচ্ছা করিল, এবং সেই বর পরীক্ষার নিমিত্ত শিবের মস্তকে নিজ হস্ত ধারণ করিতে ইচ্ছা করিল।

তাহা দেখিয়া কম্পিত কলেবর শিব পলায়ণ করিলেন। এই প্রকার নিজ দোষের কোথাও প্রতিকার না দেখিয়া শ্রীনারায়ণের শরণাগত হইলেন তখন দুঃখহারী শ্রীভগবান যোগমায়ার

কারণতাঞ্চ প্রকাশয়ন্ত কচিদুগলভ্যন্তে, তে কিল নারায়ণাত্মক তাদৃশ স্ববাচ্যবাচিন এব স্যুঃ, উক্ত শ্রুত্যবিরোধাৎ। সমন্বয়লক্ষণ নির্ণয়াচ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্ ।।৩৭।।

দেবাৎ স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্। যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি তচ্ছ্রুত্বা রুদ্রো দুর্ম্মনা ইব তং বরং তস্মৈ দদৌ,স চ দুর্ব্বৃত্তঃগৌরীহরণায় মতিং চকার,তথা তদ্বরপরীক্ষার্থং শিবমস্তকে স্বহস্তং দাতুমৈচ্ছৎ, তদ্‌দৃষ্ট্বা সবেপথুঃ শিবঃ পরাদ্রবৎ।

অথ স্বদোষস্য কুত্রাপি প্রতিকারমদৃষ্ট্বা শ্রীনারায়ণং শরণং জগাম, অথ বৃজিনার্দনঃ শ্রীভগবান্ যোগমায়য়া বটুকোভূত্বা তং বৃকাসুরমুবাচ—হে শাকুনেয়! কৃত এবং শ্রান্তোঽসি ; ক্ষণং বিশ্রামং কুরু, তদা বৃকঃ পূর্ব্ববৃত্তমবর্ণয়ৎ তদাকর্ণ্য শ্রীভগবান্ কথয়ামাস—তস্য প্রেতাধিরাজস্য উন্মত্তস্য বাক্যং বয়ং ন শ্রদ্ধধীমহি : যদি তে তদ্‌বাক্যে বিশ্বাসমস্তি তদা স্বমস্তকে হস্তং নিধায় পরীক্ষাং কুরু ; ইত্থং শ্রীভগবদ্ বাক্যেন বিমোহিতঃ স দুর্ব্বৃত্তঃ স্বস্য মস্তকে যদৈব হস্তমধাৎ তদৈব তন্মস্তকং ভূমাবপতৎ। এবং শ্রীভগবান্ শিবং সঙ্কটাৎ মোচয়ামাস।

তস্মাৎ শিবস্য ন পারম্যত্বমিত্যর্থঃ। অথ সরস্বতীতটনিবাসি ব্রহ্মর্ষিভিরপি তথৈব নিরূপিতম্, তথাচ শ্রীভাগবতে—১০।৮৯।১-২০, অথ একদা সরস্বতীনদীতট নিবাসিনাং ঋষীণাং "ত্রিষু ব্রহ্মা শিব বিষ্ণুষু" কোমহান্ ইতি বিতর্কোঽভূৎ, তস্য জিজ্ঞাসয়া তে ঋষয়ঃ ব্রহ্মপুত্রং ভৃগুং প্রেষয়ামাসুঃ, ভৃগুশ্চ সর্ব্বাদৌ ব্রহ্মসভাং গত্বা তং পরীক্ষার্থং তস্মৈ নমনাদিকং ন কৃতম্। তদ্দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা তস্মৈ চুক্রোধ, তদা ভৃগুঃ শিবসমীপং কৈলাসমগমৎ শিবস্তু তং ঋষিং পরিরব্ধুং সমুত্থতে ঋষিরুবাচ—রে! উৎপথগ। মা মাং স্পৃশ, তচ্ছ্রুত্বা রুদ্রস্তিগ্মলোচনঃ শূলমুত্তম্য তং হন্তুমারেভে,

---

দ্বারা ব্রাহ্মণ বালকের রূপ ধারণ করিয়া সেই বৃকাসুরকে বলিলেন-হে শাকুনেয়! কোথা হইতে এই রূপ পরিশ্রান্ত হইয়া আসিতেছে? ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। তখন বৃকাসুর পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সকল বর্ণনা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান বলিলেন হে বৃক!

সেই উন্মত্ত প্রেতাধিরাজের বাক্য আমরা শ্রদ্ধা করি না, যদি তোমার শিবের বাক্যে বিশ্বাস আছে তবে নিজ মস্তকোপরি হস্ত ধারণ করতঃ পরীক্ষা কর, এই প্রকার শ্রীভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়া সেই দুর্বৃত্ত নিজ মস্তকে যখনই হস্ত ধারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ভূমিতে পতিত হইল। এই শ্রীভগবান শিবকে সঙ্কট হইতে মোচন করিলেন, অতএব শিবের পারম্যত্ব সিদ্ধ হইল না।

অনন্তর সরস্বতী তটনিবাসি ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃকও সেই প্রকার নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—একদা সরস্বতী নদীতট নিবাসি ঋষিগণের মধ্যে "ব্রহ্মা শিব ও বিষ্ণু" এই দেবতা ত্রয়ের মধ্যে কে মহান্ এই প্রকার বিতর্ক উপস্থিত হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সেই

অথ স ঋষি র্যত্র জনার্দ্দনঃ শ্রীনারায়ণো বর্ত্ততে তং বৈকুণ্ঠং জগাম, তদা দেবঃ শ্রীলক্ষ্মীলালিত চরণযুগলঃ পর্য্যঙ্কে শয়নমাসীৎ, ভৃগুশ্চ শ্রীভগবদ্‌বক্ষসি পদাঘাতঞ্চকার, ততঃ স ভগবানুত্থায় পরমাদরেণ তৎপাদৌ গৃহীত্বা শিরসা ননাম, উবাচ—চ—অতীব কোমলৌ তাত! চরণৌ তে" ইতি স্বপানিনা মর্দ্দয়ামাস। এবং শ্রীভগবতো বাক্যং শ্রুত্বা-নির্ব্বৃত স্তর্পিত স্তৃষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠোঽশ্রু লোচনঃ॥ পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্! ভৃগুরবর্ণয়ৎ॥ (১৪) ইত্যনেন শ্রীনারায়ণ এব সর্ব্বেষু মহান্ ইতি-সর্ব্বেষাং ব্রহ্মবাদি মহর্ষীনাং সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ইতি।

অথ শ্রীমহাভারতে – শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে—৩৪১।১২, যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ ক্রোধসম্ভবঃ॥ অহ্নঃক্ষয়ে ললাটাচ্চ সুতো দেবস্য বৈ তথা। ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহার কারকঃ (১৮) এতৌ দ্বৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদক্রোধজাবুভৌ। তদাদেশিত পন্থানৌ সৃষ্টি সংহার কারকৌ॥ তস্মাৎ সুষ্ঠুক্তং রুদ্রাদেস্তৎ কার্য্যতামিতি।

ঋষিগণ ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু মুনিকে প্রেরণ করিলেন। ভৃগু সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গমন করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নমস্কারাদি করিলেন না, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি ক্রোধ করিলেন তখন ভৃগু শিবের সমীপে কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন, শিব ঋষিবর ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে সমুদ্যত হইলে ঋষি বলিলেন "রে উৎপথগামিন্! আমাকে স্পর্শ করিও না" তাহা শ্রবণ করতঃ উত্তপ্ত লোচন শিব ত্রিশূল উদ্যত করিয়া ভৃগুকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই ঋষি যে স্থানে জনার্দ্দন শ্রীনারায়ণ বিদ্যমান আছেন সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, সেই সময় শ্রীনারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীলালিত চরণারবিন্দ দিব্য পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, ভৃগু গমন করিয়া শ্রীভগবানের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন।

অনন্তর সেই শ্রীভগবান পর্য্যঙ্ক হইতে উঠিয়া পরমাদরের সহিত ঋষিবরের চরণ যুগল গ্রহণ করিয়া মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন, এবং বলিলেন-হে তাত! আপনার চরণযুগল অতিশয় কোমল "এই বলিয়া নিজ হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলেন। শ্রীশুকদেব বলিলেন হে রাজন! এই প্রকার শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু নির্ব্বৃত পূজিত তূষ্ণী ভক্তি ভরে গদ্ গদ্ কণ্ঠ ও অশ্রুলোচন হইয়া পুনরায় ব্রহ্মবাদি মুনিগণের যজ্ঞ শালায় আগমন করিয়া নিজের অনুভব সবিশেষ বর্ণনা করিলেন। এই আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রীনারায়ণই সকল দেবগণের মধ্যে মহান ইহা ব্রহ্মবাদি মহর্ষি সকলের সর্ব্ব তন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে – যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা জাত হয়, এবং রুদ্র ক্রোধ হইতে উদ্ভব হয়।

দিবাবসানে ক্রোধাবিষ্ট দেব শ্রীনারায়ণর ললাট হইতে সংহারকারক পুত্র রুদ্রজাত হইল। এই দুইজন প্রসাদ ও ক্রোধজাত উভয় বিবুধশ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবানের আদেশে সৃষ্টি সংহার কারক মার্গে গমন করেন। অতএব রুদ্রাদি শ্রীভগবানের কার্য্য তাহা সুষ্ঠু কথিত হইয়াছে।

নন্থ ভবতু রুদ্রস্য কার্য্যত্বম্, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশকস্য শ্রীগণেশস্য তু পরেশত্বমবশ্যমেব স্বীকরণীয়ম্ ; ইতি চেৎ ন ; তস্য তু শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-স্বমস্তকে ধারণ প্রভাবেনৈব বিঘ্ননাশকত্বমিতি। তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫৫০, "যৎপাদপঙ্কজযুগং বিনিধায় কুম্ভদ্বন্দ্বে প্রণাম সময়ে স গণাধিরাজঃ। বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্রয়স্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ তস্মাৎ ন গণেশস্য পরমেশত্বমিত্যর্থঃ।

নন্থ ভবতু গণেশস্যাপি কার্য্যত্বম্, কিন্তু সর্ব্বপ্রকাশকদিনেশস্য সর্ব্বেশ্বরত্বমবিবাদমিতি চেৎ, তদপি ন সম্ভবেৎ। আদিত্যহৃদয়াদৌ সূর্য্যস্য যৎ পরেশত্বং প্রতিপাদিতং তত্তু শ্রীনারায়ণস্য অন্তর্য্যামি রূপত্বেন বর্ত্তমানত্বাৎ। তথাহি আদিত্যহৃদয়ে ধ্যানম্—১, "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সংনিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরন্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥ ইতি। যত্তু শ্রীভাগবতে যাজ্ঞবল্ক্যস্য সূর্য্যস্যান্তর্য্যামিত্বেন এব ; তথাহি তত্রৈব—১২ ১১।২৮, ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্য্যাত্মনো হরেঃ॥ ইতি শ্রীশৌনকপ্রশ্নাৎ।

কিঞ্চ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ামপি এবং প্রতিপাদিতম্-৫।৫২, যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং রাজা সমস্তসুরমূর্ত্তি-রশেষতেজাঃ। যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সম্ভৃতকালচক্রে গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

শঙ্কা—আমরা (গাণেশ) বলিব রুদ্রের না হয় কার্য্যতা স্বীকৃত হউক, কিন্তু সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশক শ্রীগণেশের পরেশত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

সমাধান—এই প্রকার শঙ্কা আপনারা করিবেন না, কারণ শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ যুগল নিজ মস্তকে ধারণের প্রভাবেই গণেশ বিঘ্ন সকল নাশ করিতে সমর্থ হয়েন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—সেই গণাধিরাজ গণেশ প্রণাম সময়ে যাঁহার পাদপঙ্কজ যুগল নিজমস্তকস্থ কুম্ভ যুগলে ধারণ করিয়া এই ত্রিজগতের বিঘ্নসকল বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনকরি। অতএব গণেশের পরেশত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।

শঙ্কা—আমরা (সৌর) না হয় গণেশেরও কার্য্যত্ব স্বীকার করিলাম, কিন্তু সর্ব্ব প্রকাশক দিনেশের সর্ব্বেশ্বরত্ব বিষয়ে কোন বিবাদ নাই।

সমাধান—আপনাদের এই সিদ্ধান্তও সম্ভব নহে। কারণ আদিত্য হৃদয়াদিতে যে সূর্য্যর পরেশত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা সূর্য্যের মধ্যে শ্রীনারায়ণের অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান থাকা হেতু। আদিত্য হৃদয়ে বর্ণিত আছে-সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী কমলাসনে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, যিনি কেয়ূর মকর কুণ্ডল কিরীট হার শঙ্খ চক্র ধারণ করিয়াছেন যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণ বর্ণ।

শ্রীভাগবতে যে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সূর্য্যোপাসনা শ্রবণ করা যায় তাহা সূর্য্যের অন্তর্য্যামী রূপেই বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীদ্বাদশে বর্ণিত আছে—হে সূত! শ্রদ্ধাযুক্ত আমাদিগকে শ্রীহরির সূর্য্যাত্মক ব্যূহ বর্ণন করুন' শ্রীশৌনক এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অথ বেদবিরোধিনাং তেষামনুমানেনৈব নিমিত্তমাত্র ঈশ্বরকল্পনা। আনুমানিকে তথা সতি লোকদৃষ্ট্যনুসারেণ সম্বন্ধ্যাদিবাচ্যম্। তচ্চ বিকল্প্যাসহমিত্যাহ—

॥ওঁ॥ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।৭।৩৮॥

শ্রীগীতাসুচ ১৫।১২, যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্। তথা বিভূতিকথনে ১০।২১, "জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্" ইতি। তস্মাৎ ব্রহ্মা-শিব-গণেশ ইন্দ্রাদয়ঃ সৰ্ব্বে এব শ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবকাঃ' ইত্যর্থঃ।

শিব সূৰ্য্যগণেশাশ্চ যস্য দাস্যে স্থিতাঃ সদা।
স গোবিন্দঃ কদা মহ্যং দাস্যকৰ্ম্মে নিযোক্ষ্যতি ॥৩৭॥

অথ শৈবা অনুমানেনৈব ঈশ্বরং কল্পয়ন্তি—তথাচ—সৰ্ব্বদর্শন সংগ্রহে-শৈবদর্শনং—"অশরীরস্যাপি আত্মনঃ স্বশরীরস্পন্দাদৌ কর্ত্তৃত্ব দর্শনাৎ" (২৮১ পৃ০)

নন্থ পঞ্চবক্ত্রঃত্রিপঞ্চদৃগ,' ইত্যাদিনা আগমেষু পরমেশ্বরস্য মুখ্যত এব শরীরেন্দ্রিয়াদি—যোগঃ শ্রূয়তে, ইতি চেৎ—সত্যম্। নিরাকারে ধ্যান পূজাদ্যসম্ভবেন ভক্তানুগ্রহকারণায় তত্তদাকারগ্রহণ অবিরোধাৎ" ইতি। (২৮৩ পৃ০) অথ অনুমানপ্রকারং—(২৭৭ পৃ০) "ততশ্চ তনু-করণ ভুবনাদীনাং ভাবানাং সন্নিবেশ বিশিষ্টত্বেন কার্য্যত্বমবগম্যতে : তেন চ" কাৰ্য্যত্বেন এষাং বুদ্ধিমৎপূৰ্ব্বকত্বং" অনুমীয়তে

অপর শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন-যিনি সকল গ্রহগণের রাজা সকল দেবতাগণের প্রতিমূৰ্ত্তি এবং অমিত তেজস্বী সেই সূৰ্য্য যাঁহার আদেশ ক্রমে সৰ্ব্বদা কাল চক্রে ভ্রমণ করেন, যিনি সূর্য্যেরও চক্ষু বা প্রকাশক সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-আদিত্যগত যে তেজঃ যাহা অখিল জগৎকে উদ্ভাসিত করে, চন্দ্রমাতে ও অগ্নিতে যে তেজঃ তাহা আমার তেজঃ বলিয়া জানিবে।

পুনঃ বিভূতি কথনে বর্ণিত আছে জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমি অংশুমালী রবি। অতএব ব্রহ্মা শিব গণেশ ইন্দ্রাদি সকল দেবতাবৃন্দ শ্রীগোবিন্দদেবের সেবক ইহাই অর্থ। শিব সূৰ্য্য গণেশাদি সৰ্ব্বদা যাঁহার দাস্যে অবস্থান করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব কবে আমাকে দাস্য কৰ্ম্মে নিযুক্ত করিবেন ॥৩৭॥

অনন্তর শৈবগণ অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বর কল্পনা করেন, তাহাদের অনুমান এই প্রকার—অশরীর হইলেও আত্মার নিজ শরীর স্পন্দনাদিতে কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়, যদি বলেন-পঞ্চবক্ত্র, পঞ্চদশনেত্র, ইত্যাদির দ্বারা আগম শাস্ত্র সকলে পরমেশ্বর শিবের মুখ্য ভাবেই শরীর ইন্দ্রিয়াদি যোগ শ্রবণ করা যায়? তাহা সত্য, কারন নিরাকার বিষয়ে ধ্যান পূজাদি অসম্ভব হেতু ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভগবানের সেই সেই আকার গ্রহণ করা বিরোধ ঘটে না।

পত্যুর্জগৎ কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধো নোপপদ্যতেঽদেহত্বাদেব। সদেহস্যৈব কুলালাদের্মৃদাদি সম্বন্ধ দর্শনাৎ, সম্বন্ধোঽনুপপন্নঃ ॥৩৮॥

॥ওঁ॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।৭।৩৯॥

ইয়মপ্যদেহত্বাদেব। সদেহো হি কুলালাদি-ধরাদ্যধিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্ দৃশ্যতে ॥৩৯॥

ইতি অনুমানবশাৎ পরমেশ্বর প্রসিদ্ধিরুপপদ্যতে” ইতি। ইত্থমনুমানেনৈব তে জগৎকারণমীশ্বরং কল্পয়ন্তি তৎপরিহরন্তি—অথ’ ইত্যাদিনা।

নমু ভবতু অনুমানেনৈব ঈশ্বরকল্পনা ; তদনুমানস্য লোকদৃষ্টরীত্যা কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধাদিবাচ্যম্ ? নমু অশরীরত্বং তস্য স্বরূপং সশরীরত্বঞ্চ কর্ত্তৃত্বমিতি চেৎ ন, বিকল্পাসহত্বাদিত্যনেন অসমঞ্জসান্তরং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—“সম্বন্ধ” ইতি। সম্বন্ধঃ পশুপতেঃ শিবস্য দেহহীনস্য জগৎ কর্ত্তৃত্বসম্বন্ধো ন উপপদ্যতে ; কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ, বেদানুশারিযুক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ। সদেহস্য এব কর্ত্তৃত্বদর্শনাৎ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। সূত্রমিদং শ্রীভাষ্যে ন লভ্যতে॥৩৮॥

অনুমান এইরূপ—শরীর ইন্দ্রিয় ভুবনাদি ভাব পদার্থ সকলের অবয়ব রচনার বিশিষ্টতা হেতু তাহা কার্য্য ইহা অবগত হওয়া যায়, এতদ্দ্বারা শরীরাদি কার্য্য হওযার জন্য কোন বুদ্ধিমান কর্ত্তা ইহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছে’ ইহা অনুমান হয়, এই অনুমানের দ্বারা পরমেশ্বর সিদ্ধ হয়। এই প্রকার শৈবগণ অনুমানের দ্বারাই জগৎ কারণ ঈশ্বরকে কল্পনা করেন, তাহা পরিহার করিতেছেন—অথ ইত্যাদি।

বেদ বিরোধি প্রতিবাদি শৈবগণের কেবল মাত্র অনুমান প্রমাণের দ্বারাই নিমিত্ত কারণ মাত্র ঈশ্বরের কল্পনা দেখা যায়। সেই প্রকার অনুমান করিলেও লোক দৃষ্ট অনুসারে অনুমানের সম্বন্ধাদি পক্ষ সাধ্যাদি বলিতে হইবে। অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর কল্পনাদি হউক, কিন্তু সেই অনুমানের লোক দৃষ্ট অনুসারে কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধাদি বলিতে হইবে ? যদি বলেন-অশরীরত্ব সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, সশরীরত্ব তাহার কর্ত্তৃত্ব, অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া কার্য্য করেন ইহা বলিতে পারেন না, এই প্রকার বিকল্প কল্পনা বিচার যোগ্য নহে, ইহার দ্বারা অসামঞ্জস্যান্তর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—“সম্বন্ধ” ইত্যাদি। সম্বন্ধ অর্থাৎ শরীর বিহীন পশুপতি শিবের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ যুক্তি সঙ্গত নহে, কেন ? অনুপপত্তি হেতু বেদানুসারি যুক্তির অভাব হেতু ইহাই সূত্রার্থ। দেহযুক্ত শরীর ধারীই কর্ত্তা হয়। পশুপতির জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ যুক্তি সঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহার দেহ নাই। দেহযুক্ত কুম্ভকারাদির মৃত্তিকাদির সহিত সম্বন্ধ দেখা যায়, সুতরাং দেহরহিতের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ উপপন্ন হয়না। এই সূত্রটি শ্রীভাষ্যে দেখা যায় না ॥৩৮॥

নম্বদেহস্যৈব জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি যথাধিষ্ঠানমেবং পত্যুরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ স্যাদিতিচেত্তত্রাহ—

॥ওঁ॥ করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ২।২।৭।৪০॥

প্রলয়ে প্রধানমস্তি, তচ্চকরণমিব ক্রিয়োপকারকমধিষ্ঠায় পতি র্জগৎ কুর্য্যাদিতি ন

অথ প্রকারান্তরেণ সামঞ্জস্যাভাবং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অধিষ্ঠান" ইতি। অধিষ্ঠানং আশ্রয়ং তস্য অনুপপত্তিঃ, তস্যাঃ ইতি। ইয়মিতি-সূত্রস্থ অনুপপত্তিঃ" পদস্য স্ত্রীলিঙ্গত্বং নিরূপিতম্। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্।

তথাচ—শিবস্য শরীরবিরহাৎ কুত্রাপি অধিষ্ঠানং ন ভবতি, পবনবৎ; অনধিষ্ঠানস্য কস্যাপি কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবেৎ, তস্মাৎ সদেহো হি কুলালঃ পৃথিবীমাশ্রিত্য ঘটাদিকং করোতি; অতোঽসামঞ্জস্য মিদং বেদবিরুদ্ধনাং—শৈবানাং মতমিত্যর্থঃ ॥৩৯॥

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য সমাদধন্তি—"নন্ু"ইত্যাদিনা। অথ আশঙ্কা প্রকারমাহুঃ—"নন্ু" ইতি তথাচ—দেহরহিতস্য জীবস্য দেহেন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠানং, তদাশ্রিত্য কার্য্যং করোতি; তথা দেহরহিতস্য পত্যুরপি প্রধানমধিষ্ঠানং তদশ্রিত্য জগৎসৃষ্ট্যাদিকার্য্যং করোতি; তথাত্বে ন কাপি অনুপপত্তিরিত্যর্থঃ। ইত্যেবং শঙ্কায়াং উদ্ভাবিতায়াং সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—করণবদিতি। পশুপতি করণবৎ স্বেন্দ্রিয়বৎ প্রধানমাশ্রিত্য জগৎ সৃজতীতি চেৎ ন ভোগাদিভ্য ইতি। তথাত্বে জীববৎ জন্মমরণ সুখদুঃখাদিভাক্ ভবতীতি তস্য ঈশ্বরত্ব হানি প্রসঙ্গাচ্চ।

অতঃ পর প্রকারান্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ শৈবমতের সামঞ্জস্যের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—"অধিষ্ঠান" ইত্যাদি। অধিষ্ঠান আশ্রয় তাহার অনুপপত্তি এই হেতু। "ইয়ং" ইহা সূত্রস্থ অনুপপত্তি পদের স্ত্রীলিঙ্গ নিরূপণ করিলেন। এই অনুপপত্তিপ্রকারও দেহরহিত হেতু। দেহ যুক্ত কুলালাদি পৃথিবী প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ শিবের শরীর না থাকার জন্য কোথাও আশ্রয়লাভ করেন না,যেমন পবন, আশ্রয় বিনা কাহারও কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না বা সম্ভব হয় না। অতএব দেহ কুম্ভকার পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়া ঘটাদি কার্য্য করে। অতএব অসামঞ্জস্য পূর্ণ এই বেদবিরুদ্ধবাদি শৈবগণের সিদ্ধান্ত ইহাই অর্থ ॥৩৯॥

অতঃপর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—"নন্ু" ইত্যাদির দ্বারা। শৈবগণের আশঙ্কা এইপ্রকার অদেহ জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি যেমন অধিষ্ঠান সেইরূপ অদেহ পশুপতিরও প্রধান অধিষ্ঠান হইবে। অর্থাৎ দেহরহিত জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি অধিষ্ঠান, তাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, সেইপ্রকার দেহ রহিত পশুপতিরও প্রধান অধিষ্ঠান, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ সৃষ্টাদি কার্য্য করেন, ইহা স্বীকারে কোনপ্রকার অনুপপত্তি থাকিতে পারে না ইহাই অর্থ।

শক্যং বক্তুম্। কুতঃ ? ভোগাদিভ্যঃ। করণ স্থানীয় প্রধানোপাদান হানাদিনা জন্ম মরণ প্রাপ্ত্যা সুখ দুঃখ ভোগাদনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গাৎ ॥৪০॥

ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। অয়মর্থঃ—বস্তুতো দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ শূন্যো জীবো যথা দেহেন্দ্রিয়াদয়ো গৃহীত্বা তৈঃ কর্ম্ম করোতি; মৃত্যুকালে তানি ত্যজতি চ। এবং যদা তানি স্বীকরোতি তদা তস্য জন্ম ভবতি যদা ত্যজতি তদা মৃত্যুর্ভবতি : তদন্তরালে সুখী দুঃখী চ ভবতীতি। এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরহিতোঽপি পশুপতিঃ প্রধানরূপং দেহেন্দ্রিয়াদিকং উপাদায় তেন সশরীরী ভূত্বা জগৎসর্গাদিকং করোতি ; পুনঃ প্রলয়ান্তে তৎ ত্যজতীতি ; যদি এবমুচ্যতে : তদা দোষাদনিস্তারঃ। তর্হি স পশুপতিরপি জীব ইব জাতো মৃতঃ সুখী দুঃখী চ ভবেদিত্যর্থঃ।

তথাচ—প্রধানগ্রহণং তস্য জন্ম সুখিত্বঞ্চ : প্রধানত্যাগস্তু তস্য মরণং দুঃখিত্বঞ্চৈবং বোধ্যম্। তথাত্বে পতীশ্বর—সর্ব্বকৃৎ ইত্যাদিসিদ্ধান্ত ক্ষতিরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বেদবিরুদ্ধত্বাদ্ ন শৈবসিদ্ধান্তং যুক্তিসঙ্গতমিত্যর্থঃ ॥৪০॥

শৈবগণ এইপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—করণ বদিতি। পশুপতি করণবৎ ইন্দ্রিয়যুক্তের সমান প্রধানকে আশ্রয় করিয়া জগৎসৃষ্টি করে ইহা বলিতে পারেন না কারণ ভোগাদি হইতে। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শিবও জীবের সদৃশ জন্মমরণ সুখ দুঃখাদির ভাগী হইবে, এবং তাহার ঈশ্বরত্বের হানি প্রসঙ্গও হইবে। ভাষ্যার্থ-প্রলয়কালে প্রধান বিদ্যমান আছে, তাহা দেহেন্দ্রিয়াদিবং ক্রিয়ার উপকারক পশুপতি তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন আপনারা (শৈবগণ) এই কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না। কেন ? জীবের সহিত ভোগাদির সমতা হেতু। অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি স্থানীয় প্রধানকে গ্রহণ ও পরিত্যাগাদির দ্বারা জন্মমরণ প্রাপ্তিহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ বশতঃ অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ হইবে। সারমর্ম্ম এই যে—বস্তুত দেহেন্দ্রিয়াদি শূন্য জীব যেমন দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়া তাহাদের দ্বারা কর্ম্ম করে, মৃত্যুকালে দেহেন্দ্রিয়াদি পরিত্যাগ করে। এই প্রকারে জীব যে কালে দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করে সেই কালে জীবের জন্ম হয়, এবং যেকালে দেহাদি পরিত্যাগ করে তখন তাহার মৃত্যু হয়, তাহার মধ্যে জীব সুখী ও দুঃখীও হয়।

এই প্রকার দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত হইয়াও পশুপতি—
প্রধানরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা সশরীরী হইয়া জগৎসর্গাদি কার্য্য করেন, পুনঃ প্রলয়ান্তে তাহা পরিত্যাগ করেন। যদি আপনারা (শৈব) এই কথা বলেন তথাপি দোষ হইতে নিস্তার পাইবেন না। তখন সেই পশুপতিও জীবের সমান জাত মৃত দুঃখী সুখীও হইবে। অর্থাৎ প্রধান গ্রহণ করা তাঁহার জন্ম ও সুখলাভ, প্রধান পরিত্যাগই শিবের মরণ ও দুঃখ প্রাপ্তি। এইরূপে পতি ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা ইত্যাদি সিদ্ধান্তের ক্ষতি হইবে। অতএব বেদবিরুদ্ধ হেতু শৈব সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে ইহাই সারার্থ ॥৪০॥

নম্বদৃষ্টানুরোধেন পত্যুঃ কিঞ্চিদ্দেহাদিকং কল্প্যম্, দৃশ্যতে হি উগ্রপুণ্যো রাজা সন্দেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রস্যেশ্বরো ন তু তদ্বিপরীতেতি, চেত্তত্র দূষণং দর্শয়তি –

॥ওঁ॥ অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ওঁ॥ ২।২।৭।৪১॥

এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধ ঘটিতমন্তবত্ত্বং তস্য জীববৎ স্যাদসার্ব্বজ্ঞ্যঞ্চ। ন হি কর্ম্মাধীনস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং যুজ্যতে। তথাচাবিনাশী সর্ব্বজ্ঞশ্চ ইত্যভ্যুপগমক্ষতিঃ।

নচৈবং ব্রহ্মবাদে কোঽপি দোষঃ, তস্য শ্রুতিমূলত্বাৎ। দর্শিতঞ্চেদং (ব্র° সূ° ২।১।৮।২৭) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরস্তম্। তদীয়ত্বেন

॥ অথ প্রকারান্তরেণ পুনঃ শৈবমতং দূষয়িতুমারভন্তে—"নন্বি" ইত্যাদিনা। তথাচ—অদৃষ্টবশাৎ কিমপি দেহে স্বীকৃতে সর্ব্বমরদাতং স্যাদিত্যর্থঃ। এবমদৃষ্টানুরোধেন পশুপতে দেঁহ স্বীকারেঽপি দোষনিস্তারাভাবং দর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অন্তবত্ত্বম্" ইতি।

এবং পত্যুঃ অদৃষ্টানুরোধেন কিঞ্চিৎ শরীর স্বীকারে জীববৎ তস্য অন্তবত্ত্বম্ ; অসর্ব্বজ্ঞতা দোষমাপদ্যেত। তস্মাৎ পাশুপতমতমসামঞ্জস্যমিত্যর্থঃ। 'অথ এবং সতি' ইত্যাদি স্ফুটার্থম্।

নন্বি ভবতাং দেবতানাদরো দোষস্য বিদ্যমানত্বাৎ—অধঃ পতনমবশ্যম্ভাবীতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—৪।৪।১৪, যদ্ দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃনাম্ সকৃৎপ্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ। পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥ ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—পতীনামিত্যাদি। তথাচ তত্রৈব—২।৬।৩১, "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ॥ ইত্যাদিনা সর্ব্বেষাং শ্রীভগবদ্বশ্যতা

অনন্তর প্রকারান্তরে পুনঃ শৈবমত দূষণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন—"নন্বি" ইত্যাদি। শৈবগণ বলেন অদৃষ্টানুরোধে পশুপতির কোনপ্রকার দেহাদির কল্পনা করিতে হইবে। ইহলোকে দেখা যায়—সাতিশয় পুণ্যবান রাজা দেহযুক্ত ও অধিষ্ঠান যুক্ত হইয়াই রাজ্যের ঈশ্বর হয়, তাহার বিপরিত হইলে হয় না। অর্থাৎ অদৃষ্টবশতঃ শিবের কোন দেহ স্বীকার করিলে কোনপ্রকার দোষ হইবে না। এই প্রকার অদৃষ্টানুরোধে পশুপতির শরীর স্বীকার করিলেও দোষ হইতে পরিত্রাণের অভাব দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অন্তবত্ত্বম্" ইত্যাদি। এইরূপে পশুপতির অদৃষ্টানুরোধের দ্বারা কোন প্রকার শরীর স্বীকার করিলে জীবের সমান শিবের অন্তবত্ত্ব ও অসর্ব্বজ্ঞতা দোষ আপতিত হইবে।

সুতরাং পাশুপতমত শ্রুতিযুক্তি সামঞ্জস্য নহে! এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে শিবের দেহাদি সম্বন্ধঘটিত ও অন্তবৎ জীবের সমান হইবে, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু জীবের সমান হইবে, অপর অসার্ব্বজ্ঞ্যত্ব

সৎকারস্ত্বঙ্গীক্রিয়তে। এবঞ্চ পাশুপতাদিত্রিমতী পরিহারার্থমেষা পঞ্চসূত্রী পরিহার হেতু

প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। নহি কামপি দেবতাং বয়মবজানীমঃ ; কিন্তু অজ্ঞৈঃ সমর্থিতং তাসাং পারমৈশ্বর্য্যং নিবারয়ামঃ : তে শ্রীভাগবতীয়াঃ তস্মাৎ বয়ং তাঃ সৎকুর্ম্মঃ' ইতি নিরূপয়ন্তি —তদীয়ত্বেন ইতি।

তথাচ শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং শ্রীভক্তিসন্দর্ভে "তস্মাত্তদীয়ত্বেনোপাসনায়াং কচিদ্ গুণোঽপি ভবতি ; অবজ্ঞাদৌ তু দোষঃ ; "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি" (১১৩।২৬, ভা০) যথা পাদ্মে—হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন" ইতি। গৌতমীয়ে চ—২১৩৮ গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্য দেবতাম্॥ অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নস্যতি॥ ইতি।

কিন্তু যে খলু শিবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিচ্ছন্তি তে পাষণ্ডিন এব। তথাচ শ্রীভাগবতে—৪।২।২৮, ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ। পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ বৈষ্ণবতন্ত্রেচ—

হইবে। কারণ কর্ম্মাধীনের সর্ব্বজ্ঞতা যুক্তিসঙ্গত নহে। এইরূপে শিব অবিনাশীও সর্ব্বজ্ঞ এই অভ্যুপগম ক্ষতি হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম কারণবাদে এইপ্রকার কোন দোষ নাই যেহেতু তাহার মূল শ্রুতি শাস্ত্র। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রুতি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, কারণ শ্রুতিশব্দ মাত্র প্রমাণ সিদ্ধি হেতু।

শঙ্কা—আমরা (শৈব) বলিব আপনাদের (বৈদান্তিক) দেবতা অনাদর রূপ মহাদোষ বিদ্যমান হেতু অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে— যাঁহার "শিব" এই অক্ষরদ্বয় যুক্ত নাম মানবগণের বাক্যের দ্বা। প্রসঙ্গতঃএকবারও কীর্ত্তিতঃহইলে সত্বর পাপ সকল বিনাশ করে, সেই পবিত্র কীর্ত্তি অলঙ্ঘ্যশাসন শিবকে বিদ্বেষ করিতেছেন ? অহো ! আপনি অমঙ্গল স্বরূপ।

সমাধান শৈবগণ এই শঙ্কা করিলে সমাধান করিতেছেন—পতীনামিত্যাদি। পতীনাং পশুপতি দিনপতি গণপতি সকলের স্বতন্ত্রতা নিরস্ত করা হইল, দেবতার অনাদর নহে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন আমি শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, হর তাঁহার বশীভূত হইয়া সংহার করেন।

ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শ্রীভগবদ্বশ্যতা প্রতিপাদন করা হইল। আমরা (বৈদান্তিক) কোন দেবতাকেই অবজ্ঞা করি না, কিন্তু অজ্ঞজন কর্ত্তৃক সমর্থিত অন্য দেবতাগণের পরমেশ্বরতা নিবারণ করি। দেবতাগণ শ্রীভগবানের সেবক সুতরাং আমরা তাঁহাদের সৎকার করি ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন -"তদীয়ত্বেন" ইত্যাদি। শ্রীগোবিন্দদেবের সেবকরূপে তাঁহাদের পূজা আমরা অঙ্গীকার বা স্বীকার করি। এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীভক্তিসন্দর্ভে নিরূপণ করিয়াছেন -অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের সেবকরূপে তাঁহাদের উপাসনায় কোন প্রকার গুণও হয়, কিন্তু অবজ্ঞাদিতে দোষই হয়

সামান্যাৎ। অতঃ "পত্যুঃ" ইত্যবিশেষোল্লেখঃ। তার্কিকাদি সম্মতেশ্বর কারণতা নিরাসার্থং সা' ইত্যন্যে ॥৪১॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ তস্মাৎ এক এব শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেশ্বরঃ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ামকঃ সর্ব্ববিধিপ্রবর্ত্তকঃ, ব্রহ্মশিবাদি জন্মদাতাচ ইতি। এবঞ্চেতি—ত্রিমতী - পাশুপতমতং গাণপত্যমতং দৈনপতমতঞ্চ, পাশুপতমতনিরসনেন গাণপত দৈনপত মতয়ো নিরাস ইত্যর্থঃ! অন্যে তু অধিকরণমিদং তার্কিকাদিমতনিরাসপরং মন্যন্তে,তথৈব ব্যাখ্যাতত্বাদিতি ॥

"যস্য ব্রহ্মশিবাদীনাং মস্তকস্থিতশেখরাঃ।
চুম্বন্তি পাদপীঠং তং শ্রীগোবিন্দমহং ভজে ॥৪১॥

ইতি পত্যধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্ ॥৭॥

"শ্রীভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা অন্যত্র নিন্দারহিত হওয়া ইত্যাদিবৎ। শ্রীপদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর সর্ব্বপাপহারী শ্রীগোবিন্দদেবই সর্ব্বদা আরাধ্য, অন্য ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতাগণকে কদাপি অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

গৌতমীয় তন্ত্রে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি শ্রীগোপালের পূজা করে অন্য দেবতার নিন্দা করে তাহার পশ্চাৎ ধর্ম্মলাভ করা দূরে থাকুক, পূর্ব্বের ধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। কিন্তু যাঁহার শিবাদি দেবতাগণের স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা করেন তাঁহারা পাষণ্ডী। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে - যাহারা ভবব্রতধারী ও যাহারা তাহাদের অনুগত তাহারা সংশাস্ত্র পরিপন্থী ও পাষণ্ডী হউক। বৈষ্ণবতন্ত্রে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়ণদেবকে সমানরূপে জ্ঞান বা দর্শন করে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় পাষণ্ডী হইবে।

অতএব একমাত্র শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্ববিধি প্রবর্ত্তক ও ব্রহ্মা শিবাদিরও জন্মদাতা। এই প্রকার পাশুপতাদি ত্রিমতী অর্থাৎ পাশুপতমত গাণপতমত দৈনপতমত নিরসনের নিমিত্ত এই পঞ্চসূত্রী, পরিহারের কারণ সকল সমান হওয়া হেতু। সুতরাং "পত্যুঃ" এই প্রকার অবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পাশুপতমত নিরসনের দ্বারাই গানপত ও দৈনপতমতদ্বয়ের নিরাস হইল জানিতে হইবে। অন্যে কিন্তু এই অধিকরণ বা পঞ্চসূত্রী তার্কিকাদিসম্মত ঈশ্বরকারণতা বা মত নিরাসপর মনে করেন, তাঁহার সেই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা গণের শিরোভূষণ যাঁহার পাদপীঠকে চুম্বন করে সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি ॥৪১॥

এই প্রকার পত্যধিকরণ সপ্তম সম্পূর্ণ ॥৭॥

৮।। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্

অথ শক্তিবাদং দূষয়তি—

সাৰ্ব্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিরেব বিশ্বহেতুরিতি শাক্তা মন্যন্তে। তৎ সম্ভবেন্ন ? বেতি ? বিচিকিৎসায়াং তাদৃশ্যা তয়া বিশ্বসৃষ্ট্যুপপত্তেঃ সম্ভবেদিতি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে—

।।ওঁ।। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।।ওঁ।। ২।২।৮।৪২।।

৮। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণম্ ।

সর্ব্বশক্তিসমাশ্রয়ো ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ ।
তদনুগাঃ প্রকুর্ব্বন্তি কার্য্যং নাসাং স্বতন্ত্রতা ॥

অথ শিবাদিপারম্যবাদো নিরসনানন্তরং শক্তিপারম্যবাদো নিরাকরণমুচিতমিতি শক্তিবাদং খণ্ডনার্থং উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণারম্ভঃ, ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

ননু ভবতু শৈবাদিসিদ্ধান্তেন পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সর্বশাস্ত্র সমন্বয়স্য বিরোধাভাবঃ, শাক্ত সিদ্ধান্তেন বিরোধোঽস্তু ; তথাচ সর্বেঽপি কর্ত্তা শক্তিং বিনা কিমপি কার্য্যং কর্ত্তুং ন প্রভবতি ; যদ্ হেতুকং যত্র কার্য্যে যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ তস্য এব হেতোঃ কর্ত্তৃত্বমিত্যর্থঃ ; যথা তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বং তদগ্নিহেতুকম্ অতোঽগ্নেরেব শক্তি ইত্যন্বয় ব্যতিরেকসিদ্ধম্ ; তস্মাৎ দাহকত্বে হেতু শক্তিঃ,অতঃ শক্তিরেব জগদ্ধেতুরিতি সিদ্ধান্তঃ। স প্রমাণমূলো ভ্রমমূলো বা ইতি সন্দেহে শক্তিবাদস্য মানমূলতাং প্রতিপাদয়িতুং তৎ প্রক্রিয়াং নিরূপয়ন্তি—অথেতি। অথ পাশুপতাদিবাদদূষণানন্তরং শক্তিবাদং দূষণ প্রয়োজনমিতি তৎ দূষয়ন্তি।

৮। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণের ব্যাখ্যা ।

ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর সকল শক্তিগণের পরম আশ্রয়. তাঁহার অনুগত হইয়াই তাহারা সকল কার্য্য করে। এই শক্তিবর্গের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। এই প্রকার শিবাদির পারম্যবাদ নিরসনের পর শক্তি পারম্যবাদ নিরাকারণ করা সমুচিত, এই ভাবিয়া শক্তিবাদ খণ্ডনের নিমিত্ত উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

আমরা (শাক্তগণ) বলিতেছি—বেদবিরোধী শৈবাদি সিদ্ধান্তের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সর্ব্বশাস্ত্রের যে সমন্বয় তাহার বিরোধাভাব হউক, কিন্তু শাক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা বিরোধ হউক। যেমন সকল কর্ত্তা শক্তি বিনা কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। যাহাকে হেতু করিয়া যে কার্য্যে যাহার কর্ত্তৃত্ব সেই কার্য্যে সেই হেতুরই কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যেমন উত্তপ্ত লোহের যে দাহকতা তাহা অগ্নিহেতুক, সুতরাং তাহা অগ্নিরই শক্তি, ইহা অন্বয় ব্যতিরেক সিদ্ধ।

অতএব দাহকত্বের হেতু শক্তি সুতরাং শক্তিই জগতের হেতু ইহাই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক অথবা ভ্রমমূলক এইরূপ সন্দেহ হইলে শক্তিবাদের প্রমাণমূলতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত

নেত্যাকর্ষণীয়ম্ (২।২।৭।৪৩)। ইহাপি বেদবিরোধাদনুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়া। তেন লোকদৃষ্ট্যৈব যুক্তির্বক্তব্যা। ততশ্চ শক্তির্বিশ্বজনয়িত্রীতি নোপপদ্যতে।

বিষয়ঃ—অথ উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"সার্ব্বজ্ঞ্য" ইত্যাদিনা। তথাহি—বহ্বৃচোপনিষদি - ১,৩, "দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ" "সৈষা পরাশক্তিঃ" "সৈবাত্মা ততোঽন্যদসত্যমনাত্মা" ইতি। (৫) অপিচ শ্রীদুর্গাসপ্তশত্যাম্—১।৭৫, "ত্বয়ৈতদ্ধার্য্যতে বিশ্বম্ ত্বয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ॥ "ত্বয়ৈতৎপাল্যতে দেবি! ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥ (৭৬) কিঞ্চ তত্রৈব—৪।৭, হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ—র্ন জ্ঞায়সে হরি হরাদিভিরপ্যপারা। সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা-প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ তস্মাৎ শক্তিরেব জগৎ জনয়িত্রী, ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—এবং বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—শক্তের্বিশ্বহেতুতা সম্ভবেৎ? ন সম্ভবেৎ বা? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুপস্থিতে শাক্তাঃ পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—তাদৃশ্যা" ইতি। তাদৃশ্যা তয়া শক্ত্যা বিশ্বসৃষ্ট্যাদি শ্রবণাৎ কুতো ন সম্ভবেৎ? কিঞ্চ শক্তিং বিনা পরমেশ্বরোঽপি—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যং কর্ত্তুং ন সমর্থো ভবতি॥ তস্মাৎ শক্তিরেব জগন্নিমিত্তোপাদান স্বরূপা" ইতি, পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

তাহার প্রক্রিয়া নিরূপণ করিতেছেন—অথেতি। অথ পাশুপতাদিবাদ দূষণানন্তর শক্তিবাদদূষনের প্রয়োজন হয় সুতরাং তাহা দূষিত করিতেছেন।

বিষয়ঃ—অনন্তর উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—সার্ব্বজ্ঞ্য" ইত্যাদি দ্বারা। সার্ব্বজ্ঞ্য সত্য সঙ্কল্পাদিগুণবতী শক্তিই বিশ্বসৃষ্টির হেতু বা কারণ এই প্রকার শাক্তগণ মনে করেন। এই বিষয়ে বহ্বৃচোপনিদে বর্ণিত আছে—একমাত্র দেবীই অগ্রে ছিলেন, সেই এই দেবী পরাশক্তি রূপা, সেই আত্মা, দেবী ভিন্ন অন্য অসত্য ও অনাত্মা। আরও শ্রীদুর্গা সপ্তশতীতে বর্ণিত আছে হে দেবি! তুমিই এই বিশ্বকে সর্ব্বদা ধারণ কর, তোমা কর্ত্তৃক এই জগৎ সৃষ্টি হয়, তুমিই পালন কর এবং প্রলয় কালে তুমিই জগৎকে গ্রাস কর। আরও-হে দেবি! আপনি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, ত্রিগুণযুক্তা হইয়াও গুণদোষ বর্জ্জিতা হরি হরাদি দেবগণ আপনার পার পায় না, সর্ব্বজনাশ্রয়ভূত নিখিল জগৎ আপনার অংশ স্বরূপ আপনি অব্যাকৃতা পরমাপ্রকৃতি ও আদ্যা। সুতরাং শক্তিই জগৎ জনয়িত্রী, ইহা বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে—শক্তির বিশ্বহেতুতা সম্ভব হইবে? অথবা হইবে না? ইহা সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এইপ্রকার সংশয় সমুপস্থিত হইলে শাক্তগণ পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—তাদৃশ্যা ইতি। তাদৃশী অর্থাৎ সত্যসঙ্কল্পাদি গুণবতী শক্তির দ্বারা বিশ্বসৃষ্ট্যাদি শ্রবণ হেতু কেন সম্ভব হইবে

কুতঃ? কেবলায়াস্তস্যাস্তদুৎপত্ত্যযোগাৎ। ন চ পুরুষাননুগৃহীতাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ পুত্রাদয়ঃ সম্ভবন্তো বীক্ষ্যন্তে লোকে। সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকত্বপ্রেক্ষাভিহিতং লোকেঽদর্শনাৎ ।।৪২।।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইতি শাক্তানাং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"উৎপত্তি" ইত্যাদি। শক্তেঃসকাশাৎ বিশ্বোৎপত্তিং ন সম্ভবতি, কুতঃ? অসম্ভবাৎ, শ্রুতিশাস্ত্র বিরোধাদিত্যর্থঃ। অথ অসম্ভবপ্রকারং দর্শয়ন্তি ইহাপীত্যাদিনা। ইহাপি শক্তিবাদেঽপি বেদবিরোধাৎ—ব্রহ্মকারণতাবাদং বিহায় কেবলশক্তিকারণতা প্রতিপাদনাৎ; তচ্চ অনুমানেনৈব, ন তু শ্রুতিপ্রমাণেন; কিঞ্চ কল্পনয়া এব ন তত্র কশ্চিৎ প্রমাণমস্তি:

ননু কথমস্মাকং প্রমাণং নাস্তি; তথাচ—বৃক্ষাদয়ঃ পৃথিব্যা এবোৎপদ্যন্তে, সা চ স্ত্রীরূপা শক্তিঃ এবং সর্ব্বে মানবা মাতৃরূপশক্তেঃ সমুৎপদ্যন্তে: তথাচ—শ্রীদুর্গা সপ্তশত্যাম ৫।৭১ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। তস্মাং লৌকিকদৃষ্টান্তেন শাস্ত্রপ্রমাণেন চ তস্যাঃ তথাত্বং সিদ্ধেরিতি চেৎ, তত্রাহুঃ—তেন" ইত্যাদি। শেষং প্রকটার্থম্। তস্মাৎ কেবলায়াঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্রাদয়ো নোৎপদ্যন্তে, এবং কেবলয়াঃ শক্তেঃ সকাশাদাপি জগৎসৃষ্টিং ন সম্ভবতি ॥৪২॥

না? অপর শক্তি বিনা পরমেশ্বরও বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব শক্তিই জগতের নিমিত্ত উপাদান কারণদ্বয় স্বরূপা, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার শাক্তগণের পূর্ব্বপক্ষ সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন উৎপত্তি" ইত্যাদি। শক্তির সকাশ হইতে বিশ্বোৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয় না, কেন? অসম্ভব হেতু, শ্রুতিশাস্ত্র বিরোধ হেতু ইহাই অর্থ। পূর্ব্বসূত্র হইতে 'ন' কারের আকর্ষণ করিতে হইবে, অনন্তর অসম্ভব প্রকার দেখাইতেছেন—ইহাপি ইত্যাদি, এই শক্তিবাদেও বেদশাস্ত্র বিরোধহেতু ব্রহ্মকারতাবাদ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শক্তি কারণতা বাদ প্রতিপাদন হেতু তাহাও কেবল অনুমান প্রমাণের দ্বারাই শক্তির কারণতা কল্পনা করেন, অর্থাৎ কেবল অনুমানের দ্বারাই, কিন্তু শ্রুতিশাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা নহে, অপর তাহা কল্পনা মাত্রই, তাহাতে কোন শাস্ত্র প্রমাণ নাই।

শঙ্কা—আমরা (শাক্ত) বলিব আমাদের শাস্ত্র প্রমাণ নাই কেন? যেমন বৃক্ষাদি সকল পৃথিবী হইতে উৎপত্তি হয়, সেই পৃথিবী স্ত্রীরূপা শক্তি। এই প্রকার মানব সকল মাতৃরূপা শক্তি হইতে উৎপত্তি হয়, এইবিষয়ে শ্রীদুর্গা সপ্তশতীতে বর্ণিত আছে—যে দেবী মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন অতএব লৌকিকদৃষ্টান্ত হইতে এবং শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাও শক্তির কারণতা সিদ্ধিহেতু শক্তিই জগৎসৃষ্টি কারিণী।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তেন" ইত্যাদি। এইহেতু লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে যুক্তি বলিতে হইবে, আপনাদের যুক্তিদ্বারা শক্তি বিশ্বজননী এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত হয় না।

অথাস্তি শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তা পুরুষঃ, তেনানুগৃহীতা তু সা তদ্ধেতুরিতি মতম্। তত্রাহ —

॥ওঁ॥ ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ওঁ॥ ২।২।৮।৪৩॥

যদি শক্ত্যনুগ্রাহকঃ পুরুষোঽপ্যঙ্গীকাৰ্য্যস্তর্হি তস্যাপি বিশ্বোৎপত্ত্যুপযোগি দেহেন্দ্রিয়াদিকরণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ ॥৪৩॥

অথ শাক্তাঃ শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তা কশ্চিৎ পুরুষোঽঙ্গীকুর্ব্বন্তি—ইতি দর্শয়ন্নাহুঃ—অথেতি পুরুষঃ কপালী রুদ্রঃ তেন রুদ্রেণানুগৃহীতা সা শক্তিঃ জগৎসৃজতীতি তস্যাঃ কারণত্বং সুসিদ্ধমেব, ইত্যেবং শাক্তানাং যন্মতং তন্নিরাকর্ত্তুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ন চ" ইতি। যদি চ শাক্তাঃ শক্তেরনুগ্রহকর্ত্তারং কশ্চিৎ পুরুষমঙ্গীকুর্ব্বন্তি তথাপি তেষাং নাভীষ্টসিদ্ধিঃ ; তস্য কর্ত্তুঃ ন চ করণম্ ইন্দ্রিয়াদ্যভাবাৎ কর্ত্তৃত্বং ন যুক্তিমত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। "যদি" ইত্যাদি সুগমম্।

তথাচ—কপালী রুদ্রঃ শক্তেরধিষ্ঠাতা তেন তদধিষ্ঠানেন জগৎকারণং শক্তিরিতিচেৎ ন ; রুদ্রস্য শরীরবিরহাৎ ইন্দ্রিয়াদেরভাবঃ, তস্মাৎ তস্যা অনুগ্রহে সামর্থ্যাভাবঃ ; যদি চ কথঞ্চিৎ দেহাদিস্বীকৃত্য তন্নির্ব্বাহ্যতে তদা প্রাগুক্তদোষানতিবৃত্তিঃ ; তচ্চ—"করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ" (২।২।৭।৪০) ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্। তস্মাৎ শক্তিকারণবাদং ন শাস্ত্রসম্মতমিত্যর্থঃ ॥৪৩॥

কেন ? পুরুষের সম্বন্ধ না থাকিলে কেবল শক্তি হইতে জগৎ উৎপত্তি হইতে পারে না। এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত ও দেখা যায় যেমন পুরুষ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত বা পুরুষ সংযোগ প্রাপ্ত স্ত্রীগণ হইতেই পুত্র-কন্যাদি জাত হয় তাহা দেখা যায়, অতএব কেবল স্ত্রীগণ হইতে পুত্রাদি জাত হয় না, এই প্রকার কেবল শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্টি সম্ভব নহে। শক্তির যে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ বলা হইয়াছে তাহা অবিচার পূর্ব্বকই বুঝিতে হইবে, কারণ লোকে তাহা দেখা যায় না ॥৪২॥

শাক্তগণ শক্তির অনুগ্রহকর্ত্তা কোন পুরুষ আছে তাহা অঙ্গীকার করেন, তাহা দেখাইতেছেন—অথেতি। শক্তির অনুগ্রহ কর্ত্তা কোন পুরুষ আছে, সেই পুরুষদ্বারা অনুগৃহীতা হইয়া শক্তি জগৎ জননী হয়। অর্থাৎ পুরুষ কপালীরুদ্র সেই রুদ্র কর্ত্তৃক অনুগৃহীতা শক্তি জগৎ সৃষ্টি করে, সুতরাং তাহার কারণতা সুসিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকার শাক্তগণের যে মতবাদ তাহা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—ন চ ইতি। যদিও শাক্তগণ শক্তির অনুগ্রহ কর্ত্তা কোন পুরুষকে অঙ্গীকার করেন তথাপি তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না, কারণ—সেই অনুগ্রহ কর্ত্তার ইন্দ্রিয় নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির অভাবহেতু অনুগ্রহ কর্ত্তৃত্ব তাহার যুক্তি সঙ্গত নহে।

যদি শক্তির অনুগ্রহ কর্ত্তা পুরুষও অঙ্গীকার করা হয়, কিন্তু তাহারও বিশ্ব সৃষ্টির উপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদি করণ নাই, সুতরাং অনুগ্রহের উপপত্তি হয় না। তাহার শরীরাদি আছে, এই প্রকার স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে নিস্তার নাই। অর্থাৎ কপালীরুদ্র শক্তির অধিষ্ঠাতা তাহার অধিষ্ঠানের

ননু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণকোঽসাবিতিচেত্তত্রাহ —

॥ওঁ॥ *বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ* ॥ওঁ॥ ২।২।৮।৪৪॥

তস্য পুরুষস্য নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেৎ, তর্হি তদপ্রতিষেধো ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাৎ বিশ্বসৃষ্ট্যঙ্গীকারাৎ ॥৪৪॥

অথ প্রকারান্তরেণ শাক্তাঃ স্বমতং স্থাপয়ন্তি —"নন্থ" ইত্যাদিনা। ননু কো নাম ব্রূতে ; শক্তেরধিষ্ঠতৃপুরুষস্য দেহেন্দ্রিয়াদি নাস্তি, বয়ং তু তস্য জ্ঞানেচ্ছাদয়ো গুণাঃ নিত্য—সিদ্ধা ইতি স্বীকুর্ম্মঃ ; ইতি চেৎ, তদা সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ "বিজ্ঞানাদি" ইত্যাদি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্।

তথাচ—নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান্ স পুরুষো গুণময্যা শক্ত্যা জগৎসৃজতীতি, চেৎ, ভবতাং রাদ্ধান্তঃ, তর্হি নামাত্রেণৈব অস্মাভিঃ সহ বিবাদঃ, ভাষান্তরেণ ব্রহ্মকারণবাদমেব স্বীকুর্ব্বন্তিঃ। অত্র বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং "বিকরণত্বান্নে ত চেৎ তদুক্তম্" (২।১।১০।৩১) ইতি সূত্রভাষ্যং দ্রষ্টব্যম্। তথাচ—শ্রীগীতাসু—৯।১০, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাচরম্" ইতি। তস্মাৎ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণবতা পরমপুরুষেণ অনুগৃহীতা শক্তির্জগৎ সৃজতীতি নাস্মাকং কামপি বিপ্রতিপত্তিরিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

দ্বারা শক্তি জগৎ কারণ হয়, এই সিদ্ধান্ত যুক্তি সঙ্গত নহে কারণ রুদ্রের শরীর না থাকার জন্য ইন্দ্রিয়াদির অভাব বিদ্যমান আছে, সুতরাং শক্তির অনুগ্রহে রুদ্রের সামর্থ্য নাই। যদিও কোন প্রকারে দেহাদ স্বীকার করিয়া তাহা নির্ব্বাহ করা হয়, তবে প্রাগুক্ত দোষ হইতে নিস্তার নাই। তাহা "করণবচ্চেন্ন-ভোগাদিভ্যঃ" এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতএব শক্তি কারণবাদ শাস্ত্রসম্মত নহে ইহাই অর্থ ॥৪৩॥

অতঃপর শাক্তগণ প্রকারান্তরে স্বমত স্থাপন করিতেছেন ননু ইত্যাদির দ্বারা। আমরা (শাক্ত) বলিব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ শিব নিত্য জ্ঞান ইচ্ছাদি গুণযুক্ত, অর্থাৎ কে বলে শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের দেহেন্দ্রিয়াদি নাই, আমরা তাহার জ্ঞান ইচ্ছাদি গুণ সকল নিত্যসিদ্ধরূপে বিদ্যমান আছে' তাহা স্বীকার করি। এই শঙ্কার উত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—"বিজ্ঞানাদি" ইত্যাদি। তাহার বিজ্ঞানাদি ভাব স্বীকার করিলে তাহা আমরা নিষেধ করি না। শক্তির অধিষ্ঠাতা পুরুষের নিত্যজ্ঞান ইচ্ছাদি করণ আছে, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষেধ করি না, কারণ তাহা ব্রহ্মকারণবাদেরই অন্তর্গত।

বেদান্তে বা ব্রহ্মকারণবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই বিশ্বসৃষ্টি অঙ্গীকার করা হইয়াছে। অর্থাৎ সেই পুরুষ নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিমান ত্রিগুণময়ী শক্তির দ্বারা জগৎসৃষ্টি করেন' এই যদি আপনাদের (শাক্ত) সিদ্ধান্ত হয় তবে নামমাত্রেই আমাদের সহিত বিবাদ, ভাষান্তরে বা অন্য প্রকারে আপনারা ব্রহ্মকারণ বাদই স্বীকার করিতেছেন। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্" এই সূত্র

শক্তিমাত্রকারণতা বাদস্তু নিঃশ্রেয়সকামৈরনাদরণীয় এব ইত্যুপসংহরতি—

॥ওঁ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ওঁ॥ ২।২।৮।৪৫॥

সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্তিবিরোধাত্তুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। "শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং

অথ শক্তিমাত্র কারণবাদ স্বীকারে 'জীবানাং মুক্তিরপি ন সম্ভবেৎ' ইতি প্রতিপাদয়ন্তি— "শক্তি" ইত্যাদিনা। এবং পরব্রহ্মেতর জগৎকারণতা বাদং নিরাকুর্ব্বন্ পাদোপসংহার সূত্রং প্রকটয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ" ইতি। সর্ব্বেষাং শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি সাত্বত শাস্ত্রাণাং তথা বৈদিক লৌকিক যুক্তীনাঞ্চ বিপ্রতিষেধাৎ বিরোধাৎ শক্তিবাদমসমঞ্জসমেব।

তথাচাত্র শ্রুতিঃ—নারায়ণোপনিষদি—১, "অথ" পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত" ইতি। মহোপনিষদি ১।৭,৮, "অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যং কামো মনসা ধ্যায়ত" শ্রীগীতাসু চ - ১০।৮, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" ইতি। ইতি সর্ব্বে শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব পরমকারণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি।

তস্মাৎ কেবলায়াঃ শক্তেঃ কারণত্ব কল্পনা যুক্তি বিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীমনু—১২।৯৫ যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলা প্রেত্য তমো নিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ তদেতৎ নিখিলশাস্ত্র বিরোধাৎ শক্তিমাত্রবাদো মোক্ষার্থিভিঃ প্রহেয় ইত্যর্থঃ। অথ পদ্মপুরাণ বাক্যেন শ্রীগোবিন্দদেবকারণতাং প্রতিপ্রাদ্য অন্যকারণতাং নিরাকুর্ব্বন্তি—"শ্রুতয়ঃ" ইত্যাদিনা। শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়ঃ যুক্তয়ঃ চ এব ঈশ্বরং শ্রীগোবিন্দদেবং পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং অনন্যং বা জগৎ কারণং বদন্তি; যো জনঃ' সিদ্ধান্তং শাস্ত্রং বা তদ্ বিরুদ্ধং বদেৎ, তস্মাৎ মানবাৎ সিদ্ধান্তাৎ, শাস্ত্রাদ্ বা কোঽপি অধমো নাস্তি; 'চ' কারাৎ পাষণ্ডোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। তথাচ—ভ্রমমূলেন শাক্তসিদ্ধান্তেন পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয়ো ন বিরোদ্ধুং শক্যঃ।

ভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—সত্য সঙ্কল্পাদি গুণযুক্ত আমার অধ্যক্ষতায়, অথবা আমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রকৃতি চরাচর জগৎ প্রসব করে। অতএব নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিগুণবান পরমপুরুষ শ্রী-গোবিন্দদেব কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া শক্তি জগৎ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আমাদের (বৈদান্তিক) কোন আপত্তি নাই॥৪৪॥

অতঃপর শক্তিমাত্র কারণবাদ স্বীকারে জীবগণের মুক্তিরও সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—শক্তি' ইত্যাদি দ্বারা। শক্তিমাত্র কারণতাবাদ মঙ্গলকামি মানবগণের আদরণীয় নহে এই ভাবে উপসংহার করিতেছেন। এই প্রকার ব্রহ্মেতর জগৎ কারণতাবাদ নিরাকরণ করিয়া ভগবান শ্রীবাদ-রায়ণ দ্বিতীয়পাদের উপসংহার সূত্র প্রকট করিতেছেন—বিপ্রতিষেধাচ্চ" ইতি। সকল শ্রুতি স্মৃতি

পরম্। বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্নচাধমঃ ॥ ((পাদ্মে) ইতি হি স্মৃতিঃ। চ শব্দেন "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" (ব্র° স্° ২।২।৮।৪২) ইতি হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবর্ত্মনা

সঙ্গতি ঃ—অথ দ্বিতীয়পাদস্য সঙ্গতি প্রকারং নিরূপয়ন্তি 'তদেবং' ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ কারণ স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক—ব্রহ্মাশিবাদিবন্দনীয় চরণারবিন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদিনিত্য দিব্যগুণবৃন্দমণ্ডন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি অনন্তাচিন্ত্য সদ্গুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেব এব জগন্নিমিত্তোপাদান উভয়বিধ কারণ মিতি সর্ব্বেষাং বেদানাং তদনুগত মুনীনাং সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ইতি।

অতঃ প্রার্থয়ামি নবানাং নব সিদ্ধান্তে নবমং প্রাপিতং ময়া।
অনবং নবগোবিন্দ! মামুদ্ধর নবার্ণবাৎ ॥

অথ "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে শ্রীশঙ্করাচার্য্যৈ বৈষ্ণবমতং দূষিতং, তচ্চেত্থম্—(২।২।৮।৪১) তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থ তত্ত্বম্। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতে: সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। অত্র

পুরাণাদি সাত্ত্বত শাস্ত্রগণের, তথা লৌকিক ও বৈদিক যুক্তি সকলের বিপ্রতিষেধ বিরোধ হেতু শক্তিবাদ অসঙ্গতই বুঝিতে হইবে।

শ্রীগোবিন্দদেব কারণতাবাদ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ নারায়ণোপনিষদে—পরমপুরুষ শ্রীনারায়ণ সৃষ্টি করিতে কামনা করিয়াছিলেন। মহোপনিষদে—পুনরায় শ্রীনারায়ণ অন্য সৃষ্টি কামনায় মনে মনে ধ্যান করিলেন। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি সকল পদার্থের উৎপত্তি স্থান· আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রকার সকল শাস্ত্রে শ্রীগোবিন্দদেবেরই পরম কারণতা প্রতিপাদন করিতেছেন। অতএব কেবলমাত্র শক্তির কারণত্ব কল্পনা করা যুক্তি বিরুদ্ধ ইহাই অর্থ। শ্রীমনুসংহিতায় বর্ণিত আছে—যে সকল বেদাদি শাস্ত্র বহিষ্কৃত স্মৃতি আছে—যাহা কোন কুদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক রচিত সেই সকল শাস্ত্রের ক্রিয়াদি নিষ্ফল জানিতে হইবে তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা তাহারা পরলোকে অন্ধকারে অবস্থান করে। সুতরাং নিখিলশাস্ত্র বিরোধ হেতু শক্তিমাত্র কারণবাদ মোক্ষার্থিগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই স্থলে পদ্মপুরাণ বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব কারণতা প্রতিপাদন করিয়া অন্য কারণতা নিবারণ করিতেছেন - শ্রুতয়ঃ" ইত্যাদি। শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তি সকলেই ঈশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বা অনন্ত জগৎকারণ বর্ণনা করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত, অথবা যে শাস্ত্র তাহা হইতে বিরুদ্ধ বলে সেই মানব হইতে সিদ্ধান্ত বা শাস্ত্র হইতে কেহ অধম নাই 'চ'কারের দ্বারা তাহা হইতে নাস্তিকও কেহ নাই। সুতরাং ভ্রমমূলক শক্তি বাদের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় বিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। সূত্রস্থ 'চ' শব্দের দ্বারা "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" এই হেতুটি ও সংগ্রহ করিয়াছেন।

দোষকণ্টকবৈশিষ্ট্যাত্তদ্রহিতং বেদান্তবর্ত্মৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরাশ্রেয়মিতি ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২।২॥

ক্রমঃ ঃ—ন বাসুদেব সংজ্ঞাকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি ; অনিত্যত্বাদিদোষ প্রসঙ্গাৎ।

উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎ প্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ. কারণ প্রাপ্তৌ কার্য্যস্য বিলয় প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতি চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং—"নাত্মাঽশ্রুতে র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১১।১৭) ইতি। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা।

অপিচ—"বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে—গুণগুণিত্ব কল্পনাদিলক্ষণঃ 'জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য তেজাংসি গুণাঃ আত্মন এব এতে ভগবন্তো বাসুদেবা ইত্যাদি দর্শনাৎ। বেদ প্রতিষেধশ্চ ভবতি চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্" ইত্যাদি বেদনিন্দা দর্শনাৎ, তস্মাদসঙ্গতৈষা কল্পনেতি সিদ্ধম্ (২।২ ৮।৪৫) ইত্যাদি।

তদিদং অনাঘ্রাত বেদবচন মনাকলিত—
বেদোপবৃংহণ পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রাণাং স্বকপোলকল্পনা প্রসূত প্রৌঢ়িবাদমাত্রম্। তথাচ—শ্রীভগবতঃ শক্তি শক্তিমতোরভেদ স্বীকারাৎ ন কিমপি দোষাবহম্। কিঞ্চ—ন তে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাঃ, তোত্রামুপাস্যত্ব শ্রবণাৎ।

তথাহি—শ্রীভাগবতে—৩।২৬।২০ যৎ তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্। যদাহু র্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥ সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ যমনন্তং প্রচক্ষতে। সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং

সঙ্গতিঃ—অতঃপর দ্বিতীয় পাদের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—তদেবম্" ইত্যাদি। এইপ্রকার শ্রেয়াভিলাসি মানবগণের দোষ কণ্টক পরিপূর্ণ সাংখ্যাদি মার্গেরদ্বারা গমন না করিয়া কণ্টকাদি রহিত বেদান্তমার্গে ই গমন করা উচিত। অতএব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ কারণ স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক ব্রহ্মা শিবাদি বন্দনীয় চরণারবিন্দ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি নিত্যদিব্যগুণবৃন্দমণ্ডন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অনন্ত অচিন্ত্য সদ্ গুণগণালঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র জগতের নিমিত্তোপাদান উভয়বিধ কারণ ইহা বেদ সকল ও বেদানুগত মুনিগণের সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত।

সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি-নবানাং-চার্ব্বাক সৌত্রান্তিক বৈভাষিক যোগাচার মাধ্যমিক শৈব গাণপত দৈনপত ও শাক্ত এই নয়জনের অতিনবীন সিদ্ধান্তের দ্বারা আমার প্রাণরোধ উপস্থিত হইয়াছে, হে অনব ! অনাদি, হে নবগোবিন্দ ! নিত্যনবনবায়মান সৌন্দর্য্যাদি যুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব আমাকে এই নয়টি সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন।

ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ॥২৪॥, যদ্বিতুর্য্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্। শরদেন্দীবরশ্যামং সংরাধ্যং যোগিভিঃ শনৈঃ ॥২৭॥ টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্—প্রসঙ্গাচ্চতুর্ব্যূহোপাসনমাহ—যত্তদিতি। সর্ব্বাগম প্রসিদ্ধত্বমাহ—স্বচ্ছং বিশদং শান্তং রাগাদিরহিতম্। ভগবতঃ পদম্—উপলব্ধি স্থানং অতএব বাসুদেবাখ্যং যদাহুঃ, অয়মর্থঃ—অধিভূতরূপেণ তস্যৈব মহানিতি সংজ্ঞা, অধ্যাত্মরূপেণ চিত্তমিতি, উপাস্যরূপেণ বাসুদেব ইতি, অধিষ্ঠাতা তু তস্য ক্ষেত্রজ্ঞঃ।

এবমহঙ্কারে সঙ্কর্ষণ উপাস্যঃ রুদ্রোঽধিষ্ঠাতা, মনসি অনিরুদ্ধ উপাস্যঃ চন্দ্রোঽধিষ্ঠাতা, বুদ্ধৌ প্রদ্যুম্ন উপাস্যঃ ব্রহ্মাধিষ্ঠাতা ইতি জ্ঞাতব্যম্ ইত্যেষা। তস্মাৎ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব স্বেচ্ছাবিগ্রহ স্বরূপত্বাৎ ভক্তবাৎসল্যেন তথৈব প্রতীতেঃ তথাচ—শ্রুতিঃ—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" অতঃ—জীব-মনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারেঃ বাসুদেব সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধাঃ। তেষাং জীবাদিশব্দৈরভিধানন্তু আকাশ প্রাণাদিশব্দৈ ব্রহ্মণোঽভিধান বৎ ইতি।

যদুক্তং—শাণ্ডিল্যঃ সর্ব্ববেদানধীত্য তত্র পরং শ্রেয়োঽপ্রাপ্য ইদং বেদবিরুদ্ধং পঞ্চরাত্রমধীতবান্" ইতি। এতদপি রভসাভিধানম্। তথাচ—ছান্দোগ্যোপনিষদি ভূমবিদ্যা প্রারম্ভে শ্রীনারদেন "ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থং ইতিহাস পুরাণং পঞ্চমম্" (ছা০ ৭।১।২) ইত্যারভ্য সর্ব্বং বিদ্যাস্থানমভিধায়—"সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" (ছা০ ৭।১।৩) ইত্যত্র ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাসু সর্ব্বাসু আত্মজ্ঞানলাভাভাববচনং ভূমবিদ্যা প্রশংসার্থম্, এবং শাণ্ডিল্যস্যাপি ইতি বোধ্যম্।

অনন্তর এই উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বৈষ্ণবমত খণ্ডন করিয়াছেন—তাহা এই প্রকার—ভাগবত বৈষ্ণবগণ মনে করেন ভগবান শ্রীবাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞান স্বরূপ একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব, শ্রীবাসুদেবকে পরমাত্মা বলা হয়, সঙ্কর্ষণকে জীব বলে, প্রদ্যুম্নকে মনঃ ও অনিরুদ্ধকে অহঙ্কার বলা হয়। এইস্থলে আমরা (শঙ্কর) বলিব—শ্রীবাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, তাহাতে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রসঙ্গ হইবে। জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রসক্তি হয়। তাহা হইলে জীবের ভগবৎ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইবে না, যেহেতু কারণ প্রাপ্তি হইলে কার্য্যের বিলয় প্রাপ্তি হয়। আচার্য্য শ্রীবাদরায়ণ জীবের উৎপত্তি নিষেধ করিবেন—জীবাত্মা জাত হয় না, শ্রুতিগণ নিত্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন" সুতরাং এই প্রকার কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। অপর এই শাস্ত্রে বহুবিধ বেদবিরোধী বাক্যও উপলব্ধ হয় যেমন—গুণ গুণিত্বাদি কল্পনা, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য তেজঃ প্রভৃতি গুণ আত্মারই, এবং এই গুণ সকলই ভগবান বাসুদেব ইত্যাদি দেখা যায়। বেদ বিরোধিতাও দেখা যায় চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াও পরম শ্রেয়ঃলাভ না করিয়া শাণ্ডিল্য ঋষি এই শাস্ত্র অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি বেদ নিন্দা দৃষ্ট হয়।

সুতরাং এই পঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত কল্পনা অসঙ্গত সিদ্ধ হইল। এই প্রকার বাক্য যাহারা বেদ

অত্র শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং শ্রীসর্ব্বসম্বাদিন্যাং পরমাত্মসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্—(৮২ পৃঃ)

নন্বু ব্রহ্মসূত্রেষু এব তে পাঞ্চরাত্রিকা দোষাঃ সূচ্যন্তে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" ইত্যাদিষু ? মৈবম্,

বচনের গন্ধও গ্রহণ করে না, এবং বেদোপবৃংহণ পুরাণের পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের শ্রবণ করে না তাহাদেরই স্বকপোল কল্পনা প্রসূত প্রৌঢ়িবাদ মাত্র। শ্রীভগবানের শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার হেতু তাহা কোন দোষাবহ নহে, অপর সঙ্কর্ষণাদি জীব নহে, উপাস্য বস্তু। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে - যিনি সত্ত্বগুণ যুক্ত নির্ম্মল রাগাদি রহিত উপলব্ধি স্থান যে চিত্ত তিনি বাসুদেব সেই চিত্তই মহত্তত্ত্বের স্বরূপ। এই অহঙ্কারের মধ্যেও উপাস্যদেব আছেন, যিনি সঙ্কর্ষণাখ্য সহস্রশীর্ষাপুরুষ যাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাক্ষাৎ অনন্ত বলেন, তিনি এই অহঙ্কারের কার্য্য যে ভূত ইন্দ্রিয় ও মনঃ আদি স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞগণ ঐ মনস্তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অনিরুদ্ধ বলিয়া জানেন, যিনি শরৎকালীন নীলপদ্মের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, যোগিগণ যাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত করিতে পারেন।

এইস্থলে শ্রীস্বামিপাদের টীকা—প্রসঙ্গতঃ চতুর্ব্যূহ উপাসনা বলিতেছেন যৎ ইত্যাদি। সকল আগম শাস্ত্রের প্রসিদ্ধতা বলিতেছেন—স্বচ্ছ বিশদ শান্ত রাগাদি রহিত, ভগবানের পাদপদ্ম-উপলব্ধি স্থান, অতএব যাঁহাকে বাসুদেব বলে। সারর্থ এই যে—অধিভূতরূপে তাহার মহান এই নাম, অধ্যাত্ম-রূপে চিত্ত, উপাস্যরূপে বাসুদেব, অধিষ্ঠাতা রূপে ক্ষেত্রজ্ঞ (বিষ্ণু)। এই প্রকার অহঙ্কার রূপে সঙ্কর্ষণ উপাস্য, অধিষ্ঠাতা রুদ্র, মনে অনিরুদ্ধ উপাস্য চন্দ্র অধিষ্ঠাতা. বুদ্ধিতে প্রদ্যুম্ন উপাস্য ব্রহ্মা অধিষ্ঠাতা ইহা জানিতে হইবে।

অতএব পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সঙ্কর্ষণাদি স্বেচ্ছাবিগ্রহ স্বরূপ হওয়ার জন্য ভক্তবাৎসল্য হেতু সেই প্রকার প্রতীতি হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ-তিনি অজ হইলেও ভক্তের জন্য বহু রূপে প্রকট হয়েন। অতঃ জীব মনঃ অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা ক্রমপূর্ব্বক বাসুদেব সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে জীবাদিশব্দে অভিহিত করা আকাশ প্রাণাদিশব্দের দ্বারা পরব্রহ্মকে বর্ণনের ন্যায় জানিতে হইবে। আপনি (শঙ্কর) যে বলিয়াছেন - ঋষি শাণ্ডিল্য সকল বেদ অধ্যয়ণ করিয়াও তাহাতে পরম শ্রেয়ঃ না পাইয়া এই বেদ বিরুদ্ধ পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অধ্যায়ণ করিয়াছেন" ইহা বিচার করিয়া বলেন নাই, কারণ ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমবিদ্যার প্রারম্ভে শ্রীনারদ বলিলেন—হে ভগবন্! ঋগ্ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্ব্বেদ সামবেদ চতুর্থ অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিদ্যাস্থান বর্ণনা করিয়া পুনঃ বলিলেন—হে ভগবন্! আমি কেবল মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ নহি" এইস্থলে ভূমবিদ্যা ব্যতিরিক্ত অন্য সকল বিদ্যায় আত্মজ্ঞান লাভের অভাব বর্ণন করা ভূমবিদ্যা প্রশংসা করিবার নিমিত্ত, এই প্রকার শাণ্ডিল্যেরও জানিতে হইবে।

এই স্থলে শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী- শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভানুব্যাখ্যা—যদি বলেন ব্রহ্ম

তানি হি সূত্রাণি শ্রীমধ্বাচার্য্যাদিভিঃ শাক্তমতদূষণায় এব বিবৃতানীতি। কিঞ্চ তাঃ পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেনৈব স্বয়ং পুরাণাদিষু দর্শিতাঃ বাসুদেবাদিব্যূহানাং শতশস্তথৈব অভ্যুপপত্তেঃ, শ্রুতিষু অপি তাঃ প্রক্রিয়াঃ শতশো দৃশ্যন্তে, তথা একস্য গুণ গুণিরূপত্বমপি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদৌ তদ্‌বদে- ব্যঙ্গীক্রিয়তে - (বিং পুং ৬।৫।৭৯,—"জ্ঞান শক্তি বলৈশ্বর্য্য বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি" ইত্যাদিনা। তস্মাদপি ন নিন্দ্যা পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া।

পঞ্চরাত্রবিদাং তু সাক্ষাদ্‌ভগবৎ প্রাপ্তিমুক্ত্বা তস্য শাস্ত্রস্য সাক্ষাদেব ভগবদভিধায়কত্বমাহ। তথাচ শ্রীমহাভারতে—শান্তি মোক্ষধর্ম্মে ৩৪৯।৭২, পঞ্চরাত্রবিদো যে তু ক্রমযোগপরা নৃপ! একান্ত ভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥ তত্রৈব—৩৫০।৬৮, পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ ইতি। স্বয়ং শ্রীভাগবতেনাপি বৈষ্ণবপঞ্চরাত্রং স্তূয়তে—"তৃতীয়ং ঋষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥ (১।৩।৮) তদেবং পাঞ্চরাত্রিকং মতমনুত্তমমেবেতি দিক্॥ ইতি। তস্মাৎ বৈষ্ণবপাঞ্চরাত্রমতে দোষারোপণং ব্যর্থপ্রয়াসমেব ইতি॥

শ্যামসুন্দর! গোবিন্দ! গোপীজনমনোহর!।
শ্রীরাধাপ্রিয়বন্ধো! হে! রাধানিকুঞ্জ কুঞ্জর!॥
ত্রাহি মাং গোপিকাপ্রাণ! গোবর্দ্ধনধরপ্রিয়!।
অসদ্‌বাদসমুদ্রেভ্যো মামুদ্ধর দয়ানিধে!॥৪৫॥

ইতি উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণং অষ্টমং সমাপ্তম্॥৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে অবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদস্য—
শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থস্য কৃতৌ শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্ সম্পূর্ণম্॥২।২॥

সূত্রেই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া দোষযুক্ত সূচিত করিয়াছেন, "উৎপত্তির অসম্ভবহেতু"ইত্যাদি। না তাহা নহে, ঐসূত্র সকল শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ প্রভৃতি শাক্তমত দূষণপরব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপর এই পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক স্বয়ং পুরাণাদি শাস্ত্রে দর্শিত হইয়াছে। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ শতশঃ স্বীকার করা হইয়াছে, শ্রুতি শাস্ত্রেও ঐ প্রক্রিয়া শতশঃ দেখা যায়, এই প্রকার একটি বস্তুর গুণগুণীরূপে শ্রীবিষ্ণু পুরাণাদিতে তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন—জ্ঞান শক্তি বল ঐশ্বর্য্য বীর্য্য অশেষ তেজঃ সকল ভগবদ্‌বাচ্য" ইত্যাদি।

সুতরাং পাঞ্চরাত্রিকী প্রক্রিয়া নিন্দার যোগ্য নহে। পাঞ্চরাত্রবিদ্ বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া সেই শাস্ত্রের সাক্ষাৎ ভগবদভিধায়কত্ব বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে - হে নৃপ! যাঁহারা পঞ্চরাত্রবিৎ ক্রমযোগ পরায়ণ ও একান্ত ভাব প্রাপ্ত তাঁহারা শ্রীহরির ধামে প্রবেশ করেন।

পুনঃ সমগ্র পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বেত্তা শ্রীভগবান স্বয়ম্। স্বয়ং শ্রীভাগবত মহাপুরাণেও বৈষ্ণব পঞ্চরাত্র মতকে স্তব করিয়াছেন—তৃতীয় ঋষিসর্গ, শ্রীভগবান শ্রীনারদরূপ ধারণ করিয়া বৈষ্ণব পঞ্চরাত্রাগম বা তন্ত্র বিস্তর করিয়াছেন, যাঁহার বর্ণিত কর্ম্মের দ্বারা নৈষ্কর্ম্য বন্ধন মোচন হয়। সুতরাং পাঞ্চরাত্রিক মতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা সিদ্ধ হইল।

অতএব বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রমতে দোষারোপণের প্রয়াস বৃথা। হে শ্যামসুন্দর! হে গোবিন্দ! হে গোপীজনমনোহর! হে শ্রীরাধাপ্রিয়োবন্ধো! হে রাধা নিকুঞ্জকুঞ্জর! হে গোপিকা প্রাণ! হে গোবর্দ্ধনধর প্রিয়! আমাকে পরিত্রাণ কর, হে দয়ানিধে! আমাকে অসদ্বাদ সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর ॥৪৫॥

এই প্রকার উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত ॥৮॥

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যায়

অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের

"শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা"

অনুবাদ সম্পূর্ণ ॥২।২॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

ব্যোমাদিবিষয়াং গোভির্বিমতিং বিজঘান যঃ।
স তাং মদ্বিষয়াং ভাস্বান্ কৃষ্ণঃ প্রণিহনিষ্যতি ।।

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

যস্মাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং খং বায়ুরিন্দ্রিয়াণি চ।
তং সর্ব্বেশং হৃষীকেশং গৌরচন্দ্রমহং ভজে ১॥

অথ দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদি পরপক্ষাণাং সিদ্ধান্তং বেদাদি শাস্ত্র বিরোধাৎ কেবল কপোলকল্পনা মাত্রত্বাৎ প্রমাণাভাসমপি শূন্যত্বমুক্তম্ ; ইদানীং পরব্রহ্মনিমিত্তোপাদান কারণতা বাদস্য তাদৃশো বিপ্রতি-ষেধাদিদোষ গন্ধাভাসরহিতত্ব প্রতিপাদনায় তৃতীয়পাদস্যারম্ভ" ইতি পাদসঙ্গতিঃ।

অথ দ্বিপঞ্চাশৎসূত্রকং বিংশত্যধিকরণকং তৃতীয়পাদ ব্যাখ্যানমারভমানাঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভু পাদাঃ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিব্যঞ্জকং তৎপ্রভাববর্ণনরূপঞ্চ—মঙ্গলমাচরন্তি – ব্যোমাদীতি। যঃ ভাস্বান্ ব্যোমাদি-বিষয়াং বিমতিং গোভিঃ বিজঘান, সঃ কৃষ্ণঃ মদ্‌বিষয়াং তাং প্রাণিহনিষ্যতি ইত্যন্বয়ঃ।

ব্যাখ্যাচ—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ—আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত চেতনাচেতন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক-পরংব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দঃ, স এব ভাস্বান্ স্বপর প্রকাশক জগচ্চক্ষু সূর্য্যঃ, সূর্য্যো যথা আকাশস্থ নক্ষত্রবিষয়াং বিমতিং ভ্রান্তিং নাশ-

---

দ্বিতীয়ধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ

যাহা হইতে আকাশ বায়ু ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয়,
সেই সর্ব্বেশ হৃষীকেশ শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥১॥

অনন্তর দ্বিতীয়পাদে সাংখ্যাদি পরপক্ষগণের সিদ্ধান্ত বেদাদি শাস্ত্র বিরোধ ও কেবল কপোল কল্পনামাত্র হেতু প্রমাণাভাস শূন্য নিরূপণ করিয়াছেন। ইদানীং পরব্রহ্ম নিমিত্তোপাদন কারণতা বাদের তাদৃশ বিপ্রতিষেধাদি দোষগন্ধাভাস শূন্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত তৃতীয়পাদ আরম্ভ করিতেছেন" ইহাই পাদ সঙ্গতি।

অতঃপর বাহান্ন সূত্রযুক্ত কুড়ি অধিকরণাত্মক তৃতীয়পাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি ব্যঞ্জক ও তাঁহার প্রভাব বর্ণনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—ব্যোমাদীতি। যেমন সূর্য্য আকাশাদি বিষয়ে কুমতকে নিজ কিরণদ্বারা বিনাশ করিয়াছেন, সেইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য আমার আকাশাদি বিষয়ে কুমতি বিনাশ করিবেন।

১। বিয়দধিকরণম্

প্রধানাদিবাদানাং যুক্ত্যাভাসময়তা দ্বিতীয়ে পাদে প্রদর্শিতা। তৃতীয়ে তু সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্ত্বানামুৎপত্তিস্তেনৈব তেষাং বিলয়ো, জীবানাত্ত্বনুৎপত্তির্জ্ঞানবপুষাং তেষাং জ্ঞানাশ্রয়ত্বং, পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তিঃ, কর্তৃত্বং ব্রহ্মাংশতা মৎস্যাদ্যবতারানাং সাক্ষাদবতারত্বং, অদৃষ্টাদিহেতুকা জীববৈচিত্রীচেত্যয়মর্থ নিচয়ো বিরোধিবাক্য পরিহাণোপপাদ্যতে।

য়তি ; তথা শ্রীগোবিন্দোঽপি ব্যোমাদি বিষয়াং আকাশাদিগতাং বিমতিং "এতে আকাশাদয়ঃ সংহত্য জগদাকারেণ পরিণমন্তে" ইতি বিরুদ্ধবুদ্ধিং গোভিঃ—প্রভাবরশ্মিভিঃ, কৃপারশ্মিভির্ব্বা, নিজঘান—নিরবশেষেণ নাশয়াঞ্চকার।

তথাচ—স্বতেজসা আকাশাদীনুৎপাদ্য ব্রহ্মাণ্ডং রচয়াঞ্চকার, স সর্ব্বকারণকারণ শ্রীশ্যামসুন্দরঃ মদ্ বিষয়াং তাং বিমতিং, মদ্গতাং তচ্চরণারবিন্দ—বৈমুখ্যরূপাং বুদ্ধিং প্রণিহনিষ্যতি ; প্রকৃষ্টরূপেণ বিনাশয়িষ্যতি ইতি। তথাচ—তৎ শ্রীচরণারবিন্দ বৈমুখ্যরূপাং কুবুদ্ধিং বিনাশ্য স্বসাম্মুখ্যভাজং মাং করিষ্যতি ইতি ভাবঃ।

পক্ষে ব্যাখ্যা—যঃ কৃষ্ণঃ শ্রীবাদরায়ণঃ, ব্যোমাদিবিষয়াং আকাশাদিষু জাতাং নিত্যত্বাদিরূপাং তার্কিকাদীনাং বিমতিং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং গোভিঃ—ব্রহ্মসূত্ররূপ স্ববাক্যৈঃ বিজঘান নাশয়মাস, সঃ ভাস্বান্ পরব্রহ্ম প্রকাশকঃ শ্রীব্যাসদেবঃ মদ্‌বিষয়াং তাং বিমতিং, যদি কথঞ্চিৎ তার্কিকাদীনাং সঙ্গজাতদোষেণ তাদৃশীং বেদবিরুদ্ধাং বুদ্ধিং জনয়িষ্যতি তাং প্রণিহনিষ্যতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ - যে শ্রীকৃষ্ণ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত চেতনাচেতন সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীগোবিন্দদেব, তিনিই ভাস্বান্ স্বপর প্রকাশক জগচ্চক্ষু সূর্য্য, সূর্য্য যেমন আকাশাদি নক্ষত্র বিষয়ে ভ্রম নাশ করে, সেই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবও আকাশাদি বিষয়ে ভ্রম, 'এই আকাশাদি সকলে মিলিত হইয়া জগদাকারে পরিণত হয় এই বিরুদ্ধ বুদ্ধি প্রভাব কিরণ বা কৃপাকিরণের দ্বারা নিরবশেষে বিনাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বপ্রভাবে আকাশাদি উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, সেই সর্ব্বকারণ শ্রীশ্যামসুন্দর আমা বিষয়ে সেই বিমতি মদ্গতা তচ্চরণারবিন্দ বৈমুখ্যরূপাবুদ্ধি প্রকৃষ্টরূপে বিনাশ করিবেন। অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ বৈমুখ্য রূপ কুবুদ্ধি বিনাশ করিয়া আমাকে স্বসাম্মুখ্যভাগী করিবেন।

পক্ষে—যে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ব্যোমাদি বিষয়া আকাশাদিতে জাতা নিত্যত্বাদিরূপা তার্কিকগণের যে "বেদবিরুদ্ধা বুদ্ধি তাহাকে গোভিঃ ব্রহ্মসূত্ররূপ নিজবাক্য সমূহে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সূর্য্য পরব্রহ্ম প্রকাশক শ্রীব্যাসদেব আমাবিষয়ক সেই বিমতি, যদি কোন প্রকারে তার্কিকাদিগণের সঙ্গজাত দোষে সেই প্রকার বেদ বিরুদ্ধা বুদ্ধি জাত হয়, তাহাকে বিনাশ করিবেন ইহাই অর্থ।

ইহ প্রধান মহদহঙ্কার তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় বিয়দাদি রূপেণ সৃষ্টিক্রমঃ সুবালাদিশ্রুতিসিদ্ধো মুখ্যঃ। তৈত্তিরীয়াদি ক্রমেণ বিয়দাদিতত্ত্বদ্বিচারস্তু বিসম্বাদ বিনাশায়, ইতি স্পষ্টমুপরিষ্টাদ্ ভবিষ্যতি।

১॥ বিয়দধিকরণম্

অথ তৃতীয়পাদস্য ব্যাখ্যানমারভ্য—দ্বিতীয়পাদস্য বিষয়ং স্মারয়ন্তি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারচরণাঃ—প্রধানাদি" ইত্যাদিনা। আদি পদেন—নৈয়ায়িক-বৌদ্ধ—চার্ব্বাক জৈন—শৈব শাক্তাদীনামপি গ্রহণমুচিতম্। অথ তৃতীয়পাদস্য বিষয়বাক্যং সংক্ষেপেণ প্রকাশয়ন্তি—তৃতীয়ে তু" ইত্যাদিনা।

ননু—বিয়দারভ্য তত্ত্বনাং উৎপত্তিদর্শনাৎ নিখিলানাং বিয়দাদিতত্ত্বানাং শ্রীভগবত উৎপত্তিঃ ইত্যেতৎ কথং শ্রদ্ধীয়তে অস্মাভিঃ, ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—ইহ প্রধান" ইত্যাদি। অথ সুবালোপনিষদি—১।২, "তস্মাত্তমঃ সঞ্জায়তে তমসো ভূতাদিঃ, ভূতাদেরাকশং, আকাশাদ্‌বায়ুঃ" বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপো-হ্‌দ্ভ্যঃ পৃথ্বী" ইতি। এবং তৈত্তিরীয়োপনিষদি—২।১।৩ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ; 'ওষধিভ্যোঽন্নম্; অন্নাৎ পুরুষঃ" ইতি।

শ্রীভাগবতে—২।৫, ৩।৫।৩।২৬। ১১।২৪, অথ সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বীয় বহিরঙ্গাখ্যায়াং মায়াশক্ত্যাং বীর্য্যমাধত্ত,ততঃসামহত্তত্ত্বমসূতমহত্তত্ত্বাদ্ বিকুর্ব্বাণাদহং তত্ত্বং ব্যজায়ত তন্মহত্তত্ত্বং ত্রিবিধম্—বৈকারিকং, তৈজসং, তামসশ্চ; বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ—মনো-অর্থাভিব্যঞ্জকা দেবাশ্চ; তে চ দশ, ২।৫।৩০—দিগ্‌বাতঃ—অর্কঃ—প্রচেতো অশ্বিনীকুমারো,—বহ্নিঃ-ইন্দ্রঃ উপেন্দ্রঃ, মিত্রঃ, কশ্চ।

১॥ বিয়দধিকরণের ব্যাখ্যা

অথ তৃতীয়পাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ দ্বিতীয়পাদের বিষয়কে স্মরণ করাইতেছেন—প্রধানাদি ইত্যাদির দ্বারা। দ্বিতীয়পাদে প্রধানাদিবাদ সকলের যুক্ত্যাভাসময়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, আদি পদে নৈয়ায়িক বৌদ্ধ চার্ব্বাক জৈন শৈব শাক্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর তৃতীয়পাদের বিষয় বাক্য সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছেন—তৃতীয়ে" ইত্যাদি।

এই তৃতীয় পাদে সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে আকাশাদি তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি তাঁহার দ্বারাই তত্ত্বসমূহের বিলয়, জীবগণের অনুৎপত্তি, জীবগণের জ্ঞানাস্বরূপত্ব, জ্ঞানশ্রয়ত্ব, পরমাণুতা, জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মাংশতা মৎস্যাদি ভগবদবতারগণের সাক্ষাদবতারতা, অদৃষ্টাদির দ্বারা জীবগণের বিচিত্রতা ইত্যাদি অর্থ সকল বিরোধিবাক্য পরিহার পূর্ব্বক উপপাদন করা হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি দর্শন হেতু নিখিল আকাশাদি তত্ত্বের "শ্রীভগবান হইতে উৎপত্তি হয়" এই সিদ্ধান্ত কি প্রকার স্বীকার করিব?

ছান্দোগ্যে (৬।২।১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (ছা. ৬।২।৩) ইতি, "তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তদপোঽসৃজত, তা আপ ঐক্ষন্ত, বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি, তা অন্নমসৃজন্ত" (ছাং—৬।২।৩-৪) ইতি পঠ্যতে।

তৈজসাদহঙ্কারাৎ "ইন্দ্রিয়াণি দশাভবন্" তেষু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্রং ত্বগ্‌ঘ্রাণদৃগ্‌জিহ্বা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি— বাগ্‌দোর্মেট্রাঙ্ঘ্রি পায়বঃ" ইতি। তামসাদহঙ্কারাত্তু—আদৌ আকাশমভূৎ তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দঃ। আকাশাৎ স্পর্শগুণো বায়ুরভবৎ। বায়োঃ রূপবান্ তেজোঽভূৎ; তেজসঃ রসাত্মকং জলং জাতম্। জলাৎ গন্ধবতী পৃথিবী জাতা।

তস্মাদাকাশস্য বিশেষগুণাঃ শব্দঃ (৩ ২৬,) বায়োর্ব্বিশেষগুণৌ—শব্দস্পর্শৌ। তেজসঃ বিশেষগুণঃ—রূপ শব্দস্পর্শাঃ। জলস্য রস-রূপ-শব্দ-স্পর্শাঃ। পৃথিব্যাঃ—গন্ধ শব্দ রূপ-রস-স্পর্শাঃ। এতৈ ব্র্হ্মাণ্ডমরচয়ৎ শ্রীভগবান্ ইতি। অথ নৈয়ায়িকানাং সৃষ্টিক্রমঃ—প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে পরমেশ্বরস্য সিসৃক্ষা জায়তে সর্গাদৌ ভগবানীশ্বরঃ—প্রযোজ্য-প্রযোজকবৃদ্ধ শরীরদ্বয়ং পরিগৃহ্য তথা ব্যবহরতি, ততস্তদ্ ব্যবহারাদ্ বালঃ পূর্ব্ববৎ সঙ্কেতং গৃহ্ণাতি।

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন 'ইহ প্রধান" ইত্যাদি। এইস্থলে প্রধান মহৎ অহঙ্কার তন্মাত্রা ইন্দ্রিয় আকাশাদিরূপে যে সৃষ্টিক্রম তাহা সুবলাদি শ্রুতিসিদ্ধ তথা মুখ্য, সুবালোপনিষদে বর্ণিত আছে—তাহা হইতে তমঃ সঞ্জাত হয়, তমঃ হইতে ভূতাদি, ভূতাদি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী জাত হয়। তৈত্তিরীয়াদি ক্রমে আকাশ হইতে সৃষ্টি হয়, এই সকলের বিচার বিসম্বাদ বিরোধ বিনাশের নিমিত্ত, ইহা পরে স্পষ্ট হইবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে—

এই আত্মা হইতে আকাশ জাত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ঔষধি, ঔষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ জাত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব স্বীয় বহিরঙ্গা মায়াশক্তিতে বীর্য্যাধান করেন, তাহা হইতে মায়া মহত্তত্ত্ব প্রসব করে, মহৎ হইতে অহঙ্কার জাত হয়, সেই অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস, ও তামস ভেদে ত্রিবিধ।

বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনঃ এবং অর্থাভিব্যঞ্জক দশজন দেবতা জাত হয়, তাহারা দিক পবন সূর্য্য প্রচেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র ও কশ্যপ। তৈজসাহঙ্কার হইতে দশটি ইন্দ্রিয় হয় তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রত্বগ্‌ ঘ্রাণ নয়ন ও জিহ্বা, অপর কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ বাক্ বাহু মেট্র চরণ ও পায়ু তামসাহঙ্কার হইতে প্রথমে আকাশ হয়, তাহার অনুমাপক গুণ শব্দ। আকাশ হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু

অত্র তেজোঽবন্নানি প্রজাতানীত্যুক্তম্। ইহ ভবতি বিমর্শঃ। বিয়ৎ প্রজায়তে ন বেতি সংশয়ে, শ্রুত্যভাবান্ন প্রজায়তে, ইতি শঙ্কতে—

ততো লব্ধবৃত্তিকাদৃষ্ট বিশিষ্টাত্মসংযোগাৎ দোধূয়মানেষু পবনপরমাণুষু প্রথমতঃ কর্ম্মোৎপত্তিঃ। ততো দ্বয়োঃ পবনপরমাণ্বোঃ সংযোগঃ; ততো দ্ব্যণুকোৎপত্তিঃ; ততঃ ত্রিষু দ্ব্যণুকেষু কর্ম্মোৎপত্তিঃ; ততস্তেষাং সংযোগঃ, ততঃ ত্র্যণুকোৎপত্তিঃ, এবং চতুরণুকাদ্যুৎপত্তি ক্রমেণ মহান্ বায়ুরুৎপদ্য বিহায়সি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি।

ততঃ—তস্মিন্ বায়ৌ জলপরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ মহান্ জলরাশিরুৎপদ্যতে। তস্মিন্ মহোদধৌ পৃথিবীপরমাণুতো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ মহাপৃথিব্যুৎপদ্যতে। ততঃ তস্মিন্নেব জলে তৈজসেভ্যঃ পরমাণুভ্যো মহাতেজোরাশিরুৎপদ্যতে। তত্র তেজঃ পরমাণু সহিত পৃথিবী পরমাণুভিরীশ্বরাভিধ্যানাৎ ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যতে" ইতি। (ন্যাং কো০ ১০৩২) তথা ছান্দোগ্যোপনিষদি তু—৬।২।১, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যারভ্য—সচ্ছব্দবাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ "তেজোঽবন্নানাং" সমুৎপত্তির্শ্রূয়তে। ইত্যেবং শ্রুত্যাদীনাং মিথো বিরোধঃ দরীদৃশ্যতে।

ননু তর্হি শ্রুতীনাং পরস্পর বিরোধদর্শনাৎ ব্রহ্মকারণতা বাদস্যাপি বিরোধঃ স্যাদিতি, শঙ্কা-নিবারণায় তৃতীয়াদিপাদদ্বয়ং প্রারভ্যতে।

হয়, বায়ু হইতে রূপবান তেজঃ হয়, তেজঃ হইতে রসাত্মক জল জাত হয়, জল হইতে গন্ধবতী পৃথিবী জাত হয়।

অতএব আকাশের বিশেষগুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ শব্দ ও স্পর্শ জলের বিশেষগুণ রসরূপ, শব্দ ও স্পর্শ, পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ শব্দরূপ রস ও স্পর্শ, শ্রীভগবান এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন।

অনন্তর নৈয়ায়িকগণের সৃষ্টিক্রম—প্রাণিগণের ভোগ ও অপবর্গের নিমিত্ত পরমেশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, সৃষ্টির প্রথমে ভগবান ঈশ্বর প্রযোজ্য ও প্রযোজক বৃদ্ধ এই শরীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই প্রকার ব্যবহার করে, অনন্তর তাহাদের ব্যবহার হইতে বালক পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কেত গ্রহণ করে। তদনন্তর লব্ধবৃত্তিকাদৃষ্ট বিশিষ্ট আত্মসংযোগ হেতু দোধূয়মান পবন পরমাণুসকলে প্রথমতঃ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পরে দুইটি পবন পরমাণুর সংযোগ, তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। পরে তিনটি দ্ব্যণুকে কর্ম্মোৎপত্তি, পরে তাহাদের সংযোগ তাহা হইতে ত্র্যণুকের উৎপত্তি, এইপ্রকারে চতুরণুকাদির উৎপত্তিক্রমে মহান বায়ু উৎপন্ন হইয়া আকাশে কম্পমান হইয়া অবস্থান করে।

অনন্তর সেই পবনে জল পরমাণু সকল হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান জলরাশি উৎপন্ন হয়। সেই মহাসাগরে পৃথিবী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহাপৃথিবী উৎপন্ন হয়। অতঃপর সেই জলেই তেজস

॥ওঁ॥ ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।১।১॥

নিত্যং বিয়ন্ন প্রজায়তে। কুতঃ? অশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্যগত ভূতোৎপত্তি

বিষয়ঃ—অথ বিয়দধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্যে" ইত্যাদিনা। সদেবেতি সৌম্য! হে শোভনবুদ্ধিযুক্ত! শ্বেতকেতো! ইদং পরিদৃশ্যমানং জগৎ অগ্রে স্থূলরূপেণ সৃষ্টেরগ্রে সদেব ব্রহ্ম এব আসীৎ; অস্য সৌক্ষ্যাৎ তত্র বিলীনমেবাসীৎ, ইত্যর্থঃ। ইত্যুপক্রম্য তদৈক্ষত—তৎ সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম সঙ্কল্পমকরোৎ, বহুস্যাং আকাশাদিরূপেণ বহবঃ স্যাম্" ইতি।

অথ বহুভবন প্রকারমাহ—তদ্ ব্রহ্ম তেজোঽসৃজত, যতঃ প্রকাশ দর্শন পাচনাদি ভবতি, তাদৃশঃ তেজঃ সৃষ্টিঞ্চকার; তেজোভূত্বা আবির্ব্বভূব" ইতি। এবং সঃ তেজো ভূত্বা ঐক্ষত—পর্য্যালোচয়ামাস, বহুস্যামিতি, তথা পর্য্যালোচ্য অপঃ অসৃজত, অপরূপেণ স্বং প্রকটয়ামাস ইত্যর্থঃ। এবং তা আপ ঐক্ষত, বহ্বঃ স্যাম, তথা বিচার্য্য অন্নরূপেণ আত্মানং বিস্তারঞ্চকার; ইতি সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদি পঠ্যতে; অত্র ছান্দোগ্যে তেজোঽবন্নানি ত্রিণি এব তত্ত্বানি প্রজাতানি নাধিকাণি ন ন্যুনানীত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

পরমাণু সকল হইতে মহাতেজোরাশির উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে তেজঃ পরমাণুর সহিত পৃথিবী পরমাণুসকল দ্বারা ঈশ্বরের অভিধ্যান হেতু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। এই ছান্দোগ্যোপনিষদে কিন্তু 'হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে সতই ছিল' এইপ্রকার আরম্ভ করিয়া সৎশব্দবাচ্য পরব্রহ্মের নিকট হইতেই তেজঃ জল ও অন্নের সমুৎপত্তি দেখা যায়।

এই প্রকার শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। যদি—বলেন তাহা হইলে শ্রুতিগণের পরস্পর বিরোধ হেতু ব্রহ্মকারণতা বাদেরও বিরোধ হইবে, তাহা নহে, এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত তৃতীয় ও চতুর্থ এই দুই পাদ আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর বিয়দধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন ছান্দোগ্য" ইত্যাদি দ্বারা। সদেব হে সৌম্য! শোভন বুদ্ধিযুক্ত! শ্বেতকেতো! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অগ্রে স্থূলরূপে সৃষ্টির অগ্রে সৎ-ব্রহ্মই ছিল, এই জগৎ সূক্ষ্মহেতু ব্রহ্মেই বিলীন হইয়াছিল ইহাই অর্থ। এই প্রকার আরম্ভ করিয়া তদৈক্ষত-সেই সচ্ছব্দবাচ্য পরব্রহ্ম সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বহুস্যাম্ আকাশাদিরূপে বহু হইয়া প্রকট হইব।

অতঃপর বহুভবন প্রকার বলিতেছেন--সেই ব্রহ্ম সৃষ্টি করিলেন, যাহা হইতে প্রকাশ দর্শন পাচনাদি হয়, সেই প্রকার তেজ সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ তিনি তেজঃ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই প্রকার তিনি তেজঃ হইয়া পর্য্যালোচনা করিলেন—বহু হইব, সেইরূপ চিন্তা করিয়া জলসৃষ্টি করিলেন, জলরূপে নিজেকে প্রকট করিলেন। তিনি জল হইয়া পর্য্যালোচনা করিলেন- অনেক হইব, তাহা বিচার

প্রকরণে তস্যাশ্রবণাৎ। তত্র "তদৈক্ষত" (ছা° ৬৷২৷৩) ইত্যাদিনা ত্রয়াণামেব তেজোঽবন্নানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, ন তু বিয়তঃ, তন্নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥১॥

সংশয়ঃ - ইহ ছান্দোগ্যোক্ত বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ বিয়ৎ—আকাশঃ প্রজায়তে, তেজোঽবন্নাদিবৎ জায়তে; অথবা নিত্যত্বাৎ কদাপি ন জায়তে; ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইত্যেবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—শ্রুত্যভাবাৎ বিয়ৎ ন জায়তে। অত্র কণভক্ষাক্ষপাদ পাদানুযায়িণাং আশঙ্কা উত্থাপনং ; তে তু আকাশস্য নিত্যত্বং উৎপত্ত্যাভাবত্বং বিভূত্বং চ বদন্তি। তস্মাৎ শ্রুতিষু আকাশস্য জন্মাভাবশ্রবণাৎ ন—প্রজায়তে ; অথ পূর্ব্বপক্ষমতানুসারেণ সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ন" ইতি।

আকাশো নিত্যং, নোৎপদ্যতে : কুতঃ ? অশ্রুতেঃ। ছান্দোগ্যোপনিষদি ভূতোৎপত্তি প্রকরণে বিয়দুৎপত্তি শ্রবণাভাবাৎ আকাশস্য নিত্যত্বাৎ তস্য উৎপত্যভাব ইতি সূত্রার্থঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। তথাচ "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেষু ত্রয়াণাং তেজোঽবন্নানাং উৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ; ন তু আকাশস্য, তস্মাদাকাশো নোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥১॥

ইতি বিয়দধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্ ॥১॥

করতঃ অন্নরূপে নিজেকে বিস্তার করিলেন, এই প্রকার সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে, এই ছান্দোগ্যে তেজঃ জল ও অন্ন তিনটি তত্ত্বই জাত হইয়াছে অধিকও নয় ন্যূনও নয়। এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয় —এই ছান্দোগ্যোক্ত বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে—বিয়ৎ আকাশ জাত হয় ? অথবা হয় না, অর্থাৎ তেজোঽবন্নাদির সমান আকাশ উৎপন্ন হয় ? অথবা নিত্যতা হেতু কখনও জাত হয় না ? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্বপক্ষমতানুসারে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। আকাশ নিত্য, উৎপন্ন হয় না, কেন ? যে হেতু শ্রুতিতে নাই, ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূতোৎপত্তি প্রকরণে আকাশোৎপত্তি শ্রবণের অভাব হেতু আকাশের নিত্যতা প্রযুক্ত তাহার উৎপত্তি হয় না ইহাই সূত্রার্থ। আকাশ নিত্য সুতরাং জাত হয় না। কেন ? শ্রুতি প্রমাণের অভাব হেতু, ছান্দোগ্যগত ভূতোৎপত্তি প্রকরণে আকাশের উৎপত্তি দেখা যায় না ছান্দোগ্যাপনিষদে 'তদৈক্ষত' ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা তেজ জলও অন্ন এই পদার্থ ত্রয়েরই উৎপত্তি শ্রবণ করা যায়, কিন্তু আকাশের উৎপত্তি নাই, সুতরাং আকাশ উৎপন্ন হয় না ইহাই অর্থ। এইটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ॥১॥

এই প্রকার বিয়দধিকরণ প্রথম সমাপ্ত ॥১॥

২। বিয়দুৎপত্ত্যধিকরণম্

এবং প্রাপ্তে নিরস্যতি—

॥ওঁ॥ অস্তি তু ॥ওঁ॥ ২৩।২।২

'তু' শব্দঃ শঙ্কাপনোদনার্থঃ। অস্তি উৎপত্তির্বিয়তঃ। ছান্দোগ্যে তস্যাশ্রবণেঽপি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাসঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি

২। বিয়দুৎপত্ত্যধিকরণম্।

সিদ্ধান্তঃ—অথ নৈয়ায়িকানাং এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে তন্মতং নিরস্যতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অস্তি তু" ইতি। শ্রুতিষু আকাশস্য উৎপত্তিঃ অস্তি ইতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণো দর্শয়তি—অস্তি" ইতি।

ননু ছান্দোগ্যবাক্যে অশ্রবণাৎ তস্যোৎপত্তির্নাস্তি ইতি চেৎ ন ; তৈত্তিরীয়কে দৃশ্যতে ; তথাচ তৈত্তিরীয়বাক্যম্—তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ সত্য জ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বভক্তানাং কামনা পূরণার্থং, তেভ্যঃ স্বসেবাসুখ প্রদানার্থং জগৎরচয়ামাস ; তদেব স্পষ্টয়তি শ্রুতিঃ—তস্মাৎ ভক্তানাং শ্রীভগবল্লাভ বাসনা পূরণাৎ হেতোঃ, 'এতস্মাৎ' সত্যজ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপাৎ প্রপঞ্চনির্ম্মাণেচ্ছোঃ শ্রী-গোবিন্দদেবাৎ, আত্মনঃ সকাশাৎ শব্দগুণবান্ আকাশঃ সম্ভূতঃ ; সম্যকরূপেণ উদ্ভূত ইত্যর্থঃ।

তস্মাদকাশাৎ রূপরহিতঃ স্পর্শবান্ বায়ুঃ সম্ভূত, বায়োঃ সকাশাৎ উষ্ণস্পর্শবান্ অগ্নিঃ সম্ভূতঃ, অগ্নেঃ আপঃ সম্ভূতঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী সম্ভূতঃ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিবাক্য প্রমাণাৎ আকা-

---

২। বিয়দুৎপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার নৈয়ায়িকগণের মতে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহাদের মত নিরাকরণ করিতেছেন—"অস্তি" ইত্যাদি। শ্রুতিশাস্ত্রে আকাশের উৎপত্তি আছে, তাহা ভগবান্ শ্রীবাদ-রায়ণ দেখাইতেছেন 'অস্তি' ইত্যাদি। সূত্রে যে হেতু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা আপনোদনের নিমিত্ত। আকাশেরও উৎপত্তি আছে। ছান্দোগ্যে তাহার উৎপত্তি না থাকিলেও তৈত্তিরীয়কে শ্রবণ করা যায়—সেই আত্মা হইতে আকাশ জাত হয়, আকাশ হইতে বায়ু তাহা হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ সেই এই সত্য জ্ঞানানন্দানন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব নিজভক্তগণের কামনা পূরণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে স্বসেবাসুখ প্রদানের জন্য জগৎ রচনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিতেছেন শ্রুতি—অতএব ভক্তগণের শ্রীভগবল্লাভ বাসনা পূরণহেতু এই সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত স্বরূপ প্রপঞ্চনির্মাণেচ্ছু আত্মস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে শব্দগুণবান্ আকাশ সম্যকরূপে জাত হয় ইহাই অর্থ।

সেই আকাশ হইতে রূপ রহিত স্পর্শবান বায়ুজাত হয়, বায়ু হইতে উষ্ণস্পর্শবান অগ্নি উৎপন্ন হয়, অগ্নি হইতে জল তাহা হইতে পৃথিবী জাত হয় ইহাই অর্থ। অতএব তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি বাক্য প্রমাণ

(তৈ০ ২।১।৩) তৈত্তিরীয়কে শ্রবণাৎ ।।২।।

পুনঃ শঙ্ক্যতে—

।।ওঁ।। গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ ।।ওঁ।। ২।৩।২।৩।।

ন খলু বিয়দুৎপত্তিঃ সম্ভাবয়িতুমপি শক্য জীবৎসু শ্রীমৎকণভক্ষাক্ষচরণোপজীবিষু। যা তু ৎপত্তিঃ শ্রুতিভিরুদাহৃতা, সা কিল "কুরু্বাকাশং জাতমাকাশম্" ইত্যাদি লোকোক্তিবদ্‌-গৌণী ভবিষ্যতি। কুতঃ? অসম্ভবাৎ। ন হি নিরাকারস্য বিভোর্বিয়তঃ সম্ভবেদুৎপত্তিঃ

শস্য উৎপত্তিমত্বং সর্ব্ববাদিসম্মতমিত্যর্থঃ অত আকাশো জন্যপদার্থ ইতি শ্রৌতবিৎসম্মতমিতি ভাবঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।২৬।৩২, "তামসাচ্চ বিকুর্ব্বণাদ্ ভগবদ্ বীর্য্যচেদিতাৎ। শব্দমাত্রমভূৎ তস্মান্নভঃ শ্রোত্রং তু শব্দগম্॥ ইতি আকাশোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ॥২॥

অথ নৈয়ায়িকানাং পুনঃ শঙ্কা—তত্রপূর্ব্বোক্তেণ "অস্তিতু" ইতি সূত্রেণ সন্তোষাভাবাৎ পুনঃ শঙ্কায়া উত্থাপনমিত্যর্থঃ,—অথ আকাশনিত্যতা বাদিনাং অভিমতং সূত্ররূপেণাবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদ-রায়ণঃ—গৌণী "ইতি। অথ তৈত্তিরীয়ক শ্রুতৌ যদ্‌বিয়দুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে সা তু গৌণী ভবিতুমর্হতি, কুতঃ? অসম্ভবাৎ নিত্যনিরবয়স্য আকাশস্য উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ; কিঞ্চ শ্রুতিপ্রমাণমপি বিদ্যতে, ইত্যাহ—শব্দাচ্চ ইতি।

পূর্ব্বপক্ষসূত্রমিদম্। শ্রীমৎকণভক্ষঃ—স চ অধ্যায়দশকং, প্রত্যধ্যায়মাহ্নিকদ্বয় বিশিষ্টং বৈশেষিক দর্শন কর্ত্তা, অক্ষচরণঃ মহর্ষিগৌতমঃ, স চ পঞ্চাধ্যায়াত্মকং দশাহ্নিকবিশিষ্টং ন্যায়দর্শনস্য কর্ত্তা। এতয়োশ্চরণোপজীবিষু অস্মাসু জীবৎসু কো নাম ব্রূতে আকাশো জায়তে;

ননু তথাত্বে কথং "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি সঙ্গচ্ছতে ইতি চেৎ তত্রাহুঃ যা" ইত্যাদিনা। তথাচ—যথা "আকাশং কুরু" ইত্যুক্তে—জনগহন দূরীকরণেন অবকাশং বোধ্যতে; এবং "জাতমাকাশম্" ইত্যুক্তে মঠাকাশ ঘটাকাশাদেরুৎপত্তিঃ বোধ্যতে, নতু মুখ্যস্যাকাশস্য, তথা "আকাশঃ সম্ভূতঃ"ইত্যাদাবপি

হেতু আকাশ জন্য পদার্থ ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং আকাশ জন্য পদার্থ ইহা শ্রৌতগণের সম্মত। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবানের বীর্য্য অর্থাৎ কাল প্রভাবে প্রেরিত হইয়া তামস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে শব্দতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, ঐ তন্মাত্র হইতে আকাশ ও শব্দগ্রহণকারি শ্রোত্র জাত হয়। সুতরাং শাস্ত্রে আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায় ॥২॥

এই স্থলে নৈয়ায়িকগণের পুনঃ আশঙ্কা, পূর্ব্বোক্ত 'অস্তিতু' সূত্রের দ্বারা সন্তোষের অভাবহেতু পুনঃ শঙ্কার উত্থাপন। অতঃপর আকাশনিত্যতা বাদিগণের অভিমত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্ররূপে অব-তারণা করিতেছেন—'গৌণী' ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়ক শ্রুতিবাক্যে যে আকাশোৎপত্তির কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা গৌণী হইবে, কেন? অসম্ভবহেতু, নিত্য নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। অপর

কারণ সামগ্রী বিরহাৎ। শব্দাচ্চ "বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতম্" (বৃ০ ২।৩।৩) ইতি বৃহদারণ্যক বাক্যাচ্চ, তস্যোৎপত্তির্নাস্তীতি মন্তব্যম্ ।।৩।।

ন মুখ্যাকাশস্য সম্ভূতিঃ কিন্তু গৌণস্য এব. তস্মাৎ সা শ্রুতিঃ গৌণী ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ।

নন্বু আকাশস্য উৎপত্ত্যভাবঃ কুতঃ ? অসম্ভবাৎ' ইতি ব্রূমঃ , অথ অসম্ভবপ্রকারং প্রতিপাদয়ন্তি ন হি, ইত্যাদিনা। নহি নিরাকারস্য বিভোঃ আকাশস্য উৎপত্তিঃ—সম্ভবেৎ ; তথাচ তর্কসংগ্রহে—(১২ পৃ০) "শব্দগুণকমাকাশম্ , তচ্চ একং বিভুর্নিত্যঞ্চ" ইতি। অনেকত্বে মানাভাবাদেকত্ব মিতি ভাবঃ।

বিভুত্বং—সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বম্। এবং বৈশেষিকদর্শন—সপ্তপদার্থী-ভাষাপরিচ্ছেদাদৌ চ তথৈব নিরূপণাৎ, আকাশে ষড়্ গুণাস্তিষ্ঠন্তি—তথাচ—সংখ্যা পরমমহৎ পরিমাণম্ এক পৃথকৃত্বং সংযোগ বিভাগঃ শব্দাশ্চেতি। (বৈ০ সূ০—২।১।৩১, ভা০ প০—৩৩, তর্ক০ ভা০ ১৪৩ পৃ০) তস্মাৎ আকার বিরহাৎ, সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ আকাশো নোৎপদ্যতে, কিঞ্চ আকাশস্য কারণসামগ্রী বিরহাৎ উৎপত্ত্যাভাবশ্চ।

শ্রুতি প্রমাণও বিদ্যমান আছে, তাহা বলিতেছেন - শব্দ হইতেও। ইহা পূর্ব্বপক্ষসূত্র। শ্রীমৎ কণভক্ষ এবং শ্রীঅক্ষচরণোপজীবিগণ আমরা জীবিত থাকিতে কেহ আকাশের উৎপত্তির সম্ভাবনা করিতেও সমর্থ হইবে না।

অর্থাৎ শ্রীমৎকণভক্ষ কণাদ তিনি দশাধ্যায়ী বৈশেষিক দর্শন করেন, প্রত্যেক অধ্যায়ে দুইটি আহ্নিক আছে। অক্ষচরণ মহর্ষি গৌতম তিনি পঞ্চাধ্যায়াত্মক দশাহ্নিক বিশিষ্ট ন্যায়দর্শনের কর্ত্তা, ইহাদের চরণোপজীবী আমরা জীবিত থাকিতে কে বলিবে—আকাশ জাত হয় ? যদি বলেন—তাহা হইলে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কি প্রকারে সঙ্গত হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যা" ইত্যাদি তবে আকাশের উৎপত্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা "আকাশ কর আকাশ হইল" ইত্যাদি লোকোক্তির সমান গৌণই হইবে।

অর্থাৎ যেমন আকাশ কর এই কথা বলিলে জনগহন দূরীকরণের দ্বারা অবকাশ বোধ হয়, এই প্রকার আকাশ জাত হইল এই কথা বলিলেও ঘটাকাশ মঠাকাশাদির উৎপত্তি বোধ করায়, কিন্তু মুখ্য আকাশের নহে। যদি বলেন—আকাশের উৎপত্ত্যভাব স্বীকার করিতেছেন কেন ? অসম্ভব হেতুই বলিব। অতঃপর অসম্ভব প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন নহি" ইত্যাদি। নিরাকার বিভু বা ব্যাপক আকাশের উৎপত্তি সম্ভব হইবে না।

তর্কসংগ্রহে বর্ণিত আছে—শব্দগুণযুক্ত আকাশ তাহা এক বিভু ও নিত্য, অনেকত্বে প্রমাণা-

যদি কশ্চিদ্ ব্রূয়াদেক এব "সম্ভূতঃ" শব্দোঽগ্নিপ্রভৃতাবনু বর্ত্তমানো মুখ্য, আকাশে পুনর্গে ণৈঃ কথমিতি, তং প্রত্যাহ –

তথাহি– কারণ সমগ্রী সদ্ভাবেন কার্য্যোৎপত্তির্ভবেৎ, সমবায়ি—অসমবায়ি-নিমিত্তকারণেভ্যঃ সর্ব্বমুৎপদ্যতে, একজাতীয়ানেকঞ্চ দ্রব্যারম্ভকম, তচ্চ আকাশে ন সম্ভবতি, একত্বাৎ তথা পৃথিব্যাদি বৈধর্ম্ম্যাৎ বিভুত্বাদিলক্ষণাৎ আকাশস্য জন্যাভাবত্বসিদ্ধিঃ। তস্মাদাকাশো নোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ অপৌরুষেয় শ্রুতিপ্রমাণমপি তথৈব সাধয়তি—ইত্যাহুঃ শব্দাচ্চ" ইতি। আকাশস্য অনুৎপত্তিমত্ত্বং সাধয়তি বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ বায়ুশ্চেতি। রূপরহিতঃ স্পর্শবান্ বায়ু, তথা নিত্যং বিভুঃ অন্তরিক্ষং আকাশং অমৃতং উৎপত্তি-বিনাশ রহিতমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতিস্তু গৌণী, ইতি আকাশো-নোৎপদ্যতে ॥৩॥

অথ নৈয়ায়িকাঃ পুনঃ আশঙ্ক্য সমাধানং কৃত্বা চ স্বপক্ষং দ্রঢ়য়ন্তি — যদি" ইত্যাদিনা। যদি কশ্চিৎ প্রতিবাদী বৈদিকাভিমানী এবং ব্রূয়াৎ, শেষমতিরোহিতার্থম্। তং বৈদিকাভিমানিনং প্রতি

ভাব হেতু একত্ব সিদ্ধি হয়, বিভু-সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্য সংযোগী। এইপ্রকার বৈশেষিক দর্শন সপ্তপদার্থী ভাষাপরিচ্ছেদ ও তর্কভাষাদি গ্রন্থ সকলেও নিরূপণ করিয়াছেন। আকাশে ছয়টি গুণ আছে—সংখ্যা পরম মহৎ-পরিমাণ এক পৃথকত্ব সংযোগ বিভাগ ও শব্দ। অতএব আকার বিরহ হেতু সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্য সংযোগী হেতু আকাশ উৎপন্ন হয় না।

অপর আকাশের কারণ সামগ্রীর বিরহ হেতু উৎপত্তির অভাব হয়। অর্থাৎ কারণ সামগ্রী বিদ্যমান থাকিলেই কার্য্যোৎপত্তি হইবে, সমবায়ি অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ হইতে সকল উৎপন্ন হয়, এক জাতীয় অনেক পদার্থই দ্রব্যের আরম্ভক হয়, তাহা আকাশে সম্ভব নহে, কারণ আকাশ এক, পৃথিব্যাদি দ্রব্য হইতে বিলক্ষণ, বিভুত্বাদি লক্ষণ প্রযুক্ত আকাশের জন্যত্বাভাবের সিদ্ধি হইতেছে। অতএব আকাশ জাত হয় না ইহাই ভাবার্থ।

আরও অপৌরুষের শ্রুতি প্রমাণও তাহাই সিদ্ধ করিতেছেন—তাহা শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন শব্দাচ্চ ইতি। আকাশের অনুৎপত্তিত্ব বৃহদারণ্যক শ্রুতি সাধন করিতেছেন—বায়ু ও অন্তরীক্ষ অমৃত, সুতরাং তাহাদের উৎপত্তি নাই। অর্থাৎ রূপরহিত স্পর্শবান বায়ু, এবং নিত্য বিভু অন্তরিক্ষ আকাশ অমৃত উৎপত্তিবিনাশ রহিত ইহাই অর্থ। অতএব "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্য গৌণ, কারণ আকাশ উৎপন্ন হয় না ॥৩॥

অনন্তর নৈয়ায়িকগণ পুনঃ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করতঃ স্বপক্ষ দৃঢ় করিতেছেন যদি" ইত্যাদির দ্বারা। যদি কোন বৈদিকাভিমানী প্রতিবাদী এই প্রকার বলেন—একমাত্র "সম্ভূতঃ" এই

॥ওঁ॥ স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।২।৪॥

যথা ভৃগুবল্ল্যাং—(তৈ॰ ৩।২।১) "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্ম" ইত্যেকস্মিন্নেব বাক্যে একস্যৈব ব্রহ্মশব্দস্য ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধনে তপসি গৌণত্বং বিজ্ঞেয়ে, ব্রহ্মণি তু মুখ্যত্বমেবং "সম্ভূতঃ" শব্দস্যাপি স্যাৎ। তস্মাচ্ছান্দোগ্যাশ্রবণাদিতঃ ক্বাচিৎকী বিয়দুৎপত্তিশ্রুতি র্বাধ্যতে ॥৪॥

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আহ - স্যাদিতি।

একস্য 'সম্ভূতঃ" শব্দস্য স্যাৎ চ' প্রকরণবিশেষে গৌণত্ব মুখ্যত্বে প্রয়োগৌ ভবেতাম্; ব্রহ্ম শব্দবদিতি' যথা ক্বচিৎ গৌণঃ প্রয়োগঃ ক্বচিৎ মুখ্যপ্রয়োগো ভবেৎ, তথা "সম্ভূতঃ" শব্দস্যাপি ক্বচিন্মুখ্যত্বং ক্বচিদ্‌গৌণত্বমিত্যর্থঃ।

অথ একস্য এব ব্রহ্মশব্দস্য উভয়বিধত্বং প্রমাণয়ন্তি—যথা ভৃগুবল্ল্যামিতি। ভৃগুবল্ল্যাং মন্ত্রমিদং তিষ্ঠতি ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। এবং মুণ্ডকে চ - ১ ১ ৯, তস্মাদেতং ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" অত্র ব্রহ্মশব্দঃ প্রধানে গৌণরূপেণ প্রযুক্তঃ, ব্রহ্মণি তু মুখ্যরূপেণ তদ্ বদিত্যর্থঃ। নিগময়ন্তি—তস্মাদিত্যাদিনা। বাধ্যতে—ছান্দোগ্যোক্ত্যা বিয়দুৎপত্তিঃ—গৌণী, অত আকাশো নোৎপদ্যতে ইতি শ্রীমৎকণভক—অক্ষপাদ পদানুজীবিনাং নৈয়ায়িকানাং রাদ্ধান্তঃ ॥৪॥

ইতি বিয়দুৎপত্ত্যধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥২॥

শব্দটি অগ্নি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান হইয়া মুখ্য, এবং আকাশে কি প্রকারে গৌণ প্রয়োগ হইবে? তাহাদের প্রতি, অর্থাৎ সেই বৈদিকাভিমানির প্রতি ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন—স্যাদিতি। একটি মাত্র সম্ভূত শব্দের প্রকরণ বিশেষে গৌণ ও মুখ্য দুই প্রকার হয়, যেমন ব্রহ্ম শব্দের সমান। যেমন একটি মাত্র ব্রহ্মশব্দ কোথাও গৌণ প্রয়োগ এবং কোন স্থলে মুখ্য প্রয়োগ হয়, সেই প্রকার সম্ভূত শব্দও কোন স্থলে মুখ্য ও কোথাও গৌণ হয় ইহাই অর্থ।

অতঃপর একটি ব্রহ্মশব্দের উভয় বিধত্ব প্রমাণিত করিতেছেন - ভৃগুবল্ল্যামিত্যাদি। ভৃগু বল্লীতে এই মন্ত্রটি আছে—তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিবে, তপস্যাই ব্রহ্ম" এইস্থলে যেমন একটি বাক্যে একটি মাত্র ব্রহ্ম শব্দের ব্রহ্মবিজ্ঞান সাধন তপস্যায় গৌণ, কিন্তু বিজ্ঞেয় ব্রহ্মে মুখ্য প্রয়োগ হইয়াছে, এই প্রকার সম্ভূত হইয়াছে। এবং মুণ্ডকে বর্ণিত আছে—অতএব ব্রহ্ম নামরূপ ও অন্ন হইয়া জাত হইলেন।

এইস্থলে ব্রহ্মশব্দ প্রধানে গৌণরূপে প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মে মুখ্যরূপে প্রয়োগ হইয়াছে সেই প্রকার। পূর্ব্বপক্ষের নিগমন করিতেছেন—তস্মাদিতি। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে অশ্রবণ হেতু কোন কোন শ্রুতিতে যে আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ করা যায় তাহা কাদাচিৎকী সুতরাং আকাশোৎপত্তি

৩॥ প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণম্

এবং প্রাপ্তৌ পুনঃ পরিহরতি—

॥ওঁ॥ প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।৩।৫॥

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছা° ৬।১।৩) ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুত্যা যা প্রতিজ্ঞা তস্যা অহানিঃ কৃৎস্নস্যার্থস্য ব্রহ্মাব্যতিরেকাৎ সম্পদ্যতে। ব্যতিরেকে তু সতি সা বিহীয়েতে এব। তদব্যতিরেকস্তু তদুপাদানকত্বনিবন্ধনঃ। তস্মাদেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানন্ত্যা তয়া বিয়দুৎপত্তিরঙ্গীকৃতা ॥৫॥

৩॥ প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণম্।

শ্রীগোবিন্দাত্তু সর্ব্বেষাং সমুৎপত্তিরিতিশ্রুতিঃ।
তস্মাত্তস্য পদাম্ভোজং ভজ নিত্যসুখাপ্তয়ে॥

অথ পরমাণুকারণবাদিনাং নৈয়ায়িকানাং যৎ "আকাশো নোৎপদ্যতে" ইতি পূর্ব্বপক্ষং তৎ পরিহারায় ইদং প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণারম্ভঃ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ। অথ নৈয়ায়িকানাং বিয়দনুৎপত্তিরিতি মতং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রতিজ্ঞ" ইতি।

প্রতিজ্ঞা—"একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমিতি যা—

প্রতিজ্ঞা সা পরব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিধকারণ স্বীকারে অহানিঃ, অহানিঃ স্যাৎ, অন্যথা তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তথা অব্যতিরেকাৎ—কারণাৎ কার্য্যস্য অব্যতিরেকাৎ অনন্যাৎ, যদি পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আকাশাদিকার্য্যাণাং ব্যতিরেকাভাবঃ স্যাৎ তদৈব সা প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির্ভবতি অন্যথা ন সিদ্ধেদিত্যর্থঃ। "যেনাশ্রুতমিতি—যেন পরব্রহ্মণা শ্রবণেন অশ্রুতমপি সর্ব্বং শ্রুতং ভবতি, ইতি যা

শ্রুতি বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতির দ্বারা আকাশোৎপত্তি গৌণ হইতেছেন, সুতরাং আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই শ্রীমৎকণাদ গৌতম চরণানুজীবি নৈয়ায়িক গণের সিদ্ধান্ত ॥৪॥

এই প্রকার বিয়দুৎপত্ত্যধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত ॥২॥

৩॥ প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সকল বস্তুগণের সমুৎপত্তি হয়, শ্রুতি এই প্রকার বলেন, অতএব নিত্য সুখলাভের নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদেবের পদাম্ভোজ ভজনা কর। পরমাণু কারণবাদি নৈয়ায়িকগণের যে আকাশ জাত হয় না' এই পূর্ব্বপক্ষ তাহা পরিহারের নিমিত্ত এই প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণারম্ভ, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তি হইলে পুন পরিহার করিতেছেন—অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণের আকাশ অনুৎপত্তি, এই মত নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদয়ায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি। প্রতিজ্ঞা—'একবস্তু বিজ্ঞানের দ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, এইযে প্রতিজ্ঞা

॥ওঁ॥ শব্দেভ্যশ্চ ॥ওঁ॥ ২।৩।৩।৬॥

তথা শব্দেভ্যশ্চ (ছা০ ৬।২।১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা০ ৬।৭।৪) ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" ইত্যাদিভিস্তদ্ গতেভ্যঃ প্রাক্সর্গাদেকত্বং পরত্র তাদাত্ম্যঞ্চ নিরূপয়দ্ভ্যঃ সা স্বীকার্য্যা ॥৬॥

প্রতিজ্ঞা সা ইতি। অন্যৎ সুগমম্। তথাচ—পরমকারণাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ আকাশাদি ক্রমেণ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং সমুৎপত্তিরিতি তয়া ছান্দোগ্যশ্রুত্যা অঙ্গীকৃতা , তস্মাৎ বিয়দুৎপদ্যতে" ইতি সর্ব্বাষাং শ্রুতীনাং সূত্রকারস্য চ সম্মতমিতি ॥৫॥

অথ শ্রুতিবাক্যৈরপি পরব্রহ্মণ এব আকাশাদীনাং উৎপত্তিরিতি নির্দ্ধারিতা – ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ "শব্দেভ্যশ্চ" ইতি। তথা শব্দেভ্যঃ শ্রুতিবাক্যপ্রমাণেভ্য আকাশস্য উৎপত্তিঃ প্রতিপাদয়তি ইতি। সদেব" ইতি , ঐতদাত্ম্য" ইত্যাদি ছান্দোগ্যস্থেভ্যঃ বাক্যেভ্যঃ তাদত্ম্যং কার্য্যকারণাভেদং নিরূপয়দ্ভ্যঃ শব্দেভ্যঃ সা বিয়দুৎপত্তিঃ স্বীকার্য্যা, তস্মাৎ আকাশোৎপত্তিঃ যুক্তিসঙ্গতা, শ্রুতিসঙ্গতা চ॥ তথাচ মুণ্ডকোপনিষদি – ১।১।৩, তত্র শৌনকপ্রশ্নঃ—"কস্মিন্ নু ভগবো

তাহা পরব্রহ্মের সর্ব্ববিধকারণ স্বীকারে অহানি হইবে, অন্যথা সেই প্রতিজ্ঞার হানি হইবে, এবং অব্যতিরেক—কারণ হইতে কার্য্যের অব্যতিরেক বা অনন্যতা হেতু।

যদি পরব্রহ্মের সকাশ হইতে আকাশাদি কার্য্য সকলের ব্যতিরেকাভাব হয়, তাহা হইলেই সেই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইবে, অন্যথা সিদ্ধি হইবে না ইহাই অর্থ। "যাহা শ্রবণ করিলে অশ্রুত পদার্থও শ্রুত হয়" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতি বাক্যের দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা তাহার অহানি সমগ্র পদার্থের ব্রহ্ম অব্যতিরেক হেতু সম্পাদিত হয়, ব্যতিরেক হইলে পরে সেই প্রতিজ্ঞা বিনষ্ট হইবেই। তাহা হইতে অব্যতিরেক অর্থাৎ তদুপাদানকত্ব নিবন্ধন।

অতএব এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান হয় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াই ছান্দোগ্যশ্রুতি আকাশের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমকারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে আকাশাদি ক্রমপূর্ব্বক সকল পদার্থগণের সমুৎপত্তি হইয়াছে— ইহা শ্রীসূত্রকার ছান্দোগ্যশ্রুতি বাক্য দ্বারা অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব 'আকাশজাত হয়, ইহা সমস্ত শ্রুতিগণের ও শ্রীসূত্রকারের অভিমত ইহাই অর্থ ॥৫॥

অথ শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও পরব্রহ্ম হইতেই আকাশাদি সকলের উৎপত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—শব্দেভ্যঃ' ইত্যাদি। তথা শব্দেভ্যঃ – শ্রুতিবাক্য প্রমাণ সমূহ হইতেও আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করিতেছেন। সেই শব্দ সকল এই প্রকার – হে সৌম্য! সৃষ্টির অগ্রে এই সংস্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন।

ননু বাচকাভাবাৎ কথমত্র সা বক্তুং শক্যা, তত্রাহ—

॥ওঁ॥ যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ওঁ॥ ২৩।৩।৭॥

তু শব্দ শঙ্কা প্রহাণায়। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছা০ ৬।৯।৪) ইত্যত্র যাবদ্বিকারং বিভাগো নিরূপিতঃ।

প্রধান মহাদাদয়ো যাবন্তো বিকারাঃ সুবালাদি শ্রুত্যন্তরোক্তাঃ তেষাং সর্ব্বেষামেব বিভাগস্তয়াপি বোধিত ইত্যর্থঃ। বিভাগ উৎপত্তিঃ। দৃষ্টান্তমাহ - লোকেতি ।

বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" ইতি অত্রোত্তরম্—২।১।৩, "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষ." ইত্যুপক্রম্য এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ইতি বিয়দুৎপত্তির্দর্শিতা ॥৬॥

ননু ভবতু শব্দান্তরেভ্যঃ তস্যোৎপত্তিঃ অত্র ছান্দোগ্যে তন্নাস্তি, ইতি শঙ্কামবতারয়ন্তি—ননু" ইত্যাদিনা। ইতি শঙ্কায়াং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— যাবদ্ ইতি। যাবদ্ বিকারং' ইতি —যাবন্তো প্রধান মহদাদয়ো বিকারাঃ তেষাং সর্ব্বেষাং বিভাগ উৎপত্তিঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যাপি বোধিতঃ; যথা লোকবদিতি। "তু শব্দঃ" ইত্যারভ্য—গম্যেতি" ইত্যন্তং—প্রকটার্থম্। যথাচ—যাবান্ বিভাগঃ তাবানেব বিকারঃ, ন বিকার রহিতং কিঞ্চিদ্ বিভক্তমুপলভ্যতে; আকাশস্য পৃথিব্যাদিভ্যো বিভাগঃ শ্রবণাৎ সোঽপি বিকারো ভবিতুমর্হতি' ইতি।

ননু আকাশাদিভ্য আত্মাপি বিভক্তঃ পদার্থঃ, তস্য কার্য্যত্বাৎ সোঽপি বিকারী ভবতু; ইতি

এই সকল পদার্থ আত্মাস্বরূপ, ইত্যাদি ছান্দোগ্যগত বাক্য সকল হইতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একত্ব ও পরত্রে তাদাত্ম্য নিরূপণ হেতু আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে।

অর্থাৎ 'সদেব' ও ঐতদাত্ম্য" ইত্যাদি ছান্দোগ্যস্থিত বাক্য হইতে তাদাত্ম্য কার্য্য কারণের অভেদ নিরূপণ কারি শব্দ হইতে বিয়দুৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আকাশোৎপত্তি যুক্তি সঙ্গত ও শ্রুতি সঙ্গত। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—শৌনক প্রশ্ন করিলেন - হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সকল পদার্থের বিজ্ঞান হয়? উত্তর 'দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ' এই প্রকার উপক্রম করিয়া বলিলেন—এই দিব্য পুরুষ হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় সকল এবং আকাশ বায়ু তেজ জল বিশ্বধারিণী পৃথিবী জাত হয়, এই প্রমাণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল ॥৬॥

শঙ্কা - আমরা (নৈয়ায়িক) বলিব—শব্দান্তর হইতে আকাশের উৎপত্তি হউক, কিন্তু ছান্দোগ্যোপণিষদে তাহা নাই, এই প্রকার শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন—ননু ইত্যাদির দ্বারা। ছান্দোগ্যে বাচকাভাব হেতু কি প্রকারে আকাশের উৎপত্তি বলিতে সমর্থ হইবেন? উত্তর এই প্রকার শঙ্কা হইলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছে—যাবৎ ইতি।

লোকে যথা "এতে সর্ব্বে চৈত্রাত্মজাঃ ইত্যুক্তে। তেষু কেষাঞ্চিদেব চৈত্রাদুৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং তস্মাদেব সর্ব্বেষামুৎপত্তি র্বিদিতা স্যাৎ তথা ইহাপি, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছা. ৬।৯।৪)ইত্যনেন সর্ব্বাণিপ্রধান মহদাদীনি তত্ত্বানিসদুৎপন্নাণি উক্তে। তেষু তেজোঽবন্নানাং সত উৎপত্তৌ কীর্ত্তিতায়াং সর্ব্বেষাং তেষাং তস্মাদুৎপত্তির্ব্বিদিতা ভবতীতিতথাচ বাচকাভাবেঽপ্যার্থিকী বিয়দুৎপত্তিরত্রগম্যেতি।

যত্তু "গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ" (ব্র. সূ. ২।৩।২।৩) ইত্যুক্তং তন্ন, অচিন্ত্যশক্তেরুৎ-

---

চেৎ ন ; অনবস্থাদোষ প্রসঙ্গাৎ। তথাচ—আত্মনঃ কার্য্যত্বে তস্য কারণং বক্তব্যম্ , এবং ক্রমেণ কারণ-পরম্পরা নির্ণয়াভাবাৎ সুতরামেব অনবস্থা প্রাপ্তিঃ। অপি চ শুন্যবাদমপি প্রসজ্যেত। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ কার্য্যং বিয়দিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত বৃহৎসংহিতা বচনম্—একোঽবিভক্তঃ পরমপুরুষো বিষ্ণুরুচ্যতে। প্রকৃতিঃ পুরুষঃ কালস্ত্রয় এতে বিভাগতঃ॥ চতুর্থস্তু মহান্ প্রোক্তঃ পঞ্চমাহঙ্কৃতির্ম্মতা। তদ্ বিভাগেন জায়ন্ত আকাশাদ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ যো বিভাগী বিকারঃ স, মোহবিকারঃ পরো হরিঃ। অবিভাগাৎ পরানন্দো নিত্যোনিত্যগুণাত্মকঃ॥ বিভাগোঽল্পশক্তিস্থান্ন তদস্তি জনার্দ্দনে॥ ইতি।

নন্নু তথাত্বে "গৌণ্যসম্ভবাচ্ছব্দাচ্চ" (২।৩।২।৩) ইতি সূত্রস্য কা গতি র্ভবেৎ ইতি চেৎ তত্রাহুঃ —যত্তু" ইত্যাদিনা। অতর্ক্যসহস্রশক্তিমতঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বীয়াচিন্ত্যশক্তেরেব উৎপাদক

যাবদ্ বিকার যাবৎ প্রধান মহদাদি বিকার সকল আছে সেই সকলের বিভাগ উৎপত্তি ছান্দোগ্যোপনিষদেও বোধ করায়, যেমন লোকবৎ-লৌকিক দৃষ্টান্ত। সূত্র যে তুশব্দ আছে তাহা শঙ্কা প্রহানির নিমিত্ত। এই সকল পদার্থ ই আত্মা স্বরূপ' এইস্থলে যাবৎ বিকারী পদার্থ সকল বিভাগ উৎপত্তিমান নিরূপণ করিয়াছেন, প্রধান মহদাদি যাবৎ পদার্থকে বিকারী সুবালাদি শ্রুতি শ্রুত্যন্তরে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ছান্দোগ্য শ্রুতিও নিরূপণ করিয়াছেন ইহাই অর্থ। বিভাগ অর্থাৎ উৎপত্তি।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত বলিতেছেন লোকেত্তি। এই লোকে যেমন 'ইহারা সকলে চৈত্রের পুত্র" এই বলিয়া কয়েক মাত্র বালকের চৈত্র হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তন করিলেও চৈত্র হইতেই সকলের উৎপত্তি বিদিত হয় সেই প্রকার এই স্থলেও বুঝিতে হইবে। 'এই সকল পদার্থ ই আত্মা স্বরূপ' এইবাক্যের দ্বারা প্রধান মহদাদি তত্ত্ব সকলের সৎ হইতে উৎত্তি বর্ণনা করিয়া তন্মধ্যে তেজ জল অন্ন সকলের সৎ হইতে উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইলেই সকল পদার্থের সৎ হইতে উৎপত্তি বিদিত হইতেছে। সুতরাং সাক্ষাৎ বাচকাভাব থাকিলেও অর্থের দ্বারা আকাশোৎপত্তি বোধ হইতেছে। অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিভাগ সেই পর্য্যন্ত বিকার রহিত কোন বিভক্ত বস্তু উপলব্ধ হয় না, আকাশের পৃথিব্যাদি হইতে বিভাগ শ্রবণ হেতু আকাশও বিকার হইবার যোগ্য হয়।

পাদকসামগ্র্যাঃ শ্রবণাৎ। অমৃতত্বং ত্বাপেক্ষিকমেব (বৃ॰ ২।৩।৩) উৎপত্তি বিনাশ শ্রবণাৎ। এবমনুমানাচ্চ তস্যোৎপত্তিবিনাশৌ নিশ্চিনুমঃ। "বিয়দুৎপদ্যতে ভূতত্বাদ্বিনশ্যতি চানিত্যগুণাশ্রয়ত্বাদগ্নিবৎ" ইত্যুভয়ত্রাম্বয়দৃষ্টান্তঃ।

সামগ্রীত্বমিতি। প্রতিপাদিতঞ্চ—"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" ইতি সূত্রে ভাষ্যে চ। (২।১।৯৩০)

নন্বু তথাত্বে চ আকাশস্য অমৃতত্বং কথং সঙ্গস্থতে? তত্রাহুঃ—অমৃতত্বমিত্যাদিনা। "অমৃতা দিবৌকসঃ" ইতিবৎ কল্পকালস্থায়িত্বাভিপ্রায়েণ ইত্যর্থঃ।

নন্বু তথাপি—স্যাচ্চ একস্য ব্রহ্মশব্দবৎ" ইতি (২৩।২।৪ সূত্রস্য কিমুত্তরম্? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—এতেন" ইতি। এতেন অনুমানেন আকাশস্য নিত্যত্ব-বিভুত্বাদিকং নিরস্তং বেদিতব্যম্।

যদি বলেন-আকাশাদি হইতে আত্মাও বিভক্ত পদার্থ, অতএব কার্য্য হওয়া হেতু সেও বিকারী হউক? আপনারা এই কথা বলিতে পারেন না, তাহাতে অনবস্থাদোষ প্রসঙ্গ হইবে, তাহা এই প্রকার আত্মা যদি কার্য্য হয়, তবে তাহার কারণ বলিতে হইবে এই ক্রমদ্বারা কারণ পরম্পরা নির্ণয়ের অভাব হেতু অবশ্যই অনবস্থাদোষ প্রাপ্তি হইবে। অপর তাহাতে শূন্যবাদ প্রসঙ্গও উপস্থিত হইবে। অতএব পরব্রহ্মের কার্য্য আকাশ ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে শ্রীমাধ্বভাষ্যধৃত বৃহৎসংহিতা বাক্য এই প্রকার-এক অবিভক্ত পরম পুরুষকে বিষ্ণুবলা হয়, প্রকৃতি পুরুষ ও কাল এই তিনটি বিভাগ হইতে জাত হয়, চতুর্থ মহান্ পঞ্চমবস্তুকে অহঙ্কার বলে, এই অহঙ্কার বিভাগ হেতু আকাশাদি পৃথক পৃথক জাত হয়, যে বিভাগী সে বিকারী হয়, কিন্তু সেই শ্রীহরি অবিকারী অবিভাগ হেতু পরমানন্দময়, নিত্য, এবং নিত্যগুণাত্মক, বিভাগ অল্প শক্তি যুক্ত হয় তাহা শ্রীজনার্দ্দনে নাই। যদি বলেন-বিয়দুৎপত্তি স্বীকার করিলে গৌণী অসম্ভব হেতু" এই সূত্রের কি গতি হইবে? তদুত্তর বলিতেছেন যক্তু' ইত্যাদি। আপনারা যে গৌণী সম্ভব নহে' ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে, অচিন্ত্য শক্তির আকাশাদি উৎপাদক সামগ্রী আছে তাহা শাস্ত্রে শ্রবণ করাযায়, অতএব অতর্ক্য সহস্র শক্তিই সকলের উৎপাদক সামগ্রী, তাহা 'সর্ব্বোপেতা" সূত্রে ও ভাষ্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যদি বলেন-তাহাতে আকাশ অমৃত' এই বাক্যের সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-অমৃতত্বম্" ইত্যাদি। আকাশের অমৃতত্ব আপেক্ষিক মাত্র, কারণ তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ দেবতাগণ অমর এই প্রকার কল্পকাল স্থায়ী বলিয়াই অমৃত বা অমর বলা হইয়াছে ইহাই অর্থ। এই প্রকার অনুমানের দ্বারা ও আকাশের উৎপত্তি বিনাশ নিশ্চয় করিব, "আকাশ উৎপন্ন হয়, ভূতদ্রব্য হওয়া হেতু, বিনষ্টও হয় অনিত্য গুণের আশ্রয় হেতু, যেমন অগ্নি" ইহা অন্বয় দৃষ্টান্ত। যাহা নয় তাহা এই প্রকার নহে, যেমন আত্মা" ইহা ব্যতিরেক যদি বলেন তথাপি স্যাচ্চ একস্য" এই সূত্রের উত্তর কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—এতেন' ইত্যাদি।

"যস্মৈবং তস্মৈবং যথাত্মা" ইত্যুভয়ত্র ব্যতিরেকদৃষ্টান্তশ্চ। এতেন "স্যাচ্চৈকস্যে-ত্যপি নিরস্তম্।" (ব্র০ সূ০ ২।৩।২।৪) তস্মান্নব্যো ন ব্যোমজন্মাভ্যুপগমঃ ॥৭॥

৪। মাতরিশ্বাধিকরণম্

বায়ৌ পূর্ব্বোক্তমর্থমতিদিশতি—

॥ওঁ॥ এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।৪।৮॥

সঙ্গতিঃ – অথ প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—তস্মাৎ" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্যেষু আকাশোৎপত্তি শ্রবণাৎ নব্যঃ নবীনঃ ন ব্যোমজন্মঃ কিন্তু সর্ব্ব শ্রুতি–পুরাণাদিসিদ্ধ এব ইত্যর্থঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তেরাশ্রয়াৎ সর্ব্বকারণাৎ। সর্ব্বমুৎপদ্যতে তস্মাদাকাশোঽপি তথা স্মৃতঃ॥ যস্মিন্নাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি শ্রুতীরীতা। অম্বরান্তধৃতেশ্চাসৌ গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণম্ ॥৭॥

ইতি প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্ ॥৩॥

৪॥ মাতরিশ্বাধিকরণম্।

বায়ুশ্চজায়তে তস্মাৎ যস্মাৎ সর্ব্বমজায়ত।
তং সর্ব্বজনকং দেবং শ্রীগোবিন্দমহং ভজে॥

নন্বু ভবতু আকাশস্য কার্য্যত্বং জন্যত্বাৎ, ন তু তথা বায়ুঃ, তস্য অমৃতত্বশ্রবণাৎ' ইতি শঙ্কা বিনাশায় মাতরিশ্বাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অনুমানের দ্বারা বা এই সিদ্ধান্তের দ্বারা 'স্যাচ্চৈকস্য' সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে তাহাও নিরস্ত অর্থাৎ আকাশের নিত্যত্ব বিভুত্বাদি নিরস্ত হইল জানিতে হইবে।

সঙ্গতি অনন্তর প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-তস্মাৎ' ইত্যাদি। অতএব ব্যোম জন্মাভ্যুপগম নব্য নহে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্রুতিবাক্য সকলে আকাশের উৎপত্তি শ্রবণ হেতু আকাশের জন্ম স্বীকার করা নবীন মত নহে, কিন্তু সকল শ্রুতি পুরাণাদি সিদ্ধ ইহাই অর্থ। অবিচিন্ত্য মহাশক্তির পরমাশ্রয় সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সকলের উৎপত্তি হয়, অতএব তাঁহা হইতে আকাশ ও উৎপন্ন হয় জানিতে হইবে।

শ্রুতিগণ বলেন-যাহাতে আকাশ ওতঃ প্রোত ভাবে বিদ্যমান আছে, যিনি আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্ব ধারক এই শ্রীগোবিন্দদেবই সর্ব্ব কারণ হয়েন ॥৭॥

এই প্রকার প্রতিজ্ঞাহান্যধিকরণ তৃতীয় সমাপ্ত ॥৩॥

৪॥ মাতরিশ্বাধিকরণের ব্যাখ্যা।

যাহা হইতে সকল পদার্থজাত হয় তাহা হইতে বায়ুও জাত হয়, সেই সর্ব্বজনক ক্রীড়াশীল শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনাকরি। যদি বলেন আকাশ জন্য পদার্থ হেতু কার্য্য হউক, কিন্তু বায়ু

এতেন বিয়জ্জন্ম ব্যাখ্যানেন "মাতরিশ্বা" তদাশ্রিতো বায়ুরপি কার্য্যতয়োক্ত ইত্যর্থঃ। ইহাপ্যেবমঙ্গানি বোধ্যানি। বায়ুর্নোৎপদ্যতে ছান্দোগ্যেঽনুক্তেঃ।

অস্ত্যুৎপত্তিঃ "আকাশাদ্বায়ু" (তৈ০ ৩।১) ইত্যুক্তেঃ, তৈত্তিরীয়কে। গৌণ্যুৎপত্তির মৃতত্বং শ্রুতেঃ।

"প্রতিজ্ঞানুপরোধাৎ" (ব্র০ সূ০ ১।৪।৭।২৩) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" (ছা০ ৬।৯।৪) ইতি সর্ব্বেষাং ব্রহ্মকার্য্যত্বোক্তেশ্চ। ছান্দোগ্যেঽপি বায়োরুৎপত্তির্ব্বোধ্যা ইতি সিদ্ধান্তঃ।

বিষয়ঃ—অথ মাতরিশ্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।২।১, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য—"তত্তেজোঽসৃজত" (৬।২।৩) ইতি তেজোঽবন্নানাং সমুৎপত্তিঃ নিরূপিতম্। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ ইতি বিষয় বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ, মাতরিশ্বা উৎপদ্যতে? অথবা নোৎপদ্যতে? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ছান্দোগ্যবাক্যে বায়োরুৎপত্ত্যভাবাৎ নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ইত্যাদিস্তু অতিদেশঃ; "অন্যতুল্যত্ব বিধানমতিদেশঃ" ইতি। অস্য মাতরিশ্বাধিকরণস্য বিয়দধিকরণ (২।৩।১) তুল্যত্ব বিধানাৎ অতিদেশঃ; অতিদেশত্বাদস্য অধিকরণস্য পৃথক্ সঙ্গত্যপেক্ষা নাস্তীতি প্রতিপাদয়িতুং অবতারয়তি—বায়ৌ" ইত্যাদি। তস্মাদত্রাপি পূর্ব্ববদ্ বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"এতেন" ইতি। এতেন আকাশজন্ম ব্যাখ্যানেন মাতরিশ্বা

সেই প্রকার নহে, কারণ শ্রুতি পবনকে অমৃত বলিয়াছে, এই শঙ্কা বিনাশের নিমিত্ত মাতরিশ্বাধিকরণারম্ভ 'এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গিত।

বিষয়—এই মাতরিশ্বাধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে সৌম্য! অগ্রে সতই ছিল, সে তেজ সৃষ্টি করিল, এই রূপে তেজজল ও অন্ন সৃষ্টি নিরূপণ করিলেন, ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয় এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ হয় মাতরিশ্বা উৎপন্ন হয়? অথবা উৎপন্ন হয় না ইহা সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ ছান্দোগ্য বাক্যে বায়ুর উৎপত্তি অভাব হেতু তাহার উৎপত্তি হয় না, ইত্যাদি বাক্য অতিদেশ, অন্যের তুল্যতা বিধানের নাম অতিদেশ' এইমাতরিশ্বাধিকরণের বিয়দধিকরণের তুল্যতা বিধান হেতু অতিদেশ, অতিদেশ হওয়া হেতু এই অধিকরণের পৃথক সঙ্গতির অপেক্ষা নাই ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অবতারণা করিতেছেন বায়ৌ ইত্যাদি। বায়ুতে পূর্ব্বোক্ত অর্থের অতিদেশ করিতেছেন অতএব এইস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা

অমৃতত্বন্ত্বাপেক্ষিকমিত্যুক্তম্। যোগবিভাগস্তেজঃ সূত্রে মাতরিশ্বা পরামর্শার্থঃ ॥৮॥

৫॥ অসম্ভবাধিকরণম্

অথ "সদেবসোম্যেদম্" (ছা॰ ৬।২।১) ইত্যাদৌ সন্দেহানন্তরম্ সদ্ ব্রহ্মাপ্যুৎপদ্যতে? নবেতি। কারণানামপি প্রধান মহাদাদীনামুৎপত্ত্যভিধানাৎ, সদপ্যুৎপদ্যতে, তস্যাপি কারণত্বা-বিশেষাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তৌ —

ব্যাখ্যাতা কার্য্যতয়া উক্তা ইত্যর্থঃ। ইহাপি ইতি — ইহ মাতরিশ্বাধিকরণেঽপি বিয়দধিকরণবদঙ্গানি বোদ্ধ্যানি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্।

তথাচ — শ্রীভাগবতে - ২।৫।২৬, নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ। ইতি যোগঃ" ইতি — "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" (২।৩।৬।১০) ইতি সূত্রে মাতরিশ্বা পরামর্শাৎ সূত্রমিদং বিয়দধিকরণাৎ পৃথক্ কৃতমিত্যর্থঃ ॥৮॥

ইতি মাতরিশ্বাধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্ ॥৪॥

৫॥ অসম্ভবাধিকরণম্।

ন হি সতঃ সমুৎপত্তির্দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
স আকাশ-পৃথিব্যাদেঃ সর্ব্বস্য কারণং পরম্ ॥

করিতেছেন-এতেন' ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা আকাশ জন্ম ব্যাখ্যানের দ্বারা মাতরিশ্বা ব্যাখ্য অর্থাৎ কার্য্য রূপে কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। এই গগন জন্ম ব্যাখ্যানের দ্বারা মাতরিশ্বা তদাশ্রিত পবনও কার্য্যরূপে কথিত হইল। এই স্থলেও অঙ্গ সকল জানিতে হইবে, অর্থাৎ এই মাতরিশ্বাধিকরণেও বিয়দধিকরণবৎ অঙ্গ সকল জানিতে হইবে।

তাহা এই প্রকার বায়ু উৎপন্ন হয় না কারণ ছান্দোগ্যে কথিত হয় নাই, উৎপত্তি আছে" আকাশ হইতে বায়ু তৈত্তিরীয়কে এই প্রকার উক্ত হইয়াছে, এই উৎপত্তি গৌণী, শ্রুতি তাহাকে অমৃত বলিয়াছে। "প্রতিজ্ঞা অনুপরোধ হেতু" এই সকলই আত্মা স্বরূপ' এই প্রমাণে সকল পদার্থের ব্রহ্ম কার্য্যতা কথিত হইয়াছে, সুতরাং ছান্দোগ্যেও বায়ুর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে জানিতে হইবে ইহাই সিদ্ধান্ত। বায়ুর অমৃতত্ব আপেক্ষিক মাত্র। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইয়া স্পর্শগুণ যুক্ত অনিল হয়। যোগ বিভাগ স্তেজ সূত্রে মাতরিশ্বা পরামর্শের নিমিত্ত, যোগ অর্থাৎ "তেজোঽতস্তথাহ্যাহ" এই সূত্রে মাতরিশ্বা পরামর্শ হেতু এই সূত্র বিয়দধিকরণ হইতে পৃথক করা হইয়াছে ইহাই অর্থ ॥৮॥

এই প্রকার মাতরিশ্বাধিকরণ চতুর্থ সমাপ্ত ॥৪॥

ওঁ অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।৫।৯॥

তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে, নিশ্চয়ে বা। সতো ব্রহ্মণঃ সম্ভব উৎপত্তির্নৈবাস্তি। কুতঃ ?

অথ বিয়দধিকরণে মাতরিশ্বাধিকরণে চ আকাশ পবনয়োরুৎপত্তির্নিরূপিতা ; অথ যস্মাৎ এতৌ উৎপদ্যেতে তস্য উৎপত্তিরস্তি ? নাস্তি বা ? ইতি আশঙ্কায়াং সর্ব্বোৎপাদকস্য পরব্রহ্মণঃ কোঽপি উৎপাদকো নাস্তি' ইতি প্রতিপাদনায় অসম্ভবাধিকরণারম্ভঃ ; ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ অসম্ভবাধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে—৬ ২ ১, "অসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়ত" ইতি। "সদেবেতি" ইদং সন্দেহম্—পূর্ব্বমসম্ভাবিতোৎপত্তিকয়োরপি বিয়ৎপবনয়োঃ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্ বায়ুঃ" ইতি ; (তৈ০ ২।১।৩) শ্রুতিবলাৎ উৎপত্তিরুক্তা ; তথা "জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ইতি শ্রুত্যা সদপি উৎপদ্যতে।

তথাচ—ব্রহ্মাপি উৎপদ্যতে সহেতুত্বাৎ আকাশবৎ" ইত্যনুমানেন ব্রহ্মণোঽপি কুতশ্চিদ্ধেতোরুৎপত্তিরস্তি" ইতি সন্দেহম। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অস্মিন্ বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ সদিতি। যৎ সর্ব্বেষাং কারণং তস্য উৎপত্তিরস্তি ? ন বা ইতি সংশয় বাক্যম্।

৫॥ অসম্ভবাধিকরণের ব্যাখ্যা

সতের উৎপত্তি কোন শাস্ত্রে দেখাও যায় না, এবং শুনাও যায় না, কিন্তু সেই সৎ আকাশাদি পৃথিবী প্রভৃতি সকলের পরম কারণ।

অতঃপর বিয়দধিকরণে ও মাতরিশ্বাধিকরণে আকাশ ও পবনের উৎপত্তি নিরূপণ করা হইল, যাহা হইতে এই দুইটি উৎপন্ন হয় তাহার উৎপত্তি আছে ? অথবা নাই ? এই প্রকার আশঙ্কা হইলে 'সর্ব্বোৎপাদক পর ব্রহ্মের কেহ উৎপাদক নাই' ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অসম্ভবাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—এই অসম্ভবাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে-সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র অদ্বিতীয় অসতই ছিল' সেই অসৎ হইতে সৎ জাত হয়। 'সদেব সৌম্য' এই শ্রুতি বাক্যে অন্য প্রকার সন্দেহ হইতেছে-পূর্ব্বে যাহাদের কোন প্রকার উৎপত্তির সম্ভাবনা ছিল না সেই গগন ও পবনের সেই এই আত্মা হইতে আকাশ জাত হয় তাহা হইতে বায়ু" এই শ্রুতি বলে উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন। সেই প্রকার হে বিশ্বতোমুখ! তুমি জাত হও' এই শ্রুতিবলে সতও উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মও উৎপন্ন হয়, সহেতু হওয়ার জন্য, যেমন আকাশ, এই অনুমানের দ্বারা ব্রহ্মেরও কোন কারণ হইতে উৎপত্তি আছে ইহাই সন্দেহ, এই প্রকার বিষয় বাক্য।

অনুপপত্তেঃ। হেতুবিরহিণস্তস্য তদযোগাদিত্যর্থঃ। অত এবং শ্রুতিরাহ "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ (শ্বেঃ ৬।৯) ইতি। ন চ কারণত্বাদুৎপত্তিমৎ" ইত্যনুমাতুং শক্যম্, শ্রুত্যনুমানবাধাৎ।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—ইত্যেবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়তি—কারণানামিতি। তথাচ- যথা বিকারেভ্য এব আকাশাদিভ্য উত্তরেষাং বিকারাণাং পবনাদীনামুৎপত্তিঃ, তথা কস্যচিদ্ বিকারাদেব ব্রহ্মণ উৎপত্তির্ভবিতুমর্হতি' ইতি বাদীনামাশয়ঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সত্যাং ; অত্র ব্রহ্মণোঽজত্বাদিশ্রুতিঃ, ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেশ্চ বিরোধো ভবতি ; ন বা ? ইতি সংশয়ে—ব্রহ্মোৎপত্তিশ্রুতেরনুমানপোষকেন প্রাবল্যাৎ অস্ত্ব্যভয়োর্ব্বিরোধঃ" ইতি প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অসম্ভবস্তু" ইত্যাদি। "তু" শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদে ; তথাচ এতাদৃশী শঙ্কা ন করণীয়া" ইতি। অথবা—নিশ্চয়ে—নিশ্চিতমেব সতো ব্রহ্মণ উৎপত্তির্ণাস্তি" ইত্যর্থঃ।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ হইতেছে-সদিতি। সৎ ব্রহ্মও উৎপন্ন হয় ? কিম্বা হয় না ? অর্থাৎ যে সকলের কারণ তাহার উৎপত্তি হয় ? অথবা উৎপত্তি হয় না, ইহা সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষ অবতারণা করিতেছেন-কারণানামিতি। প্রধান মহদাদি কারণ সমূহেরও উৎপত্তি কথন হেতু সতও উৎপন্ন হয়, যে হেতু তাহাও কারণ বিশেষ অর্থাৎ যেমন আকাশাদি বিকার হইতে উত্তরোত্তর পবনাদি বিকার সমূহের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার কোন বিকার হইতেই ব্রহ্মের উৎপত্তি হওয়া উচিত ইহাই বাদিগণের অভিপ্রায় এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে ব্রহ্মের অজত্বাদি শ্রুতি ও ব্রহ্মোৎপত্তি শ্রুতির বিরোধ হয় ? অথবা হয় না ? এই সংশয়ে ব্রহ্মোৎপত্তি শ্রুতি অনুমান পোষকের দ্বারা প্রবল হেতু উভয়ের বিরোধ হয়, এই স্থলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অসম্ভবস্তু' ইত্যাদি। সতের উৎপত্তি অসম্ভব অনুপপত্তি হেতু। সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা ছেদের নিমিত্ত, অর্থাৎ এই প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে। অথবা নিশ্চত রূপে সৎ ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই ইহাই অর্থ। সৎ ব্রহ্মের সম্ভব উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ সর্ব্ব কারণ কারণ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের উৎপত্তি নাই। কেন ? অনুপপত্তি হেতু, অর্থাৎ তাদৃশ যুক্তির অভাব হেতু। হেতু বিরহী ব্রহ্মের হেতুর অযোগ হেতু, অর্থাৎ হেতু বিরহী কারণ রহিত সেই পর ব্রহ্মের কারণের অভাব হেতু এই অর্থ। যাহা হেতু বিরহ সৎরূপ তাহা নিত্য, বৈশেষিক সূত্রে বর্ণিত আছে-সৎ অকারণবৎ নিত্য, অতএব সতের কারণাভাব হেতু নিত্য।

মূলকারণস্য স্বীকার্য্যত্বাত্তদভাবেঽনবস্থাপাতাচ্চ। যন্মূলকারণং তত্ত্বমূলমেব। মূলেমূলাভাবাদিতি" (সং সূ° ১।৬৭) ইহ ব্রহ্মোৎপত্তিশঙ্কা পরিহারেণ এবং জ্ঞাপ্যতে

সতঃ – সর্ব্বকারণকারণস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য উৎপত্তির্নাস্তি ; কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ, তাদৃশযুক্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ। হেতুরিতি –হেতুবিরহিনঃ কারণরহিতস্য তস্য পরব্রহ্মণঃ তদযোগাৎ কারণাভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচ—যৎ হেতুবিরহিতং সদ্রূপং তন্নিত্যম্। তথাহি বৈশেষিকসূত্রম্—৪।১।১, সদকারণবন্নিত্যম্" ইতি। তস্মাৎ সতোঽকারণবত্বাৎ নিত্যমিত্যর্থঃ। অথ সতো ব্রহ্মণো হেতুবিরহে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যং প্রমাণয়ন্তি স কারণমিতি। সঃ—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, "কারণম্," অব্যক্তমহদহঙ্কারাকাশ পবনাদীনাং কারণং উদ্ভবস্থানমিতি ; এতেষাং কারণানামপি কারণমিত্যর্থঃ :

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।১ "অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্," ইতি। এবং স এব কারণাধিপাধিপঃ, করণানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি তেষামধিপা ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ ; তেষামিন্দ্রাদিদেবানামপি অধিপঃ, নিয়ামক ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীভাগবতে—৩।৫।৩৭, এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ নানাত্বাৎ স্বক্রিয়াঽনীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্॥ তস্মাৎ করণাধিপাধিপঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব। কিঞ্চ—তস্য সর্ব্বকারণস্য সর্ব্বনিয়ামকস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য কশ্চিৎ জনিতা জন্ম প্রদাতা ন নাস্তীত্যর্থঃ। তথা তস্য অধিপঃ শাসকঃ চ ন নাস্তি ইতি।

অনন্তর সৎ ব্রহ্মের হেতু বিরহ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-সকারণমিতি। তিনি সকলের কারণ এবং কারণাধিপেরও রাজা কেহ তাঁহার জন্মদাতা নাই, এবং কেহ শাসক নাই, অর্থাৎ সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব কারণ অব্যক্ত মহদহঙ্কার আকাশ পবনাদি সকলের উৎপত্তি স্থান ইহাদের ও পরমকারণ এই অর্থ। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে-শ্রীগোবিন্দদেব অনাদি এবং কারণ বর্গের আদি, এবং কারণ সমূহেরও পরম কারণ। এবং তিনিই কারণাধিপাধিপ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল করণ, তাহাদের শাসক ইন্দ্রাদিদেবগণ, শ্রীগোবিন্দদেব সেই ইন্দ্রাদিদেব গণেরও অধিপ বা নিয়ামক ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-এই মহদাদির অভিমানী দেবতা সকল শ্রীবিষ্ণুর কলা বা বিভূতি, তাহারা কাল লিঙ্গ বিকার, মায়ালিঙ্গ বিক্ষেপ, অংশলিঙ্গ-চেতন, সুতরাং পরস্পর মিলিত না হইয়া পৃথকরূপে স্ব স্ব কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড রচনায় অসমর্থ হইলেন, সুতরাং কৃতাঞ্জলি পুটে সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করতঃ বলিলেন। অতএব কারণাধি পাধিপ শ্রীগোবিন্দদেবই।

অপর সেই সর্ব্ব কারণ সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবের কেহ জনিতা জন্ম প্রদাতা নাই, এবং তাঁহার অধিপ বা শাসকও নাই। এই বিষয়ে শ্রীদশমে বর্ণিত আছে শ্রীসহদেব কহিলেন-সাত্ত্বতগণের অধিপতি

ব্রহ্মৈব পরমকারণত্বাদুৎপত্তিশূন্যং, তদন্যদবক্তব্য মহদাদিকন্তু সর্ব্বমুৎপত্তিমদেব। খাদিজন্মনিরূপণন্তূদাহরণার্থমিতি ।।৭।।

তথাহি - শ্রীভাগবতে - ১০।৭৪।১৯-২১, অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা দেশকাল ধনাদয়ঃ॥ যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ। অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ॥ এক এবাদ্বিতীয়োহসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ। আত্মনাহত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ তস্মাৎ পরমকারণস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য সতঃ উৎপত্তির্ণাস্তীত্যর্থঃ। ন চ আকাশাদি বিকারেভ্যো বিকারোৎপত্তিদর্শনাৎ, ব্রহ্মণ কারণাবিশেষাৎ তস্যাপিবিকারত্বং ভবিতুং যোগ্যমিতি বাচ্যম্, শ্রুত্যনুমানেন বাধাৎ। মূলকারণাস্বীকারেঽনবস্থাদোষ প্রসঙ্গাচ্চ।

ন চ কারণত্বাদুৎপত্তিমৎ আকাশবৎ' ইত্যনুমানবলাৎ ব্রহ্মণোঽপি উৎপত্তিমত্ত্বং সাধ্যমিতি চেৎ তত্রাহুঃ—নচেতি। শ্রুত্যনুগতমনুমানস্তু—ব্রহ্মণঃ কারণাভাবং সর্ব্বেষাং মূলকারণত্বাৎ, জনকাভাবত্বাৎ, শাসকাভাবত্বাৎ, পরমাণুবৎ" ইতি। তস্মাৎ শ্রুত্যনুমানবাধাৎ পরমকারণত্বাৎ ব্রহ্ম নোৎপত্তিমানিত্যর্থঃ। এতদেব বিস্তারয়ন্তি মূলকারণস্য" ইত্যাদিনা। অত্রার্থে সাংখ্যসূত্রমুদাহরন্তি—মূলে" ইতি। "মূলে মূলাভাবদমূলং মূলং যৎ কারণং তন্মূলং, তস্যাপি মূলান্বেষণে অনবস্থাপাতাং।

ভগবান অচ্যুত অগ্রপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্য পাত্র, দেশকাল পাত্র বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলে সকল দেবতার পূজা হইবে, এই বিশ্বযদাত্মক যজ্ঞসকল যদাত্মক অগ্নি আহুতি মন্ত্র সকল সাংখ্য জ্ঞান, যোগ উপাসনা যাঁহার অধীন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, এই জগৎ সমুদায় তদাত্মক, হে সভ্যগণ! তিনি নিজেই নিজের আশ্রয়, এই সৃষ্টি স্থিতি পালনের কর্ত্তা, অতএব সৎ স্বরূপ পরমকারণ শ্রীগোবিন্দদেবের উৎপত্তি নাই এই অর্থ।

যদি বলেন আকাশাদি বিকার হইতে বিকারের উৎপত্তি দর্শন হেতু ব্রহ্মও সেই প্রকার কারণ বিশেষ হেতু সেও বিকারী হইতে যোগ্য হয়, তাহা বলিতে পারেন না, কারণ শ্রুতি কথিত অনুমানের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবে। মূল কারণ স্বীকার না করিলে অনবস্থাদোষ প্রসঙ্গ হইবে। যদি বলেন-আমরা 'কারণত্বাৎ উৎপত্তিমান, আকাশবৎ' এই অনুমান বলে ব্রহ্মেরও উৎপত্তিমত্ব সাধন করিব, তদুত্তরে বলিতেছেন নচেতি। কারণ হেতু উৎপত্তিমান' এই রূপ অনুমান করিতে পারিবেন ন, শ্রুত্যনুমান তাহার বাধা প্রদান করিবে, শ্রুত্যনুগতানুমান এই প্রকার ব্রহ্মের কারণের অভাব আছে, সকলের মূল কারণ হেতু, তাঁহার জনকের অভাব হেতু, শাসকের অভাব হেতু যেমন পরমানু। অতএব উক্তানুমানের শ্রুত্যনুমান দ্বারা বাধা হেতু, পরমকারণ হেতু ব্রহ্ম উৎপত্তি মান নহে। ইহাই বিস্তার করিতেছেন-মুল কারণস্য "ইত্যাদি।

মূলকারণ স্বীকার করিতে হইবে, তাহার অভাবে অনবস্থাদোষ হইবে। যাহা মূলকার

ননু "জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখ! ইতি শ্রুতেঃ কা গতিঃ? অত্র এবং সমাধেয়ম্,—শ্রুত নু-মানেন তস্যা বাধাৎ সা তু দুর্ব্বলা শ্রুতিঃ, তস্মাৎ জীবশক্তি-মায়াশক্তিদ্বয় দ্বারা জগদাকারপরিণতিরেব ভবতি পরব্রহ্ম; নতু তত্র বিকারলেশগন্ধঃ" ইতি। তথাপি মূলান্বেষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং—"সমমাবয়োদ্‌ষণম্" ইতি। তথাচ খণ্ডনখণ্ড খাদ্যে—২য় পরি° (৫৬৮ পৃ°) যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ তাদৃগর্থ-বিচারণে॥ ইতি শ্রীকুমারিলভট্টপাদাঃ। (শ্লোক° বা°) তথাচ—বাদিনো যদি ব্রূতে ভবতাং ব্রহ্ম উৎপত্তিমান্ কারণত্বাৎ দ্ব্যণুকাদিবৎ, ব্রহ্ম উৎপত্তিমান্ কারণত্বাৎ মহদ্‌বৎ" ইতি; তদা এবমুচ্যতে—ভবন্তোঽপি পরমাণূনাং; প্রধানস্য চ কারণং কথয়ন্তু; যদি নাস্তি ভবতাং তেষাং কারণং, তদা অস্মাকমপি পরব্রহ্মণঃ কারণাভাবে ন কামপি বিপ্রতিপত্তিরিত্যর্থঃ।

সঙ্গতি ঃ—অথ অসম্ভবাধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—"ইহ" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ পরব্রহ্ম —শ্রীগোবিন্দদেবঃ পরমকারণত্বাৎ উৎপত্তি-বিনাশশূন্যমিতি বর্ত্তুলার্থঃ। তথাহি শ্রীভগবান্ শ্রীভাগবতে—২।৯ ৩২ অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যতে সোঽস্ম্যহম্॥ ইতি॥৭॥

ইতি অসম্ভবাধিকরণং পঞ্চমং সম্পূর্ণম্॥৫॥

তাহা কিন্তু অমূল অর্থাৎ মূল রহিত। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে উদাহরণ দিতেছেন-মূলে" ইতি। মূলে মূলের অভাব হেতু মূলের মূল নাই' অর্থাৎ' মূল কারণের অভাব হেতু মূল রহিত যে কারণ তাহাই মুল, তাহারও মূল মূল অন্বেষণ করিলে অনবস্থা হইবে। যদি বলেন-হে বিশ্বমুখ! আপনি জাত হইতেছেন" এই শ্রুতির কি গতি হইবে? এই স্থলের সমাধান এক প্রকার-শ্রুত্যনুমানের দ্বারা ঐ শ্রুতির বাধা হেতু, তাহা দুর্ব্বল শ্রুতি।

অতএব জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি দ্বারা পরব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে বিকার লেশের গন্ধ মাত্রও নাই। তথাপি যদি আপনারা (নৈয়ায়িকা) মূল অন্বেষণ বিপ্রত্তিপত্তি উপস্থিত হইলে আমাদের উভয়ের দোষ সমান, এই বিষয়ে খণ্ডনখণ্ড খাদ্যে বর্ণিত আছে-যে স্থলে উভয়ের দোষ সমান, অথবা পরিহারও সমান, সেই স্থলে অর্থ বিচার বিষয়ে কোন একটির প্রয়োগ করা উচিত নহে। যদি বাদিগণ বলেন-আপনাদের ব্রহ্ম উৎপত্তিমান্ যে হেতু সে কারণ, যেমন দ্ব্যনুকাদি, ব্রহ্ম উৎপত্তিমান কারণ হেতু যেমন মহৎ।

তদুত্তরে আমরা (বৈদান্তিক) বলিব-আপনারাও চতুর্ব্বিধ পরমানু সকলের ও প্রধানের কারণ বলুন? যদি আপনাদের প্রধান ও পরমানু সকলের কারণ নাই, তবে আমাদেরও পরব্রহ্মের কারণাভাবে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই এই অর্থ।

সঙ্গতি—অসম্ভবাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-ইহ" ইত্যাদি। এইস্থলে ব্রহ্মোৎ

৬। তেজোঽধিকরণম্

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য, তেজোবিষয়কং শ্রুতিবিরোধং পরিহরতি। "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা০ ৬।২।৩) ইতি ব্রহ্মজত্বং তেজসো শ্রুতম্। বায়োরগ্নিঃ" (তৈঃ ২।১।৩) ইতি তু বায়ুজত্বম্। তত্র "বায়োঃ" ইতি পঞ্চম্যা আনন্তর্য্যার্থত্বস্যাপি সম্ভবাৎ ব্রহ্মজং তদিতি প্রাপ্তে—

৬। তেজোঽধিকরণম্।

এবং প্রাসঙ্গিকমিতি—আকাশাদ্যুৎপত্তি প্রকরণে প্রতিবাদিশঙ্কা নিবারণার্থং ব্রহ্ম উৎপদ্যতে ন বা ইতি প্রসঙ্গমাপতিতম্; তৎ সমাপ্য তেজো বিষয়কং শ্রুতি বিরোধং পরিহারার্থমিদমারভ্যতে। অথ গগন-পবনয়োর্ব্রহ্মজত্বং প্রতিপাদ্য তেজসঃ তদুৎপন্নত্বং নিরূপয়িতুং তেজোঽধিকরণমারম্ভঃ, ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ তেজোঽধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি তদিতি। তৎ সচ্ছব্দবাচ্য এক মেবাদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তেজোঽসৃজত" ইতি অত্র ছান্দোগ্যবাক্যে তেজসো ব্রহ্মজত্বং শ্রুতম্। তৈত্তিরীয়কোপনিষদি "বায়োঃ অগ্নিরুৎপদ্যতে" ইতি অগ্নেঃ বায়ুজত্বং আম্নায়তে ইতি বিষয়-বাক্যম্।

আশঙ্কা পরিহারের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন ব্রহ্মই পরমকারণ হেতু উৎপত্তি শূন্য, তদন্য অব্যক্ত মহাদাদি সকল উৎপত্তিমান। আকাশাদি জন্মনিরূপণ কিন্তু উদাহরণের নিমিত্ত। অতএব পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব পরম কারণ হেতু উৎপত্তি বিনাশ শূন্য।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীভগবান বলিলেন সৃষ্টির অগ্রে আমিই এক মাত্র ছিলাম, অন্য সৎ অসৎ প্রভৃতি ছিলনা, অমি সৃষ্টির পশ্চাতে থাকিব, যাহা বর্ত্তমনে আছে তাহাও আমি, যাহা অবশেষ থাকিবে তাহাও আমি, সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবই সর্ব্ব কারণ কারণ ॥৯॥

এই প্রকার অসম্ভবাধিকরণ পঞ্চম সম্পূর্ণ ॥৫॥

৬। তেজোঽধিকরণের ব্যাখ্যা।

এই প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয় শেষ করিয়া তেজঃ বিষয়ক শ্রুতি বিরোধ পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ আকাশাদি উৎপত্তি প্রকরণে প্রতিবাদি গণের শঙ্কা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়? অথবা হয় না? এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা সমাপ্ত করিয়া তেজঃ বিষয়ক শ্রুতি বিরোধ করিবার নিমিত্ত আরম্ভ করিতেছেন।

অনন্তর গগন ও পবনের ব্রহ্ম জাতত্ব প্রতিপাদন করিয়া তেজের ব্রহ্মোৎপন্নত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত তেজোহধিকরণারম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি নিরূপিত হইল।

ওঁ॥ তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ওঁ॥ ২।৩।৬।১০।

অতো মাতরিশ্বনঃ সকাশাত্তেজ উৎপদ্যতে। তথাহি শ্রুতিরাহ "বায়োরগ্নিঃ" (তৈ০ ২।১।৩) ইতি। ইদমত্র বোধ্যং অনুবর্ত্তমান সম্ভূতঃ' শব্দান্বিতত্বেন "বায়োঃ" ইতি পঞ্চম্যা অপাদানার্থত্বমেব মুখ্যং কণ্ঠত্বাৎ। আনন্তর্য্যার্থত্বং তু ভাক্তং কল্প্যত্বাৎ। ততশ্চ মুখ্যমেব

সংশয় ঃ অত্র ভবতি সংশয়ঃ—কিময়ং তেজো ব্রহ্মজং বায়ুজাতং বা ? ইতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—তত্র পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি তত্র ইত্যাদিনা। বায়োঃ" ইতি পঞ্চমীবিভক্তিস্তু আনন্তর্য্যার্থকথনং ন তু অপাদানম্। তস্মাদ্ বায়োরনন্তরং অগ্নিরুৎপদ্যতে" ইতি মন্ত্রার্থস্য সম্ভবাৎ,তেজো ব্রহ্মজমেব, ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্॥

সিদ্ধান্ত ঃ বায়োরনন্তরং তেজোৎপত্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ—তেজঃ" ইতি। সূত্রার্থস্তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। ননু "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ" (তৈ০ ২।১।৩) ইত্যারভ্য "পৃথিব্যা ওষধয়ঃ" ইত্যন্তেন হেতুপঞ্চম্যা দর্শনাৎ মধ্যে কস্মাৎ ক্রমার্থা—আনন্তর্য্যার্থা বা পঞ্চমী সম্ভবেৎ ? তত্ত্ব অসঙ্গতমেব, ইতি সমাধানার্থং বিস্তারয়ন্তি ইদমত্র বোধ্যমিতি। অনু" ইতি প্রকটার্থম্।

বিষয়—অতঃপর তেজোঽধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন তদিতি। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ সচ্ছব্দবাচ্য একমাত্র দ্বিতীয় রহিত পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইস্থলে ছান্দোগ্য বাক্যে তেজের ব্রহ্ম হইতে জন্ম শ্রবণ করা যায়। বায়ু হইতে অগ্নি' অর্থাৎ তৈত্তিরীয়কোপনিষদে বায়ু হইতে অগ্নিজাত হয়, এই প্রকার অগ্নির বায়ুজাতত্ব বর্ণিত হয়, ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই স্থলে সংশয় হয় এই তেজঃ ব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াছে ? অথবা বায়ু হইতে জাত হইয়াছে ? ইহা সংশয়।

পূর্ব্বপক্ষ—তন্মধ্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—তত্র" ইত্যাদি। তাহাতে অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োপনিষদে বায়ু হইতে এই পঞ্চমী বিভক্তির আনন্তর্য্য অর্থও সম্ভব হেতু বায়ু ব্রহ্মজই, অর্থাৎ 'বায়োঃ" এই পঞ্চমী বিভক্তি আনন্তর্য্য অর্থ বলিবার জন্য, কিন্তু অপাদান নহে। সুতরাং বায়ুর অনন্তর অগ্নি উৎপন্ন হয় এই প্রকার মন্ত্রার্থ সম্ভব হেতু বায়ু ব্রহ্ম হইতেই জাত হইয়াছে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—বায়ু অনন্তর তেজের উৎপত্তি, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন—তেজঃ "ইতি, অতএব তেজও সেই প্রকার শ্রুতি বলিয়াছেন। এই হেতু মাতরিশ্বা হইতে তেজ উৎপন্ন হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন বায়ু হইতে অগ্নি জাত হয়।

ন্যায্যত্বাদ্ গ্রাহ্যম্। এবমপি বক্ষ্যমানযুক্ত্যা ব্রহ্মজত্বঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে ॥১০॥

৭॥ অবধিকরণম্

অথাপামুৎপত্তিমাহ, তত্র যদ্যুভয়ত্রাপ্যগ্নেরেব তদুৎপত্তিরুক্তা, তথাপি বিরুদ্ধাত্তস্মাৎ সা ন যুজ্যেতেতি কস্যচিৎ শঙ্কা স্যাৎ। তামপনেতুং সূত্রারম্ভঃ -

---

তথাহি শ্রীভাগবতে—৩ ২৬ ৩৮ বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্ রূপং দৈবেরিতাদভূৎ। সমুত্থিতং ততস্তেজ —শ্চক্ষুরূপোপলম্ভকম্ ॥ তথাচ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি সম্ভূতঃ" শব্দস্য প্রতিবর্ত্তমান শব্দেন সহ অন্বিতত্বাৎ "বায়োঃ" ইতি পঞ্চম্যাঃ অপাদানার্থত্বমেব মুখ্যমিতি, কৢপ্তত্বাৎ সিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। আনন্তর্য্যার্থত্বং তু গৌণং কল্পনীয়ত্বাৎ।

সঙ্গতি ঃ—অথ সঙ্গতি প্রকারং দর্শয়ন্তি—ততশ্চেতি। ততঃ যন্মুখ্যং তদেব গ্রহনীয়মিতি সিদ্ধম্। এবমিতি—বক্ষ্যমাণ—"তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" (ব্র০ সূ০ ২।৩।১৩) ইতি রীত্যা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মজত্বমপি ন বিরোধঃ ॥১০॥

ইতি তেজোঽধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্ ॥৬॥

শঙ্কা—তৈত্তিরীয়কোপনিষদে সেই এই আত্মা হইতে আকাশ' এইরূপ আরম্ভ করিয়া" পৃথিবী হইতে ঔষধ সকল" এই পর্য্যন্ত হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি দর্শন হেতু, মধ্যস্থলে কি কারণে ক্রমার্থ, অথবা আনন্তর্য্যার্থ পঞ্চমী হইবে ? তাহা অসঙ্গত, ইহা সমাধানের নিমিত্ত বিস্তার করিতেছেন- ইদমিতি। এই স্থলে ইহাই জানিবার বিষয় অনুবর্ত্তমান পশ্চাৎ গমনকারী' সম্ভূতঃ শব্দের সহিত অন্বিত হওয়া হেতু "বায়োঃ" এই পঞ্চমীর অপাদানার্থ ই মুখ্য অর্থ সিদ্ধ হইতেছে। আনন্তর্য্যার্থ কিন্তু গৌণ যে হেতু তাহা কল্পনীয়। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—স্পর্শতন্মাত্র রূপ বায়ু, শ্রীভগবানের ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে রূপ তদনন্তর তেজঃ এবং রূপের গ্রাহক চক্ষুঃ উৎপন্ন হয়। অতঃ " সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়" এই 'সম্ভূতঃ' শব্দের প্রতি বর্ত্তমান শব্দের সহিত অন্বয় হওয়া হেতু 'বায়োঃ' এই পঞ্চমীর অপাদানার্থ ই মুখ্য সিদ্ধার্থ' হেতু। আনন্তর্য্যার্থ কিন্তু গৌণ, কারণ তাহা কল্পনীয় হেতু।

সঙ্গতি অনন্তর সঙ্গতি প্রকার দেখাইতেছেন ততশ্চেতি। সুতরাং মুখ্যার্থ ই গ্রহণীয় তাহা ন্যায্য হেতু যাহা মুখ্যার্থ তাহাই গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার যুক্তির দ্বারা সকলের ব্রহ্ম জাতত্ব বিরোধ হয় নাই। অর্থাৎ বক্ষ্যমান তাঁহার অভিধ্যান হেতু ও শ্রুতি প্রমাণ হেতু তিনি সর্ব্বকর্ত্তা" এই রীতি অনুসারে সকল পদার্থের ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কোন বিরোধ নাই ॥১০॥

এই প্রকার তেজোঽধিকরণ ষষ্ঠ সমাপ্ত ॥৬॥

ওঁ॥ আপঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।৭।১১॥

"অতস্তথাহ্যাহ" (২।৩।৬।৯) ইত্যনুবর্ত্ততে। আপোঽতস্তেজস উৎপদ্যন্তে। 'হি' যতস্তথা শ্রুতিরাহ—"তদপোঽসৃজত" ইতি (ছা° ৬।২।৩) "অগ্নেরাপঃ" (তৈ° ২।১।৩) ইতি

৭। অবধিকরণম্।

অথ তেজোৎপত্ত্যনন্তরং জলবিমর্শনম্"

বিষয়ঃ—অথাত্র বিষয় বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।২।৩, "তদপোঽসৃজত" ইতি। তৈত্তিরীয়কে-২।১।৩ "অগ্নেরাপঃ" ইতি। মুণ্ডকে চ—২।১।৩ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়স্যাবতারমাহুঃ—"তত্র" ইত্যাদিনা। যদ্যপি উভয়ত্র তৈত্তিরীয়কে ছান্দোগ্যোপনিষদি চ অগ্নেরেব জলস্যোৎপত্তিরভিহিতা, তথাপি ভবতি সংশয়ঃ; কুতঃ? বিরুদ্ধত্বাৎ, উভয়ত্র অগ্নিজত্বমপাং নিরূপিতম্। ছান্দোগ্যে তু পুন ব্র্হ্মজত্বং প্রতিপাদিতমিতি শঙ্কা নিদানম্। ইতি সংশয় বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে ভবতি পূর্ব্বপক্ষস্যাবসরঃ; "সা ন যুজ্যতে" ইতি। জলস্য অগ্নের্নোৎপত্তিঃ সম্ভবেৎ, কুতঃ? বিরুদ্ধত্বাৎ। তথাচ জলস্য অগ্নিদাহত্ব দর্শনাৎ, অগ্নেশ্চ জলনাশ্যত্ব দর্শনাৎ নোভয়োঃ কার্য্য কারণ সম্ভাবনা; তস্মাদপামপি ব্রহ্মজত্বং বোধ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

৭। অবধিকরণের ব্যাখ্যা।

অথ তেজোৎপত্তি নির্ণয়ের পর জলোৎপত্তি বিচার।

বিষয়—অবধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ-ছান্দোগ্যে বর্ণিত" আছে" তিনি জল সৃষ্টি করিলেন" তৈত্তিরীয়ে কথিত আছে-অগ্নি হইতে জল জাত হয় মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে-এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয় সকল জাত হয় এবং আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী জাত হয়, এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয়ের অবতরণা করিতেছেন তত্রেতি। যদিও উভয় স্থলে অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তথাপি বিরুদ্ধ হেতু তাহা হইতে উৎপত্তি যুক্ত সঙ্গত নহে, এই প্রকার কাহারও শঙ্কা হয়। অর্থাৎ উভয়ত্র তৈত্তিরীয়কে ও ছান্দোগ্যে অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তথাপি সংশয় হইতেছে, কেন! বিরুদ্ধ হেতু, উক্ত উপনিষদ্দ্বয়ে জল অগ্নি হইতে জাত নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু ছান্দোগ্যে পুনরায় ব্রহ্ম হইতে জাত হয় প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই শঙ্কার নিদান।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্ব পক্ষের অবসর হইতেছে-তাহা যুক্তি সংগত

চ। নহি বাচনিকেঽর্থে ন্যায়োঽবতরতি। ছান্দোগ্যে তূপপাদিকা যুক্তিরপি দৃশ্যতে তস্মাদ্ যত্র ক্ক চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে" (ছা° ৬।২।৩) ইতি ।।১১।।

সিদ্ধান্ত : ইত্যেবমাশঙ্কামপনেতুং সূত্রারম্ভং করোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আপঃ" ইতি আপঃ অগ্নেরেবোৎপদ্যতে ; "অগ্নেরাপঃ" ইতি তৈত্তিরীয়কশ্রুতেঃ। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। তথাচ যত্র শ্রুতিঃ স্পষ্টমেব বস্তু প্রতিপাদয়তি তত্র ন্যায়োঽবতারণং ব্যর্থমেব। এবং ছান্দোগ্য বাক্যে জলস্য তেজোৎপন্নত্বং যুক্তিদ্বারেণ প্রতিপাদিতম্। তদিত্থম্—তস্মাৎ জলস্য তেজোৎপন্নত্বাৎ যত্র ক্ক চ দেশে কালে বা শোচতি শোকং করোতি, রোদিতি বা, স্বেদতে ঘর্ম্মাক্তো ভবতি পুরুষ ইতি ; তাঃ আপঃ তেজস এব জায়ন্তে ; আপো দ্রবাঃ, স্নিগ্ধাঃ, রস্যাঃ, স্যন্দিন্যঃ, শুক্লাশ্চেতি।

তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।২৬।৪১· রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাৎ তেজসো দৈবচোদিতাৎ। রসমাত্রমভূৎ তস্মাদম্ভো জিহ্বা রসগ্রহঃ॥ তস্মাৎ তেজস এব অপামুৎপত্তিরিত্যর্থঃ। নচ জলস্যাগ্নিদাহ্যত্বং অগ্নেশ্চ জলনাশ্যত্বমিতি বাচ্যম্ অপকৃষ্ট উৎকৃষ্টত্ব বিধানাৎ। তথাচ অপকৃষ্ট স্নেহমেব জলং বহ্নিনাশকম্ উৎকৃষ্ট স্নেহবিশিষ্ট—ঘৃত-তৈলাদি ভাবগতস্য জলস্য অগ্নেরনুকূলমেবেতি সংক্ষেপঃ॥১১॥

ইতি অবধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্ ॥৭॥

নহে, জলের অগ্নি হইতে উৎপত্তি সম্ভব হইবে না, কেন ? বিরোধ হেতু। অর্থাৎ জল অগ্নিদ্বারা দাহ হয়, অগ্নি ও জলের বিনষ্ট হয়, সুতরাং উভয়ের কার্য্য কারণ সম্ভাবনা নাই, অতএব জলও ব্রহ্ম হইতে জাত হয় জানিতে হইবে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার শঙ্কা অপনোদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রারম্ভ করিতেছেন-অপঃ " ইতি। অপ অগ্নি হইতেই উৎপন্ন হয় 'অগ্নি হইতে জল" এই প্রকার তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি বলিয়াছেন। পূর্ব্ব সূত্র' অতএব তাহা বলিয়াছেন' এই অংশ অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই হেতু জল তেজঃ হইতে উৎপন্ন হয়। হি শব্দের দ্বারা শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন, 'তিনি জল সৃষ্টি করিলেন অগ্নি হইতে জল ইত্যাদি। বাচনিক অর্থে ন্যায়ের অবতার হয় না, অর্থাৎ যে স্থলে স্পষ্ট রূপে বস্তু প্রতিপাদন করিতেছেন সেই স্থলে ন্যায়ের অবতরণ করা ব্যর্থ প্রয়াশ। ছান্দোগ্যে উপপাদিকা যুক্তিও দেখা যায়, অর্থাৎ ছান্দোগ্য বাক্যে জল তেজঃ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদান করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার-অতএব জলের তেজঃ হইতে উৎপন্ন হওয়া হেতু যে কোন দেশে কিম্বা কালে মানব শোক করে রোদন করে, ঘর্ম্মাক্ত হয় তাহা তেজঃ হইতেই সেই জল জাত হয়। জল দ্রব গুণ যুক্ত স্নিন্ধ রস যুক্ত ক্ষরণ শীল ও শুক্ল বর্ণ যুক্ত। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে রূপ তন্মাত্র স্বরূপ তেজঃ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে রস তন্মাত্র হয় তাহা হইতে জল ও রস গ্রাহক জিহ্বা হয়। অতএব তেজঃ হইতেই জলের উৎপত্তি হয়। যদি বলেন অগ্নি জলকে দাহন শোষণ করে, অগ্নিও

পৃথিব্যধিকরণম্

"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত" (ছা০ ৬।২।৩) ইত্যত্র বিচারান্তরম্। কিমনেন 'অন্ন' শব্দেন যবাদিকং গ্রাহ্যম্ ? কিম্বা পৃথিবীতি ? "তস্মাৎ যত্র ক্বচন বর্ষতি তদেব ভূয়িষ্ঠমন্নং ভবতি, অদ্ভ্য এব তদধ্যন্নাদ্যং জায়তে" (ছা০ ৬।২।৪) ইতি তত্রৈব যুক্তিপ্রদর্শনাদ্ রূঢ়েশ্চ যবাদিকমিতি প্রাপ্তে—

৮। পৃথিব্যধিকরণম্।

বিষয়ঃ অথ পৃথিব্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যসংগ্রহঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে ৬।২।৪, তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত ইতি। তৈত্তিরীয়কে চ ২।১।৩ "অদ্‌ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি। মুণ্ডকে চ ২ ১ ৩, এতস্মাজ্জায়তে" ইত্যারভ্য "পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" ইতি বিষয় বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র ভবতি সংশয়ঃ ; কিং ইয়ং পৃথিবী অদ্‌ভ্যো জায়তে ? অথবা ব্রহ্মণো জায়তে ? ইতি সংশয়ম্ ।

পূর্ব্বপক্ষঃ অথ অনয়ো র্বিরোধোঽস্তি ন বা ইতি সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষস্যাবতারঃ—অদ্ভ্য এব জায়তে ; কুতঃ ? উভয়োপনিষৎ প্রতিপাদিতত্বাৎ বাচনিকত্বাচ্চ। ইতি। **অথ 'তা আপ ঐক্ষন্ত"** ইত্যত্র বিচারান্তরম্ ; অত্র অন্নশব্দেন কিং যবাদিধান্যানি গ্রাহ্যানি ; অথবা **পৃথিবী ? যবাদিকমিত্যত্র**

জল দ্বারা নাশ নির্ব্বাপিত হয়, এই প্রকার বলাযায় না, তাহাও অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট বিধান আছে, অর্থাৎ অপকৃষ্ট স্নেহই জল তাহা বহ্নির নাশক, এবং উৎকৃষ্ট স্নেহ বিশিষ্ট ঘৃত তৈলাদিভাবগত জল বহ্নির অনুকূল ইহাই সারার্থ ॥১১॥

এই প্রকার অবধিকরণ সপ্তম সমাপ্ত ॥৭॥

৮। পৃথিব্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

বিষয় অতঃপর পৃথিব্যধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে সেই আপ পর্য্যালোচনা করিলেন বহু হইয়া জাত হইব, সেইজল অন্ন সৃষ্টি করিল। তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে জল হইতে পৃথিবী জাত হইল। এবং মুণ্ডকে বর্ণিত আছে-তাহা, ইহতে জাত' ইহা আরম্ভ করিয়া 'বিশ্ব ধারিণী পৃথিবী জাত হয়" ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয় এইস্থলে সংশয় এই যে-এই পৃথিবী কি জল হইতে উপন্ন হইয়াছে ? অথবা পরব্রহ্ম হইতে জাত হইয়াছে ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—অতঃপর এই শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ আছে কিনা ? এই প্রকার সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা পৃথিবী জল হইতেই জাত হয়, কেন? উভয় উপনিষৎ দ্বারা প্রতিপাদন ও বাচনিক

ওঁ।। পৃথিব্যধিকাররূপ শব্দান্তরেভ্যঃ ।।ওঁ।। ২।৩।৮।১২।।

পৃথিব্যেবগ্রাহ্যা ন তু যবাদি, কুতঃ? অধিকারেত্যাদেঃ॥ "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা০ ৬।২।৩) ইতি মহাভূতানামেবাধিকারাৎ।" যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য (ছা০ ৬।৪।৪) ইতি পার্থিবরূপ

অমরকোষ টীকায়াং শ্রীক্ষীর স্বামিপাদাঃ—৩৯২১ ধান্যং ব্রীহিঃ স্তম্বকরিঃ" ব্রীহিঃ যবো, মসূরো গোধূমো মুদ্গ মাষ-তিলচণকাঃ ; অনবঃ প্রিয়ঙ্গু কোদ্রব ময়ুষ্টকাঃ শালিরাঢ়ক্যঃ দ্বৌ চ কুলায়-কুলথৌ শণঃ সপ্ত দশানি ধান্যানি" ইতি। কিং প্রাপ্তম্?

যবাদিকমেব গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ? ছান্দোগ্যপ্রমাণাৎ ; অত্র প্রমাণমাহুঃ তস্মাদিতি—তস্মাৎ জলস্য অন্নোৎপাদকত্বাৎ যত্র কালে যত্র স্থানে জলং বর্ষতি, তত্র তদেব দেশে কালে চ ভূয়িষ্ঠং প্রভূতমন্নং ভবতি ; অতো জলাদেব অন্নাদ্যং জায়তে' ইতি মন্ত্রার্থঃ। ইতি তত্রৈব ছান্দোগ্যোপনিষদি যুক্তি প্রদর্শনাৎ রূঢ়ি প্রয়োগাচ্চ অত্র অন্ন শব্দেন যবাদিকং গ্রাহ্যমিতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত :—ইতি পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পৃথিবী" ইতি। অত্র ছান্দোগ্যোপনিষদুক্তমন্ত্রেণ যদন্নং ইত্যুক্তং তত্তু পৃথিবী এব ; কুতঃ? অধিকারাৎ, মহাভূতানামধিকারাৎ, তথা রূপাৎ, পৃথিব্যাং রূপনিরূপণাৎ। এবং শব্দান্তরেভ্যঃ—শ্রুতিশব্দেষু তথৈব বর্ণনাদিত্যর্থঃ। ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম। তত্তেজঃ" ইতি।

অত্র একমেবাদ্বিতীয়স্য সতঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য সিসৃক্ষায়াং জাতায়াং "বহুস্যাং" ইতি বিচার্য্য তেজোঽসৃজত, তস্মাজ্জলম্, অতোঽন্নস্য কারণভূতা পৃথিবী' ইতি মহাভূতসৃষ্টি প্রকরণাৎ অন্নমত্র পৃথিবী এব, নতু যবাদি ইত্যর্থঃ। যৎ কৃষ্ণম্" ইতি। যদত্রিবৃৎ কৃতস্য তেজসো রূপং তত্তু

হেতু। অনন্তর তা আপঃ "এইস্থলে বিচারান্তর আরম্ভ করিতেছেন ছান্দোগ্যে অন্নশব্দের দ্বারা কি যবাদি ধান্য গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা পৃথিবী? যবাদি শব্দে ধান্য গ্রহণ করিতে হইবে, অমর কোষের টীকায় শ্রীক্ষীরস্বামী বলিয়াছেন ধান্য শব্দে ব্রীহি ও স্তম্বকরি হয় ব্রীহি যব মসূর গম মুগ মাষ তিল চণক অণব প্রিয়ঙ্গু ময়ুঅষ্টক শালি আঢ়ক কুলায় কুলথ ও শণ এই সপ্তদশ প্রকার ধান্য। ফল কি হইল? যবাদি ধান্যই গ্রহণ করিতে হইবে, কেন? ছান্দোগ্য প্রমাণ হেতু সেই প্রমাণ বলিতেছেন তস্মাদিতি।

অতএব যে কোন স্থানে বর্ষা হয় সেই স্থানে বহু অন্ন হয়, জল হইতেই সেই অন্ন জাত হয়। অর্থাৎ জলের অন্নোৎপাদকত্ব হেতু যে কালে যে স্থানে জলবৃষ্টি হয়, সেইকালে সেইদেশে প্রভূত অন্ন জাত হয়, সুতরাং জল হইতেই অন্নাদি উৎপন্ন ইহাই মন্ত্রার্থ। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদে যুক্তি প্রদর্শন হেতু ও রূঢ়ি প্রয়োগ হেতু অন্নশব্দের দ্বারা যবাদি ধান্যই গ্রহণ করা উচিত, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা।

ত্বাৎ। "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" (তৈ ২।১) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চেত্যর্থঃ। এবং সতি "তস্মাদ্ যত্র ক্বচন" (৬।২।৪) ইত্যাদিকন্তু হেতুফলয়োরৈক্য বিবক্ষয়া সঙ্গমনীয়ম্ ॥১২॥

ত্রিবৃৎকৃতস্য অগ্নেঃ রোহিতং রূপম্ ভবতি, এবং যৎ অত্রিবৃৎ কৃতায়াঃ পৃথিব্যাঃ রূপং তত্ত্ব ত্রিবৃৎকৃতস্য অন্নস্য কৃষ্ণং রূপং ভবতীতি অন্নস্য পার্থিবরূপশ্রবণাৎ, অন্নশব্দেন পৃথিব্যেবগ্রাহ্যা ন তু যবাদি। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি—এবং তৈত্তিরীয়কে "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী সম্ভূতঃ" শ্রবণাৎ জলাৎ পৃথিবী এব জায়তে, ন তু অন্নমিত্যর্থঃ।

অথ শঙ্কামবতারয়ন্তি—এবম্ ইতি। সমাধানমাহুঃ—হেতু-ফলয়োরিতি। কারণ-কার্য্যয়োঃ পৃথিবী যবাদিকয়োরভেদ বিবক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ, তস্মাৎ পৃথিব্যাঃ স্থানে যবাদিকথনেঽপি সা এব লভ্যেত, ইতি ন কোঽপি বিরোধলেশগন্ধঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে চ ৩২৬।৪৪, রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ। গন্ধমাত্রমভূৎ তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ॥ ইতি এবং শ্রীমহাভারতেঽপি—শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে—শ্রীব্যাস শুকদেব সংবাদে—২৩২।১—৭, ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্ব্বমিদং জগৎ।

করিতেছেন—পৃথিবী ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত মন্ত্রের দ্বারা যে অন্নকথিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীই, কেন? অধিকার হেতু, অর্থাৎ মহাভূততোৎপত্তি অধিকার হেতু। তথারূপ হেতু, পৃথিবীতে রূপ নিরূপণ হেতু, এবং শব্দান্তর হইতে, শ্রুতি শব্দ সকলে সেই প্রকার বর্ণনা করা হেতু ইহাই সূত্রার্থ। অন্ন শব্দে পৃথিবীই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু যবাদি নহে। কেন? অধিকার ইত্যাদি হেতু। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় সৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে আমি বহু হইব এই বিচার করিয়া তেজ সৃষ্টি করিলেন, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে অন্নাদির কারণ-ভূতা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন, এই প্রকার মহাভূত সৃষ্টি প্রকরণ হেতু অন্ন পৃথিবীই হয়, কিন্তু যবাদি নহে ইহাই অর্থ। যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা অন্নের, এই প্রকার পার্থিব রূপ কথন হেতু। অর্থাৎ অত্রিবৃৎ কৃত তেজের যে রূপ তাহা ত্রিবৃৎ কৃত বহ্নির রোহিত রূপ হয়। এই প্রকার অত্রিবৃৎ কৃত পৃথিবীর যে রূপ তাহা ত্রিবৃৎ অন্নের কৃষ্ণরূপ হয়, এইভাবে অন্নের পার্থিব রূপ শ্রবণ হেতু অন্ন শব্দের দ্বারা পৃথিবীই গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু যবাদি নহে।

জল হইতে পৃথিবী জাত হয়, এই প্রকার অন্য শ্রুতি কথন হেতু। অর্থাৎ এই প্রকার তৈত্তিরীয়কে জল হইতে পৃথিবী জাত শ্রবণ হেতু, জল হইতে পৃথিবীই জাত হয়, কিন্তু অন্ন নহে এই অর্থ। অনন্তর শঙ্কা করিতেছেন যদি অন্ন শব্দে পৃথিবী গ্রহণ করেন তবে 'যে স্থানে বর্ষা হয়" ইত্যাদির সমাধান কি? তাহার সমাধান বলিতেছেন হেতু ও ফলের একত্ব বিবক্ষা বশতঃ সমাধান করিতে হইবে। অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য পৃথিবী ও যবাদির অভেদ বিবক্ষা হেতু। অতএব পৃথিবীর স্থানে যবাদি বলিলেও পৃথিবীই বোধ হইবে, সুতরাং বিরোধ লেশ গন্ধও নাই। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে

৭। তদভিধ্যানাধিকরণম্

বিয়দাদিক্রমেণ তত্ত্বসৃষ্টিবিমর্শো বিসম্বাদপরিহারায়ৈব কৃতঃ। প্রধান মহদাদিরূপেণ তদ্বিমর্শস্তু "জন্মাদি" (ব্র° স্° ১।১।২।২) সূত্রেণৈব সিদ্ধঃ।

একস্য ব্রহ্মভূতস্য দ্বয়ং স্থাবর-জঙ্গমম্॥ অহর্মুখে বিবুদ্ধঃ সন্ সৃজতেঽবিদ্যয়া জগৎ। অগ্র এব মহদ্ ভূতমাশু ব্যক্তাত্মকং মনঃ॥ (২)

আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ॥ (৪) আকাশাত্তু বিকুর্ব্বাণাৎ সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচিঃ। বলবান্ জায়তে বায়ুঃ তস্য স্পর্শোগুণোমতঃ॥ (৫ বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ জ্যোতির্ণভসি ভাস্বরম্। রোচিষ্ণু জায়তে শুক্রং তদ্রূপগুণমুচ্যতে॥ (৬) জ্যোতিষোঽপি বিকুর্ব্বাণাৎ ভবন্ত্যাপো রসাত্মিকাঃ। অদ্ভ্যো গন্ধবহা ভূমিঃ সর্ব্বেষাং সৃষ্টিরুচ্যতে॥ (৭) ইতি ॥১২॥

ইতি পৃথিব্যধিকরণং অষ্টমং সমাপ্তম্ ॥৮॥

৯॥ তদভিধ্যানাধিকরণম্।

যস্মাদুৎপদ্যতে সর্ব্বং যস্মিন্ স্থিতিশ্চ নিশ্চলা।
যত্র চ প্রলয়ং যাতি তং গোবিন্দ মুপাস্মহে॥

অথ এতানি তত্ত্বানি সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বকারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাদেবোৎপদ্যন্তে ইতি প্রতিপাদয়িতুং তদভিধ্যানাধিকরণারম্ভঃ ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বর্ণিত আছে—রসতন্মাত্র জল শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিকার বশতঃ গন্ধ তন্মাত্র হয়, তাহা হইতে পৃথিবী ও গন্ধ গ্রাহক নাসিকা জাত হয়। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে ব্রহ্ম তেজোময় শুক্র স্বরূপ, যার এইসকল জগৎ একমাত্র ব্রহ্ম স্বরূপের স্থাবর ও জঙ্গম দুই প্রকার সৃষ্টি, সেই পরব্রহ্ম সৃষ্টির প্রারম্ভে জাগ্রত হইয়া অবিদ্যার দ্বারা জগৎসৃষ্টি করেন, প্রথমে মহৎ ও অব্যক্তস্বরূপ মনকে সৃষ্টি করেন, তাহা হইতে আকাশ জাত হয় তাহার গুণ শব্দ, আকাশ বিকৃত হইয়া গন্ধবাহী পবিত্র বলবান বায়ু জাত হয়, তাহার গুণ স্পর্শ বায়ু হইতে আকাশে ভাস্বর রোচিষ্ণু জোতিঃ বা শুক্ররূপ তেজঃ জাত হয়, তাহার গুণরূপ, জ্যোতিঃ হইতে রসাত্মক জল হয়, জল হইতে গন্ধবতী পৃথিবী জাত হয়, এই প্রকার সকলের সৃষ্টি কথিত হয় ॥১২॥

এই প্রকার পৃথিব্যধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত ॥৮॥

৯॥ তদভিধ্যানাধিকরণের ব্যাখ্যা।

যাহা হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহাতে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে যাহাতে প্রলয় হয়, সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা উপাসনা করি। আকাশাদি তত্ত্ব সকল সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই উৎপন্ন হয় ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তদভিধ্যানাধিকরণারম্ভ "ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

অথ তস্মিন্ বিশেষং বক্তুমারভতে। সুবালোপনিষদি পঠ্যতে–(১।১।২-৩) "ভদাহুঃ কিং তদাসীৎ তস্মৈ স হোবাচ ন সন্নাসন্নসদসদিতি, তস্মাত্তমঃ সঞ্জায়তে, তমসো ভূতাদি ভূতাদেরাকাশমাকাশাদ্ বায়ু র্বায়ো রগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী তদণ্ডমভবৎ" ইতি। ইহ তম আকাশয়োরন্তরালে অক্ষরাব্যক্তমহদ্ ভূতাদি তন্মাত্রা ইন্দ্রায়াণি ক্রমেণ বোধ্যানি।

বিষয়ঃ—অথ তদভিধ্যানাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি বিয়দাদীত্যাদিনা। অথ সুবলা শ্রুত্যনুসারেণ সৃষ্টিক্রমং প্রতিপাদয়ন্তি তদাহুঃ" ইতি। স্বগুরুদেবং প্রতি শিষ্যাঃ পৃচ্ছন্তি; হে গুরো! তৎ পঞ্চ প্রপঞ্চ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বে কিমাসীৎ? কিঞ্চিদবিনাশি বস্তু ভূতং আসীৎ, উতঃ শুন্য-মেবাসীদিতি?

এবং পৃষ্টো গুরুরাহ তস্মৈ শিষ্যবর্গায় সংগুরু স্ফুটমুবাচ ইতার্থঃ। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং অবিনাশি বস্তুভূতং যদ্ বস্তু আসীৎ তৎ ন সৎ; তেজোঽবন্নরূপং ন ইত্যর্থঃ। ন অসৎ সূক্ষ্মং প্রধানাদিরূপমপি নাসীদিতি। ন চ সদসদ্ স্থূল সূক্ষ্মমুভয়াত্মকমপিনাসীদিত্যর্থঃ। তর্হি কিং শূন্যমাসীদিতি চেৎ তত্রাহ—তমঃ শক্তিকং ব্রহ্মৈব তদাসীদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ স্ববিলীন ক্ষেত্রজ্ঞ বুভুক্ষা অভ্যুদিতদয়াৎ, ঈক্ষিত তমঃ শক্তিকাৎ পরব্রহ্মণঃ তমঃ সঞ্জায়তে; তমঃ শব্দেনাত্র সিসৃক্ষা বোদ্ধব্যম। যতঃ তমঃ—আকাশয়োর্মধ্যে অব্যক্ত মহান্তৌ জায়েতে ইতি বোদ্ধব্যৌ। ভূতাদিরহঙ্করাঃ; তস্মাদাকাশাদিক্রমেণ ইতি।

বিষয়—অতঃপর তদভিধ্যানাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—বিয়দিতি আকাশাদি ক্রমপূর্ব্বক তত্ত্ব সকলের সৃষ্টি বিচার বিসম্বাদ পরিহারের নিমিত্ত করা হইল। প্রধান মহদাদি রূপে তাহার বিচার কিন্তু "জন্মাদি" সূত্রের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর এই অধিকরণের বিশেষ বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। সুবালোপনিষদে বর্ণিত আছে—অর্থাৎ সুবাল শ্রুত্যনুসারে সৃষ্টিক্রম প্রতিপাদন করিতেছেন—তদাহুঃ ইতি তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন কি ছিল? অর্থাৎ নিজগুরু-দেবের প্রতি শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে গুরুদেব! এই পঞ্চ প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল? কোন অবিনাশী বস্তু স্বরূপ ছিল? অথবা শূন্যই ছিল? এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীগুরু কহিলেন শিষ্য বর্গকে গুরুদেব স্পষ্টরূপে কহিলেন সৎ অসৎ সদসৎ ছিল না অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিনাশী বস্তু স্বরূপ যে ছিল তাহা সৎ নহে, তেজঃ জল অন্নরূপ নহে, অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রধানাদি রূপও ছিল না, সদসৎ-স্থূল সূক্ষ্ম উভয়াত্মক ও ছিল না। তাহা হইলে কি শূন্যই ছিল? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই কালে তমঃ শক্তি যুক্ত ব্রহ্মই ছিল। তাহা হইতে তমঃ জাত হয়, সেই ব্রহ্ম হইতে, অর্থাৎ স্ববিলীন জীব গণের ভোগ পূর্ত্তি বিষয়ে জাতদয় ঈক্ষিত তমঃ শক্তিক পরব্রহ্ম হইতে তমঃ জাত হয়, তমঃ শব্দে এই স্থলে সৃষ্টির ইচ্ছা বুঝিতে হইবে।

"সন্দগ্ধা সর্ব্বাণি ভূতাণি পৃথিব্যাস্ প্রলীয়তে, আপস্তেজসি, প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ বিলীয়তে, বায়ুরাকাশে বিলীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্হতি বিলীয়তে, মহানব্যক্তে বিলীয়তে; অব্যক্তমক্ষরে বিলীয়তে, অক্ষরং তমসি বিলীয়তে, তম একী ভবতি পরস্মিন্, পরস্মান্নসন্নাসন্ন সদসৎ" (সুবাল ২।৪) ইত্যগ্রিমলয় বাক্যানুরোধাৎ।

অয়মত্র ক্রমঃ সিসৃক্ষোঃ পরব্রহ্মণঃ তমঃ সঞ্জায়তে : তস্মাৎ ত্রিগুণমব্যক্তম্ ; অব্যক্তাৎ মহান; মহতঃ ত্রিবিধোঽহঙ্কার : তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—১।২ ৩৪. "সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্" তত্র সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্র্যো দেবতামনশ্চ। রাজসাহঙ্কারাৎ দশেন্দ্রিয়াণি। তামসাহঙ্কারাৎ তন্মাত্রদ্বারাকাশাদীনি ; তথাচ—শব্দতন্মাত্রদ্বারা তামসাৎ আকাশঃ স্পর্শতন্মাত্রদ্বারা আকাশাদ্ বায়ুঃ জায়তে। রূপতন্মাত্রদ্বারা বায়োরগ্নিঃ।

রসতন্মাত্রদ্বারা অগ্নেরাপঃ। গন্ধতন্মাত্রদ্বারা অদ্ভ্যঃ পৃথিবী জায়তে ইত্যর্থঃ। অত্র পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষমধিষ্ঠাতৃত্বং জ্ঞেয়ম্। এতৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণ্ডং ভবতি। তত্র বৈরাজঃ পুরুষঃ ; অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণঃ, তন্নাভিপদ্মে বৈরাজস্য ভোগবিগ্রহঃ চতুর্ম্মুখঃ, ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞানাং যথাবসরং জন্ম ইতি। তথাচ শ্রীভাগবতে ১১ ২৪ ২–৮ "আসীজ্জ্ঞানমথো হ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্" ইত্যারভ্য—তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ। ময়া প্রোক্ষভ্যমানায়াঃ পুরুষানুমতেন চ॥ (৫) তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং

তমঃ হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু বায়ু হইতে অগ্নি, বহ্নি হইতে অপ, অপ হইতে পৃথিবী, তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড জাত হয়! এইস্থলে তমঃ ও আকাশের মধ্য বর্ত্তী প্রধান এবং মহৎ জাত হয় ভূতাদি অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র অতএব আকাশাদি ক্রমে জাত হয়! এইস্থলে সৃষ্টি ক্রম এই প্রকার-সৃজনেচ্ছু পরব্রহ্ম হইতে তমঃ জাত হয়, তাহা হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত, তাহা হইতে মহৎ মহৎ হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—মহান্‌সাত্ত্বিক রাজসিকও তামসিক ত্রিবিধ অহঙ্কার রূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ও মনঃ হয়, রাজসাহঙ্কার হইতে দশটি ইন্দ্রিয় তমসাহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, তাহা হইতে আকাশাদি। অর্থাৎ শব্দ তন্মাত্র দ্বারা তামসাহঙ্কার হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা আকাশ হইতে বায়ু জাত হয়। রূপ তন্মাত্র দ্বারা বায়ু হইতে অগ্নি হয়, রস তন্মাত্র দ্বারা অগ্নি হইতে জল হয়, গন্ধ তন্মাত্র দ্বারা জল হইতে পৃথিবী জাত হয় ইহাই অর্থ।

এই সকলের মধ্যে পর ব্রহ্ম নির্বিশেষ ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই সকল পদার্থ সংযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়, তন্মধ্যে বিরাট পুরুষ, অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ তাঁহার নাভি কমলে বৈরাজ পুরুষের ভোগ বিগ্রহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা জাত হয়, তদনন্তর জীব গণের যথাবসরে জন্মাদি হয়।

এতচ্চাপাততো বস্তুতস্তু ভূতাদিশব্দেনাহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকাৎ মনো দেবতাশ্চ। রাজসাদিন্দ্রিয়াণি। তামসাত্তু তন্মাত্রদ্বারা আকাশাদীনীতি বহুব্যাখ্যানুসারাৎ।

শ্রীগোপালোপনিষদি চ (গো. তা. উ. ৭১-৭২) "পূর্ব্বং হ্যেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ, তস্মাদব্যক্তং ব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরান্মহান্ মহতো বা অহঙ্কারস্তস্মাদহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতীতি।

মহান্ সূত্রেণ সংযুতম্। ততো বিকুর্ব্বতো জাতোঽহঙ্কারো যো বিমোহনঃ ॥৬ বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবৃৎ। তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ (৭) অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ। তৈজসাদ্ দেবতা আসন্ একাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥৮ ইতি।

অথ প্রলয়প্রকারং নিরূপয়ন্তি –"সন্" ইতি। মন্ত্রব্যাখ্যানন্তু সুগমম্। এবং অথর্ব্ববেদান্তর্গতা শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদপি তথৈব নিরূপয়তি—"পূর্ব্বমিতি" পূর্ব্বং-সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রজবিলাসিস্বরূপং একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ, তস্মাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপালাৎ অব্যক্তং ত্রৈগুণ্যশরীরকমক্ষরং জীবচৈতন্যম্, ব্যক্তমাসীৎ তদেবাক্ষরমিতি, তস্মাৎ মহদাদিক্রমেণ ব্রহ্মাণ্ডান্তং সর্ব্বং জাতমিতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীভগবান বলিলেন-উদ্ধব! পূর্ব্বে প্রলয়াবসরে দৃশ্য পদার্থ সকল বিকার শূন্য অদ্বিতীয় এক পরব্রহ্মে বিলীন ছিল "এই প্রকার আরম্ভ করিয়া-জীবের অদৃষ্ট বশতঃ জীবের অনুমতি ক্রমে আমা কর্ত্তৃক ক্ষোভিতা মায়ায় সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণ ত্রয় জাত হয়। সেই গুণ ত্রয় হইতে ক্রিয়াশক্তি মান সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভজাত হয়,তৎসংযুক্ত জ্ঞানশক্তিমান মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়,তাহা হইতে বিকার প্রাপ্ত হইয়া জীবের ভ্রমের কারণ অহঙ্কারতত্ত্ব জাত হয়, সেই অহঙ্কার বৈকারিক তৈজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার, এই অহঙ্কার ত্রয় তন্মাত্রের, ইন্দ্রিয়গণের, ও মনের কারণ, এবং চিদচিন্ময়। তামসাহঙ্কার বিকার, তন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত, তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সকল ও বৈকারিকাহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাত হয়।

অনন্তর প্রলয় প্রকার নিরূপণ করিতেছেন-সনিতি। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলের সহিত পৃথিবী পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া জলে বিলীন হয়, জল তেজে প্রলীন হয়, তেজ বায়ুতে বিলীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রে, তন্মত্রে সকল ভূতাদি অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহতে বিলয় হয়, মহান্ অব্যক্তে লয় হয়, অব্যক্ত অক্ষরে বিলীন হয়, অক্ষর তমসি লয় হয়, তমঃ পরব্রহ্মে একী হয়, সুতরাং পরব্রহ্ম হইতে সং অসৎ সদসং আদি কিছুই নাই। সুবালোপনিষদে আগ্রে দেখা যায়। ইহা আপততঃ বলা হইল, সার কথা এই যে অহঙ্কার ত্রিবিধ, সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতে মনঃও দেবতা, রাজস হইতে ইন্দ্রিয়গণ, তামস হইতে তন্মাত্র দ্বারা আকাশাদি, ইহা বহুবার কথিত

তত্র সংশয়ঃ। প্রধানাদীনি স্বানন্তর তত্ত্বাদুপজায়ন্তে? উত সাক্ষাদেব সর্ব্বেশ্বরাদিতি? শব্দস্বারস্যাৎ স্বানন্তরতত্ত্বাদেবেতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।৯।১৩॥

শঙ্কাচ্ছেদায় "তু" শব্দঃ। স তম আদি শক্তিকঃ সর্ব্বেশ্বর এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং কার্য্যানাং সাক্ষাদ্ধেতুঃ। কুতঃ? তদভীতি। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈ০২।৬)ইত্যাদৌ তস্যৈব তচ্ছক্তিকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য প্রধানাদিবহুভবনসঙ্কল্পাৎ লিঙ্গাৎ,ব্রহ্মৈব তমঃ

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, প্রধানাদীনি" ইতি। স্বানন্তরতত্ত্বাৎ—অব্যবহিত স্বপূর্ব্বতত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ কিং আকাশাদয়ঃ এব স্বতন্ত্রাঃ স্বানন্তরতত্ত্বাৎ পূর্ব্বপদার্থাজ্জায়ন্তে। অথবা সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব তানি সৃজতি? ইতি সংশয় বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ—ইতি সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি - শব্দেতি। শব্দস্বারস্যাৎ শ্রুতিপ্রমাণ বলাচ্চ স্বানন্তরতত্ত্বাদেব এতানি মহদাদীনি জায়ন্তে, ন তু সর্ব্বেশ্বরাৎ, ইতি পূর্ব্বপক্ষবিষয়ম্।

সিদ্ধান্ত—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদিতি। পরমকারণ—সর্ব্বশক্তিমৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তৃ শ্রীগোবিন্দদেব এব প্রধানাদীনাং পৃথিব্যন্তানাং সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং সাক্ষাৎ কারণং কুতঃ? তদভিধ্যানাৎ, অভিধ্যানং "একোঽহং বহুস্যাং" ইতি সঙ্কল্পঃ,

---

হইয়াছে। এবং অথর্ব্ব বেদান্তর্গত শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদেও তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন পূর্ব্বমিতি। পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রজবিলাসি স্বরূপ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মছিল।

সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে অব্যক্ত ত্রৈগুণ্য শরীর জীব চৈতন্য অক্ষর ব্যক্ত হয়, তাহাই অক্ষর। অক্ষর হইতে মহান্ তাহা হইতে অহঙ্কার তাহা হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, তাহা হইতে পঞ্চমহাভূত, তাহার দ্বারা অক্ষর আবৃত হয়। অতএব মহাদদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত সকল জাত হয়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে প্রধানাদি ইতি। প্রধানাদি তত্ত্বসকল স্বানন্তর তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়? অথবা সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে। স্বানন্তর তত্ত্ব অর্থাৎ অব্যবহিত নিজ পূর্ব্ব তত্ত্ব, অর্থাৎ আকাশাদি কি স্বতন্ত্র ভাবে নিজ পূর্ব্ববর্ত্তি তত্ত্ব হইতে জাত হয়? অথবা সাক্ষাৎ শ্রীগোবিন্দদেবই আকাশাদি সকলকে সৃষ্টি করেন? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এইরূপ সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—শব্দেতি। শব্দ স্বারস্য হেতু নিজ অব্যবহিত পূর্ব্বতত্ত্ব হইতে জাত হয়; অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণ সামর্থ্য হেতু স্বানন্তর তত্ত্ব হইতেই এই মহদাদি জাত হয়, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর হইতে নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

প্রভৃতীনি প্রবিশ্যঃ প্রধানাদিরূপেণ তানি পরিণময়তি। যস্য পৃথিবীশরীরম্ (বৃ° ৩।৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতেরন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ॥১৩॥

"তত্তেজ ঐক্ষত" (ছা° ৬ ২।৩) ইতি পরব্রহ্মণো বহুভবন সঙ্কল্পরূপ ঈক্ষণশ্রবণাৎ তথা প্রধান-মহদ-হঙ্কারাকাশাদীনাং কারণানামপি তথাবিধ-ঈক্ষা পূর্ব্বিকা স্বকার্য্যসৃষ্টিরিতি বোধ্যতে তল্লিঙ্গাৎ—তস্মাদেব সৃষ্টিবোধক শ্রুতিবাক্যপ্রমাণাৎ 'স' এব সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং সাক্ষাৎ হেতুরিতি সূত্রার্থঃ। ভাষ্যন্ত প্রকটার্থম্।

অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাচ্চ ইতি- তথাহি বৃহদারণ্যকোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ে সপ্তম ব্রাহ্মণম্ - (৩।৭) "য আকাশে তিষ্ঠন্নাকাশাদন্তরো যমাকাশো ন বেদ, যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরো যময়তি" (৩ ৭ ১২) "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরো যং বায়ুর্ন বেদ যস্য বায়ুঃ শরীরম্ যো বায়ুমন্তরো যময়তি এ ত আত্মান্তর্য্যামী" (৩ ৭ ৭) "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নেরন্তরো যমগ্নির্ন বেদ যস্যাগ্নিঃ শরীরং যোঽগ্নিমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যামী" (৩ ৭ ৫) "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ অদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদ্যুঃ যস্যাপ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যামী" (৩ ৭ ৪) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (৩।৭।৩) তস্মাৎ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবাদেব সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সমুৎপত্তিরিতি ॥১৩॥

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন তদিতি। পরমকারণ সর্ব্ব শক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীগোবিন্দদেবই প্রধানাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ কারণ, কেন ? তাহার অভিধ্যান হেতু। অভিধ্যান অর্থাৎ একাকী আছি আমি বহু হইব 'এই সঙ্কল্প, বহুভবন সঙ্কল্প রূপ ঈক্ষণ শ্রবণ হেতু, এবং প্রধান মহৎ অহঙ্কার আকাশাদি কারণ সকলেরও সেই প্রকার ঈক্ষণ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সৃষ্টি বোধ হইতেছে। তল্লিঙ্গাৎ-অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সৃষ্টি বোধক শ্রুতিবাক্য প্রমাণ হেতু সেই শ্রীগোবিন্দদেবই সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ হেতু ইহাই সূত্রার্থ।

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কানাশের নিমিত্ত। সেই তমঃ আদি শক্তি যুক্ত সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবই প্রধানাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের সাক্ষাৎ হেতু। কেন ? তদভীতি। তিনি কামনা করিলেন আমি বহু হইয়া জাত হইব' ইত্যাদি বাক্যে তমঃ আদিশক্তি যুক্তি যুক্ত পর ব্রহ্মেরই প্রধানাদি বহুভবন সঙ্কল্প প্রমাণ হেতু ব্রহ্মই তমঃ প্রভৃতিতে প্রবেশ করিয়া প্রধানাদি রূপে তাহাদিগকে পরিণত করেন। যাঁহার পৃথিবী শরীর" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ ও অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়।

অন্তর্য্যামী ব্রহ্মণ অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদে তৃতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত আছে-যিনি আকাশে অবস্থান করিয়া আকাশের অন্তরে অবস্থান করেন, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশ যাঁহার শরীর,

॥ওঁ॥ বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ওঁ॥

২।৩।৭।১৪॥

তু শব্দোঽবধারণে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ (মু ২।১।৩) ইতি মুণ্ডকাদিশ্রুতৌ সুবালশ্রুত্যাদিদৃষ্টাৎ প্রধান মহদাদি ক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ যঃ ক্রমঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরানন্তর্য্যরূপঃ, সর্ব্বেষাং প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তানাং প্রতীয়তে, স খল্বতঃ সর্ব্বেশ্বরাদেব তত্তদ্বস্তুশক্তিকাৎ তত্তৎ কার্য্যোৎপত্তেরূপ-

---

নন্নু ছান্দোগ্য—তৈত্তিরীয়-সুবালাদিষু উপনিষৎসু প্রধান মহদাদিক্রমেণ সৃষ্টিরুক্তা: মুণ্ডকোপনিষদি চ তদ্বিপর্য্যয়েণ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবাদেব সৃষ্টির্নিগদিতা। অতোঽত্র কিং সুসঙ্গতমিত্যপেক্ষায়াং সূত্রমবতারয়তি ভগবান শ্রীবাদরায়ণঃ—বিপর্য্যয়েন ইতি। বিপর্য্যয়েণ—সুবালাদিশ্রুতিষু যঃ ক্রমো বর্ণিতঃ তস্মাৎ বিপর্য্যয়েণ তু যঃ সৃষ্টিক্রমো নিরূপিত, সঃ খলু অতঃ—অস্মাৎ সর্ব্বকারণাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ উৎপত্তিরুপপদ্যতে ইতি।

অথ সর্ব্বেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ সর্ব্বেষাং তত্ত্বানামুৎপত্তিরিতি শ্রুতিসংবাদেন দ্রঢ়য়ন্তি—এতস্মাদিতি। এতস্মাৎ দিব্যপুরুষাৎ, প্রাণঃ পঞ্চপ্রাণাঃ, মনঃ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি খম্ আকাশম্, বায়ুঃ জ্যোতিরগ্নিঃ আপঃ তথা বিশ্বস্য ধারিণী পৃথিবী চ জায়তে" ইতি।

যিনি আকাশের অন্তরে থাকিয়া নিয়মন করেন। যিনি পবনে অবস্থান করিয়া পবনের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে পবন জানে না, পবন যাঁহার শরীর, যিনি পবনের অন্তরে থাকিয়া নিয়মন করেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী। যিনি বহ্নিতে অবস্থান করিয়া বহ্নির অন্তরে থাকেন যাঁহাকে অগ্নি জানে না, যাঁহার বহ্নি শরীর যিনি বহ্নির অন্তরে থাকিয়া নিয়মন করেন, তিনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী। যিনি জলে অবস্থান করিয়া জলের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে জল জানে না, যাঁহার জল শরীর যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া নিয়মন করেন ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী। যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর অন্তরে থাকেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া নিয়মন করেন ইনি তোমার আত্মা আন্তর্য্যামী।

অতএব সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই সকল তত্ত্বের সমুৎপত্তি হয়॥১৩॥

শঙ্কা আমাদের আশঙ্কা এই যে ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয় সুবলাদি উপনিষৎ সকলে প্রধান মহদাদি ক্রমে সৃষ্টি নিরূপণ করিয়াছেন মুণ্ডকোপনিষদে কিন্তু তাহার বিপরীত বর্ণনের দ্বারা সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এইস্থানে সঙ্গতি কি?

সমাধান—এই অপেক্ষায় ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন বিপর্য্যয়েণেতি। সুবালাদি শ্রুতিতে যে সৃষ্টির ক্রম বর্ণিত আছে, তাহা হইতে যে বিপর্য্যয় রূপে সৃষ্টির ক্রম নিরূপিত

পদ্যতে। অন্যথা শব্দস্বারস্যভঙ্গঃ। সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বোপাদানত্বং সর্ব্বস্রষ্টৃত্বং তদ্বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ব্যাকুপ্যেৎ। জড়ৈঃ প্রধানাদিভিঃ তত্তৎপরিণামাসম্ভবশ্চেতি "চ" শব্দাৎ। তস্মাৎ স এব সর্ব্বত্র সাক্ষাদ্ধেতুরিতি ॥১৪॥

শেষং স্পষ্টম্। জড়ৈরিতি—যদ্যপি প্রধানাদ্যধিষ্ঠাত্র্যোদেবতাঃ চেতনাঃ তথাপি শ্রীগোবিন্দপ্রেরণেন বলেন চ বিনা তা জড়তুল্যা ভবন্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বত্র সৃষ্টিকার্য্যে সাক্ষাদ্ধেতুরিতি রাদ্ধান্তঃ।

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৫১, অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্রয়াণি। যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥ শ্রীগীতাসু—১১।৩৮ "ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্" শ্বেতাশ্বতরে চ—৫।১৬"স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ" তৈত্তিরীয়কোপনিষদি চ—৩।১।১, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি" ইতি ॥১৪॥

আছে, তাহা অর্থাৎ উভয় ক্রম নিশ্চত রূপে এই সর্ব্ব কারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেব হইতে জগদুৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত হয়।

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। অতঃপর সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে তত্ত্বসকলের উৎপত্তি তাহা শ্রুতি সংবাদের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন-এতস্মাদি এই দিব্য পুরুষ হইতে পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ইন্দ্রিয় সকল অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, আকাশ বায়ু জ্যোতি জল তথা বিশ্বধারিণী পৃথিবী জাত হয়।

এই প্রকার মুণ্ডকাদি শ্রুতিতে সুবালাদি দৃষ্ট প্রধান মহদাদি ক্রম হইতে বিপর্য্যয় রূপে যে ক্রম, সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে আনন্তর্য্য রূপ সকল প্রাণাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রতীত হয় সেই ক্রম, অতঃ সর্ব্বেশ্বর হইতেই সেই সেই বস্তু শক্তি দ্বারা সেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তি সঙ্গত হয়, অন্যথা শব্দ স্বারস্য ভঙ্গ হইবে, এবং সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বোপাদানতা, সর্ব্বসৃষ্টি কারিত্ব, তাঁহার বিজ্ঞানের দ্বারা সকলের বিজ্ঞান ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল ব্যর্থ হইবে। সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহা হইতে প্রধানাদিজড় সমুদায় দ্বারা সেই সেই পদার্থের পরিণাম অসম্ভব বোধ হয়। অর্থাৎ যদিও প্রধানাদি তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল চেতন, তথাপি শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেরণা ও বল বিনা তাহারা জড় তুল্য হয় ইহাই অভিপ্রায়। অতএব সেই সর্ব্বেশ্বরই প্রধানাদি উৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বত্রই সাক্ষাৎ হেতু বা কারণ। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবই সর্ব্বত্র সৃষ্টি কার্য্যে সাক্ষাৎ হেতু ইহাই সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্ম সংহিতায় বর্ণিত আছে-অগ্নিমহী গগন জল পবন দিগ্ সকল কাল আত্মা মনঃও স্বর্গ মর্ত্ত্য

আশঙ্ক্যপরিহরতি—

॥ওঁ॥ অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ ইতি চেন্না-বিশেষাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।৯।১৫॥

বিজ্ঞানশব্দেনাত্মা ইন্দ্রিয়াণি ভণ্যতো সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরাদুৎপত্তিরভিধ্যান লিঙ্গাদবগতা, এতস্মাদিতি (মু২।১।৩) শ্রুত্যা নিশ্চীয়তে, ইতি ন সম্ভবতি, তস্যাঃ ক্রমবিশেষপরত্বাৎ। আকাশাদিষু শ্রুত্যন্তর সিদ্ধঃ ক্রমস্তত্রাপি "খং বায়ুঃ" (মু° ২।১।৩) ইত্যাদিনা প্রতীয়তে। তল্লিঙ্গাৎ" তৈঃ সহ পাঠলিঙ্গাৎ। ভূতপ্রাণয়োরন্তরালে তেনৈব ক্রমেণ বিজ্ঞান মনসী চ প্রজায়েতে ইত্যববুদ্ধ্যতে।

অথ আশঙ্ক্য পরিহরতীতি-আশঙ্কা—পরিহারদ্বয়ং সূত্ররূপেণাবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্তরা" ইতি। অন্তরা —"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেষু অন্তরা-মধ্যে বিজ্ঞানং আত্মা মনঃ চ বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ উৎপদ্যেতে, কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ- শ্রুতিপ্রমাণজ্ঞাপক বাক্যাৎ তস্মাৎ একস্মাদেব সর্ব্বেশ্বরাৎ তত্ত্বানামুৎপত্তির্ণ যুক্তিযুক্তমিতি চেৎ, ন অবিশেষাৎ, সর্ব্বেষু শ্রুতিবাক্যেষু সাক্ষাদেব শ্রীভগবতঃ তত্ত্বানামুৎপত্তির্দর্শিতা তত্র অবিশেষাৎ বিশেষবিরহাৎ সামান্যাদিত্যর্থঃ। আশঙ্কা তু স্পষ্টা।

তথাচ—সুবাল শ্রুতিদৃষ্টক্রমেণ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে মধ্যে বিজ্ঞান-মনসী প্রজায়েতে ইতি বোদ্ধ্যতে, তস্মাদাকাশাদিক্রমেণ গগণ পবন দহনাদীনামুৎপত্তিঃ; ন তু সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বরাদিতি সিদ্ধম্। ইতি বাদিনামভিপ্রায়ঃ। অথ উত্তরপক্ষমবতারয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—ইতি চেন্ন" ইতি।

পাতালাদি ত্রিজগৎ যাহা হইতে জাত হয়, বৃদ্ধি হয়, যাহাতে প্রবেশ করে সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি। শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুন কহিলেন-হে দেব! আপনি এই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিকারণ। শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—সেই আত্মযোনি বিশ্বের কর্ত্তা, ও বিশ্বজ্ঞাতা। তৈত্তিরীয়ে বর্ণিত আছে যাহা হইতে ভূত সকল জাত হয়, যাহার দ্বারা জীবিত থাকে, যাহাতে প্রবেশ করে ও বিলীন হইয়া যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি ॥১৪॥

অনন্তর আশঙ্কা করিয়া পরিহার করিতেছেন। আশঙ্কা ও পরিহার দুইটি ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্ররূপে অবতারণা করিতেছেন-অন্তরেতি।

শঙ্কা—অন্তরা ইহা হইতে প্রাণ জাত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকলে মধ্যে বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা ও মন ক্রম পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়। কি হেতু? তল্লিঙ্গাৎ শ্রুতি প্রমাণ জ্ঞাপক বাক্য হেতু, সুতরাং একমাত্র সর্ব্বেশ্বর হইতে প্রধানাদি তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

সমাধান—আপনারা এই যুক্তি বলিতে পারেন না, কেন? অবিশেষ হেতু, অর্থাৎ শ্রুতি বাক্য সকলে সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবান হইতেই তত্ত্বসকলের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও অবিশেষভাবে অর্থাৎ

অতস্তয়া শ্রুত্যা সর্ব্বেষাং তত্ত্বানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাদুৎপত্তির্নিশ্চেতুং ন শক্যা" ইতি চেন্ন। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তেষাং সর্ব্বেষাং প্রাণাদি পৃথিব্যন্তানাং সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ-জাতত্বাভিধানস্য সমানত্বাদিত্যর্থঃ। "এতস্মাৎ" (মু ২।১।৩) ইত্যনেন হি সর্ব্বে প্রাণাদয়ঃ সম্বধ্যন্তে।

অয়ংভাবঃ-সোঽকাময়ত" বহুস্যাম্ (তৈ. ২।৬) ইত্যাদেঃ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (মু ২।১।৩) ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"

সম্বধ্যন্তে-ইতি—এতস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ প্রাণো জায়তে, এতস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ মনো জায়তে" ইত্যাদিক্রমেণ সর্ব্বত্রৈব পরব্রহ্মণ এব সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ এতস্মাৎ" ইতি অপাদানার্থ পঞ্চম্যন্তেন সর্ব্বেষাং প্রাণাদীনাং এতস্মাদেব উৎপত্তির্বোদ্ধ্যতে।

অথ এতৎ প্রকরণস্য সারার্থমাহুঃ—অয়ংভাবঃ" ইত্যাদিনা। সর্ব্বাণি তত্ত্বাণি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ সমুৎপদ্যন্তে ইতি শ্রুতিরাহ তত্রাদৌ তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রমাণং—সঃ ইতি। সঃ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বজ্ঞ্যাদ্যনন্ত কল্যাণগুণ রত্ননিলয় শ্রীগোবিন্দদেবঃ অকাময়তঃ কামঃ—সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পঞ্চকার ইতি বহুস্যাম্ প্রধান মহদহঙ্কারাদিরূপেণ বহুঃ ভবিষ্যামীত্যর্থ।

অত্র সার্ব্বজ্ঞাদিগুণরত্নাকরস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব সঙ্কল্পো শ্রূয়তে, নতু মহদহঙ্কারাদীনামিতি। অপি চ মুণ্ডকে এতস্মাৎ দিব্যঃ পুরুষঃ, অজঃ, অক্ষরাদি শব্দবাচ্যাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণঃ জায়তে" তথা

কোন বিশেষরূপে বর্ণন না করিয়া সামান্য ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ইহাই সূত্রার্থ। বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা আত্মা ও ইন্দ্রিয় সকল নিরূপণ করিতেছেন। প্রধানাদি তত্ত্ব সকলের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি অভিধ্যান প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইহা হইতে প্রাণ জাত হয় ইত্যাদি শ্রুতি নিশ্চয় করে' এই সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে, কারণ ঐ শ্রুতি উৎপত্তির ক্রম বিশেষ প্রতিপাদন করে। আকাশাদি বিষয়ে অন্যান্য শ্রুতিসিদ্ধ ক্রম সেই প্রকারই, মুণ্ডকশ্রুতিতেও আকাশ বায়ু ইত্যাদির দ্বারা প্রতীতি হয়। তল্লিঙ্গাৎ অন্যান্য শ্রুতির সহিত পাঠ সমান হেতু। ভূত এবং প্রাণের অন্তরালে পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই বিজ্ঞান ও মনঃ জাত হয় ইহাই বোধ হয়। অতএব সেই শ্রুতি প্রমাণ হেতু সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপত্তি নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইবেন না অর্থাৎ সুবাল শ্রুতিদৃষ্টক্রমে ভূতও প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞান এবং মনঃ জাত হয় অতএব আকাশাদি ক্রমে গগন পবন দহনাদির উৎপত্তি হয় কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর হইতে হয় না ইহাসিদ্ধ হইল, এই প্রকার বাদিগণের অভিপ্রায়। অনন্তর শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভু পাদ উত্তর পক্ষের অবতারণা করিতেছেন ইতি চেন্ন।

এ কথা বলিবেন না, কেন? অবিশেষ হেতু, সেই সকল প্রাণাদি পৃথিব্যন্ত সকলের সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে জাতত্বা ভিধান সমান হেতু, "এতস্মাৎ" এই বাক্যের দ্বারা সকল প্রাণাদির

(গী॰ ১০।৮) তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তিং প্রবোধয়েৎ। এক এব মহাশক্তিঃ কুরুতে সর্ব্বমঞ্জসা॥ (শ্রীবামন পু॰) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ।

সর্ব্বাণি প্রধানাদীনি সাক্ষাৎ সর্ব্বেশাদুদ্ভবানীতি মন্তব্যম্। নচৈবং সুবালশ্রুত্যাদি দৃষ্টক্রমবিরোধঃ। তম আদিশক্তিমান্ প্রধানাদিকার্য্য হেতুরিতি তত্র বিবিক্ষিতত্বাৎ তথাচোভয়ং সুপপন্নম্।

আকাশদয়োঽপি। শ্বেতাশ্বতরেঽপি—৬২, তেনেশিতং কর্ম্মবিবর্ত্ততে হ পৃথ্ব্যাপ্য তেজোঽনিলখানি চিন্ত্যম্" তথা নারায়ণোপনিষদি চ—১, নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ু-র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ইত্যাদেশ্চ শ্রবণাৎ। এবং শ্রুতি প্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ অহমিতি।

তত্রাদৌ শ্রীগীতাবাক্যং প্রমাণয়ন্তি অহং হে পার্থ! তোত্রবেত্রধর-তব সারথি স্বরূপোঽহং শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বস্য চিদচিদ্ প্রপঞ্চস্য প্রভবঃ উৎপত্তিস্থানম্, মত্তঃ সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে চেষ্টতে। অত্র শঙ্কর ভাষ্যম্—অহং পরংব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ, মত্ত এব স্থিতি নাশ ক্রিয়া ফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে"ইতি।

কিঞ্চ শ্রীমহাভারতে সভা॰—৩৮।২৩, কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্য হি কৃতে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরম্॥ অথ শ্রীবামনপুরাণ বাক্যমুদাহরন্তি তত্রেতি। তত্র তত্র ইতি—

সম্বন্ধ হইতেছে অর্থাৎ এই পরব্রহ্ম সকাশ হইতে প্রাণজাত হয়, এই পরব্রহ্ম সকাশ হইতে মনঃ জাত হয় ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বত্র এই পরব্রহ্মেরই সম্বন্ধ ইহাই অর্থ।

অপর 'এতস্মাৎ' এই অপাদানার্থ পঞ্চমী বিভক্তি হেতু প্রাণাদি সকলের পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি বোধ করায়। অতঃপর এই প্রকরণের সারার্থ বলিতেছেন অয়মিতি। এই প্রকরণের সারার্থ এই যে-প্রধানাদি তত্ত্ব সকল সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সমুৎপন্ন হয় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন-প্রথমে তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি প্রমাণ সঃ ইতি। তিনি কামনা করিলেন বহু হইব। অর্থাৎ সেই সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বজ্ঞ্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণ রত্নালয় শ্রীগোবিন্দদেব কামনা করিলেন, কাম সঙ্কল্প করিলেন বহু হইব প্রধান মহদহঙ্কার রূপে অনেক হইব ইহাই অর্থ। এইস্থলে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ রত্নাকর শ্রীগোবিন্দদেবেই সঙ্কল্প শ্রবণ করা যায় কিন্তু মহদহঙ্কারাদির নহে।

অপর মুণ্ডকে ইহা হইতে প্রাণ জাত হয়, অর্থাৎ এই দিব্য পুরুষ অজ অক্ষরাদি শব্দবাচ্য পরমেশ্বর হইতে প্রাণ জাত হয়, এবং আকাশাদি সকলেই জাত হয়। ইত্যাদি শ্রুতি শ্রবণ করা যায়। শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে—সেই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয় পৃথিবী জল তেজঃ বায়ুও আকাশ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় এই রূপ চিন্তা করিবে। নারায়ণোপনিষদে বর্ণিত আছে-নারায়ণ হইতে প্রাণ মনঃ

তদেবং সতি "তত্তেজোঽসৃজত" (ছা০ ৬।২।৩) ইত্যত্রতত্তমঃ প্রভৃতিশক্তিকং ব্রহ্ম প্রধানাদি বায়ন্তং সৃষ্ট্বা তত্তেজোঽসৃজতেতি। "তস্মাদ্বা" (তৈ০ ২।৫) ইত্যত্র তত্তস্মাত্তমঃ প্রভৃতি শক্তিকাৎ সম্ভাবিত প্রধানাদিবাচকাদাত্মনঃ সর্ব্বেশাকাশঃ সম্ভূত ইতি সঙ্গমণীয়ম্ ।।১৫।।

প্রধান মহদহঙ্কারাদিষু সর্ব্বব্যাপকো বিষ্ণুঃ স্থিতঃ সন্ তেষাং স্ব স্ব কার্য্যোৎপাদক শক্তিং প্রবোধয়েৎ, প্রকাশয়েদিতি। তস্মাৎ এক এব মহাশক্তিমান্ শ্রীভগবান্ সর্ব্বং অঞ্জসা অবিরোধন কুরুতে।

সঙ্গতি ঃ—অতঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং সাক্ষাৎ কর্ত্তা ইতি নিগময়ন্তি—সর্ব্বানীতি।

নমু এবং সতি ছান্দোগ্য-তৈত্তিরীয়কয়োঃ সুবালশ্রুত্যা সহ বিরোধঃ' ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ ন চেতি। শেষং প্রকটার্থম্। কৃষ্ণাদেব প্রধানাদি-ক্রমেণোৎপাদ্যতে জগৎ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রকর্ত্তা স সাক্ষাদ্ধেতুরপি স চ ॥১৫॥

ইতি তদভিধ্যানাধিকরণং নবমং সমাপ্তম্ ॥৯॥

ইন্দ্রিয় সকল আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ জল বিশ্বধারিণী পৃথিবী জাত হয় ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ নিরূপণ করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন—অহমিতি। তন্মধ্যে শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-হে পার্থ !

আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন ! তোত্র বেত্রধর তোমার সারথি স্বরূপ আমি শ্রীকৃষ্ণ সকল চিদচিৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি স্থান এবং আমা হইতে সমস্ত জগৎ চেষ্টা যুক্ত হয়। এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য এই প্রকার অমি বাসুদেবাখ্য পরং ব্রহ্ম সকল জগতের উৎপত্তিস্থান, এবং আমা হইতেই স্থিতি নাশ ক্রিয়া ফলোপভোগ লক্ষণ বিক্রিয়া রূপ সমগ্র জগৎ প্রবর্ত্তিত হয়।

শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণই লোক সকলের উৎপত্তিও প্রলয়স্থান, শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্তই এই ভূতময় বিশ্বচরাচর হইয়াছে। অতঃপর শ্রীবামন পুরাণের বাক্য উদাহরণ প্রদান করিতেছেন-তত্রেতি। তত্র তত্র প্রধান মহৎ অহঙ্কারাদি পদার্থে সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু অবস্থান করিয়া তাহাদের নিজনিজ কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব একমাত্র মহাশক্তিমান শ্রীভগবান অবিরোধরূপে কার্য্য করেন। ইত্যাদি স্মৃতি সকলের প্রমাণ।

সঙ্গতি—অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সকল পদার্থের সাক্ষাৎ কর্ত্তা এই প্রকার নিগমন করিতেছেন—সর্ব্বাণীতি। সুতরাং প্রধানাদি সকল পদার্থ সাক্ষাৎ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোন্দিদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলেন—তাহা হইলে ছান্দোগ্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের সুবাল শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে, তদুত্তরে বলিতেছেন নচেতি। এই প্রকার সুবাল শ্রুত্যাদি দৃষ্ট

১০। চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্

নন্বেবং সর্ব্বেশ্বরো হরিরেব চেৎ সর্ব্বাত্মকস্তর্হি সর্ব্বেষাং চরাচরবাচিনাং শব্দানাং তদ্বাচকতাপত্তিঃ। ন চ সা তেষাং সমস্তি, চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ, স্বীকৃতায়াং চ তস্যাং গৌণী তেষাং তস্মিন্ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ –

১০।। চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্ ।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানিদিশোদ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চহিকৃষ্ণরূপং স এব সর্ব্বং মহদাদিরূপঃ ॥

নন্ প্রধানমারভ্য—ব্রহ্মাণ্ডান্তং সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরাদুৎপদ্যতে তর্হি সর্ব্বমেব তদ্রূপং ভবতু, ন তু তথাস্তি ঘটপটাদীনাং তস্মাৎ পৃথক্‌ত্বাদিতি চেৎ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং শ্রীভগবদ্‌বাচকত্বং প্রতিপাদয়িতুং চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—তথাচ চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি নারায়ণোপনিষদি —২, "অথ নিত্যদেব একোনারায়ণো ব্রহ্মাচ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণো দ্বাদশাদিত্যাশ্চ নারায়ণো বসবোঽশ্বিনৌ চ নারায়ণঃ সর্ব্বে ঋষয়োঽপি নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণ অধশ্চ

স্থষ্টি ক্রমের বিরোধ হইবে না, যে হেতু তমঃ আদি শক্তি যুক্ত পরব্রহ্মই প্রধানাদি কার্য্য সকলের কারণ, সেই স্থলে বলা হইয়াছে। সুতরাং উভয় প্রকারই সুসঙ্গত। এই রূপ স্বীকার করিলে পরে-তিনি তেজ স্থষ্টি করিয়াছিলেন, এইস্থলে সেই তমঃ প্রভৃতি শক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম প্রধানাদি বায়ু পর্য্যন্ত স্থষ্টি করিয়া তেজ স্থষ্টি করিলেন। তাহা হইতে এইস্থলে সেই তমঃ প্রভৃতি শক্তিমান পরব্রহ্ম যাহা হইতে প্রধানাদি জাত হইয়াছে সেই পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতেই আকাশ জাত হইবে এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ হইতেই প্রধানাদি ক্রমে জগৎ উৎপন্ন হয়, অতএব তিনি স্বতন্ত্র কর্ত্তাও জগৎ সৃষ্টির সাক্ষাৎ হেতুও তিনি ॥১৫॥

এই প্রকার অভিধ্যানাধিকরণ নবম সম্পূর্ণ ॥৯॥

১০।। চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণের ব্যাখ্যা।

আকাশ বায়ু বহ্নি জল মহী জ্যোতিঃ সত্ত্বদিকদ্রুমাদি নদীসাগরাদি সকল শ্রীকৃষ্ণের রূপ, এবং শ্রীকৃষ্ণই মহদাদি সকল হয়েন। যদি বলেন-প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল শ্রীসর্ব্বেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা হইলে সকলেই সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ হউক, কিন্তু তাহা দেখা যায় না, ঘট পটাদি পদার্থ তাহা হইতে পৃথক দেখা যায় তদুত্তরে বক্তব্য এই যে মহদাদি পদার্থ সকলের শ্রীভগবদ্বাচকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণের আরম্ভ' হইাই অধিকরণ সঙ্গতি।

॥ওঁ॥ চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু তদ্ব্যপদেশোঽভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১০।১৬॥

তু শব্দশঙ্কানিরাসার্থঃ। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তদ্ব্যপদেশো জঙ্গম স্থাবর শরীরবাচকঃ তত্তচ্ছব্দো ভগবতি অভাক্তোমুখ্যঃ স্যাৎ। কুতঃ? তদ্ভাবেতি। তদ্ভাবস্য সর্ব্বেষাং শব্দানাং ভগবদ্বাচক ভাবস্য শাস্ত্রশ্রবণাদূর্দ্ধ্বং ভবিষ্যত্বাৎ। তদ্বুদ্ধেরুদেষ্যত্বাদিতি

নারায়ণ উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণো মূর্ত্তামূর্ত্তং চ নারায়ণঃ অন্ত র্বহিশ্চ নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্” ইতি।

সুবালোপনিষদি চ - ৬৩৪, “আদিত্যা রুদ্রা মরুতো বসবোঽশ্বিনাবৃচো যজুংষি সামানি মন্ত্রাগ্নিরাজ্যাহুতি সম্ভবো দিব্যো দেব। একো নারায়ণঃ” (৩) “পিতা মাতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতি নারায়ণ ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয় বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ কিং দেব মানবাদীনাং সর্ব্বেষা জঙ্গমজীবানাং নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদীনাং স্থাবরজীবাদি জীবানাং যানি নামানি সন্তি তানি কিং সর্ব্বাণ্যেব শ্রীভগবদ্ বাচকানি? অথবা মানব দেবাদিবাচকানি? অপি চ কুত্র তেষাং নাম্নাং মুখ্যব্যুৎপত্তিঃ? কুত্র বা গৌণ প্রবৃত্তিঃ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি - ‘নন্বু’ ইত্যাদিনা। নন্বু এবং তদভিধ্যান প্রকারেণ সর্ব্বেশ্বরশ্চিজ্জড়াত্মক শক্তিদ্বয় নিয়ামকঃ শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মকঃ স্থাবর জঙ্গমাত্মকঃ তর্হি চরাচর-বাচিনাং দেব মানব বৃক্ষ পর্ব্বতাদি বাচিনাং শব্দানাং তদ্‌বাচকত্বাপত্তিঃ—শ্রীভগবদ্ বাচকতাপত্তিঃ।

বিষয় – চরাচর ব্যপাশ্রয়াধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার-নারায়ণোপনিষদে বর্ণিত আছে-নিত্য দেবক্রীড়শীল একমাত্র নারায়ণ ব্রহ্মা হইয়াছেন, তিনি শিব ইন্দ্র দ্বাদশাদিত্য অষ্টবসু অশ্বিনী কুমার সকল ঋষিগণ কাল দিক্ অধঃ উর্দ্ধ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত অন্তঃ বহিঃ শ্রীনারায়ণই এই সকল যাহা ভূত ও ভবিষ্যৎ সকলই শ্রীনারায়ণ। সুবালোপনিষদে বর্ণিত আছে-আদিত্যগণ রুদ্রগণ মরুদ্‌গণ বসুগণ অশ্বিনী কুমারদ্বয় ঋগ্‌বেদ সামবেদ মন্ত্র অগ্নি আজ্য আহুতি সম্ভব দিব্য আদি সকল একমাত্র শ্রীনারায়ণ হয়েন। এবং শ্রীনারায়ণই পিতামাতা ভ্রাতা নিবাস শরণ সুহৃৎ ও গতি হয়েন। ইত্যাদি বিষয় বাক্য।

সংশয় —এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ হইতেছে-দেবমানবাদি জঙ্গম জাতীয় জীব সকলের নদী পর্ব্বত বৃক্ষাদি স্থাবর জাতীয় জীব সকলের যে নামাদি আছে তাহা সকলই কি শ্রীভগবদ্ বাচক? অথবা দেবমানবাদি বাচক? অপর ঐ নাম সকলের মুখ্য বৃত্তি কোথায়, গৌণ বৃত্তিই বা কোথায়? ইত্যাদি সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ – এই সন্দেহ জাত হইলে পূর্ব্ব পক্ষের অবতারণা করিতেছেন নন্বু’ ইত্যাদি

যাবৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ (তৈ° ২।৬) সোঽকাময়ত বহুস্যাম্" "স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি (গো° তা° পূ° ৪৫) ইত্যাদিনা।

স্মৃতিশ্চ (বি° পু° ৩।৭।১৬) "কটকমুকুট কর্ণিকাদিভেদৈঃ কনকমভেদমপীষ্যতে

তথাচ ইন্দ্র মাধব বট বিন্ধ্যাদিশব্দৈঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য বোধো ভবেৎ। ন চ সা তদ্‌বাচকতা শ্রীভগবদ্‌বাচকতা তেষাং দেবাদিশব্দানাং সমস্তি-সম্ভবো ভবতি ; কুতঃ ? চরাচরেষু মুখ্যব্যুৎপন্নত্বাৎ ; ইন্দ্র-মাধব-বট বিন্ধ্যাদিশব্দেন তত্তদ্বাচকো দেব মনুষ্য বৃক্ষ পর্ব্বতাদি র্ব্বোধ্যতে, তেষু এব মুখ্য প্রতীতেঃ। ননু অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণ প্রমাণেন শ্রীভগবত্যেব সর্ব্বেষাং শব্দানাং ব্যুৎপন্নত্বাৎ ইতি চেৎ ? তত্রাহুঃ — স্বীকৃতায়ামিতি। স্বীকৃতায়াঞ্চ তস্যাং শ্রীভগবদ্‌বাচকতায়াং তেষাং চরাচর বাচিশব্দানাং তস্মিন্ সর্ব্বেশ্বরে গৌণী প্রবৃত্তির্ভবতি, নতু মুখ্যা। তস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীভগবান্ ন সর্ব্বাত্মকঃ : ইতি পূর্ব্ব পক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবমাশঙ্ক্য পরিহার সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ,—চরাচরেতি। চরঃ-দেবমানবাদি গমন শীলঃ, অচরঃ—বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থিতিশীলঃ তয়োঃ চরাচরযোর্ব্যপাশ্রয়ঃ—চরাচর মবলম্ব্য যে শব্দাঃ স্যুঃ তে "তদ্‌ব্য পদেশঃ" তত্তদ্‌বস্তূনাং শ্রীভগবদ্ বাচকঃ অভাক্তঃ শ্রীভগবত্যেব

দ্বারা। যদি বলেন এই প্রকার সর্ব্বেশ্বর হরিই সকল চরাচরাত্মক তাহা হইলে চরাচর বাচিশব্দ সকলের শ্রীভগবদ্ বাচকতাপত্তি ? কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে, সেই শব্দ সকল চরাচর বাচিশব্দ সকলেই মুখ্য ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়। যদি বলেন তদভিধ্যান প্রকরণে সর্ব্বেশ্বর চিজ্জড়াত্মক শক্তি দ্বয়নিয়ামক শ্রীভগবানই সর্ব্বাত্মক স্থাবর জঙ্গমাত্মক, তাহা হইলে চরাচরবাচি দেব মানব বৃক্ষ পর্ব্বতাদি বাচক শব্দ সকলের শ্রীভগবদ্ বাচকত্বাপত্তি অর্থাৎ ইন্দ্র মানব বট বিন্ধ্যাদি শব্দের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের বোধ হইবে। কিন্তু তাহা অর্থাৎ তদ্ বাচকতা-শ্রীভগবানের বাচকতা দেবাদিশব্দের কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কেন? সেই শব্দ সকল চরাচরে মুখ ব্যুৎপন্ন হেতু, এই প্রকার ইন্দ্র মাধব বট বিন্ধ্যাদিশব্দের দ্বারা সেই সেই শব্দের বাচক দেবতা মনুষ্য বৃক্ষ পর্ব্বতাদি বোধ হয়, কারণ ঐ শব্দ সকলের তাহাতেই মুখ্য প্রতীতি হয়।

যদি বলেন বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণের দ্বারা শ্রীভগবানেই শব্দ সকলের অভিধেয়তা দেখা যায়, তদুত্তরে বলিতেছেন স্বীকৃতায়ামিতি। যদি কোন প্রকারে তাহা স্বীকারও করা হয় তথাপি সেই শব্দ সকলের তাহাতে গৌণ প্রবৃত্তি হইবে। অর্থাৎ চরাচরবাচি শব্দ সকলের শ্রী-ভগবদ্ বাচকতা স্বীকার করিলেও সেই শ্রীভগবানে গৌণ প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু মুখ্য নহে, অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান সর্ব্বাত্মক নহেন। ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার সূত্রের অবতারণা

যথৈকম্। সুর পশুমনুজাদি কল্পনাভিঃ হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈকঃ॥ ইত্যাদ্যা। অয়ং ভাবঃ—শক্তিবাচকাঃ শব্দাঃ শক্তিমতি পর্য্যবস্যন্তি, শক্তীনাং তদাত্মকত্বাদিতি ॥১৬॥

মুখ্যপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, অন্যত্র তু গৌণঃ; কুতঃ? তদ্‌ভাব ভাবিত্বাং; বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়নাৎ 'তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ'' (ব্র০ সূ০ ২।১।৫।১৫) ইত্যদি জ্ঞানেন সর্ব্বেষাং শব্দানাং শ্রীভগবদ্‌বাচকভাবস্য ভবিষ্যত্বাৎ ইতি। তথাহি শ্রীভাগবতে ১১।২।৪১, খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতিংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্। সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ 'তু' শব্দেন শঙ্কা নিবারিতাভূৎ। চরাচরেতি—স্পষ্টম্। সর্ব্বেষাং শব্দানাং পদার্থানং বা তদ্‌ভাবভাবিত্বং শ্রুতি প্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি—শ্রুতিতি। তত্রাদৌ তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—'সঃ'' ইতি সঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবঃ, অকাময়ত কাময়াঞ্চকার বহু স্যাম্, দেব-মানব-বৃক্ষপর্ব্বতাদি রূপেণ স্যামিত্যর্থঃ। অত্র প্রকারণাৎ তথৈবার্থ প্রতীতেঃ।

অথ শ্রীগোপালতাপনী বাক্যমপি প্রমাণয়ন্তি—
''সঃ'' ইতি। স বাসুদেব এব সর্ব্বং দৃশ্যাদৃশ্য বস্তুজাত মিত্যর্থঃ। অথ বাসুদেব নাম ব্যুৎপত্তিঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—১।২।১২, সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ। ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥ শ্রীমহাভারতে চ—উদ্যোগ০ ৭০।৩ বসনাৎ সর্ব্বভূতানাং বসুত্বাৎ দেবযোনিতঃ। বাসুদেব স্ততো বেদ্যো বৃহত্বাদ্ বিষ্ণুরুচ্যতে॥ ইতি।

করিতেছেন-চরাচরেতি। চর দেবমানবাদি গমনশীল, অচর-বৃক্ষ পর্ব্বতাদি স্থিতি শীল, সেই চরাচর ব্যপাশ্রয় চরাচরকে অবলম্বন করিয়া যে শব্দ সকল আছে তাহার তদ্ ব্যপদেশ সেই সেই বস্তু সকলের শ্রীভগবানের বাচক অভাক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানেই মুখ্য প্রবৃত্তি হইবে, কিন্তু অন্যত্র গৌণ হইবে। কেন? তদ্‌ভাব ভাবিত্ব হেতু' অর্থৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন হেতু "তাহা হইতে অনন্য আরম্ভণাদি শব্দ হইতে" ইত্যাদি জ্ঞানের দ্বারা সকল শব্দের শ্রীভগবদ্‌বাচক ভাবের উদয় হওয়ায় শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে আকাশ বায়ু অগ্নিজল মহী জ্যেতিঃ সকল সত্ত্বাদি দিক্ সকল বৃক্ষাদি নদী সমুদ্র সকল শ্রীহরির শরীর, সুতরাং যাহাকিছু ভৌতিক পদার্থ সকলকে অনন্য ভাব প্রণাম করিবে। ইহাই সূত্রের অর্থ।

সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত। চরাচর
স্থাবর জঙ্গমাদি শরীর বাচক যে দেবমানবাদি শব্দ ব্যপদেশ সেই সেই শব্দ শ্রীভগবানেই অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্য হইবে। ইহা কি প্রকারে হয়? তদ্‌ভাব হেতু, অর্থাৎ দেবমানবাদি বাচক শব্দ সকলের শ্রীভগবদ্ বাচক ভাবের শাস্ত্র শ্রবণের পরে হওয়া সম্ভব হেতু, অর্থাৎ শাস্ত্রাদি শ্রবণের পর সেই জ্ঞানীর সকল পদার্থেই ভগবদ্‌বুদ্ধি উদয় হয় ইহাই সারার্থ। দেব মানবাদি শব্দ সকলের অথবা পদার্থ সকলের

তস্মাৎ শ্রীবাসুদেব এব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বশব্দৈ স্তদ্ ব্যপদেশ এব মুখ্যঃ। শ্রীগীতাসু চ ৭।১৯ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ অথ শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি তথৈব প্রতিপাদয়তি ইতি প্রদর্শয়ন্তি স্মৃতিশ্চ "ইত্যাদিনা। যথা একং কনকং সর্ব্বথা অভেদমপি কটকং কঙ্কণং মুকুটং মস্তকাভরণং কর্ণিকাং ভূষণং ইত্যাদিভির্ভেদৈঃ ঈষতে ব্যবহৃদয়তে; তথা একঃ শ্রীহরিঃ সুর-পশু-মনুজাদিভিঃ অখিলাভিঃ কল্পনাভিঃ উদীর্য্যতে নির্দিশ্যতে' ইতি। তথাচ—অত্র শক্তিমতো ব্রহ্মণঃ কনকদৃষ্টান্তেন তথৈব প্রতীতেঃ।

অথ এতদধিকরণস্য সারার্থমাহুঃ—অয়মিতি। তদাত্মকত্বাৎ—শক্তিমদ্ ব্রহ্মাভেদাৎ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ লোকেঽপি গবাদিশব্দানাং গোত্বাদিবাচিনাং গোত্ববতি পুচ্ছ—শৃঙ্গ—দ্বিশফগলকম্বলাদি বিশিষ্টে পিণ্ডে এব পর্য্যবসানং দৃষ্টম্ তথা চাত্র পৃথিব্যাদি শব্দানাং গন্ধবদ্ দ্রব্যাদিবাচকত্বব্যুৎপত্তিঃ

শ্রীভগবদ্ভাবভাবিত্ব শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন-শ্রুতি সকলেও এই প্রকার বলিয়াছেন—তিনি কামনা করিয়াছিলেন অনেক হইব।

তন্মধ্যে তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন-সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব কামনা করিয়াছিলেন বহু অর্থাৎ দেব মানব বৃক্ষ পর্ব্বতাদিরূপে অনেক হইব। এইস্থলে প্রকরণ বলে এই শ্রুতির এই প্রকারই অর্থ প্রতীতি হইতেছে। অনন্তর শ্রীগোপালতাপণী বাক্যও প্রমাণিত করিতেছেন সেই বাসুদেবই সকল দৃশ্যাদৃশ্যবস্তু হয়েন কারণ তাহা হইতে আর অন্য বস্তু নাই। অনন্তর শ্রীবাসুদেব নামের ব্যুৎপত্তি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে-যিনি সর্ব্বত্র বাস করেন, এবং যাঁহাতে সমস্ত পদার্থ নিবাস করে, অতএব বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে ভূত সকলের নিবাস হেতু, দেবতাগণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হেতু শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব বলিয়া জানিবে' তিনি সকলের বৃহৎ সুতরাং তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়।

অতএব শ্রীবাসুদেবই সর্ব্বাত্মক হেতু সকল শব্দের দ্বারা তাঁহার ব্যপদেশই মুখ্য। শ্রীগীতায় কথিত আছে-যে শ্রীবাসুদেব সকল পদার্থ জানে সেই প্রকার মহাত্মা অতীব দুর্ল্লভ। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু পুরাণও সেই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত করিতেছে-স্মৃতীতি। স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত আছে যেমন একমাত্র কনক সর্ব্ব প্রকারে ভেদ রহিত হইয়াও কটক কঙ্কণ, মুকুট মস্তকাভরণ, কর্ণিকা কর্ণভূষণ ইত্যাদি ভেদে ব্যবহার হয়, সেই প্রকার একমাত্র শ্রীহরি দেবতা পশু মানব প্রভৃতি শাস্ত্র কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়া নির্দ্দেশিত হয়। অর্থাৎ শক্তিমান ব্রহ্মের কনকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই প্রকারই প্রতীতি হয়। অতপর এই অধিকরণের সারার্থ বলিতেছেন-অয়মিতি। ভাবার্থ এই যে-শক্তি বাচক শব্দ সকল শক্তিমানে পর্য্যবসায়িত হয়, যে হেতু শক্তি সকল তদাত্মক। তদাত্মক অর্থাৎ শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে অভেদ ইহাই অর্থ।

১১॥ আত্মাধিকরণম্ (জীবঃ)

সর্ব্বং যস্মাদুৎপদ্যতে, যস্য মূলকারণত্বাদুৎপত্তিন'ন্তি স পরমাত্মা, ইতীশ্বরো নিরূপিতঃ।

অথ জীবং নির্ণেতুমুপক্রমতে। তস্য তাবদুৎপত্তিনিরস্যতে। "যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ, তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্" (তৈ০ না০উ০ ৪) ইতি তৈত্তিরীয়কে। "সম্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ" (ছা০ ৬।৮।৪) ইতি চান্যত্র শ্রূয়তে।
অত্র জীবস্যোৎপত্তিরস্তি? ন বেতি সংশয়ে, চিজ্জড়াত্মকস্য জগতঃ কার্য্যত্বাবগমাৎ, ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গাচ্চাস্তীতি প্রাপ্তে—

কিন্তু বালবোধার্থম্; পৃথিব্যাদিশক্তিমদ্ ব্রহ্মবাচকতাপি তেষাং পৃথিব্যাদীনামস্তীতি সা তু তাত্ত্বিকীতি বোধ্যম্। তথাহি শ্রীভাগবতে—১০ ১৪ ৫৬, বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাষ্ণু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্তিহ কিঞ্চন॥ ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বমিতি ॥১৬॥

ইতি চরাচরব্যপাশ্রয়াধিকরণম্ দশমং সমাপ্তম্ ॥১০॥

১১। আত্মাধিকরণম্।

কৃষ্ণস্য সেবকো জীবো নিত্যস্ত্বণু স্বরূপকঃ।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দে'হস্য ন জীবস্য হি ॥

অথ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমতঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ প্রধান মহদাদি ক্রমেণ সর্ব্বমুৎপদ্যতে, ইতি নিরূপিতম্। তত্র চিদচিদ্ বিষয়ক শ্রুতি দর্শিতঃ। অচিদ্ পদার্থানামুৎ পত্তি নিরূপিতা। অথ চিদুৎ পত্তি বিচার প্রকরণ মারভ্য জীব উৎপদ্যতে ন বা ? ইতি নিরূপণার্থং "আত্মাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অপর লেকেও দেখা যায় গোত্বাদিবাচী গবাদি শব্দের গোত্বমান্ পুচ্ছ শৃঙ্গ দ্বিশফ গলকম্বলাদি বিশিষ্ট পিণ্ডেই পর্য্যবসান হয় সেই প্রকার পৃথিব্যাদি শব্দ সকলের গন্ধবতী দ্রব্যাদি বাচকতা ব্যুৎপত্তি কিন্তু অজ্ঞবোধের জন্য, পৃথিব্যাদি শক্তিমান ব্রহ্মবাচকতাও পৃথিব্যাদি শব্দের আছে, তাহা কিন্তু তাত্ত্বিকী অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীশুকদেব কহিলেন-হে রাজন্! বাস্তবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণকেই স্থাবর জঙ্গম বলিয়া জানিবে, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের রূপ, অন্য কোন বস্তু নাই। অতএব সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবই সকল ॥১৬॥

এই প্রকার চরাচর ব্যপাশ্রয়াধিকরদশম সমাপ্ত ॥১০॥

১১। আত্মাধিকরণের ব্যাখ্যা।

জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবক, নিত্য, অণুস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দেহেরই হয়, কিন্তু জীবের নহে। এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রধান মহাদাদি ক্রমে সকল

॥ওঁ॥ নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।১১।১৭।

আত্মা জীবো নৈবোৎপদ্যতে। কুতঃ? শ্রুতেঃ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

বিষয়ঃ—অথ আত্মাধিকরণস্য বিষয়বাক্য মবতারয়িতুং ভূমিকামারচয়ন্তি—সর্ব্বমিতি। অথ পঞ্চসু পদার্থেষু ঈশ্বরো নিরূপিতঃ, তত্র দ্বিতীয়ং জীবং নির্ণেতুমুপক্রমন্তে— তস্য"ইত্যাদিনা। অথ বিষয় বাক্যমাহুঃ—"যতঃ" ইতি। যতঃ— তমঃ শক্তিকাৎ সিসৃক্ষোঃ পর ব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ জগতঃ প্রসূতিঃ প্রধান শক্তিঃ প্রসৃতা, তোয়েন মহদাদি ভূপর্য্যন্তেন স্বোৎপন্নতত্ত্বগণেন প্রসূতা ইত্যর্থঃ।

কিঞ্চ ভূম্যাং জগতি জীবান্ ব্যসসর্জ্জ, সৃষ্টিং চকার ইতি। ব্যসসর্জ্জ" ইতি ছান্দসম্,' বিসসর্জ্জ' ইতি। তস্মাৎ জীবানাং সৃষ্টিং শ্রূয়তে। তথা ছান্দোগ্যেপনিষদি চ—সম্মূলা ইতি। হে সৌম্য! ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ জীবাঃ সম্মূলাঃ ব্রহ্মোৎপন্নাঃ' পরব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপন্নাঃ" ইতি। এবং বিষয় বাক্যম্।

উৎপন্ন হয়' তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চিদচিৎ বিষয়ক শ্রুতি সকল দর্শিত হইয়াছে। অপর পদার্থসকলের উৎপত্তি নিরূপণ করা হইয়াছে। অতঃপর চিদুৎপত্তি বিচার আরম্ভ করিয়া জীব উৎপন্ন হয়? অথবা হয় না? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আত্মাধিকরণান্ত' ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর আত্মাধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ভূমিকারচনা করিতেছেন সর্ব্বমিতি। প্রধানাদি সকল যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মূলকারণ হেতু তাহার উৎপত্তি নাই তিনি পরমাত্মা ও সর্ব্বেশ্বর ইহা নিরূপিত হইল। অতঃ পর জীব নির্ণয় করিবার উপক্রম করিতেছেন। পঞ্চ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া দ্বিতীয় পদার্থ জীব নির্ণয় করিতেছেন তস্যেতি। সেই জীবের উৎপত্তি নিরসন করিতেছেন। বিষয়বাক্য বলিতেছেন যতঃ "ইতি। তমঃ শক্তিযুক্ত সৃজনেচ্ছু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ হইতে জগৎ প্রসবিনী প্রধানশক্তি জাত হইলেন, তোয়েন অর্থাৎ মহাদাদি ভূপর্যান্ত নিজোৎপন্ন তত্ত্ব সকলের সহিত প্রধান শক্তি জাত হইলেন ইহাই অর্থ। অপর ভূমিতে জগতে জীব সকলকে সৃষ্টি করিলেন।

"ব্যসসর্জ্জ" পদটি বৈদিক প্রয়োগ, 'বিসসর্জ্জ"পদ হইবে। অতএব জীবগণের সৃষ্টি শ্রবণ করা যায়। ইহা তৈত্তিরীয়কারণ্যকোপনিষদে আছে। এই প্রকার ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে হে সৌম্য! সকল প্রজা জীবগণ সম্মূলা' অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপন্ন, পরব্রহ্ম সকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিষয় বাক্য।

(কঠ০ ১।২।১৮) ইতি কাঠকে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" (শ্বে০ ১।৯) ইতি শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতৌ চাজত্বশ্রবণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্বপ্রতীতেশ্চ।

চেতনত্বং 'চ' শব্দাৎ। তাত্ত্ব— "নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাম্" (শ্বে০ ৬।১৩) অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ" (কঠ০ ১।২।১৮) ইত্যাদ্যাঃ। এবং সতি "জাতো

সংশয়ঃ—এবং বিষয়বাক্য ভবতি সংশয়ঃ-অত্র" ইতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ— অত্র সন্দেহবাক্যে পূর্ব্ব পক্ষমুত্থাপয়ন্তি - চিদিতি। তথাচ—চিজ্জড়াত্মকং সর্ব্বমুৎপদ্যতে কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" ইতি। ব্যতিরেকে—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গাচ্চ; এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ব বিজ্ঞানং যা প্রতিজ্ঞা সাতু সর্ব্বেষাং পদার্থানাং পরব্রহ্মণোৎপন্নত্বে সতি সম্ভবতি; অন্যথা "প্রকৃত্য ধিকরণস্য" (১।৪।৭।২৭) অসঙ্গতিঃ স্যাৎ। তস্মাৎ জীবস্যাপি পরব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপত্তিরস্তি' ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ নাত্মা" ইতি। আত্মা-জীবাত্মা 'ন ন উৎপদ্যতে; কুতঃ ? শ্রুতেঃ শ্রুতিবাক্য প্রমাণাৎ; কিঞ্চ তাভ্যঃ—শ্রুতি বাক্যেভ্যঃ জীবানাং নিত্যত্বাচ্চ। অথ জীবস্য উৎপত্তিরাহিত্যং নিত্যত্বঞ্চ কাঠক শ্রুতিবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি— ন জায়তে" ইতি। বিপশ্চিৎ বিবিধানি সুখ দুখানি পশ্যতি অনুভবতীতি বিপশ্চিৎ জীবঃ। জীবঃ ন জায়তে, ন বা ম্রিয়তে, তস্য জন্ম মরণং নাস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ—অয়ং জীবঃ কুতশ্চিৎ কস্মাদপি ন জাতঃ"

সংশয়—এই বিষয়বাক্য সংশয় হইতেছে - অত্রেতি। এই জীবের উৎপত্তি আছে ? অথবা নাই ? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এই সন্দেহবাক্যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—চিদিতি। চিৎ জড়াত্মক জগতের কার্য্যতা অবগতি হেতু, ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু জীবের উৎপত্তি আছে। অর্থাৎ চিৎ জড়াত্মক সকল পদার্থই উপন্ন হয়, যে হেতু তাহা সকলেই কার্য্য' যেমন ঘট। ব্যতিরেকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতু, অর্থাৎ একবস্তু বিজ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর বিজ্ঞান হয়' এই যে প্রতিজ্ঞা তাহা কিন্তু সকল পদার্থের পর ব্রহ্মোৎপন্নত্ব স্বীকার করিলেই সম্ভব হয় অন্যথা 'প্রকৃত্যধিকরণের' অসঙ্গতি হইবে। অতএব জীবেরও পরব্রহ্ম সকাশ হইতে উৎপত্তি হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের অবতারণা করিতেছেন—নাত্মেতি। আত্মা জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না কেন ? শ্রুতি বাক্য প্রমাণ হেতু অপর সেই শ্রুতি বাক্য সকল প্রমাণ হইতেও জীব সকলের নিত্যতা প্রতিপাদন হেতু। জীবাত্ম উৎপন্ন হয় না, কেন ? শ্রুতি প্রমাণ হেতু। অনন্তর জীবের উৎত্তিরাহিত্য ও নিত্যত্ব কাঠক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—নেতি বিপশ্চৎ বহু প্রকার সুখ দুঃখ সকল অনুভব করে যে সেই জীব, জীব

যজ্ঞদত্তো মৃতশ্চ" ইতি যোঽয়ং লৌকিকো ব্যবহার', যশ্চ জাতকর্ম্মাদি বিধিঃ, স তু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ। "স বাঽয়ং পুরুষো জায়মনঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ" (বৃ° ৪।৩।৮) ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে"

ন বা কশ্চিদ্ বভুব: পূর্ব্বমভূদিতি ন; ননু জন্ম মৃত্যুরহিতো জীবঃ তর্হি কিং স্বরূপোঽয়ং ? ইত্যাহ—অজঃ—জন্মাদিরহিতঃ, নিত্যঃ-ত্রিকালস্থায়ী, শাশ্বতঃ অয়ং পুরাণশ্চ, তস্মাৎ জীবস্য পাঞ্চভৌতিকে শরীরে হন্যমানে সতি জীবো ন হন্যতে; তস্মাৎ শরীরস্য নাশে সতি শরীরী জীবো ন নশ্যতীতর্থঃ। অথ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যেন জীবস্য অজত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—জ্ঞাজ্ঞৌ" ইতি। জ্ঞঃ—সর্ব্বেশ্বরঃ, অজ্ঞঃ জীবঃ, তৌ দ্বৌ জ্ঞাজ্ঞৌ অজৌ, জন্ম রহিতৌ; তৌ কীদৃশৌ—ঈশানীশৌ; তয়োর্জ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরঃ; অজ্ঞস্তু অনীশঃ, অল্পজ্ঞঃ' ইত্যার্থঃ।

তস্মাৎ অজোঽয়ং জীব ইতি। ইতি শ্রুতি বাক্যে জীবস্য অজত্বং শ্রবণাৎ জীবো নোৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ। শ্রুতি স্মৃতিভ্যঃ' ইতি শ্রুতি প্রমাণমুক্তম্। অথ স্মৃতি প্রমাণ সংগ্রহঃ তথা হি শ্রীগীতাসু-২।২০ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো

জাত হয় না, মরেও না, তাহার জন্ম মৃত্যুও নাই ইহাই অর্থ। অপর এই জীব কাহা হইতেও হয় না, এবং পূর্ব্বও কোন প্রকারে জন্মাদি হয় না। যদি বলেন-এই জীব জন্মমৃত্যু রহিত তবে ইহার স্বরূপ কি ? তাহা বলিতেছেন—অজ জন্মাদি রহিত নিত্য ত্রিকাল স্থায়ী, শাশ্বত ও পুরাণ' অতএব জীবের পাঞ্চ ভৌতিক শরীর হনন করিলেও জীব হত হয় না, সুতরাং শরীরের বিনাশ হইলেও শরীরী জীব বিনষ্ট হয় না ইহাই অর্থ। অতঃপর শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্যের দ্বারা জীবের অজত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন-জ্ঞেতি। জ্ঞ সর্ব্বেশ্বর অজ্ঞ জীব, তাহারা দুইটি অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত, তাহারা কি প্রকার ? ঈশানীশ তন্মধ্যেজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বর, কিন্তু অজ্ঞ অনীশ ও অল্পজ্ঞ, অতএব এই জীব অজ। এই প্রকার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্যে জীবের অজত্ব শ্রবণ হেতু জীব উৎপন্ন হয় না। তথা সেই শ্রুতি স্মৃতিপ্রমাণ হইতে জীবের নিত্যত্ব প্রতীতি হয় শ্রুতি স্মৃতি শ্রুতি-প্রমাণ কথিত হইল, এইস্থলে স্মৃতি প্রমাণ সংগ্রহ-শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-এই জীব কখনও জাত হয় না, মৃত হয় না, অথবা হইবেও না, এই জীব জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন, শরীরকে হনন করিলেও শরীরী বিনষ্ট হয় না এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বশরীরগত স্থির, অচল এবং সনাতন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-জন্মাদি ষড়ভাব দেহেরই দেখা যায়, আত্মার নহে, এই আত্মা অবিক্রিয় স্বদৃক্ হেতু ব্যাপক অসঙ্গ অনাবৃত, নিত্য অব্যয় শুদ্ধ, এক ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয় হয়।

সূত্রে যে 'চ' শব্দ আছে তাহার অর্থ বলিতেছেন—চেতনেতি জীবাত্মা নিত্য চেতন হয়, কিন্তু সংযোগাদি সম্বন্ধের দ্বারা জ্ঞানবান নহে শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন নিত্য' ইতি।

(ছা. ১।১১।৩) ইতি ছান্দোগ্যাচ্চ কথং। তর্হি শ্রুতিপ্রতিজ্ঞানুপরোধঃ ইত্থং জীবস্যাপি কার্য্যত্বাৎ তদুৎপত্তিরিতি। সূক্ষ্মোভয়শক্তিকং ব্রহ্মৈবাবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যং নাম।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহেঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব। নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ইতি। শ্রীভাগবতে—৭।৭।১৮-১৯, জন্মাদ্যাঃষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ॥ আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ। অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতু র্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥ অথ সূত্রস্থ "চ" শব্দস্যার্থমাহুঃ—চেতনত্বমিতি জীবাত্মা নিত্যচেতন এব ন তু সংযোগাদি সম্বন্ধেন জ্ঞানবানিতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—'নিত্যঃ' ইতি। শ্রুতি মন্ত্রোঽয়ং জীবেশঃ প্রতিপাদকঃ তথাচ নিত্যানাং জীবানা মধ্যে শ্রীভগবান্ নিত্যঃ, তথা চেতনানাং—নিত্যচেতনানাং জীবানাং মধ্যে শ্রীভগবান চেতনঃ" ইতি। অজঃ" ইতি পূর্ব্ববৎ। তস্মাৎ জীবাত্মা জন্মাদি রহিতঃ নিত্যঃ, চেতনশ্চ।

নন্নু নিত্যশ্চেৎ জীবাত্মা তর্হি বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণিত-জাতকর্ম্মাদিবিধিঃ কথং সম্ভবেৎ ? তথাচ শ্রীমনু—২।২৯, প্রাঙ্ নাভিবির্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে। মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্য মধুসর্পিষাম্॥ তথাহি নির্ণয়সিন্ধৌ—৩য়ঃ পরিঃ, (১৭৯ পৃ.) শ্রুত্বা জাতং পিতা পুত্রং সচৈলং স্নানমাচরেৎ॥ অত্র জাতকর্ম্মক্রিয়া—শব্দকল্পদ্রুমে-৩৩৯ পৃ. দশমসংস্কারান্তর্গত সংস্কারবিশেষঃ, তস্য ক্রমো যথা—পুত্রে জাতে পিতা "নাভিং মা কৃন্তত স্তনঞ্চ মা দত্ত" ইত্যভিধায় কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ প্রক্ষালিতশিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্য্যা গর্ভবত্যা বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণেন বা অনারূতলোষ্টপিষ্টৌ ব্রীহিযবৌ দক্ষিণহস্তা-

---

এই শ্রুতি মন্ত্রটি জীবও ঈশ্বর প্রতিপাদক। যিনি নিত্যগণের ও নিত্য, চেতন, অর্থাৎ নিত্য জীবগণের মধ্যে শ্রীভগবান নিত্য, তথা নিত্য চেতন জীব গণের মধ্যে শ্রীভগবান চেতন। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে এই জীবাত্মা জন্ম রহিত, নিত্য, শাশ্বতও পুরাতন্, ইত্যাদি। অতএব জীবাত্মা জন্মাদি রহিত নিত্য ও চেতন হয়। এই প্রকার জীবের নিত্যতা স্বীকার করিলে 'যজ্ঞদত্ত জাত হইল ও মৃত হইল" ইত্যাদি যে লৌকিক ব্যবহার, এবং যে জাত কর্মাদিবিধি তাহা দেহকে আশ্রয় করিয়াই হয়, আত্মাকে নহে। অর্থাৎ যদি বলেন জীবাত্মা নিত্য, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণিত জাত কর্ম্মাদি বিধি কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? এই বিষয়ে শ্রীমনু বলিয় ছেন-পুরুষের নাভি চ্ছেদনের পূর্ব্বে জাত কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং স্বর্ণ পাত্রে মধুও ঘৃত মন্ত্রের দ্বারা লেহন করাইবে। নির্ণয়সিন্ধুতে বর্ণিত আছে পিতা পুত্র জাত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সবণ স্নান করিবে। জাত কর্ম্ম ক্রিয়া এই প্রকার পুত্র জাত হইলে পিতা বলিবে নাভিছেদন করিও না, স্তনপান করাইও না, এই প্রকার বলিয়া স্নান করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করতঃ ধৌত শিলাতলে ব্রহ্মচারী কুমারী অথবা গর্ভবতী কিম্বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীল ব্রাহ্মণের দ্বারা ব্রীহিও যব পেষন করাইয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকাও অঙ্গুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া কুমারের জিহ্বা মার্জন করিবে,

ইয়াংস্তুবিশেষঃ— প্রধানাদেরচেতনস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণান্যথা ভাবঃ, জীবস্য তু ভোক্তুর্জ্ঞান সঙ্কোচবিকাশাত্মনা ইতি। উভয়ত্রাপি কার্য্যহেত্বোরৈক্যাৎ সা নোপরুদ্ধ্যতে।

নামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা মন্ত্রেণ কুমারস্য জিহ্বাং মাষ্টি। ততস্তথৈব সুবর্ণেন ঘৃতং গৃহীত্বা মন্ত্রেণ তথৈব কুমারস্য জিহ্বাং মাষ্টি পুনস্তথৈব কৃত্বা 'নাভিং কৃন্তত স্তনঞ্চ দত্ত' ইতি। ব্রুয়াৎ" ইতি (ভবদেবভট্টঃ) ইতি শঙ্কায়াঃ সমাধানমাহু ঃ— এবং সতি" ইতি।

জাতকর্ম্মস্য বেদবিহিতত্বাৎ বেদস্য নিত্যত্বাচ্চ "জাতো যজ্ঞদত্তঃ, মৃতশ্চ" ইতি যোহয়ং লৌকিক-ব্যবহারঃ, যশ্চ বেদবিহিতজাতকর্ম্মবিধিঃ, সখলু দেহাশ্রিত এব ভবেৎ, ন তু জীবাত্মাশ্রিত্য ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ লৌকিকদেহমাশ্রিত্য এব জাতকর্ম্মাদি ভবতি। অস্মিন্ বিষয়ে বৃহদারণ্যকশ্রুতিবাক্যপ্রমাণয়ন্তি স বা" ইতি। স বা অয়ং পুরুষঃ জীবাত্মা জায়মানঃ শরীরমভিস্পদ্যমানঃ অর্থাৎ জন্মসময়ে মানবশরীর গ্রহণং কৃত্বা জনয়তি, যদা জনয়তি তদা তস্য জাতকর্ম্মাদি করোতি।

নন্বু নিত্যশ্চেৎ জীবাত্মা তর্হি কথং শ্রুতিপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধিঃ? তথাহি মুণ্ডকে—১১৩ "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি"। ইতি প্রশ্নে কৃতে তদুত্তরস্তু—তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিম্" ইতি (১১৬) "তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (১।১।৭) কিঞ্চ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ (মু০ ২১৩) ইতি। তৈত্তিরীয়কোপনিষদি চ ৩।১।১, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি।

পরে সেই প্রকার স্বর্ণপাত্রে ঘৃত গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রের দ্বারা জিহ্বা মার্জন করিয়া নাভি ছেদন কর ও স্তন প্রদান কর এই কথা বলিবে।

এই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন-এবং সতি। অর্থাৎ জাত কর্ম্মের বেদ বিহিত কার্য্য হওয়া হেতু, এবং বেদের নিত্যতা প্রযুক্ত 'যজ্ঞদত্ত জাত হইল ও মৃত হইল" এই যে লৌকিক ব্যবহার, তথা বেদ বিহিত জাত কর্ম্ম বিধি, তাহা ভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়া হয়। সুতরাং লৌকিক দেহ আশ্রয় করিয়াই জাত কর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। এই বিষয়ে বৃহদারাক শ্রুতিবাক্য প্রমণিত করিতেছেন-সবেতি। সেই এই পুরুষ শরীরলাভ করিয়া জায়মান, ও উৎক্রামন ম্রিয়মান অর্থাৎ সেই পুরুষ জীবাত্মা জন্মসময়ে মানব শরীর গ্রহণ করিয়া জাত হয়, যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার জাতকর্মাদি করে। অপর সেই জীবাত্মা এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধে স্বর্গাদিলোকে গমন করে তখন তাহাকে মৃত বলিয়া জানা যায়।

সুতরাং জীবের নব শরীর গ্রহণ করাই জন্ম, তথা জীবের শরীর ত্যাগই মৃত্যু ইহাই অর্থ।

শ্রুতয়শ্চাঞ্জস্যং ভূঞ্জীরন্। তস্মাজ্জীবস্যোৎপত্তির্নেতি ॥১৭॥

কিঞ্চ স এব উৎক্রামন্ ম্রিয়মানঃ যদা স জীবাত্মা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামন্ ঊর্দ্ধং গচ্ছতি স্বর্গাদিলোকং গচ্ছতি তদা স ম্রিয়মানঃ মৃত ইতি জ্ঞায়তে তস্মাৎ জীবস্য নবশরীরগ্রহণমেব জন্ম, তস্য ত্যাগ এব মৃত্যু ইতি।

অথ ছান্দোগ্যবাক্যমপি বিদ্যতে, তদাহু ঃ—জীব ইতি ইদং শরীরং কিল নিশ্চিতমেব জীবাপেতং জীবেন বিযুক্তং ম্রিয়তে নশ্যতীত্যর্থঃ, ন তু জীবোম্রিয়তে। জীবস্য নিত্যত্বাৎ। অথ জীবস্য নিত্যত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি কথং ইতি।

তথা "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (ব্র০ সূ০ ১ ৪ ৭।২৩)। যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্র০ সূ০ ১।৪ ৭ ২৭) ইত্যাদিপ্রমাণেন স্বেতর সর্ব্বোৎপাদকত্বং ব্রহ্মণঃ সিদ্ধমিতি চেৎ সিদ্ধান্তমাহু ঃ—ইত্থমিতি। ইত্থং অনেন প্রকারেণ জীবস্যাপি উৎপত্তিমত্ত্বং মন্তব্যম্। কুতঃ ? কার্য্যত্বাৎ।

নন্থু কিং নাম কার্য্যম্ ? সূক্ষ্মোভয়শক্তিকমিতি, তথাচ – তমঃ শক্তিঃ অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবশক্তিশ্চ শক্তিদ্বয়ং তদ্ বিশিষ্টং ব্রহ্ম এব প্রধানাদি-অবস্থান্তরাপন্নং কার্য্যং নাম কার্য্যমুচ্যতে ইত্যর্থঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদেও এই প্রকার বাক্য আছে তাহা বলিতেছেন জীবেতি। এই শরীর জীবের সহিত বিযুক্ত হইলেই নিশ্চিত রূপে মরে, অর্থাৎ বিনষ্ট হয়, কিন্তু মরে না, তাহা নিত্য। অনন্তর জীবের নিত্যত্বে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন কথমিতি। জীব যদি নিত্য হয় তাহা হইলে শ্রুতি প্রতিজ্ঞা কি প্রকারে রক্ষা হইবে ? মুণ্ডক শ্রুতি ধলিয়াছেন-হে ভগবন্! কা কে জানিলে সকল পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান হয়॥ তদুত্তরে বলিতেছেন-প্রাকৃত কর চরণাদি রহিত নিত্য বিভু সর্ব্বব্যাপক অব্যয় ভূত যোনি ব্রহ্মকে জানিলে সর্কল জানা যায়।

এই প্রকার অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিশ্ব জাত হয়। অপর এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় সকল আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ জল জগদ্ধাত্রী পৃথিবী জাত হয়। তৈত্তরীয়কে আছে-যাহা হইতে ভূত সকল জাত হয়। ব্রহ্ম সূত্রে বর্ণিত আছে-পরব্রহ্ম প্রকৃতিও, কারণ প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের অনুপ রোধ হেতু। তিনি ভূত সকলের যোনি আদিকারণ। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা স্বেতর সর্ব্ব বস্তুর উৎপাদক পরব্রহ্ম তাহা সিদ্ধ হইল। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-ইত্থ মিতি। একার যুক্তির দ্বারা জীবেরও উৎপত্তিমত্ত্বা মানিতে হইবে, যে হেতু তাহা কার্য্য। যদি বলেন কার্য্য কি প্রকার ? উত্তর-সূক্ষ্মো ভয় শক্তিযুক্ত অর্থাৎ অমঃ শক্তি অদৃষ্ট বিশিষ্ট জীব শক্তি, এই ব্রহ্মই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাই কার্য্য অর্থাৎ এই শক্তি দ্বয় বিশিষ্ট পরব্রহ্মই প্রধানাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় উাহাকেই কার্য্য বলে। যদি বলেন-এই উভয়েই শক্তি সামান্য, তন্মধ্যে বিশেষ কি আছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন-ইহাই বিশেষ—

১২। জ্ঞাধিকরণম্

অথাস্য স্বরূপং বিচারয়তি। "যোবিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃ০ ৩।৭।২২) ইতি। "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" (শ্রীভা০ স্বামিটী০ ৬।১৬।৫৫) ইতি চ শ্রূয়তে। তত্র জ্ঞানমাত্র

ননু এতদুভয়োঃ শক্তিত্বে সামান্যে কোবিশেষঃ ? তত্রাহু ঃ—ইয়াংস্তু বিশেষঃ ইতি। সা প্রতিজ্ঞা। তথাচ—একস্য দ্রব্যস্য অবস্থান্তরাপত্তিরেব কার্য্যত্বম্, প্রধানাদেরচেতনবর্গস্য ভোগ্যজাতস্য স্বরূপেণ অন্যথা ভাবরূপঃ পরিণাম এব কার্য্যম্। জীবস্য তাদৃশো নাস্তি কিন্তু জ্ঞানস্য সঙ্কোচ—বিকাশাভ্যাং তস্য অন্যথা ভাবঃ, তস্মাৎ স্বরূপান্যথাভাব লক্ষণোৎপত্তিঃ জীবস্য নাস্তীত্যর্থঃ।

আজ্ঞস্যমিতি—মুখ্যার্থতাং প্রাপ্নুয়ুঃ।

সঙ্গতি ঃ অথ সঙ্গতিপ্রকারমাহু ঃ—তস্মাদিতি। তস্মাৎ জন্মমৃত্যু বিরহাৎ জীবস্যোৎপত্তি র্নাস্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

ইতি আত্মাধিকরণমেকাদশং সমাপ্তম্ ॥১১॥

১২। জ্ঞাধিকরণম্।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং বন্দে যস্য কৃপা প্রসাদতঃ।
বেদান্তদর্শনে মুদা জীবাত্মানং নিরূপ্যতে ॥

অথ আকাশাদিবৎ জীবস্য উৎপত্ত্যভাবত্বং আত্মাধিকরণে নিরূপিতং, যস্য উৎপত্ত্যভাবং

প্রধানাদি অচেতন ভোগ্য সমুহের স্বরূপের সহিত অন্যথা ভাবাপত্তি কার্য্য, কিন্তু ভোক্তা জীবের জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ ভাবাপত্তি কার্য্য।

উভয় শক্তি স্থলেই কার্য্যত্ব হেতুর একত্ব নিবন্ধন সেই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ এক বিজ্ঞানের দ্বারা সকল বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হয় নাই। অর্থাৎ একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরা পত্তির নাম কার্য্য, প্রধানাদি অচেতন বর্গ ভোগ্য সমুহের স্বরূপের সহিত অন্যথা ভাবরূপ পরিণামই কার্য্য। জীবের তাদৃশ পরিণাম নাই, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্কোচও বিকাশের দ্বারাই তাহার অন্যথা ভাব পরিলক্ষিত হয় সুতরাং স্বরূপান্যথা ভাব পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং স্বরূপান্যথা ভাব লক্ষণাপত্তিরূপ কার্য্য জীবের নাই ইহাই অর্থ। শ্রুতি সকলও এই বিষয়ে আজ্ঞস্য মুখ্যার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই অধিকরণর সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-তস্মাদিতি। অতএব জীবের উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু বি হ হেতু জীবের উৎপত্তি নাই ইহাই ভাষ্যার্থ ॥১৭॥

এই প্রকার আত্মাধিকরণ একাদশ সমাপ্ত ॥১১॥

১২। জ্ঞাধিকরণের ব্যাখ্যা।

যাঁহার কৃপা প্রসাদ হইতে বেদান্ত দর্শনে হর্ষ সহকারে জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ হইতেছে

স্বরূপোজীবঃ? উত জ্ঞান জ্ঞাতৃস্বরূপঃ? ইতি সংশয়ে জ্ঞানমাত্র স্বরূপঃ সঃ, "যোবিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃ° ৩।৭।২২) ইত্যত্র তথৈব প্রত্যয়াৎ। জ্ঞানাস্তু বুদ্ধেরেব ধর্ম্মঃ, তয়া সম্বন্ধে তত্রাধ্যস্যতে—"সুখমহমস্বাপ্সম্ ইতি, এবং প্রাপ্তে –

নিরূপিতং তস্য জীবস্য কীদৃশং স্বরূপমিত্যপেক্ষায়াং জ্ঞাধিকরণারম্ভঃ ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ। অথ বৌদ্ধ-কপিলাদয়ঃ চিন্মাত্রসেবাত্মাস্বীকুর্ব্বন্তি, নৈয়ায়িকাশ্চ পাষাণকল্পস্বরূপং অচিৎস্বভাবমেব আগন্তুকচৈতন্য গুণকং মন্যন্তে, অদ্বৈতবেদান্তিনঃ খলু প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ ভ্রান্ত্যাদিরূপেণ জীবস্বরূপং কল্পয়ন্তি! শ্রীবৈষ্ণব বৈদান্তিকাস্তু জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপং জীবমুরীকুর্ব্বন্তি। তস্মাৎ জীবযাথার্থ্যং নিরূপয়িতুং প্রারভন্তে অথাস্য" ইতি। অথ অস্য জন্মমরণরহিতস্য জীবস্য স্বরূপং বিচারয়ন্তি ইতি।

বিষয়ঃ অথ জ্ঞাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"য"ঃ ইতি। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যত্র জ্ঞানমাত্রো জীবঃ প্রতীতঃ। "সুখমহম্" ইত্যনেন জ্ঞানী ইতি প্রতিভাতি। তথাচ - জ্ঞানমাত্রঃ জ্ঞাতৃস্বরূপো বা জীবস্য স্বরূপমিতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ তত্রেতি। স্পষ্টম্!

সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে বন্দনা করি। অনন্তর আকাশাদির ন্যায় জীবের উৎপত্তির অভাব আত্মাধিকরণে নিরূপণ করা হইয়াছে, যাহার উৎপত্তির অভাব নিরূপিত হইয়াছে সেই জীবের স্বরূপ কি প্রকার এই অপেক্ষায় জ্ঞাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। বৌদ্ধগণ ও কপিলাদি চিন্মাত্র আত্মা স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকগণ পাষাণ কল্পস্বরূপ অচিৎস্বভাব আগন্তুক চৈতন্যগুণ যুক্ত মনে করেন, অদ্বৈত বেদান্তিগণ প্রতিবিম্ব পরিচ্ছেদ ভ্রান্ত প্রভৃতি জীবস্বরূপ কল্পনা করেন।

শ্রীবৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ জ্ঞান স্বরূপও জ্ঞাতা রূপে জীবকে স্বীকার করেন, অতএব জীবের যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করিতে আরম্ভ করিতেছেন অথেতি। অনন্তর এই জন্ম মরণ রহিত জীবের স্বরূপ বিচার করিতেছেন।

বিষয়—অতঃপর জ্ঞাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন যইতি। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে-যে বিজ্ঞানে অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া "এইস্থলে জ্ঞানমাত্র জীব প্রতীতি হইতেছে। আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম কিছুই জানিতে পারি নাই, ইহা শ্রবণ করা যায়' এই প্রমাণের দ্বারা জীব জ্ঞানী ইহা প্রতীতি হয়। অর্থাৎ জ্ঞান মাত্র অথবা জ্ঞাতৃস্বরূপ জীবের স্বরূপ ইহাই বিষয় বাক্যে।

সংশয়—এইস্থলে বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে তত্রেতি। সেই স্বরূপদ্বয়াত্মক জীবের মধ্যে জীব কি জ্ঞান মাত্র স্বরূপ অথবা জ্ঞান জ্ঞাতৃ স্বরূপ, এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি - জ্ঞানমাত্রেতি। জীবো জ্ঞানমাত্রমেব ন তু জ্ঞাতা। তথাচ "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ" (তৈ০ ২'৫।১), ইতি কর্ত্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপম্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ- ১।২'৬, "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ" ইত্যাদিষু জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রতীয়তে। তস্মাৎ জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ সঃ। বৃহদারণ্যকশ্রুতিরপি তথৈব প্রতিপাদয়তি যো বিজ্ঞানে" ইতি।

নন্বু তথাত্বে জ্ঞানশব্দস্য কোঽর্থঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—জ্ঞানং তু ইতি। তথাহি সাংখ্য-কারিকায়াম্—২৩, "অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্" সাত্ত্বিকমেতদ্রূপম্। গৌড়পাদ-ভাষ্যম্—তত্র বুদ্ধেঃ সাত্ত্বিকং রূপং চতুর্ব্বিধং ভবতি—ধর্ম্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চেতি। এবং সাংখ্য সূত্রেঽপি—২।১৪ "তৎ কার্য্যং ধর্ম্মাদি॥ টীকা শ্রীভিক্ষূণাম - ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণ্যপি বুদ্ধ্যুপাদান কানি ইতি। তস্মাৎ জ্ঞানস্য বুদ্ধিধর্ম্মত্বাৎ ন জীবাত্মা চেতনোভবিতুমর্হতি।

নন্বু জ্ঞানস্য বুদ্ধিধর্ম্মত্বে "সুখমহম্" ইত্যস্য কা গতিরিতিচেৎ? অত্রোচ্যতে—জ্ঞানস্তু বুদ্ধি ধর্ম্মঃ, যদা তয়া বুদ্ধ্যা অভেদসম্বন্ধে তত্র জীবে অধ্যস্যতে তদা তস্য জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মযুক্তত্বং প্রতীয়তে, বস্তু-তস্তু-জীবে জ্ঞাতৃত্বং ভ্রমমাত্রমেব। তস্মাৎ জ্ঞানমাত্রস্বরূপো জীবঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন জ্ঞানমাত্রই জ্ঞাতা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন-বিজ্ঞান যজ্ঞ করে অপর কর্ম্ম সকলও বিস্তার করে, ইত্যাদি প্রমাণে কর্ত্তৃ আত্মার বিজ্ঞান স্বরূপই হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে-জীব পরমার্থতঃ অত্যন্ত নির্ম্মল ও জ্ঞান স্বরূপ। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জীবের জ্ঞান স্বরূপতা প্রতীতি হইতেছে, অতএব জীব জ্ঞান মাত্র স্বরূপ। বৃহদারণ্যক শ্রুতিও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন-য ইতি। যে জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া "ইত্যাদি।

যদি বলেন-জ্ঞান শব্দের অর্থ কি? তদপেক্ষায় বলিতেছেন-জ্ঞানমিতি। জ্ঞান বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, জীবের নহে। সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে—অধ্যবসায়কে বুদ্ধিবলে, সেই বুদ্ধির সাত্ত্বিক রূপ চতুর্ব্বিধ, ধর্ম্মজ্ঞান বৈরাগ্যও ঐশ্বর্য্য সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে-বুদ্ধির কার্য্য ধর্ম্মাদি, শ্রীপাদ ভিক্ষু বলেন-ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের উপাদান বুদ্ধি সুতরাং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম হেতু চেতন জীবাত্মা হইতে পারে না। যদি বলেন-জ্ঞান যদি বুদ্ধির ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে 'আমি সুখী'ইহার কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন তয়েতি। তাহার সহিত সম্বন্ধে জীবে অধ্যস্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম, যে কালে সেই বুদ্ধির সহিত অভেদ সম্বন্ধে সেই জীবে অধ্যস্ত আরোপিত হয় সেই কাল জীবের জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মের যোগ প্রতীতি হয়, বস্তুত জীবে জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম ভ্রম মাত্রই। এই ভ্রমের দ্বারাই আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম অনুভব হয়, অতএব জ্ঞানমাত্র স্বরূপই জীব ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

ওঁ॥ জ্ঞোঽত এব ॥ওঁ॥ ২।৩।১২।১৮॥

"জ্ঞ" এবাত্মা, জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃস্বরূপ এব। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (প্রশ্ন. ৪।৯) ইতি ষট্ প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ। শ্রুতিবলাদেব তথা স্বীকৃতং ন তু যুক্তিবলাৎ। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্র. সূ. ২।১।৮।২৭) ইতি হি নঃ স্থিতিঃ। "জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোঽয়ম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। ন চাত্মা জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ,

---

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—'জ্ঞ' ইতি। জ্ঞঃ' অয়ং জীবাত্মা জ্ঞঃ জ্ঞাতৃস্বরূপ এব ন জ্ঞানমাত্রং নাপি জড়স্বরূপঃ, কুতঃ? অতএব, শ্রুতি প্রমাণাদেব ইত্যর্থঃ। "নাত্মাশ্রুতেঃ" (২।৩।১১।১৭) ইতি সূত্রপ্রকৃতা শ্রুতিঃ "অতঃ" ইতি শব্দেন পরমৃশ্যতে ইতি। অথ জীবস্য জ্ঞানরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্বং প্রতিপাদয়িতুং প্রশ্নোপনিষদ্‌বাক্যং প্রমাণয়ন্তি এষ ইতি। এষ জীবাত্মা দ্রষ্টা, দৃশ্যদর্শনকর্ত্তা, স্প্রষ্টা স্পর্শ কর্ত্তা, শ্রোতা শ্রবণকর্ত্ত রসয়িতা—রসাস্বাদনকর্ত্তা ঘ্রাতা সুগন্ধ দুর্গন্ধাদি গ্রহণকর্ত্তা, মন্তা মননকর্ত্তা, বোদ্ধা-বুদ্ধ্যা নিশ্চয়কর্ত্তা, কর্ত্তা-সর্ব্ববিধ প্রযত্নকর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা-বিজ্ঞানস্বরূপঃ, পুরুষঃ, শরীরপুরনিবাসী। তস্মাৎ জীবাত্মা ন জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ, কিন্তু জ্ঞাতৃত্বাদি-ধর্ম্মবান্।

ভবৎসিদ্ধান্তে জীবস্য জ্ঞানমাত্রস্বরূপঃ যুক্তিবলেনৈব প্রতিপাদিতমিত্যাহুঃ—শ্রুতীতি। বয়ং তু শ্রুতিপ্রমাণবলাদেব জীবস্য জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মবত্বং প্রতিপাদয়ামঃ শ্রুতিপ্রামাণিকাঃ বয়ং, ন যুক্তিপ্রামাণিকাঃ, তস্মাৎ শ্রুতিরেবাস্মাকং মূলপ্রমাণমিতি নিরুপয়ন্নাহুঃ—"শ্রুতেস্তু" ইতি শ্রুতিরেব শব্দপ্রমাণস্য মূলরূপত্বাৎ

সিদ্ধান্ত এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-'জ্ঞ' ইতি। জ্ঞ' এই জীবাত্মা জ্ঞ জ্ঞাতৃ স্বরূপই' জ্ঞান স্বরূপও নহে তথা জড় স্বরূপ ও নহে কেন? অতএব, শ্রুতি প্রমাণ হেতু ইহাই অর্থ। জীবাত্মা জ্ঞ, জ্ঞান রূপ হইয়াও জ্ঞাতা স্বরূপ হয়। আত্মা জাত হয় না' এই সূত্র মধ্যে যে সকল শ্রুতি বাক্য আছে 'অতঃ' শব্দের দ্বার তাহা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। অনন্তর জীবের জ্ঞান রূপতা এবং জ্ঞাতৃতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রশ্নোপনিষদ্‌বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-এষ ইতি। এই জীবাত্মা দ্রষ্টা দর্শন কর্ত্তা, স্প্রষ্টা স্পর্শকর্ত্তা, শ্রোতা শ্রবণ কর্ত্ত রসয়িতা রসাস্বাদন কর্ত্তা, ঘ্রাতা সুগন্ধ দুর্গন্ধাদি গ্রহণ কর্ত্তা বোদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় কর্ত্তা, কর্ত্তা সকল প্রকার প্রযত্নকর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা বিজ্ঞান স্বরূপ, পুরুষ শরীর রূপ পূরে নিবাসকারী· অতএব জীবাত্মা জ্ঞান মাত্র স্বরূপ নহে, কিন্তু জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম যুক্ত। ইহা ষট্ প্রশ্নী শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।

আপনাদের সিদ্ধান্তে জীবের জ্ঞান মাত্র স্বরূপ যুক্তি বলেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, শাস্ত্র বলে নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-শ্রুতীতি। আমরা শ্রুতি প্রমাণ বলেই জীবের সেই প্রকার স্বরূপ

"সুখমহম্" ইতি সুপ্তোত্থিত পরামর্শানুপপত্তেঃ জ্ঞাতৃত্ব শ্রুতিবিরোধাচ্চ। তস্মাজ্ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতা ইতি ॥১৮॥

তত্র শ্রুতৌ এবাস্মাকং স্থিতিঃ, নিষ্ঠাইত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি তথৈব প্রতিপাদয়তি জ্ঞাতা' ইতি। অয়ং জীবাত্মা জ্ঞাতা তথা সুখ দুঃখাদি অনুভবকর্ত্তা ভবতি। জ্ঞানস্বরূপশ্চভবতি। তথাচ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে—১৯ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদিকমনুসৃত্য শ্রীরামানুজাচার্য্য মতাচার্য্যবরেণ পরমবৃদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় গুরুণা শ্রীজামাতৃমুনিনোপদিষ্টম্।

তত্র প্রণবব্যাখ্যানে পাদ্মোত্তরখণ্ডম্—(৯০ অ.) যথা—জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্॥ অণুর্নিত্যোব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহ-মর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥ অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যোঽক্ষর এব চ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥ মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেব নান স্যৈব কদাচন॥ ইতি। শ্রীজামাতৃমুনিনাপ্যুপদিষ্টম্—আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো ন চ। ন দেহো নেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন চাপি ধীঃ॥ ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্॥ চেতনো ব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মক স্তথা॥ অহমর্থঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণুর্নিত্য নির্ম্মলঃ। তথা জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিজধর্ম্মকঃ॥ পরমাত্মৈক শেষত্ব স্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বতঃ ইতি। ইত্যস্তেন নিরূপিতম্।

প্রতিপাদন করি, কিন্তু যুক্তি বলে নহে। আমরা শ্রুতিপ্রমাণ স্বীকারকারী যুক্তিবাদী নহি, অতএব শ্রুতিই আমাদের মূল প্রমাণ ইহা নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন-শ্রুতেরিতি। শ্রুতি শব্দমূল হেতু ইহাই আমাদের স্থিতি, অর্থাৎ শ্রুতিই শব্দ প্রমাণের মূল স্বরূপ হওয়া হেতু সেই শ্রুতিতেই আমাদের স্থিতি বা নিষ্ঠা ইহাই অর্থ।

স্মৃতি শাস্ত্রও সেই প্রকারই প্রতিপাদন করিতেছেন-জ্ঞতেতি এই জীবাত্মা জ্ঞাতা সুখ দুঃখাদি অনুভব কর্ত্ত, তথা জ্ঞান স্বরূপ হয়। এই বিষয়ে শ্রীপরমাত্ম সন্দর্ভে প্রভুপাদ শ্রীমদাচার্য্যদেব নিরূপণ করিয়াছেন-পাদ্মোত্তর খণ্ডাদি অনুসরণ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রামাণিকার্য্যবর পরমবৃদ্ধ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় গুরু শ্রীজামাতৃমুনি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে, প্রণবব্যাখ্যানাবসরে-জীব জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান গুণক চেতন প্রকৃতির পর শ্রেষ্ঠ জাত হয় না বিকার রহিত একরূপ স্বরূপ যুক্ত, অণু নিত্য ব্যাপ্তিশীল চিদানন্দাত্মক, তথা অহমর্থ অব্যয় ক্ষেত্রী ভিন্নরূপ সনাতন অদাহ্য অচ্ছেদ্য অক্লেদ্য এবং অশোষ্য ইত্যাদি গুণযুক্ত, পর ব্রহ্মের শেষ ভূত বা অংশভূত, 'ম' কারের দ্বারা জীব কথিত হয়, সেই জীব ক্ষেত্রজ্ঞও সর্ব্বদা পরবান্ শ্রীভগবানের অধীন, এইজীব শ্রীগোবিন্দদেবেরই দাস কদাপি অন্য নহে। পুনঃ জীবাত্মা দেবতা নহে মানব নহে তির্য্যক স্থাবর দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ও বুদ্ধিও নহে, এবং জড় বিকারীও জ্ঞান

১৩। উৎক্রান্তিগত্যধিকরণম্।

অথাস্য পরিমাণং চিন্তয়তি। মুণ্ডকে (৩।১।৯) এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো, যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশঃ" ইতি পঠ্যতে।

ইহ সংশয়ঃ—জীবো বিভুঃ? অণুর্বা ইতি। তত্র বিভুরেব জীবঃ তং প্রকৃত্য

ননু "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি তৈত্তিরীয়ক বচনাৎ জীবস্য জ্ঞানমাত্রত্বং প্রতিপাদয়তি, ইতি চেৎ তত্রাহু-নচেতি তথাচ—স্বাপাদুত্থিতস্য "সুখমহমস্বাপ্সম্" ইতি পরামর্শাসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ—মোক্ষে অহং মুক্তঃ সুখী চ" ইতি পুমর্থসাক্ষাৎকারাসিদ্ধেশ্চ ইত্যর্থঃ। অথ 'জ্ঞা' অধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ তস্মাদিতি। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপঃ জ্ঞাতা চ জীব ইতি সূত্রভাষ্য অধিকরণার্থঃ ॥১৮॥

ইতি জ্ঞাধিকরণং দ্বাদশং সমাপ্তম্ ॥১২॥

১৩॥ উৎক্রান্তিগত্যধিকরণম্।

অথ জ্ঞাধিকরণে জীবস্য স্বরূপং নিরূপিতম্ অথাস্য পরিমাণং নিরূপণং প্রয়োজনম্। স চ জীবো বিভুঃ? অণুর্বা ইতি নিরূপণায় উৎক্রান্তিগত্যধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

মাত্র স্বরূপ নহে কিন্তু নিজে নিজ প্রকাশক একরূপ স্বরূপ যুক্ত চেতন ব্যাপ্তিশীল তথা চিদানন্দাত্মক অহমর্থ প্রতি ক্ষেত্রভিন্ন অণু নিত্য নির্ম্মল, এবং জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি স্বধর্ম্ম যুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবের সেবকত্ব স্বভাব বিশিষ্ট ও সর্ব্বদা স্বতপ্রবৃত্ত যুক্ত।

এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। যদি বলেন-বিজ্ঞান স্বরূপ জীবাত্মা যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে ইত্যাদি বাক্যে জীবের জ্ঞান মাত্রত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—জীবাত্মা জ্ঞান মাত্র স্বরূপ নহে। 'আমি সুখে" ইত্যাদি সুপ্তোত্থিত মানবের পরামর্শের উপপত্তি হইবে না, জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হইবে, অর্থাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত পুরুষের" আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম" এই পরামর্শ অসিদ্ধ হইবে, অপর মোক্ষে-আমি মুক্ত ও সুখী এই প্রকার পুরুষার্থ সাক্ষাৎকারের অসিদ্ধ হইবে ইহাই অর্থ। অনন্তর জ্ঞা অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-তস্মাদিতি। অতএব জীব জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞাতা, ইহাই এই সুত্র ভাষ্যও অধিকরণের অর্থ ॥১৮॥

এই প্রকার জ্ঞাধিকরণ দ্বাদশ সমাপ্ত ॥১২

১৩। উৎক্রান্তিগত্যধিকরণের ব্যাখ্যা

পূর্ব্বে জ্ঞাধিকরণে জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, অনন্তর জীবের পরিমাণ প্রয়োজন, সেই জীব বিভু? অথবা অণু তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত' উৎপান্তিগত্যধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

"মহান্" (বৃ০ ৪।৪।২২) ইতি শ্রুতেস্তথৈব বাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ। অণুত্বং তু বুদ্ধিগতং তত্রোপচর্য্যতে। এবং প্রাপ্তৌ

॥ওঁ॥ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৩।১৯॥

তত্রাণুরিতিপদমুহ্যম্। পরত্র "নাণুঃ" (২১) ইতি পূর্ব্বপক্ষত্বাৎ। পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী। পরমাণুরেবায়ং জীবো ন বিভুঃ। কুতঃ? উৎক্রান্ত্যাদিভ্যঃ। "তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং

বিষয়ঃ – অথ এতদধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি মুণ্ডক ইতি। এষ জীবাত্মা অণুঃ, অণুস্বরূপঃ স চ চেতসা বেদিতব্যঃ, যস্মিন্ জীবাত্মনি পঞ্চধা প্রাণঃ, প্রাণাপানসমানোদানব্যানঃ" ইতি পঞ্চধা প্রাণঃ সংবিবেশ, সম্প্রবেশঞ্চকার ইতি। শ্রীগীতাসু চ—২ ২৪, "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ"। ইতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সন্দেহমুত্থাপয়ন্তি—ইহেতি। অয়ং জীবো বিভুপরিমাণকম্? অণুপরিমাণকং বা ইতি সংশয়বাক্যম্

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সন্দেহবাক্যে পরমাণুকারণবাদিনো বিতর্কমবলম্ব্য পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি – তত্রেতি। অথ জীবস্য বিভুত্বে বৃহদারণকশ্রুতিবাক্যং প্রমাণমাহুঃ – তস্মিতি "স বা এষ মহান্ অজ আত্মা" ইতি বাক্যম্। শ্রীগীতাসু—২।২৪, "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ" ইতি। তথৈব শ্রীগৌতমাদিভিরভ্যুপগমাচ্চ—তথাচ —সাংখ্যসূত্রম্—৬ ৫৯ গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপি উপাধিযোগাদ্ ভোগদেশকালাদিলাভো ব্যোমবৎ" ইতি।

বিষয়—অতঃপর এই অধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারনা করিতেছেন-মুণ্ডকেতি। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে-এই জীবাত্মা অণু অণুস্বরূপ, তাহা মনের দ্বারা জানিতে হইবে, যে জীবাত্মাতে পঞ্চধাপাণ, প্রাণাপান সমান উদান ও ব্যান এইপাঁচ প্রকার প্রাণ প্রবেশ করিয়া আছে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-জীবনিত্য ও সর্ব্বগত। ইত্যাদি বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ উত্থাপন করিতেছেন-ইহেতি। এই স্থলে সংশয় এই যে এই জীব বিভু পরিমাণ যুক্ত? অথবা অণু পরিমাণ যুক্ত? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এই সন্দেহ বাক্যে পরমাণু কারণবাদিগণ বিতর্ক অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন-তত্রেতি। তন্মধ্যে বিভুই জীবাত্মা অণু নহে, জীবকে অধিকার করিয়াই 'মহান' বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীবের বিভুত্বে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-সেই এই জীবাত্মা মহান্ বিভু পরিণামযুক্ত এবং অজ জন্ম রহিত। সুতরাং শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—এই জীবাত্মা নিত্যও সর্ব্বগত বা বিভু।

জীবকে সর্ব্বব্যাপকরূপেই প্রতিবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন, সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে

প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেনৈন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীর-দেশেভ্যঃ" (বৃ॰ ৪।৪।২) ইতি।

"অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাং-সোঽবুধোজনাঃ ॥ (বৃ॰ ৪।৪।১১) ইতি।

তথাচ—তর্কসংগ্রহে—জীবস্তু প্রতিশরীরং ভিন্নোবিভুর্নিত্যশ্চ" ইতি। বৈশেষিক দর্শনে চ—৩।২।৫, "তস্য দ্রব্যত্ব নিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" ইতি। তথা স জীবাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বশরীরাবয়বেষু কার্য্যস্য জ্ঞানাদেঃ উপলম্ভাদ্ বিভু।

জীবস্যাণুত্বাঙ্গীকারে কায়ব্যূহস্থলে যোগিনঃ সুখাদিসাক্ষাৎকারানুপপত্তিঃ, অতো বিভুত্বমঙ্গী-কর্ত্তব্যম্॥ তথাহি জীবস্য পরমাণুরূপত্বাঙ্গীকারে জীবগতজ্ঞানাদি প্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ। সর্ব্বশরীরব্যাপি সুখাদ্যানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাচ্চ। যোগিনো নানা শরীরাবচ্ছেদেন সুখাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ; মধ্যম পরিমাণরূপ-ত্বাঙ্গীকারে চ অনিত্যত্বাপত্ত্যা কৃতহানাকৃতাভ্যাগময়োঃ প্রসঙ্গ ইতি জীবস্য বিভুত্বমবশ্যমঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি। (ন্যা॰ কো॰ ২৯৮ পৃ॰) জীবো বিভুঃ' ইতি সাংখ্য-নৈয়ায়িক-বৈশেষিক পাতঞ্জল-মায়াবাদিবেদান্তিন আহুঃ।

জীবঃ অণুপরিমাণ ইতি শ্রীরামানুজ মধ্বাচার্য্যাদয়ো বৈষ্ণববেদান্তিকানাং রাদ্ধান্তঃ। তস্মাৎ বিভুরেব জীবঃ, ন তু অণুঃ।

ননু তথাত্বে "এষোঽণুরাত্মা" ইতি শ্রুতিবাক্যস্য কা গতিঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অণুত্বমিতি। অত্র জীবস্যাণুত্বং বুদ্ধিগতং তত্র জীবে উপচর্য্যতে লক্ষণয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। ইতি পূর্ব্ব পক্ষবাক্যম্।

জীবাত্মা সর্ব্ব ব্যাপকই সত্য, কিন্তু গতি শ্রবণ হেতু উপাধি যোগ বশতঃ ভোগ দেশ কালাদি প্রাপ্ত হয়, যেমন আকাশ। তর্কসংগ্রহে বর্ণিত আছে-জীব প্রতি শরীরে বিভু, তথা নিত্য। বৈশেষিকদর্শনে কথিত আছে জীবের দ্রব্যতাও নিত্যতা বায়ুর সহিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, অর্থাৎ জীবাত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্ব শরীরাবয়বে কার্য্য এবং জ্ঞানের অনুভব হেতু বিভু। জীবের অণুত্ব অঙ্গীকার করিলে কায় ব্যূহস্থলে যোগিগণের সুখাদি অনুভব হইবে না, সুতরাং জীব বিভু স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায় দর্শনের তাৎপর্য্য এই প্রকার জীবের পরমাণু রূপতা অঙ্গীকার করিলে জীবগত জ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ হইবে না, এবং সর্ব্ব শরীর ব্যাপি সুখ দুঃখাদির অনুভব হইবে না, তথা যোগিদিগের নানা শরীরাবচ্ছেদে সুখাদির অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ হইবে।

জীবের মধ্যম পরিণাম অঙ্গীকার করিলে অনিত্যতাপত্তি হেতু কৃত কর্ম্মের নাশ অকৃত কর্ম্মের প্রাপ্তি প্রসঙ্গ হইবে, অতএব জীবের বিভুত্ব অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। জীব বিভু ইহা সাংখ্য নৈয়ায়িক বৈশেষিক পাতঞ্জল ও মায়াবাদি বৈদান্তিক গণের সিদ্ধান্ত। 'জীব অণু

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহকরোত্যয়ম্। তস্মাৎ লোকাৎ পুনরেত্যি অস্মৈ-লোকায় কর্ম্মণে ॥ (বৃ° ৪।৪।৬) ইতি চ বৃহদারণ্যকশ্রুত্যা জীবস্যোৎক্রান্ত্যাদয়োনিগদিতাঃ।

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং জীববিভুবাদিনাং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তৌ সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ঃ—উৎক্রান্তি" ইতি। জীবঃ অণুপরিমাণ স্বরূপ এব, ন বিভুঃ, তথাচ পাঞ্চভৌতিকং দেহং পরিত্যজ্য লোকান্তরং গচ্ছতি তথা স্বকর্ম্মফলভোগায় পুনঃ ইহলোকমাগচ্ছতি ইতি শ্রবণাৎ। অত্র "নাণুরতচ্ছ্রুতে-রিতি„ (২ ৩।১৩ ২১) ইতি সূত্রাৎ "অণুঃ" ইতি পদমুহ্যম্। পঞ্চম্যর্থে ইতি "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" ইত্যত্র ষষ্ঠী স্থানে" উৎক্রান্তিগত্যাগতিভ্যঃ ইতি পঞ্চমী ভবেদিত্যর্থঃ।

অথ জীবস্বরূপং নিরূপয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ—পরমাণুরিতি। অত্র জীবস্য নিষ্ক্রমণাদি বৃহদারণ্যকশ্রুতিপ্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি তস্য" ইতি। তস্য জীবনিবাসভূতস্য হৃদয়স্য অগ্রং জীবনির্গমন নাড়ীভাগং প্রদ্যোততে; জীবস্য মৃত্যুকালে সমাগতে হৃদয়স্থিত সূক্ষ্মনাড়ীভাগং প্রদীপ্তো ভবতি তেন প্রদ্যোতেন প্রকাশেন এষ জীবাত্মা অস্মাৎ শরীরাৎ নিষ্ক্রামতি বর্হির্গচ্ছতি, অথবা চক্ষুষ্টঃ চক্ষুর্মার্গেণ, মূর্দ্ধ্নো বা মূর্দ্ধাপথা বা, কিম্বা অন্যেভ্যঃ শরীরদেশেভ্যঃ—মুখ নাসিকা পাযবাদি শরীর প্রদেশেভ্যঃ' নিষ্ক্রামতীত্যর্থঃ ইতি।

পরিমাণ' ইহা শ্রীরামানুজ মধ্বাচার্য্যা প্রভৃতি বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণের রাদ্ধান্ত। সুতরাং জীব বিভুই, অণু নহে।

যদি বলেন-তাহা হইলে এই আত্মা অণু ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন অণু 'ইতি। জীবের যে অণুত্ব তাহা বুদ্ধিগত, উপচার কর হয় মাত্র, লক্ষণা বৃত্তিদ্বারা বোধ হয়, মুখ্য বৃত্তি নহে ইহাই অর্থ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার জীব বিভু বাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-উৎক্রান্তীতি। উৎক্রান্তি গতি এবং আগতি হইতে। অর্থাৎ জীব অণু পরিমাণ স্বরূপই, বিভু নহে, জীব পাঞ্চভৌতিক শরীরকে পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গমন করে, এবং স্বকর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত পুনঃ ইহ লোকে আগমন করে ইত্যাদি শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়। 'অণু' এই পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। পরসূত্রে 'নাণু' এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন অর্থাৎ নাণুরতৎ" এই সূত্র হইতে অণু পদটিগ্রহন করিতে হইবে সূত্রটি পঞ্চমীর স্থানে ষষ্ঠী হইয়াছে, অর্থাৎ "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" এই ষষ্ঠি বিভক্তি স্থানে "উৎক্র্যান্তিগত্যা গতিভ্যঃ" এই প্রকার পঞ্চমীবিভক্তি হইবে ইহাই অর্থ। অতঃপর শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন-পরমিতি। এই জীব পরমাণু স্বরূপ, বিভু নহে। কেন ? উৎক্রান্তি প্রভৃতি হইতে, জীবের উৎক্রান্তি বিষয়ে বৃহদা

ন চ সর্ব্বগতস্তস্য তাঃ সম্ভবেষুঃ। "অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা স্তর্হি ন শাস্যতেতি

অনন্দা' ইতি তে অবিদ্বাংশোঽবুধোজনাঃ অনন্দাঃ অন্ধেন তমসা অনন্দা ইতি বৃতা লোকাঃপ্রেত্যতে তান্ অভিগচ্ছন্তি। অবিদ্বাংসঃ—শ্রীগোবিন্দদেবস্য মহিমামজানন্তঃ। অবুধজনাঃ—শ্রীভগবদ্‌বিমুখমানবাঃ, "বুধঃ" ইতি পাঠে প্রাকৃতবিষয়ভোগপণ্ডিতাঃ কুত্র গচ্ছন্তি? তত্রাহ—অনন্দা ইতি। অনন্দাঃ সুখরহিতাঃ, প্রবল যাতনা ভূময়ঃ ইতি, তত্তু অন্ধেন—বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরহিতেন, তথাহি শ্রীভাগবতে—১১ ২০ ৪· "পিতৃ দেব মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর" ইতি। তাদৃশঃ চক্ষুরহিতত্বাৎ অন্ধঃ, তেন অন্ধেন তমসা অজ্ঞানেন আবৃতাঃ, যে লোকাঃ নরকাঃ তে ভগবদ্ বহির্ম্মুখা অভক্তা জনাঃ প্রেত্যামৃত্বা, মরণং প্রাপ্য তান্ অভিগচ্ছন্তি" ইতি।

অত্র মরণানন্তরং জীবস্য গতির্নিরূপিতা। অথ জীবস্যাগতিং প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—প্রাপ্যান্ত মিতি। অয়ং ইহ যৎকিঞ্চ করোতি তস্য কর্ম্মণঃ অন্তং প্রাপ্য অয়ং জীব ইহ কর্ম্মভূমৌ ভারতবর্ষে তস্মাৎ লোকাৎ অস্মৈলোকায় কর্মণে পুনঃ এতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—৫।১৭।১১, তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যযশোপভোগস্থানানি ভৌমানি স্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি" ইতি। অয়ংজীবঃ ইহ যৎকিঞ্চ কর্ম্মকরোতি তস্য ফলভোগার্থং স্বর্গাদিস্থানং গচ্ছতি, তত্র গত্বা তস্য কর্ম্মণঃ প্রাপ্যান্তং—অন্তং প্রাপ্য অন্তমবসানং প্রাপ্য ভুক্ত্বা, যাবৎকর্ম্মণঃ ফলং পরিসমাপ্তিং যাবৎ ভোগেন সমাপ্য, তস্মাৎ লোকাৎ স্বর্গাদিস্থানাৎ পুনরেতি, তত্র কর্ম্মভূমৌ পুনরাগচ্ছতীত্যর্থঃ।

রণ্যক শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন-তস্যেতি সেই জীব নিবাসভূত হৃদয়ের অগ্রভাগ জীব নির্গমন নাড়ী ভাগ প্রদীপ্ত হয়।

জীবের মৃত্যুকাল সমাগত হইলে হৃদয় স্থিতনাড়ী ভাগ প্রদীপ্ত আলোকিত হয় সেই প্রদ্যোতের প্রকাশের দ্বারা এই জীবাত্মা এই শরীর হইতে নিষ্ক্রমন বাহিরে গমন করে, অথবা চক্ষু মার্গ দ্বারা, মস্তকের পথ দ্বারা, কিম্বা অন্য যে কোন শরীর প্রদেশ হইতে অর্থাৎ মুখ নাসিকা পায়ু প্রভৃতি শরীরদ্বার দিয়া নির্গমন করে ইহাই অর্থ। এই প্রকার উৎক্রান্তি নিরূপণ করিয়া গতি বর্ণন করিতেছেন-আনন্দেতি। সেই অবিদ্বান্ অবুধমানব গণ দুঃখপূর্ণ অন্ধকারাবৃত স্থানে মৃত্যুর পরে গমন করে। অর্থাৎ অবিদ্বান্ শ্রীগোবিন্দদেবের মহিমা জ্ঞান রহিত অবুধজন শ্রীভগবদ্ বিমুখ মানবগণ, 'বুধঃ" এই পাঠ থাকিলে প্রাকৃত বিষয় রস ভোগ পণ্ডিত এই অর্থ হইবে।

তাহারা কোথায় গমন করে? তাহা বলিতেছেন-আনন্দা সুখ রহিত প্রবল যাতনা পূর্ণস্থান সকলে, তাহাও অন্ধকারাবৃত, অন্ধদ্বারা বেদাদি শাস্ত্র জ্ঞান রহিত হেতু, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-হে সর্ব্বেশ্বর! আপনার যে বেদশাস্ত্র রূপ বাক্য আছে তাহা পিতৃগণ দেবগণও মনুষ্যগণের চক্ষু স্বরূপ তাদৃশ বেদরূপ চক্ষু রহিত হেতু অন্ধ, সেই অন্ধকার রূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত যে নরকাদি লোক সকল আছে,

নিয়মো ধ্রুব নেতরথা" (শ্রীভা০ ১০।৮৭।৩০) ইত্যাদিকা হি স্মৃতিঃ। পরেশস্য তু বিভোরপি গত্যাদিকং অচিন্ত্যত্বাৎ ন বিরুদ্ধম্ ।।১৭।।

নন্বু স্বর্গাৎ কিমর্থং পুনরাত্রাগচ্ছতি ? তত্রাহ - অস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে, ইতি। অত্র ভারত বর্ষমেব কর্ম্মভূমিরতঃ পুনঃ কর্ম্মকরণায়, অত্র পুনঃ কর্ম্মকৃত্বা ফলমুৎপাদ্যতে, তদ্ভোগার্থং পুনঃ লোকান্তরং গচ্ছতীতি।

শ্রীগীতাসু চ— ৯ ২০ ২১ ত্রৈবিদ্যা মাংসোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবিদেব ভোগান্॥ তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ইত্যাদের্জীবস্য উৎক্রান্ত্যাদয়ো প্রতিপাদিতাঃ।

নন্বু তথাত্বে জীবস্য বিভুত্বপ্রতিপাদকবাক্যানাং কা গতিরিতিচেৎ ? তত্রাহুঃ—ন চেতি। যদি জীবঃ সর্ব্বগতঃ তর্হি তস্য সর্ব্বগতস্য জীবস্য তাঃ উৎক্রান্ত্যাদয়ো ন সম্ভবেয়ুঃ তস্মাৎ জীবো ন বিভুঃ।

সেই ভগবদ্ বহির্ম্মুখ অভক্ত মানবগণ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া ঐ লোকে গমন করে এইস্থলে মৃত্যুর পরে জীবের গতি বা গমন নিরূপণ করিলেন। অনন্তর শ্রুতি জীবের আগমন প্রতি পাদন করিতেছেন প্রাপ্যান্ত মিতি। এই জীব ইহ লোকে যাহা কিছু করে সেই কর্ম্মের সমাপ্ত প্রাপ্ত হইয়া সেই লোক হইতে এই লোকে কর্মের নিমিত্ত পুনঃ আগমন করে।

এই জীব এইকর্ম্ম ভূমি ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ যে কর্ম্ম ভূমি তাহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র,অন্যান্য আটটি বর্ষ স্বর্গ ভ্রষ্ট জীবের পুণ্য শেষোপভোগের স্থান, তাহা ভৌম স্বর্গপদ বাচ্য অতঃ জীব ভারতবর্ষে যাহা কিছু কর্ম্ম করে তাহার ফলভোগের নিমিত্ত স্বর্গাদি স্থানে গমন করে, তথায় গমন করিয়া সেই কর্ম্মের অন্ত অবসান লাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত কর্ম্মের ফল সমাপ্তি না হয় সেই পর্য্যন্ত ফল ভোগ সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম ভূমিতে পুনরায় আগমন করে। যদি বলেন-স্বর্গ হইতে পুনঃ কি নিমিত্ত মর্ত্ত্যে আগমন করে ? তাহা বলিতেছেন-এই লোক কর্মের নিমিত্ত অর্থাৎ এই ভারতবর্ষই কর্ম্ম ভূমি, সুতরাং পুনরায় শুভকর্ম্ম করিবার নিমিত্ত, এই ভারতবর্ষে শুভ কর্ম্ম করিয়া ফল উৎপাদন করিয়া তাহা ভোগের নিমিত্ত পুনঃ লোকান্তরে গমন করে ইহাই অর্থ। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ সোমপান করিয়া সর্ব্ব প্রকার পাপ রহিত হইয়া যজ্ঞের দ্বারা আমাকে যজনা করিয়া স্বর্গাদি কামনা করে, তাহারা পুণ্যের দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য ভোগ সকল উপভোগ করে, তাহারা সেই বিশাল স্বর্গ সুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে, এই প্রকার বেদোক্ত ধর্ম্মাচরণ কারিগণ সকাম কর্ম্ম করিয়া জন্ম মৃত্যুরূপ গমনাগমনই লাভ করে। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জীবের উৎক্রান্তি ও আগতি প্রভৃতি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অত্রবিভোরচলতোঽপি উৎক্রান্তির্দেহাভিমাননিবৃত্তি মাত্রেণ "গ্রামস্বাম্য নিবৃত্তিবৎ" কদাচিৎ সম্ভাব্যেত, গত্যাগতী তু নাচলতঃ সম্ভবেতামিতামিত্যাহ—

তথাচ শ্রীভাগবতে শ্রীশ্রুতয়োঽপি এবং সিদ্ধান্তয়ন্তি—অপরিমিতা" ইতি। হে ধ্রুব! নিত্যস্বরূপ, স্বভাব ভগবন্! অপরিমিতাঃ অনন্তাঃ ধ্রুবাঃ নিত্যাশ্চ অনুভূতঃ জীবাঃ, যদি সর্ব্বাগতা বিভবো ভবেয়ুঃ, তর্হি "ভগবান্ শাস্তা, জীবাঃ শাস্যাঃ" ইতি যঃ শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ, স ন স্যাৎ, বিভুত্বে তেষাং ভবতশ্চ মিথঃ সাম্যাৎ, ন ইতরথা-তেষাং জীবানামণুত্বে সতি সোঽনিয়মো ন ভবেৎ,কিন্তু যথানিয়ম এব তেতিষ্ঠেরিত্যর্থঃ। তস্মাদত্র জীবানাং বিভুত্বং প্রত্যাখ্যাতমিতি। কিঞ্চ শ্রীভাগবতে ১১।১৬।১১ "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি।

নন্নু জীবস্য বিভুত্বে যদি গমনাগমনাদিকং ন সম্ভবেৎ, তদা ভবতাং পরমেশ্বরোঽপি অণু র্ভবতু; অন্যথা তস্য অবতারাদিকং ন সিদ্ধেৎ, ইতি চেৎ সিদ্ধান্তমাহুঃ- পরেশস্য" ইত্যাদিনা। তস্মাদচিন্ত্যশক্তিমতি সর্ব্বনিয়ামকে সর্ব্বব্যাপকে শ্রীগোবিন্দদেবে ন কিঞ্চিদপি বিরুদ্ধমিত॥১৯॥

অথ জীবস্যাণুত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি—অত্রেতি। নন্নু জীবস্য বিভুত্বে গমনাদিকং কথং ভবেদিতি চেৎ, গ্রামস্বামিবদিতিবক্তব্যম্।

শঙ্কা—যদি বলেন জীবের গত্যাগতি স্বীকার করিলে বিভুত্ব প্রতি পাদক বাক্য সকলের কি গতি হইবে? সমাধান-তদুত্তরে বলিতেছেন ন চেতি। সর্ব্ব গত জীবের তাহা সম্ভব নহে অর্থাৎ জীব যদি সর্ব্বগত বিভু হয় তাহা হইলে সেই সর্ব্বগত জীবের উৎক্রান্তি ও আগতি প্রভৃতি সম্ভব হয় না। সুতরাং জীব বিভু নহে।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীশ্রুতিগণও বলিয়াছেন-হে ধ্রুব! অপরিমিত নিত্য শরীরধারী জীবগণ যদি সর্ব্বগত বা বিভু হয় তাহা হইলে আপনি যে শাস্তা এই নিয়ম থাকে না, অন্যথা এই নিয়ম থাকে, অর্থৎ হেধ্রুব! নিত্য স্বরূপ ভাব ভগবন্! অনন্ত নিত্য জীবগণ যদি বিভু হয় তাহা হইলে আপনি শাসনকর্ত্তা ও জীবগণ শাসনাধীন এই যে শাস্ত্রীয় নিয়ম তাহা হইবে না অর্থাৎ জীব বিভু হইলে তাহাদের এবং আপনার পরস্পর সমানতা হয়, অন্য প্রকারে নহে-জীবগণ অণু হইলে এই অনিয়ম হইবে না, কিন্তু যথা নিয়মই অবস্থান করিবে ইহাই অর্থ, অতএব জীবের বিভুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। আরও শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সূক্ষ্ম বস্তুসকলের মধ্যে আমি জীব।

যদি বলেন-জীব যদি বিভু হয় তাহা হইলে গমনাগমনাদি সম্ভব হইবে না, তবে আপনাদের পরমশ্বরও অণু হউক, অন্যথা তাঁহার অবতারাদিও সিদ্ধি হইবে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন-পরেশেতি। সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের গমনাগমনাদি অচিন্ত্যশক্তি বলে বিরুদ্ধ হয় না, অতএব অচিন্ত্য শক্তিমৎ সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবে অবতারাদি কোন কার্য্যই বিরুদ্ধ নহে ইহাই অর্থ॥১৯॥

।।ওঁ।। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ।।ওঁ।। ২।৩।১৩।২০।।

চ অবধারণে। উত্তরয়োর্গত্যাগত্যোঃ স্বাত্মনৈব সম্বন্ধোবাচ্যঃ, কর্ত্তৃস্থ ক্রিয়াত্বাৎ। সত্যোশ্চ তয়োরুৎক্রান্তিরপি দেহপ্রদেশাদেব মন্তব্যা "তেন প্রদ্যোতনেন" (বৃ০ ৪।৪।২) ইত্যাদি শ্রবণাৎ।

তথাচ—সর্ব্বব্যাপকস্য বিভোর্জীবস্য উৎক্রান্তিঃ গমনাদিঃ দেহাভিমান নিবৃত্তিমাত্রেণ মন্তব্যম্ ন তু তস্য গমনাদিরস্তি। অত্র দৃষ্টান্তঃ—গ্রামস্বাম্যনিবৃত্তবদিতি। যথা রাজ্ঞা গ্রামাধিপত্যপরিত্যাগেণ তস্য স্বামিত্ব পরিত্যাগো গম্যতে তথা জীবস্য শরীরত্যাগেন দেহাভিমান পরিত্যাগো বোদ্ধ্যতে তস্মাৎ জীবস্য বিভুত্বাৎ গতাগতী ন সম্ভবেৎ ইতি।

ইতি শঙ্কায়াং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্বাত্মনা ইতি উত্তরয়োঃ গমনাগমনয়োঃ স্বাত্মনাচ সহ সম্বন্ধো ভবেৎ, অর্থাৎ "তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি" (বৃ০ ৪ ৪ ১১) অত্র "গচ্ছন্তি" ক্রিয়ায়াঃ তস্মাৎ অণুত্বাৎ জীবাত্মাএব গতাগতী করোতি। অথ জীবস্য দেহপ্রদেশাদেব নিষ্ক্রমণং প্রতিপাদয়তি কর্ত্তৃত্বং জীবেন সহ সম্বদ্ধ্যতে শ্রুতিঃ—তেন ইতি।

তেন প্রদ্যোতনেন প্রকাশেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি ইতি বোদ্ধ্যতে। তস্মাৎ জীবস্য গত্যাগতী তু শ্রুতিরেব প্রতিপাদয়তি। অথ শ্রীগীতাবাক্যেনাপি তথৈব প্রতিপাদয়তি শ্রীভগবান্—শরীরমিতি। ঈশ্বরঃ—দেহেন্দ্রিয়াদিনিয়ন্তা জীবঃ, ন তু পরমেশ্বরঃ অত্র জীবপ্রকরণাৎ। জীবো যদা যৎ শরীরং উৎক্রামতি, মৃত্যুকালে সমাগতে যৎ দেহং ত্যজতি পুনঃ স্বকর্ম্মানুসারেণ যৎ শরীরং অবাপ্নোতি ভোগার্থং

অনন্তর জীবের অণুত্ববিষয়ে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন অত্রেতি। এই স্থলে চলন রহিত বিভু জীবের যে উৎক্রান্তি তাহা দেহাভিমান মাত্রেই সিদ্ধি হয়, যেমন গ্রামস্বামিত্ব নিবৃত্তি, কিন্তু গমনাগমনাদি চলন রহিত ব্যাপকের সম্ভব নহে।

অর্থাৎ যদি বলেন জীব বিভু হইলে গমনাদি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? তদুত্তরে গ্রামস্বামিবৎ বলিব। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বিভু জীবের উৎক্রান্তি গমনাদি দেহাভিমান নিবৃত্তি মাত্রেই মানিতে হইবে কিন্তু জীবের গমনাদি নাই। তাহার দৃষ্টান্ত যেমন গ্রাম স্বামিত্ব নিবৃত্তি, যেমন রাজার গ্রামাধিপত্য-পরিত্যাগের দ্বারা তাহার স্বামিত্ব পরিত্যাগ বোধকরায়, সেই প্রকার জীবের শরীর ত্যাগের দ্বারা দেহাভিমান পরিত্যাগ বোধ হয়। অতএব জীব বিভু হওয়ার জন্য গতাগতি সম্ভব নহে। এই প্রকার আশঙ্কা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-স্বাত্মনেতি গমনাগমন আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়।

অর্থাৎ উত্তরের গমনাগমনের স্বাত্মার নিজ আত্মার সহিত সম্বন্ধ হইবে, অর্থাৎ "সেই জীব গণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া নরকে গমন করে" এই স্থলে গমন করে ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব জীবের সহিত

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ(গীতা ১৫।৮) ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। যত্তুৎক্রান্ত্যাদিকমুপাধ্যুৎক্রান্ত্যাদিভি র্ব্যপদিষ্টমিত্যুচ্যতে তন্মন্দম্ "স যদাস্মাচ্ছরীরাৎ সমুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি" (কৌ. ব্রা. উ. ৩।৩) ইতি কৌষীতকী

প্রাপ্নোতি, তদা পরশরীর পরিত্যাগাবসরে, পূর্ব্বশরীরগ্রহণকালে চ—এতানি প্রাণেন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা সংযাতি. অত্র দৃষ্টান্তমাহ—বায়ুরিতি। বায়ুঃ যথা আশয়াৎ পুষ্পকোশাৎ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র যাতি তদ্বদিত্যর্থঃ।

তস্মাৎ শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণেনাপি জীবস্য গত্যাগতী—সিদ্ধির্ভবতি। অথ জীবস্যাণুত্বে পুনঃ শঙ্কামবতারয়ন্তি -"যত্তু" ইত্যাদিনা। উৎক্রান্ত্যাদিকমুপাধেরেব ধর্ম্ম উপাধিরত্র বুদ্ধিঃ" অত্র উপাধেঃ বুদ্ধেরেব গত্যাগতী স্যাতাম্, ন তু বিভোঃ জীবস্য, তথাহি শ্রীশঙ্করভগবৎ পাদাঃ শ্রীউপনিষদ্—ভাষ্যে—বৃ০ ৪ ৪ ২, (তস্য ইত্যস্য) "তত্র চ আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদাভিব্যক্ততরম্। তদুপাধিদ্বারা হি আত্মনি জন্ম-মরণ গমনাগমনাদি সর্ব্ব বিক্রিয়া লক্ষণ সংব্যবহারঃ" ইতি এতদেব নিরাকুর্ব্বন্তি—তন্মন্দমিতি। শ্রুতিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।

অথ কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্য প্রমাণেন উক্তসিদ্ধান্তস্য বিরুদ্ধত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—"স যদা" ইতি। স জীবো যদা অস্মাৎ শরীরাৎ উৎক্রামতি, নির্গচ্ছতি তদা এতৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণৈঃ ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ এব সমুৎক্রামতি নির্গচ্ছতি, ইত্যুক্তেঃ জীবস্য প্রাণাদীনাঞ্চ তুল্য এবোৎক্রান্তিঃঅন্যথা "সহ" শব্দবিরোধো ভবেৎ

সম্বন্ধ যুক্ত হয়. অতএব অণু হওয়া হেতু জীবাত্মাই গতাগতি করে। সূত্রে যে চ' শব্দ আছে তাহা অবধারণের নিমিত্ত। উত্তর বা গতাগতির নিজ আত্মার সহিত সম্বন্ধ বলিতে হইবে, যে হেতু ক্রিয়াটি কর্ত্তায় অবস্থান করে।

উভয়ের উৎক্রান্তি অর্থাৎ জীব ও দেহাভিমানের উৎক্রান্তি হইলেও দেহ প্রদেশ হইতেই তাহাদের গমন মানিতে হইবে। অনন্তর জীবের দেহ প্রদেশ হইতে তাহাদের নির্গমন শ্রুতি প্রতিপাদান করিতেছেন-তেনেতি। সেই প্রদ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশের দ্বারা এই আত্মা নির্গমন করে ইহাই বোধ হয় সুতরাং জীবের গতাগতি স্বয়ং শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রীভগবান শ্রীগীতাবাক্যের দ্বারা ও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন- শরীরমিতি। জীব যে শরীর পরিত্যাগ করে ও যে দেহগ্রহণ সেই সময় বায়ু গন্ধাশয় হইতে গন্ধগ্রহণের ন্যায় এই ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে অর্থৎ ঈশ্বর দেহেন্দ্রিয়াদি নিয়ামক জীব কিন্তু পরমেশ্বর নহে, কারণ এই প্রকরণটি জীবের। জীব যখন যে শরীর উৎক্রামন পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ মৃত্যুকাল সমাগত হইলে যে শরীর ত্যাগ করে, পুনরায় নিজকর্মানুসারে যে শরীর পায়, ভোগের নিমিত্ত যে দেহ লাভ করে, সেই কালে পর শরীর

ব্রাহ্মণ শ্রুত "সহ" শব্দবিরোধাৎ। স হি প্রধানাপ্রধানয়োঃ সমানামেব ক্রিয়াং বোধয়তি, পুত্রেণ সহ পিতা ভুঙ্‌ক্তে" ইতি বৎ।

নন্বু "সহ" শব্দেনাত্র জীবস্য গমনং গৌণঃ স্যাৎ। তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৪।১১১, "সহার্থৈরপ্রধানে তৃতীয়া" "যথা রামেণ সহ ক্রীড়তি কৃষ্ণঃ" কৃষ্ণস্যাত্র ক্রিয়াদিসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেব, রামস্যতু প্রতীয়মান ইতি রামস্য অপ্রাধান্যম্" ইতি।

তস্মাৎ ইন্দ্রিয়াদীনামেব গমনাগমনং মুখ্যম্, জীবস্য তু অপ্রধানমেব" ইতি চেৎ সমাধানমাহুঃ—স হি' ইতি স "সহ" শব্দঃ প্রধানা-প্রধানয়োঃ সমানমেবক্রিয়াং বোধয়তি। দৃষ্টান্তমাহুঃ—পুত্রেণ" ইতি।

অথ "সহ" শব্দোঽব্যয়ম্ তস্য সাহিত্যমর্থঃ। তথাচ—স্বান্বয়ি তত্তৎ কর্ত্তৃত্বাদিকারকাবচ্ছিন্নায়াঃ সমানকর্ত্তৃকায়াঃ সমভিব্যাহৃতক্রিয়ায়াঃ সমান কালিনত্বমিত্যর্থঃ। পুত্রেণ সহ' ইতি—সহৈকদেশে কর্ত্তৃত্বাদিকারকে স্বপ্রকৃত্যর্থস্য আধেয়ত্বং তৃতীয়য়া বোধ্যতে, তেন পুত্রবৃত্তি কর্ত্তৃতাক-ভোজন কালীন ভোজন কারকবান্ পিতা ইত্যন্বয়বোধঃ। (ন্যাং কোং পৃং ৮২ কিঞ্চ জীবস্য বিভুত্বে দৃষ্টান্তবৈকল্য-দোষো ভবতীতি তৎ প্রতিপাদয়ন্তি—বায়ুদৃষ্টান্তে" ইতি।

পরিত্যাগ কালে এবং পূর্ব্বশরীর গ্রহণ কালে এই প্রাণেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়া গমন করে। এই স্থলে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন- বায়ুরিতি।

বায়ু যেমন পুষ্পকোশ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া অন্যত্র গমন করে সেই রূপ বুঝিতে হইবে ইহাই অর্থ অতএব শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের দ্বারাও জীবের গতাগতি সিদ্ধি হইতেছে। ইত্যাদি স্মৃতি বাক্য আছে। অনন্তর জীবের অণুত্ব বিষয়ে পুনঃ শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন 'যত্তু ইত্যাদি দ্বারা। উৎক্রান্তি প্রভৃতি উপাধি গমনাগমনে উপদিষ্ট হয়, অর্থাৎ গতাগতি উপাধিরই ধর্ম্ম, এবং এই উপাধি বুদ্ধি, সুতরাং উপাধি বুদ্ধির গমনাগমন হয়, কিন্তু বিভু জীবের নহে। এই বিষয়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদ বলিয়াছেন তন্মধ্যে আত্মচৈতন্যজ্যোতিঃ স্বরূপ সর্ব্বদা অভিব্যক্তি আছে, অতএব উপাধি দ্বারাই আত্মাতে জন্ম মরণ গমনাগমনাদি সকল বিক্রিয়া রূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই মত নিরাকরণ করিতে-ছেন তমিতি

তাহা অতীব মন্দ অর্থাৎ শ্রুতি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ইহাই অর্থ। অনন্তর কৌষিতকী ব্রাহ্মণে-পনিষৎবাক্য প্রমাণের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছেন-স ইতি। সেই জীব যে কালে এই শরীর হইতে উৎক্রামণ করে সেই কালে এই সকল প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত গমন করে। এই কৌষিতকী ব্রাহ্মণে শ্রুতি 'সহ' শব্দের বিরোধ হইবে। সুতরাং শ্রুতিবাক্যে জীবের ও প্রাণাদির সম কালে উৎক্রামণ হয় অন্যথা 'সহ' শব্দের বিরোধ হইবে।

বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহি গ্রাহয়োরসামঞ্জস্যাচ্চ। এতেন ঘটাকাশবদস্তুদৃষ্ট্যভিপ্রায়মেতদিতি বালকোলাহলোঽপি নিরস্তঃ ॥২০॥

তথাচ - শ্রীগীতাসু—১৫৮, "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" ইত্যত্র - বায়ুর্যথা আশয়াৎ পুষ্পকোষাৎ গন্ধান্ গৃহীত্ব যাতি, তথা জীবোঽপি ইন্দ্রিয়াদীন্ গৃহীত্বা গমনাদিকং করোতি, অত্র যদি গন্ধস্য প্রাধান্যং বায়োরপ্রাধান্যং তদা গন্ধস্য গমনাদিকং ন সম্ভবেৎ ; এবং জীবো যদি ন চলতি, ইন্দ্রিয়াণ্যেব চলন্তি, তদা গ্রহি গ্রাহয়োরসামঞ্জস্যাৎ দুষ্টং জীববিভুত্ববাদমিত্যর্থঃ।

কিঞ্চ-ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥ ইতি যেযামাগ্রহঃ ত ত্তু বালকোলাহল ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—এতেন" ইতি। এতেন জীবস্য গত্যাগতি প্রমাণেন বৈদিকম্মন্যকেবলাদ্বৈতবাদিনাম্ অজ্ঞানাং জীবোবিভুঃ" ইতি কোলাহলঃ স নিরস্তোঽভূদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ অনুরেব জীবঃ, ন বিভুরিতি ॥২০॥

শঙ্কা— শঙ্কা এই যে এইস্থলে 'সহ' শব্দের দ্বারা জীবের গমন গৌণ হইবে, শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে অনুশাসন আছে—সহার্থের দ্বারা অপ্রধান হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, যেমন রামের সহিত কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছে, এই স্থলে কৃষ্ণের ক্রিয়াদি সম্বন্ধ সাক্ষাৎ হইতেছে, রামের তাহা প্রতীতি মাত্র হয়, সুতরাং রামের অপ্রাধান্য হইতেছে, অতএব ইন্দ্রিয়াদির গমনাগমন মুখ্য, জীবের কিন্তু অপ্রধান বা গৌণ।

এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন-সহি। শ্রুতিবাক্যে যে 'সহ শব্দ আছে তাহা প্রধান ও অপ্রধানের সমান ক্রিয়া বোধ করাইতেছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন পুত্রেণেতি। পুত্রের সহিত পিতা ভোজন করিতেছে "ইত্যাদির সমান। অর্থাৎ এই সহ শব্দটি অব্যয়, তাহার অর্থ সমান, অপ্রধান নহে। সারাংশ এই যে-স্বান্বয়ি নিজের প্রতি অন্বয় হয় যে যে কর্তৃত্বাদি কারকাবচ্ছিন্ন সমান কর্তৃক সমভিব্যাহৃত ক্রিয়ার সমান কালিনত্ব অর্থ হয়, 'পুত্রের সহিত" অর্থাৎ তৃতীয়ার দ্বারা সহএক দেশে কর্তৃত্বাদি কারকে নিজ প্রকৃতি অর্থের আধেয়তা বোধ হয়, এতদ্দ্বারা পুত্রবৃত্তি কর্তৃতাক বর্তমান কালে পুত্রের ভোজন কালে পিতা ভোজন ক্রিয়ার কর্তা হয় ইহাই বোধ হয়। অপর বায়ু দৃষ্টান্তের দোষ হয়, অর্থাৎ জীব বিভু হইলে দৃষ্টান্ত বৈকল্য দোষও হয়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন — বায়ুরিতি।

বায়ুদৃষ্টান্তে গ্রহি ও গ্রাহের সামঞ্জস্য থাকে না। অর্থাৎ শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—বায়ু আশয় হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া, এইস্থলে বায়ু যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেই প্রকার জীবও ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া গমনাদি করে, এইস্থলে যদি গন্ধের প্রধানতা ও বায়ুর অপ্রধানতা হয় তাহা হইলে গন্ধের গমনাদি সম্ভব নহে, এই প্রকার জীব গমন করে না, ইন্দ্রিয়

॥ওঁ॥ নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতিচেন্ন ইতরাধিকারাৎ ॥ওঁ॥

২।৩।১৩।২১॥

ননু নাণুর্জীবঃ, বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২২) স বা এষ মহানজ আত্মা" ইতি তদ্বিপরীতস্য মহৎপরিমাণস্য শ্রুতত্বাদিতি চেন্ন। কুতঃ? ইতরেতি। তত্রেতরস্য পরমাত্মনোঽধিকারাৎ।

ননু"অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ, (বৃ০ ৪।৪।২০ ইতি বৃহদারণ্যকবচনাৎ জীবস্য মহত্বমিতি আশঙ্ক্য পরিহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নাণুরিতি। ননু জীব অণুপরিমাণং ন ভবেৎ, কুতঃ? অতচ্ছ্রুতেঃ, শ্রুতিষু অস্য জীবস্য অণুপরিমাণত্বং শ্রবণাভাবাৎ" ইতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ ইতরস্য পরমেশ্বরস্যাধিকারাৎ ইতি।

অথ জীবস্য বিভুত্বে বৃহদারণ্যক বাক্যমাহুঃ—স বা' ইতি। স বা এষ আত্মা-জীবাত্মা মহান্ সর্ব্বব্যাপকঃ বিভুশ্চ অজঃ—জন্মমরণাদিরহিতঃ, যত্তু জীবস্য জন্মমরণাদিকং দৃশ্যতে তত্তুভ্রম এব। বিভোরজস্য তদসিদ্ধেঃ; অজত্ব জন্যত্বয়ো বিরোধাৎ: তস্মাৎ শ্রুতি প্রতিপাদকাভাবাৎ নাণুর্জীবঃ। কিঞ্চ তদ্বিপরিতস্য—অণুপরিমান বিপরীতস্য, মহৎ পরীমাণস্যচ শ্রুতত্বাৎ—শ্রুতিষু প্রতিপাদনাৎ জীবো বিভুরেব; অথ পরিহরন্তি—ইতি চেন্ন, কুতঃ? ইতরস্য ভিন্নস্য পরব্রহ্মণ অধিকারাৎ।

সকলই গমন করে তবে গ্রহণ কর্ত্তা ও গ্রাহ্য পদার্থের অসামঞ্জস্য হেতু জীব বিভুত্ববাদ দোষদুষ্ট ইহাই অর্থ। আরও-ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যুক্ত ঘট অন্যত্র আনীত হইলে যেমন ঘটই আনীত হয় আকাশ নহে সেই আকাশের সমান জীব ও হয় "এই প্রকার যাহাদের দুরাগ্রহ তাহা বালকগণের কোলাহল মাত্র ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন-এতেন' ইতি। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা' ঘটাকাশের ন্যায় অজ্ঞ গণের দৃষ্টির অভিপ্রায়" এই প্রকার বালক বা মুর্খগণের কোলাহল। নিরস্ত হইল, অর্থাৎ এই জীবের দ্বারা বৈদিকম্মন্য কেবলাদ্বৈতবাদি অজ্ঞগণের 'জীববিভু' এই যে কোলাহল তাহা নিবারণ করা হইল। সুতরাং অণু পরিমাণই জীব, বিভু নহে ॥২০॥

যদি বলেন-এই জীবাত্মা জন্ম রহিত মহান্ বিভু ও ধ্রুব এই বৃহদারণ্যক বাক্য হেতু জীব মহৎ পরিমাণ এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার করিতেছেন-নন্নু রিতি। অণু নহে শ্রুতি প্রমাণ অভাব হেতু তাহা নহে ইতরাধিকার বশতঃ। অর্থাৎ যদি বলেন-জীব অণু পরিমাণ হইবে না, কেন? অতৎশ্রুতি হেতু, শ্রুতি শাস্ত্র সকলে এই জীবের অণু পরিমাণত্ব শ্রবণের অভাব দেখা যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন-তাহা নহে, ইতরাধিকার হেতু, অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের অধিকার হেতু

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে জীব অণু; নহে, বৃহদারণ্যকোপনিষদে বিভু বলিয়াছেন। জীবের বিভুত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—সেতি। সেই এই আত্মা

যদ্যপি"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" (বৃ· ৪।৩।৭) ইতি জীবস্যোপক্রমঃ, তথাপি "যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা (বৃ· ৪।৪।১৩) ইতি মধ্যে জীবেতরং পরেশমধিকৃত্য মহত্ব প্রতিপাদনাত্তস্যৈব

অথ "মহানাত্মঃ" (বৃ০ ৪ ৪ ২২) ইত্যস্য বাক্যস্য পরব্রহ্মপরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি – যদ্যপীতি। যোঽয়মিতি – অত্র শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি জনকপ্রশ্নঃ, অস্তমিতে আদিত্যে যাজ্ঞবল্ক্য চন্দ্রমস্যস্তমিতে শান্তেঽগ্নৌ শান্তায়াং বাচি কিং জ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ ? ইতি আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতি, কতম আত্মা ইতি॥ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ জীবঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইতি। (বৃ০ ৪ ৩ ৭) অপিচ—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্নভিঃ সংসৃজ্যতে, স উৎক্রামন্" ইতি। ইত্যাদিনা জীবস্য স্বর্গাদিলোকসঞ্চরণং উৎক্রামণং স্থানত্রয়ং চ নিরূপিতম্। এবং যদ্যপি আদৌ জীবস্য এব বর্ণনোপক্রমস্তথাপি তন্মধ্যে জীবভিন্নং পরব্রহ্মাধিকৃত্য প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ— যস্য" ইতি।

যস্য প্রতিবুদ্ধঃ আত্মা অনুবিত্তঃ, তস্য লোকঃ স উ লোক এব" ইতি বাক্যশেষঃ। তথাচ— যস্য উপাসকস্য প্রতিবুদ্ধঃ সার্বজ্ঞাদ্যনন্তকল্যাণগুণগণালঙ্কৃতঃ আত্মা—মুক্তোপসৃপ্য—শ্রীগোবিন্দদেবঃ অনুবিত্তঃ পরমোপাস্যত্বেন পরিজ্ঞাতো ভবতি, তস্য সাধকস্য স উ প্রসিদ্ধঃ শ্রীগোলোক এব লোকো ভবতীতি। স সাধকঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য নিত্যধাম গোলোকং গচ্ছতীত্যর্থঃ।

মহান্ ও অজ, অর্থাৎ সেই এই জীবাত্ম মহান সর্ব্বব্যাপক এবং বিভু অজ জন্ম মরণাদি রহিত কিন্তু জীবের যে জন্ম মরণাদি দেখা যায় তাহা ভ্রমমাত্র, সর্ব্বব্যাপক বিভুর জন্মাদি সিদ্ধি হয় না, যে হেতু অজত্ব ও জন্যত্ব বিরোধ হয়, অতএব শ্রুতি প্রতিপাদনের অভাব হেতু জীব অণু নহে। অপর তাহার বিপরীত মহৎ পরিমাণ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ অণু পরিমাণের বিপরীত মহৎ পরিমাণ রূপে শ্রুতি সকলে প্রতিপাদন হেতু জীব বিভু পরিমাণ, অণু পরিমাণ নহে।

সমাধান এই শঙ্কা পরিহার করিতেছেন ইতিচেন্ন। এই প্রকার শঙ্কা করা অন্যায়, কেন ? ইতর হেতু। অর্থাৎ ইতর ভিন্ন পরব্রহ্মের অধিকার হেতু। সেই প্রকরণে জীব ভিন্ন পরমাত্মার অধিকার নিরূপণ করা হইয়াছে। অনন্তর মহান্ আত্মা এই বাক্যের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদকত্ব নিরূপণ করিতেছেন যদ্যপীতি।

যদিও বৃহদারণ্যকে এই যে বিজ্ঞান ময় প্রাণ সকলের মধ্যে অবস্থান করে, ইত্যাদি জীব প্রতিপাদনের উপক্রম করিয়াছেন তথাপি তন্মধ্যে শ্রীপরমেশ্বরের বর্ণনা করিয়াছে, অর্থাৎ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য ঋষির প্রতি রাজর্ষি জনক প্রশ্ন করিলেন- আদিত্য অস্ত হইলে হে যাজ্ঞবল্ক্য ! চন্দ্র অস্ত হইলে অগ্নি শান্ত হইলে বাক্য শান্ত হইলে এই পুরুষ কি জ্যোতি হয় ? উত্তর এই পুরুষের আত্মাই জ্যোতি হয় সেই আত্মা কি প্রকার ? উত্তর এই যে বিজ্ঞান ময় জীব প্রাণ সকলে হৃদয়ে অন্তরে জ্যোতিঃ পুরুষ

তত্ত্বং, ন জীবস্যেতি ॥২১॥

॥ও॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ও॥ ২।৩।১৩।২২॥

স্বশব্দোহণুত্ববাচীশব্দ শ্রূয়তে, "এষোহণুরাত্মা" (মু. ৩।১।৯) ইতি। তথোন্মানঞ্চ পরমাণুতুল্যম্ বস্তু নিদেশ্য তন্মানত্বং জীবস্যোচ্যতে "বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায়

তস্মাৎ বৃহদারণ্যকোপনিষদি "স বা এষ মহানজ আত্মা" (৪।৪।২২) ইতি মন্ত্রে শ্রীপরমেশ্বরমধিকৃত্য এব মহত্ব প্রতিপাদনাৎ, তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব তত্ত্বং মহত্ত্বমিত্যর্থঃ ন জীবস্য ইতি। তস্মাদণুরেব জীবঃ, ন বিভুঃ ॥২১॥

অথ প্রকারান্তরেণাপি জীবস্যাণুত্ব প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সশব্দঃ ইতি। স্বশব্দঃ' জীবস্যাণুত্ববাচী শব্দঃ, তথা উন্মানং—পরমাণুতুল্যঃ বস্তুনির্দেশ্য তন্মানত্বং নির্দিশ্যতে তম্, তাভ্যাং স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ জীবস্য পরমাণুত্বমিতি সূত্রার্থঃ। অথ জীবস্য অণুত্বং স্বশব্দেন প্রতিপাদয়ন্তি স্বেতি — এবং মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যে অণুশব্দ দৃশ্যতে তথাচ—এষ জীবাত্মা অণুঃ, অণুপরিমাণবানিতি। তথা উন্মানেনাপি জীবস্য অণুত্বং নির্দ্দিশ্যতে বালাগ্র" ইতি।

বিদ্যমান আছে সে সমান হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করে। অপর সেই এই পুরুষ জীব শরীর লাভ করিয়া জাত হয় ও পাপাদি দ্বারা যুক্ত হয়, এবং সে উৎক্রান্ত হয়, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জীবের স্বর্গাদিলোকে সঞ্চরণ উৎক্রামন ও স্থানত্রয় নিরূপণ করিয়াছেন এই প্রকার যদিও প্রথমে জীবেরই বর্ণনার উপক্রম করিয়াছেন তথাপি তন্মধ্যে জীব হইতে ভিন্ন পরব্রহ্মকে অধিকার করতঃ শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন- যস্যেতি।

যাহার প্রতিবুদ্ধ আত্মা তাহার গোলোক লোক হয়, অর্থাৎ যে সাধকের প্রতিবুদ্ধ সার্বজ্ঞ্যাদি অনন্তকল্যাণগুণ বৃন্দালঙ্কৃত আত্মা মুক্তোপসৃপ্য শ্রীগোবিন্দদেব অনুবিত্ত পরমোপাস্যত্ব রূপে পরিজ্ঞান বা অনুভব হয়, সেই সাধকের প্রসিদ্ধ শ্রীগোলোকই লোক হয়, অর্থাৎ সেইসাধক শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্য ধাম গোলোকে গমন করে ইহাই অর্থ। এই প্রকারে তন্মধ্যে জীব হইতে পৃথক পরেশ শ্রীগোবিন্দদেবকে অধিকার করিয়া মহত্ব প্রতিপাদন হেতু তাহা শ্রীগোবিন্দদেবেরই তত্ত্ব' কিন্তু জীবের নহে। অতএব বৃহদারণ্যকোপনিষদে" সবা" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীপরমেশ্বরকে অধিকার করিয়া মহত্ত্ব প্রতিপাদন হেতু শ্রীগোবিন্দদেবের তত্ত্বই মহান্ ইহাই অর্থ, কিন্তু জীবের নহে, সুতরাং অণু স্বরূপ জীব, বিভু নহে ॥২১॥

অনন্তর প্রকারান্তরের দ্বারাও ভগবান শ্রীবাদরায়ণ জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সূত্র করিতেছেন-স্বেতি। স্বশব্দ ও উন্মানের দ্বারাও, অর্থাৎ স্বশব্দ জীবের অণুত্ব বাচীশব্দ তথা উন্মান-পরমাণুতুল্য বস্তু নির্দ্দেশ করতঃ তাহার মান নির্দ্দেশ করিতেছে, অতএব স্বশব্দও উন্মানের দ্বারা জীবের পরমাণুত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ইহাই সূত্রার্থ।

কল্প্যতে॥ ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ, (৫।৯) তাভ্যামণুরেব সঃ। আনন্ত্যশব্দো মুক্ত্যভিধায়ী। অন্তো মরণং তদ্ রাহিত্যম্‌- আনন্ত্যমিত্যর্থাৎ ॥২২॥

বালস্য যদগ্রভাগং তৎশতভাগং কৃত্বা তদেকস্য ভাগস্য শতধা ভাগকল্পিতং যদতিসূক্ষ্মভাগমরশিষ্যতে, স জীবো ভাগো বিজ্ঞেয়ঃ, তাদৃশোঽতিসূক্ষ্মজীবস্বরূপমিত্যর্থঃ। স চ আনন্ত্যায় কল্প্যতে, সমর্থো ভবতি, ইতি। তাভ্যাং স্বশব্দ-উন্মানাভ্যাং স জীবঃ অণুরেব, ন তু বিভুরিত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্।

অপিচ—শ্রীমৎপরমগুরুচরণানাং শ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণ্যাম্ -(১০৮৭।৩০) বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে তে চ অণব এব, আরাগ্রমাত্রত্বেন শ্রুত্যা প্রতিপাদনাৎ তথা (ভা০ ১১।১৬।১১) সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি শ্রীভগবদ্‌বচনাৎ। বালাগ্রশতশো ভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা। তস্যাপি শতশো ভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাচ্চ, তেষামণুত্বেঽপি দেহব্যাপিচৈতন্যং সম্ভবেদেব তথা গৃহৈক দেশস্থোঽপি জীবঃ সর্ব্বং গৃহং তেজসা ব্যাপ্নোতি, তথায়মণুরপি চেতনালক্ষণেন স্বপ্রভাববিশেষেণ সর্ব্বদেহং চেতয়তি যথা অয়স্কান্তঃ স্বসন্নিহিতং লৌহং চালয়তীতি। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে -"অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ সদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥ ইতি। তস্মাৎ অণুরেব জীবঃ॥২২॥

অতঃপর জীবের অণুত্ব স্বশব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—স্বেতি। স্বশব্দ অণুত্ব বাচী শব্দ বলিয়া শ্রবণ করা যায়। মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে অণুশব্দ দেখা যায় এই আত্মা অণু অর্থাৎ এই জীবাত্মা অণু পরিমান। এই প্রকার উন্মান শব্দের দ্বারাও জীবের পরমাণু তুল্যত্ব নির্দ্দেশ করে। বালেতি কেশের যে অগ্রভাগ তাহাকে শত ভাগ করিয়া তাহার একটি ভাগকে পুনঃ শতধা-শতভাগ কল্পনা করিয়া যে অতি সূক্ষ্মভাগ অবশিষ্ট থাকে তাহাই জীব ভাগ জানিবে, তাদৃশ সাতিশয় সূক্ষ্ম জীব স্বরূপ ইহাই অর্থ। সেই জীব আনন্ত্যায় মোক্ষের প্রতি সমর্থ হয়। সুতরাং স্বশব্দ উন্মানের দ্বারা সেই জীব অণু স্বরূপ বিভু নহে।

আনন্ত শব্দ মুক্তি বাচক অন্ত মরণ তাহা রাহিত্য আনন্ত্য ইহাই অর্থ। অপর পরম পূজ্য পাদ শ্রীমৎপরমগুরুদেব শ্রীবৃহদ্ বৈষ্ণব তোষণীতে জীব স্বরূপ—

নির্ণয় করিয়াছেন বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে জীবসকল অণুস্বরূপই যে হেতু শ্রুতি আরাগ্রমাত্ররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথা শ্রীভগবান বলিয়াছেন-সূক্ষ্ম পদার্থ সকলের মধ্যে আমি জীব। কেশাগ্রের শত ভাগকে সহস্রভাগ কল্পনা করিয়া তাহার শতভাগের একভাগের সমান জীব অভিহিত হইয়াছে, এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বাক্য আছে। জীব অণু হইলেও দেহব্যাপি চৈতন্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়, যেমন প্রদীপ গৃহের একদেশে অবস্থান করিলেও নিজের তেজের দ্বারা সর্ব্বগৃহ ব্যাপিয়া থাকে, সেই প্রকার জীব অণু হইলেও চৈতনা লক্ষণের দ্বারা ও নিজ প্রভাব বিশেষের দ্বারা সর্ব্ব দেহকে চেতন করে, যে প্রকার অয়স্কান্তমণি নিজ সন্নিহিত লৌহকে পরিচালিত করে তদ্বৎ। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে যেমন

ননু গোরেকদেশস্থস্য সকলদেহগতোপলব্ধির্বিরুদ্ধ্যেত ইতি চেত্তত্রাহ

॥ওঁ॥ অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৩।২৩॥

একদেশস্থস্যাপি হরিচন্দনবিন্দোঃ সকলদেহাহ্লাদবদণুভূতস্যাপি তস্য সা ন বিরুদ্ধ্যেত ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ (ব্রহ্মাণ্ডে) "অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্যশরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ ইতি ॥২৩॥

অথজীবস্য অণুত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি নন্বিত্যাদিনা। অথ জীবস্য অণুত্বং ন যুজ্যতে, কুতঃ ? একদেশস্থস্য জীবস্য সকলদেহগত সুখদুঃখাদ্যুপলব্ধেরসম্ভবাৎ, তথাচ—নিদাঘকালে গঙ্গাম্বুনিমগ্নস্য মানবস্য সর্ব্বশরীরব্যাপি শীতলতা উপলব্ধিবিরুদ্ধা, কিঞ্চ পাদৈকদেশে আঘাতজাত দুঃখস্য অনুভবাভাবপ্রসঙ্গশ্চ। তস্মাৎ বিভুরেব জীবঃ। ইতি চেৎ, তত্রাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অবিরোধঃ" ইতি। অণুত্বেঽপি জীবস্য সর্ব্বশরীরগতসুখদুঃখাদেরনুভবে নাস্তি কশ্চিদ্ বিরোধঃ, কথং ? চন্দনবদিতি বোদ্ধব্যম্। ভাষ্যন্ত স্পষ্টম্।

অথ শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্যেন জীবস্যাণুত্বেঽপি একদেশস্থত্বেঽপি সর্ব্বশরীরগতসুখ দুঃখাদেরনুভবিতৃত্বং নিরূপয়ন্তি স্মৃতিশ্চেতি। অয়ং জীবঃ অণুমাত্রঃ অপি স্বদেহং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা' ইতি। যথা হরিচন্দনবিপ্রুষঃ—কণাঃ শরীরাণি ব্যাপ্যতিষ্ঠন্তি, তথা জীবোঽপি স্বশরীরং সর্ব্বং ব্যাপ্যতিষ্ঠতীতি শ্লোকার্থঃ। তস্মাদণুরেব জীবঃ ॥২৩॥

হরি চন্দন বিন্দু সকল শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সেই প্রকার অণুমাত্র এই জীব নিজ দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে অতএব জীব অণু স্বরূপই ॥২২॥

অনন্তর জীবের অণুত্বে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন নন্বু ইত্যাদির দ্বারা। জীব যদি অণু স্বরূপ হয় তাহা হইলে দেহের এক দেশে অবস্থানকারি জীবের সকল দেহগত উপলব্ধি সম্ভব হইবে না অর্থাৎ জীবের অণুত্ব যুক্তি সঙ্গত নহে. কেন ? যে হেতু এক দেশে অবস্থান কারি জীবের সমগ্র দেহগত সুখ দুঃখাদি উপলব্ধি সম্ভব হইবে না, যেমন নিদাঘকালে শীতল গঙ্গাজলে নিমগ্ন মানবের সর্ব্ব শরীর ব্যাপী শীতলতা উপলব্ধির বিরোধ হইবে, অপর পদের একদেশে আঘাত জাত দুঃখের অনুভবের অভাব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে।

অতএব জীব বিভু। এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বলিতেছেন অবিরোধ। চন্দনের সমান কোন বিরোধ নাই। অর্থাৎ জীব অণু হইলেও সর্ব্ব শরীরগত সুখ দুঃখাদির অনুভবে কোন প্রকার বিরোধ হইবে না, কি প্রকারে ? চন্দনের ন্যায় বুঝিতে হইলে। একদেশে অবস্থান কারী হরিচন্দন বিন্দুর সকল দেহে আহ্লাদকতার ন্যায় অণু স্বরূপ জীবের ও সুখ দুঃখাদি উপলব্ধি বিরোধ হইবে না ইহাই অর্থ, অনন্তর শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণ বাক্যের দ্বারা জীব অণু হইলেও একদেশে অবস্থান করিলে

॥ওঁ॥ অবস্থিতি বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাৎ হৃদিহি ॥ওঁ॥

২।৩।১৩।২৪॥

ননু তদ্বিন্দোঃ শরীরৈকদেশেঽবস্থিতি বিশেষঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধো ন তু জীবস্য। নচানুমেয়োঽসৌ খাদিদৃষ্টান্তেন বিপরীতানুমানস্যাপি। সম্ভবাদতোবিষমো দৃষ্টান্ত ইতি চেন্ন। কুতঃ? অভীতি। তদ্বজ্জীবস্যাপি তদেকদেশে তদ্বিশেষ স্বীকারাদিত্যর্থঃ। ননু কোঽসৌ দেশো যত্র জীবস্তিষ্ঠতীতি চেত্তত্রাহ হৃদি হীতি। "হৃদিহ্যেষ আত্মা (প্রশ্ন. ৩।৬) ইতি ষট্‌প্রশ্নীশ্রুতেরেবেত্যর্থঃ ॥২৪॥

অথ দৃষ্টান্তবৈষম্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— অবস্থিতীতি। নম্নু নায়ং দৃষ্টান্তঃ শুদ্ধঃ, বিসমদোষদুষ্টত্বাৎ, তথাচ অবস্থিতি বৈশেষ্যাদ্, হরিচন্দনবিন্দোঃ শরীরৈকদেশে অবস্থিতি বিশেষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধত্বাৎ তস্য তথাত্বং সুসঙ্গতমেব, কিন্তু জীবস্য তু তাদৃশঃ দেহৈকদেশোঽবস্থান প্রত্যক্ষত্বাভাবাৎ বিষমো দৃষ্টান্তঃ।

কিঞ্চ বিপরীতানুমানেনাপি জীবস্য বিভুত্বপ্রতিপাদনাৎ তথাচ—"জীবো নিস্প্রদেশোবিভুত্বাৎ আকাশবৎ" ইতি। তস্মাদ্ বিভুরেব জীবঃ" ইতি চেন্ন কুতঃ, ? হৃদি হি অভ্যুপগমাৎ। জীবস্তু শরীরস্থ

ও সর্ব্ব শরীর গত সুখ দুঃখাদি অনুভব করে তাহা নিরূপণ করিতেছেন-স্মৃতীতি। এই জীব অণু স্বরূপ হইলেও স্বদেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, যেমন হরিচন্দন কণা সকল শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে সেই প্রকার জীবও নিজ শরীর সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করে ইহাই শ্লোকার্থ, অতএব জীব অণু স্বরূপই ॥২৩॥

অতঃ পর দৃষ্টান্ত বৈষম্য দোষ আশঙ্কা করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পরিহার করিতেছেন- অবেতি অবস্থিতি বিশেষ হেতু' এই কথা বলাযায় না, যেহেতু হৃদয়ে অবস্থান স্বীকার করা হইয়াছে।

শঙ্কা এইস্থলে আশঙ্কা এই যে-বিষম দোষ দুষ্ট হেতু এই হরিচন্দন দৃষ্টান্ত শুদ্ধ নহে, তাহা অবস্থিতি বিশেষ হেতু অর্থাৎ হরিচন্দন বিন্দুর শরীরের একদেশে অবস্থান বিশেষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়া হেতু হরিচন্দন বিন্দুর সর্ব্ব শরীর আহ্লাদকতা সুসঙ্গত হইয়াছে. কিন্তু জীবের সেই প্রকার দেহের একদেশে অবস্থান প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হওয়া হেতু ইহা বিষম দৃষ্টান্ত' অপর বিপরীতাণুমানের দ্বারাও জীবের বিভুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যেমন জীব নিস্প্রদেশ যেহেতু বিভু যেমন আকাশ, অতএব জীব বিভু।

সমাধান—এই কথা বলিতে পারেন না, কেন? জীবের অবস্থান হৃদয়ে ইহা স্বীকার করা হইয়াছে, অর্থাৎ জীব শরীরের একদেশে হৃদয়ে অবস্থান করে তাহা স্বীকার করা হেতু জীব নিস্প্রদেশ

সিদ্ধায়ামণুতায়ামিত্থমপ্যবিরোধঃ স্যাদিতি মুখ্যং মতমাহ—

॥ওঁ॥ গুণাদ্বা আলোকবৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৩।২৫॥

অণুরপি জীবশ্চেতয়িতৃত্ব লক্ষণেন নিখিলদেহ ব্যাপী স্যাদালোকবৎ। যথা সূর্য্যাদি-রালোক একদেশস্থোঽপিপ্রভয়া কৃৎস্নং খগোলং ব্যাপ্নোতি তদ্বৎ। আহ চৈবং ভগবান্— যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমংরবিঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ? (গী০ ১৩।৩৩) ইতি। ন চ সূর্য্যাৎ বিশীর্ণাঃ পরমানবঃ সূর্য্যপ্রভা ইতি বাচ্যম্।

একদেশে হৃদি অবস্থানবিশেষ স্বীকারাৎ" ইতি সূত্রার্থঃ। ভাষ্যন্ত স্পষ্টম্। তথাচ দেহমধ্যে হৃদাক্রম্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াধ্যক্ষেণ মনসা সহিতো জীবস্তিষ্ঠতীতি ॥২৪॥

"ন বিভুরণুরেবায়ং জীব ইতি শ্রুতের্ম্মতম্।
গুণাদ্বালোকসূত্রেণ কথ্যতে বাদরায়ণঃ॥

অথ জীবস্য অণুতায়াং সিদ্ধায়াম্ ইত্থং অনেন প্রকারেণ তস্য সর্ব্বশরীরব্যাপিত্বং স্যাদিতি মুখ্যং মতং স্বমতমিতি জীব অণুস্বরূপেণ এব স্বদেহং ব্যাপ্নোতীতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— গুণাদ্ বা' ইতি।

সূত্রস্থ 'বা' শব্দো মতান্তরব্যাবৃত্তার্থঃ। ভাষ্যন্ত সুগমম্। অথ জীবঃ স্বগুণেন চেতয়িতৃলক্ষণেন স্বধর্ম্মেণ নিখিলদেহব্যাপী ইতি শ্রীভগবদ্ বাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—আহ" ইতি। হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ সূর্য্যঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নং ক্ষেত্রং শরীরং প্রকাশয়-

---

নহে। যদি বলেন হরিচন্দন বিন্দুর শরীরের স্থান বিশেষে অবস্থিতি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সুতরাং তাহার দ্বারা সর্ব্ব শরীর শীতল বা আহ্লাদ সম্ভব হয়, কিন্তু জীবের তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নহে। ইহা অনুমান মাত্র নহে আকাশাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা বিপরীতানুমান ও সম্ভব হইবে, অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত। ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ চন্দনবিন্দুর ন্যায় জীবেরও শরীরের একদেশে স্থান বিশেষে অবস্থান স্বীকার করা ইহাই অর্থ।

যদি বলেন-সেই স্থানটি কোথায় যে স্থানে জীব অবস্থান করে? তদুত্তরে বলিতেছেন-হৃদয়ে অবস্থান করে। এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করে ইহা ষট্ প্রশ্নী শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন ॥২৪॥

জীব বিভু নহে, অণুস্বরূপ' ইহাই শ্রুতি সকলের অভিমত, তাহা গুণাদ্বালোক সূত্রের দ্বারা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ বর্ণনা করিতেছেন, অনন্তর জীবের অণুতা ধর্ম্ম সিদ্ধ হইলে এই প্রকারে তাহার সর্ব্ব শরীর ব্যাপিতা ধর্ম্মও সিদ্ধ হয়, এই মুখ্য মত অর্থাৎ স্বমত বলিতেছেন। জীব অণু স্বরূপের দ্বারাই নিজ দেহব্যাপিয়া থাকে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-গুণেতি জীব অণু হইলেও

তথা সতি তস্য হ্রাসপ্রসঙ্গাৎ। পদ্মরাগাদিমণয়োঽপি প্রভয়া নিজপরিসরান্ রঞ্জয়ন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ তেভ্যঃ পরমানবশ্চ্যবন্তে' ইতি শক্যং বক্তুমত্যন্তাসম্ভবাৎ, উন্মানহান্যাপত্তেশ্চ। ইত্থঞ্চ গুণ এব প্রভা ॥২৫॥

তীত্যন্বয়ঃ। তথাচ শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্ দেহধর্ম্মেণ অলিপ্ত এবাত্মা স্বধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ যথেতি যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নংলোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া, তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি, চেতয়তি" ইতি।

অথ সূর্য্যাৎ পরমাণবো বিচ্ছুরন্তি তে এব প্রকাশয়ন্তি, ইতি মতং পরাকুর্ব্বন্তি—নচেতি। তথা সতি—ইতি সূর্য্যাৎ পরমাণূনাং বিচ্ছুরণে সতি সূর্য্যস্য হ্রাসপ্রসঙ্গাৎ এবং মণ্যাদেরপি তথৈবেতি আহুঃ—পদ্মরাগঃ" ইতি। অয়ং "লোকবৎ" ইতি পাঠে দৃষ্টান্তঃ। ইত্থঞ্চ জীবস্য চেতনগুণ এব তস্য প্রভা, ন তু পরমাণবঃ' ইতি ॥২৫॥

চেতন লক্ষণ চিৎ গুণের দ্বারা নিখিল শরীর ব্যাপিয়া থাকে, যেমন আলোক। সূত্রে যে বা শব্দ আছে তাহা মতান্তর নিরাকরণের নিমিত্ত।

জীব অণু হইলেও চেতনত্বলক্ষণ চিংগুণের দ্বারা আলোকের সদৃশ নিখিল দেহ ব্যাপিয়া থাকে। যেমন সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক একস্থানে অবস্থান করিয়াও নিজ প্রভার দ্বারা সমগ্র খগোল ব্যাপিয়া থাকে এই প্রকার জানিতে হইবে। জীব স্বগুণ অর্থাৎ চেতন লক্ষণ নিজ ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল দেহ ব্যাপী তাহা শ্রীভগবানের বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন-আহেতি শ্রীকৃষ্ণ শ্রী অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন-হে ভারত! যেমন একটি সূর্য্য এই সম্পূর্ণ লোককে প্রকাশিত করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রী জীব সম্পূর্ণ শরীরকে প্রকাশিত করে ইহাই অন্বয়।

এই শ্লোকের শ্রীগীতা ভূষণ ভাষ্য-দেহ ধর্ম্মের দ্বারা অলিপ্ত আত্মা নিজ ধর্ম্মেই দেহ পোষণ করে তাহা বলিতেছেন-যথেতি। যেমন একটি রবি এই সমগ্র লোক প্রভার দ্বারা প্রকাশিত করে, সেই প্রকার ক্ষেত্রী জীব সম্পূর্ণ আপাদ মস্তক এই দেহ চেতন করে। অতঃপর সূর্য্য হইতে পরমাণু সকল বিচ্ছুরিত হয়. তাহারাই জগৎ প্রকাশিত করে' এই মত নিরাকরণ করিতেছেন-নচেতি। যদি বলেন সূর্য্য হইতে বিশীর্ণ পরমাণু সকলই সূর্য্যের প্রভা, অন্য কিছু নহে তাহা বলিতে পারেন না, তাহা স্বীকার করিলে সূর্য্যের হ্রাস প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পরমাণু সকলের বিচ্ছুরণ হইলে সূর্য্য কোন কালে নাশ হইয়া যাইবে এই প্রকার মণি প্রভৃতিরও হয় তাহা বলিতেছেন-পদ্মেতি। পদ্ম রাগাদি মণি সকলও নিজ প্রভার দ্বারা নিজ পরিসরকে রঞ্জিত করে তাহা দেখা যায়। পদ্মরাগাদি মণি হইতে পরমাণু সকল ক্ষরিত হয়" ইহা বলিতে পারেন না কারণ তাহা অত্যন্ত অসম্ভব, তাহা হইলে মণ্যাদি পরিমাণ হানি হইবে সূত্রে যদি 'লোকবৎ' এই পাঠ গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেই মণির দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং গুণই প্রভা। অর্থাৎ জীবের চেতনতাগুণই প্রভা, কিন্তু পরমাণু নহে ॥২৫॥

গুণস্যাগুণ্যতিরেকেদেশে বৃত্তিরুক্তা, তাং দৃষ্টান্তেন বোধয়তি—

॥ওঁ॥ ব্যতিরেকোগন্ধবত্তথাচ দর্শয়তি ॥ওঁ॥ ২।৩।১৪।২৬॥

যথা কুসুমাদিগুণস্যগন্ধস্য গুণ্যতিরেকেঽপি প্রদেশেবৃত্তি র্ভবেৎ, এবং চেতয়িতৃত্বস্য জীবগুণস্য তৎপ্রদেশে হৃদ্ব্যতিরিক্তেশিরোঽংঘ্র্যাদৌ বৃত্তিঃ স্যাৎ।

নমু ভবতু জীবোঽণুঃ, তথা স্বগুণেন সর্ব্বশরীরং ব্যাপ্নোতি তথাপি ভবতাং নেষ্টসিদ্ধিঃ; তথাহি যথা প্রদীপো যত্র বর্ত্ততে তত্রৈব প্রকাশতে, ন তু দেশান্তরম্। তথা হৃদিস্থজীবঃ হৃদয়স্থানমেব প্রকাশয়তু ন তু হস্তপাদাদিকম্' ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ গুণস্য ইতি অথ গুণাতিরিক্তে দেশে গুণস্য বিদ্যমানতা প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ব্যতিরেকঃ" ইতি।

গন্ধবৎ—যথা পুষ্পকোশাৎ পুষ্পাতিরিক্ত স্থানেঽপি প্রসর্পতি, স চ ব্যতিরেকঃ" স্বাশ্রয়ব্যতিরিক্তস্থলঃ' তথাচ কুসুমাদীনাং গন্ধো যথা স্বশ্রয়ব্যতিরিক্তস্থলেঽপি লভ্যতে, তথা জীবস্যাপি চেতয়িতৃত্ব হৃদয়ব্যতিরিক্তস্থানে করচরণাদৌ প্রসর্পতি, এবং তেনৈব জীবধর্ম্মেণ সর্ব্বশরীরে সুখদুঃখাদিকমনু ভবতি। তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ—বৃ॰ ১।৪ ৭, "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইতি। "যথা" ইতি ভাষ্যাংশঃ প্রকটার্থঃ।

তথাচ দর্শয়তি—অত্র কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষদ্বাক্যমাহুঃ—"প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য শরীরেণ সুখদুঃখে আপ্নোতি" ইতি অত্র জীবস্য জ্ঞানস্য চ কর্ত্তৃকরণভাবেন প্রত্যয়ঃ পরিস্ফুটঃ। তথাচ

শঙ্কা—জীব অণু এবং স্বগুণের দ্বারা সর্ব্ব শরীর ব্যাপী তাহা হউক, তথাপি আপনাদের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। অর্থাৎ যেমন প্রদীপ যে স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানকেই প্রকাশিত করে অন্য স্থান কে নয়, সেই প্রকার হৃদয়স্থ জীব হৃদয়স্থানকেই প্রকাশিত করুক, কিন্তু হস্ত পদাদিকে নহে।

সমাধান—তদুত্তরে বলিতেছেন—গুণেতি। গুণ গুণী ভিন্ন অন্য স্থানে অবস্থান করে তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বোধ করাইতেছেন। অনন্তর গুণী হইতে অতিরিক্ত স্থানে গুণবিদ্যমান থাকে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-ব্যতীতি। গন্ধের যেমন ব্যতিরেক স্থানেও বৃত্তি দেখা যায় সেই প্রকার জানিতে হইবে, তাহা শ্রুতি বাক্যেও দেখা যায়। অর্থাৎ কুসুমের গুণ গন্ধ যেমন পুষ্পকোশ হইতে পুষ্পাতিরিক্ত স্থানেও গমন করে· তাহা ব্যতিরেক, অর্থাৎ স্বাশ্রয় ব্যতিরিক্তস্থল, কুসুমাদির গন্ধ যেমন স্বাশ্রয় ব্যতিরিক্তস্থলেও উপলব্ধি হয়, সেই প্রকার জীবের চেতনতা গুণ হৃদয় ব্যতিরিক্ত স্থলে কর চরণাদিতে ও গমন করে, এবং সেই চেতনতা জীব ধর্ম্মের দ্বারাই সর্ব্ব শরীরে সুখ দুঃখাদি অনুভব করে।

এই বিষয়ে বৃহাদারণ্যক শ্রুতি-সেই এই জীব আনখাগ্রসর্ব্ব শরীরে প্রবিষ্ট আছে। ভাষ্যার্থ—

তথাচ দর্শয়তি— প্রজ্ঞয়া শরীরং সমারুহ্য" (কৌ. ব্রা. ৩।৬) ইতি কৌষীতক্যুপনিষৎ। গন্ধঃ খলু দূরং প্রসর্পন্নপি স্বাশ্রয়ান্নভিদ্যতে, মণিপ্রভাবৎ। উপলভ্যাপ্সু চেদ্ গন্ধং কেচিদ্ ব্রুয়ুরনৈপুন্যঃ। পৃথিব্যামেব তং বিদ্যাদপো বায়ুঞ্চসংশ্রিতম্ ॥ (শ্রীমহাভা. মো. ২৩২।৯) ইতি স্মৃতেঃ ॥২৬॥

জীবঃ' ইতি কর্ত্তা প্রজ্ঞয়া" ইতি করণম্। তস্মাৎ অণুরপি জীবঃ স্বজ্ঞানশক্ত্যাশরীরং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি, তথা তেন শরীরেণ সুখদুঃখে অনুভবতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ "গন্ধঃ" ইতি। তথা জীব হৃদিস্থিতোঽপি সর্ব্বশরীর ব্যাপীতি।

নন্নু গ্রহণগমনাদি হস্তপদাদীনাং ধর্ম্ম, নতু জীবস্য, অণুত্বাৎ তস্য মনস এব ধর্ম্ম ইতি চেৎ, শ্রীমহাভারত বাক্যেন তৎ পরিহরন্তি—উপ' ইতি। কেচিদনৈপুনাঃ দ্রব্যজ্ঞানরহিতাজনাঃ চেৎ যদি, অপ্সু গন্ধং উপলভ্য প্রাপ্যতে ইতি ব্রুয়ুঃ অর্থাৎ গন্ধঃ খলু জলস্য গুণঃ, নান্যস্য" তথাপি তং গন্ধং পৃথিব্যামেব বিদ্যাৎ, ন জলে, তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদে —৩৫, "তত্রক্ষিতির্গন্ধহেতুঃ" ইতি' গন্ধসমবায়িকারণ মিত্যর্থঃ" ইতি মুক্তাবলী শ্রীভাগবতে চ ৩ ২৬ ৪৮, "ভূমের্গুণবিশেষোঽর্থো যস্য স ঘ্রাণ উচ্যতে॥ তস্মাৎ পৃথিব্যামেব গন্ধো বিদ্যতে'

যেমন কুসুমাদির গুণ যে গন্ধ তাহা গুণী বা কুসুম ব্যাতিরেক প্রদেশেও বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার চেতনতা জীবের যেগুণ তাহা হৃদয় প্রদেশ অতিরিক্ত মস্তক পদাদিস্থানেও বর্ত্তমান থাকে। তাহা অর্থাৎ এই বিষয়ে কৌষিতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্য বলিতেছেন প্রজ্ঞার সহিত শরীরে আরোহণ করিয়া অর্থাৎ প্রজ্ঞার সহিত শরীর আরোহণ করিয়া শরীরের সহিত সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয় এইস্থলে জীবের ও জ্ঞানের কর্ত্তৃ এবং করণ রূপে প্রত্যয় স্পষ্ট বোধ হইতেছে। এইস্থলে জীব কর্ত্তা, প্রজ্ঞয়া করণ অতএব অণু স্বরূপ জীব নিজজ্ঞান শক্তির দ্বারা শরীরব্যাপিয়া অবস্থান করে, এবং সেই শরীরের দ্বারা সুখ দুঃখাদি অনুভব করে।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-গন্ধেতি। গন্ধ পুষ্প হইতে দূরে গমন করিয়াও স্বাশ্রয় পুষ্প হইতে ভিন্ন হয় না, যেমন মণির প্রভা, সেই প্রকার জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়াও সর্ব্ব শরীর ব্যাপী। যদি বলেন-গ্রহণ গমনাদির হস্ত পদাদির ধর্ম্ম জীবের নহে, যে হেতু জীব অণু, সুতরাং তাহা মনেরই ধর্ম্ম তদুত্তরে শ্রীমহাভারতের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন উপেতি। কোন অনিপুণ দ্রব্য জ্ঞান রহিত ব্যক্তি যদি 'জলে গন্ধ উপলব্ধি হইতেছে' এই কথা বলে, অর্থাৎ গন্ধ জলেরই গুণ অন্যের নহে, তথাপি সেই গন্ধ পৃথিবীতেই বিদ্যমান অছে জানিতে হইবে, জলে নহে ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আতে-তন্মধ্যে পৃথিবী গন্ধ হেতু, পৃথিবী গন্ধের সমবায়ি কারণ ইহাই অর্থ। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে ভূমির বিশেষ গুণ গন্ধ, তাহার বিষয় ঘ্রাণ।

১৪। পৃথগুপদেশাধিকরণম্

"এষ হি দ্রষ্টা" (প্রশ্ন. ৪।৯) ইত্যাদৌ সংশয়ঃ। জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানম্ অনিত্যং নিত্যং বা ইতি? ইতি। পাষাণকল্পেজীবে মনসা সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপদ্যতে, "সুখমহম্"

ননু "সুগন্ধং জলং সুগন্ধো গন্ধবহঃ" ইত্যাদি প্রয়োগস্তু কথং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ—অপো সংশ্রিতম্। জলে যদ্গন্ধং, বায়ৌ চ যদ্ গন্ধমনুভূয়তে তত্তু সংশ্রিতং, সংযোগসম্বন্ধেনানুভূয়তে, বস্তুতঃ পৃথিব্যা এব তদ্ গন্ধম্। এবং করচরণাদের্যৎ গ্রহণাদিকং দৃশ্যতে, তত্তু জীবস্য এব, ন তু করচরণাদীনামিতি। তস্মাদণুরপি জীব গন্ধবৎ স্বপ্রভাবেণ সর্ব্বশরীরব্যাপী' ইত্যধিকরণার্থঃ জীবস্ত্বণুঃ স্বরূপোঽপি স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। হৃদিস্থিতোঽপি কর্ত্তা চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ প্রবর্ত্তকঃ ॥২৬॥

ইতি উৎক্রান্তিগত্যধিকরণং ত্রয়োদশং সমাপ্তম্ ॥১৩॥

১৪॥ পৃথগুপদেশাধিকরণম্।

অথ পূর্ব্বত্র "উৎক্রান্তিগত্যধিকরণে" (২।৩।১৩।১৯) অণুত্ব মহত্ত্ববাক্যয়োরেকত্রবিরোধে পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য মহত্বং ব্যবস্থাপ্য, জীবস্যাণুত্বং প্রতিপাদিতম্। তথা জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানেন স্বদেহব্যাপিত্বঞ্চ নিরূপিতম্। অথ জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যমনিত্যং বা ইতি শঙ্কায়াং তন্নিত্যমিতি নিরূপণার্থং পৃথগুপদেশাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

সুতরাং পৃথিবীতেই গন্ধ বিদ্যমান আছে। যদি বলেন-সুগন্ধ জল, সুগন্ধ পবন, ইত্যাদি প্রয়োগ কি প্রকারে সঙ্গত হইবে তদুত্তরে বলিতেছেন-জলও বায়ুতে সংশ্রিত, যে গন্ধ ও বায়ুতে যে গন্ধ অনুভব হয় তাহা সংযোগ সম্বন্ধে অনুভব হয়, বস্তুত সেই গন্ধ পৃথিবীরই। এই প্রকার কর চরণাদির যে গ্রহণাদি দেখা যায় তাহা জীবেরই করচরণাদির নহে। অতএব অণু হইলেও জীব গন্ধবৎ নিজ প্রভাবেই সর্ব্ব শরীর ব্যাপী, ইহাই অধিকরণার্থ। জীব অণু স্বরূপ হইলেও নিজদেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, এবং হৃদয়ে অবস্থান করিলেও কর্ত্তাও সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হয় ॥২৬॥

এই প্রকার উৎক্রান্তি গত্যধিকরণ ত্রয়োদশ সম্পূর্ণ ॥১৩॥

১৪। পৃথগুপদেশাধিকরণের ব্যাখ্যা

এই প্রকার পূর্ব্বে উৎক্রান্তি গত্যধিকরণে অণুত্ব মহত্ত্ববাক্যের একত্র বিরোধ হইলে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের মহত্ব ব্যবস্থাপিত করিয়া, জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করেন, এবং জীবের ধর্ম্মভূত জ্ঞানের দ্বারা স্বদেহ ব্যাপিত্ব নিরূপণ করেন। অতঃপর জীবের ধর্ম্মভূত যে জ্ঞান তাহা নিত্য অথবা অনিত্য এই আশঙ্কায় তাহা নিত্য ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত পৃথগুপদেশাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

ইত্যাদিশ্রুতেঃ। জ্ঞানত্বং তস্য জ্ঞানসম্বন্ধাৎ বোদ্ধ্যম্ বহ্নিত্বমিব বহ্নিসম্বন্ধাদয়সঃ। যদি জ্ঞানং নিত্যং তর্হি সুষুপ্ত্যাদৌ তৎ স্যাৎ, কারণব্যর্থতাচেতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ পৃথগুপদেশাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৪।২৭॥

ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যম্। কুতঃ? পৃথগিতি। "এষ হি" (প্রশ্ন ৪।৯) ইত্যাদিবাক্যাৎ

বিষয়ঃ—অথ পৃথগুপদেশাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"এষঃ" ইতি। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইতি তু পূর্ণা শ্রুতিঃ। অত্র দ্রষ্টৃত্বাদি-গুণবান্ জীবঃ। "সুখমহমস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিদবেদিসম্" ইত্যত্র জীবস্য জ্ঞানমনিত্যং প্রতীতম্। এবং "অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা" (বৃ॰ ঃ ৪।১৪) ইতি তু গুণানাং নিত্যত্বং প্রতিপাদিত-মিতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়, জীবস্যেতি জীবস্য যৎ ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং তন্নিত্যং, অনিত্যং বা ভবতি, ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র পরমাণুকারণবাদিনাং পূর্ব্বপক্ষঃ—পাষাণকল্পে" ইতি। সুখমহম্" ইত্যত্র জীবস্য জ্ঞানাভাবত্বং প্রতিপাদিতম্, অহং কিঞ্চিদপি ন অবেদিষম্'জ্ঞাতমিত্যর্থঃ তস্মান্ন নিত্যজ্ঞানবান্ জীবঃ তথাহি—তর্ককৌমুদ্যাম্ শ্রীলৌগাক্ষিভাস্করঃ—১, পৃ॰ ৩—অনিত্যজ্ঞানবান্" কিঞ্চ—ভাষাপরিঃ মুক্তাবলী—৪৯ কারিকায়াম্, "ন জ্ঞানসুখাত্মা কিন্তু জ্ঞানাদ্যাশ্রয়ঃ "নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ বিজ্ঞান-পদেন জ্ঞানাশ্রয় এবোক্তঃ" ইতি।

বিষয়—অনন্তর পৃথগুপদেশাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন-এষ ইতি। এই জীবাত্মা দর্শন কর্ত্তা, এই জীব দ্রষ্টা, স্পর্শ কারী, শ্রোতা, গন্ধ গ্রহণ কারী, রসগ্রহণ কর্ত্তা, মনন কর্ত্তা জ্ঞাতা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইত্যাদি পূর্ণ শ্রুতিবাক্য। এইস্থলে দ্রষ্টৃত্বাদি গুণবানজীব। আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম কিছুই জানি নাই, এই স্থলে জীবের জ্ঞান অনিত্য প্রতীত হইতেছে। এবং অরে মৈত্রেয়ি! এই আত্মা অবিনাশী ও অণুচ্ছেদ ধর্ম্মযুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে গুণ সকলের নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে-জীবেতি। জীবের ধর্ম্মভূত যে জ্ঞান তাহা নিত্য? অথবা অনিত্য? ইহাই সংশয়।

পূর্ব্বপক্ষ-এইস্থলে পরমাণু কারণ বাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ-পাষাণেতি। পাষাণে সদৃশ জীবে মনের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম কিছুই জানিনা, ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য আছে, এই বাক্যে জীবের জ্ঞানভাবত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, আমি কিছুই জানি না, সুতরাং জীব নিত্য জ্ঞানবান্ নহে। শ্রীলৌগাক্ষি ভাস্কর তর্ককৌমুদীতে বলিয়াছেন জীব অনিত্য

পৃথগ্ভূতে, "অবিনাশী বা অরে! অয়মাত্মানুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা" (৪।৫।১৪) ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে তত্ত্বেন তস্যোপদেশাৎ। ন চ মনসা সংযোগাদাত্মনি জ্ঞানোৎপত্তিঃ, নিরবয়বয়োঃ তয়োঃ সংযোগাসিদ্ধেঃ। ভগবদ্বৈমুখ্যেনাবৃতমিদং, তৎসাম্মুখ্যেন তস্মিন্ বিনষ্টে সতি আবির্ভবতীতি

সুখদুঃখাদীনাং সমবায়েন আশ্রয়ঃ, অধিকরণমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" ইতি (তৈ০ ২।৪।১) শ্রুতেঃ নি নিত্যজ্ঞানাদিমানাত্মা।

নমু তথাত্বে "ঘটমহং জানামি" ইতি জ্ঞানং কেন সম্বন্ধেন বিদ্যতে? তত্রাহুঃ জ্ঞানেতি। তস্য জীবস্য জ্ঞানত্বং জ্ঞানসম্বন্ধাৎ সংযোগসম্বন্ধাৎ বোদ্ধব্যম্। অত্র দৃষ্টান্তমাহুঃ—বহ্নিত্বমিতি। যথা বহ্নি সংযোগসম্বন্ধবিশেষাৎ লৌহস্য বহ্নিত্বং এবং জীবস্যাপি। তস্মাৎ জীবো ন নিত্যজ্ঞানবানিত্যর্থঃ। অথ জীবস্য নিত্যজ্ঞানবত্বে শঙ্কামবতারয়ন্তি যদীতি। তথাচ জীবস্য জ্ঞানং যদি নিত্যং স্যাৎ তদা সুপ্তোত্থিতস্য "ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি পরামর্শো ন স্যাৎ, কিঞ্চ করণ ব্যর্থতা চ ভবিতা, তথাচ চক্ষুষা রূপজ্ঞানম্ কর্ণেন শব্দজ্ঞানমিত্যাদি করণেন যজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে তন্মাভুৎ, জ্ঞানস্য নিত্যত্বাৎ, তচ্চ জীবে এব তিষ্ঠতি, তস্মাৎ সুষুপ্তৌ জ্ঞানাভাবাৎ নিত্যত্বে করণব্যর্থতাপত্তেরনিত্যজ্ঞানবান্ জীবঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

জ্ঞানবান্। অপর মুক্তাবলীতে বর্ণিত আছে-আত্মা জ্ঞান সুখ স্বরূপ নহে, কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয়, নিত্য বিজ্ঞান আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞানাশ্রয় বলিয়াছেন। আত্মা সুখ দুঃখাদির সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা আশ্রয়, অর্থাৎ অধিকরণ। অপর ব্রহ্মের আনন্দকে জানিয়া বিদ্বান্ কখনও ভয় করে না' এই শ্রুতি বাক্যেও নিত্য জ্ঞানাদিবান্ আত্মা নহে। যদি বলেন-তাহা হইলে, আমি ঘট জানি' এই জ্ঞান জীবে কি সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন-জ্ঞানেতি। সেই জীবের জ্ঞানতা জ্ঞান সম্বন্ধে অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতে ছেন-বহ্নীতি।

লৌহ যেমন বহ্নির সম্বন্ধে বহ্নি হয় সেই প্রকার, অর্থাৎ বহ্নি সংযোগ সম্বন্ধ বিশেষ হেতু লৌহের বহ্নিত্ব হয়, সেই প্রকার জীবের সংযোগ সম্বন্ধ বিশেষ হেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অতএব জীব নিত্য জ্ঞানবান্ নহে ইহাই অর্থ। অতঃপর জীবের নিত্য জ্ঞানবত্বে শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন-যদীতি জীবের জ্ঞান যদি নিত্য হয় তবে সুষুপ্তি কালেও তাহা থাকিবে, এবং করণের ব্যর্থতাপত্তি হইবে। অর্থাৎ জীবের জ্ঞান যদি নিত্য হয় তবে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির আমি কিছুই জানি না' এই পরামর্শ হইবে না। অপর করণ ব্যর্থতা দোষও হইবে, যেমন চক্ষুর দ্বারা রূপ জ্ঞান, কর্ণের দ্বারা শব্দ জ্ঞান ইত্যাদি করণের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা না হউক, যেহেতু জ্ঞান নিত্য এবং তাহা জীবেই অবস্থান করে, অতএব সুষুপ্তিদশায় জ্ঞানাভাব হেতু, তথা নিত্যত্বে করণব্যর্থতাপত্তি হেতু অনিত্যজ্ঞানবান্ জীব এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য

স্মৃতিরাহ—(বিষ্ণুধর্ম্মে—১০৪।৫৫ ৫৭) "যথা ন ক্রিয়তে জ্যোৎস্না মলপ্রক্ষালনান্মণেঃ। দোষ প্রহাণাৎ ন জ্ঞানমাত্মনঃ ক্রিয়তে তথা।

যথোদপানখননাৎ ক্রিয়তে ন জলান্তরম্। সদেব নীয়তে ব্যক্তিমসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ ?

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পৃথগিতি। পৃথক্—গুণাৎ গুণিনঃ পৃথগুপদেশাৎ। তথাচ জীবাত্মা স্বচেতনগুণেন এব সর্ব্বশরীর ব্যাপী ইতি পৃথগুপদেশাদিত্যর্থঃ। জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যমিতি, কুতঃ ? পৃথগিতি। অবিনাশী" ইতি—অরে মৈত্রেয়ি ! অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, তথাচ অস্য জীবাত্মনঃ যে দ্রষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মানঃ সন্তি, তেষাং কদাপি উচ্ছিত্তিঃ বিনাশো ন ভবতি, তস্মাৎ "এষ হি দ্রষ্টা" ইত্যাদিবাক্যাৎ পৃথগ্‌ভূতে বৃহদারণ্যক বাক্যেঽপি জীবস্য নিত্যগুণবত্ত্বং প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। যদুক্তং পাষাণকল্পে জীবে মনসা সংযুক্তে জ্ঞানমুৎপদ্যতে" ইতি, তন্নিরাকুর্ব্বন্তি - নচেতি। যতঃ তয়োঃ নিরবয়বয়োঃ আত্মমনসোঃ সংযোগাসিদ্ধেঃ।

নন্ যদি জীবস্য জ্ঞানং নিত্যং তর্হি কথং সর্ব্বদা ন দৃশ্যতে, ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—ভগবদিতি। জীবস্য স্বরূপভূতং জ্ঞানং শ্রীভগবদ্‌বৈমুখ্যেন ধর্ম্মেণ তিরোভবতি, তৎসাম্মুখ্যেন—শ্রীভগবৎ সাম্মুখ্যেন তস্মিন্ অজ্ঞানে বিনষ্টে সতি আবির্ভবতি, তথাচ শ্রীগীতাসু—৭।১৪, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ শ্রীভাগবতে—১।২।১৮ –১৯ নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া। ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥ তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ য। চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন পৃথগিতি। পৃথক উপদেশ হেতু, অর্থাৎ জীবাত্মা নিজ চেতন গুণের দ্বারাই সর্ব্ব শরীর ব্যাপী এই প্রকার পৃথক উপদেশ হেতু ইহাই অর্থ। জীবের ধর্ম্ম ভূত যে জ্ঞান তাহা নিত্য, কেন ? পৃথক হেতু। এই জীবাত্মা দ্রষ্টা'ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথক বাক্যেও অর্থাৎ-অরে মৈত্রেয়ি ! এই জীবাত্মা অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, এই জীবাত্মর যে দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম সকল আছে তাহাদের কোন কালেও বিনাশ হয় না, অতএব বৃহদারণ্যক বাক্যে সেই প্রকারেই উপদেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্নোপনিষদ্ বর্ণিত এই আত্মা দ্রষ্টা ইত্যাদি বাক্য হইতে পৃথক ভূত বৃহদারণ্যকও জীবের নিত্যগুণবত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন আপনারা যে বলিয়াছেন-পাষাণ কল্পে জীবে মনের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান উপন্ন হয়,, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন নচেতি। মনের সহিত সংযোগ হেতু আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এই প্রকার নহে, সেই নিরবয়ব দুইটি আত্মা ও মনের কখনও সংযোগ সিদ্ধ হয় না। যদি বলেন-জীবের জ্ঞান যদি নিত্য হয় তবে সর্ব্বদা দেখা যায়না কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন-ভগবদিতি। এই জ্ঞান শ্রীভগবদ্ বৈমুখ্যের দ্বারা আবৃত, অর্থাৎ জীবের স্বরূপ ভূত যে নিত্য জ্ঞান তাহা শ্রীভগবানের বিমুখতা ধর্ম্মের

তথা হেয়গুণধ্বংসাদববোধাদয়োগুণাঃ। প্রকাশ্যন্তে ন জায়ন্তে নিত্যা এবাত্মনোহি তে॥ ইতি ।।২৭।।

কিঞ্চ শ্রীভগবদ্ বিমুখতাদোষে বিনষ্টে সতি জীবস্য স্বরূপভূতাঃ শ্রীগোবিন্দদাসত্বাদয়ো গুণাঃ আবির্ভবন্তি ইতি শ্রীশৌনকবাক্যেনাহুঃ—স্মৃতিরিতি। যথা মলপ্রক্ষালনাৎ মনেঃ জ্যোৎস্না ন ক্রিয়তে, কিন্তু মনেঃ স্বতঃসিদ্ধপ্রভা এব মলাদ্যপসরণেন প্রকটী ক্রিয়তে, তথা আত্মনঃ দোষপ্রহানাৎ নিত্যসিদ্ধা জ্ঞানমুৎপদ্যতে ন ক্রিয়তে, তজ্ জ্ঞানন্তু ন তদা ভবতি, শ্রীভগবদ্বিমুখতাদোষবশতঃ মায়য়া তজ্ জ্ঞানমাবৃণোতি শ্রীভগবৎসঙ্গিসঙ্গ প্রভাবেন শ্রীভগবদনন্যশরণ গ্রহণেন চ দোষ প্রহাণে সতি জীবস্য গুণাঃ প্রকটয়ন্তি অথ দৃষ্টান্তান্তরমাহুঃ—যথা" ইতি। যথা উদপান খননাৎ নবীন কূপখননেন জলান্তরং ন ক্রিয়তে নব জলস্য সৃজনং, অপিতু কূপমধ্যস্থিত জলমেব প্রকাশ্যং নীয়তে, যতঃ সদেব বস্তু ব্যক্তিং নীয়তে, অভিব্যক্তং করোতি অসতঃ সম্ভবঃ কুতঃ? ন কুতোঽপীত্যর্থঃ।

যথা মলাপসরণেন মনেঃ প্রভা ভবতি, যথা বা কূপখননেন জলমুৎপদ্যতে, তথা হেয়গুণধ্বংসাৎ

দ্বারা তিরো হিত হয়, তৎসান্মুখ্যে তাহা বিনষ্ট হইলে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ শ্রীভগবৎ সাম্মুখ্য ধর্ম্মের দ্বারা সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীবের স্বরূপ ভূত জ্ঞান প্রকাশ হয়। এই বিষেয় শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন-এই দৈবী ত্রিগুণাত্মিকা আমার মায়া দুরত্যয়া, যাহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হয় তাহারা এই মায়া হইতে তরিয়া যায়।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে প্রতিদিন শ্রীভাগবত শাস্ত্রের বা ভক্তগণের সেবার দ্বারা অমঙ্গল সকল নষ্ট হইলে উত্তম শ্লোক শ্রীভগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। সেইকালে রজঃ তমঃ ভাব ও তদুৎপন্ন কাম লোভাদি কর্ত্তৃক চিত্ত অনাবিদ্ধ হইলে সত্ত্বগুণে অবস্থান করিয়া প্রসন্ন হয়। আরও ভগবদ্ বিমুখতা দোষ বিনষ্ট হইলে পরে জীবের স্বরূপ ভূত শ্রীগোবিন্দ দাসত্বাদিগুণ সকল আবির্ভূত হয় 'ইহাই শ্রী-শৌনকের দ্বারা বলিতেছেন-স্মৃতিরিতি যেমন মল ধূলিকণা প্রক্ষালন দ্বারা মণির জ্যেস্নো প্রকাশ হয় না, কিন্তু মণির স্বতসিদ্ধ প্রভাই ধূলিকণাদি অপসারণের দ্বারা প্রকট হয়, সেই প্রকার আত্মার দোষ প্রহাণের দ্বারা নিত্য সিদ্ধজ্ঞান উপন্ন হয়, কিন্তু করে না, সেই জ্ঞান জীবের তখনই হয় না। শ্রীভগবানে বিমুখতা দোষ বশতঃ মায়ার দ্বারা জীবের জ্ঞান আবৃত হয়, শ্রীভগবানের সেবকের সঙ্গ প্রভাবের অনন্য শরণ গ্রহণের দ্বারা দোষ নাশ হইলে পরে জীবের গুণ সকল প্রকট হয়। অনন্তর অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-যথেতি। যেমন উদপান খনন নবীন কূপখননের দ্বারা জলান্তর করে না, নবীন জলের সৃজন করে না অপিতু কূপমধ্যস্থিত জলকেই প্রকাশ করে. যে হেতু সৎ বস্তুরই অভিব্যক্তি হয়, অসতের কোন প্রকারেই অভি ব্যক্তি হয় না ইহাই অর্থ।

"যোবিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃ. ৩।৭।২২) ইত্যাদিশ্রুতের্গতিমাহ—

॥ওঁ॥ তদ্গুণসারত্বাত্তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৪।২৮॥

জ্ঞাতুরপি জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বেন ব্যপদেশঃ। কুতঃ? তদ্গুণেতি স জ্ঞানলক্ষণো গুণঃ সারো যত্র তথাত্বাৎ। সারো ব্যভিচার রহিতঃ স্বরূপানুবন্ধীতি যাবৎ। প্রাজ্ঞবৎ যথা "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু. ১।১।৯) ইতি প্রাজ্ঞত্বেনোক্তস্য বিষ্ণোঃ "সত্যং জ্ঞানম্" (তৈ. ২।১ ইতি

আত্মনঃ অববোধাদয়ো গুণাঃ উৎপদ্যন্তে, হি—যতঃ, তে গুণা আত্মনো নিত্যাঃ তথাচ বিধিপূর্ব্বক সমাশ্রিত শ্রীগুরুচরণারবিন্দস্য যথা বিহিতবেদান্তাধ্যয়ণ পূর্ব্বকজিজ্ঞাসিতাত্ম যাথাত্ম্যস্য ঐকান্তিক শ্রীগোবিন্দচরণ প্রপন্নস্য বিশুদ্ধচেতসঃ সাধকস্য কামক্রোধাদয়ঃ অহং মমতাদয়শ্চ হেয়গুণা বিনাশে সতি অজিঘৎসাপিপাসাদয়ো নিত্যগুণাঃ প্রকাশন্তে, যতঃ তে আত্মনঃ নিত্যগুণাঃ"। তস্মাৎ জীবস্য ধর্ম্মভূতং জ্ঞানং নিত্যমেব ॥২৭॥

নন্বু জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মবান্ যদি আত্মা তদা "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" (তৈ. ২৫।১) "জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলম্" (বি. পু. ১২৬) ইত্যাদেঃ জ্ঞানমাত্রমেবাত্মা ইতি নির্দ্দেশস্য কা গতিরিতি চেৎ, অত্র সমাধানায় সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তদ্গুণঃ" ইতি তদ্গুণসারবত্ত্বাৎ— জ্ঞাতুর্জীবস্য জ্ঞানগুণসারবত্ত্বাৎ স্বরূপানুবন্ধী ব্যভিচারাভাবাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ, জ্ঞানরূপেণ ব্যপদেশঃ: অত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রাজ্ঞবদিতি। সর্ব্বজ্ঞস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য যথা জ্ঞানরূপেণ নির্দ্দেশঃ, ইতি। ভাষ্যন্তু সুগমমিতি।

সারাংশ এই যে-যে প্রকার ধূলিকণাদি অপসারণের দ্বারা মণির প্রভা বিস্তার হয়, যেমন কূপখনন হইতে জল উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার হেয়গুণ ধ্বংস হেতু আত্মার অববোধাদি গুণ সকল উৎপন্ন হয়, কারণ ঐগুণ সকল আত্মারই নিত্যগুণ। মর্য্যাদা বিধি পূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণারবিন্দ আশ্রয়কারী যথা বিহিত বেদান্তাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক আত্মযাথাত্ম্য জিজ্ঞাসাকর্ত্তা একান্ত ভাবে শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ কমল সমাশ্রয়ী বিশুদ্ধচেতা সাধকের কামক্রোধাদি অহং মমতাদি হেয় গুণ বিনাশ হইলে পরে ক্ষুধা পিপাসাদি রহিত হইয়া নিত্যগুণ সকল প্রকাশিত হয়, যে হেতু ঐসকল আত্মার নিত্যগুণ। অতএব জীবের ধর্ম্মভূতজ্ঞান নিত্য বলিতে হইবে ॥২৭॥

শঙ্কা—যদি বলেন জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্মবান আত্মা, তাহা হইলে যে বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া "বিজ্ঞান যজ্ঞ বিস্তার করে' 'আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও অত্যন্ত নির্ম্মল' ইত্যাদি জ্ঞানমাত্র আত্মা এই শাস্ত্র নির্দ্দেশের কি গতি হইবে? সমাধান এই শঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন-তদিতি। তদ্গুণ জ্ঞানগুণ সারতা হেতু জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, যেমন প্রাজ্ঞ। অর্থাৎ তদ্গুণ সারবত্তা হেতু জ্ঞাতা জীবের জ্ঞান গুণ সার বত্তা হেতু গুণ সকল স্বরূপনুবন্ধী, তাহাতে কোন প্রকার ব্যভি চারের অভাব বশতঃ তাহাকে জ্ঞান রূপেই উপদেশ করা হইয়াছে।

জ্ঞান স্বরূপব্যপদেশঃ তদ্বৎ। অত্র জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপোনির্দ্দিষ্ট ।।২৮।।

অথ জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতা নির্দ্দেশ্য ইত্যাহ —

।।ওঁ।। *যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ* ।।ওঁ।।

২।৩।১৪।২৯।।

জ্ঞানস্বরূপো জীবো জ্ঞাতা" ইতি ব্যপদেশো ন দোষোনির্দ্দোষ ইত্যর্থঃ। কুতঃ ?

তথাচ প্রকৃষ্টজ্ঞানশালি—শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন কথয়িত্বা পুনঃ জ্ঞানস্বরূপব্যপদেশঃ, তথা জীবস্যাপি বিজ্ঞানাদিরূপেণ নিরূপ্য পুনঃ জ্ঞানবান্ ব্যপদেশঃ ইতি। তস্মাদত্র শ্রুতিষু জ্ঞাতা জ্ঞান স্বরূপশ্চ জীবঃ ইতি নির্দ্দিষ্টো ভবতি ॥২৮॥

নন্থ জ্ঞানস্বরূপোঽপি জ্ঞাতা ইতি কথং সম্ভাব্যতে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ--অথ ইতি। অথ জীবো জ্ঞানস্বরূপোঽপি জ্ঞাতা ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—যাবদিতি। যাবদাত্মভাবিত্বাৎ, যাবদাত্মা প্রতীয়তে তাবদেব তস্য জ্ঞানমপি প্রতীয়তে, ন তু কুতশ্চিদাগম্যতে, কুতঃ তদ্দর্শনাৎ, শ্রুতিষু তথৈব প্রতিপাদনাৎ, তস্মাৎ ন দোষঃ জ্ঞান স্বরূপোঽপি জ্ঞাতা জীব ইতি ন দোষভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ জ্ঞান স্বরূপঃ" ইতি ভাষ্যং তু সুগমম্। তথাচ--যাবৎকালমাত্মা তিষ্ঠতি, তাবৎ কালং তস্য সমবায়সম্বন্ধেন জ্ঞানমপি তিষ্ঠতি ন কদাচিদপি বিযুজ্যতে।

এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন যেমন প্রাজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগোবিন্দদেবের যেমন জ্ঞান রূপে উপদেশ করা হয়। ভাষ্য জ্ঞাতা হইলেও জীবের জ্ঞান স্বরূপত্ব রূপে ব্যপদেশ করা হইয়াছে কি প্রকার ? তাহার গুণ যেমন সেই জ্ঞান লক্ষণ গুণ বা ধর্ম্ম সার যাহাতে সেই হেতু, সার অর্থাৎ ব্যভিচার রহিত স্বরূপানুবন্ধী গুণ, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-প্রাজ্ঞবৎ' যে প্রকার মুণ্ডকে' যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি রূপে শ্রীভগবানকে বর্ণন করিয়া, তাঁহার তৈত্তিরীয়কে 'সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ' ইত্যাদি জ্ঞান স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন সেই প্রকার জানিতে হইবে। এইস্থলে জীবকে জ্ঞাতা ও জ্ঞান স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। সারার্থ যেমন প্রকৃষ্ট জ্ঞানশালী শ্রীগোবিন্দদেবকে সর্ব্বজ্ঞরূপে নিরূপণ করিয়া পুনঃ জ্ঞান স্বরূপ উপদেশ করিয়াছেন, সেই প্রকার জীবকেও বিজ্ঞানাদি রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব শ্রুতি শাস্ত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞান স্বরূপ জীব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২৮॥

যদি বলেন-জীব জ্ঞান স্বরূপও জ্ঞাতা এই উভয় প্রকার কিরূপে সম্ভব হয় ? এই অপেক্ষায় বলিতেছে অথেতি। অনন্তর জীব জ্ঞান স্বরূপও জ্ঞাতা কি প্রকারে হয় তাহা নির্দ্দেশ করা উচিত, তাহা বলিতেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জীব জ্ঞাতা ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র অবতরণ করিতেছেন-যাবদিতি। জীবাত্মা যতকাল ব্যাপিয়া অবস্থান করে' তাহার জ্ঞানও তাবৎকাল অবস্থান করে, সুতরাং তাহাতে দোষ নাই, তাহা দেখা যায়। অর্থাৎ যাবৎ কাল আত্মা

যাবদিতি। তথা প্রতীতেরাত্ম সমান কাল ভাবিত্বান্ন স বাধ্যতে ইত্যর্থঃ।

আত্মাখল্বনাদ্যনন্তকালঃ সম্প্রতিপন্নঃ, প্রকাশরূপোঽপি রবিঃ প্রকাশয়িতা, ইতি বীক্ষণাচ্চ। যাবদ্রবিস্তাবী হ্যেষব্যপদেশঃ, নির্ভেদেঽপি বস্তুনি দ্বেধা ভাতি, বিশেষাদিত্যাহুঃ ॥২৯॥

আত্মা খলু অনাদি অনন্তকালমভিব্যাপ্য নিত্যজ্ঞানবদ্রূপেণাবতিষ্ঠতে তস্য জ্ঞানস্য কদাচিং কত্বে সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইতি প্রত্যভিজ্ঞা ন স্যাৎ; তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোঽপি জীবো জ্ঞাতা ইতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, নির্দ্দোষ ইত্যর্থঃ।

ননু জীবো ন কর্ত্তা, ন চ জ্ঞাতা, জ্ঞানাদিস্তুবুদ্ধিধর্ম্মঃ স চ পুরুষে অধ্যস্যতে, তথাচ সাংখ্যসূত্রে ১।১০৫ "অকর্ত্তুরপি ফলোপভোগোঽন্নাদ্যবৎ" তস্মাৎ জ্ঞাতৃত্বাদিধর্ম্মো বুদ্ধেরেব, ন তু জীবস্য, জবালোহিত্যবদ্ বোদ্ধ্যম্" ইতি চেৎ, অত্রোচ্যতে—যথা প্রকাশস্বরূপো রবিঃ প্রকাশয়তি' ইতি ব্যবহ্রীয়তে, তচ্চ সত্যং অন্যথা তস্য সূর্য্যত্বহানি প্রসঙ্গঃ। এবং জ্ঞানস্বরূপ জীবোঽপি স্বদেহস্থসুখ দুঃখাদিসর্ব্বং জানাতীতি ন কাচিদ্ বিপ্রতিপত্তিঃ। ননু তথাত্বে জ্ঞাতা জ্ঞানয়ো ভেদব্যবহারঃ কথং সঙ্গচ্ছতে? ইতি চেৎ—বিশেষ বলাদিতিক্রমঃ, তত্তু "অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্তী ভাবি (৩ ২।১২ ২৮) ইতি॥২৯॥

স্থিতিশীল: তাবৎকাল পর্যন্ত প্রতীতি হয় এবং তাবৎকাল পর্যন্ত আত্মার জ্ঞানও প্রতীতি হয়। কিন্তু কোন স্থান হইতে আগমন করে না, কেন?

তাহা দেখা যায় শ্রুতিবাক্যে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করা হেতু, সুতরাং তাহাতে দোষ নাই, জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জীব জ্ঞাতা ইহা দোষ দুষ্ট সিদ্ধান্ত নহে। জ্ঞানস্বরূপ জীব জ্ঞাতা এই প্রকার উপদেশ দোষাবহ নহে, অর্থাৎ নির্দোষ ইহাই অর্থ। কি প্রকারে? যাবদিতি, সেই প্রকার প্রতীতি হেতু আত্মা সমান কালীন বিত্তমানতা হেতু জ্ঞান স্বরূপ ও জ্ঞাতা ব্যপদেশ বাধা প্রাপ্ত হয় নাই ইহাই অর্থ। জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সম্প্রতি পন্ন বস্তু যেমন প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য হইলেও 'রবি প্রকাশ কর্ত্তা' এই প্রকার প্রয়োগ দেখা যায়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত রবি থাকে ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রকাশ ব্যপদেশ হয়। ভেদরহিত পদার্থেও গুণ গুণী, প্রকাশও প্রকাশয়িতাদি দ্বেধা বোধ 'বিশেষ' বলেই জানিতে হইবে।

অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্মা অবস্থান করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানও সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে, কোন কালেও বিয়োগ হয় না। আত্মা অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া নিত্য জ্ঞানবান রূপে অবস্থান করে, জীবের জ্ঞান যদি কদাচিৎক হয় তবে 'সেই এই দেবদত্ত, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইবে না, সুতরাং জ্ঞান স্বরূপ হইলেও জীব জ্ঞাতাই ব্যপদেশ দোষের নহে, নির্দ্দোষ ইহাই অর্থ।

শঙ্কা এইস্থালে আমাদের (সাংখ্যবাদী আশঙ্কা এইজীব কর্ত্তা নহে, জ্ঞাতাও নহে জ্ঞানাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম,

ননু গুণভূতং জ্ঞানং নাত্মনো নিত্যং সুষুপ্তাবসত্ত্বাৎ, জাগরে সামগ্র্যাঃ সম্ভবাচ্চেতি, তত্রাহ—

॥ওঁ॥ *পুংস্ত্বাদিবত্তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ* ॥ওঁ॥

২।৩।১৪।৩০॥

'তু' শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। 'ন' ইত্যনুবর্ত্ততে (২।৩।১৪।২৯) সুষুপ্তাবসতো জ্ঞানস্য জাগরে সম্ভব ইতি ন। কুতঃ? অস্যেতি। অস্য জ্ঞানস্য সুষুপ্তৌ সত এব জাগরেঽভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ পুংস্ত্বাদিবৎ।

অথ জীবস্য জ্ঞাতৃত্বে পুনঃ শঙ্কামবতারয়ন্তি—নন্বু" ইত্যাদিনা। এবং শঙ্কায়াঃ সমাধানসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পুংস্ত্বাদি" ইতি। পুংস্ত্বাদিবৎ—বাল্যে অনভিব্যক্তস্য শুক্রসেকাদি পুং—যৌবনধর্ম্মস্য যৌবনে তদভিব্যক্তিদর্শনবৎ তস্য জ্ঞানস্য সত এব বিদ্যমানমেব অভিব্যক্তি যোগাৎ তথাচ—সুষুপ্তৌ জ্ঞানাভাবেঽপি তদা সত এব জ্ঞানস্য জাগরে অভিব্যক্তি র্ভবতি। অত্র সূত্রস্থ "তু" শব্দেন শঙ্কা ব্যাবর্ত্ত্যতে, "ন" ইতি (২।৩।১৪।২৯) ইতি সূত্রাৎ নকারোঽনুবর্ত্ততে। সুষুপ্তৌ" ইতি সুগমম্। বাল্যে" ইতি,

নন্বু বাল্যে অসত এব ধাতো যৌবনাবস্থায়াং তস্যোৎপত্তিরিতিচেৎ, অত্রোচ্যতে—পুংস্ত্বাদ্যসাধারণধর্ম্মস্য শুক্রসেকাদেঃ বাল্যাবস্থায়াং সতঃ এব কৈশোরকালমবলম্ব্য অভিব্যক্তির্ভবতি, ন তু যৌবনকালে

তাহা পুরুষে অধ্যস্ত হয়, এই বিষয়ে সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে-আত্ম অকর্ত্তা হইলেও ফল উপভোগ করে, যেমন অন্ন, অন্ন যেমন পাককর্ত্তা এক এবং ভোজন কর্ত্তা অপর অতএব জ্ঞাতৃত্বাদি ধর্ম্ম বুদ্ধিরই জীবের নহে, জীবের কর্ত্তৃত্ব জবালোহিত্যবং জানিতে হইবে।

সমাধান—এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যেমন প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য প্রকাশ করে 'এই ব্যবহার সত্য, অন্যথা তাহার সূর্য্যত্বের হানি প্রসঙ্গ হইবে, সেই প্রকার জ্ঞান স্বরূপ জীবও নিজ দেহের সুখ দুঃখাদি সকল অনুভব করে বা জানে, তাহাতে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই। যদি বলেন-ঐপ্রকার স্বীকার করিলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের ভেদ ব্যবহার কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-তাহা বিশেষ বলেই সঙ্গত হয় বলিব তাহা অর্থাৎ বিশেষ অহিকুণ্ডলাধিকরণে ব্যক্ত হইবে ইহাই অর্থ ॥২৯॥

অনন্তর জীবের জ্ঞাতৃত্ব বিষয়ে পুনঃ শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন-নন্বিতি। যদি বলেন গুণভূত জ্ঞান আত্মার নিত্য নহে তাহা সুষুপ্তিকালে বিদ্যমান থাকে না, জাগ্রৎ অবস্থায় সামগ্রী সকলের সংযোগ হেতু উৎপন্ন হয়, সুতরাং জীবের জ্ঞান অনিত্য। ভগবান শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার আশঙ্কার সমাধান সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-'পুংস্ত্ব' ইত্যাদি। পুরুষত্বাদির ন্যায় তাহার অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ পুংস্ত্ব বাল্যকালে বালকের শুক্র সেচনাদি সামর্থ্য রূপ যৌবন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি থাকে না, কিন্তু

বাল্যে জীবাত্মনা সত এব পুংস্ত্বাদেঃ কৈশোরে যথাভিব্যক্তি স্তদ্বৎ। সুষুপ্তৌ জ্ঞানপ্রসঙ্গস্তু শ্রুত্যৈব পরিহৃতঃ। সুষুপ্তং প্রকৃত্য বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে—যদ্‌বৈ তন্নবিজানাতি বিজানন্ বৈতদ্ বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানাৎবিপরিলোপোবিদ্যতেঽবিনাশীত্বাৎ, ন তু তদ্‌দ্বিতীয়মস্তি, ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ" (বৃ০ ৪।৩।৩০) ইতি।

উৎপদ্যতে শুক্রস্য উৎপত্তিমত্বে শরীরস্য
সপ্তধাতুময়ত্বং ন সিদ্ধ্যেৎ, তস্মাৎ বাল্যেঽপি স বিদ্যতে এব ; তথাচ গর্ভোপনিষদি—১, "তং সপ্তধাতুং ত্রিমলং দ্বিযোনিং চতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরম্" ইতি। ব্যাখ্যা চ—রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থি মজ্জাশুক্ররূপং সপ্তধাতুম্, ত্রিমলং—বাত-পিত্ত শ্লেষ্মারূপম্, পিতৃমাতৃরূপং দ্বিযোনিম্ চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য পেয়াদিরূপচতুর্ব্বিধাহারময়ং শরীরমিতি।

সপ্তধাতুময়ং শরীরং তু গর্ভস্থবালস্য চতুর্মাসি উৎপদ্যতে, তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।৩১।৪, "চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত" ইতি। তস্মাৎ শুক্রসেকসমর্থস্তু গর্ভাদেবোৎপদ্যতে, ন তু যৌবনে ভবতি ; এবং জীবস্য জ্ঞানমপি সর্ব্বদৈব সমবায়সম্বন্ধেন তিষ্ঠতি, তচ্চ স্বরূপানুবন্ধীতি জ্ঞেয়ম্।

ননু তথাত্বে সুষুপ্তিদশায়াং কথং জ্ঞানাভাবঃ ? তত্রাহুঃ—সুষুপ্তৌ" ইতি। সুষুপ্তৌ জীবস্য বহিরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানাভাবং শ্রুতিরেব প্রতিপাদয়তি, ন যুক্ত্যা, তত্তু বৃহদারণ্যকবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—সুষুপ্তমিতি। যদ্ বৈতৎ ন বিজানাতি সুষুপ্তিদশায়াং জীবস্য যৎ জ্ঞানং বিদ্যতে, তৎ বিজ্ঞাতা জীবো

যৌবনকালে দেখা যায় সেই প্রকার জীবের যে জ্ঞান তাহা সৎ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, যথা কালে অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে জ্ঞানাভাব দেখা গেলেও সেই কালে সৎ বা বিদ্যমান জ্ঞানেরই জাগরে অভিব্যক্তি হয় ইহাই সূত্রার্থ। সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা আশঙ্কা ব্যাবর্ত্তিত করিতেছেন। পূর্ব্ব সূত্র হইতে নকারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। সুষুপ্তিকালে অবিদ্যমান জ্ঞানের জাগরাবস্থায় উদ্ভব হয়, এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কেন ? অস্ত্বেতি।

এই জ্ঞানের সুষুপ্তিকালে বিদ্যমানতা হেতু জাগর দশায় অভিব্যক্তি হয় ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন পুরুষত্বাদি বাল্যকালে বীজরূপে বিদ্যমানঃ পুংস্ত্বাদি কৈশোরকলে যেমন অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ যদিবলেন বাল্যকালে অসৎ অবিদ্যমান ধাতুই যৌবনাবস্থায় উৎপত্তি হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন-এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে পুরুষের যে অসাধারণ শুক্রসেকাদি ধর্ম্ম তাহা বাল্যকালে বিদ্যমান থাকিয়াই কৈশোরকাল অবলম্বন করিয়াই অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু যৌবন কালে উৎপন্ন হয় না, শুক্র উৎপত্তিমান হইলে শরীরের সপ্ত ধাতু ময়ত্ব সিদ্ধ হইবে না, সুতরা বাল্যকালে শুক্র বিদ্যমান থাকে।

গর্ভোপনিষদে বর্ণিত আছে সেই শরীর সপ্তধাতু ত্রিমল দ্বিযোনি চতুর্ব্বিধ আহারময়। অর্থাৎ রসরক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র রূপ সাতটি ধাতু, বাত পিত্ত শ্লেষ্মা তিন প্রকার মল, পিতা

ইহ তদা সপদি জ্ঞানং বিষয়িতয়া নাভ্যুদেতি বিষয়াভাবাদেবেতি প্রতীয়তে। ইতরথা সুষুপ্তৌ স্থিতস্যাপরামর্শঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। ইন্দ্রিয়সংযোগরূপা কারণসামগ্রী তু তদভিব্যঞ্জিকা।

ন জানাতি, বিজানন্ বা এতদ্ বিজ্ঞেয়ং ন বিজানাতি, জীব এতদ্ জ্ঞানং বিজানন্নপি ন বিজানাতি স্ববিষয়ং ন করোতি, বিজ্ঞেয় বস্তু বিষয়ং ন করোতীত্যর্থঃ, ন চ বস্তুবিষয়ত্বাভাবে তস্য জ্ঞানাভাব ইতি ব্যচাম্, তজ-জ্ঞানস্যাবিনাশীত্বাৎ, তদেব প্রতিপাদয়তি—নহি বিজ্ঞাতুর্জীবস্য বিজ্ঞাতেঃ জ্ঞানস্য বিপরিলোপো বিদ্যতে, অত্যন্তাভাবো ন ভবতীত্যর্থঃ, কুতঃ ? অবিনাশীত্বাৎ, কদাপি বিনাশাভাবাদিতি।

কিঞ্চ—ন তু তৎ দ্বিতীয়মস্তি, তদা সুষুপ্তৌ বিজ্ঞাতুরন্যৎ জ্ঞানাদিকং দ্বিতীয়মস্তি, কদা—ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ, সুষুপ্তদশায়াং জীবাদন্যৎ ন কিঞ্চিদপি বিভক্তং বিদ্যতে, যৎ বিজানীয়াৎ : তস্মাৎ সুষুপ্তিদশায়াং জীবস্য জ্ঞানসত্ত্বেঽপি বহিরিন্দ্রিয়ৈ র্বিষয়গ্রহণাভাবাৎ জ্ঞানভাবমিব প্রতীয়তে মাত্র, ন তু তদা জ্ঞানভাব।

ইহ" ইতি স্পষ্টম্। সপদি তৎক্ষণঃ। ইতরথা" ইতি –"সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চদবেদিষম্" ইতি সুপ্তোত্থিতস্য যঃ পরামর্শঃ তদা জ্ঞানাভাবে পরামর্শাভাবপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

নমু বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে" ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—ইন্দ্রিয়ঃ" ইতি। তথাচ—বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগো হি জ্ঞানস্য ব্যঞ্জক এব ন তু জনকঃ কৈশোরসম্বন্ধো যথা পুংস্ত্বস্য।

ও মাতা দুইটি যোনি, চর্ব্যচুষ্য লেহ্যও পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ আহারময় শরীর। এই সপ্তধাতুময় শরীর মাতৃগর্ভস্থ বালকের চারি মাসের মধ্যে উৎপন্ন হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-চারি মাসে সপ্ত ধাতু যুক্ত হয়। সুতরাং পুরুষের শুক্র সেকসমর্থ গর্ভ হইতেই উৎপন্ন হয় যৌবনে নহে, এই প্রকার জীবের জ্ঞানও সর্ব্বদা সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং তাহা স্বরূপানুবন্ধী বলিয়াই জানিবে।

যদি বলেন তাহা হইলে সুষুপ্তি দশায় জ্ঞানের অভাব হয় কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন-সুষুপ্তি দশায় জ্ঞান প্রসঙ্গ কিন্তু শ্রুতি পরিহার করিয়াছেন, সুষুপ্তজীবের বর্ণন আরম্ভ করিয়া বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জীবের বহিরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের অভাব শ্রুতি প্রতিপাদন করিতেছেন, যুক্তির দ্বারা নহে, তাহা এই রূপ, যাহা জানে না সুষুপ্তিদশায় জীবের যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে তাহা বিজ্ঞাতা জীব জানে না, জানিয়াও এই বিজ্ঞেয় জানে না, অর্থাৎ জীব এই জ্ঞান জানে না, স্ববিষয় করে না, বিজ্ঞেয় বস্তু বিষয় করে না ইহাই অর্থ। যদি বলেন-বস্তুর বিষয় বা জ্ঞানের অভাব হইলে জীবের জ্ঞানেরও অভাব হইবে। এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ জীবের জ্ঞান অবিনাশী তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন-বিজ্ঞাতা জীবের বিজ্ঞেয় জ্ঞানের বিপরিলোপ নাই, অর্থাৎ অত্যন্তাভাব হয় না ইহাই অর্থ।

কেন ? অবিনাশী হওয়া হেতু, অর্থাৎ কখনও বিনাশের অভাব হেতু। অপর তাহার

অসতঃ সম্ভবে তু ক্লীবস্যাপি তদাপত্তিঃ। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপোঽণুর্জীবো নিত্য জ্ঞানগুণকঃ সিদ্ধঃ ।।৩০।।

নম্নু অসদেব জ্ঞানংবিষয়েন্দ্রিয় সংযোগেনোৎপদ্যতে' ইত্যত্র কা হানিঃ ? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ অসতঃ" ইতি। অসত এব জ্ঞানমুৎপদ্যতে' ইতি চেত্নচ্যতে, তদা ক্লীবস্যাপি যুবতীদর্শনাদিনা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগেন বীর্য্যসেকসামর্থ্যো ভবতু ন তদ্দৃশ্যতে,

সঙ্গতি ঃ—অথ এতদধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি। জীবস্ত্বণুঃ স্বরূপোঽয়ং নিত্য জ্ঞানগুণাত্মকঃ। বিভুর্ব্বদন্তি মূঢ়াস্তু বঞ্চিতা দেবমায়য়া ॥৩০॥

ইতি পৃথগুপদেশাধিকরণং চতুর্দ্দশং সমাপ্তম্ ॥১৪॥

দ্বিতীয় নাই, সেই সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞাতা জীব বিনা অন্য জ্ঞানাদি দ্বিতীয় বস্তু নাই, যাহা তাহা হইতে বিভাগ করিয়া জানিবে, সুষুপ্তি কালে জীব হইতে অন্য সামান্য বস্তুও বিভক্ত নাই যাহা জানিবে। অতএব সুষুপ্তিদশায় জীবের জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিলেও বহিরিন্দিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণের অভাবহেতু জ্ঞানের অভাবের ন্যায় প্রতীতি হয়, কিন্তু সেই সময়েও জ্ঞানের অভাব থাকে না।

এই স্থলে সুষুপ্তি সময়ে সপদি তৎক্ষণাৎ জ্ঞান বিষয়িতা রূপে উদ্ভব হয় না, কারণ বিষয়ের অভাব হেতু বুঝিতে হইবে। অন্যথা সুষুপ্তি দশায় অবস্থিত জীবের পরামর্শের অভাব হইবে। ইতরথা অর্থাৎ আমি সুখে ঘুমাইয়া ছিলাম কিছুই জানি নাই' এই প্রকার সুপ্তোত্থিত মানবের যে পরামর্শ, সুষুপ্তিদশায় জ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানাভাব প্রসঙ্গ হইবে ইহাই অর্থ। যদি বলেন-বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সংয়োগরূপা কারণ সামগ্রী জ্ঞানের অভিব্যঞ্জিকা মাত্র, অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে জ্ঞানের ব্যঞ্জক মাত্র, জনক নহে, যেমন কৈশোর সম্বন্ধে পুংস্ত্ব উপন্ন হয়।

যদি বলেন-আমরা বলিব অবিদ্যমান জ্ঞানই বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়' তাহা হইলে কি ক্ষতি হইবে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—অবিদ্যমান জ্ঞানই উৎপন্ন হয় স্বীকার করিলে ক্লীবেরও পুংস্ত্বাপত্তি হইবে, অর্থাৎ অসৎ অবিদ্যমান জ্ঞানই উৎপন্ন হয় যদি এই কথা বলেন, তবে নপুংসক ব্যক্তিরও যুবতী রমণী দর্শনাদি দ্বারা বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ হেতু বীর্য্যসেক সমর্থ হউক, কিন্তু তাহা দেখা যায় না।

সঙ্গতি অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তস্মাদিতি। অতএব জ্ঞানস্বরূপ জীব অণু এবং নিত্যজ্ঞানগুণ যুক্ত ইহাসিদ্ধ হইল। এই জীব অণুস্বরূপ ও নিত্যজ্ঞানগুণাত্মক, কিন্তু যে মূঢ়গণ এই জীবকে বিভু বলে তাহারা দেবমায়ায় বঞ্চিত হইয়াছে ॥৩০॥

এই প্রকার পৃথগুপদেশাধিকরণ চতুর্দশ সমাপ্ত ॥১৪॥

১৫। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাধিকরণম্

অথৈতান্ প্রতিপক্ষভূতান্ সংখ্যান্ দূষয়তি। অত্র জ্ঞান মাত্রো বিভুরাত্মেতি যুক্তম্? ন বেতি বিষয়ে সর্ব্বত্রকার্য্যোপলম্ভাৎ যুক্তং তৎ। অণুত্বে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ দুঃখানুপলম্ভঃ মধ্যমত্বে ত্বনিত্যতাপত্তিঃ। কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমশ্চ ইত্যেবং প্রাপ্তে –

১৫। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাধিকরণম্।

অথ উৎক্রান্তিগত্যধিকরণেন জীবাস্যাণুত্বং প্রতিপাদ্য, পুনঃ – "পৃথগুপদেশাধিকরণে জীবস্য নিত্যজ্ঞানগুণকত্বং নিরূপিতম্। অথ ভবতি বিচিকিৎসা - জ্ঞানমাত্রো বিভুঃ জীবাত্মা ন বা ইতি, এবং শঙ্কায়াঃ সমাধানার্থং নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ। অথ বিভুর্জীবাত্মা ইতি বাদিনাং মতমুত্থাপ্য তং নিরাকুর্ব্বন্তি – অথ ইত্যাদিনা।

বিষয়ঃ—অথ এতদধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ –তথাচ-বৃহদরণ্যকে— ৪।৪ ২২, "স বা এষ মহানজ আত্মা" "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ (শ্বে০ ৩ ৯) "সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" (গী০ ১৩ ১৪) ইত্যাদিপ্রমাণৈঃ জীবস্য বিভুত্বং প্রতিপাদিতম্। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ –অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সন্দেহঃ, অত্রেতি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

১৫। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাধিকরণের ব্যাখ্যা

এই প্রকার উৎক্রান্তি গত্যধিকরণে জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় পৃথগুপদেশাধিকণে জীবের নিত্যজ্ঞান গুণকত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এই স্থলে বিচিকিৎসা জাগিতেছে জীবাত্মা জ্ঞান মাত্র বিভু হয়? অথবা নহে? এই প্রকার আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গাধিকরণের আরম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। অতঃপর বিভু জীবাত্মা এই প্রকার বাদিগণের মত উত্থাপন করিয়া নিরাকরণ করিতেছেন-অথেতি। অনন্তর জীবাত্মার অণুত্বের প্রতিপক্ষ ভূত সাংখ্যবাদিগণকে দূষিত করিতেছেন।

বিষয় এই অধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে-সেই এই জীবাত্মা মহান ব্যাপক ও অজ জন্ম রহিত। এই সকলই পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক সকল ব্যাপ্ত, এই পুরুষের দ্বারা সকল পরিপূর্ণ, জীবাত্মা সকল আবরণ করিয়া অবস্থান করে, ইত্যাদি প্রমাণ সমূহে জীবের বিভুত্ব প্রতিপদান করিয়াছেন, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ হইতেছে-অত্রেতি। এই স্থলে 'জীবাত্মাজ্ঞান মাত্র বিভু' ইহা যুক্তি সঙ্গত হয়? অথবা যুক্তি যুক্ত নহে? ইহাই সংশয় বাক্য।

॥ওঁ॥ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ওঁ॥ ২।৩।১৫।৩১॥

অন্যথা জ্ঞানমাত্রোবিভুরাত্মা "ইতি মতে নিত্যমুপলব্ধি অনুপলব্ধ্যোঃ প্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অন্যতরস্য নিয়মঃ প্রতিবন্ধো বাঁ নিত্যং স্যাৎ।

অয়মর্থঃ—লোকসিদ্ধোপলব্ধিরনুপলব্ধিশ্চাস্তি। তয়োর্বিভুরাত্মা চিন্মাত্রশ্চেৎ কারণং-তর্হি নিত্যং যুগপচ্চ তে সর্ব্বস্য লোকস্য প্রাপ্নুয়াতাম্। অথোপলব্ধেরেব চেৎ কারণ, তদা কস্যাপি কুত্রাপ্যনুপলব্ধি ন স্যাৎ। অনুপলব্ধেরেব চেৎ, তর্হি কস্যাপি কুত্রাপ্যুপলব্ধি ন স্যাদিতি।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে পুর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহেষু কার্য্যো-পলম্ভাৎ বিভুরেব জীবাত্মা ইতি, তথাচ—তত্ত্বসমাসসূত্রে—৪, "পুরুষঃ" ইতি। দীপিকা ব্যাখ্যা—কঃ পুরুষঃ? উচ্যতে—পুরুষোঽনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতশ্চেতনো নিগুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তাঽকর্ত্তা ক্ষেত্রবিদ প্রসব ধর্ম্মশ্চেতি। তথাহি শ্বেতাশ্বতরে—৩।১৫, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" তত্রৈব ৩।১৬, "সর্ব্বতঃ পাণি-পাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ" ইতি। তস্মাৎ জীবাত্মা বিভুরেব যুক্তম্।

ননু জীবস্যাণুত্ব স্বীকারে কা হানিঃ তত্রাহুঃ অণুত্বে" ইতি। ননু ভবতু জীবস্যাণুত্বে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ দুঃখানুভবাভাবঃ, মধ্যমত্বে—দেহপরিমাণত্বে নাস্তি কোঽপি বিরোধঃ ইত্যতঃ আহুঃ—মধ্যমত্বে" ইতি। ইতোঽপি বিভুরেব জীবঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন-সর্ব্বেত্রেতি। সর্ব্বত্র সকল দেহে কার্য্য উপলব্ধি হেতু তাহা যুক্তি সঙ্গত, অর্থাৎ জীবাত্মা বিভূ। এই বিষয়ে তত্ত্বসমাস সূত্র এই প্রকার-'পুরুষ' দীপিকা ব্যাখ্যা কে পুরুষ? বলিতেছি-পুরুষ অনাদি সূক্ষ্ম সর্ব্বগত চেতন নির্গুণ নিত্য দ্রষ্টা ভোক্তা কর্ত্তা ক্ষেত্রবিৎ অপ্রসব ধর্ম্মযুক্ত। শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে-পুরুষই এই সকল পদার্থ, পুনঃ সেই জীবাত্মার সর্ব্বতঃ কর চরণাদি ও সর্ব্বত্র নয়ন মস্তক মুখ শ্রবণ, এবং সকল আবরণ করিয়া অবস্থান করে।

একমাত্র ভূতাত্মা জীব ভূতে ভূতে প্রতি বস্তুতে অবস্থিত আছে। অতএব জীবাত্ম বিভু হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। যদি বলেন জীব অণু ইহা স্বীকার করিলে কি দোষ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন জীব অণু ইহা স্বীকার করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সুখ দুঃখাদির উপলব্ধি হইবে না। যদি বলেন-জীবের অণুত্ব স্বীকারে সর্ব্বাঙ্গীন সুখদুঃখের অনুভবাভাব হউক মধ্যমত্বে দেহ পরিমাণ মাত্র স্বীকার করিলে কোন

ন চ করণায়ত্তা তয়োর্ব্যবস্থা। আত্মনো বিভুত্বেন করণৈঃ সর্ব্বদা সংযোগাৎ। কিঞ্চ তন্মতে সর্ব্বাত্মনাং বিভুতয়া সর্ব্বশরীরৈঃ যোগাৎ সর্ব্বত্র ভোগপ্রাপ্তিঃ। এতেন "অদৃষ্ট বিশেষাৎ ভোগব্যাবস্থা" ইতি "সঙ্কল্পবিশেষাদদৃষ্ট ব্যবস্থা ইতি প্রত্যুক্তম্। মতান্তরেঽপ্যেতৎ সমং দূষণম্।

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—নিত্য" ইতি। সূত্রার্থস্তু ভাষ্যে স্পষ্টম্। তথাচ জীবো যদি জ্ঞানমাত্রো ন তু জ্ঞাতা, তথা বিভুর্ন চ অণুরিতি মতে, জীবস্য বিষয়োপলব্ধি নিত্যং স্যাৎ, অর্থাৎ "অত্র ঘটাভাবঃ" ইতি স্থলে দেশান্তরে কালান্তরে বা ঘটস্য বিদ্যমানত্বাৎ অত্রাপি ঘটোপলব্ধির্নিত্যং স্যাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ "জীবস্য তথা স্বীকারে বিদ্যমানত্বেঽপি ঘটোপব্ধিরনিত্যং স্যাদিতি। অথবা উভয়োর্নিত্যপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ।

অথ এতদর্থো বিস্তারয়ন্তি—"অয়মর্থঃ" ইত্যাদিনা। অয়মর্থঃ" ইত্যারভ্য—ভোগপ্রাপ্তি ইত্যন্তং স্পষ্টম্। এতেন" ইতি, আত্মনো বিভুত্বেন সাংখ্যানাং স্বসিদ্ধান্তো বিরুধ্যতে। তথাচ—অদৃষ্ট বিশেষাৎ ভোগব্যবস্থা" ইতি, যচ্ছরীরং যদদৃষ্টেন রচিতং তৎ শরীরে তস্য এব আত্মনো ভোগো ভবতি, নান্যস্য, এবং সঙ্কল্পবিশেষাৎ অদৃষ্টব্যবস্থা ইতি—যেন জনেন সঙ্কল্প্য কর্ম্ম কৃতং অস্যৈব তদদৃষ্টমিতি চ সাংখ্যা

দোষ হইবে না ? এই জন্য বলিতেছেন-মধ্যমত্বে, জীবকে দেহ পরিমাণ স্বীকার করিলে অনিত্যতা দোষ হইবে, এবং কৃত হানি ও অকৃতের অভ্যাগম হইবে, সুতরাং জীব বিভু, অণু বা মধ্যম রিমাণ নহে ইহাই পর্ব্বপক্ষ বাক্য

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পুর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন-নিত্য, ইত্যাদি। অন্যথা অর্থাৎ 'জ্ঞানমাত্র বিভু জীবাত্মা, এইমতে জীবের নিত্যই উপলব্ধি ও অনু পলব্ধি প্রসঙ্গ হইবে, অন্যতরের নিয়ম অথবা প্রতিবন্ধ নিত্যই হইবে। অর্থৎ জীব যদি জ্ঞাতা না হইয়া জ্ঞানমাত্র হয় এবং অণু না হইয়া বিভু হয়, এই মতে জীবের বিষয়োপলব্ধি নিত্যই হইবে 'যেমন এই স্থলে ঘটাভাব' এই অভাবস্থলে দেশান্তরে কিম্বা কালান্তরে ঘটের বিদ্যমানতা হেতু এই ঘটো পলব্ধি নিত্যই হইবে ইহাই অর্থ অপর জীবকে বিভু স্বীকার করিলে ঘট বিদ্যমান থাকিলেও ঘটো-পলব্ধি অনিত্যই হইবে, অথবা উভয়ের উপলব্ধিও অনুপলব্ধির নিত্যই প্রতিবন্ধ হইবে। এই অর্থ ই বিস্তার করিতেছেন—অয়মিতি।

সারার্থ এই যে-জগতে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি বলিয়া দুইটি বস্তু প্রসিদ্ধ আছে, তাহাদের অনুভবে চিন্মাত্র বিভু আত্মা যদি কারণ হয়, তাহা হইলে সকল লোকের উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি নিত্য এবং এককালেই প্রাপ্ত হইবে। যদি বলেন উপলব্ধিরই কারণ বিভু আত্মা তাহা হইলে কাহারও কোন উপলব্ধি হইত না। যদি বলেন উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি করণ বা ইন্দ্রিয়গণের আয়ত্ত অধীনে ব্যবস্থাপিত

অস্মাকন্তু আত্মনামণুত্বেন প্রতিশরীরং ভেদান্ন কশ্চিদধিক্ষেপঃ। অণোরপি সর্ব্বত্র কার্য্য ক্রমেণৈব ন যুগপদিত্যদোষ, সর্ব্বাঙ্গীনসুখাদ্যুপলম্ভস্তুগুণেন ব্যাপ্তেরিত্যুক্তম্ ॥৩১॥

ব্যবস্থাপয়ন্তি, কিন্তু অদৃষ্টোপার্জ্জনে সঙ্কল্পে চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সম্বন্ধো ভবতি, আত্মনো বিভুত্বাৎ, তচ্চ ন সিদ্ধ্যেৎ, তস্মাদাত্মা ন বিভুঃ। মতান্তরে" ইতি -জীবাত্মাবিভুবাদিনাং গৌতমাদীনাং সমমেব, সাংখ্য-সমমেব দোষদুষ্টত্বাৎ পরিহৃতমেব। অথ স্বমতে দোষলেশভাবং প্রতিপাদয়ন্তি অস্মাকমিতি। তস্মাদণু-রপি জীবঃ স্বগুণেন সর্ব্বশরীর ব্যাপী, জ্ঞাতা জ্ঞান স্বরূপশ্চ ইতি সিদ্ধম্ ॥৩১॥

ইতি নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাধিকরণং পঞ্চদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৫॥

হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উপলব্ধি সংযোগাভাবে অনুপব্ধি সিদ্ধ হয়। তাহাও বলিতে পারেন না, কারণ আত্মা বিভু সুতরাং তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সকলের সর্ব্বদাই সংযোগ বিদ্যমান আছে। অপর আপনাদের মতে আত্মা সকল বিভু অতএব সকল শরীরের সহিত সংযোগ বর্ত্তমান আছে, সুতরাং সর্ব্বত্রই ভোগ প্রাপ্তি হইবে।

অর্থাৎ পশ্বাদি শরীরের ভোগ মানবাত্মার প্রাপ্তি হইবে এবং মানব শরীরের ভোগ কীটাত্মার উপলব্ধি হইবে। এতদ্দারা অদৃষ্ট বিশেষ দ্বারা ভোগ ব্যবস্থা এবং সঙ্কল্পবিশেষ হেতু অদৃষ্ট ব্যবস্থা এই সিদ্ধান্তও নিরাকৃত হইল। অর্থাৎ আত্মার বিভুতা হেতু সাংখ্যবাদিগণের স্বসিদ্ধান্তের বিরোধ হয়, যেমন অদৃষ্ট বিশেষ দ্বারা ভোগ ব্যবস্থা যে শীরব যে অদৃষ্টের দ্বারা রচিত সেই শরীরে সেই আত্মারই ভোগ হয়, অন্যের নহে, এবং সঙ্কল্প বিশেষহেতু অদৃষ্ট ব্যবস্থা, যে ব্যক্তি সঙ্কল্প করিয়া কর্ম্ম করে তাহারই সেই অদৃষ্ট সাংখ্যবাদিগণ এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন এইস্থলে অদৃষ্টোপার্জনে ও সঙ্কল্প সকল আত্মার সম্বন্ধ হয়, যেহেতু আত্মা বিভুবাদি গৌতমাদি মুনিগণের সমান দোষ অর্থাৎ সাংখ্যাবাদিগণের সমান তাহাদের মতও দোষদুষ্ট হেতু পরিত্যাগ করা হইল।

অনন্তর স্বমতে দোষ লেশেরও অভাব প্রতিপাদন করিতেছে—অস্মাকমিতি আমাদের সিদ্ধান্তে কিন্তু জীবাত্মা অণু হওয়া হেতু প্রতি শরীর ভিন্ন সুতরাং কোন দোষ নাই, এবং অণু হইলেও সর্ব্বত্র স্থানে ব শরীরে কার্য্য সকল ক্রম পূর্ব্বক হয়, একসাথে নহে, অতএব কোন দোষ হয় নাই। সমগ্র শরীরের সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভব তাহার ব্যাপ্তি গুণের দ্বারা হয় তাহা বলা হইয়াছে। অতএব জীবাত্মা অণু হইলেও নিজ গুণের দ্বারা সর্ব্বশরীর ব্যাপী জ্ঞাতা এবং জ্ঞানস্বরূপ ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩১॥

ইতি নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাধিকরণ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥১৫॥

১৬। কর্ত্রাধিকরণম্

ইদমিদানীং বিচারয়তি। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপিচ" ইতি (তৈ. ২।৫) তৈত্তিরীয়াঃ পঠন্তি। ইহ সন্দেহঃ? বিজ্ঞানশব্দিতো জীবঃ কর্ত্তা? ন বেতি। "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।। (কঠ০ ১।২।১৯) ইতি কঠশ্রুত্যা তস্য কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধাৎ ন স কর্ত্তা।

১৬। কর্ত্রাধিকরণম্।

অথ 'আত্মাধিকরণমারভ্য এতাবৎ পর্য্যন্তং জীবস্য উৎপত্ত্যাভাবত্বং জ্ঞাতা জ্ঞানস্বরূপত্বং অণুমাত্রত্বং নিত্যজ্ঞানগুণকত্বং প্রতিপাদিতম্। পুনঃ স কিং কর্ত্তা, অথবা কর্ত্তৃত্বাদিশূন্যঃ ইতি জিজ্ঞাসায়াং তস্য কর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদয়িতুং কর্ত্রাধিকরণমারম্ভঃ, ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ কর্ত্রাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি ইদমিত্যাদিনা। বিজ্ঞানমিতি, বিজ্ঞানশব্দবাচ্যো জীবঃ স যজ্ঞাদিকর্ম্ম তনুতে—বিস্তারয়তি, অন্যানি কর্ম্মাণি অপি বিতনোতি চ" ইত্যনেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বোধ্যতে, "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিনা চ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ অথ কর্ত্রাধিকরণস্য বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—ইহেতি, তন্নিরূপয়ন্তি। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি হন্তা" ইত্যাদিনা। অথ কঠোপনিষদ্ বাক্যেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—"হন্তা" ইতি। হন্তা হননকর্ত্তা যদি এবং মন্যতে চিন্তয়তি হন্তুং

১৬। কর্ত্রাধিকরণের ব্যাখ্যা

আত্মাধিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত জীবের উৎপত্তির অভাবতার জ্ঞান স্বরূপত্ব অণুমাত্রতা নিত্য জ্ঞানগুণবত্ত্ব ইত্যাদি প্রতিপাদন করিয়াছেন। পুনঃ সেই জীব কি কর্ত্তা? অথবা কর্ত্তৃত্বাদিশূন্য এই প্রকার জিজ্ঞাসা হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কর্ত্রাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গিত।

বিষয়—অনন্তর কর্ত্রাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ইদমিতি। ইদানীং ইহা বিচার করিতেছেন—বিজ্ঞান যজ্ঞ বিস্তার করে, অর্থাৎ বিজ্ঞান শব্দ বাচ্য জীব, সে যাগাদি কর্ম্ম বিস্তার করে, কর্ম্ম সকলও বিস্তার করে, অন্যান্য কার্য্যও বিস্তার করে' এই প্রকার তৈত্তিরীয়গণ পাঠ করেন, এবং স্বর্গ কামনা করিয়া যাগাদি করিবে ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব বোধ করায় ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই কর্ত্রাধিকরণের বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে-বিজ্ঞান শব্দবাচ্য জীব যাগাদি কর্মের কর্ত্তা? অথবা তাহার কর্ত্তা নহে' ইহাই সংশয় বাক্য নিরূপিত হইল।

কিন্তু প্রকৃতিরেব কর্ত্রী, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।। (গী০ ৩।২৭) "কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।। (গী০ ১৩।২০) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। তস্মান্ন

এনং হনিষ্যামি ইতি, সোঽপি অন্যশ্চেৎ হতঃ ইতি মন্যতে, আত্মানং হতোঽহমিতি মন্যতে হতমিতি তৌ উভাবপি ন বিজানীতঃ, তৌ আত্মজ্ঞানাভাববন্তৌ আত্মানং ন বিজানীতে, কুতঃ? অয়মাত্মা ন কমপি হন্তি, ন কেনাপি হন্যতে, তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বথা কর্ত্তৃত্বাভাবঃ" ইতি। শ্রীগীতাসু চ—২।১৯, য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ "যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি, ন হন্যতে ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ, অবিক্রিয়ত্বাৎ ইতি শঙ্করভাষ্যম্। তস্মাৎ তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ স কর্ত্তা ন ভবতীতি সিদ্ধান্তঃ।

ননু হন্তি, গচ্ছতি, ভোজয়তি ইত্যাদীনাং ক্রিয়াণাং কঃ কর্ত্তা? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—কিন্তু" ইতি। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিরেব কর্ত্রী অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবং, প্রকৃতেশ্চ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং শ্রী-ভগবদ্‌বাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—প্রকৃতেঃ" ইতি প্রকৃতেঃ গুণৈঃ ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ কর্ম্মাণি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে" ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীরামানুজভাষ্যম্—অথ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতো বিদুষঃ—অবিদুষশ্চ বিশেষং প্রদর্শয়ন্ কর্ম্মযোগাপেক্ষিতং আত্মনঃ অকর্ত্তৃত্বানুসন্ধান প্রকারমুপদিশতি প্রকৃতেঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ স্বানুরূপং ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি প্রতি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে,

---

পূর্ব্বপক্ষ- এইপ্রকার সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—হন্তেতি। হন্তা হননকর্ত্তা যদি এই প্রকার মনে করে এই ব্যক্তিকে বধ করিব, সেই ব্যক্তিও যদি নিজেকে হত হইলাম এই প্রকার মনে করে, তাহারা উভয়ে জানে না, অর্থাৎ তাহারা আত্মজ্ঞানের অভাব বশতঃ আত্মা কে জানে না, কারণ এই আত্মা কাহাকেও হনন করে না, এবং কাহারও দ্বারা হত হয় না, সুতরাং আত্মার সর্ব্বথা কর্ত্তৃত্বের অভাব সিদ্ধ হইতেছে। ইত্যাদি কাঠক শ্রুতির দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্বের নিষেধ হেতু সে কর্ত্তা নহে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-যে মানব এই জীবকে হনন কর্ত্তা মনে করে, যে জীবকে হত হইল মনে করে, তাহারা উভয়ে জানে না, আত্মা কাহাকেও বধ করে না, ও নিহত ও হয় না। এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য-যে হেতু এই আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না'এবং কর্ম্মও হয় না, কারণ আত্মা অবিক্রিয়। যদি বলেন বধ করিতেছে গমন করিতেছে ভোজন করিতেছে ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন কিন্তু প্রকৃতিই কর্ত্রী, সত্ত্ব রজ স্তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কার্য্য করে, আত্মা নহে। অথ জীবের কর্ত্তৃত্বের অভাব এবং প্রকৃতির সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব শ্রীভগবানের বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন-প্রকৃতির গুণের দ্বারা ক্রিয়মান কার্য্য সকল অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা মানব আমি কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। এই শ্লোকের শ্রীরামানুজ ভাষ্য-কর্ম্মযোগানুষ্ঠানকারি বিদ্বান্ পুরুষের এবং অবিদ্বানের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন

জীবস্য কর্তৃত্বং, কিন্তু প্রকৃতিগতম্। তত্ত্বাবিবেকাৎ তস্মিন্ সোঽধ্যস্যতি। ভোক্তা তু কর্ম্মফলানামিতি প্রাপ্তে—

॥ওঁ॥ কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩২॥

জীব এব কর্ত্তা, ন গুণাঃ। কুতঃ? শাস্ত্রেতি। "স্বর্গকামো যজেত" "আত্মানমেব

অহঙ্কারেণ বিমূঢ়ঃ আত্মা যস্য অসৌ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা। অহঙ্কারো নাম অনহমর্থে প্রকৃতৌ অহং ইতি অভিমানঃ, তেন অজ্ঞাতাত্মস্বরূপো গুণ কর্ম্মসু অহং কর্ত্তা ইতি। কার্য্য কারণ" ইতি। কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে। টীকা চ শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদানাম্—

তস্য মায়াসংশ্লেষং দর্শয়তি — কার্য্যং শরীরং, কারণানি — সুখদুঃখসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি, কর্ত্তারঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাঃ, তত্র তথা অধ্যাসেন পুরুষস্য তদ্ভাবাপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিরেব স্যাৎ, প্রকৃতিরেব পুরুষসংস্পর্শাৎ কার্য্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ, অবিদ্যাখ্যয়া স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাসপ্রদাচ স্যাদিতার্থঃ। তৎ কৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে তু পুরুষো জীব এব হেতুঃ।

অয়ংভাবঃ - যদ্যপি কার্য্যত্ব কারণত্ব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানি প্রকৃতিধর্ম্মা এব স্যুঃ, তদপি কার্য্যত্বাদিষু জড়াংশ প্রধান্যাৎ, সুখ দুঃখ সম্বেদনরূপে ভোগে তু চৈতন্যাংশ প্রাধান্যাৎ, "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়াৎ কার্য্যত্বাদিষু প্রকৃতিঃ হেতু, ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুরিত্যুচ্যতে ইতি,। তস্মাৎ প্রকৃতিরেব কর্ত্রী তথাহি—সাংখ্যকারিকায়াম্—১৭, সংখাত পরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ। পুরুষোঽস্তি

করাইয়া আত্মার অকর্ত্তৃত্বানুসন্ধান প্রকার উপদেশ করিতেছেন-প্রকৃতির গুণ সত্ত্বাদির দ্বারা নিজানুরূপ ক্রিয়মান কর্ম্ম সকলের প্রতি অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা আমি কর্ত্তা এই প্রকার মনে করে।

অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় আত্মা যাহার সেই অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা। অনহমর্থে প্রকৃতিতে অহং এই অভিমানের নাম অহঙ্কার। তাহার দ্বারা অজ্ঞাত আত্মস্বরূপ ব্যক্তি গুণ কর্ম্ম সকলে আমি কর্ত্তা এই প্রকার মনে করে। কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, পুরুষকে সুখ দুঃখ সকলের ভোগের হেতু বলা হয়

এই শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদের টীকা-জীবের মায়া সংশ্লেষ দেখাইতেছেন-কার্য্য শরীর, কারণ সুখ দুঃখ সাধন ইন্দ্রিয় সকল, কর্ত্তা গণ ইন্দ্রয়াধিষ্ঠাতা দেবতা গণ, এই শরীরে কর্ত্তৃত্ব অধ্যাসের দ্বারা পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভাবাপত্তির হেতু প্রকৃতিই হইবে, প্রকৃতিই পুরুষসংসর্গ হেতু কার্য্যাদি রূপে পরিণত হয়, অবিদ্যা রূপ নিজ বৃত্তি বিশেষে দ্বারা পুরুষের অধ্যাস প্রদানও করিয়া থাকে ইহাই অর্থ।

লোকমুপাসীত" (বৃ০ ১।৪।১৫) ইত্যাদিশাস্ত্রস্য চেতনে কর্ত্তরি সতি সার্থক্যাৎ, গুণ কর্ত্তৃত্বেন তদানর্থক্যং স্যাৎ। শাস্ত্রং কিল ফলহেতুতাবুদ্ধিমুৎপদ্যতে কর্ম্মসু তৎ ফলভোক্তারং পুরুষং

ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥ পুনস্তত্রৈব – ২০ তস্মাৎ তৎ সংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্। গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥ অথ পূর্ব্বপক্ষনিগমন প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি।

নন্বু কর্ত্তৃত্বং চেৎ প্রকৃতিগতং তদা "স্বর্গকামো যজেত" ইতি জীবকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদকবাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ তত্রাহুঃ—তত্তু" ইতি। তৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং তু অবিবেকাৎ ভবতি, তথাচ—সাংখ্যসূত্রে —১।১০৬ "অবিবেকাদ্ বা তৎ সিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলাবগমঃ" অত্র অনিরুদ্ধবৃত্তিঃ—পুরুষো ন কর্ত্তা ন ভোক্তা, কিন্তু মহত্তত্ত্ব প্রতিবিম্বিতত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ। অবিবেকাদ্ বা ইতি প্রকৃতি পুরুষয়োর্বিবেকাগ্রহাৎ। তৎসিদ্ধেঃ কর্ত্তুঃ ফলোপভোগাভিমানসিদ্ধেরিতি। ইতি। তস্মাৎ পুরুষোঽবিবেকাৎ কর্ত্তৃত্বাদি স্বস্মিন্ অধ্যস্যতি, কিন্তু কর্ম্মফলানাং ভোক্তা ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

প্রকৃতি কৃত সুখদুঃখ সকলের ভোগ বিষয়ে কিন্তু পুরুষ বা জীবই হেতু। সারাংশ এই যে-যদ্যপি কার্য্যত্ব কারণত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সকল প্রকৃতিরই ধর্ম্ম হয়, তথাপি কার্য্যত্বাদি বিষয়ে জড়াংশ প্রাধান্য হেতু, সুখ দুঃখ সম্বেদনাদি ভোগবিষয়ে কিন্তু চৈতন্যাংশ প্রাধান্য হেতু "প্রাধান্যরূপেই উপদেশ হয়" এই ন্যায় হেতু কার্য্যত্বাদি বিষয়ে প্রকৃতি হেতু বা কারণ, এবং ভোগাদি বিষয়ে হেতু বা কারণ বলিয়াছেন।

সুতরাং প্রকৃতি কর্ত্রী। সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে সাংঘাত ভোগ্যপদার্থ সকল চেতন পুরুষের প্রয়োজন হেতু, ত্রিগুণাদি সুখ দুঃখ মোহ ভিন্ন, অধিষ্ঠাতা বা প্রেরক, ভোক্তা, মুক্তির প্রবৃত্তি হেতু কেহ চেতন পুরুষ অবশ্য আছে, এবং সেই জীবাত্মা। পুনঃ অতএব চেতন পুরুষের সংযোগ হেতু বুদ্ধ্যাদি চেতনের সমান হয়, এই রূপ উদাসীন পুরুষ প্রকৃতির সংযোগে গুণের কর্ত্তৃত্ব হইলেও কর্ত্তার সমান হয়। সাংখ্যবাদি পুর্ব্বপক্ষ কারিগণ নিগমন করিতেছেন তস্মাদিতি। অতত্রব জীবের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, যাহা দেখা যায় তাহা কিন্তু প্রকৃতি গত।

যদি বলেন-জীবের কর্ত্তৃত্ব যদি প্রকৃতিগত হয়, তবে' স্বর্গকামনা করিয়া যাগ করিবে' ইত্যাদি জীব কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্যের কি গতি হইবে? তাহা বলিতেছেন—তাহা অবিবেক হেতু জীব নিজেই নিজেতে অধ্যাস করে, কিন্তু চেতন হেতু কর্ম্মফল সকলের ভোক্তা, অর্থাৎ জীবের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা অবিবেক দ্বারা হয়। সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে অকর্ত্তা পুরুষের ফলাফল ভোগ আবিবেক হেতু কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, এই সূত্রের অনিরুদ্ধ বৃত্তি-পুরুষ কর্ত্তাও নহে ভোক্তাও নহে, কিন্তু মহত্তত্ত্ব প্রতি বিম্বিত হওয়া হেতু কর্ত্তৃত্বের অভিমান হয় মাত্র, অবিবেক হেতু অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের বিবেক অগ্রহ হেতু,

প্রবর্ত্তয়তে। ন চ তদ্বুদ্ধিঃ জড়ানাং গুণানাং শক্যোৎপাদয়িতুম্ ॥৩২॥

সিদ্ধান্ত ঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"কর্ত্তা" ইতি। জীব এব কর্ত্তা, ন গুণা ন বা প্রকৃতিঃ, কুতঃ ? শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ, শাস্ত্রং তু "স্বর্গকামো যজেত" "মুমুক্ষু র্ব্রহ্মোপাসীত" "আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০ ১।৪।৭) ইত্যাদি স্বর্গমোক্ষাদিফলানাং ভোক্তারঃ কর্ত্তৃত্বে নিযুঙ্‌ক্তে, ন হি অচেতনস্য প্রধানস্য কর্ত্তৃত্বেহন্যো নিযুজ্যতে, শাসনাৎ শাস্ত্রম্ শাসনঞ্চ প্রবর্ত্তনম্, তথাচ—শাস্ত্রস্য প্রবর্ত্তকত্বং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবোধ জনন দ্বারেণ বোধ্যম্, অচেতনং প্রধানং বোধয়িতুং ন শক্যম্ শাস্ত্রম্। তস্মাৎ ভোক্তুশ্চেতনস্য এব কর্ত্তৃত্বে, শাস্ত্রাণামর্থবত্ত্বং ভবেদিতি সূত্রার্থঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। "অশ্বমেধেন স্বর্গকামো যজেত, ইতি ভোগকামিনাং স্বর্গসাধনে যাগস্য কর্ত্তৃত্বং জীবে বর্ত্ততে, তস্মাৎ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সিদ্ধম্।

আত্মানমিতি—অনাত্মবিৎ যৎ কর্ম্ম করোতি তৎ অন্ততঃ ক্ষীয়তে, তথাচ—শ্রীগোবিন্দদেব চরণারবিন্দ বিমুখো মানবো যৎ পুণ্যসাধনং অশ্বমেধাদিকং কর্ম্ম করোতি তৎ স্বর্গাদিফলভোগাবসানে ক্ষীয়তে এব,তস্মাৎ আত্মবিৎমুমুক্ষুলোকং পরব্রহ্ম এবোপাসীত, যত্র পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বপরিকরবৃন্দৈঃ পরিবৃতং বিরাজতে, তত্র পরমভক্তজনঃ ভক্ত্যারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেবং প্রাপ্য কৃতার্থো ভবতি" ইতি। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা, ন প্রধানং ন বা গুণাঃ ॥৩২॥

তৎসিদ্ধেঃ অর্থাৎ কর্ত্তার ফলোপভোগের অভিমান সিদ্ধি হয়। অতএব পুরুষ অবিবেক হেতু কর্ত্তৃত্বাদি নিজে অধ্যস্ত করে, কিন্তু জীব স্বয়ং কর্ম্ম ফলের ভোক্তা হয়, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—কর্ত্তেতি। জীব কর্ত্তা শাস্ত্রের প্রয়োজন হেতু, অর্থাৎ জীবই কর্ত্তা, গুণ নহে, অথবা প্রকৃতিও নহে, কেন ? শাস্ত্র প্রয়োজনের সার্থকতা হেতু, শাস্ত্রে-স্বর্গকামনা করিয়া যাগ করিবে, মুমুক্ষু ব্যক্তি পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে 'আত্মা রূপেই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্বর্গ ও মোক্ষাদি ফলের ভোক্তা জীবগণকে কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিতেছে কিন্তু অচেতন প্রধানের কর্ত্তৃত্ব হইলে অন্য জীবকে নিয়োগ করিবে না. শাসন করে এই হেতু শাস্ত্র শাসন অর্থাৎ প্রবর্ত্তন, শাস্ত্রের প্রবর্ত্তকতা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বোধের জন্ম দ্বারা বুঝিতে হইবে, অচেতন প্রধানকে বোধিত করিতে শাস্ত্র সমর্থ হইবে না. অতএব ভোক্তা চেতনেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে শাস্ত্র সকলের অর্থবত্ত্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ইহাই সূত্রার্থ। জীবই কর্ত্তা গুণ সকল নহে, কেন ?

শাস্ত্র হেতু, যেমন স্বর্গকামী যাগ করিবে, অর্থাৎ স্বর্গলোকে গমন কামনা কারী অশ্বমেধ যাগের দ্বারা যজনা করিবে এই স্থলে স্বর্গসাধনে যাগের কর্ত্তৃত্ব জীবে বর্ত্তমান আছে, অতএব জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল। মুক্তিকামী আত্মলোক শ্রীভগবানের বৈকণ্ঠাদি লোকের উপাসনা করিবে' অর্থাৎ

বাস্তবমেব কর্ত্তৃত্বং জীবস্যেত্যাহ—

॥ওঁ॥ বিহারোপদেশাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩৩॥

"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" (ছা° ৮।১২।৩) ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। অতঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রং ন দুঃখাবহং কিন্তু গুণসম্বন্ধমেব। তস্য স্বরূপ-গ্লানিকরত্বাৎ ॥৩৩॥

অথ প্রকারান্তরেণ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সাধয়ন্তি—বাস্তবমিতি। অথ মুক্তজীবস্যাপি কর্ত্তৃত্বং বাস্তবমিতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বিহারঃ" শ্রুতিষু মুক্তজীবস্য বিহারোপদেশাৎ তস্য কর্ত্তৃত্বং বাস্তবমেব,ন তু অধ্যস্তমিত্যর্থঃঅথ মুক্তস্যাপি বিহার কর্ত্তৃত্বে ছান্দোগ্যবাক্যং প্রমাণয়ন্তি সইতি মুক্তো জীবঃ তত্র শ্রীগোলোকাদৌ পর্য্যেতি পরিতঃ সর্ব্বদিক্ষু জক্ষন্ ভুঞ্জানঃ, ক্রীড়ন্ ক্রীড়াং কুর্ব্বন্, হসংশ্চ রমমাণঃ রমণং ভ্রমণং কৃত্বা তিষ্ঠতি' ইতি। ইত্যাদিনা মুক্তস্যাপি ক্রীড়াভিধানাদিত্যর্থঃ। ন চ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ইতি (গী° ৩২৭) শ্রীগীতাবচনাৎ কর্ত্তৃত্বমাত্র দুঃখাবহমিতি বাচ্যম্, কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যত্বাৎ জীবস্য গুণাসক্তত্বমেব দুঃখাবহমিতি প্রতিপাদয়ন্তি "অতঃ" ইত্যাদিনা। তথাহি শ্রীভাগবতে—৩।২৫।১৫, গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥ ইতি গুণসম্বন্ধমেব দুঃখাবহমিত্যর্থঃ॥৩৩॥

অনাত্মবিৎ মানব যে কর্ম্ম করিবে তাহা অন্তকালে ক্ষয় হইবে, সারার্থ এই যে-শ্রীগোবিন্দদেবের চরণারবিন্দ বিমুখ মানব যাহা পুণ্যের সাধন অশ্বমেধ যাগাদি কর্ম্ম করে, তাহা স্বর্গাদিফল ভোগাবসানে অবশ্যই ক্ষয় হয়, অতএব আত্মবিৎ মুমুক্ষুলোক পরব্রহ্মকেই উপাসনা করিবে, যে লোকে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব নিজ পরিকরবৃন্দ পরিবেষ্টীত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তথায় পরম ভক্তজন ভক্তি আরাধিত শ্রীগোবিন্দদেবকে পাইয়া কৃতার্থ হয় ইহাই ভাবার্থ।

ইত্যাদি প্রমাণে শাস্ত্রের চেতন কর্ত্তা হইলে পরেই সার্থকতা সিদ্ধ হইবে, যদি গুণ কর্ত্তা হয় তাহা হইলে শাস্ত্রের উপদেশ অনর্থক হইবে। শাস্ত্র ফল হেতুতা বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া কার্য্য সকলে তাহার ফল ভোক্তা পুরুষকে প্রবর্ত্তিত করে। শাস্ত্র জড় গুণ সকলের ঐ ফলতুতা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব জীবই কর্ত্তা, প্রধান ও নহে গুণও নহে ॥৩২॥

অনন্তর প্রকারান্তরে জীবের কর্ত্তৃত্ব সাধন করিতেছেন—বাস্তবমিতি। জীবের কর্ত্তৃত্ব বাস্তব বা যথার্থ। অথ মুক্ত জীবের ও কর্ত্তৃত্ব বাস্তব তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন-বিহার উপদেশ হেতু শ্রুতি সকলে মুক্ত জীবের বিহার উপদেশ হেতু, জীবের কর্ত্তৃত্ব বাস্তব যথার্থ, কিন্তু অধ্যস্ত নহে ইহাই অর্থ।

অনন্তর মুক্ত জীবের ও বিহারকর্ত্তৃত্ব বিষয়ে ছান্দোগ্যবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-'স' ইতি।

॥ওঁ॥ উপাদানাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩৪॥

স যথা মহারাজ" (বৃ. ২।১।১৮) ইত্যুপক্রম্য "এবমেবৈষ এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" বৃ. ২।১।১৮) ইতি শ্রুতৌ। "গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" (গী° ১৫।৮) ইতি স্মৃতৌ চ। জীবকর্ত্তৃকস্য প্রাণোপাদানস্যাভিধানাৎ

অথ পুনঃপ্রকারান্তরেণ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং সাধয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"উপাদানাৎ" ইত্যাদি। উপাদানমত্র গ্রহণম্। জীবস্য প্রাণাদীনামুপাদানাৎ গ্রহণাৎ কর্ত্তৃত্বং বোদ্ধ্যম্। অত্র বৃহদারণ্যকবচন প্রমাণমাহুঃ —"সঃ" ইতি। যথা স প্রসিদ্ধো মহারাজঃ অন্যান্ জানপদান্ পরশাসিতদেশান্ গৃহীত্বা স্ব অধীনং নীত্বা স্বে জনপদে নিজরাজ্যে যথাকামং পরিবর্ত্তেত, এবমেব এষ বিজ্ঞানময়ো জীবাত্মা প্রাণান্ গৃহীত্বা জাগরিতস্থানেভ্যঃ উপসংহৃত্য স্বে শরীরে যথাকামং ইচ্ছানুসারং পরিবর্ত্ততে, বিহরতি" ইতি। অথ শ্রীগীতাবচনাদপি তথৈব প্রতিপাদয়ন্তি—গৃহীত্বা" ইতি।

সে তথায় পরিতঃ ভক্ষণ ক্রীড়া রমণ করিয়া' অর্থাৎ সেই মুক্ত জীব শ্রীগোলোকাদি স্থানে চতুর্দিকে ভোজন করিয়া, ক্রীড়া করিয়া হাস্য করিয়া, ভ্রমণ করিয়া অবস্থান করে। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা মুক্ত জীবেরও ক্রীড়া কথন হেতু ইহাই অর্থ।

যদি বলেন-অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা জীব নিজেকে কর্ত্তা মনে করে এই শ্রীগীতাবাক্যের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব মাত্রই দুঃখপ্রদ[2] ইহা বলিতে পারিবেন না, যে হেতু তারা কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য, জীবের গুণের প্রতি আসক্ত হওয়াই দুঃখাবহ ইহা প্রতি পাদন করিতেছেন অতএব কর্ত্তৃত্বমাত্রই দুঃখাবহ নহে, কিন্তু গুণ সম্বন্ধই দুঃখাবহ, কারণ তাহা স্বরূপের গ্লানি কারক। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-জীব গুণে আসক্ত হইলে বন্ধনের নিমিত্ত হয়, পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবে অনুরক্ত হইলে মুক্তির কারণ হয়। এই প্রকার গুণ সম্বন্ধ মাত্রই দুঃখাবহ ইহাই অর্থ ॥৩৩॥

অনন্তর পুনঃ প্রকারান্তরের দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সাধন করিতেছেন—উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ হইতেও, জীবের প্রাণাদির গ্রহণ হইতেও কর্ত্তৃত্ব বুঝতে হইবে। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকবচন প্রমাণ রূপে বলিতেছেন—সে যেমন মহারাজ, এই প্রকার উপক্রম করিয়া-এই প্রকার জীব এই প্রাণ সকলকে নিজ শরীরে গ্রহণ করিয়া যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ যেমন প্রসিদ্ধ মহারাজা অন্য জনপদ অন্যরাজা শাসিতদেশ সকলকে নিজ অধীনে করিয়া নিজরাজ্যে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করে, সেই প্রকার এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা প্রাণ সকলকে গ্রহণ করিয়া জাগরিত স্থান হইতে আহরণ করিয়া নিজ শরীরে ইচ্ছানুসারে বিহার করে।

শ্রীগীতাবাক্য হইতেও তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন জীব যে শরীর গ্রহণ ও পরিত্যাগ

লোহাকর্ষকমণেরিব চেতনস্যৈব জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বোদ্ধ্যম্। অন্যগ্রহণাদৌ প্রাণাদি কারণম্, প্রাণগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি তস্যৈব তৎ ।।৩৪।।

যুক্ত্যন্তরঞ্চাহ—

।।ওঁ।। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ।।ওঁ।।

২।৩।১৬।৩৫।।

"বিজ্ঞানং যজ্ঞম্" (তৈ. ২।৫) ইত্যাদিনা বৈদিক্যাং লৌকিক্যাঞ্চ ক্রিয়ায়াং মুখ্যত্বেন ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্ত্তা। অথ চেৎ বিজ্ঞানশব্দেন জীবো নাভিধীয়তে, কিন্তু বুদ্ধিরেব

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রমতীশ্বরঃ ইতি পুর্ণশ্লোকঃ। বায়ুর্যথা পুষ্পকোশাৎ গন্ধান্ গৃহীত্বা স্বেচ্ছানুসারং সংযাতি, তথা ঈশ্বরো জীবোঽপি ইন্দ্রিয়াদীন্ গৃহীত্বা যথাকামং বিহরতীত্যর্থঃ। শেষং প্রকটার্থম্। তথাচ চুম্বকস্য যথা লোহাকর্ষণে স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং তথা প্রাণোপাদনে জীবস্য স্বতন্ত্রম্। তস্যৈব তদিতি—শুদ্ধস্য অণুপরিমাণস্য জীবচৈতন্যস্য এব কর্ত্তৃত্বমিত্যর্থঃ ।।৩৪।।

অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং যুক্ত্যন্তরেণ নিরূপয়ন্তি—তত্তৃ তৃতীয়া বিভক্ত্যাপত্তিরূপমিত্যর্থঃ। অথ জীবেতর কর্ত্তৃত্বে নির্দ্দেশবিপর্য্যয়দোষং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ব্যপদেশাচ্চ ইতি। ক্রিয়ায়াং—যাগাদিবৈদিক ক্রিয়ায়াম্, গমন—গ্রহণাদি লৌকিক ক্রিয়ায়াম্ জীবস্য কর্ত্তৃত্ব "ব্যপদেশাৎ" বিশেষরূপেণনির্দ্দেশাৎ জীব এব কর্ত্তা। ন চেৎ—জীবো যদি কর্ত্তা ন ভবেৎ, তদা নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ো ভবেদিত্যর্থঃ।

করে তখন বায়ু যেমন গন্ধ গ্রহণ করতঃ গমন করে সেই প্রকার ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, অর্থাৎ বায়ু যেমন পুষ্পকোশ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসার গমন করে, সেই প্রকার ঈশ্বর সমর্থ্যশালী জীব ও ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুসার বিহার করে ইহাই অর্থ। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা কর্ত্তা জীব প্রাণাদি গ্রহণ করে' এই কথন হেতু লোহাকর্ষক চুম্বক মণির ন্যায় চেতন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব বোধ করাইতেছে। অন্যবিষয়াদি গ্রহণে প্রাণাদি ইন্দ্রিয় কারণ হয়, কিন্তু প্রাণাদি গ্রহণ কার্য্যে অন্য কেহ কর্ত্তা নাই, সুতরাং জীবই প্রাণগ্রহণ কার্য্যের কর্ত্তা। অর্থাৎ চুম্বকমণির লোহাকর্ষণে যেমন স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব, সেই রূপ প্রাণগ্রহণ কার্য্যে জীবেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব। তাহারই—অর্থাৎ শুদ্ধ অণুপরিমাণ চেতন জীবেরই কর্ত্তৃত্ব, ইহাই অর্থ ।।৩৪।।

অনন্তর অন্য যুক্তির দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন, তাহা তৃতীয়া বিভক্তির আপত্তিরূপ ইহাই অর্থ। জীব ভিন্ন কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করিলে নির্দেশ বিপর্য্যয় দোষ ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—ব্যপদেশাদিতি। ক্রিয়া বিষয়ে নির্দেশ হেতু জীব কর্ত্তা না হইলে বিভক্তি নির্দেশ বিপর্য্যয় দোষ হইবে। অর্থাৎ যাগাদি বৈদিক ক্রিয়া বিষয়ে, গমন গ্রহণাদি লৌকিক

তর্হি নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ। বিজ্ঞানম্" প্রথমান্ত কর্ত্তৃনির্দ্দেশস্য "বিজ্ঞানেন" ইতি তৃতীয়ান্ত করণনির্দ্দেশো ভবেৎ। বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ, ন চাত্র তথাস্তি।

কিঞ্চ বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে, তস্যাঃ করণমন্যৎ কল্প্যম্ সর্ব্বস্য করণস্যৈব কর্ম্মসু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। ততশ্চ নামমাত্রেণ বিসম্বাদঃ, করণভিন্নস্য কর্ত্তৃত্বস্বীকারাৎ।

অথ লৌকিক বৈদিকক্রিয়ায়াঃ জীব এব কর্ত্তা ন তু বুদ্ধিরিতি প্রতিপাদয়ন্তি—বিজ্ঞানমিতি যজ্ঞম্" ইতি বৈদিকী ক্রিয়া· কর্ম্মাণি" ইতি লৌকিকী ক্রিয়া, তয়োরুভয়ক্রিয়য়োঃ জীব এব মুখ্যকর্ত্তা, তস্মাৎ মুখ্যত্বেন কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশাৎ জীবঃ কর্ত্তা। অথ "নির্দ্দেশবিপর্য্যায়ঃ" প্রতিপাদয়ন্তি – অথেতি।

নন্বু "বুদ্ধিন্তুসারথিং বিদ্ধি" (কঠ০ ১।৩।৩) ইতি, তথা "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু" (কঠ০ ১।৩।৯) ইতি সমানপ্রয়োগাৎ বিজ্ঞান শব্দেন বুদ্ধিরভিধীয়তে" ন তু জীবঃ ইতি চেৎ, তর্হি দির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ স্যাৎ তথাচ—বিজ্ঞানম্ ইতি প্রথমা, তচ্চ কর্ত্তর্য্যেব প্রযুজ্যতে, তথাহি শ্রীহরিনামামৃতে—৪।৭, "প্রথমা নামমাত্রার্থে"

অত্র যদি বিজ্ঞানশব্দেন বুদ্ধিরুচ্যতে, তদা তৃতীয়া বিভক্তিঃ স্যাৎ করণত্বাৎ। তত্রৈব ৪'১৬ অনুক্তে কর্ত্তরি করণে চ তৃতীয়া" ইতি তদা বিজ্ঞানমনুক্ত্বা বিজ্ঞানেন ইতি বদেৎ, বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ ন তু তথাস্তি, তস্মাৎ বিজ্ঞানমাত্র কর্ত্তা স চ জীব ইতি। অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বে, শঙ্কামবতারয়ন্তি—

'নন্বু' ইত্যাদিনা। উত্তরয়ন্তি –মৈবমিতি। বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম (২।১।১২ ৩৪) দ্রষ্টব্যম্।

ক্রিয়া বিষয়ে জীবের কর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপে নির্দেশ হেতু জীবই কর্ত্তা, বুদ্ধি নহে জীব যদি কর্ত্তা না হইবে, তাহা হইলে নির্দেশ বিপর্য্যয় হইবে, অর্থাৎ বিভক্ত নির্দেশ বিপর্য্যয় হইবে ইহাই সূত্রার্থ। অথ লৌকিকও বৈদিক ক্রিয়ার জীবই কর্ত্তা বুদ্ধি নহে, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন·বিজ্ঞানমিতি। কর্ত্তা জীব যজ্ঞ বিস্তার করে, ইত্যাদির দ্বারা বৈদিকী ও লৌকিকী ক্রিয়ায় মুখ্যভাবে কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ হেতু জীবই কর্ত্তা।

অর্থাৎ যজ্ঞ বৈদিকী ক্রিয়া, কর্ম্ম সকল লৌকিকী ক্রিয়া এই উভয় ক্রিয়ার জীবই মুখ্য কর্ত্তা অতএব মুখ্যরূপে কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ হেতু জীব কর্ত্তা। অতঃপর নির্দেশ বিপর্য্যয় প্রতিপাদন করিতেছেন-অথেতি। যদি বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা জীব গ্রহণ না করেন বুদ্ধিকেই গ্রহণ করেন তাহা হইলে নির্দেশ বিপর্য্যয় হইবে। বিজ্ঞান এই প্রথমান্ত কর্ত্তা নির্দেশের 'বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানের দ্বারা এই প্রকার তৃতীয়ান্ত করণ নির্দেশ হইবে, যে হেতু বুদ্ধি করণ কিন্তু সেই প্রকার দেখা যায় না। অপর বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, ক্রিয়ার করণ কোন অন্য কল্পনা করিতে হইবে, কারণ সর্ব্বত্র করণেরই

ননু জীবকর্ত্তৃত্বে, হিতস্যৈব, ন ত্বহিতস্য সৃষ্টিঃ স্যাৎ, স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তৃত্বাৎ। মৈবম্, হিতমেব সিসৃক্ষোরপি সহকারিকর্ম্ম বৈচিত্র্যেণ ক্বচিদহিতস্যাপ্যাপাতাৎ। তস্মাজ্জীব এব কর্ত্তা।

ননু "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ শ্রীগীতাসু চ—২।১৮, য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো ইতি জীবকর্ত্তৃত্বা ভাববচনানাং কা গতিরিতি। চেৎ, তত্রাহুঃ—এবং সতীতি। তথাচ কর্ত্তাপি জীবঃ শ্রীপরমেশ্বরাধীনঃ সন্ কর্ম্ম করোতীতি ক্বচিৎ সোঽকর্ত্তা ইত্যুচ্যতে। বস্তুতস্তু—বৈদিক-লৌকিক কর্ম্মণাং কর্ত্তা জীবএব। কর্ত্তৃত্বে" ইতি—

ননু কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তৃ দুঃখসম্বন্ধবীক্ষণাৎ অকর্ত্তৃত্বে এব শাস্ত্রস্য তাৎপর্য্যমিতি চেৎ, তত্রাহুঃ—দর্শপৌর্ণমাসঃ" ইতি। তথাত্বে দর্শপৌর্ণমাসাদেরপি তাৎপর্য্যাভাবাপত্তেরিত্যর্থঃ। তত্রাপি জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবমস্তু, ন তু তথা, স্বীকৃতে চ স্বর্গাদি ফলাসিদ্ধেরিতি স কর্ত্তা।

কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহা হইলে আপনাদের সহ আমাদের নাম মাত্রেই বিবাদ, করণ ভিন্ন কর্ত্তা স্বীকার করা হেতু।

অর্থাৎ যদি বলেন-বুদ্ধিকে সারথি জানিবে, এবং বিজ্ঞানকে যে সারথি জানে, ইত্যাদি সমান প্রয়োগ হেতু বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা বুদ্ধিকেই বলিতেছেন, কিন্তু জীবকে নহে, তাহা হইলে নির্দেশ বিপর্য্যয় হইবে। বিজ্ঞান ইহা প্রথমান্ত পদ' তাহা কর্ত্তাতেই প্রয়োগ হয়। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে-নাম মাত্রে অর্থে প্রথমা বিভক্তি হয়, এই স্থলে যদি বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা বুদ্ধিকে বলে তাহা হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে, যে হেতু তাহা কারণ পুনঃ বলিয়াছেন—কর্ত্তা অনুক্ত হইলে ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। তাহা হইলে বিজ্ঞান এই প্রকার না বলিয়া বিজ্ঞানের দ্বারা এই প্রকার বলিতেন কারণ বুদ্ধি করণ হওয়া হেতু কিন্তু তাহা দেখা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞান কর্ত্তা এবং সে জীবই হয়। অথ জীবের কর্তৃত্বে শঙ্কা অবতরণ করিতেছে—নন্বিতি। যদি বলেন-জীব যদি কর্ত্তা হয় তবে হিত অর্থাৎ প্রিয় বস্তুরই সৃষ্টি করিবে, কোন অপ্রিয় বস্তুর নহে, যে হেতু কর্ত্তা স্বাধীনরূপে সৃষ্টি করে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না এই প্রকার নহে, প্রিয় বস্তু সৃষ্টিকারি স্বতন্ত্রকর্ত্তারও সহকারিকর্ম্ম বৈচিত্র্য হেতু কোন কোন সময় অহিত অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। অধিক জিজ্ঞাসা থাকিলে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যা ধিকরণ দ্রষ্টব্য। সুতরাং জীবই কর্ত্তা

শঙ্কা—যদি বলেন-হন্তা যদি মনে করে আমি হনন করিলাম, ও হতব্যক্তি যদি মনে করে আমি মরিলাম, তাহারা উভয়েই জানে না, কারণ কেহ হননও করে না কেহ হতও হয় না। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি অন্যকে হন্তা মনে করে, এবং যে অপরকে হত হইল মনে করে, তাহারা উভয়ে কিছুই জানে না, ইত্যাদি জীবের কর্ত্তৃত্বাভাব প্রতিপাদক বাক্য সকলের কি গতি হইবে?

এবং সতি ক্বচিদকর্ত্তৃত্ববচনমস্বাতন্ত্র্যাৎ। "কর্ত্তৃত্বেক্লেশসম্বন্ধ দর্শনান্ন তত্র শ্রুতেস্তাৎপর্য্যম" ইত্যাদি কুসৃষ্টয়স্তু দর্শপৌর্ণ মাসাদিষ্বপ্যতাৎপর্য্যাদিভির্নিরসনীয়াঃ ।।৩৫।।

নন্বু সুষুপ্তৌ অন্তঃকরণাভাবে জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদর্শনাৎ অন্তঃকরণমেব কর্ত্তা স্যাদিতিচেৎ? ন, কুতঃ? সুষুপ্তৌ অন্তঃকরণাভাবেঽপি শ্বাস প্রশ্বাসাদিক্রিয়া কর্ত্তৃত্বস্য বিদ্যমানত্বাৎ।

নন্বু "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" শ্বে০ ৬।১৯,) ইতি নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিঃ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বাধ্যতে ইতি চেৎ, ন, অস্তি, জ্ঞা, আদিধাত্বর্থানাং সত্ত্বা—জ্ঞানাদীনাং জীবাত্মনি সত্ত্বেন নিষ্ক্রিয়ত্বাসিদ্ধেঃ। ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়া। ন চ নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতিঃ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং বাধ্যতে ইতি বাচ্যম্। দ্রব্যান্তরতাপত্তি বিকারাভাবাৎ। তথাচ সত্ত্বা-জ্ঞান-প্রকাশাদয়ো ধর্ম্মা জীবে বিদ্যমানত্বেঽপি ন তে বিকারাঃ কিন্তু স্বরূপভূতা এব। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা ইত্যর্থঃ ॥৩৫॥

সমাধান তদুত্তরে বলিতেছেন-এই প্রকার যে কোন স্থলে জীবের অকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্য সকল দেখা যায় তাহা অস্বাতন্ত্র্য হেতু। অর্থাৎ জীব কর্ত্তা হইয়াও শ্রীপরমেশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করে সুতরাং তাহাকে অকর্ত্তা বলা হয়। বস্তুতঃ বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্ম সকলের জীবই কর্ত্তা। অপর জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে ক্লেশ সম্বন্ধ দেখা যায় সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্য জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদনে নহে' ইত্যাদি কুমত সৃষ্টি সকল দর্শপৌর্ণমাস যাগাদিতেও অতাৎপর্য্যাদির দ্বারা নিরষণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি বলেন-জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে দুঃখ সম্বন্ধ দেখা যায় সুতরাং অকর্ত্তৃত্বেই শাস্ত্র তাৎপর্য্য বা শাস্ত্র সকল জীবকে অকর্ত্তা রূপেই প্রতিপাদন করিতেছেন, তদুত্তরে বলিতেছেন- দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগেও তাৎপর্য্যের অভাব, হইবে, অর্থাৎ দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগেও জীবের কর্ত্তৃত্বের অভাব হউক, কিন্তু তাহা দেখা যায় না, যদি তাহা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে স্বর্গলাভাদি ফল সিদ্ধি হইবে না সুতরাং জীব কর্ত্তা।

যদি বলেন—সুষুপ্তিদশায় জীবের অন্তঃ কণের অভাব হেতু কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় না, অতএব ঐ অন্তঃ করণই কর্ত্তা হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা হইতে পারে না, কারণ সুষুপ্তিকালে অন্তঃ করণের অভাব হইলেও শ্বাসপ্রশ্বাসাদি ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব জীবের বিদ্যমান থাকে। যদি বলেন শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে জীব নিষ্কলনিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবদ্য ও নিরঞ্জন 'ইত্যাদি দ্বারা নিষ্ক্রিয় শ্রুতি জীবের কর্ত্তৃত্বের বাধক হইতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন অস্তি বিদ্যমানতা জ্ঞান জানা ইত্যদি ধাত্বর্থ সকলের সত্ত্বা জ্ঞানাদি জীবাত্মাতে বিদ্যমান হেতু ক্রিয়া হীনত্ব সিদ্ধ হয় না ধাত্বর্থকে ক্রিয়া বলে। যদি বলেব-নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতি জীবের কর্ত্তৃত্বে বাধা প্রদান করিতেছে' তাহা বলিতে পারেন না, কারণ দ্রব্যান্তরতাপত্তি বিকারের অভাব হেতু, অর্থাৎ সত্ত্বা জ্ঞান প্রকাশাদি ধর্ম্ম সকল জীবে সর্বদা বিদ্যমান থাকিলেও তাহারা বিকার নহে, কিন্তু স্বরূপ ভূত ধর্ম্ম বিশেষ সুতরাং জীবই কর্ত্তা ইহাই অর্থ ॥৩৫॥

অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদে দোষান্ দর্শয়তি —

॥ওঁ॥ উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩৬।

আত্মনো বিভুত্বাদুপলব্ধেরনিয়মো দর্শিতঃ প্রাক্। (২।৩।১৫ ৩১) তথা প্রকৃতেরপি বিভুত্বেন সর্ব্বপুরুষ সাধারণ্যাৎ কর্ম্মণোঽপ্যনিয়মঃ স্যাৎ, সর্ব্বং কর্ম্ম সর্ব্বস্য ভোগায়

অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদে দোষান্ দর্শয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—উপলব্ধিবদিতি। যথা আত্মনো বিভুত্বাৎ নিত্যোপলব্ধিঃ স্যাদিতি, নিত্যানুপলব্ধিঃ বা স্যাদিতি প্রসঙ্গঃ পূর্ব্বং দর্শিতঃ; তদ্বদত্রাপি প্রকৃতিকর্ত্তৃবাদে, বিভুত্বে বা অব্যবস্থাপত্তেরিতি ভাবঃ। অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্বে কর্ম্মণো নিয়মাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—আত্মনঃ" ইতি।

ননু—মাভূৎ জীবস্য বিভুত্বং অণুত্বেঽপি স্বদেহস্থ সর্ব্বংজানাতীতি, শরীরান্তরে কার্য্যদর্শনাভাবাৎ, কিন্তু প্রকৃতিঃ সর্ব্বব্যাপিকা, তস্যাঃ সর্ব্বত্র জড়চেতনাত্মকে কার্য্যদর্শনাৎ। তথাহি সাংখ্যকারিকায়াম্ — ৪২, পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন। প্রকৃতের্ব্বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্॥ প্রকৃতেঃ প্রধানস্য বিভুত্বযোগাৎ, যথা রাজা স্বরাষ্ট্রে বিভুত্বাৎ যদ্ যদিচ্ছতি তৎ তৎ করোতীতি, তথা প্রকৃতেঃ সর্ব্বত্র বিভুত্বযোগাৎ নিমিত্ত-নৈমিত্তিক প্রসঙ্গেন ব্যবতিষ্ঠতে, পৃথক্ পৃথক দেহধারণ লিঙ্গস্য ব্যবস্থাং করোতি" ইতি শ্রীগৌড়পাদাঃ তস্মাৎ প্রকৃতেঃ ব্যাপকত্বাৎ, সূক্ষ্ম, স্থূলশরীরাদৌ সর্ব্বত্র কার্য্য দর্শনাৎ সা এব কর্ত্রী" ইতি চেৎ ন; কর্ম্মণোঽনিয়মপ্রসঙ্গাৎ।

অনন্তর প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব বাদে দোষ সকল দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-উপলব্ধিবদিতি। উপলব্ধির সমান অনিয়ম হইবে, অর্থাৎ যেমন আত্মা বিভু হওয়া হেতু নিত্যই উপলব্ধি হইবে, অথবা নিত্যই অনুপলব্ধি হইবে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব বাদে অথবা তাহাকে বিভু স্বীকার করিলে অব্যবস্থাপত্তি দোষ হইবে ইহাই অর্থ। অথ প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ববাদে কর্ম্মের নিয়মাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন-আত্মন ইতি আত্মার বিভুত্ব হেতু উপলব্ধির অনিয়ম হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই প্রকার প্রকৃতি বিভু হওয়া হেতু সকল পুরুষের প্রতি সাধারণতা বশতঃ কার্য্যের অনিময় হইবে, সকল কর্ম্ম সকলের ভোগের নিমিত্ত হইবে, অথবা হইবে না।

শঙ্কা—যদি বলেন-জীব বিভু না হউক, অণু হইলেও স্বদেহের সকল সুখ দুঃখাদি জানে, অন্য শরীরে তাহার কার্য্য দেখা যায় না, কিন্তু প্রকৃতি সর্ব্বব্যাপিকা, তাহার সর্ব্বত্র জড় চেতনাত্মক পদার্থে কার্য্য দেখা যায়, সংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে-জীবাত্মার পুরুষার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত এই সূক্ষ্ম শরীর ধর্ম্মাধর্ম্ম নিমিত্ত স্থূল শরীর নৈমিত্তি কাদির প্রসঙ্গ হেতু প্রকৃতি বিভু বা ব্যাপক হওয়া হেতু নটের সমান ব্যবহার করে, অর্থাৎ প্রধানের বিভুত্ব যোগ হেতু, রাজা যেমন নিজ রাজ্যে বিভু বা ব্যাপক

স্যাৎ, নৈব বা স্যাৎ। ন চাসন্নিধিকৃতা ব্যবস্থা, বিভুনামাত্মনাং সর্ব্বত্র সান্নিধ্যাৎ ॥৩৬॥

॥ওঁ॥ শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩৭॥

প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বে পুরুষনিষ্ঠায়া ভোক্তৃত্বশক্তে বিপর্য্যয়াৎ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ

যথা জীবস্য বিভুত্বাৎ উপলব্ধেঃ, অনুপলব্ধেশ্চ যুগপৎ প্রাপ্তিঃ স্যাৎ তথা প্রকৃতেরপি বিভুত্বেন সর্ব্বপুরুষসাধারণ্যাৎ যুগপদেব কর্ম্মণঃ প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিশ্চ স্যাৎ, স ংং সুখ দুঃখাদিকর্ম্ম সর্ব্বস্য পুরুষস্য যুগপদেব ভোগায় স্যাৎ, নৈব বা স্যাদিত্যর্থঃ। অথ আত্মনা সহ সংযোগাভাবেন প্রকৃতিঃ কর্ত্রী, অতঃ তৎ কর্ম্ম এব ভোগস্য কারণমিতি তত্রাহুঃ—ন চ ইতি।

কিঞ্চ পঙ্গ্বন্ধন্যায়শ্চ পীড্যেত ন চ সুখাদীনাং ভোগে অন্তঃকরণাদয়ো নিয়ামকাঃ, তেষাং বিভুত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ উপলব্ধের্নিয়মাভাবাৎ প্রকৃতিঃ কর্ত্তৃত্ববাদো ন শ্রুতিশাস্ত্র সম্মতমিতি ॥৩৬॥

অথ পুনঃ যুক্ত্যন্তরেণ জীব এব কর্ত্তা' ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শক্তীতি। প্রকৃতেঃ বুদ্ধেঃ বা কর্ত্তৃত্বে, পুরুষনিষ্ঠভোক্তৃত্বশক্তেঃ বিপর্য্যয়াৎ প্রকৃতিঃ ন কর্ত্রী

হওয়া হেতু যাহা যাহা ইচ্ছা করে তাহা তাহাই কর্ম্ম করে সেই রূপ প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিভুতা হেতু নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা অবস্থান করে, পৃথক পৃথক দেহ ধারণ বিষয়ে লিঙ্গের সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবস্থা করে, ইহা শ্রীগৌড়পাদের ভাষ্য, সুতরাং প্রকৃতি ব্যাপক হওয়া হেতু ও সূক্ষ্ম স্থূল শরীরাদিতে সর্ব্বত্র কার্য্য দর্শন হেতু সেই প্রকৃতিই সর্ব্ব কর্ত্রী।

সমাধান—আপনারা (সাংখ্যাবাদি) এই প্রকার বলিতে পারেন না তাহা হইলে কর্ম্মের অনিয়ম প্রসঙ্গ হইবে। যেমন জীবের বিভুত্ব হেতু উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি যুগপৎ প্রাপ্তি হইবে সেই প্রকার প্রকৃতির বিভুতা প্রযুক্ত সর্ব্ব পুরুষ সাধারণ হেতু যুগপৎ কর্ম্মের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি হইবে, সকল সুখদুঃখাদি কর্ম্ম সকল পুরুষের যুগপৎ ভোগের নিমিত্ত হইবে অথবা হইবে না ইহাই অর্থ যদি বলেন আত্মার সহিত সংযোগের অভাব হেতু প্রকৃতি কর্ত্রী হয়, এবং তাহার কর্ম্মই ভোগের কারণ হয়। তদুত্তরে বলিতেছেন—নচেতি।

প্রকৃতির অসন্নিধানকৃত এই প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না, যে হেতু আপনাদের আত্মা বিভু সুতরাং তাহার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সন্নিধান বিদ্যমান আছে। অপর পঙ্গু অন্ধন্যায়াদি বৃথা হইবে। এবং সুখদুঃখাদি ভোগ বিষয়ে অন্তঃ করণাদি নিয়ামক হয় এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ অন্তঃ করণাদি বিভু নহে। অতএব উপলব্ধির নিয়মাভাব হেতু প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ববাদ শ্রুতি শাস্ত্র সম্মত নহে ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৩৬॥

অনন্তর পুনরায় অন্য যুক্তির দ্বারা জীবই কর্ত্তা ইহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতি পাদন করিবার নিমিত্ত সূত্রের অবতারণ করিতেছেন—শক্তীতি। শক্তি বিপর্য্যয় হেতু, অর্থাৎ প্রকৃতির বা বুদ্ধির

"পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ" (সাং কা০ ১৭) ইত্যাভিমতহানিরিতি শেষঃ। কর্ত্তুরন্যস্য ভোক্তৃত্বাসম্ভবাত্তচ্ছক্তিরপি প্রকৃতিগতা মন্তব্যা ॥৩৭॥

ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিগামিতাপত্তেরিতি—কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীমহাভারতে—শ্রীবনপর্ব্বণি—২০৯।৫, যৎ করোত্যশুভং কর্ম্ম শুভং বা যদি সত্তম!। অবশ্যং তৎ সমাপ্নোতি পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ॥ ইতি ধর্ম্মব্যাধকৌশিক সংবাদে।

অপিচ—ন্যায়কুসুমাঞ্জল্যাম্—১৫, "নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যঃ" ইতি। তস্মাৎ য কর্ত্তা স এব ভোক্তা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সাংখ্যানাং প্রকৃতিঃ কর্ত্রী, পুরুষো ভোক্তা" ইতি সিদ্ধান্তে ভোক্তৃত্বশক্তেঃ প্রকৃতিগামিতাপত্তেঃ, স্বসিদ্ধান্তহানেশ্চ,

ননু প্রকৃতিভোক্তৃত্বে কা ক্ষতিরিতি চেৎ ? তত্রাহুঃ - পুরুষঃ" ইতি। ব্যাখ্যা চ শ্রীগৌড়পাদানাম্—অতোঽস্ত্যাত্মা ভোক্তৃত্বাৎ, যথা মধুরাম্ললবণ কটুতিক্ত কষায় ষড়্রসোপবৃংহিতস্য সংযুক্তস্য অন্নস্য সাধ্যতে: এবং মহদাদিলিঙ্গস্য ভোক্তৃত্বাভাবাৎ অস্তি স আত্মা যস্যেদং ভোগ্যং শরীরমিতি" ইতি। কর্ত্তুরিতি প্রকটার্থম্। তথাহি শ্রীমহাভারতে—বনপর্ব্বণি—১৮১।১৯, জ্ঞানং চৈবাত্র বুদ্ধিশ্চ মনশ্চ ভরতর্ষভ তস্য ভোগাধিকরণে করণানি নিবোধ মে ॥ তস্মাৎ প্রকৃতের্জড়ত্বাৎ, বুদ্ধেশ্চ করণত্বাৎ ন তেষাং কর্ত্তৃত্বম্, অতো জীব এব কর্ত্তা ভোক্তা চ ইতি সূত্রকার ভাষ্যকারয়োর্ম্মতমিত্যর্থঃ ॥৩৭॥

কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্ব শক্তির বিপর্য্য ঘটিবে সুতরাং প্রকৃতিকর্ত্রী নহে ইহাই সূত্রার্থ। প্রকৃতি কর্ত্রী হইলে পুরুষনিষ্ঠ ভোক্তৃত্ব শক্তির বিপর্য্যয় হেতু শক্তির প্রকৃতিগামিতাপত্তি দোষ হইবে, অর্থাৎ ভোগশক্তি পুরুষে না থাকিয়া প্রকৃতিতে অবস্থান করিবে, কারণ কর্ত্তা ও ভোক্তা সমান বা এক জনই।

শ্রীমহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ কৌষিক সংবাদে বর্ণিত আছে-হে সত্তম! মানব যে শুভ ও অশুভ কর্ম করে তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ন্যায় কুসুমাঞ্জলিতে বর্ণিত আছে অন্যের দৃষ্ট বস্তু অন্য ব্যক্তি স্মরণ করে না। অতএব যে কর্ত্তা সেই ভোক্তা হয়। অপর সাংখ্যবাদিগণের প্রকৃতি কর্ত্রী, পুরুষ ভোক্তা এই সিদ্ধান্তে ভোক্তৃত্বশক্তি প্রকৃতিগত হইবে, এবং সিদ্ধান্ত হানিও হইবে। যদি বলেন-আমাদের প্রকৃতি ভোগ কর্ত্রী হইলে কি ক্ষতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—পুরুষেতি।

ভোক্তৃভাব হেতু পুরুষ আছে, অর্থাৎ আত্মা আছে যে হেতু সে ভোক্তা যেমন মধুর অম্ল লবণ কটু তিক্ত কষায়াদি ষড়রস সংযুক্ত অন্নের কেহ ভোক্তা অনুমান করা হয়, সেই প্রকার মহদাদি সূক্ষ্ম শরীরের ভোক্তৃত্বের অভাব হেতু আত্মা আছে এবং সেই আত্মার ভোগের নিমিত্তই শরীরাদি, এই অভিমত হানি হইবে অর্থাৎ পুরুষই ভোক্তা প্রকৃতি নহে এই সিদ্ধান্ত ক্ষতি হইবে। কর্ত্তা ভিন্ন

।।ওঁ।। সমাধ্যভাবাচ্চ ।।ওঁ।। ২।৩।১৬।৩৮।।

মোক্ষসাধনস্য সমাধেরপ্যভাবাচ্চ দুষ্টঃ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদঃ। প্রকৃতেরন্যোঽহমস্মি" ইত্যেবংবিধঃ খলু সমাধিঃ, স চ ন সম্ভবতি, স্বস্য স্বান্যত্বাভাবাৎ জাড্যাচ্চ। তস্মাজ্জীব এব কর্ত্তা সিদ্ধঃ।।৩৮।।

অথ জীববিভুবাদিনাং মোক্ষসম্ভাবনাপি নাস্তীতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সমাধ্যভাবাদিতি। মোক্ষসাধনস্য সমাধেরপি অভাবাৎ দুষ্টঃ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদঃ। সমাধীতি—তথাচ যোগসূত্রম্ ১।৪৬ "তা এব সবীজঃ সমাধিঃ" সবিতর্ক,—নির্ব্বিতর্ক-সবিচার-নির্ব্বিচারাঃ-তাঃ' সবীজঃ সমাধিঃ ইতি বোধ্যম্।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নিবীজঃ সমাধি" যো° সূ° – ১৫১) তথাচ সমাধেরসম্ভবাৎ মোক্ষাভাবঃ। কিঞ্চ সূত্রস্থ "চ" শব্দঃ সমাধেরঙ্গাভাবসংগ্রহঃ। তথাচ –যোগসূত্রম্—২।২৯, যম-নিয়ম আসন প্রাণায়াম্-প্রত্যাহার-ধারণাধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি" ইতি। প্রকৃতিকর্ত্তৃত্বে যম নিয়মাদীনাং শ্রবণ মনন ধ্যানাদীনামপি সৈবকর্ত্রী, তস্মাৎ যোগাদিনা পুরুষস্য ন কিমপি সংস্যতি ইতি দুষ্টঃ প্রকৃতি-কর্ত্তৃত্ববাদঃ। অথ সমাধ্যভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—সঃ ইতি। স চ সমাধিঃ ন সম্ভবতি স্বস্য প্রকৃতেঃ স্ব অন্যত্বাভাবাৎ, প্রকৃতেরন্যত্বাভাবাৎ।

অন্যের ভোগ শক্তির অভাব হেতু ভোক্তৃত্ব শক্তি ও প্রকৃতিগতা হইবে। অপর শ্রীমহাভারতে বুদ্ধি কে করণ বলিয়াছেন- হে ভরতর্ষভ! জ্ঞান বুদ্ধি মন জীবের ভোগ বিষয়ে করণ বলিয়া জানিবে। অতএব প্রকৃতি জড় হেতু এবং বুদ্ধি করণ হওয়ার জন্য তাহারা কর্ত্তা নহে, সুতরাং জীবই কর্ত্তা ও ভোক্তা ইহাই সূত্রকার এবং ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত॥৩৭॥

অথ জীব বিভুবাদি সাংখ্যবাদিগণের মোক্ষের সম্ভাবনাও নাই ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সমাধীতি। সমাধির অভাব হেতু, অর্থাৎ মোক্ষ সাধনের সমাধিরও অভাব হেতু প্রকৃতি কর্ত্তৃবাদ দোষ দুষ্ট। সাংখ্যবাদিগণের মোক্ষ সাধনের যে সমাধি তাহার অভাব বশতঃ প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব বাদ দোষ দুষ্ট। 'আমি প্রকৃতির অন্য হই' ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি বিষয়ে যোগদর্শনে বর্ণিত আছে-সেই সকলই সবীজ সমাধি, সবিতর্ক নির্ব্বিতর্ক সবিচার নির্ব্বিচার তাহারা সবীজ সমাধি জানিবে। তাহার নিরোধে সর্ব্ব নিরোধ হেতু নির্বীজ সমাধি, এই প্রকার সমাধির অভাব বা অসম্ভব হেতু মোক্ষের অভাব হয়।

অপর সূত্রস্থ চ' শব্দের দ্বারা সমাধির অঙ্গের অভাব ও সংগ্রহ করিতে হইবে তাহা যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। প্রকৃতি কর্ত্রী হইলে যম-

ননু কো নাম ব্রূতে, সাংখ্যানাং মোক্ষসম্ভাবনা নাস্তি? তথাহি সাংখ্যসূত্রম্—৬।৭০, "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" ইতি। "যদ্বা তদ্বেতি—কর্ম্মক্ষয়াদ্ বা, জ্ঞানাদ্ বা অন্যতো বা ইতি স্ব স্বামি সম্বন্ধোচ্ছিত্ত্যা সংসারোচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" ইত্যনিরুদ্ধবৃত্তিঃ। অপিচ সাংখ্য-কারিকায়াম্—৬৪, "এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহংমিত্যপরিশেষম্, অবিপর্য্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ইত্যনেন মোক্ষাস্যাভিধানাদিতি চেৎ ন, স্ববাক্যবিরোধাৎ। তথাহি—তত্রৈব—৬৫, তেন নিবৃত্ত প্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ অত্র "তেন বিশুদ্ধেন কেবল জ্ঞানেন পুরুষঃ প্রকৃতিং পশ্যতি" ইতি সর্ববিধক্রিয়াদিশূন্যঃ পুরুষঃ পশ্যতীতি তস্য পশ্যতি ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বম্' ইতি স্ববাক্যবিরোধঃ। তস্মাদ্ মোক্ষমপি সিদ্ধাভাবাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা সিদ্ধঃ, ন তু জড়া প্রকৃতিরিতি ভাষ্যার্থঃ॥৩৮॥

নিয়মাদি শ্রবণ মনন ধ্যানাদিরও সেই কর্ত্রী, অতএব যোগাদির দ্বারা পুরুষের কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, অতএব প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ব বাদ দোষ যুক্ত।

অতঃপর সমাধির অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—সেই সমাধি সম্ভব নহে নিজের অন্যত্বের অভাব হেতু,ও জাড্যতা বশতঃ। অর্থাৎ সেই সমাধি সিদ্ধ হইবে না, কারণ স্বয়ং প্রকৃতি স্ব-প্রকৃতি হইতে অন্য হইতে পারিবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না।

শঙ্কা—যদি বলেন-কে বলে সাংখ্যবাদিগণের মোক্ষের সম্ভবনা নাই? সাংখ্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে কোন প্রকারে তাহার বিনাশই পুরুষার্থ, এই সূত্রের অনিরুদ্ধবৃত্তি যে কোন প্রকারে কর্ম্ম ক্ষয় দ্বারা জ্ঞান দ্বারা অথবা অন্য কোন হইতে স্ব স্বামী সম্বন্ধের নাশ হইতে সংসারের বিনাশ হয় তাহাই পুরুষার্থ বা মোক্ষ। কারিকায় বর্ণন করিয়াছেন-এই প্রকার তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা আমি ব্যাপার যুক্ত বা কর্ত্তা নহি ও আমার দেহাদি সম্বন্ধ নাই এই প্রকার অবিপর্য্যয় হেতু বিশুদ্ধ কেবল জ্ঞান উপন্ন হয়, ইত্যাদি দ্বারা মোক্ষ নিরূপণ করিতেছেন।

সমাধান—এই প্রকার বলিলে আপনাদের স্ববাক্য বিরোধ হইবে, কারণ সাংখ্য কারিকায় বর্ণিত আছে-পুর্ব্বোক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মল উদাসীন বং অবস্থিত সর্ব্ব প্রকার নিষ্ক্রিয় পুরুষ অর্থবশতঃ বিবেকখ্যাতি প্রয়োজন হেতু সপ্তরূপনিবৃত্তা ভোগাপবর্গ প্রসবশূন্যা প্রকৃতিকে দর্শন করে। এইস্থলে 'পুরুষ কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতি দর্শন করে' সর্ব্ব বিধ ক্রিয়াদি শূন্য দর্শন করে, এই রূপে সেই পুরুষের দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই স্ববাক্য বিরোধ জানিতে হইবে। অতএব সাংখ্য সিদ্ধান্তে মোক্ষও সিদ্ধ হয় না, অতঃ অতিতুচ্ছ এই মত। সুতরাং জীবই কর্ত্তা কিন্তু জড়া প্রকৃতি নহে ইহাই ভাষ্যার্থ॥৩৮॥

অথ তস্য কর্ত্তৃত্বং করণযোগেন স্বশক্ত্যা চাস্তীতি দৃষ্টান্তেন বোধয়তি –

॥ওঁ॥ যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ওঁ॥ ২।৩।১৬।৩৯॥

তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিনা কর্ত্তা বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈব, ইত্যুভয়থাপি কর্ত্তা ভবেৎ, এবং জীবোঽপি অনাগ্রহণাদৌ প্রাণাদিনা কর্ত্তা, প্রাণাদিগ্রহণে তু স্বশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ।

নন্নু অণুপরিমাণজীবস্য কর্ত্তৃত্বং কথং সম্ভবতি? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ—অথেতি। তস্য জীবস্য কর্ত্তৃত্বং করণ-ইন্দ্রিয়যোগেন স্বশক্ত্যা চ অস্তি ইতি। অথ উভয়রূপেণ কর্ত্তৃত্বং সিদ্ধ্যতীতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—যথ ইতি যথা তক্ষা বর্দ্ধকিঃ কাষ্ঠাদিচ্ছেদনে বাস্যাদিনা কর্ত্তা ভবতি, স এব বাস্যাদিধারণস্যাপিকর্ত্তা ভবতি এবং জীবোঽপি বিষয়াদিগ্রহণে প্রাণাদিনাকর্ত্তা ভবতি,প্রাণগ্রহণেতু স্বয়মেব কর্ত্তা ভবতীতি উভয়থা তস্য কর্ত্তৃত্বমিত্যর্থঃ তক্ষা"ইতি স্পষ্টম্ তক্ষা বর্দ্ধকিঃ,তথাহি অমরকোশে-২।১০।৯ "তক্ষা তু বর্দ্ধকিস্ত্বষ্টা রথকারশ্চ কাষ্ঠতট্ ইতি।

নন্নু "হস্তেন আদত্তে, পদ্ভ্যাং গচ্ছতি, নেত্রেণ পশ্যতি, ইতি প্রাকৃতদেহমবলম্ব্য এব কর্ত্তৃত্বাদি প্রয়োগো দৃশ্যতে? ইতি চেৎ তত্রাহু—ইত্থমিতি। তথাচ জীবঃ খলু প্রাণাদীন্ প্রবর্ত্তয়তি, প্রাণাশ্চ ইন্দ্রিয়াণি কার্য্যে প্রবর্ত্তয়ন্তি ইত্থং জীবস্য কর্ত্তৃত্বেঽপি গুণবৃত্তি প্রাচুর্য্যাৎ প্রাকৃতদেহস্য কর্ত্তৃত্বমিতি। অথ গুণবৃত্তিপ্রাচুর্য্যাৎ গুণস্য এব কর্ত্তৃত্বং শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি - কারণমিতি অস্য জীবস্য সদসদ্যোনিজন্মসু দেব মানব তির্য্যগাদি সাধু-অসাধু যোনিষু যৎ জন্ম তেষু গুণসঙ্গ এব কারণমিতি।

যদি বলেন-অণুপরিমান জীবের কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন অথেতি। জীবের কর্ত্তৃত্ব চক্ষুরাদি করণ যোগে ও নিজ শক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়' তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বোধ করাইতেছেন, অর্থাৎ জীবের কর্ত্তৃত্ব ইন্দ্রিয় সহ যোগে এবং স্বশক্তির দ্বারা বিদ্যমান আছে জীবের উভয় রূপে কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় তাহা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপদান করিতেছেন-যথেতি। যেমন তক্ষা উভয় প্রকার হয়, অর্থাৎ যেমন তক্ষা বর্দ্ধকি কাষ্ঠাদিচ্ছেদন ক্রিয়ায় বাস্যদির দ্বারা কর্ত্তা হয় এবং সেই তক্ষাই বাস্যাদি ধারণেরও কর্ত্তা হয়, এই প্রকার জীবও বিষয় গ্রহণ কালে প্রাণাদির দ্বারা কর্ত্তা হয়, তথা প্রাণ গ্রহণ বিষয়ে স্বয়ং কর্ত্তা হয়, এই প্রকারে জীবের উভয়থা কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই অর্থ। তক্ষা যেমন কাষ্ঠাদি ছেদনে বাস্যাদির দ্বারা কর্ত্তা এবং বাস্যাদি ধারণেও নিজ শক্তির দ্বারা কর্ত্তা হয় এই ভাবে উভয় প্রকারে কর্ত্তা হয় এইরূপ জীবও অন্য গ্রহণ বিষয়ে প্রাণাদির দ্বারা কর্ত্তা, প্রাণাদি গ্রহণে স্বশক্তির দ্বারাই কর্ত্ত ইহাই অর্থ। তক্ষা বর্দ্ধকি ত্বষ্টা রথকার ও কাষ্ঠতট্ পর্য্যায় শব্দ

শঙ্কা—যদি বলেন-হস্তের দ্বারা গ্রহণ করে,
পদের দ্বারা গমন করে, নয়নের দ্বারা দর্শন করে, ইত্যাদি প্রাকৃতদেহ অবলম্বন করিয়াই জীবের কর্ত্তৃত্বাদি প্রয়োগ দেখা যায়?

ইত্থং প্রাকৃতদেহাদিনা যৎকর্ত্তৃত্বং তৎকিল শুদ্ধাদেব পুরুষাৎ প্রবৃত্তমপি গুণবৃত্তি প্রাচুর্য্যাৎ তদ্ধেতুকমিত্যুপচর্য্যতে "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু" (গী॰ ১৩।২১) ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। এতেন গুণকর্ত্তৃত্ববচাংসি ব্যাখ্যাতানি।

অস্য ব্যাখ্যা চ শ্রীরামানুজাচার্য্য পাদানাম্ পুরুষঃ—প্রকৃতিজান্ গুণান্ প্রকৃতিসংসর্গোপাধিকান্ সত্ত্বাদি গুণকার্য্যভূতান্ সুখ দুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে অনুভবতি।

প্রকৃতিসংসর্গহেতুম্ আহ –পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতি পরিণামরূপ দেব মনুষ্যাদি যোনিবিশেষেষু স্থিতঃ অয়ং পুরুষঃ তত্তদ্ যোনিপ্রযুক্ত সত্ত্বাদিগুণময়েষু সুখ দুঃখাদিষু সক্তঃ তৎসাধনহেতু ভূতেষু পুণ্যপাপকর্ম্মসু প্রবর্ত্ততে ; ততঃ তৎপুণ্যপাপফলানুভবায় সদসদ্‌যোনিষু সাধ্বসাধুযোনিষু জায়তে। ততশ্চ কর্ম্ম রভতে ততশ্চ জায়তে যাবৎ অমানিত্বাদিকান্ আত্মপ্রাপ্তি সাধনভূতান গুণান্ ন সেবতে, তাবদেব সংসরতি" ইতি। তস্মাদ্ যথোক্তমেব সাধু।

ননু "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" ইত্যস্য কা গতিরিতি চেৎ—তত্রাহুঃ—"এতেন" ইতি এতেন—জীবনিষ্ঠমেব কর্ত্তৃত্বং, গুণত্বং গুণবৃত্তি প্রাচুর্য্যাৎ গুণহেতুকমিতি ব্যাখ্যানেন" ইতি।

সমাধান তদুত্তরে বলিতেছেন-ইত্থমিতি এই প্রকার প্রাকৃত দেহাদির দ্বারা যে কর্ত্তৃত্ব তাহা কিন্তু শুদ্ধ পুরুষ হইতে প্রবৃত্ত হইলেও গৌণবৃত্তি প্রাচুর্য্য হেতু তাহার হেতু রূপে উপচার করা হয়। অর্থাৎ জীব গ্রহণাদি কার্য্যে প্রাণ প্রভৃতিকে প্রবর্ত্তিত করে, প্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে এই প্রকার জীবের কর্ত্তৃত্ব হইলেও গৌণবৃত্তি প্রাচুর্য্য হেতু প্রাকৃত দেহের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অথ গুণবৃত্তি প্রাচুর্য্য হেতু গুণেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—কারণমিতি এই জীবের সদসদ্ যোনিজন্ম-দেব মানবতির্য্যগাদি সাধু অসাধু যোনিতে জন্ম বিষয়ে গুণ সঙ্গই কারণ। শ্রীরামনুজাচার্য্য পাদের ব্যাখ্যা এই প্রকার-পুরুষ প্রকৃতি জাতগুণ সকল অর্থাৎ প্রকৃতি সংসর্গোপাধি সত্ত্বাদিগুণ কার্য্যভূত সুখ দুঃখাদি অনুভব করে।

প্রকৃতি সংসর্গ হেতু বলিতেছেন-পূর্ব্ব প্রকৃতি পরিণাম রূপ দেব মনুষ্যাদি যোনি বিশেষে স্থিত এই পুরুষ সেই সেই যোনি প্রযুক্ত সত্ত্বাদি গুণময়ে সুখ দুঃখাদিতে আসক্ত, তাহার সাধন হেতু—ভূত পুণ্য পাপকর্ম্ম সকলে প্রবর্ত্তিত হয়. তদনন্তর সেই পুণ্য ও পাপের ফল অনুভবের নিমিত্ত সাধু অসাধু যোনি সকলে জাত হয়; তাহার দ্বারা কর্ম্ম করে, পুনরায় জাত হয় যে সময় পর্য্যন্ত অমানিত্বাদি আত্মপ্রাপ্তি সাধন ভূত গুণ সকল সেবন না করে সেই পর্য্যন্ত সংসার দুঃখ ভোগ করে। সুতরা যথোক্ত সিদ্ধান্তই সাধু।

শঙ্কা—যদি বলেন-প্রকৃতির গুণের দ্বারা ক্রিয়মান কার্য্য সকল অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা নিজেকে কর্ত্তা মনে করে' এই বাক্যের কি গতি হইবে?

মৌঢ্যাদ্যুক্তিস্তু পঞ্চাপেক্ষেঽপি স্বৈকাপেক্ষত্বমননাৎ (গী০ ১৮।১৪) নচৈষামাপাত-বিভাতোঽর্থঃ শক্যো নেতুং তত্রত্য মোক্ষসাধনোক্তি বিরোধাৎ। নায়ং হন্তি ন হন্যতে" (কঠ০ ১।২।১৯) ইত্যাদি বাক্যন্তু হন্তি ফলমেব চ্ছেদং প্রতিষেধতি, নিত্যস্যাত্মনস্তদযোগাৎ। ন তু তৎ কর্ত্তৃত্বমসিদ্ধিঃ, তস্য পূর্ব্বং সিদ্ধেঃ।

নন্নু কর্ত্তৃত্বং চেৎ জীবনিষ্ঠং তর্হি তস্মন্তঃ মৌঢ্যোক্তিঃ কথম্ ? কথং বা ? (গীতা ১৮।১৬।) "তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাং ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ ইতি দুর্ধীয়ত্বো-ক্তিশ্চ ? ইতি চেৎ তত্রাহুঃ মৌঢ্যাদ্যুক্তিরিতি। তথাহি শ্রীগতাসু—১৮ ১৪।১৫। অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ। নায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥ ব্যাখ্যাচ—ন্যায্যে শাস্ত্রসিদ্ধে, বিপরীতে শাস্ত্র প্রতিসিদ্ধে বা সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মাণি শরীরে বাচিকে মানসে চ পঞ্চ এতে হেতবো ভবন্তি, কে তে ? ইতাপেক্ষায়ামাহ অধিষ্ঠানং শরীরম্ অধিষ্ঠীয়তে জীবাত্মনা ইতি মহাভূত সংঘাতরূপং শরীরং অধিষ্ঠানম্। তথা কর্ত্তা জীবাত্মা, অস্য জীবাত্মানঃ জ্ঞাতৃত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ, করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধমিতি—বাক্‌পাণিপাদাদি পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং, পৃথগ্‌বিধং কর্ম্ম নিষ্পত্তৌ পৃথগ্‌ব্যাপারম্।

বিবিধাঃ চ পৃথক্‌চেষ্টা—প্রাণাপানাদীনাং নানাবিধাঃ ব্যাপারাঃ দৈবঞ্চ—কর্ম্ম নিষ্পাদকে হেতুপ্রচয়ে দৈবং সর্ব্বাবাধ্যং পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্। কর্ম্ম নিষ্পত্তৌ অন্তর্যামী শ্রীগোবিন্দদেবো মুখ্যহেতু-রিত্যর্থঃ। তস্মাৎ মুখ্য গৌণ কর্ত্তাত্বাপেক্ষয়া অহমেব কর্ত্তা ইতি মননং মূঢ়ত্বমেব।

সমাধান—তত্ত্তরে বলিতেছেন-এতেনেতি। এতদ্দ্বারা গুণই কর্ত্তা এই প্রকার বাক্য সকলও ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব জীবনিষ্ঠই, গুণত্ব গুণবৃত্তি প্রাচুর্য্য হেতু কার্য্য সকলকে গুণ হেতুক বলা হইয়াছে' এই প্রকার ব্যাখ্যানের দ্বারা

শঙ্কা—যদি বলেন—

কর্ত্তৃত্ব যদি জীব নিষ্ঠ হইল তাহা হইলে 'নিজেকে কর্ত্তা মনন কারী জীবের মূঢ়তাই' এই উক্তি কি প্রকারে হইল ? কি প্রকারেই বা যে মানব এইরূপ কারণ পঞ্চকের দ্বারা নিষ্পাদ্যমান কার্য্য সকলে অবিবেক বশতঃ কেবল শুদ্ধ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সেই দুর্ম্মতি আমাকে দেখিতে পায় না' ইত্যাদি দুর্ব্বুদ্ধিত্ব বলিয়াছেন ?

সমাধান—তত্ত্তরে বলিতেছেন-মৌঢ্যাদিতি। শ্রীগীতায় যে মূঢ়াদি উক্তি আছে তাহা পঞ্চ প্রকার কারণকে উপেক্ষা করিয়া নিজের একাকীর অপেক্ষা মনে করা। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-অধিষ্ঠান শরীর কর্ত্তা জীব করণ ইন্দ্রিয় তাহাদের চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচটি ন্যায় অন্যায় যাহা কিছু কার্য্য শরীর বাক্য ও মনের দ্বারা মানব আরম্ভ করে তাহাদের হেতু অর্থাৎ ন্যায্য শাস্ত্র

নম্নু এতৎ স্থূলশরীরাশ্রয়কর্ত্তৃত্বং মোক্ষে জীবস্য ন স্যাৎ, তদা তস্য দেহেন্দ্রিয়াণামভাবাদিতি চেৎ ন, তদা মোক্ষাবস্থায়াম্ জীবস্য সঙ্কল্পসিদ্ধানাং দিব্যানামিন্দ্রিয়াদীনাং বিদ্যামানমত্বাৎ। অথ এষাং গুণকর্ত্তৃত্ববাক্যানাং আপাতবিভাতোঽর্থঃ, গুণকর্ত্তৃত্বরূপোঽর্থঃ গ্রহীতুং ন শক্যঃ, কুতঃ? তত্রাহুঃ —নচেতি তত্রত্য শ্রীগীতাস্তর্ব্বর্ত্তি মোক্ষ সাধনবচনাসঙ্গতেরিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু —১৮।৫৫. ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ তথাহি শ্রীগীতাসু—১৮ ৬৫ ৬৬ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যমি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ইত্যেবমাদীনি বোদ্ধ্যানি

এতেষু বাক্যেষু শ্রী ভগবদ্ধ্যান কর্ত্তৃজীবস্য মুক্তিরুক্তা, গুণানাং কর্ত্তৃত্বেতু জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবত্বাৎ মুক্তিকথনমসঙ্গতং স্যাদিত্যর্থঃ।

সিদ্ধ, বিপরীত, অশাস্ত্রীয় শারীরিক বাচিক ও মানসিক কার্য্য সকলে এই পাঁচটি হেতু হয়, তাহারা কে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-অধিষ্টান শরীর জীবাত্মা যাহাতে অধিষ্ঠিত থাকে সেই মহাভূত সংঘাত রূপ শরীরই অধিষ্ঠান।

এবং কর্ত্তা জীবত্মা, এই জীবত্মা জ্ঞাতা ও কর্ত্তা, করণ বাক্ পাণি পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পৃথগ্-কর্ম্ম নিষ্পত্তি বিষয়ে পৃথক ব্যাপার বা চেষ্টা বিবিধ প্রাণাপানাদি বায়ুগণের নানা প্রকার চেষ্টা। দৈব-কর্ম্মনিষ্পাদ হেতু সকলের মধ্যে দৈব সকলের অবাধ্য পরব্রহ্ম পঞ্চম হেতু কর্ম্ম নিষ্পত্তি বিষয়ে অন্তর্য্যামী শ্রীগোবিন্দদেব মুখ্য হেতু ইহাই অর্থ।

সুতরাং মুখ্য ও গৌণ কর্ত্তাকে উপেক্ষা করিয়া আমিই কর্ত্তা' এই প্রকার মনে করা মূঢ়তা। যদি বলেন-এই কর্ত্তৃত্ব জীবের স্থূল শরীরকে অশ্রয় করিয়া হয়, মোক্ষে কর্ত্তৃত্ব থাকে না, মোক্ষদশায় দেহেন্দ্রিয়াদির অভাব থাকে? তদুত্তরে বলিতেছেন-না তাহা নহে, মোক্ষাবস্থায় জীবের সঙ্কল্পসিদ্ধ দিব্য ইন্দ্রিয় সকল বিদ্যমান আছে। এই গুণ কর্ত্তৃত্ববাদি বাক্য সকলের ব্যবহার মাত্র অর্থ, গুণই কর্ত্তা এই অর্থ গ্রহণ করা যাইবে না, কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন-নচেতি। গুণ কর্ত্তৃত্ব বাদি বাক্য সকলের আপাতঃ প্রতিভাত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না, সেই স্থলের মোক্ষ সাধনোক্তি বিরোধ হইবে।

অর্থাৎ শ্রীগীতাশাস্ত্র নিরূপিত মোক্ষ সাধন বচন সকলের অসঙ্গতি হইবে ইহাই অর্থ শ্রীগীতার মোক্ষ সাধন বাক্য সাধক একমাত্র ভক্তির দ্বারা আমাকে স্বরূপতঃ গুণতঃ ও বিভূতিতঃ যে প্রকার তাহ জানে এই আমাকে জানিয়া আমার বৈকুণ্ঠাদি ধামে প্রবেশ করে। হে পার্থ! তুমি আমাকে মনন কর, আমার ভক্ত হও আমার যজনাকর, এবং আমাকে নমস্কার কর, আমি সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে হেতু তুমি আমার পরম প্রিয় আমাকেই লাভ করিবে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম

এবঞ্চ ভাগবতানাং যদিহামুত্র চ তদর্চ্চনাদি কর্ত্তৃত্বং তন্নির্গুণমেব, পূর্ব্বত্র গুণান্ বিমর্দ্য চিচ্ছক্তিবৃত্তে র্ভক্তেঃ প্রাধান্যাৎ। পরত্র কৈবল্যাৎ। এতদভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীভগবতা

নম্বু তথাত্বে "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যাদিবাক্যানাং কা গতি রিতি চেৎ ? তত্রাহুঃ—ইত্যাদি ইতি। নায়মিত্যাদিবাক্যং তু 'হন্তি' ক্রিয়ায়াঃ ফলং যৎ ছেদনং তং প্রতিষেধতি, নিত্যস্য আত্মনঃ ছেদাসম্ভবাৎ কিঞ্চ নায়ং" ইত্যাদিনা ন তু জীবস্য কর্তৃত্বং অসিদ্ধিঃ তস্য কর্ম্মণঃ তেনৈব তৎ সিদ্ধেরিতি। তথাচ "নঞ্ প্রয়োগেঽপি কর্তৃত্বাদি" (হ০ না ব্যা০ ৪।১৪) ইত্যাদৌ হননাভাব ক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং জীবস্যসিদ্ধমিত্যর্থঃ তস্মাৎ তস্য পূর্ব্বং সিদ্ধেরিত্যর্থঃ।

অথ গুণাভাবেঽপি জীবস্য কর্তৃত্বং বিদ্যতে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—এবঞ্চ" ইত্যাদি। এবঞ্চ ভাগবতানাং—ঐকান্তিক ভক্তানাং ইহ-ইহলোকে পৃথিব্যাং, অমুত্র শ্রীভগবল্লোকে চ তদর্চ্চনা শ্রীভগবদর্চ্চনা তস্যাঃ কর্তৃত্বং জীবস্য এব ন তু গুণাদীনাম্, ন বা জড় প্রধানস্য। তদর্চ্চনরূপকর্তৃত্বং তু নির্গুণমেব কুতঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—পূর্ব্বত্র সাধনাবস্থায়াং গুণান্ বিমর্দ্য কর্তৃত্বং বিরাজতে, তত্র চিচ্ছক্তিবৃত্তেঃ ভক্তেঃ প্রাধান্যাৎ, তথাচ ভক্তঃ সাধনাবস্থায়ামপি সর্ব্বান্ গুণান্ পরিত্যজ্য শ্রীভগবন্তং ভক্ত্যা আরাধয়তি। চিচ্ছক্তিবৃত্তেরিতি—

পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না, ইত্যাদি মোক্ষ সাধন বাক্য। এই বাক্য সকলে শ্রীভগবানের ধ্যান কর্ত্তা জীবের মুক্তি বলিয়াছেন, যদি গুণই কর্ত্তা হয় তাহা হইলে জীবের কর্তৃত্বের অভাব হেতু মুক্তি কথন সর্ব্বথা অসঙ্গত হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন জীব কর্ত্তা হইলে 'জীব হনন করে না, হত হয় না'ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে ?

সমাধান - তদুত্তরে বলিতেছেন-হনন করে না হত হয় না ইত্যাদি বাক্য হননের ফল ছেদন ক্রিয়াই নিষেধ করিতেছে, কারণ আত্মা নিত্য ছেদনের যোগ্য নহে। কিন্তু জীবের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ নহে, তাহার পূর্ব্বে সিদ্ধ হেতু। অর্থাৎ 'নায়ং' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হইতেছে না সেই কর্ম্মের তাহার দ্বারাই সিদ্ধ হয়, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে আছে-নঞ্ প্রয়োগেও কর্তৃত্বাদি প্রয়োগ হয়' সুতরাং হননাভাব ক্রিয়ার কর্তৃত্ব জীবের সিদ্ধ হইল অতএব তাহা পূর্ব্ব সিদ্ধ হইল। অনন্তর গুণাভাবেও জীবে কর্তৃত্ব বিদ্যমান আছে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-এবমিতি। এই প্রকার শ্রীভাগবতগণের ইহলোকে ও পরলোকে যে শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি কর্তৃত্ব তাহা সম্পূর্ণ নির্গুণই, পূর্ব্বত্র গুণ সকলকে বিমর্দিত করিয়া চিচ্ছক্তির বৃত্তি ভক্তির প্রধান্য হেতু কর্তৃত্ব, পরত্র কৈবল্য হেতু কর্তৃত্ব।

"সাত্তিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ (শ্রীভা- ১১।২৫।২৬) ইতি।

তথাচ—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—১৪২, অনু (৬৫ পৃ০) "তত এবং গম্যতে - তস্য পরমানন্দৈক রূপস্য স্ব-পরানন্দনী স্বরূপশক্তি র্যা হ্লাদিনী নাম্নী বর্ত্ততে, প্রকাশবস্তুনঃ স্বপর প্রকাশন—শক্তিবৎ তৎ পরমবৃত্তিরূপা এব এষা। তাঞ্চ ভগবান্ স্ববৃন্দে নিক্ষিপন্নেব নিত্যং বর্ত্ততে, তৎসম্বন্ধেন চ স্বয়মতি তরাং প্রীণাতীতি" ইতি।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ - ১।১।১১, অন্যাভিলাষিতা শূন্যম্" ইত্যস্য টীকায়াম্ শ্রীমদাচার্যপ্রভুপাদাঃ—শ্রীভগবতঃস্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপমতোঽপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তি তাদাত্ম্যেন এব তত্র তত্রাবির্ভূতমিতি জ্ঞেয়ম্"। কিঞ্চ তত্রৈব ভাবভক্তিলহর্য্যাং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ইত্যস্য টীকায়াম্—অত্র শুদ্ধসত্ত্বং নাম ভগবতঃ স্ব প্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সম্বিদাখ্যা বৃত্তিঃ, ন তু মায়াবৃত্তি বিশেষঃ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষত্বং নাম চাত্র যা স্বরূপ শক্তিবৃত্ত্যন্তরলক্ষণা,— হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নোগুণবর্জ্জিতে॥

অর্থাৎ ভাগবত ঐকান্তিক ভক্তগণের ইহলোকে পৃথিবীতে, অমুত্র শ্রীভগবল্লোকে শ্রীভগবানের অর্চ্চনার কর্ত্তৃত্ব জীবের সিদ্ধ হয়, কিন্তু গুণাদির নহে, অথবা জড় প্রধানের নহে। শ্রীভগবানের অর্চ্চনা রূপ কর্ত্তৃত্ব নির্গুণই, কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন-পুর্ব্বত্র সাধনাবস্থায় গুণ সকলকে বিমর্দিত করিয় সাধকের কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় চিচ্ছক্তির বৃত্তি শ্রীভক্তির প্রধান্য হেতু অর্থাৎ ভক্ত সাধনদশাতেও গুণ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকে ভক্তির দ্বারা আরাধনা করে। শ্রীভক্তি চিচ্ছক্তির বৃত্তি এই বিষয়ে শ্রীভক্তি সন্দর্ভে বর্ণিত আছে-অতএব এই প্রকার বোধ হইতেছে-সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবের স্ব নিজও অপর ভক্ত গণকে অনন্দদায়িনীস্বরূপ শক্তি যে হ্লাদিনী নামে বিদ্যমান আছে প্রকাশ বস্তুর স্বপর প্রকাশন শক্তির সমান পরম বৃত্তি স্বরূপা এই ভক্তিকে শ্রীভগবান নিজ ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিত্য বর্ত্তমান আছেন এবং ভক্তি সম্বন্ধ হেতু ভক্তগণের প্রতি সাতিশয় প্রীতি যুক্ত হয়েন।

শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুর 'অন্য অভিলাসিতা শূন্য' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন-এই ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি বৃত্তিরূপা, অতএব অপ্রাকৃত হইলও কায়াদি বৃত্তি তাদাত্ম্য দ্বারাই সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হয় জানিতে হইবে। অপর ভাবভক্তি লহরীর 'শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা' শ্লোকের টীকায়-এইস্থলে শুদ্ধসত্ত্ব নামে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশিত স্বরূপ শক্তির সম্বিদাখ্যা বৃত্তি, কিন্তু মায়াবৃত্তি বিশেষ নহে

ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ (১।১২ ৬৮) হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তিস্তদীয় সারবৃত্তি সমবেত তৎ সারাংশত্বমেবেত্যবগন্তব্যম্ অস্যাপ্রকৃতত্বম্, তাদৃশশুদ্ধসত্ত্ববিশেষ সাররূপত্বঞ্চ মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কার কত্বাৎ শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ" ইতি। শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে চ—১'৩৮ হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎসাররূপা ইতি"। পুনশ্চ—তত্রৈব—৪০ অনু—তথাচ হ্লাদসংবিদোঃ সমবেতয়োঃ সারো ভক্তিরিতি সিদ্ধ্যতি" তৎ সারত্বং চ তন্নিত্যপরিকরাশ্রয়ক—তদানুকূল্যাভিলাষবিশেষঃ" অত্র টীকা চ অভিলাষবিশেষ ইতি কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা শূন্যা কৃষ্ণমাত্র তৃষ্ণেত্যর্থঃ, ধর্ম্মভূত জ্ঞানোদ্ভূতয়া তাদৃশ্যা তৃষ্ণয়া সহ "ক্ষীর নীর" ন্যায়েন একীভূতস্তদানুকূল্যাংশো ভক্তিরিতি যাবৎ" ইতি

তস্মাৎ স্বয়ংভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপশক্তি ভূতা হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎসাররূপা ভক্তিঃ, ইহজগতি শ্রীভগবদর্চ্চনাদৌ তস্যাঃ প্রাধান্যাৎ সুতরামেব নিগুর্ণত্বং শ্রীভাগবতানাম্, নিগুর্ণত্বন্ত তথাহি শ্রীগীতাসু—১৪।২৬ "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ অপিচ শ্রীভাগবতে ৩ ২৯ ১১, মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতির বিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুর্ণস্য হ্যুদাহৃতম্॥ ইতি। পরত্রেতি—

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষত্ব নামে যে স্বরূপ শক্তি বৃত্তির মধ্য বর্ত্তী লক্ষণা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে হে সর্ব্বাধার! সকল পদার্থের আশ্রয় স্বরূপ আপনাতে হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি বিদ্যমান আছে, কিন্তু প্রাকৃত গুণ রহিত আপনাতে হ্লাদপ্রদা দুঃখদাত্রী ও মিশ্রা এই প্রাকৃতগুণ নাই' এই বাক্যানুসারে হ্লাদিনী নামে যে মহাশক্তি আছে তদীয় সারবৃত্তি সমবেত তাহার সারাংশরূপে অবগত হওয়া উচিত এই ভক্তির অপ্রাকৃতত্বও তাদৃশ শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষ সার রূপতা মোক্ষসুখের ও তিরস্কারিণী হেতু, এবং ভক্ত সমীপে শ্রীভগবানেরও প্রকাশকতা হেতু, ও পরমানন্দকরত্ব হেতু জানিতে হইবে।

শ্রীসিদ্ধান্ত রত্নে বর্ণিত আছে-ভক্তি হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎসার রূপা, পুনঃ হ্লাদও সম্বিদের সংযোগে সার বস্তুই ভক্তি ইহা সিদ্ধ হইল সেই সারতা শ্রীভগবানের নিত্য পরিকরাশ্রয়ক তাঁহার আনুকূল্য অভিলাষ বিশেষ।

টীকা—অভিলাষ বিশেষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য তৃষ্ণা শূন্য, শ্রীকৃষ্ণ মাত্র তৃষ্ণা ইহাই অর্থ, ভক্তি ধর্ম্মভূত জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভূত হেতু তাদৃশ তৃষ্ণার সহিত 'ক্ষীরনীর' ন্যায়ের দ্বারা একীভূত শ্রীকৃষ্ণানু কূল্যা ভক্তি ইহাই সারার্থ। অতএব স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ শক্তিভূতা হ্লাদিনী সার সমবেত সম্বিৎসার ভক্তি, এই জগতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদিতে তাহার প্রাধান্য হেতু নিশ্চিতরূপে শ্রীভাগবতগণের নিগুর্ণত্ব সিদ্ধ হইল।

ভক্তগণে নিগুর্ণতা শ্রীগীতায় নিরূপণ করিতেছেন-যে সাধক আমাকে অব্যভিচার ভক্তি যোগের দ্বারা সেবা করে সেই সাধক সমস্ত প্রাকৃত গুণ অতিক্রম করিয়া আমার অনুভবের যোগ্য হয়।

ভোক্তৃত্বন্তু শুদ্ধস্য পুংসঃ।"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" (গী০ ১৩।২০) ইত্যাদি স্মৃতেঃ। গুণসঙ্গেনাপি ভবতস্তস্য সম্বেদন রূপত্বাৎ, চিদ্রূপ পুংপ্রাধান্যং ন তু গুণপ্রাধান্যং তত্ত্বেন তদ্বিরোধিত্বাৎ। স্বরূপসম্বেদন সুখাদৌ তু সুসিদ্ধং তৎ। স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বাদিতি।

শ্রীবৈকুণ্ঠাদৌ তত্রতু সুতরাং গুণসম্বন্ধরাহিত্যামিতি কেবল ভক্তি সম্বন্ধাৎ। তস্মাৎ জীব এব কর্ত্তা ন তু গুণাঃ।

অথ শ্রীভগবদভক্তানাং যৎ কার্য্যং তত্তু নির্গুণমেব ইতি শ্রীভগবদ্বচনেন প্রতিপাদয়ন্তি—এতদিতি। সাত্ত্বিকঃ" ইতি সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী, অসঙ্গী সর্ব্ববিধফলাভিসিদ্ধি রহিতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ, রাগান্ধঃ—অতিশয়াসক্তঃ কর্ত্তা রাজসঃ স্মৃতঃ, স্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ত্তা তামসঃ, তথা মদপাশ্রয়ঃ মদেকশরণঃ কর্ত্তা তু নির্গুণ এব। অত্র টীকা চ শ্রীস্বামিচরণানাম্—কারকঃ কর্ত্তা, অসঙ্গী অনাসক্তঃ রাগান্ধোঽত্যভিনিবেশবান্ স্মৃতিবিভ্রষ্টোঽনুসন্ধান শূন্যঃ, মদপাশ্রয়ো মদেকশরণঃ, স হি নিরহঙ্কারত্বাৎ নির্গুণঃ" ইতি। অত্র চ শ্রীশ্রীনাথচক্রবর্ত্তিচরণাঃ—কৈবল্যং জ্ঞানং সাত্ত্বিকং মন্নিষ্ঠং জ্ঞানন্তু নির্গুণম্। এবং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ মদপাশ্রয়ো নির্গুণঃ মৎসেবাস্তু নির্গুণাম্, মদপাশ্রয়ং সুখং নির্গুণ মিত্যাদিনা স্বাশ্রয়স্য নৈর্গুণ্যমুক্ত্বা ভক্তিযোগ এব কার্য্যঃ নান্যঃ' ইতি।

অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—আমার গুণ শ্রবণ মাত্রই সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে গঙ্গা ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন মনের যে গতি তাহাকে নির্গুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। পরত্র অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামে তথায় সুতরাং গুণসম্বন্ধের অভাব, যে হেতু কেবল ভক্তি সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। অনন্তর শ্রীভগবদ্ভক্তগণের যে কার্য্য তাহা নির্গুণই ইহা শ্রীভগবদ্বাক্য দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন-এতদিতি। এই অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান বলিয়াছেন-সাত্ত্বিক কর্ত্তা অসঙ্গী, সর্ব্ববিধ ফলাভিসন্ধি রহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ অতিশয় আসক্ত কর্ত্তা রাজস জানিবে, স্মৃতি বিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস, তথা মদপাশ্রয় আমার একান্ত শরণাগত কর্ত্তা কিন্তু নির্গুণই।

এই শ্লোকের শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা-কারক কর্ত্তা, অসঙ্গী অনাসক্ত, রাগান্ধ অভিনিবেশ যুক্ত, স্মৃতি বিভ্রষ্ট অনুসন্ধান শূন্য, মদপাশ্রয় মদেক শরণ, সে নিরহঙ্কার হেতু নির্গুণ। পুনঃ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তি পাদের টীকা কৈবল্য জ্ঞান সাত্ত্বিক আমাবিষয়কনিষ্ঠ জ্ঞান নির্গুণ, এবং আমার নিকেতন নির্গুণ, আমার আশ্রয় নির্গুণ আমার সেবাও নির্গুণ, আমার আশ্রয়ে যে সুখ তাহা নির্গুণ ইত্যাদির দ্বারা নিজাশ্রিত ভক্তের নির্গুণতা বর্ণন করিয়া ভক্তি যোগই করিতে হইবে অন্য নহে। অতএব সর্ব্ব বিধ গুণ সম্বন্ধ রহিত শ্রীভগবদ্ভক্তগণের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল ইহাই অর্থ।

এই প্রকার ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মও শুদ্ধ পুরুষেরই হয়, গুণাদির নহে।

অথ ভোক্তৃত্বও শুদ্ধ পুরুষ বা জীবেরই হয়, কিন্তু গুণ সকলের নহে, তাহা শ্রীগীতাবাক্যে

তস্মাদুভয়ং জীবস্যৈব মন্তব্যম্। "এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা (প্রশ্ন. ৪।৯) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। তক্ষদৃষ্টান্তেন কর্ত্তৃত্বং সাতত্যঞ্চ নিরস্তম্ ॥৩৭॥

তস্মাৎ সর্ব্ববিধগুণসম্বন্ধরহিতস্য শ্রীভগবদ্‌ভক্তস্য কর্ত্তৃত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। অথ ভোক্তৃত্বমপি শুদ্ধস্য পুংসঃ জীবস্য ইতি, ন তু গুণানামিতি শ্রীগীতাবাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—পুরুষঃ" ইতি। পুরুষঃ জীবঃ স্বকর্ম্মফলানুরূপ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। সুখদুঃখান্যতরানুভবো হি ভোগঃ। অত্র গীতাভূষণভাষ্যম্—স্ব সংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিং পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি, তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরিণমমানা তত্তৎ দেহাদীনাং স্রষ্ট্রীতি, প্রকৃত্যর্পিতানাং সুখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুঃ তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তা ইত্যর্থঃ" ইতি।

নন্বু জীবস্য যৎ কর্ত্তৃত্বং তত্তু গুণ সম্বন্ধেন বোধ্যম্ নতু স্বতঃ' ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—গুণঃ ইতি। তস্য জীবস্য গুণসঙ্গেনাপি ভবতঃ বর্ত্তমানস্য ভোক্তৃত্বস্য সংবেদনরূপানুভূতিস্বরূপত্বাৎ, তৎ সম্বেদনস্য চিদ্রূপ পুরুষপ্রাধান্যত্বাৎ, তস্যৈব কর্ত্তৃত্বং, ন তু গুণস্য। অতঃ সম্বেদনে পুংপ্রাধান্যম্ ন তু গুণ প্রাধান্যমিতি। কুতঃ? তত্ত্বেন' ইতি। তত্ত্বেন সংবেদনরূপত্বেন গুণবিরোধিত্বাদিত্যর্থঃ স্বরূপমিতি—স্পষ্টম্।

সঙ্গতিঃ অথ কর্ত্রাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি উভয়ং কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বঞ্চ জীবস্য এব ন তু গুণানামিতি সিদ্ধম্ অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং শ্রুতিসংবাদেন দ্রঢয়ন্তি এষ'ইতি। এষ জীব ইত্যর্থঃ

প্রতিপাদন করিতেছেন-পুরুষেতি। পুরুষ জীব স্বকর্ম্মফলানুরূপ সুখ ও দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়াছেন। সুখ ও দুঃখের অন্যতরের যে কোন একটির অনুভবকে ভোগ বলে। এই শ্লোকের শ্রীগীতা ভুষণ ভাষ্য-নিজ সংর্গের দ্বারা সচেতনা প্রকৃতিকে পুরুষ আশ্রয় করে, পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি পুরুষ কর্ম্মানুসারে পরিণত হইয়া জীবের দেব মানবাদি দেহের সৃষ্টি কারিনী, অতএব প্রকৃতির দ্বারা সমর্পিত সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু, তাহাদের ভোগে জীবই কর্ত্তা ইহাই অর্থ।

যদি বলেন-জীবের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা গুণ সম্বন্ধের দ্বারাই বুঝিতে হইবে, কিন্তু স্বাভাবিক নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন-গুণেতি। গুণ সঙ্গের দ্বারা ও ভবত বর্ত্তমান ভোক্তৃত্বের সম্বেদন রূপ হেতু, চিৎস্বরূপ পুরুষ প্রাধান্য, কিন্তু গুণ প্রাধান্য নহে। তত্ত্বতঃ উভয়ের বিরোধ আছে. স্বরূপ সম্বেদন সুখাদি বিষয়ে জীবের কর্ত্তৃত্ব সুসিদ্ধ হইতেছে। যে হেতু স্বয়ং নিজের প্রকাশক। অর্থাৎ সেই জীবের গুণ সঙ্গের দ্বারা ও বর্ত্তমান ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মের সংবেদন রূপ অনুভব স্বরূপ হওয়া হেতু, সেই সম্বেদনের চেতন রূপ পুরুষেরই প্রধানতা হেতু তাহারই কর্ত্তৃত্ব কিন্তু গুণের নহে। অতএব সম্বেদনে পুরুষেরই প্রধানতা গুণের প্রাধান্য নাই, কেন? তাহা বলিতেছেন-তত্ত্বেনেতি। তত্ত্ব দ্বারা সম্বেদন রূপে গুণের বিরোধ হেতু ইহাই অর্থ।

সঙ্গতি—অনন্তর কর্ত্রাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তস্মাদিতি। অতএব উভয়

অথ এতদধিকরণমধিকৃত্য শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াং শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদাঃ—(৬১ পৃ০) তদেবং জ্ঞাতৃত্বে সিদ্ধে কর্ত্তৃত্বমপি তদ্বদেবেতি কর্ত্তৃত্বমাহ ; তচ্চ কর্ত্তৃত্বম্—অচেতনস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ তথা চৈতন্য সামানাধিকরণ্যেনৈব যৎ প্রতীতেঃ—তস্যৈব তদ্ধর্ম্মঃ। ক্বচিত্তু অচেতনস্য যদ্দৃশ্যতে তদপি জীবভাববশাদন্তর্য্যামি সম্বন্ধাচ্চ।

তস্মাচ্চৈতন্যরূপস্য জীবস্যৈব কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মঃ। এতদেব "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ব্র০ সূ০ ২।৩।১৬।৩২) ইত্যারভ্য "সমাধ্যভাবাৎ" (২।৩।১৬।৩৮) ইত্যেতৎ পর্য্যন্তং সূত্রকারেণৈব যোজিতম্। ন চেদং বুদ্ধ্যর্থং। "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" (তৈ০ ২।৫।১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" (বৃ০ ৩।৭।২২) ইত্যন্তর্য্যামি শ্রুতৌ তস্য বিজ্ঞানতয়াতি প্রসিদ্ধেশ্চ। অতএব—তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়" (বৃ০ ২।১।১৭) ইত্যত্র "প্রাণান্ গৃহীত্বা" (বৃ০ ২।১।১৮) ইত্যত্র চ প্রাণগ্রহণ বিজ্ঞানাদানয়োঃ কর্ত্তৃত্বং তস্য লৌহাকর্ষকমণিবৎ কেবলস্যৈব গম্যতে। অন্য গ্রহণাদৌ প্রাণাদিকারণম্, প্রাণাদিগ্রহণাদৌ তু নান্যদস্তীতি।

এদেতৎ শুদ্ধস্যৈব কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মত্বং যোজয়িতুং পুনঃ যথা চ তক্ষোভয়থা" (২।৩।১৬।৩৯) ইতি সূত্রয়িত্বা স চ জীবঃ করণযোগেন স্বশক্ত্যা চ কর্ত্তা ভবতীত্যঙ্গীকৃতম্। তক্ষা যথা তক্ষণে বাস্যাদিকরণেন বাস্যাদিধারণে তু স্বশক্ত্যৈব কর্ত্তা স্যাৎ ইত্যুভয়থা এব কর্ত্তা ভবতি তদ্বদিতি সূত্রার্থঃ।

প্রকার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জীবেরই মানিতে হইবে, গুণের নহে। অনন্তর জীবের কর্ত্তৃত্ব শ্রুতি সম্বাদের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—এষ ইতি। এই জীব দর্শন কর্ত্তা, স্পর্শকর্ত্তা, এবং শ্রবণ কর্ত্তা ইত্যাদি। তক্ষাদৃষ্টান্তের দ্বারা জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্ব ব্যাপকতা নিরস্ত হইল।

অথ এই অধিকরণ—

অবলম্বন করিয়া শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন-এই প্রকার জীবের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইলে সেই প্রকার কর্ত্তৃত্ব, অচেতনের স্বতঃ কর্ত্তৃত্বের অভাব হেতু, তথা তাহা চৈতন্য সামানাধিকরণ্যের দ্বারাই প্রতীতি হওয়া হেতু চেতন জীবেরই সেই ধর্ম্ম। তবে কোন স্থলে যে অচেতনের কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় তাহাও জীব ভাব বশতঃ অন্তর্য্যামী সম্বন্ধ হেতু। অতএব চৈতন্য রূপ জীবের কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হইল। ইহাই, জীব কর্ত্তা শাস্ত্রের প্রয়োজন হেতু' এই প্রকার আরম্ভ করিয়া 'সমাধির অভাব হেতু' এই পর্য্যন্ত সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণই যোজনা করিয়াছেন।

এই কর্ত্তৃতা বুদ্ধির ধর্ম্ম নহে· এই জীবই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ' শ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন। যে বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া, এই অন্তর্য্যামি শ্রুতিতে জীবের বিজ্ঞাতা রূপে অতিশয় প্রসিদ্ধি আছে। অতএব 'এই প্রাণ সকলের বিজ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া' এইস্থলে' প্রাণ

ন চ কর্ত্তৃত্বমাত্রস্য দুঃখাবহত্বমেবেতি বাচ্যম্; কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধিন এব কর্ত্তৃত্বস্য। তদেবং শুদ্ধাৎ প্রবর্ত্তমানমপি তৎসম্বন্ধিকর্ত্তৃত্বং তং শুদ্ধং ন মলিনয়তি চিচ্ছক্তিপ্রাধান্যাৎ। শুদ্ধস্যৈব কর্ত্তৃত্ব শক্তৌ চ যস্যাপি ব্রহ্মণিলয়ঃ তস্য ব্রহ্মানন্দেনাবরণাৎ কর্ম্ম সংযোগাসংযোগাচ্চ কর্ত্তৃত্ব শক্তেরন্তর্ভাব এব ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্; যস্য চ ভগবদ্‌ভক্তিরূপ—চিচ্ছক্ত্যাবিষ্টতা, চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষ পার্ষদেহপ্রাপ্তির্ব্বা তস্য তৎসেবা কর্ত্তৃত্বে তু ন প্রকৃতিপ্রাধান্যম্, পূর্ব্বত্র তামুপমর্দ্দ্য চিচ্ছক্তেঃ প্রাধান্যাৎ অপরত্র কৈবল্যাচ্চ। অতো গুণাতীতমপি কর্ত্তৃত্বমুক্তম্।

তদেতৎ প্রকৃতিমতীতস্যাপি কর্ত্তৃত্বং, তত্রৈব চ ক্লেশহানি পূর্ব্বকং সুখঞ্চ তক্ষদৃষ্টান্তেনৈব সূচিতম্ তক্ষাহি বাস্যাদি যোগং বিনাপি স্বয়ং গৃহে ভোজনপানাদি কর্ত্তৃত্বং ভজতে; ক্লেশহানি পূর্ব্বিকাং—নির্বৃতিঞ্চ ভজতে ইতি। তদেবং ভোক্তৃত্বমপি সিদ্ধম্, তচ্চ প্রকৃতিসন্নিধানেনাপি ভগবৎ সম্বেদনরূপত্বেন জড়াত্মক—প্রকৃতি বিরোধিত্বাৎ ন তৎপ্রাধান্যং ভজতে, কিন্তু চিদাত্মক পুরুষ প্রাধান্যমেব" ইতি। তদেবং জ্ঞাতৃত্বং কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বরূপত্বং ধর্ম্ম জীবস্য এব ন তু প্রধানস্য, ন বা বুদ্ধেরিতি।

জীবঃ কর্ত্তা চ ভোক্তা চ মোক্ষশাস্ত্রবিনির্ণয়াৎ।
গুণানাং ন হি কর্ত্তৃত্বং ইত্যধিকরণস্থিতিঃ ॥৩৯॥

ইতি কর্ত্রাধিকরণং ষোড়শং সমাপ্তম্ ॥১৬॥

প্রাণ সকলকে গ্রহণ করিয়া এই স্থলে প্রাণগ্রহণও বিজ্ঞান গ্রহণের কর্ত্তৃত্ব জীবের লৌহাকর্ষণকারী মণির সমান কেবলেরই বোধ হয়।

অন্য বিষয়াদি গ্রহণে প্রাণাদি কারণ, প্রাণাদি গ্রহণ বিষয়ে কিন্তু অন্য কর্ত্তা নাই জীবই কর্ত্তা এই কর্ত্তৃত্ব শুদ্ধ জীবেরই তাহা যোজনা করিবার নিমিত্ত পুনঃ যেমন তক্ষা উভয় কর্ত্তা এই প্রকার সূত্র করিয়া, সেই জীব চক্ষুরাদি করণ যোগে, এবং নিজ শক্তির দ্বারা কর্ত্তা হয়, ইহা অঙ্গীকার করিয়াছেন। তক্ষা যেমন তক্ষণে কাষ্ঠাদি ছেদন ব্যাপারে বাস্যাদি করণের দ্বারা বাস্যাদি ধারণে নিজ শক্তির দ্বারা কর্ত্তা হয় এই প্রকার উভয় রূপে জীবই কর্ত্তা হয় সেই প্রকার ইহাই সূত্রার্থ। কর্ত্তৃত্ব মাত্রই দুঃখাবহ, এই কথা বলিতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধ যুক্ত কর্ত্তৃত্বই দুখদ। এই প্রকার শুদ্ধ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াও শুদ্ধ সম্বন্ধি কর্ত্তৃত্ব শুদ্ধ জীবকে মলিন করিতে পারে না, চিৎ শক্তির প্রাধান্য হেতু। শুদ্ধেরই কর্ত্তৃত্ব শক্তি হইলে যে ব্রহ্মে লয় হইয়াছে তাহার ব্রহ্মানন্দের দ্বারা আবরণ হেতু কর্ম্ম সংযোগ ও অসংযোগ বশতঃ কর্ত্তৃত্ব শক্তির অন্তর্ভাবই অঙ্গীকার করিতে হইবে। যাহার ভগবদ্ভক্তিরূপ চিচ্ছক্তির দ্বারা ভগবদাবেশতা, অথবা চিৎশক্তি বিশেষ পার্ষদ দেহ লাভ হইয়াছে, তাহার ভগবৎসেবা কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতির প্রধানতা নাই, পূর্ব্বত্র প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া চিৎশক্তির প্রধান্য হেতু কর্ত্তৃত্ব, পরে কেবল ভক্তির প্রাধান্য হেতু কর্ত্তৃত্ব, অতএব গুণাতীতেরও কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল

১৭। পরায়ত্ত্বাধিকরণম্

অথ তত্রৈববিমর্শনান্তরম্। ইদং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং স্বায়ত্বং ? পরায়ত্ত্বং বেতি সংশয়ে "স্বর্গকামো যজেত" (যজু: ২।৫।৫) "তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" "পাপ্মনোৎসৃজেৎ" ইত্যাদি বিধি নিষেধ শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ স্বায়ত্বং তৎ। স্ববুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুঞ্চ শক্তো হি নিষোজ্যো দৃশ্যতে, তত্রাহ –

১৭। পরায়ত্ত্বাধিকরণম্।

অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বে স্থিতে, তৎ তস্য স্বায়ত্বং পরায়ত্বং বা ইতি বিচিকিৎসায়াং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরায়ত্বং সাধয়িতুং পরায়ত্ত্বাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ— অথ পরায়ত্ত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যন্তুকর্ত্রাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমেব, অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্ববিমর্শানন্তরং ইদংবিচার্য্যতে, জীবস্য কর্ত্তৃত্বং কীদৃশম্ ?

সংশয় ঃ—অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্ববিষয়ে সংশয়মবতারয়ন্তি—ইদমিতি। ইদং জীবস্য কর্ত্তৃত্বং স্বায়ত্তম্, জীব কিং স্বতন্ত্রকর্ত্তা ? অথবা পরায়ত্তম্, পরাধীনকর্ত্তা ? ইতি সন্দেহবাক্যম্।

এই প্রকার প্রকৃতির অতীত জীবেরও কর্ত্তৃত্ব, তন্মধ্যে ক্লেশহানি পূর্ব্বক সুখলাভ তক্ষা দৃষ্টান্তের দ্বারা সূচিত করিয়াছেন। তক্ষা যেমন বাস্যাদি যোগ রহিত হইয়া নিজ গৃহে ভোজন পানাদির কর্ত্তা হয়, ক্লেশহানি পূর্ব্বক নিবৃত্তি ও লাভ করে।

এই প্রকার জীবের ভোক্তৃত্বও সিদ্ধ হইল। তাহা প্রকৃতি সন্নিধানের দ্বারাও ভগবৎ সম্বেদন রূপতা বশতঃ, জড়াত্মক প্রকৃতি বিরোধ হেতু প্রকৃতির প্রাধান্য নহে, কিন্তু চিদাত্মক পুরুষ প্রধানতা হয়। এই প্রকার জ্ঞাতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ ধর্ম্ম জীবেরই, কিন্তু প্রধান বা বুদ্ধির নহে। মোক্ষ শাস্ত্র সমূহ কর্ত্তৃক বিনির্ণয় হেতু জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা হয় কিন্তু গুণ সকলের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাই এই অধিকরণের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ॥৩৯॥

এই প্রকার কর্ত্রাধিকরণ ষোড়শ সমাপ্ত ॥১৬॥

১৭। পরায়ত্ত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা

অনন্তর পরায়ত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইলে, সেই কর্ত্তৃত্ব জীবের স্বায়ত্ব নিজের অধীন, অথবা পর য়ত্ব পরের অধীন ? এই জিজ্ঞাসা হইলে জীবের কর্ত্তৃত পরাধীন সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত পরায়ত্ত্বাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয় অথ পরায়ত্ত্বাধিকরণের বিষয় বাক্য কর্ত্রাধিকরণের বিষয়বাক্য সকল বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জীবের কর্ত্তৃত্ববিচারের পর এই কর্ত্তৃত্ব জীবের কি প্রকার ? তাহাবিচার্য্য, ইহাই বিষয়।

সংশয়– জীবের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন-ইদমিতি। জীবের এই

।।ওঁ।। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ।।ওঁ।। ২।৩।১৭।৪০।।

তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ কর্ত্তৃত্বং জীবস্য পরাৎপরেশাদেব হেতোঃ প্রবর্ত্ততে। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্"। (তৈ. আ. ৩।১১।১০) য আত্মনি

পূর্ব্বপক্ষ ঃ এবং সংশয়ে যাতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—"স্বর্গকামোযজেত" ইতি। তস্মাদিতি, পাপ্মানোৎসৃজেৎ" ইতি স্বায়ত্বং জীবস্য তদিতি। তথাচ—কর্ত্তৃত্বং জীবস্য ভবতু, তৎ পুনরীশ্বরাধীনং মাস্তু. বিধিনিষেধ বাক্যবিরোধাৎ, স্ববুদ্ধ্যা" ইতি—অহমিদং করোমি, ইদং ন করোমীতি জীবঃ স্ববুদ্ধ্যা সৎকর্ম্মে প্রবর্ত্তিতুং, অসৎকর্ম্মাৎ নিবর্ত্তিতুং চ সমর্থঃ, ন তু কাষ্ঠ পাষাণতুল্যনিষ্ক্রিয়ঃ, তস্মাৎ জীব এব নিযোজ্যঃ স্বয়ংপ্রেরণযোগ্যঃ ন তু বিধি-নিষেধাদৌ শাস্ত্রেণ প্রেরণযোগ্যঃ। ঈশ্বরায়ত্তে তু বিধিনিষেধ বৈয়র্থ্যাপত্তেরিতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্ত ঃ এবং জীবস্য স্বতঃ কর্ত্তৃত্বে পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পরাৎ" ইতি। তু কিন্তু জীবস্য যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ পরাৎপরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবাৎ হেতোঃ প্রবর্ত্ততে, কুতঃ? তৎ শ্রুতেঃ শ্রুতিষু তথৈব প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। তদিতি স্পষ্টম্। অথ তৎ শ্রুতেঃ ইতি তৈত্তিরীয়ারণ্যকশ্রুতিবাক্যং প্রমাণমাহুঃ—অন্তঃ ইতি। জনানাং—জীবানাং অন্তঃ হৃদি প্রবিষ্টঃ সন্ শাস্তা শাসনকর্ত্তা ইতি।

কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত' জীব কি স্বতন্ত্র কর্ত্তা? অথবা পরায়ত্ত, পরাধীন কর্ত্তা? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন-স্বর্গেতি। স্বর্গ প্রাপ্তিকামনা করিয়া যাগ করিবে। অতএব ব্রাহ্মণ মদ্যপান করিবে না, পাপসকল পরিত্যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি নিষেধ শাস্ত্র বাক্য সামর্থ্য হেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত, অর্থাৎ জীব কর্ত্তা হউক কিন্তু ঈশ্বরের অধীন না হউক, কারণ বিধি নিষেধ বাক্য সকল বিরোধ হইবে। জীব নিজ বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি হইতে সমর্থ হইয়াই স্বয়ং প্রেরক হয় তাহা দেখা যায়, অর্থাৎ আমি ইহা করিব ইহা করিব না, এই প্রকার জীব নিজ বুদ্ধির দ্বারা সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, কিন্তু কাষ্ঠ পাষাণ তুল্য নিষ্ক্রিয় নহে

অতএব জীব নিজেই নিজের প্রেরণ যোগ্য বিধি নিষেধাদি বিষয়ে শাস্ত্রের দ্বারা প্রেরণ যোগ্য নহে। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরায়ত্ত হইলে বিধি নিষেধবাক্য বৃথা হইবে, সুতরাং জীব স্বাধীন কর্ত্তা ইহাই পূর্ব্ব পক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার জীবের স্বতঃ কর্ত্তৃত্বে পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন-পরাদিতি। পর হইতে, অর্থাৎ তু কিন্তু জীবের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা পর হইতে পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবের প্রেরণ হেতু প্রবর্ত্তিত হয়, কি প্রকারে জানা যায়? তাহা শ্রুতি প্রমাণ

তিষ্ঠন্ আত্মানমন্তরো যময়তি" (মাধ্য শত০ ব্রা০ বৃ০ ১৪।৬।৭।৩০) "এষ এব সাধু কর্ম্মকারয়তি" (কৌ০ ব্রা০ ৩।৯) ইত্যাদৌ তথা শ্রবণাৎ ।।৪০।।

তথাচ—সর্ব্বনিয়ামক – সর্ব্বশাসনকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদি প্রবিষ্টঃ সন্ তেষাং পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপকার্য্যেণ প্রবর্ত্তয়তি। অথ বৃহদারণ্যকমাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিবাক্যেন দৃঢ়ীকুর্ব্বন্তি—যঃ" ইতি। যঃ সর্ব্বেশ্বর স্বেতর-সর্ব্বনিয়ামকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, আত্মনি জীবস্য হৃদি তিষ্ঠন্ আত্মানং যময়তি নিয়ময়তি। কিঞ্চ কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্যমপি প্রমাণয়ন্তি—এষ" ইতি। এষ পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ তং মানবং সাধুকর্ম্ম—বেদাদিশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম কারয়তি যং স্বলোকং প্রাপয়িতুমিচ্ছতীতি শেষঃ।

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীধ্রুবঃ—৪।৯।৬ "যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং সঞ্জীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্ব ধাম্না। অন্যাংশ্চ হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বগাদীন্ প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ অপিচ—শ্রীগীতাসু—১৮।৬১, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশোঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ তস্মাৎ জীবস্য যৎ কর্ত্তৃত্ব তৎ পরায়ত্বমেব ন তু স্বায়ত্বমিত্যর্থঃ॥৪০॥

হইতে, শ্রুতিশাস্ত্র সকলে সেই প্রকারই প্রতিপাদন করা হেতু ইহাই অর্থ। সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা চ্ছেদনের নিমিত্ত, জীবের সেই কর্ত্তৃত্ব পরাৎ পরেশ হইতে প্রবর্ত্তিত হয়, কেন? তাহা শ্রুতি সিদ্ধ হেতু। তাহা শ্রুতি, এই নিমিত্ত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন অন্তরিতি। জন বা জীবসকলের অন্তঃহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া শাস্তা শাসন কর্ত্তা হয়েন, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বশাসন কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব জীব সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ কার্য্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত করেন। অতঃপর বৃহদারণ্যক মাধ্যন্দিনীয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—য ইতি। যিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়া আত্ম জীবের অন্তর্য্যামীরূপে জীবকে নিয়মন করেন, অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেব জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া জীবাত্মাকে সংযত করিতেছেন। অপর কৌষিৎকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ বাক্যও প্রমাণিত করিতেছেন—এষ ইতি।

যাহাকে তিনি উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধু সৎকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিসকলে সেই প্রকারই শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ এই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সেই মানবকে সাধু বেদাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, যাহাকে নিজলোক প্রাপ্তি করাইতে ইচ্ছা করেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীধ্রুব বলিলেন-যিনি অখিল শক্তিধর আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজ মহিমার দ্বারা আমার প্রসুপ্তা বাণীকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, এবং অন্য হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বগাদি ইন্দ্রিয় সকলকেও চেতন করিয়াছেন সেই পরম পুরুষ ভগবান আপনাকে নমস্কার করি। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর প্রাণী সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় পরিচালিত করেন। অতএব জীবের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা পরমেশ্বরের অধীন, জীবের অধীন নহে ইহাই অর্থ॥৪০॥

স্যাদেতৎ। পরেশায়ত্তে কর্তৃত্বে বিধিনিষেধ শাস্ত্রবৈয়র্থ্যং স্যাৎ স্বধিয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তিশক্তস্য শাস্ত্রবিনেযোজ্যত্বাদিতি, চেত্তত্রাহ—

।।ওঁ।। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ২।৩।১৭।৪১।।

"তু" শব্দাচ্ছঙ্কা নিরস্যতে। জীবেন কৃতং ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং প্রযত্নমপেক্ষ্য পরেশস্তং কারয়তি,অতো নোক্তদোষাবতারঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মবৈষম্যাদেব বিষমানি ফলানি পর্জ্জন্যবন্নিমিত্তমাত্রঃ

অথ জীবস্য কর্তৃত্বং পরায়ত্তং কথঞ্চিৎ স্বীকৃত্য শঙ্কামবতারয়ন্তি স্যাদেতদিতি। জীবস্য কর্তৃত্বং শ্রীপরেশায়ত্তে "স্বর্গকামো যজেত""তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" ইত্যাদি বিধি নিষেধশাস্ত্রাণাং ব্যর্থতাপত্তেরিতি প্রতিপাদয়ন্নাহুঃ পরেশায়ত্তে" ইতি।

ননু কথং জীবস্য কর্তৃত্বং স্বায়ত্তং ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ স্বধ্যেতি। জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তি নিবৃত্তিশক্তস্য শাস্ত্রবিনিযোজ্যত্বাদিতি। তথাচ—যস্য কর্তৃত্বং বিদ্যতে, তমেব শাস্ত্রাণি অনুশাসন্তি, নতু কর্তৃত্বহীনম্, তথাত্বে তেষাং উন্মত্ততাপত্তেঃ, তস্মাৎ জীব এব কর্তা ইতি। ইত্যেবং শঙ্কায়াং সমুদ্ভূতায়াং সমাধান সূত্রমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—কৃত ইতি। বিহিত—প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ—শাস্ত্রবিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মণাং অবৈয়র্থ্যাৎ সার্থকতারক্ষার্থং, কিন্তু—কৃতপ্রযত্নসাপেক্ষঃ জীবকৃত প্রযত্নানাং সাপেক্ষো ভবতি ; তথাচ—জীবানাং পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মকর্ম্মানুসারেণ শ্রীভগবান্ তান্ প্রবর্ত্তয়তি তানেব অনুশাসয়ন্তি শাস্ত্রাণি ইতি, ন জীবানাং কর্তৃত্বং স্বায়ত্তং, ন বা তেষাং শাস্ত্রাণাং ব্যর্থতাপত্তিরিতি।

অনন্তর জীবের কর্তৃত্ব পরায়ত্ত যৎ সামান্য স্বীকার করিয়া শঙ্কার অবতরারণা করিতেছেন স্যাদিতি। জীব কর্ত্তা হউক' তাহা স্বীকার করিলাম কিন্তু সেই কর্তৃত্ব যদি পরমেশ্বরের অধীন হয় তাহা হইলে বিধি নিষেধ শাস্ত্র ব্যর্থ হইবে, অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব যদি পরেশায়ত্ত হয় তাহা হইলে" স্বর্গ কামনা করি যাগ করিবে, ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিবে না ইত্যাদি বিধি নিষেধ শাস্ত্র সকলের ব্যর্থতাপত্তিদোষ হইবে, তাহা প্রতি পাদন করিলেন-পরেশেতি। যদি বলেন-জীবের কর্তৃত্ব কি প্রকারে নিজের অধীন ? এই অপেক্ষার বলিতেছেন-জীবের নিজবুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমর্থ ব্যক্তিকেই শাস্ত্রবাক্যে কার্য্য করিতে দেখা যায়, অর্থাৎ যাহার কর্তৃত্ব বিদ্যমান আছে শাস্ত্র সকল তাহাকেই অনুশাসন করে, কিন্তু কর্তৃত্ব বিহীন ব্যক্তিকে করে না, শাস্ত্র যদি কর্তৃত্ব বিহীন মানবকে অনুশাসন করে তাহা হইলে তাহার উন্মত্ততা দোষ হইবে, সুতরাং জীবই কর্ত্তা।

এই প্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিলে ভগবান সমাধান সূত্র বলিতেছেন-কৃতেতি বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ অব্যর্থতা হেতু কৃত প্রযত্নসাপেক্ষ হয়,অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকলের অবৈয়র্থ্য

সম্পর্য়তি। যথা সাধারণ স্ববীজোৎপন্নস্য তরুলতাদেঃ পর্জ্জন্যঃ সাধারণো হেতুঃ। নহ্যসতি বারিদে তস্য রসপুষ্পাদি বৈষম্যং সম্ভবেৎ। নাপ্যসতি বীজে। তদেবং তৎকর্ম্মাপেক্ষঃ শুভাশুভান্যর্পয়তীতি স্থিতম্।

নন্বীশ্বরকর্ত্তৃত্বে বিষমতা নির্দ্দয়তাদি দোষাপত্তিরিতি চেৎ? তত্রাহুঃ—জীবেন" ইতি। শেষং প্রকটার্থম্।

সঙ্গতিঃ—অথ পরায়ত্তাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ – তস্মাদিতি। তস্মাজ্জীবঃ প্রয়োজ্য-কর্ত্তা, পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ হেতুকর্ত্তা ইতি। তস্মাৎ শ্রীভগবৎ প্রেরিতো জীবঃ কর্ত্তা ইতি জীবস্য যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ শ্রীপরেশায়ত্তমেব।

নন্বু "এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি" (কৌ° ৩।৮ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ইত্যাদেরীশ্বরকর্ত্তৃত্বে কথং জীবস্য নরকাদিভোগঃ? ইদমত্র

সার্থকতা রক্ষার নিমিত্তই কিন্তু কৃত প্রযত্ন সাপেক্ষ, জীবকৃত প্রযত্ন চেষ্টাসকলের অপেক্ষা হয়। সারার্থ-জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে শ্রীভগবান তাহাদিগকে কর্মে প্রবর্ত্তিত করেন শাস্ত্র সকলও সেই জীবগণকে অনুশাসন করেন, সুতরাং জীবগণের কর্ত্তৃত্ব স্বায়ত্ত নহে, তথা শাস্ত্রসকলেরও ব্যর্থতাপত্তি দোষ হয় না। সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা শঙ্কা নিরসন করিতেছেন। যদি বলেন-ঈশ্বর যদি কর্ত্তা হয় তাহা হইলে বিষমতা নির্দয়তাদি দোষাপত্তি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন জীবেতি। জীব কর্ত্তৃক কৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লক্ষণ প্রযত্নকে অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর তাহাকে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, অতঃ উক্ত দোষের অবতারণা করা বৃথা।

ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিষমতা হেতু বিষম ফল সকল শ্রীভগবান নিমিত্ত মাত্র হইয়া সমর্পণ করেয়, পর্য্যন্ত যেমন, অর্থাৎ যেমন অসাধারণ নিজ বীজ হইতে উৎপন্ন তরুলতাদির পর্য্যন্য বা মেঘ সাধারণ হেতু। পুনঃ মেঘ না থাকিলেও বৃক্ষলতাদির রসও পুষ্প প্রভৃতির বিষমতা হয় না, এবং বীজ না থাকিলেও সেই বৃক্ষলতাদির উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয় না। এই প্রকার জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই শ্রীভগবান শুভাশুভ ফল অর্পণ করেন ইহাই সুসঙ্গত। কর্ত্তা অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহার কর্ত্তৃত্ব নিবারণ করা হয় না। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—বিহিতেতি। আদিপাদের দ্বারা নিগ্রহ অনুগ্রহ বিষমতাদি পরিহারের সঙ্গতি এই সকলের জন্য জীবকৃত প্রযত্নসাপেক্ষ পরমেশ্বরকে স্বীকার করিতে হইবে এই প্রকার অঙ্গীকার করিলে আর বিধি নিষেধ প্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের ব্যর্থতা দোষ হয় না।

সারার্থ এইযে-যদি শ্রীপরেশই জীবগণকে বিধিও নিষেধ কার্য্যে কষ্ঠা পাষাণের ন্যায় নিয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই বিধি নিষেধ বাক্যের প্রমাণিকতার হানি হইবে, অতএব কৃতিমান যাহার

তথাচ কর্ত্তাপি পরপ্রেরিতঃ করোতীতি কর্তৃত্বং ন নিবার্য্যতে।

এবং কুতঃ ? তত্রাহ —বিহিতেতি। আদিনা নিগ্রহানুগ্রহ বৈষম্যাদি পরিহারোপপত্তিগ্রহঃ। এবং হি বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং ন স্যাৎ।

যদি বিধৌ নিষেধে চ পরেশ এব কাষ্ঠলোষ্ট্রতুল্যং জীবং নিযুঞ্জ্যাৎ, তর্হি তস্য বাক্যস্য প্রামাণ্যং হীয়তে, কৃতিমতো নিযোজ্যত্বাৎ। উন্নিনীষয়া সাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনমনুগ্রহঃ। অধোনিনীষয়া অসাধুকর্ম্মণি প্রবর্ত্তনন্তু নিগ্রহঃ। তৌ চৈতৌ জীবস্য তথাত্বে নোপপদ্যেতে। বৈষম্যাদিদোষ পরিহারশ্চ ন স্যাৎ। তস্মাজ্জীবঃ প্রযোজ্যকর্ত্তা, পরেশস্তু হেতুকর্ত্তা, তদনুমতি-

---

সমাধানম্ —এতদীশ্বরনিয়মং ন সর্ব্বসাধারণম্, কিন্তু যস্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কথঞ্চিৎ শ্রীভগবদ্ ভক্তানাং তদ্ধাম্নাং বা দর্শন স্পর্শনাদিনা সঞ্চিত সংসংস্কারযুক্তঃ কিঞ্চ শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রবণাদিনা শ্রীভক্তিধর্ম্মেণ শ্রীগোবিন্দদেবমনুকূলয়ন্ তিষ্ঠতি, তমনুগৃহ্নন্ শ্রীভগবান্ স্বয়মেব স্বপ্রাপ্ত্যুপায়েষু অতিশয় কল্যাণেষু অর্চ্চনাদিকর্ম্মসু রুচিং জনয়তি

তথাচ—ছান্দোগ্যোপনিষদি ৫।১০।৭, "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা" ইতি। শ্রীগীতাসু—১০।৮।১১ অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ

কর্ত্তৃত্ব শক্তি আছে শাস্ত্র তাহাকেই কার্য্যে নিযোগ করে, কর্ম্ম শক্তি হীনকে করে না। এই প্রকার জীব গণকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় সাধু কর্ম্ম সকলে প্রবর্ত্তিত করার নাম অনুগ্রহ। তথা নরকাদি অধোলোকে লইবার ইচ্ছা করিয়া অসাধুকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করার নাম নিগ্রহ। এই প্রকার অনুগ্রহও জীবের কর্ত্তৃত্ব রহিত কাষ্ঠ পাষাণ সদৃশ হইলে উপপত্তি হয় না, এবং শ্রীভগবানের বৈষম্য পক্ষপাতিতাও দয়া হীনতা দোষের পরিহারও হইবে না, অতঃ জীবই কর্ত্তা।

সঙ্গতি—অনন্তর পরায়ত্তাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তস্মাদিতি। অতএব জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কার্য্য করে পরমেশ্বর কিন্তু হেতু কর্ত্তা, প্রেরণা করিয়া কার্য্য করান, শ্রীগোবিন্দদেবের অনুমতি বিনে জীব কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ জীবেপ্রযাজ্য কর্ত্তা পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হেতু কর্ত্তা, এইপ্রকার সকল দোষ হীন হয়। অতএব শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব কর্ত্তা হয় সুতরাং জীবের যে কর্ত্তৃত্ব তাহা শ্রীপরেশের আয়ত্ত বা অধীন।

শঙ্কা—যদি বলেন-শ্রীভগবান এই জীবকে সাধু কর্ম্ম করান "হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর প্রাণিদিগকে নিজমায়া দ্বারা যন্ত্র চালিতের ন্যায় পরিভ্রমণ করাইয়া তাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, কি প্রকারে জীবের নরকাদি ভোগ হয় ?

সমাধান—এই প্রকার শ্রীভগবান কর্ত্তৃক জীব নিয়মন সকলের প্রতি সমান নহে, কিন্তু যে

মন্তরা অসৌ কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি সর্ব্বমবদাতম্ ॥৪১॥

পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ (৯) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (১০ তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্ম-ভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা (১১) অপিচ শ্রীভাগবতে—১০ ৩৮ ৫হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিৎ তরতি কশ্চন। শ্রীমুচুকুন্দঃ—১০'৫১।৫৪, ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে—জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সং সমাগমঃ। সৎ সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

অপিচ শ্রীতৃতীয়স্কন্ধে—২৫।২৫ সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাস্বপবর্গ বর্ত্ম নি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ তস্মাৎ শ্রীভক্তিধর্ম্মে শ্রদ্ধাবন্তং জনং শ্রীভগবান্ সৎকর্ম্মসু প্রেরয়তি। শ্রীভগবৎ প্রেরিতো জীবঃ তৎ কর্ম্ম করোতি ইতি শ্রীভগবৎপ্রিয়াণাং বৈষ্ণবানাং ন স্বতঃ কর্ত্তৃত্বমিত্যর্থঃ।

সাধক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ স্বল্পমাত্র শ্রীভগবদ্ভক্তগণের ও ধামের দর্শনও স্পর্শাদির দ্বারা সঞ্চিত সৎ সংস্কার যুক্ত, অপর শ্রীনাম কীর্ত্তন শ্রবণাদি শ্রীভক্তি ধর্ম্মের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের অনুকূল করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া শ্রীভগবান স্বয়ং নিজ প্রাপ্তির উপায় সাতিশয় কল্যাণপ্রদ অর্চ্চনাদি কর্ম্মে রুচি উৎপন্ন করেন, এইবিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে-যাহারা রমণীয় চরণ সাধুকর্ম্মাচরণশীল তাহারা শীঘ্র ব্রাহ্মণ যোনি ক্ষত্রিয় যোনি প্রভৃতি সাধু শরীর লাভ করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-হে পার্থ! আমি সকলের উৎপত্তি স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়, পণ্ডিতগণ এই মানিয়া দাস্যাদি ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে, সেই ভক্তগণ মচ্চিত্ত এবং মদ্‌গত প্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার লীলা কথা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত হইবে, ভক্তি যোগ দ্বারা প্রীতি পূর্ব্বক ভজন কারি সর্ব্বদা সংযুক্ত ভক্তগণকে তাদৃশ বুদ্ধি যোগ প্রদান করি যাহার দ্বারা আমার নিকটে আসিতে পারে, সেই একান্ত ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের অজ্ঞান জাত অন্ধকার আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান প্রদীপের দ্বারা বিনাশ করি।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-কালনদী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া কেহ কোন প্রকারে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। শ্রীমুচুকুন্দ বলিয়াছেন-হে অচ্যুত! স্বর্গমর্ত্ত্যাদি ভ্রমণ করিতে করিতে মানবের যখন বৈষ্ণবগণের সহিত সমাগম হয়, যে কালেই সমাগম হয় সেই সময়েই ভক্তগণের পরমগতি পরাবরেশ আপনাতে মতি হয়, আরও-সাধুগণের সৎ প্রসঙ্গ হইতে আমার যশ যুক্ত হৃদয়ও কর্ণরসায়ণ কথা হয়, সেই যশগাথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গবর্ত্ম আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি হয়। অতএব শ্রীভক্তি ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান সাধকজনকে শ্রীভগবান সৎকর্ম্মে প্রেরণ করেন, শ্রীভগবান কর্ত্তৃক প্রেরিত সাধকজীব সেই কার্য্য করে এই প্রকারে শ্রীভগবৎপ্রিয় বৈষ্ণবগণের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাই অর্থ।

যশ্চ শ্রীভগবতঃ অতিমাত্র প্রাতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ সন্ কর্ম্মাদিষু প্রবর্ত্ততে, তং বিনিগৃহ্নন্ স্বপ্রাপ্তিবিরোধিষু রুচিং জনয়তি। তথাহি ছান্দোগ্যোপনিষদি—৫।১০।৭, অথ য ইহ কপূয় চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" ইতি। শ্রীগীতাসুচ—১৬।৬। দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ॥ ইত্যারভ্য—অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্," (১৬।৮) অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতা মামাত্ম পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তো-অভ্যসূয়কাঃ (১৮) ইত্যুক্তা—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ১৯ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (২০) ইত্যুক্তেঃ। তস্মাৎ শ্রীভগবদনুমতিং বিনা জীবঃ কিমপি কার্য্যং কর্ত্তুং ন শক্নোতীতি ভাবঃ॥

কৃষ্ণাধীনং জগৎসর্ব্বং জঙ্গম স্থাবরাত্মকম্।
স কারয়তি কর্ম্মানি তস্মাৎ কর্ত্তা ভবেজ্জীবঃ॥৪১॥

ইতি পরায়ত্তাধিকরণং সপ্তদশং সম্পূর্ণম্॥১৭॥

যে মানব শ্রীভগবানের অতিমাত্র প্রতিকূলতায় অবস্থান করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় তাহাকে নিগ্রহ করিয়া স্বপ্রাপ্তি বিরোধি অধোগতির সাধন কর্ম্মাদিতে রুচি উৎপাদন করেন এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে-যাহারা এই জগতে নিন্দনীয় কর্ম্ম আচরণকারী তাহারা অতিশীঘ্র কুক্কুর যোনি শূকরযোনি অথবা চণ্ডাল যোনি নিন্দনীয় শরীর লাভ করে।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—এই জগতে দৈব ও অসুর এই দুই প্রকারই ভুতসৃষ্টি দেখা যায়, এই প্রকার আরম্ভ করিয়া তাহারা আসুরভাব যুক্ত মানবগণ এই জগৎকে অসত্য অপ্রতিষ্ঠ ও ঈশ্বররহিত মনে করে, তাহারা অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ আশ্রয় করিয়া আমি আমার ইত্যাদি ভাবে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, আমার ও বেদের নিন্দা করে। এই প্রকার বলিয়া-এইরূপ ক্রূরমনা নরাধম আমার বিদ্বেষী অশুভদর্শী মানবগণকে আমি এই সংসারে আসুরী যোনিতে বারম্বর ক্ষেপণ করি, সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোণি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে লাভ না করিয়া তাহা হইতেও অধম বৃক্ষাদি গতি প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীভগবানের অনুমতি বিনা জীব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ইহাই ভাবার্থ। জঙ্গম স্থবরাত্মক এই সম্পূর্ণ জগৎ শ্রীকৃষ্ণের অধীন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কার্য্য করান সুতরাং জীব কর্ত্তা হয়॥৪১॥

এই প্রকার পরায়ত্তাধিকরণ সপ্তদশ সমাপ্ত॥১৭॥

১৮। অংশাধিকরণম্

পূর্ব্বর্থা স্থেয়ে জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমচ্যতে। "দ্বা সুপর্ণা (শ্বে০ ৪।৬) ইত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে। তত্র এক ঈশো দ্বিতীয়স্তু জীব ইতি প্রতীয়তে। ইহ সংশয়ঃ—কিমীশ এব মায়য়া

১৮। অংশাধিকরণম্

অথ জীবস্য কর্ত্তৃত্বং পরায়ত্বে স্থিতে, তস্য স্বরূপং কীদৃশং ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মভিন্নং বা ইতি বিচিকিৎসায়াং তস্য ব্রহ্মাংশত্বং প্রতিপাদয়িতুং অংশাধিকরনমারব্ধঃ" ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ অংশাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—পূর্ব্বার্থঃ" ইতি। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ এবং মুণ্ডকোপনিষদি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডেঽস্তি ; অপিচ—শ্রীভাগবতে –১১।১১।৬, সুবর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ছান্দোগ্যোপনিষদি—৮।১২ ৩ এবমেব এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীবাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইতি। ইত্যাদীনি বাক্যানি শ্রূয়ন্তে" ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ— এবং জীব-ঈশ্বরযোর্নির্ণয়ে ভবতি সংশয়ঃ—কিমিতি। তথাহি কৈবল্যোপনিষদি – ১২. স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব

১৮। অংশাধিকরণের ব্যাখ্যা।

অংশাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন, এই প্রকার জীবের কর্তৃত্ব পরেশায়ত্ত্ব স্থির করা হইলে, সেই জীবের স্বরূপ কি প্রকার ব্রহ্মাত্মক অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই বিচিকিৎসা হইলে সেই জীবের ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদন কারবার নিমিত্ত অংশাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর অংশাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছনে-পূর্ব্বতি। পূর্ব্বের অর্থ স্থির করিবার নিমিত্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব নিরূপণ করিতেন-দুইটি পক্ষী ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে শ্রবণ করা যায়, তন্মধ্যে একটি ঈশ্বর দ্বিতীয়টি জীব প্রতীত হয়। অর্থাৎ সখ্য ভাব যুক্ত দুইটি পক্ষী একটি বৃক্ষে বাস করে, তন্মধ্যে একটি সুস্বাদুপিপ্পল কর্ম্মফল ভোগ করে' অন্য একটি পক্ষী ভোজনাদি না করিয়াও শোভিত হয়। এই প্রকার বাক্য মুণ্ডকেও দেখা যায়। অপর শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে দুইটি চেতন গুণ যুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন পক্ষী একটি বৃক্ষে নীড় করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে বাস করিতেছে, তন্মধ্যে একটি জীব স্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্য ঈশ্বর ভোজনাদি না করিয়াও প্রভূতঃবলশালী হইয়া থাকে।

ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে এই সম্প্রসাদ জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরং জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করা যায় ইহা বিষয় বাক্য

পরিচ্ছিন্নো জীবঃ ? কিম্বা রবেরংশুরিব তদ্ভিন্নঃ, তৎসম্বন্ধাপেক্ষী তস্যাংশ ইতি।

কিং প্রাপ্তম্ ? মায়য়া পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি। "ঘটসম্বৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ। ইত্যথর্ব্বশ্রুতেঃ। এবঞ্চ "তত্ত্বমসি" (ছা. ৬।৮।৭) আদি বাক্যানি অনুগৃহীতানি স্যুঃ। এবং প্রাপ্তে পঠতি—

॥ওঁ॥ অংশো নানা ব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাস কিতবাদিত্ব মধীয়ত একে ॥ওঁ॥ ২।৩।১৮।৪২॥

জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি॥ তস্মাৎ অন্তঃকরণবচ্ছিন্নো ব্রহ্ম এব জীব ইতি। অথ পক্ষান্তরমুদ্‌ভাবয়ন্তি—কিম্বা' ইতি। পক্ষন্ত স্পষ্টম্। ইতি বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—এবং জীবনিরূপণে পক্ষদ্বয়ে সমুদ্‌ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্‌ভাবয়ন্তি— কিমিতি। ঘটসংবৃতমিতি—যথা ঘটসংবৃতং ঘটপরিচ্ছিন্নং আকাশং ঘটে নীয়মানে স্থানান্তরং প্রাপ্যমানে সতি ঘট এব স্থানান্তরং নীয়তে ন আকাশং স্থানান্তরং নীয়তে, জীবঃ তদ্‌বৎ নভোপমঃ, জীবস্য দেহে নাশে সতি ব্রহ্ম এক অবশিষ্যতে শ্রীভাগবতে ১২ ৫ ৫ ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথাপুরা এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ॥

পুনশ্ছান্দোগ্যবাক্যেন জীবেশ্বরয়োরভেদং স্থাপয়ন্তি—এবঞ্চেতি। তত্ত্বমসীতি—তৎ ত্বং অসি" ইতি। তথাচ—বেদান্তসারে—১১৩, (১৬৮ পৃ০) "ইদং তত্ত্বমসি" বাক্যং সম্বন্ধত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং

সংশয়—এই প্রকার জীব ও ঈশ্বরের নির্ণয়ে সংশয় হয়, কিমিতি ঈশ্বরই কি মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীব হইয়াছেন, অর্থাৎ কৈবল্যোপণিষদে বর্ণিত আছে-সেই ব্রহ্মাই মায়ার দ্বারা বিমোহিতাত্মা হইয়া শরীর পরিগ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য করে, এবং স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগের দ্বারা জাগ্রৎকালে পরম তৃপ্তিলাভ করে, অতএব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাই জীব। অতঃপর পক্ষান্তরের উদ্ভাবনা করিতেছেন— কিমিতি। অথবা সূর্য্যের কিরণের ন্যায় তাহা হইতে ভিন্ন তাহার সম্বন্ধাপেক্ষী, তাহার অংশ ? এই প্রকার সংশয় বাক্য

পূর্ব্বপক্ষ—এই রূপ জীবনিরূপণ বিষয়ে দুইটি পক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে পূর্ব্ব পক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন—কিমিতি। কি ফল হইল ? মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই জীব হয়। এই বিষয়ে অথর্ব্বশ্রুতি নিরূপণ করিয়াছেন-ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ঘট স্থানান্তরে স্থাপন করিলে ঘটকেই স্থানান্তরিত করা হয়, আকাশকে নহে, জীব সেই প্রকার আকাশের ন্যায় জানিতে হইবে, অর্থাৎ জীবের দেহ নাশ হইলে ব্রহ্মাই অবশিষ্ট থাকে।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-ঘট নাশ হইলে ঘটাকাশ যেমন পূর্ব্বর ন্যায় আকাশই হয়, এই প্রকার দেহমৃত হইলে জীব পুনরায় ব্রহ্ম হইয়া যায়। পুনঃ ছান্দোগ্য বাক্যের দ্বারা জীবেশ্বরের অভেদ স্থাপন করিতে-

পরেশস্যাংশো জীবঃ, অংশুরিবাংশুমতঃ, তদ্ভিন্নস্তদনুযায়ী, তৎ সম্বন্ধাপেক্ষীত্যর্থঃ। কুতঃ ? নানেতি। "উদ্ভবঃ সম্ভবো দিব্যো দেব একো নারায়ণো মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃশরণং সুহৃৎ পতির্নারায়ণঃ" (সুবাল৹ ৬।৩-৪) ইতি সুবালশ্রুতৌ। "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" (গী৹ ৯।১৮) ইত্যাদি স্মৃতৌ চ। স্রষ্টৃ-সৃজ্যত্ব নিয়ন্তৃ-নিয়ম্যত্বাধারাধেয়ত্ব স্বামি

ভবতি সম্বন্ধত্রয়ং নাম –পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্, পদার্থয়োঃ বিশেষণ বিশেষ্যভাবঃ, প্রত্যত্মপদার্থয়োঃ লক্ষ্যলক্ষণভাবশ্চ ইতি। কিঞ্চ—বৃহদারণ্যক—১ ৪ ১০, "অহং ব্রহ্মাস্মি" মাণ্ডূক্যোপনিষদি চ —২, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি বাক্যানি জীবপরয়োরভেদং স্থাপয়ন্তি।

নন্থ তথাত্বে তয়োর্ভেদপ্রতিপাদক বাক্যানাং কা গতিঃ ? ইতি চেৎ—মায়োপাধিকৃতত্বাৎ তেষাং সিদ্ধেরিতি কথয়ামঃ। তস্মাৎ নাস্তি জীবপরয়োর্ভেদঃ" ইতি পূর্ব্বপক্ষম্।

সিদ্ধান্ত ঃ –ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অংশঃ" ইতি। অংশঃ—জীবঃ ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশ এব, কুতঃ ? নানা ব্যপদেশাৎ, শ্রুতি—পুরাণাদি তেষাং নানা ব্যপদেশাৎ, তথা তস্য একত্বাভিধানাচ্চ, অপিচ অন্যথা দাস কিতবাদিত্বং একে-অথর্ব্ব বেদৈকশাখিনঃ অধিয়তে পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বজীবব্যাপিত্বেন জীবাস্তস্য অংশঃ' ইতি শাস্ত্রেষূদ্ঘুষ্যন্তে। তস্মাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশা এব জীবাঃ।

ছেন এই প্রকার তত্ত্বমসি তুমি সেই হও। এই বিষয়ে বেদান্তসারে বর্ণিত আছে-এই তত্ত্বমসি বাক্য সম্বন্ধ ত্রয়ের দ্বারা অখণ্ডার্থ বোধক হয়, তাহা এই প্রকার-তৎ ও ত্বং পদের সমানাধিকরণ্য, পদার্থের বিশেষণ বিশেষ্যভাব, প্রত্যগাত্মপদার্থের লক্ষ্য লক্ষণ ভাব। অপর বৃহদারণ্যকে আমি ব্রহ্ম হই, মাণ্ডুক্যে এই আত্মা ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্য সকল জীবও ঈশ্বরের অভেদস্থাপন করে। যদি বলেন-তাহা হইলে ভেদ প্রতিপাদক বাক্য সকলের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন-মায়োপাধিকৃত ভেদ হেতু সেই বাক্য সকল সিদ্ধ হইবে, ইহাই বলিব সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের কোন প্রকার ভেদ নাই, অন্যান্য বাক্য সকলও এই প্রকার অভেদ নিরূপকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অংশ ইতি। জীব অংশ, অর্থাৎ ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের অংশ জীব কি প্রকারে ? নানা ব্যপদেশ হেতু শ্রুতি পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহাদের নানা ব্যপদেশ কথন হেতু এবং শ্রী-গোবিন্দদেবের একত্ব বিধান হেতু, আরও অন্যথা দাস কিতবাদিত্ব একে অথর্ব বেদের একশাখাধ্যায়িগণ অধ্যয়ণ করেন, পরব্রহ্মের সকল জীবের ব্যাপিতা হেতু জীব তাঁহার অংশ শাস্ত্র সকলে এই প্রকার উদ্ঘোষণা করেন, অতঃ পরব্রহ্ম শ্রী:গোবিন্দদেবের অংশই জীব। শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ ইহাই বিস্তার করিতেছেন-পরেশেতি পরেশের অংশ জীব অংশুমালী সূর্য্যের কিরণের সমান, তাহা হইতে ভিন্ন, তাহার

দাসত্ব সখা সখিত্ব প্রাপ্য প্রাপ্তৃত্বাদিরূপ নানাসম্বন্ধব্যপদেশাৎ। অন্যথা অন্যয়া চ বিধয়া তদ্ব্যাপ্যতয়া এবং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে, "ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মমে কিতবাঃ" ইতি।

অথ এতদেব বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—পরেশস্যাংশো জীবঃ" ইত্যাদি। অত্র অংশশব্দেন উপসর্জ্জনী ভূতঃ অর্থো গ্রাহ্যঃ তথৈব উপপত্ত্যা ব্যাখ্যানাৎ; তথাহি অমরকোষে—৩।১। ৬০।"অপ্রধানোপসর্জ্জনে" ইতি তদেব বিস্তারয়ন্তি রবেরিতি। তথাচ—সূর্য্যস্য অংশুরিব, সূর্য্যস্য কিরণো যথা সূর্য্যানুযায়ী, তদনুগতঃ তৎসম্বন্ধাপেক্ষী, এবং জীবোঽপি সর্ব্বাংশিনঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য উপসর্জ্জনভূতঃ অংশস্বরূপঃ তৎ সম্বন্ধাপেক্ষী তং সেবকতামপেক্ষতে তৎ দাসঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? কুতস্তৎ সম্বন্ধাপেক্ষী? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—উদ্ভবঃ ইতি।

অত্র সুবালোপনিষৎবাক্যং প্রমাণমাহুঃ—উদ্ভবঃ—উৎপত্তিকরঃ, সম্ভবঃ—প্রলয়করঃ, মাতা পালক পিতা শিক্ষকঃ, ভ্রাতা সহায়ী, নিবাসঃ ধারকঃ, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ মিত্রম্; গতিঃ উপায়োপেয়ভূত শ্রীনারায়ণ এব ইত্যর্থঃ। এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ—গতিরিতি। জীবানাং গত্যাদয়ো- অহমেব ভবামীত্যর্থঃ।

অনুযায়ী, এবং তাহার সম্বন্ধাপেক্ষী ইহাই অর্থ। কেন? কি তাহার সম্বন্ধাপেক্ষী? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-উদ্ভব ইত্যাদি এই বিষয়ে সুবালোপনিষৎ বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন উদ্ভব উৎপত্তিকারক, সম্ভব প্রলয় কর্ত্তা, মাতা পালক পিতা শিক্ষক, ভ্রাতা সাহার্য্যকারী, নিবাস ধারক শরণ রক্ষক, সুহৃৎ মিত্র গতি উপায় ও উপেয় ভূত, এই সকল শ্রীনারায়ণ হয়েন ইহাই অর্থ। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ নিরূপণ করিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন গতিরিতি। জীবগণের গতি প্রভৃতি একমাত্র আমি ইহাই এই অর্থ। এই শ্লোকের শ্রীমধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা-যে স্থানে গমন করে তাহাকে গতি বলে তিনি জীবের কর্ম্ম ফল, ব্রহ্মা, বিশ্বসৃষ্টি কর্ত্তা, ধর্ম্ম মহৎ অব্যক্ত এই সকল মনীষি গণের উত্তমা সাত্ত্বিকী গতি বর্ণন করিয়াছেন, ইত্যাদি মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকার বলিয়াছেন, ভর্ত্তা পোষণ কর্ত্তা সুখপ্রদ সাধনেরই প্রদাতা প্রভু স্বামী এই জীব আমার এইপ্রকার অঙ্গীকার কর্ত্তা সাক্ষী সকল প্রাণিগণের শুভাশুভ দ্রষ্টা নিবাস যাহাতে নিবাস করে ভোগস্থান, শরণ দুঃখ যাহাতে শীর্ণ হয় তিনি, অর্থাৎ শরণাগত জীবের আর্ত্তি সকল হরণ কারী, সুহৃৎ প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়াই উপকার কর্ত্তা ইত্যাদি সকলই শ্রীভগবান, সুতরাং তাঁহার অংশ এই জীব সকল।

অনন্তর শ্রীভগবানের সহিত জীবগণের নানা প্রকার সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন-স্রষ্টৃ ইত্যাদি। স্রষ্টা সৃজ্যত্ব সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃজ্যপদার্থ নিয়ন্তা ও নিয়ম্যত্ব আদেশ কর্ত্তা এবং আদেশপালনকর্ত্তা আধার আধেয়ত্ব স্বামী সেবকত্ব সখা সখিত্ব প্রাপ্য প্রাপ্তৃতা সাধনের দ্বারা জীব তাহাকে প্রাপ্ত করে

নহ্যেতে ব্যাপদেশাঃ স্বরূপাভেদে সম্ভবেয়ুঃ। ন হি স্বয়ং স্বস্য সৃজ্যাদির্ব্ব্যাপ্যো বা। ন বা চৈতন্যঘনস্য দাসাদিভাবঃ। তথা সতি বৈরাগ্যোপদেশ ব্যাকোপাৎ।

নচেশস্য মায়য়া পরিচ্ছেদঃ, তস্য তদবিষয়ত্বাৎ। ন চ টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণখণ্ডবৎ, তচ্ছিন্ন স্তৎখণ্ডোজীবঃ, অচ্ছেদ্যত্বশাস্ত্রবাক্যোপাৎ বিকারাদ্যাপত্তেশ্চ।

অত্র টীকা চ শ্রীমধুসূদন সরস্বতি পাদানাম্—কিঞ্চ গম্যতে ইতি গতিঃ কর্ম্মফলম্, ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ। উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ" ইত্যেবং মন্বাদ্যুক্তম্—মনু০ ১২ ৫০ ভর্ত্তা-পোষ্টা মুখসাধনস্যৈবদাতা। প্রভুঃ স্বামী মদীয়োঽয়মিতি স্বীকর্ত্তা, সাক্ষী সর্ব্ব প্রাণিনাং শুভাশুভদ্রষ্টা নিবসন্তি অস্মিন্ ইতি নিবাসঃ—ভোগস্থানম্, শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্ ইতি শরণং প্রপন্নানামার্ত্তিহৃৎ সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্ উপকারী, ইত্যাদি সর্ব্বমেব শ্রীভগবান্ তস্মাৎ তস্য অংশ এব জীবাঃ, অথ শ্রীভগবতা সহ জীবানাং নানা সম্বন্ধত্বং প্রতিপাদয়ন্তি শ্রুষ্টৃ," ইতি।

অথ সূত্রস্থ "অন্যথ" পদস্য ব্যাখ্যানমাহু—অন্যথা ইতি। তথাচ—আথর্ব্বণিকাঃ তৎ তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য দাসত্বাৎ তদাত্মকমেব, পঠন্তি। ব্রহ্মেতি—ব্রহ্মদাসাঃ, দাশঃ কৈবর্ত্তাঃ, তথাহি—অমরকোষে—বারিবর্গে ১।১০।১৫, "কৈবর্ত্তে দাশ ধীবরো" ইতি। ব্রহ্মদাসাঃ—দাসাঃ ভৃত্যাঃ সেবকা ইতি। তথাহি অমরে শূদ্রবর্গে—২১০।১৭, ভৃত্যে দাসের দাসেয় দাস গোপ্যক চেটকা" ইতি। ব্রহ্মেমে কিতবাঃ কিতবাঃ, কপটিনঃ, দ্যুতজীবিনঃ'

ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার সম্বন্ধের কথা উপদেশ করিয়াছেন। সূত্রে যে অন্যথা পদ আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন অন্যেতি। আথর্ব্বণিকগণ অন্য প্রকারে শ্রীভগবানের ব্যাপ্যতয়া এই জীবকে তদাত্মক রূপে পাঠ করেন অর্থাৎ অথর্ব্ববেদাধ্যয়নকারি ব্রাহ্মণই সেই পর ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের জীব সকল দাস হেতু তদাত্মকরূপে বর্ণন করেন। ব্রহ্মেতি-ব্রহ্মদাশ কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তগণ ব্রহ্ম, অমর কোষে বর্ণিত আছে দাশকে কৈবর্ত্ত ও ধীবর বলে। ব্রহ্মদাস দাস সেবক. সেবকগণ ব্রহ্ম, অমর কোষে দাসের নাম ভৃত্য দাস দাসেয় দাসের গোপ্যক চেটক। ব্রহ্ম কিতব কিতব কপটী, দ্যুতজীবি কপটিগণ ব্রহ্ম, অমর কোষে ধূর্ত্ত অক্ষদেবী কিতবাদি নাম আছে। অর্থাৎ পরব্রহ্মকে কৈবর্ত্ত সেবক কিতবাদি নানা প্রকার ভেদে কীর্ত্তন করেন। সকলেই যদি ব্রহ্ম হয় তাহা হইলে ভেদ বর্ণন দাসাদি বর্ণন করা সঙ্গত হয় না, অতএব শ্রীপরমেশ্বর হইতে জীব গণ ভিন্নই হয়। অনন্তর জীবেশ্বরের অভেদে দোষ হয় তাহা বলিতেছেন—নহীতি এই সকল উপদেশ স্বরূপতঃ অভেদ হইলে সম্ভব হইবে না, অর্থাৎ এই দাসাদি উপদেশ করা স্বরূপাভেদে ব্রহ্মের সহিত জীবগণের অভেদ হইলে সম্ভব হইবে না। জীবেশ্বরে অভেদ হইলে কি দোষ হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-নেতি, চৈতন্য ঘন ব্রহ্মের দাসাদি ভাব হয় না অনন্তর চৈতন্য ঘন পর ব্রহ্মের জীবের সহিত অভেদে দোষান্তর বলিতেছেন—তথেতি। জীবেশ্বরের

তস্মাত্তৎ সৃজ্যত্বাদিসম্বন্ধৈ স্তদভিন্নোজীবঃ, তদুপসর্জনত্বাৎ, তদংশ উচ্যতে। তত্ত্বঞ্চ তস্য তচ্ছক্তিকত্বাৎ সিদ্ধম্। তচ্চ "বিষ্ণুশক্তিঃ" ইত্যাদৌ "ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা" (বি. পু. ৬।৭।৬১) ইতি স্মৃতেঃ।

তথাহি অমরে শূদ্রবর্গে—২।১০ ৪৩, 'ধূর্ত্তোঽক্ষদেবী কিতবোঽক্ষধূর্ত্তো দ্যূতকৃৎসমাঃ" তথাচ পরব্রহ্মণঃ কৈবর্ত্তত্ব-সেবকত্ব কিতবত্বাদয়ো নানা ভেদা অধীয়ন্তে, সর্ব্বেষাং ব্রহ্মত্বে ভেদকথনং দাসাদি কথনং ন সঙ্গচ্ছতে, তস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরাৎ ভিন্না এব জীবাঃ। অথ জীবেশ্বরয়োরভেদে দোষমাহুঃ—ন হীতি। তথাচ—এতে দাসাদিব্যপদেশাঃ স্বরূপাভেদে ব্রহ্মণা সহজীবানামভেদে ন সম্ভবেয়ুঃ। তথাত্বে কোদোষ ইত্যপেক্ষামাহুঃ—ন হীতি।

অথ চৈতন্যঘন পরব্রহ্মণঃ জীবাভেদে দোষান্তরমাহুঃ - তথা" ইতি তথাচ শাস্ত্রাণাং বৈরাগ্যো-পদেশঃ—ছান্দোগ্যে—৩ ১৪।১, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" মুণ্ডকোপনিষদি—১।২।১০, ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥ ইতি। শ্রীগীতাসু—৯ ২১, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" তত্রৈব—৯ ৩৩, অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" কিঞ্চ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে—শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রীগোকর্ণদেবঃ—২২৫।৭৯, দেহেঽস্থিমাংসরুধিরেঽভিমতিং ত্যজ ত্বম্।

অভেদ মানিলে বৈরাগ্য উপদেশ বৃথা হইবে, অর্থাৎ শাস্ত্রের বৈরাগ্য উপদেশ ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে এই সকলই ব্রহ্ম যে হেতু ব্রহ্ম হইতে জন্মাদি হয় অতএব সাধক শান্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবে। মুণ্ডকে বর্ণিত আছে কর্ম্ম মূঢ় মানবগণ ইষ্টা পূর্ত্তকে পরমাশ্রয় মনে করিয়া অন্যকে শ্রেয় মনে করে না, তাহারা স্বর্গলোকে সুকৃতিফল ভোগ করিয়া ইহলোকে হীনতর যোনি প্রাপ্ত করে। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-স্বর্গবাসির পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। পুনঃ হে অর্জ্জুন! অনিত্য ও দুঃখ পূর্ণ এই লোক বা শরীর লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর।

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীগোকর্ণদেব বলিয়াছেন—হে পিতঃ! তুমি অস্থি মাংস রক্তাদিময় দেহে অভিমান পরিত্যাগ কর, স্ত্রী পুত্রাদিতে সর্ব্বদা মমতা ত্যাগকর, এই জগৎ সর্ব্বদা ক্ষণ ভঙ্গুর দেখিয়া বৈরাগ্যে অনুরক্ত এবং ভক্তি নিষ্ঠ হও। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীকপিলদেব বলিলেন হে মাতঃ অনন্তর তাহারা সৎকর্ম্ম ক্ষীণ হইলে দেবতাগণ কর্ত্তৃক সদ্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পুনঃ এই লোকে বিবশ হইয়া পতিত হয়।

অতএব আপনি ভজন করিবার যোগ্য পদাম্বুজ যাঁহার সেই পরমেষ্ঠি শ্রীভগবানকে তদ্গুণ আশ্রয়া ভক্তিদ্বারা সর্ব্বতো ভাবে ভজনা করুন। অতএব শ্রীপরমেশ্বর হইতে জীব সর্ব্বদা ভিন্নই। অন্যথা জীব ও ব্রহ্ম অভেদ হইলে কুৎসিত কৈবর্ত্তাদিবিষয়ে বৈরাগ্য উপদেশ কর্ত্তঃ শাস্ত্র পীড়িত হইবে, অর্থাৎ

চন্দ্রমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টশ্চৈতৎ। একবস্তু একদেশত্বমংশত্বমিত্যপি ন তদতিক্রামতি। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু, ব্রহ্মশক্তির্জীবঃ, ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ, ব্রহ্মাংশো।

জায়া সুতাদিষু সদা মমতাং বিমুঞ্চ।

পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং বৈরাগ্যরাগ রসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ॥ শ্রীভাগবতে— ৩৩২ ২১-২২, ততস্তে ক্ষীণসুকৃতাঃ পুনর্লোকমিমং সতি! পতন্তি বিবশা দেবৈঃ সদ্যো বিভ্রংসিতোদয়াঃ॥

তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্। তদ্‌গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজঃ॥ তস্মাৎ ঈশাৎ জীবো ভিন্ন এব। অন্যথা জীবব্রহ্মাভেদে কুৎসিতেষু কৈবর্ত্তাদিষু বৈরাগ্যমুপদিশৎ শাস্ত্রং পীড়িতং স্যাৎ, যদি বিজ্ঞানঘনং শুদ্ধং ব্রহ্মৈব কৈবর্ত্তাদিরূপং ভবেদিত্যর্থঃ।

অথ পরিচ্ছেদবাদং নিরাকুর্ব্বন্তি—নচেতি। অত্র পরিচ্ছেদবাদিনাময়মাশয়—সমষ্ট্যজ্ঞানোপহিতচৈতন্যঃ—ঈশ্বরঃ। ব্যষ্ট্যজ্ঞানোপহিতচৈতন্যঃ—জীবঃ।

কিঞ্চ—বেদান্তসারে- ৬৭ ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা বিজ্ঞানময়কোশঃ ভবতি। অয়ং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্বাভিমানিত্বেন ইহলোক পরলোকগামী ব্যবহারিকঃ জীব ইত্যুচ্যতে" টীকা চ সুবোধিনী— বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রতি বিম্বিত চিদাত্মনঃ জীবত্বং দর্শয়তি অয়ং কর্ত্তৃত্ব" ইতি। তপ্তায়ঃ পিণ্ডবৎ বুদ্ধ্যারোপিতং চৈতন্যং বস্তুতঃ—অকর্ত্তৃ ভোক্তৃনিত্যানন্দাপরিচ্ছিন্নমক্রিয়মপি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব- সুখিত্ব-দুঃখিত্ব পরিচ্ছিন্নত্ব ক্রিয়াবত্ত্বাদ্যভিমানেন স্বর্গাদিলোকন্তরগামিত্বং ব্যবহারিক জীবতঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ। ইতি। তস্মাৎ মায়য়া পরিচ্ছিন্ন ঈশ এব জীব ইতি।

ইত্যেবং পরিস্ছেদেবাদিনাং মতমপাকুর্ব্বন্তি—নচেতি তস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য তদবিষয়ত্বাৎ মায়ায়াঃ অবিষয়ত্বাৎ, তথাহি শ্রীভাগবতে—১।৭।২৩ ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ ঈশ্বরঃ প্রকৃতেঃ

যদি বিজ্ঞান ঘন শুদ্ধ ব্রহ্মই কৈবর্ত্তাদিরূপ হয় ইহাই অর্থ। অনন্তর পরিচ্ছেদ বাদ নিরাকরণ করিতেছেন নচেতি। পরিচ্ছেদবাদি গণের অভিপ্রায় এই প্রকার সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত ঈশ্বর ব্যষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত জীব। বেদান্তসারে বর্ণিত আছে-এই বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়, এই বিজ্ঞানময় কোশ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব অভিমানের দ্বারা ইহলোক পরলোক গামী ব্যবহারিক জীব হয়, এই অংশের সুবোধিনী টীকা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা প্রতি বিম্বিত চিদাত্মার জীবত্ব দেখাইতেছেন-এই কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি। তপ্তলোহপিণ্ডবৎ বুদ্ধির দ্বারা আরোপিত চৈতন্য বস্তুতঃকর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বিহীন, নিত্যানন্দ অপরিচ্ছিন্ন অক্রিয় হইয়াও কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত ক্রিয়াবত্ব প্রভৃতি অভিমানের দ্বারা স্বর্গাদি লোকান্তর গমনকারিত্ব জীবত্বও লাভ করে। সুতরাং মায়ার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই জীব, এই প্রকার পরিচ্ছিন্নবাদিগণের মত নিরাকরণ করিতেছেন-নচেতি।

ভবতীতি তদুপসৃষ্টত্বং সুঘটম্।

"ঘট" ইত্যাদিবাক্যং তূপাধিহানৌ তয়োঃ সাযুজ্যং ক্রবৎ সঙ্গতম্। "তত্ত্বমসি"

পরঃ মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যেস্থিত আত্মনি॥ অপিচ শ্রীদ্বিতীয়ে—২।৫ ১৩, বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ তস্মাৎ শ্রীভগবতো মায়য়া পরিচ্ছেদো ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ।

অথ প্রকারান্তরেণ শঙ্কামুত্থাপ্য সমাদধন্তি ন চ টঙ্কেতি। টঙ্কঃ পাষাণদারণ অস্ত্রবিশেষঃ। অত্র তথাহি অমরে শূদ্রবর্গে—২ ১০ ৩৪, "টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ" ইতি। তথাচ—বৃহৎপাষাণখণ্ডস্য টঙ্কবিদারণ কশ্চিৎ ক্ষুদ্রখণ্ডো ভবতি; তথা সর্ব্বব্যাপকস্য পরব্রহ্মণঃ মায়য়া কৃতঃ কশ্চিৎ খণ্ডবিশেষো জীব ইতি চেৎ, তথাত্বে অচ্ছেদ্যত্ব শাস্ত্রব্যক্যোপাপত্তিঃ।

অপিচ ব্রহ্মণো বিকারিত্বাপত্তেশ্চ। তস্মাৎ ন পাষাণ খণ্ডবৎ ব্রহ্মখণ্ড জীব ইতি। অথ প্রকরণমস্মিন্নবলম্ব্য শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে—২২ অনুচ্ছেদে—তত্র জীবস্য তাদৃশচিদ্রূপত্বেঽপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যম্, "তদপাশ্রয়াম্" ইতি (ভা০ ১।৭ ৪) "যয়া সম্মোহিতঃ" (ভা০ ১।৭ ৫) ইতি চ দর্শয়তি। যদ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তদ্বৈব তন্মায়া বিষয়তাপন্নমবিদ্যা পরিভুতঞ্চেত্যযুক্তমিতি জীবেশ্বর বিভাগোঽবগতঃ। তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদ বিষয়ত্বাসম্ভবঃ। ইতি।

ঈশ্বরের মায়ার দ্বারা পরিচ্ছেদ বিশেষ জীব নহে, যে হেতু তিনি তাঁহার অবিষয়, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের মায়ার অবিষয় হেতু,এই বিষয় শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীঅর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! আপনি আদি সক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকৃতি পর পুরুষ, আপনি মায়াকে চিৎ শক্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া কৈবল্য স্বরূপ নিজ মহিমাতে অবস্থান করিতেছেন। এবং শ্রীদ্বিতীয়ে বর্ণিত আছে-যেমায়া শ্রীগোবিন্দ দেবের ঈক্ষণ পথে অবস্থান করিতে বিলজ্জিত হয়, সেই মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বুদ্ধিহীন মানবগণ আমি ও আমার এই প্রকার প্রলাপ করে।

অতএব শ্রীভগবানের মায়ার দ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নহে। অনন্তর প্রকারান্তরে আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করিতেছেন-নচেতি যদি বলেন-টঙ্কচ্ছিন্ন পাষাণ খণ্ডের ন্যায় মায়ার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ঈশ্বর খণ্ডজীব, তাহাও বলিতে পারেন না, ঈশ্বরের অচ্ছেদ্যত্ব শাস্ত্র সকল বৃথা হইবে, এবং বিকারত্বাপত্তি দোষ হইবে।

অর্থাৎ টঙ্ক পাষাণ বিদারণ অস্ত্র বিশেষ অমরকোষে টঙ্ক পাষণ দারণ সমশব্দ, যেমন বৃহৎ পাষাণ খণ্ডের টঙ্কের দ্বারা বিদারিত কোন ক্ষুদ্রখণ্ড হয়, সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের মায়ার দ্বারা কৃত কোন খণ্ডবিশেষ জীব, যদি এই প্রকার বলেন, তাহা হইলে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অচ্ছেদ্য বলিয়া সিদ্ধ

(ছা০ ৬।৮।৭) ইত্যেতদপি পরস্ত পূর্ব্বায়ত্তবৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি, পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন ত্বন্যৎ তস্মাদীশাৎ জীবস্যাস্তিভেদঃ। স চ নিয়ন্তৃত্ব-নিয়ম্যত্ব বিভুত্বাণুত্বাদিধর্ম্মকৃতত্বেন প্রত্যক্ষ গোচরত্বান্নান্যথাসিদ্ধঃ ॥৪২॥

অথ স্বসিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়ন্তি—তস্মাদিতি। অপ্রধানোপসর্জ্জনে" ইত্যমরঃ। অত্র শ্রীবিষ্ণু পুরাণ বচনেন জীবস্য শ্রীভগবৎ শক্তিকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—তচ্চেতি। তথা অপরা শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আখ্যা ইতি। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশ এব জীব ইত্যর্থঃ। অথ অংশ শব্দস্য উপসর্জ্জনার্থত্বে প্রয়োগমাহুঃ—চন্দ্রমণ্ডলস্য ইতি।

ননু তথাত্বে "ঘটসংবৃতমাকাশম্" ইত্যস্য "ঘটেভিন্নে যথাকাশঃ" ইত্যস্য চ কোঽর্থঃ? তত্রাহুঃ—ঘটঃ" ইতি তথাচ যত্র জীবস্য সাযুজ্যমুক্তির্ভবেৎ তত্রৈব এতদ্‌বাক্যানাং সঙ্গতিঃ স্যাৎ। তথাচ শ্রীভাগবতে অঘাসুরমোক্ষণে—১০।১২ ৩৮, অঘোঽপি যৎস্পর্শন ধৌত পাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥ কিঞ্চ শ্রীমৎপরমাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—১।২।২৮০ ব্রহ্মণ্যেব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ। কেচিৎ প্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তি তৎসুখে ॥ তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি। সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

করিয়াছেন সেই শাস্ত্র সকলের ব্যর্থতাপত্তি দোষ হইবে অপর ব্রহ্মের বিকারত্বাপত্তি দোষও হইবে, সুতরাং পাষাণ খণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের খণ্ডজীব নহে। অনন্তর এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া শ্রীমদাচার্য্য পাদের শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে-জীব সেই প্রকার চিৎস্বরূপ হইলেও শ্রীপরমেশ্বর হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক হয়, তাঁহার অপাশ্রয়া, যাহার দ্বারা সম্মোহিত ইত্যাদির দ্বারা দেখাইতেছেন। এইরূপ যে একমাত্র চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম মায়ার অশ্রয়তা যুক্ত বিদ্যাময়, সেই ব্রহ্মই তাহার মায়া বিষয়তা যুক্ত অবিদ্যা কর্ত্তৃক পরিভূত এই জীবেশ্বর বিভাগ অযুক্ত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সেই স্থলে যদি উপাধির অবিদ্যা কল্পিতত্ব স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে তাহা বাস্তব বা সত্য হইবে,তাহা হইলে অবিষয় ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বিষয়ত্ব সম্ভব সুতরাং পরিচ্ছেদও হয় না অনন্তর স্বসিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন-তস্মাদিতি অতএব তাঁহার সৃজ্যত্বাদি সম্বন্ধযুক্ত তাহা হইতে ভিন্নজীব, তাঁহার উপসর্জ্জন হেতু তাঁহার অংশ বলাহয়। উপসর্জন অর্থাৎ অপ্রধান, জীবের এই প্রকার তত্ত্ব বা ব্রহ্মের শক্তি হওয়া হেতু সিদ্ধ হয়। এইস্থলে শ্রীবিষ্ণু পুরাণের বাক্যের দ্বারা জীবের শ্রীভগবৎ শক্তিকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—তচ্চেতি। তাহা, শ্রীবিষ্ণুর শক্তি' ইত্যাদি স্থলে অপরা শক্তি ক্ষেত্রজ্ঞা নামে কথিত' ইত্যাদি বলিয়াছেন অথ অংশ শব্দের উপসর্জন বা গৌণ অর্থে প্রয়োগ বলিতেছেন-চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশ শুক্রমণ্ডল' অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলের শতাংশের একঅংশ শুক্রমণ্ডল, তাহা হইতে উপসর্জনীভূত বা অপ্রধান।

যদিবলেন-একটি বস্তুর এক দেশকে বা একটি ভাগকে অংশ বলে তথাপি তাহার উপসর্জ্জত্ব

নন্যু তথাতে তত্ত্বমসি" (ছা০ ৬।৮।৭ ইত্যাদি বাক্যস্য কা গতিরিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তত্ত্বমসীতি। পরস্য-জীবস্য পূর্ব্বায়ত্তঃ পরেশায়ত্তঃ, তথাচ—"তৎ" ইতি পূর্ব্বং পরব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। "ত্বং" ইতি পরং জীবমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তদ্‌ভাবেনোপাদানাৎ পরস্য ত্বং পদার্থস্য জীবস্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তৎপদার্থ পরব্রহ্মাধীনস্থিতি বৃত্তিকত্বং বোধয়তি ন তু ভেদাভাবমিত্যর্থঃ। তত্ত্বমসীতি বাক্যেন নাভেদঃ প্রতিপাদ্য.ত তৎ পদেন পরব্রহ্ম ত্বং পদং জীব-বাচকম্ ॥

অংশাংশিভাব-সম্বন্ধঃ অনয়োরেবনিত্য হি। সেব্য সদা পরং ব্রহ্ম সেবকো জীব এব তু॥ অথ প্রকরণং নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। এবং ভেদপ্রকারঃ প্রতিপাদয়ন্তি স চ ইতি। স চ ভেদঃ শাস্ত্রৈকবেদ্যত্বাৎ ন অন্যথাসিদ্ধঃ লৌকিক জ্ঞানতয়া ন সিদ্ধঃ, কিন্তু শ্রুতিপ্রাণৈকবেদ্যঃ। তস্মাৎ জীবপরয়োঃ সর্ব্বদা ভেদ এব, তত্তু শাস্ত্রপ্রমাণবেদ্যত্বাৎ লৌকিকবিচারাগম্যত্বাৎ অচিন্ত্য এব ইত্যর্থঃ ॥৪২॥

অতিক্রম করিতেছে না। এই বিষয়ে অনুমান প্রকার এই রূপ "জীবো ব্রহ্ম শক্তিঃ ব্রহ্মৈকদেশত্বাৎ শুক্রমণ্ডলবৎ" জীব ব্রহ্মের অংশ হয়, যে হেতু সে ব্রহ্মের উপসৃষ্ট বা গৌণ অংশ ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

শঙ্কা—যদিবলেন জীব যদি ব্রহ্মের অপ্রধান অংশ হয় তাহা হইলে-যেমন ঘটাবৃত আকাশ ঘট নাশ হইলে আকাশই হয় এবং ঘট ভিন্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন আকাশে পরিণত হয়, ইত্যাদি বাক্যের অর্থ কি ?

সমাধান- তদুত্তরে বলিতেছেন-ঘটাবৃতাকাশ ইত্যাদি বাক্য উপাধি নাশ হইলে জীব ও ব্রহ্মের সাযুজ্য মুক্তি লাভ হয় বলিলে সঙ্গত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে জীবের সাযুজ্য মুক্তি হইবে সেই স্থলেই এই বাক্য সকলের সঙ্গতি হইবে।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সাক্ষাৎ অঘাসুরও যাঁহার স্পর্শনে সর্ব্ব পাতক বিধৌত হইয়া অসাধুগণের সুদুর্ল্লভ আত্মসাম্যতালাভ করিয় ছিল। অপর শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভু পাদের শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণের শত্রুগণ প্রায় করিয়া ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, কেহ বা সারূপ্যাভাস লাভ করিয়া সেই সুখেই নিমজ্জিত হয়। শ্রীব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত আছে-প্রকৃতির পরপারে সিদ্ধ লোক আছে, যে স্থানে সিদ্ধগণ ও শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন থাকেন যদিবলেন তাহা হইলে তত্ত্বমসি 'ইত্যাদি বাক্য সমূহের কি গতি হইবে ?

এই অপেক্ষায় বলিছেতেন-তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যও পরের জীবের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য সকল হইতে কোন প্রকার অন্যথা হইবে না। অর্থাৎ তৎ পদটি পূর্ব্ব পরব্রহ্ম, ত্বং পদটি পর জীব, অতএব সেই অর্থ গ্রহণ হেতু পরের ত্বং পদার্থ জীবের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তৎ পদার্থ পর ব্রহ্মের অধীন স্থিতি বৃত্তি প্রভৃতি বোধ করাইতেছে, কিন্তু ভেদাভাব নহে ইহাই অর্থ। তত্ত্বমসি এই বাক্যের দ্বারা জীবও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করে না, কিন্তু তৎ পদের দ্বারা পরং ব্রহ্ম এবং ত্বং পদজীব বাচক হয়।

অথ বাচনিকমাহ—

।।ওঁ।। মন্ত্রবর্ণাৎ ।।ওঁ।। ২।৩।১৮।৪৩।।

পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি" (ছা. ৩।১২।৬) ইতি মন্ত্রবর্ণোঽপি জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বমাহ। অংশপাদশব্দৌ তু হি অনর্থান্তর বাচকৌ। ইহ "সর্ব্বাভূতানি" ইতি বহুত্বে শ্রৌতে সূত্রে অংশ শব্দো জাত্যভিপ্রায়েণৈকবচনান্তোবোধ্যঃ। এবমন্যত্রাপি ॥৪৩॥

অথ জীবস্যপরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশত্বং শাস্ত্রমাত্র প্রমাণেন নিরূপয়িতুং উপক্রমন্তে অথ" ইতি। বাচনিকং শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ বচনমিত্যর্থঃ। অথ জীবস্য পরব্রহ্মণোঽংশত্বং শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ বচনেন প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—মন্ত্রবর্ণাদিতি। মন্ত্রঃ—অনুষ্ঠানকারক দ্রব্য দেবতাদি লিঙ্গ স্মারকোবেদভাগঃ।

তথাহি শ্রীজৈমিনিঃ—২ ১৩২, "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" ব্যাখ্যাচ—তৎ কর্ম্মসমবেতার্থ স্মরণং চোদকং ফলং যেষাং তেষু মন্ত্রাখ্যা মন্ত্রনাম' ইতি। যথা "বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত" ইতি। তস্মাৎ দেবতাস্মারক বেদভাগেন নিরূপণাৎ পরব্রহ্মণঃ অংশ এব জীবঃ। অথ দেবতাস্মরক মন্ত্রবর্ণেন জীবানাং ব্রহ্মণঃ অংশত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—"পাদঃ" ইতি।

অতএব জীবও পর ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের অংশ ও অংশীভাব সম্বন্ধ নিত্যই আছে, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ দেব সর্ব্বদা সেব্য জীব সর্ব্বদাই দাস বা সেবক অন্য নহে।

অনন্তর এই প্রকরণ নিগমন করিতেছেন-তস্মাদিতি অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদ বর্ত্তমান আছে। কি প্রকার ভেদ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন-সচেতি। সেই ভেদ নিয়ন্তৃত্ব নিয়ম্যত্ব বিভুত্ব অণুত্বাদি ধর্ম্ম ভেদরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হেতু অন্যথা সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ সেই ভেদ একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই বেদ্য হেতু অন্যথা সিদ্ধ লৌকিক জ্ঞানের বিষয়রূপে সিদ্ধ নহে' কিন্তু শ্রুতি প্রমাণৈক বেদ্য। অতএব জীব ও পরমেশ্বরের সর্ব্বদা ভেদই- তাহা শাস্ত্র প্রমাণ বেদ্যহেতু লৌকিক বিচারের অযোগ্য অতএব অচিন্ত্য ইহাই অর্থ॥৪২॥

অনন্তর জীবের তথা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ দেবের অংশত্ব শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করিতে উপক্রম করিতেছেন-অথেতি। অতঃপর বাচনিক বলিতেছেন, বাচনিক শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ বচন ইহাই অর্থ।

অথ জীবের পরব্রহ্মের অংশত্ব শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ বচনের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রর অবতারণা করিতেছেন-মন্ত্রবর্ণ হইতেও। অনুষ্ঠান কারক দ্রব্য দেবতাদিলিঙ্গ স্মারক বেদভাগকে মন্ত্র বলে শ্রীজৈমিনি বলেন-চোদকের নাম মন্ত্র, অর্থাৎ সেই কর্ম্ম সমবেতার্থ স্মরণ চোদক ফল যাহাদের সেই সকলের মন্ত্রাখ্যা বা মন্ত্র নাম হয়, যেমন বসন্তকালে কপিঞ্জল আলম্ভন করিবে,

।।ওঁ।। অপি স্মর্য্যতে ।।ওঁ।। ২।৩।১৮।৪৪।।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী০ ১৫।৭) ইতি শ্রীভগবতা ইহ সনাতনত্বোক্ত্যাজীবস্যৌপাধিকত্বং নিরস্তম্। তস্মাত্তৎ সম্বন্ধাপেক্ষী জীবস্তদংশ ইতি। তৎ কর্ত্তৃত্বাদিকমপি তদায়ত্তম্। স্মৃতিশ্চজীবস্বরূপং বিশিষ্যাহ জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ।।

অস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বা ভূতানিজীবাঃ পাদঃ, অংশ এব ইত্যর্থঃ। অত্র শুক্লযজুর্ব্বেদে, ঋগ্‌বেদে চ "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি পাঠো দৃশ্যতে। কিন্তু মন্ত্রমিদং ছান্দোগ্যোপনিষদি তথৈব দৃশ্যতে।

ননু—মন্ত্রবর্ণে "সর্ব্বা ভূতানি" ইতি বহুবচনম্, শ্রীবাদরায়ণ সূত্রেতু "অংশঃ" ইতি একবচনং কথং সঙ্গচ্ছতে? তস্মাদেকজীববাদ এব সূত্রকারস্যাভিপ্রায়ঃ" ইতি চেত্তুচ্যতে—"ইহ" ইতি। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশ এব জীবঃ" ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণদ্বারেণ জীবস্য পরব্রহ্মণোঽংশত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অপীতি। অপি স্মর্য্যতে স্মৃতিবাক্যেনাপি জীবস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশত্বং প্রতিপাদ্যতে।

অথ স্মৃতি বাক্যমাহুঃ—মম" ইতি। জীবলোকে প্রপঞ্চে জীবভূতঃ মম সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সনাতনঃ নিত্যঃ অংশঃ এব ইতি অত্র চ শ্রীগীতাভূষণভাষ্যম্—

অতএব দেবতা স্মারক বেদ ভাগ কর্ত্তৃক নিরূপণ হেতু পর ব্রহ্মের অংশই জীব অনন্তর দেবতা স্মারক মন্ত্র বর্ণের দ্বারা জীব সকলের ব্রহ্মের অংশত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন-পাদ ইতি। এই পরব্রহ্ম শ্রী—গোবিন্দবের ভূতসকল জীবগণ পাদ অংশই ইহাই অর্থ। এই মন্ত্রবর্ণেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সিদ্ধ করিলেন। অংশ ও পাদশব্দ একার্থ বাচক কোন ভিন্নার্থ নহে। শুক্লযজুর্ব্বেদে ঋগ্‌বেদে পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি' এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ছান্দেগ্যোভাষ্যোক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। যদি বলেন-মন্ত্র বর্ণে সর্ব্বা ভূতানি এই প্রকার বহুবচনান্ত পদ দেখা যায়, কিন্তু শ্রীবাদরায়ণ সূত্রে অংশ এই প্রকার একবচনান্ত পদ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? সুতরাং এক জীববাদেই সূত্রকারের অভিপ্রায়, তদুত্তরে বলিতেছেন-ইহেতি। এই স্থলে সর্ব্বাভূতানি এই শ্রৌত বহুবচনে সূত্রে অংশ শব্দ জাত্যাভিপ্রায়েই এক বচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন এক জীবাভিপ্রায়ে নহে, এই প্রকার অন্যত্র বুঝিতে হইবে। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের অংশই জীব ইহাই অর্থ ॥৪৩॥

এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা জীবের পরব্রহ্মের অংশত্ব ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন-অপীতি। আরও স্মৃতি শাস্ত্রে,বাক্যের দ্বারাও জীবের পর ব্রহ্ম

অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলঃ চিদানন্দাত্মকস্তথা। অথমর্থোব্যয়ঃ সাক্ষীভিন্নরূপঃ সনাতনঃ। অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যোঽশোষ্যোঽক্ষরঃ এবচ।

এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ।। মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা। দাসভূতো হরেরেবনান্যস্যৈব কদাচন্।। (পাদ্মে. ৯০ অ.) ইতি। এবমাদিপদাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশত্বানি বোধ্যানি। প্রকাশঃ খলু গুণদ্রব্যভেদেন দ্বিভেদঃ।

নমু ত্বৎপ্রপত্ত্যা যঃ ত্বৎপাদং যাতি, স জীবঃ কঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—মমৈবেতি। জীবঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মমৈবাংশঃ ন তু ব্রহ্মরুদ্রাদেরীশ্বরস্য, স চ সনাতনো নিত্যঃ ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিতঃ। যত্তু ঘটাকাশবৎ জলাকাশবদ্বা জীবে ব্রহ্মণোঽংশ—অন্তঃ করণাবচ্ছেদাৎ তস্মিন্ প্রতিবিম্বনাশাদ্ বা ঘট-জলনাশে তত্তদাকাশস্য শুদ্ধাকাশবৎ অন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্য শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি ; ন তৎ সারম্। "জীবভূতঃ" "মমাংশঃ" "সনাতনঃ" ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ" ইতি!

শ্রীভগবতা" ইতি প্রকটার্থম্। অথ শ্রীপদ্মপুরাণ বাক্যেনাপি জীবস্য শ্রীভগবদংশত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—স্মৃতিশ্চেতি। জ্ঞানাশ্রয়' ইতি, জ্ঞানঞ্চ তদ্ আশ্রয়শ্চেতি কর্ম্মধারয় সমাসঃ জ্ঞানরূপো ধর্ম্মী ইত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্। শেষভূতঃ অংশভূতঃ, শ্রীহরেরেব দাসভূতঃ, ইত্যর্থঃ।

নমু অত্র সর্ব্বেষাং জীবানাং শ্রীহরিদাসত্বং স্বরূপসিদ্ধং নির্ব্বিশেষঞ্চ প্রতীতম্, তত্র উপদেশ সংস্কারয়োর্ব্যর্থতাপত্তেরিতি চেৎ উচ্যতে—অনাদি শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখানাং জীবানাং তদ্দাস্যাভিব্যঞ্জকত্বেন

শ্রীগোবিন্দদেবের অংশত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এই স্মৃতি শ্রীগীতাবাক্য বলিতেছেন মমেতি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে পার্থ! জীবলোকে প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে জীবভূত আমার সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সনাতন নিত্য অংশই হয়। এইশ্লোকের শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য যদিবলেন আপনার প্রপত্তির দ্বারা যে আপনার শ্রীচরণ লাভ করে সেই জীবকে এইঅপেক্ষায় বলিতেছেন-মমেতি জীব সর্ব্বেশ্বর আমারই অংশ, কিন্তু ব্রহ্মা বা শিবাদি ঈশ্বরের নহে, সেই জীব সনাতন নিত্য, ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিত নহে। যাহারা ঘটাকাশবৎ অথবা জলাকাশবৎ জীবে ব্রহ্মের অংশ অন্তঃকরণাবচ্ছেদ হেতু, তাহাতে প্রতিবিম্বনাশ বশতঃ ঘটনাশে ও জলনাশে সেই সেই আকাশের শুদ্ধাকাশবৎ অন্তঃকরণ নাশ হইলে জীবাংশের শুদ্ধব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়, এই বলে, তাহাদের এই কথার কোন সারত্ব নাই, কারণ জীবভূত আমার অংশ সনাতন এই বাক্য বৃথা হইবে।

শ্রীভগবান কর্ত্তৃক এই স্থলে 'সনাতন' উক্তির দ্বারা জীবের ঔপাধিকতা নিরস্ত হইল। অতঃ তাহার সম্বন্ধাপেক্ষী জীব তা ার অংশ ;এবং জীবের কর্ত্তৃত্বাদি ও শ্রীভগবদায়ত্ত জানিতে হইবে। অনন্তর শ্রীপদ্ম পুরাণের বাক্যেরদ্বারা ও জীবের শ্রীভগবানের অংশত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন স্মৃতীতি স্মৃতি শাস্ত্রও জীবের স্বরূপ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন-জীব জ্ঞানাশ্রয়, অর্থাৎ কর্ম্মধারয় সমাসের দ্বারা জ্ঞান রূপ

প্রথমঃ স্বাশ্রয়স্য স্ফুর্ত্তিঃ। দ্বিতীয়স্তু স্বপরস্ফুর্ত্তিহেতু র্বস্তুবিশেষঃ। সচাত্মা এব।

দীপশ্চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ স্বরূপস্ফুর্ত্তিঞ্চ স্বয়মেব করোতি, ন তু ঘটাদিপ্রকাশবৎ তদাদি সাপেক্ষঃ। তস্মাদয়ং স্বয়ং প্রকাশ তথাপি দীপঃ স্বংপ্রতি ন প্রকাশতে,স্বস্মিন্ জাড্যাৎ। আত্মা তু স্বয়ং পরঞ্চ প্রকাশয়ন্ স্বংপ্রতি প্রকাশতে। অতঃস্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ যদসৌ চিদ্রূপেতি ।।৪৪।।

তয়োঃ সার্থকত্বাদিতি। তথাচ শ্রুতি—ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্। সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থন দণ্ডেন॥ শ্বেতাশ্বতরে চ ৬ ২৩, যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

শ্রীগীতাসু – ৪ ৩৪, তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দভক্তানাং কৃপয়া উপদেশেন চ জীবস্য স্বস্বরূপং পরিস্ফুরতীত্যর্থঃ। এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ" ইত্যস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ—এবমিত্যাদি। আদি পাদেন জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদি, স্বস্মৈ স্বপ্রকাশত্বঞ্চ বোধ্যম্। অথ প্রকাশং বিভজন্তি—"প্রকাশঃ" ইতি। শেষং স্পষ্টম্।

তথাচ—গুণ প্রকাশঃ খলু স্বাশ্রয়মেব প্রকাশয়তি নান্যং, যথা দীপপ্রভাচক্ষুষঃ প্রকাশকঃ। দ্রব্যপ্রকাশস্তু স্ব পর স্ফূর্ত্তিহেতুঃ। যথা দীপঃ চক্ষুঃ প্রকাশয়ন্ দ্রব্যানপি প্রকাশয়তি। তথাপি দীপস্য স্বংপ্রতি প্রকাশত্বং নাস্তি, জাড্যাৎ অত আত্মা ইতি। তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশ এব জীবঃ॥

"অংশোজীবঃ পরেশস্য সদা দাসাদিধর্ম্মভাক্।
তস্মাদ্‌ভেদঃ সর্ব্বদাস্তি গোবিন্দজীবয়োরিতি।৪৪।।

ইতি অংশাধিকরণম্ অষ্টাদশং সম্পূর্ণম্ ॥১৮॥

ধর্ম্মী ইহাই অর্থ।

জ্ঞান গুণ চেতন প্রকৃতি পর অজ নির্ব্বিকার একরূপ স্বরূপ যুক্ত অণু নিত্য শরীর ব্যাপ্তিশীল চিদানন্দাত্মক অহমর্থ অব্যয় সাক্ষী ভিন্নরূপ সনাতন অদাহ্য অচ্ছেদ্য অশোষ্য অক্ষর ইত্যাদি গুণ যুক্ত, পরমেশ্বরের শেষভূত অংশ ভূত, শ্রীহরিরই দাস স্বরূপ, 'ম' কারের দ্বারা জীবকেই বলাহয় সেই জীব ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বদা পরেশের অধীন এবং শ্রীহরির দাস, কখনও অন্যের নহে।

শঙ্কা—এই স্থলে সকল জীবের শ্রীহরি দাসত্ব ধর্ম্ম স্বরূপসিদ্ধ নির্ব্বিশেষ রূপে প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং উপদেশও সংস্কারের ব্যর্থতাপত্তি দোষ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন-অনাদি শ্রীভগবদ্ বহির্মুখ জীবগণের তাঁহার দাস্য প্রকাশক রূপে উপদেশ ও সংস্কারের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় প্রত্যেক প্রাণিতে নিগূঢ় রূপে বিজ্ঞান নিবাস করে, তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত মন রূপ মন্থন দণ্ডের দ্বারা সতত মন্থন করা উচিত। শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে-যে সাধকের নিজ ইষ্ট দেবতায় পরাভক্তি আছে, যেপ্রকার দেবতায় সেই প্রকার শ্রীগুরুদেবে ভক্তি আছে সেই মহাত্মা সাধকের হৃদয়ে এইগূঢ় অর্থ সকল প্রকাশিত হয়।

১৯। মৎস্যাধিকরণম্

প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে। "একোবশীসর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো. তা. পূ. ২৩) ইতি শ্রীগোপালতাপন্যাং পঠ্যতে। স্মৃতৌ চ "একানেকস্বরূপায়" (বি. পু. ১।২।৩) ইত্যাদি।

১৯। মৎস্যাধিকরণম্।

মৎস্যাদয়োঽবতারাঃ স্যুঃ গোবিন্দোভগবান্স্বয়ম্।
শ্রীবাসুদেবকান্তস্ত ব্রহ্মসূত্রে নিরূপ্যতে॥

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-তত্ত্বদর্শী গুরুদেবকে প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর, এবং তত্ত্বদর্শি জ্ঞানিগণ সেই জ্ঞান উপদেশ করেন। অতএব শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তগণের কৃপায় ও উপদেশে জীবের নিজস্বরূপ স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ইহাই অর্থ। এবমাদিগুণৈ র্যুক্তঃ' এই অংশের ব্যাখ্যা বলিতেছেন-আদি পদের দ্বারা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিজেই নিজের প্রকাশকত্বাদি ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। অতঃ প্রকাশ বিভাজন করিতেছেন প্রকাশ গুণ ও দ্রব্য ভেদে দুই প্রকার, প্রথম গুণ নিজ আশ্রয়ের স্ফুর্ত্তি বা প্রকাশ করে, দ্বিতীয় স্বপর স্ফুর্ত্তি হেতু বস্তু বিশেষ, সেই স্ব পর প্রকাশক বস্তু আত্মাই হয়। যেমন প্রদীপ চক্ষু প্রকাশ করিয়া নিজরূপের স্ফূর্তি বা প্রকাশ স্বয়ং করে, কিন্তু ঘটাদি প্রকাশবৎ তাহাদের সাপেক্ষ নহে' অর্থাৎ দীপ ঘটাদি প্রকাশ করিয়া নিজেও প্রকাশিত হয়, ঘট প্রকাশিত হইতে দীপের অপেক্ষারাখে, কিন্তু দীপ প্রকাশিত হইতে ঘটাদির অপেক্ষা করে না। তথাপি দীপ স্বয়ং স্বংপ্রতি নিজে নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না, কারণ নিজ বিষয়ে সেজড়। আত্মা কিন্তু নিজেকে ও অন্যকে প্রকাশ করিয়াও স্বয়ং প্রকাশিত হয়, অতএব আত্মা স্বয়ং নিজেই নিজের প্রকাশক যে হেতু তাহা চিৎ স্বরূপ।

অর্থাৎ গুণ প্রকাশ নিজ আশ্রয়কেই প্রকাশিত করে, অন্যকে নহে, যেমন প্রদীপ প্রদীপ প্রভা চক্ষুর প্রকাশক, দ্রব্য প্রকাশক কিন্তু স্বপর স্ফুর্ত্তি হেতু, যেমন দীপচক্ষু প্রকাশ করিয়া দ্রব্য সকলকেও প্রকাশিত করে, তথাপি দীপ নিজের প্রতি প্রকাশত্ব নাই, যে হেতু সে জড়। অতএব আত্মা সেই প্রকার নহে। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবের অংশই জীব পরেশের অংশ এবং সর্ব্বদা দাসত্ব ধর্ম্ম যুক্ত, অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের এবং জীবের ভেদ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে॥৪৪॥

এই প্রকার অংশাধিকরণ অষ্টাদশ সম্পূর্ণ

১৯। মৎস্যাধিকরণের ব্যাখ্যা

অনন্তর মৎস্যাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমৎস্যাদিসকলে অবতার হয়েন শ্রীগোবিন্দ

অত্রাংশিরূপেণ একোঽংশকলারূপেণ তু বহুধা ইত্যর্থঃ প্রতীয়তে। তত্র জীবাংশাৎ মৎস্যাদ্যংশস্য বিশেষোঽস্তি? ন বেতি সংশয়ে অংশত্বাবিশেষান্নাস্তীতি প্রাপ্তে –

অথ "অংশাধিকরণে জীবানাং শ্রীগোবিন্দদেবস্যাংশত্বং নিরূপিতম্। এবং শ্রীভাগবতাদৌ মৎস্যাদ্যবতারাণামপি শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশত্বং প্রতিপাদিতম্, তথাহি শ্রীভাগবতে—১'৩'২৮ "এতে চাংশ কলঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি। তথাচ উপসর্জ্জনত্বমেব অংশত্বমিত্যনেন জীবস্য অংশত্বং নিরূপিতম্, তদ্বৎ মৎস্যাদ্যবতারাণামপি অংশত্বমস্তু' ইতি শঙ্কা নিবারণার্থং "মৎস্যাধিকরণারম্ভ"ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ "প্রসঙ্গাৎ" ইত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ, মৎস্যাদ্যবতারাণাং অংশত্ববোধকং পূর্ণত্ববোধকঞ্চ ব্যক্যমস্তি, অংশত্ববোধকং যথা শ্রীভাগবতে—১'৩।২৮, "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্" তত্রৈব—১'৩ ১৫ "রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে" শ্রীগীতগোবিন্দে—বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্‌বিভ্রতে, দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে। পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ। ইত্যাদি বাক্যৈঃ সর্ব্বেষামবতারাণাং শ্রীগোবিন্দদেবস্য অংশত্বং বোধ্যতে।

দেখ স্বয়ং ভগবান, জীব সকলে তাঁহার সেবক ইহাই ব্রহ্মসূত্রে নিরূপণ করিতেছেন। এই প্রকার অংশাধিকরণে জীব গণের শ্রীগোবিন্দদেবের অংশত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীমৎস্যাদি অবতার গণেরও শ্রীগোবিন্দ দেবের অংশত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীমৎস্যাদি কেহ অংশ কেহ কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অর্থাৎ উপসর্জ্জনত্বই অংশত্ব ইহার দ্বারা জীবের অংশত্ব নিরূপিত হইয়াছে, সেই প্রকার শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণেরও হউক, এই শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত মৎস্যাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

প্রসঙ্গতঃ এই স্থলে ইহা বিচার করিতেছেন। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই প্রকার মৎস্যাদি অবতারের অংশত্ব বোধকএবং পূর্ণত্ব বোধক বাক্য আছে অংশত্ব বোধক বাক্য যেমন শ্রীভাগবতে মৎস্যাদি সকল পুরুষের অংশ ও কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, চাক্ষুষ মন্বন্তরে মহা প্রলয়ে তিনি মৎস্যরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণিত আছে—যিনি মৎস্যরূপে বেদোদ্ধার, কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে পৃথিবী ধারণ বরাহরূপে দন্তের উপরে ভূগোল ধারণ, নৃসিংহরূপে দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ, বামন মূর্ত্তিতে বলিকে ছলনা, পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয় বংশ বিনাশ রাম শরীরে রাবণ বধ, বলদেব রূপে হল গ্রহণ, বুদ্ধমূর্ত্তিতে কারুণ্যবিস্তার, তথা কল্কিরূপে ম্লেচ্ছনিধন করিয়া থাকেন সেই দশাবতারের আবির্ভাব-কারি হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করিতেছি।

ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল অবতারগণের শ্রীগোবিন্দদেবের অংশত্ব বোধ করা হইতেছে। এবং তাঁহাদের পূর্ণত্ববোধক প্রমাণ বাক্যও শাস্ত্রে দেখা যায়, যেমন শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে—ব্রহ্মাকর্তৃক

।।ওঁ।। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ।।ওঁ।। ২।৩।১৯।৪৫।।

অংশশব্দিতত্বেঽপি পরোমৎস্যাদির্নৈবং জীববন্ন ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

এবং পূর্ণত্ববোধক প্রমাণমপি তেষাং শাস্ত্রেষু বিলোক্যতে ; তথাহি শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে পাদ্মবচনম্—১৷৩৩, এবমুক্তো হৃষীকেশো ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ। মৎস্যরূপং সমাস্থায় প্রবিবেশ মহোদধিম্, শ্রীমৎস্যপুরাণে—১৷২৭-২৮, "অথবা বাসুদেবত্বমন্য ঈদৃক্ কথং ভবেৎ। যোজনাযুতবিংশত্যা কস্য তুল্যং ভবেদ্ বপুঃ॥ জ্ঞাতস্ত্বং মৎস্যরূপেণ মাং খেদয়সি কেশব। হৃষীকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোঽস্তু তে॥ ইতি।

শ্রীভাগবতে চ ৯৷২৪৷৯, "দধার শফরীরূপং ভগবান হরিরীশ্বরঃ॥ তত্রৈব ৯৷২৪৷৫৪, ইত্যুক্তবন্তং নৃপতিং ভগবানাদিপুরুষঃ। মৎস্যরূপীমহাম্ভোধৌ বিহরংস্তত্ত্বমব্রবীৎ॥ এবং শ্রীকূর্ম্মাদ্য—বতারাণাং তত্তৎ পুরাণেষু পূর্ণত্বং প্রতিপাদিতমিতি। অথ এবং বাক্যয়ো বিরোধো ন বা ইতি সন্দেহে, অর্থভেদাৎ, অংশত্বপূর্ণত্বভেদাচ্চ বিরোধ এব ইত্যভিপ্রায়েণ অস্য প্রসঙ্গস্যোত্থাপনমিতি।

তথাচ—স্বেচ্ছয়া নানাশক্তি প্রকাশিত্বমংশত্বমিতি। যদুক্তং শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুচরণৈঃ—শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে—১৷৮৮, ৮৯, অংশত্ব নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশ প্রকাশিতা। পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব

এই প্রার্থিত হইয়া পরমেশ্বর হৃষীকেশ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মহাসাগরে প্রবেশ করিলেন, শ্রীমৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে—অথবা আপনি সাক্ষাৎ শ্রীবাসুদেব অন্য কেহ এইরূপ কি প্রকারে হইবে ? কারণ বিংশতি অযুত যোজন তুল্য কাহার দেহ হইবে, আমি জানিয়াছি আপনি মৎস্যরূপে আমাকে বিস্মিত করিতেছেন, অত এব হে হৃষীকেশ ! জগন্নাথ ! জগদ্ধাম ! আপনাকে নমস্কার করি শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে ভগবান ঈশ্বর শ্রীহরি শফরীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

এবং আদিপুরুষ মৎস্যরূপী শ্রীভগবান মহা সমুদ্রে বিহার করিতে করিতে সত্যব্রত রাজাকে নিজ তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। এই প্রকার শ্রীকূর্ম্মাদি অবতারগণের শ্রীকূর্ম্মাদি পুরাণে পূর্ণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রকার বাক্যদ্বয়ের বিরোধ হইবে ? অথবা হইবে না ? এই সন্দেহে—অর্থভেদ ও অংশত্ব পূর্ণত্ব ভেদহেতু বিরোধ হইবেই, এই অভিপ্রায়েই এই প্রসঙ্গের উত্থাপন। সারার্থ এই যে—যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নানা প্রকার শক্তি প্রকাশ করেন তিনি অংশী, তিনিই অল্পশক্তি প্রকাশ করিলে অংশ হয়েন।

এই বিষয়ে শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীসংক্ষেপ ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—সকল সময়ে শক্তি সকলের অল্প প্রকাশনের নাম অংশ, এবং স্বেচ্ছা পূর্ব্বক নানা শক্তি প্রকাশনের নাম পূর্ণ শক্তি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপা তেজঃসমূহ শ্রীভগবানের গুণ এই শক্তি প্রভৃতির প্রকাশ ও অপ্রকাশই তারতম্যের অংশ অংশীত্বের কারণ হয়। অপর একত্ব পৃথক্ত্ব অংশতা অংশিতি একত্র শ্রীগোবিন্দদেবে অযুক্ত বা

প্রকাশেতি। যথা তেজোঽংশোরবিঃ খদ্যোতশ্চ তেজঃ শব্দিতত্বেঽপি নৈকরূপ্যভাক্। যথা

নানাশক্তি প্রকাশিতা॥ শক্তিরৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখা গুণাঃ। শক্তের্ব্যক্তিস্তথাঽব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্ ; (৯০) কিঞ্চ তত্রৈব —১।৯৩ একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ তথাংশত্বমুতাংশিতা। তস্মিন্নেকত্র নাযুক্তং অচিন্ত্যানন্তশক্তিতঃ॥ ইত্যাদি প্রমাণশতৈর্যদ্যপি শ্রীগোবিন্দদেবস্য তদবতারাণাঞ্চ ন কিঞ্চিদ্ ভেদঃ· তথাপি জীবেঽপি অংশশব্দপ্রয়োগাৎ "প্রসঙ্গাদিদং বিচিন্ত্যতে ইত্যুক্তং শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদৈরিতি।

বিষয় ঃ—অথ মৎস্যাধিকরণস্য বিষয় বাক্যমবতারয়ন্তি —"একঃ" ইতি। একঃকৃষ্ণঃ সর্ব্বগো বশী ঈড্যশ্চ, একোঽপি সন্ বহুধা লীলাবতারাদিরূপেণ অবভাতি, স্বস্ব ধামেষু বিরাজতে ইত্যন্বয়ঃ। অত্র টীকাচ শ্রীকৃষ্ণবল্লভা—শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদানাম্ স্তী তত্র শ্রীকৃষ্ণমায়াখিলান্ সৌখ্যজাতান্ প্রচ্যাবয়েদপি অদাস্য সৌখ্যত্বাৎ। শ্রীকৃষ্ণদত্তাং তু অখিলাং সুখৰ্দ্ধিং কালোঽপি ন চ্যাবয়িতুং সমর্থ ইত্যাহ—একঃ" ইতি। একঃ স্বয়ং ভগবত্বেন অসমোর্দ্ধত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীভাগবতে—৩।২।২১· "স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ" ইতি।

অতো বশী সর্ব্ববশয়িতা, যতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বব্যাপকঃ স চ কৃষ্ণঃ, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।১৮) ইত্যাদিষু যঃ প্রসিদ্ধঃ স এব। অতঃ স এব ঈড্যঃ সর্ব্বস্তুত্যঃ।

নন্বু শ্রীকৃষ্ণরূপেনাপি বহব আবির্ভাবা দৃশ্যন্তে, কথমেকত্বম্? তত্রাহ একোঽপি সন্নিতি। অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ তথোক্তং তত্রৈব—(ভা০১০।৬৯।২, চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু

অসম্ভব নহে, কারণ তিনি অচিন্ত্য অনন্তশক্তিমান এই হেতু ইত্যাদি শত শত প্রমাণের দ্বারা যদিও শ্রীগোবিন্দদেবের ও তাঁহার অবতার বা অংশগণের কোন প্রকার ভেদ নাই তথাপি জীবেও অংশশব্দ প্রয়োগহেতু শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রসঙ্গতঃ ইহাই বিচার করিতেছি এইপ্রকার বলিয়াছেন।

বিষয়—অনন্তর অংশাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—একেতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগ বশী ও ঈড্য· তিনি এক হইয়াও বহু লীলাবতারাদি রূপে প্রতিভাত হয়েন, অর্থাৎ স্বস্ব ধামে বিরাজিত হয়েন। এই মন্ত্রের শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের শ্রীকৃষ্ণবল্লভাটীকা—শ্রীকৃষ্ণের মায়া অখিল সুখ সমূহকে বিনাশ করে, যেহেতু তাহা দাস্যজাত সুখ নহে, শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত অখিল সুখসমৃদ্ধি কালও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না তাহাই বলিতেছেন এক ইত্যাদি।

এক স্বয়ং ভগবানহেতু অসমোর্দ্ধমহিমা যুক্ত, এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—তিনি স্বয়ং ভগবান অসাম্যাতিশয় মহিমাযুক্ত ও ত্রিলোকের অধীশ্বর, এইহেতু বশী সকলের বশয়িতা· যেহেতু তিনি সর্ব্বগ সর্ব্বব্যাপক সেই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ইত্যাদি শাস্ত্রে যিনি প্রসিদ্ধ সেই, অতএব তিনি ঈড্য সকলের স্তব করিবার যোগ্য, যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ রূপেই অনেক আবির্ভাব দেখা যায়, সুতরাং তিনি এক কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছে—একেতি। তিনি এক হইয়াও, তাঁহার অচিন্তশক্তি আছে

জলাংশঃ সুধা মদ্যাদিশ্চ জলশঙ্কিতত্বেহপি ন সাম্যংলভতে তদ্বৎ ।।৪৫।।

ড্রষ্টসাহস্রং স্ত্রীয় এক উদাবহৎ ॥ ইতি। তস্মাৎ একত্বেন অংশীত্বং বহুত্বেন অংশত্বং ইতি নিরূপিতম্। এবঃ শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ—স্মৃতৌ চ ইতি। একঃ ইতি' শ্রীভগবান্ একোহপি সন্ বহুধা একত্বমজহদেব পুরুষাবতার-লীলাবতারাদিরূপেণ অবভাতি বিদুষাং প্রতীতিগোচরো ভবতীত্যর্থঃ। অথ অস্য বিষয়বাক্যস্য সারার্থমাহুঃ—"অত্র" ইতি ।

তথাহি শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে—২।১৬। তদেবং দ্বিবিধ—জ্ঞানভক্তিগোচরঃ কৃষ্ণাভিধানঃ পুরুষোত্তম কৃৎস্নশক্তিব্যঞ্জী স্বয়ং ভগবানুচ্যতে। অকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জী দ্ব্যেকতদ্ব্যঞ্জী চ বিলাসোহংশঃ কলা চ ইতি, ইতি তস্মাৎ এক এব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ বিলাস অংশঃ কলাদিরূপেণ বহুধাবতিষ্ঠতে, ইতি এবং বিষয়বাক্যং নিরূপিতম্।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, তত্রেতি—তত্র অংশাধিকরণোক্তাৎ জীবাংশাৎ শ্রুতি-স্মৃতি প্রতিপাদিতস্য শ্রীগোবিন্দস্য মৎস্যাদি-অংশস্য বিশেষোহস্তি ? ন বা ইতি। যথা জীবাংশাঃ প্রকৃত সুখ দুঃখভাজো ভবন্তি তথা শ্রীমৎস্যাদয়োহংশা অপি প্রকৃতি সুখদুঃখভাজো ভবন্তি ন বা ইতি সন্দেহবীজম্।

অতএব শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—আশ্চর্য্য ! শ্রীকৃষ্ণ একটি বিগ্রহের দ্বারা ষোড়শ সহস্র একশত গৃহে এককালে একসঙ্গে তাবৎ সংখ্যক কুমারীগণকে বিবাহ করিলেন।

অতএব তিনি একরূপে অংশী, অনেক রূপে অংশ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীগোপালতাপনী পাঠ করেন। শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন—স্মৃতি শ্রীবিষ্ণু পুরাণ, শ্রীপরাশর বলিলেন—একও অনেক স্বরূপ শ্রীবিষ্ণু আপনাকে নমস্কার। এক অর্থাৎ শ্রীভগবান এক হইয়াও অনেক একত্ব পরিত্যাগ না কবিয়াও পুরুষাবতার লীলাবতারাদিরূপে শ্রীভক্তিবিদ্বানগণের প্রতীতি গোচর হয়েন ইহাই অর্থ। অনন্তর এই বিষয়বাক্যের ফল বলিতেছেন—এইস্থলে শ্রীগোবিন্দদেব অংশীরূপে এক, অংশ ও কলা রূপে অনেক এই অর্থ ই প্রতীত হয়।

এই বিষয়ে শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে বর্ণিত আছে—এই প্রকার দ্বিবিধ জ্ঞান ভক্তিগোচর শ্রীকৃষ্ণাভিধ পুরুষোত্তম সমস্তশক্তি প্রকট কর্ত্তা স্বয়ং ভগবান। সামান্য বা অল্পশক্তি অথবা দুইটি বা একটি শক্তি প্রকাশ কারিকে বিলাস অংশ কলা বলা হয়। সুতরাং একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিলাস অংশ কলাদি-রূপে বহুধা অবস্থান করিতেছেন, এইপ্রকার বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে—তত্রেতি। তন্মধ্যে জীবাংশ ইহতে শ্রীমৎস্যাদি অংশের বিশেষতা আছে ? অথবা নাই ? অর্থাৎ অংশাধিকরণোক্ত জীবাংশ হইতে শ্রুতি স্মৃতি প্রতি-পাদিত শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমৎস্যাদি অংশের বিশেষতা আছে ? অথবা নাই, যেমন জীবাংশ সকল

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—অথ শ্রীমৎস্যাদ্যবতারাণাংজীবেভ্যো বিশেষাভাবং দর্শয়িতুং পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—অংশত্বং" ইতি। শ্রীমৎস্যংদ্যবতারাণাং জীবাণাঞ্চ অংশত্বাবিশেষাৎ তয়োর্ভেদো নাস্তি, ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তেসিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রকাশাদি" ইতি। অংশশব্দেনাভিহিতোঽপি "পরঃ" শ্রীগোবিন্দদেবস্য মৎস্যাদি অবতারঃ ন এবম্ জীববৎ বন্ধ মোক্ষভাক্ ন ভবতীত্যর্থঃ। এবং কুতঃ? তত্রাহ—প্রকাশেতি। যথা সূর্য্যঃ প্রদীপশ্চ প্রকাশসাম্যেঽপি ন একরূপভাক্ তদ্বদত্রাপি অংশত্বাবিশেষেঽপি মৎস্যাদ্যবতারঃ, জীবশ্চ ন একরূপভাগিতি।

অথ অংশেতি ইতি ভাষ্যস্ত প্রকটার্থম্। অত্র কলাশব্দেন—শ্রীভাগবতে—১৩২৭, ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ। কলাঃ সর্ব্বে হরে রেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥ তস্মাৎ মৎস্যাদ্যবতারানাং জীবানাঞ্চ অংশত্বসাম্যেঽপি নোভয়ঃ সমঃ" ইতি। মৎস্যাদয়োঽবতারাণাং জীবৈঃ সহ ন সাম্যতা। মায়াধীশাবতারাঃস্যুঃ জীবা মায়াবশা হি তু॥ ইতি তয়োর্ভেদমিত্যর্থঃ॥৪৫॥

প্রাকৃত সুখদুঃখ ভোগ করে, সেই প্রকার শ্রীমৎস্যাদি অংশও প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগী হয় কি না? ইহাই সন্দেহ বীজ।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের জীব হইতে বিশেষের অভাব দেখাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—অংশেতি। অংশত্বাবিশেষাৎ, শ্রীমৎস্যাদি অবতার গণের ও জীবগণের অংশবিষয়ে কোন প্রকার বিশেষ না থাকার জন্য উভয়ের কোন প্রকার ভেদ নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—প্রকাশেতি। শ্রীমৎস্যাদি অবতার এই প্রকার নহে, কেন? যেমন প্রকাশ। অর্থাৎ অংশ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও 'পর' শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমৎস্যাদি অবতার এই প্রকার নহে, জীববৎ বন্ধমোক্ষ যুক্ত নহে ইহাই অর্থ। এইপ্রকার কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন প্রকাশবৎ, যেমন সূর্য্য ও প্রদীপ প্রকাশ বিষয়ে সমান হইলেও এক প্রকার নহে, সেই প্রকার এইস্থলেও অংশবিষয়ে কোন বিশেষ না থাকিলেও শ্রীমৎস্যাদি অবতার এক জীব একরূপতা প্রাপ্ত নহে।

অথ অংশব্দের দ্বারা জীবও শ্রীমৎস্যাদি এইরূপ জীবের সমান নহে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন যেমন প্রকাশ, তেজোংশ যুক্ত রবি ও তেজোংশ যুক্ত খদ্যোত (জোনাকী) তেজঃশব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও তাহারা সমান বা একরূপতা সম্পন্ন নহে। যেমন জলাংশ সুধা এবং জলাংশ মদ্যাদি জল শব্দের দ্বারা কথিত হইলেও সাম্যতা প্রাপ্ত হয় না, সেই অংশ শ্রীমৎস্যাদি অংশজীব উভয়ে অংশশব্দের দ্বারা কথিত হইলেও সমান নহে। অতএব শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণ এবং জীবগণ অংশভাবে সমান হইলেও উভয় সমান নহে। শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের জীবগণের সহিত সাম্যতা হইতে পারে না, কারণ অবতারগণ মায়াধীশ, কিন্তু জীব সকল মায়াবশ, ইহাই উভয়ের ভেদ এই অর্থ॥৪৫॥

।।ওঁ।। স্মরন্তি চ ।।ওঁ।। ২।৩।১৯।৪৬।।

স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথাস্থিতিঃ। তদেবনাণুমাত্রোঽপিভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ। বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুক্ ॥ ইতি।

অথ স্মৃতিসিদ্ধান্তেনাঽপি মৎস্যাদ্যবতারাণাং জীবৈঃ সহ পার্থক্যং প্রতিপাদয়িতুঃ সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ স্মরন্তি চ" ইতি স্মৃতিষু অপি শ্রীভগদবতারাণাং স্বাংশানাং বিভিন্নাংশ-জীবৈঃ সহ অসমানতা প্রতিপাদয়ন্তি। শ্রীব্যাস পরাশরাদয়ো মহর্ষয় ইতি শেষঃ। অথ জীবানাং মৎস্যাদ্যবতারাণাং অংশত্বসাম্যেঽপি জীবাৎ তেষাং ভেদংপ্রতিপাদয়িতুং মহাবরাহবাক্যং প্রমাণয়ন্তি – স্বাংশ" ইতি শ্রী-ভগবতো যোঽংশঃ তস্য দ্বিবিধো ভেদো ভবতি, তত্রাদ্যঃ স্বাংশ, দ্বিতীয়স্তু বিভিন্নাংশঃ। এতদুভয়োর্ভেদমাহ – অংশিনো যত্তু" ইতি। অংশিনঃ সর্ব্বাবতারিণ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যৎসামর্থ্যং, যৎস্বরূপং, যথা স্থিতিঃ, তদেব স্বাংশানাং মৎস্যাদ্যবতারাণাং ভবতি, তস্মাৎ স্বাংশাংশিনোঽণুমাত্রেঽপি ক্বচিৎ ভেদোনাস্তীত্যর্থঃ ?

তথাচ – যথা সর্ব্বাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবো, গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃতস্থানে অপ্রাকৃতগুণগণালঙ্কৃতঃ সন্ বিরাজতে, তথা মৎস্যাদয়োঽবতারা অপি বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃতলোকে নিবসন্তি, তস্মাৎ স্বাংশাংশিনোর্ভেদঃ নাস্তীত্যর্থঃ।

অনন্তর স্মৃতি সিদ্ধান্তের দ্বারা ও শ্রীমৎস্যাদি অবতার গণের জীবগণের সহিত পার্থক্য প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-স্মরন্তীতি। স্মৃতি শাস্ত্র সকলেও শ্রীভগবদবতার স্বাংশগণের বিভিন্নাংশ জীবগণের সহিত অসমানতা প্রতিপাদন করেন, শ্রীব্যাস-দেব পরাশর আদি মহর্ষিগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। অতঃ পর জীবগণের ও শ্রীমৎস্যাদি অবতার-গণের অংশত্ব সাম্য হইলেও জীব হইতে শ্রীমৎস্যাদি অবতারের ভেদ প্রতিপ্রদান করিবার নিমিত্ত শ্রীমহাবারাহ বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-স্বাংশেতি অংশ দুই প্রকার, স্বাংশও বিভিন্নংশ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে অশং তাহার ভেদ দ্বিবিধ, প্রথম সাংশ, দ্বিতীয় বিভিন্নাংশ, এই উভয়ের ভেদ বলিতেছেন অংশির সর্ব্বাবতারী শ্রীগোবিন্দদেবের যে প্রকার সামর্থ্য, যাহা স্বরূপ যে স্থানে স্থিতি, সেই প্রকার সাংশ শ্রীমৎস্যাদি অবতার গণেরও হয়, অতএব স্বাংশ এবং অংশির অণুমাত্রও কোন প্রকার ভেদ নাই ইহাই অর্থ।

সাম্প্রত'-যেমন সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত স্থানে অপ্রাকৃত গুণগণালঙ্কৃত হইয়া বিরাজিত আছেন, সেই প্রকার শ্রীমৎস্যাদি অবতারবৃন্দও বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত লোকে নিবাস করেন,অতএব স্বাংশ এবং অংশির ভেদ নাই ইহাই অর্থ। অপরবিভিন্নাংশ

"সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ ॥ (শ্রীমাধ্ব. ভা. ২।৩।৮।৪৭)
ইতি চ। অয়ং ভাবঃ—"এতে চাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (শ্রীভা° ১।৩।২৮)

অপিচ—বিভিন্নাংশঃ অল্পশক্তিযুক্তঃ স্যাৎ, স চ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ ইতি। তথাচ—কিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রযুক্তঃ শ্রীভগবতোঽল্পশক্তিঃ জীব ইতি। অথ মৎস্যাদ্যবতারাণাং শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারিণশ্চ ভেদাভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—"সর্ব্বে" ইতি। এতে সর্ব্বে শ্রীভগবন্তঃ শ্রীকুমারমারভ্য কল্ক্যন্তাঃ সর্ব্বগুণৈঃ অপ্রাকৃত-দিব্য-ভক্তবাৎসল্যাদি মঙ্গলগুণাবলিভিঃ পূর্ণাঃ, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতাঃ প্রাকৃত-শোকমোহাদয়ঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতা ইতি।

কিঞ্চ-বিভিন্নাংশজীবমবলম্ব্য স্মৃতিবাক্যম্ তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষ বন্ধৈঃ স যুজ্যতে। স সপ্তদশ কেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥ ইতি। শ্রীভাগবতে—১৩'৩২, "স জীবো যৎপুনর্ভবঃ" ইতি। তস্মাৎ বিভিন্নাংশজীবা যথা মোক্ষ-বন্ধভাজো ভবন্তি, ন তু স্বাংশা মৎস্যাদয়োঽবতারা ইতি। অথ সূত্রদ্বয়স্য সারার্থমাহুঃ—অয়মিতি। অত্র "এতে" শব্দস্যায়মভিপ্রায়ঃ—শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদবতারাণাং সংগ্রহঃ—১৩৬, স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাস্থিতঃ চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য মখণ্ডিতম্ ॥ ইত্যারভ্য—

অল্পশক্তি যুক্ত হয়, সে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য মাত্র যুক্ত অর্থাৎ শ্রীভগবানের অল্পশক্তি জীব। অনন্তর শ্রীমৎস্যাদি অবতার বৃন্দের এবং অবতারি শ্রীকৃষ্ণের ভেদাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন সর্ব্বে ইতি, এই সকল অবতার পুরুষের অংশ ও কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

অর্থাৎ এই সকল শ্রীভগবদবতারবৃন্দ শ্রীকুমার হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকল্কি পর্য্যন্ত সর্ব্ব গুণ অপ্রাকৃত দিব্য ভক্ত বাৎসল্যাদি মঙ্গল গুণাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ, সকল দোষ বর্জিত প্রাকৃত শোক মোহাদি সর্ব্ব প্রকার দোষ বিবর্জিত। অপর বিভিন্নাংশ জীব অবলম্বন করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা তিনি নিত্য নির্গুণ, তিনি কর্ম্মফলে লিপ্ত হয়েন না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না।

অপর কর্ম্মাত্মা যে জীব সে মোক্ষ ও বন্ধের দ্বারা যুক্ত হয়, পুনঃ সপ্তদশ রাশি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণবায়ু মনও বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সেই জীব যে পুনঃপুনঃ জন্মাদি গ্রহণ করে। সুতরাং বিভিন্নাংশ জীবগণ যে প্রকার বন্ধন ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার স্বাংশ শ্রীমৎস্যাদি অবতার নহে। অনন্তর এই সূত্র দ্বয়ের সারার্থ নিরূপণ করিতেছেন অয়মিতি। এই প্রকরণের ভাবার্থ এইসকল শ্রীমৎস্যাদি অবতারবৃন্দ পুরুষের অংশ ও কলা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। এই স্থলে 'এতে' শব্দের অভিপ্রায় এই শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদবতারবৃন্দের সংগ্রহ এইপ্রকার সেই দেব সর্ব্ব প্রথম কুমার সর্গ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন এইপ্রকার আরম্ভ

ইত্যাদৌ কৃষ্ণাখ্যস্য বস্তুনঃ স্বয়ংরূপস্য যে মৎস্যাদয়োঽংশঃ স্মৃতাঃ, ন তে জীববৎ, ততো-ভিদ্যন্তে।

তস্যৈব বৈদুর্য্যাদিবৎ তত্তদ্ভাবাবিষ্কারাৎ। সর্ব্বশক্তি ব্যক্ত্যব্যক্তি সব্যপেক্ষো হি

শ্রীবরাহ-নারদ-নরনারায়ণ কপিলদত্ত-যজ্ঞ-ঋষভ-পৃথু-মৎস্য-কূর্ম্ম-মোহিনী নৃসিংহ বামন-রাম-ব্যাস-রাম বলদেব কৃষ্ণবুদ্ধ – কল্কি ইত্যাদয়োঽবতারা নিরূপিতাঃ। এবং শ্রীহয়গ্রীব-হরি-হংস-পৃশ্নিগর্ভ-বিভুসত্যসেন বৈকুণ্ঠ-অজিত-সার্ব্বভৌম—বিষ্বকসেন ধর্ম্মসেতু-সুধাম-যোগেশ্বর-বৃহদ্ভানু আদীনাং তথা শুক্লরক্ত-পীত-কৃষ্ণ ইত্যাদিনামনুক্তানাং সংগ্রহার্থমাহ শ্রীভাগবতে—১।৩।২৬, অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

ইত্তেব্যং বহবঃ শ্রীভগবদবতারাঃ শ্রূয়ন্তে।

নন্বু সর্ব্বেষাং শ্রীভগবদবতারাণাং সমানত্বম্ অথবা অস্তি কশ্চিৎ তারতম্যমিতি, শঙ্কায়াম্ সর্ব্বেষাং শ্রীভগবদবতারত্বাৎ সমানত্বমেব তথাহি শ্রীমহাবরাহে—(শ্রীল° ভা° মৃ° ১৮৬) সর্ব্বেনিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতাঃ॥ ইতি। কিঞ্চ শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদির্ভিযুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥ তস্মাৎ শ্রী-ভগবদবতারাণাং তারতম্যং ন বিদ্যতে ইত্যপেক্ষয়ামাহ—এতে "ইতি। তত্র যে অংশাবতারাঃ তেষু চ

করিয়া শ্রীবরাহ নারদ নরনারায়ণ কপিল দত্তাত্রেয় যজ্ঞ ঋষভপৃথুমৎস্যকূর্ম্মমোহিনী নৃসিংহবামন-রাম ব্যাসরাম বলদেব কৃষ্ণ বুদ্ধ কল্কি ইত্যাদি অবতার বৃন্দ নিরূপণ করিয়াছেন, এবং শ্রীহয়গ্রীব হরিহংস পৃশ্নিগর্ভবিভু সত্য-সেনবৈকুণ্ঠ অজিত সার্ব্বভৌম বিষ্বকসেন ধর্ম্মসেতু সুধামা যোগেশ্বর বৃহদ্ভানু প্রভৃতি, তথা শুক্লরক্ত পীত কৃষ্ণ ইত্যাদি অনুক্ত অবতার গণের সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীভাগবতে-হে ব্রাহ্মণ! সত্ব নিধি শ্রীহরির অসংখ্য অবতার আছে. যেমন জল পূর্ণ সরোবর হইতে অনেক ক্ষুদ্র জল প্রণালী প্রবাহিত হয়, এই প্রকার বহু শ্রীভগবদবতারবৃন্দ শ্রবণ করা যায়।

যদিবলেন-সকল শ্রীভগবদবতার বৃন্দের সমানতা? অথবা কোন তারতম্য আছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-সকলেই শ্রীভগবদবতার হওয়া হেতু সকলেই সমান, এই বিষয়ে শ্রীমহাবারাহে বর্ণিত আছে-পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের সকলদেহই নিত্য ও শাশ্বত, হান এবং উপাদন রহিত, কোন প্রকার প্রকৃতি জাত নহে, সকলে পরমানন্দ সমূহে পরিপূর্ণ সর্ব্বতোভাবে কেবল মাত্র জ্ঞান পরিপূর্ণ, সকল দিব্যগুণ পরিপূর্ণ, সর্ব্ব প্রকার দোষাদি বিবর্জ্জিত! অপর শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে-মণি যে প্রকার বিভাগের দ্বারা নীল পীতাদি বর্ণ যুক্ত হয় শ্রীঅচ্যুতও সেই প্রকার ভক্তের ধ্যান ভেদে শ্রীরামনাদিরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়েন।

তত্তদ্ব্যপদেশঃ। যঃ কৃষ্ণঃ কৃৎস্নষাড়্গুণ্যব্যঞ্জকোঽংশী, স এবাকৃৎস্নতদ্ব্যঞ্জকো দ্ব্যেকব্যঞ্জকো

এষ বিশেষঃ—শ্রীকুমার-নারদাদিষু আধিকারিকেষু জ্ঞান-ভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ, শ্রীপৃথ্বাদিষু ক্রিয়াশক্ত্যং-শাবেশঃ কেচিত্তু স্বয়মাবেশঃ, তেষাং ভগবানেবাহমিতি বচনাৎ

শ্রীমৎস্যদেবাদিষু সাক্ষাদংশত্বমেব। তত্র চ অংশত্বং নাম সাক্ষাদ্‌ভগবত্ত্বেঽপি অব্যভিচারি তাদৃশ-তদিচ্ছাবশাৎ সর্ব্বদৈবৈকদেশতয়ৈবাভিব্যক্ত শক্ত্যাদিকত্বম। অল্পশক্তেঃ প্রকাশাদ্‌ বিভূতিত্বম্। মহাশক্তেস্ত্বাবেশত্বমিতি ভেদঃ। অথ "এতে" ইতি শ্লোকস্য ব্যাখ্যা শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—২৮, "এতে পূর্ব্বোক্তাং, চ' শব্দাদনুক্তাশ্চ, প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্যাংশকলাঃ। কেচিদংশাঃ স্বয়মেব অংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেন অংশাংশিত্বেন চ দ্বিবিধাঃ কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ কেচিত্তু কলা বিভূতয়ঃ ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্, পুরুষস্যাপ্যবতারী যো ভগবান্ স এষ এব ইত্যর্থঃ।

অত্র "অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ" ইতি বচনাৎ কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্ম্মঃ সাধ্যতে ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম্।

অতএব শ্রীভগবদবতারবৃন্দের তারতম্য নাই, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন' এত ইতি। এইস্থলে যে অংশাবতারগণ আছেন তন্মধ্যে বিশেষ এই শ্রীকুমার নারদাদি আধিকারিকগণে জ্ঞান ভক্তিশক্ত্যং শাবেশ, শ্রীপৃথু প্রভৃতিতে ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশ, কেহ বা স্বয়মাবেশ তাঁহাদের 'আমি ভগবান এই প্রকার ভাব হয়। শ্রীমৎস্যদেবাদিতে সাক্ষাৎ অংশত্ব সিদ্ধ হয়, তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবত্তা থাকিলেও অব্যভিচারি তাদৃশ শ্রীভগবানের ইচ্ছা বশতঃ সর্ব্বদাই একদেশ রূপে অভিব্যক্ত শক্ত্যাদি অবতারকে অংশবলে। অল্প শক্তির প্রকাশ হেতু বিভূতি, এবং মহা শক্তির প্রকাশে আবেশ কথিত হয় ইহাই ভেদ অনন্তর এই শ্লোকের শ্রীমদাচার্য্যদেব কৃত শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে ব্যাখ্যা ইহা পূর্ব্বে কথিত, 'চ' শব্দের দ্বারা অপ্রকাশিত সকলেই প্রথমে কথিত পুরুষের অংশকলা, কেহ স্বয়ং অংশ এই অংশ দুই প্রকার সাক্ষাৎ অংশ,ও অংশাংশ কেহ অংশের আবেশ হেতু অংশ কিন্তু কেহ কলা বিভূতি। এই প্রসঙ্গে যে বিংশতি তম অবতার রূপে কথিত হইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ভগবান, পুরুষেরও অবতারী যে ভগবান তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ ইহাই অর্থ।

এইস্থলে 'প্রথমতঃ অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বর্ণন করা উচিত নহে' এই বচন হেতু শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ংভগবত্ত লক্ষণ ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছেন, কিন্তু ভগবানের শ্রীকৃষ্ণত্ব নহে, ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্ত্বলক্ষণ ধর্ম্মিত্ব সিদ্ধ হইলে তাঁহার মূলাবতারিত্বও সিদ্ধ হয়, কিন্তু পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূ'তত্ব নহেন। ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন স্বয়মিতি। এইস্থলে শ্রীকৃষ্ণে স্বয়ংই ভগবান কিন্তু ভগবান হইতে আবিভূ'ত হেতু তিনি ভগবান নহেন, কিম্বা ভগবত্ত্বা অধ্যাসের দ্বারাও নহেন। যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রকরণে পাঠ হেতু তিনিও অবতার, এই প্রকার সংশয় করা উচিত নহে

বাংশঃ কলা চেত্যুচ্যতে। যথৈকঃ কৃৎস্নষট্‌শাস্ত্র প্রবক্তা সর্ব্ববিদুচ্যতে, স এব ক্বচিদকৃৎস্ন তদ্বক্তা দ্ব্যেকশাস্ত্রবক্তা চ সর্ব্ববিৎকল্পোঽল্পজ্ঞশ্চেতি।

ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে মূলাবতারিত্বমেব সিদ্ধ্যতি, ন তু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বম্। এতদেব ব্যনক্তি—স্বয়মিতি তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্ ন তু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, ন তু বা ভগবত্ত্বাধ্যাসেন ইত্যর্থঃ। ন চ অবতার প্রকরণেঽপি পঠিত ইতি সংশয়ঃ, পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" (পূ০ মী০—৬৫৫৪) ইতি ন্যায়েন, যথাগ্নিষ্টোমে "যদ্যুদ্‌গাতা বিচ্ছিদ্যাদদক্ষিণেন যজেত, যদি প্রতিহর্ত্তা সর্ব্বস্ব দক্ষিণেন" ইতি শ্রুতেঃ, তয়োশ্চ কদাচিদুদ্বয়োরপি বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্তং সিদ্ধান্তিতং তদ্‌বদিহাপীতি।

অথবা "কৃষ্ণস্তু" ইতি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধাৎ, যথা শঙ্করশারীরক-ভাষ্যে (ব্র০ সূ০ ৩৷৩৷৫০) "শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ" ইতি সূত্রে তে হৈতে বিদ্যাচিত এব ইতি শ্রুতিঃ, মনশ্চিদাদীনামগ্নীনাং প্রকরণ প্রাপ্তং ক্রিয়ানুপ্রবেশলক্ষণমস্বাতন্ত্র্যং বাধিত্বা বিদ্যাচিত্ত্বেনৈব স্বাতন্ত্র্যং স্থাপয়তি, তদ্‌বদিহাপীতি। অত্র তত্ত্ববাদগুরবস্তু "চ" শব্দস্থানে "স্ব" শব্দং পঠিত্বা এবমাচক্ষতে—"এতে প্রোক্তা অবতারা মূলরূপী স্বয়মেব কিং স্বরূপাঃ? স্বাংশকলাঃ, ন তু জীববদ্ বিভিন্নাংশাঃ যথা বারাহে—স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে। অংশিনো যত্তু সামর্থ্যং যৎস্বরূপং যথা স্থিতিঃ॥

তদেব নানুমাত্রোঽপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনো ক্বচিৎ বিভিন্নাংশোঽল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ

কারণ পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বর্ণিত আছে-পূর্ব্বাপর বলাবল বিষয়ে পূর্ব্বেরই দুর্ব্বলতা সিদ্ধ হয়, যেমন প্রকৃতি, অর্থাৎ আখ্যাতের দ্বারা যে অর্থ কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হয়, তাহার দ্বারা অনুবন্ধিত যাহা করা হয়, যেমন অগ্নিষ্টোমযাগে-যদি উদ্‌গাতা সামগান কর্ত্তা ঋষির বিচ্ছেদ হয় তাহা হইলে অদক্ষিণের দ্বারা যাগ করিবে, যদি প্রতিহর্ত্তা ঋগ্‌ বেদীয় ঋষির বিচ্ছেদ হয়, তবে সর্ব্বস্বদক্ষিণের দ্বারা যাগ করিবে এই শ্রুতি, এই স্থলে কদাচিৎ উদ্‌গাতা ও প্রতিহর্ত্তা উভয়ের বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বয়ের সমুচ্চয়ের উভয়ের অসম্ভব হইলে পরের অর্থাৎ সর্ব্বস্বদক্ষিণের দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত করা সিদ্ধান্তিত হয়, সেই প্রকার এইস্থলেও জানিতে হইবে।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব এবং অবতারিত্ব এতদুভয়ের মধ্যে পরের অবতারিত্বেরই গ্রহণ করিত হইবে। অথবা 'কৃষ্ণস্তু' এই শ্রুতির দ্বারা প্রকরণের বাধা হেতু (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে বর্ণিত আছে-"শ্রুতিলিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান সমাখ্যানাং সমবায়ে পার দৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (৩৩৭১৪) এই শ্রুতি লিঙ্গ বাক্য প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যার পরস্পর প্রাপ্তি যোগ থাকিলে পরপর বিচারের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাহাদের অর্থ বিপ্রকর্ষ হেতু, অতএব অবতার প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করিলেও 'কৃষ্ণস্তু' শ্রুতির দ্বারা তাহার দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে) যেমন

পুরুষবোধিন্যাদিশ্রুতা রাধাদ্যাঃ পূর্ণাঃ শক্তয়ঃ, (পু॰ বো॰ ১ম॰ প্রপা॰) দশমাদি স্মৃতা (শ্রীভা॰ ১০)গুণাশ্চ সর্ব্বাতিশায়ি প্রেমপূর্ণ পরিকরত্ব, দ্রুহিণাদি বিদ্বত্তমবিস্মাকবংশমাধুর্য্য,

---

সামর্থ্যমাত্রযুক্॥ ইতি অত্রোচ্যতে—অংশানামংশি সামর্থ্যাদিকং তদৈক্যেনৈব মন্তব্যমিতি। তচ্চ "যথা বিদাসিনঃ" ইত্যাদৌ তস্যাক্ষয়ত্বেন তাসামক্ষয়ত্বং যথা তদ্বৎ, অংশাংশিত্বানুপপত্তেরেব" ইতি। যত্তু তেষাং তথা ব্যাখ্যানং—তত্র "কৃষ্ণস্তু" ইত্যনর্থকং স্যাৎ "ভগবান্ স্বয়ম্ ইত্যনেনৈবাভিপ্রেত সিদ্ধেঃ।

কিঞ্চ তৈঃ স্বয়মেব "প্রকাশাদিবন্নৈব পরঃ" (ব্র॰ সূ॰ ২ ৩।১৮ ৪৭) ইতি স্ফুটমংশাংশিভেদো দর্শিতঃ। "অংশত্বেঽপি ন মৎস্যাদিরূপী পর এবম্বিধো জীবসদৃশঃ যথা তেজোঽংশস্যৈব সূর্য্যস্য খদ্যোতস্য চ নৈকপ্রকারতা" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ স্থিতে ভেদে সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি। ন চ ইদং একমংশিত্ব প্রতিপাদকং বাক্যং, অংশত্বপ্রতিপাদক বহুবাক্যবিরোধে গুণবাদঃ স্যাদিতি বাচ্যম্॰ তদ্বাক্যস্য পরিভাষারূপত্বাৎ।

তত্র চ "এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ" ইতি পরিভাষা সূত্রম্। অবতারবাক্যেষু অন্যান্ পুরুষাংশত্বে ন জানীয়াৎ, কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবত্বেন ইতি প্রতিজ্ঞাকারেণ গ্রন্থার্থনির্ণায়কত্বাৎ। তদুক্তম্—"অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা" ইতি। ততশ্চ বাক্যানাং কোটিরপি একেনৈবামুনা শাসনীয়া ভবেদিতি নাস্য গুণানুবাদত্বম্।

শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে-শ্রুত্যাদি বলীয়ান হেতু বাধা প্রাপ্ত হইবে না, এই সূত্রে তাহারা বিদ্যাচিতই হয়, এই শ্রুতি মনশ্চিৎ ইত্যাদি অগ্নিগণে প্রকরণ প্রাপ্ত ক্রিয়ানুপ্রবেশ লক্ষণ অস্বাতন্ত্র্যকে বাধা প্রদান করিয়া বিদ্যাচিত্তের দ্বারাই স্বতন্ত্রতা স্থাপন করিয়াছেন. সেই প্রকার এই স্থানেও বুঝিতে হইবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় তত্ত্ববাদ গুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ-চশব্দস্থানে স্বশব্দপাঠ অর্থাৎ 'এতে চাংশ' স্থানে 'এতে স্বাংশ' এই পাঠ করিয়া এই প্রকার সমাধান করেন-এই শ্রীকুমারাদি কথিত অবতার সকল মূলরূপী স্বয়ং কি প্রকার স্বরূপ ?

স্বাংশকলারূপ, কিন্তু জীবের ন্যায় বিভিন্নাংশ নহে, শ্রীবরাহ পুরাণে বর্ণিত আছে-স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ ভেদে অংশ দুই প্রকার, অংশির যে সামর্থ্য যে স্বরূপ যেমন অবস্থান সেই প্রকার অংশেরও সুতরাং স্বাংশও অংশির কোন প্রকার অনুমাত্রও ভেদ নাই। অপর বিভিন্নাংশ অল্পশক্তি এবং কিঞ্চিৎ সামর্থ্য যুক্ত।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে অংশগণের অংশির সহিত সামর্থ্যাদি বিষয়ে ঐক্য সমান রূপেই মানিতে হইবে, তাহা যেমন অপক্ষয় শূন্য জলপূর্ণ সরোবর. এইস্থলে সরোবরের অক্ষয়ত্ব হেতু জল প্রণালীর অক্ষয়তা সেই প্রকার অংশিরও পূর্ণতা জানিতে হইবে, কিন্তু অংশ অংশির ভেদ অনুপপত্তি হয়। শ্রীমধ্বাচার্য্য পাদের এই প্রকার সূত্র ব্যাখ্যানে শ্লোকস্থ 'কৃষ্ণস্তু' পদ অনর্থক হইবে।

স্বপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপকরূপ মাধুর্য্য, নিরতিশয়কারুণ্যাদয়ো যশোদাস্তনন্ধয়ে কৃষ্ণ এব নিত্যা বিভূ্তাঃ সন্তি।

নন্নু শ্রীনারায়ণস্য অংশাবতারোঽয়ং কৃষ্ণঃ তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।৪৩।২৩, "এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাৎ হরের্নারায়ণস্য হি। অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি॥ আগমে চ—"অর্জ্জুনে তু নরাবেশ কৃষ্ণোনারায়ণঃ স্বয়ম্‌" ইত্যাদি প্রমাণেন নারায়ণস্য কৃষ্ণত্বমিত্যর্থঃ। ইতি চেৎ অংশেন সর্ব্বাংশেন সহ ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীদশমে—১৪।১৪, নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোক-সাক্ষী। নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজ্জলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ টীকা চ শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—

নন্নু ব্রহ্মণ! যস্য নাভেরুদ্ভূতোঽসি, স তু নারায়ণ এব, নাহং তে পিতা ইত্যাহ—নারায়ণস্ত্বং মিত্যাদি। নন্নু ভো ব্রহ্মন্‌! নারায়ণোঽপি নাহম, ত্বমপি তস্য নাভিনালে মাভূঃ, সর্ব্বং তন্মায়িকম্‌, অতো মৎপুত্রতাপি তে মৃষা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তচ্চাপি সত্যম্‌, তৎ সকলং সত্যমেব, নৈব মায়য়া কৃতম্‌, ভবল্লীলায়া মায়িকত্বাভাবাৎ।

অতস্ত্বদঙ্গমেব নারায়ণঃ, তত্তদ্ভবত্বাদহমপি তে পুত্রঃ অতঃ পুত্রস্য মমাপরাধঃ ক্ষন্তব্য এবেতি। "স চ তবাঙ্গমংশঃ" ইতি।

ন চ "মে কলাবতীর্ণৌ" ইতি চ মহাকালপুরাধিপ এব শ্রীকৃষ্ণং সাক্ষাদেবোপদিষ্টবানিতি

'ভগবান্‌ স্বয়ম্‌' এই বাক্যের দ্বারাই অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়া হেতু। অপর তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্য পাদ স্বয়ং "প্রকাশাদিবন্নৈবং পর" এই সূত্রে অংশও অংশির ভেদ স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন অংশ হইলেও শ্রীমৎস্যাদিরূপি অংশ সকল পর এই প্রকার জীব সদৃশ নহে, যেমন তেজোংশ হইলেও সূর্য্যের এবং খদ্যোতের জোনাকী) সমানতা হয় না সেইরূপ 'ইত্যাদি দ্বারা। অতএব অংশ ও অংশী ভেদ নিশ্চিত হওলে যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান তাহা অতীব সাধু। যদি বলেন এই একটি মাত্র অংশিত্ব প্রতিপাদক বাক্য অংশত্ব প্রতিপাদক বহুবাক্যের সহিত বিরোধ হইলে তাহা গুণবাদ অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হেতু গৌণরূপে কথন হইবে? তাহা বলিতে পারেন না, কারণ ঐ বাক্যটি পরিভাষা বাক্য। তন্মধ্যে 'এতে চাংশ কলাঃ' এইটি পরিভাষা সূত্র, অবতার বাক্যের মধ্যে অন্য অবতার সকলকে পুরুষের অংশ রূপে জানিতে হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান এই প্রকার প্রতিজ্ঞারূপে শ্রীভাগবতের অর্থ নির্ণায়ক হওয়া হেতু।

যে হেতু অনিয়মে নিয়ম কারিণী বাক্যকে পরিভাষা বলা হয়, সুতরাং কোটি বাক্যগণকেও একটি মাত্র পরিভাষা বাক্যের দ্বারা শাসন করা হইবে, অতএব এই বাক্য গুণানুবাদ নহে, যথার্থ বাদ।

ন তু মৎস্যাদিত্বে সতীতি। তস্যৈব তত্তদ্ভাবাবিষ্কারাৎ, ন মৎস্যাদে র্জীববৎ তত্ত্বান্তরত্বম, কিন্তু তদাত্মকত্বমেবেতি ।।৪৬।।

বাচ্যম্, শ্রীকৃষ্ণস্য সার্ব্বজ্ঞ্যাব্যভিচারেণ বক্তৃ-শ্রোতৃভাব পূর্ব্বক সঙ্গমাপ্রস্তাবেন " দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ভাং ১০।৮৯।৫৮ ইতি কার্য্যান্তর তাৎপর্য্যদর্শনেন চ তস্য এতন্মহাপুরাণস্য চ তত্ত্বোপদেষ্টৃ শ্রীসূত্তাদিবৎ তদুপদেশে তাৎপর্য্যাভাবাৎ, ন চ কুত্রাপি মহাকালোঽয়মংশেন তত্তৎরূপেণ অবতীর্ণ ইত্যুপাখ্যায়তে ; ততশ্চাপ্রসিদ্ধ কল্পনা প্রসজ্জতে, কিঞ্চ যদি তস্য তৌ অংশৌ অভবিষ্যেতাম্, তর্হি করতলমণিবৎ সদা সর্ব্বমেব পশ্যন্নসৌ তাবপি দূরতোঽপি পশ্যন্নেবাঽভবিষ্যৎ।

যদি স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ তত্তদ্রুপাবাত্মাণৌ দর্শয়তি, তদৈব তেন তৌ দৃশ্যেয়াতামিত্যানীতঞ্চ। তথাচ সতি তয়োর্দৃশ্যত্বাভাবাদংশত্বং নোপপদ্যতে তস্মাদপ্যধিক-শক্তিত্বেন প্রত্যুত পূর্ণত্বমেবোপপদ্যতে। এবমপি যত্তু অর্জ্জুনস্য তর্জ্জ্যোতিঃ প্রত্যাড়িতাক্ষত্বং তদ্দর্শনজাত-সাধ্বসত্বঞ্চজাতম্, তত্র স্বয়মেব ভগবতা তত্তল্লীলারসৌপয়িক মাত্রশক্তেঃ প্রকাশনাদ্ অন্যস্যাঃ স্থিতায়া অপি কুণ্ঠনান্নবিরুদ্ধম্। তত্র তাৎপর্য্যোপাখ্যো যথা—অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবানপি যথা গোবর্দ্ধন মখলীলায়াং শ্রীগোপগণ বিস্মাপন কৌতুকায় কাঞ্চিন্নিজাং দিব্যমূর্ত্তিং প্রদর্শয়ন্ তৈঃ সমমাত্মনৈবাত্মানং নমশ্চক্রে, তথৈব অর্জ্জুন বিস্মাপন কৌতুকায় শ্রীমহাকালরূপেনৈবাত্মনা দ্বিজবালকান্ হারয়িত্বা পথি চ তং তং চমৎকারমনুভাব্য মহাকালপুরে চ তাং কামপি নিজাং মহাকালাখ্যাং দিব্যমূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা তেন সমং তদ্রূপমাত্মানং নমশ্চক্রে

শঙ্কা—আমাদের আশঙ্কা এই যে এই—কৃষ্ণ শ্রীনারায়ণের অংশাবতার, শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-এই দুই জন শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান হরি শ্রীনারায়ণের অংশের দ্বারা বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আগমে বর্ণিত আছে-অর্জ্জুনে শ্রীনর ভগবানের আবেশ এবং স্বয়ং শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন এই অর্থ।

সমাধান—আপনারা এই রূপ আশঙ্কা করিবেন না, এই স্থলে অংশের সহিত অর্থাৎ শ্রীমৎস্যাদি সর্ব্ব প্রকার অংশের সহিত ইহাই অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণই যে মূল নারায়ণ তাহা শ্রীদশমে বর্ণিত আছে ব্রহ্মা বলিলেন-হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন? আমি বলিতেছি আপনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ, যে হেতু আপনি সকল প্রাণীর আত্মা হইয়াও নারায়ণ নহেন, এমত নহে,কারণ নার জীব সমূহ আপনার আশ্রয় সুতরাং সর্ব্ব দেহির অশ্রয়তা হেতু আপনিই নারায়ণ।

অপর হে দেব! আপনি অখিল লোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন তাহা হইতে ও আপনি নারায়ণ. হে ভগবন্! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল তাহাতে আশ্রয় কারী প্রসিদ্ধ যে নারায়ণ তিনিও আপনার অঙ্গ ইহা সত্যই, মায়া নহে। এই শ্লোকের শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা টীকা-যদি বলেন-হে ব্রহ্মন্ যাঁহার নাভি হইতে আপনি

অথ শ্রীমহাকালবাক্যস্য—১০।৮৯।৫৮, দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্ম-গুপ্তয়ে কলাবতীর্ণাববনে ভ'রাসুরান্ হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥ ইত্যস্য ব্যাখ্যা – যুবয়োঃ যুবাঃ দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজপুত্রা মে মম ভুবি ধাম্নি উপনীতা আনীতা' ইত্যেকং বাক্যম্।

বাক্যান্তরমাহ হে ধর্ম্মগুপ্তয়ে-কলাবতীর্ণৌ! কলা অংশাঃ তদ্‌যুক্তাববতীর্ণৌ, মধ্যপদ লোপী সমাসঃ। কিংবা কলায়ামংশলক্ষণে মায়িক প্রপঞ্চেঽবতীর্ণৌ বা, (ঋক্ ১০।৯০।৩) "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ, ভূয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টানবনে ভ'রাসুরান্ হত্বা মে মম অন্তি সমীপায় সমীপমা-গময়িতুং যুবাং ত্বরয়েতম্ অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তমিত্যর্থঃ।

তদ্ধতানাং মুক্তি প্রসিদ্ধেঃ, মহাকালপুরজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তীতি। ইতি। অতঃ শ্রীল লঘুভাগবতামৃতে – ১।৩০৭, "স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়ঃ" "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। ইত্যস্য পারমৈশ্বর্য্য বিশেষস্যা-নুবর্ণনে ॥ পদস্য স্বয়মিত্যস্য দ্বিরুক্তির্বোধয়ত্যসৌ। কৃষ্ণস্যান্য স্বরূপেক্যাৎ আধিক্যং নেতি সর্ব্বথা ॥ টীকা চ—অন্যেন –মহাবৈকুণ্ঠনায়কেন সাধৰ্ম্ম্যেক্যাৎ কৃষ্ণস্য আধিক্যং স্বয়ংরূপত্বলক্ষণং সর্ব্বথা নেতি বোধ-য়তি, কিন্তু অন্যানপেক্ষ – তাদৃশত্বমেব বোধয়তীত্যর্থঃ।

আবির্ভূত হইয়াছেন তিনি নারায়ণই তিনি আপনার পিতা আমি পিতা নহি, তদুত্তরে বলিতেছেন আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। যদি বলেন হে ব্রহ্মণ! আমি নারায়ণও নহি, তুমিও আমার নভি মূলেজাত হওনাই, ঐ সকল মায়িক অতএব আমার পুত্রতাও তোমার মৃষা বা মায়িক ব্রহ্মা এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তাহাও সত্য সেই সকলই সত্যই, কোন প্রকার মায়া কৃত নহে, কারণ শ্রী ভগবানের লীলার মায়িকতা নাই।

অতএব আপনার অঙ্গই নারায়ণ, সেই নারায়ণ হইতে আমার উদ্ভব হওয়া হেতু আমিও আপনার পুত্র সুতরাং পুত্র হওয়ার জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা করুন সেইনারায়ণ আপনার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ যদি বলেন-তোমরা দুই জন আমার কলায় অবতীর্ণ হইয়াছ এই মহাকাল পুরাধিপই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ উপদেশ করিয়াছেন- এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অব্যভিচারী সঙ্গ সুতরাং সেই অব্যভিচারিসাঙ্গত্যতা নিবন্ধন বক্তা শ্রোতার ভাব পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের যে সঙ্গম তাহার অপ্রস্তারের দ্বারা মহাকাল পুরপতি বলিলেন-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন আপনাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বালকগণকে আমার স্থানে আনয়ন করিয়াছি, এই প্রকার কার্য্যান্তর তাৎপর্য্য দর্শনের দ্বারা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মহা মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গের দ্বারা কার্য্যান্তর মহাকাল পুরাধিপের মাহাত্ম্য নিরূপণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের এবং এই শ্রীভাগবত মহাপুরাণের তত্ত্বোপদেষ্টা শ্রীসুতদেবের ন্যায় সেই উপদেশে তাৎপর্য্যাভাব, অর্থাৎ-ভূমা পুরুষের মহিমা বর্ণনে শ্রীসুতদেবের উপদেশে তাৎপর্য্য নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বর্ণনেই আগ্রহ। অপর কোন শাস্ত্রে এই মহাকাল অংশের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই উপাখ্যান দেখা যায় তাহা স্বীকার করিলে অপ্রসিদ্ধ কল্পনা প্রসঙ্গ হইবে।

কিঞ্চ যং মহাকালপুরাধিপং তস্ত স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তেজ —এব তথাচ শ্রীহরিব শে বিষ্ণুপর্ব্বণি —১১৪।৯, ব্রহ্ম তেজোময়ং দিব্যং মহদ্ যদ্ দৃষ্টবানসি। অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ! মত্তেজস্তৎ সনাতনম্॥ কিঞ্চ—মামেব তদ্ ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত!। তস্মাৎ ভূমাপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্য— — পরব্রহ্মণঃ, অ শ এব ইত্যর্থঃ।

নন্ু—ভূমেঃ সুরেতর বরূথ মর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশ ব্যবায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ। জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥২।৭।২৬ ইতি শ্রীভাগবত পদ্যস্য কা গতিরিতিচেৎ ? তস্যার্থান্তর বিদ্যমানত্বাৎ। তথাহি শ্রীস্বামিপাদাঃ—"সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব ; ন তু বয়ঃ পরিণামকৃতম্ অবিকারিত্বাৎ। যচ্চ "উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ" (বি॰ পু॰ ৫।১।৫৯) ইত্যাদি ; তত্তু ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ম্, কিন্তু ভূভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ ? মৎ কেশাবেব তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্ব্বর্ণ সূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যেতদ্‌বিরোধাচ্চ" ইতি।

অতএব শ্রীনৃসিংহপুরাণে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে শক্তি শব্দ এব প্রযুজ্যতে, ন তু কেশশব্দঃ, তথাহি— বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে। সিতকৃষ্ণে চ তচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যতঃ॥ ইতি। অস্তু তর্হি অংশোপলক্ষণঃ কেশ শব্দঃ ? নো, অবিলুপ্ত সর্ব্বশক্তিত্বেন সাক্ষাদাদি পুরুষত্বস্যৈব নিশ্চেতুং

আরও যদি মহকালাধিশের অংশ শ্রীকৃষ্ণার্জুন হয়েন তাহা হইলে করতল মণিরন্যায় সর্ব্বদা সকল বস্তু দেখিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণার্জুনকেও দূর হইতেই দেখিয়া থাকিবেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই শ্রীকৃষ্ণার্জুনরূপে নিজেকে দর্শন করান তাহা হইলেই শ্রীমহাকাল কর্ত্তৃক তঁাহারা দৃষ্ট হইবেন, অতএব উভয়কে আনিয়াছিলেন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণার্জুনের দর্শনের অভাব বশতঃ অংশত্বের উপপত্তি হয় না, শ্রীমহাকাল হইতেও অধিক শক্তিমান হেতু পূর্ণত্বেরই উপপত্তি সঙ্গতি হয়। এই প্রকার শ্রীমদর্জুনের জ্যোতির দ্বারা চক্ষুঃ প্রতাড়ন, ও শ্রীমহাকালকে দর্শন করিয়া সাধ্বস জাত প্রভৃতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই সেই লীলারস পরিপোষক মাত্র শক্তির প্রকাশ হেতু, এবং অন্যান্য শক্তি থাকিলেও তাহাদিগকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা হেতু কোন প্রকার বিরোধ হয় নাই। এই প্রকরণের তাৎপর্য্যার্থ এই প্রকার-এই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও যেমন গোবর্দ্ধন যাগ লীলায় শ্রীগোপগণকে বিস্মিত ও কৌতুকের নিমিত্ত কোন এক নিজেরই দিব্য মূর্ত্তি প্রদর্শিত করিয়া তাঁহার সহিত নিজেই নিজেকে নমস্কার করিয়া ছিলেন, সেই প্রকার শ্রীঅর্জ্জুনের বিস্ময় ও কৌতুকের নিমিত্ত নিজেরই শ্রীমহাকাল রূপের দ্বারা দ্বিজ বালকগণকে হরণ করাইয়া পথিমধ্যে সেই সেই চমৎকার অনুভব করাইয়া মহাকাল পুরেও কোন এক স্বকীয় মহাকাল নামে দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া শ্রীঅর্জ্জুনের সহিত মহাকাল রূপ নিজেকে নমস্কার করিয়াছিলেন শ্রীমহাকালের বাক্যের ব্যাখ্যা আপনা

শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং ভগবানিত্যর্থঃ। অথ "ভূমেরিত্যাদি পদ্যস্য শ্রীনাথচক্রবর্ত্তি-পাদানাং ব্যাখ্যা - হে কলয়া সিতকৃষ্ণ! প্রেমকলয়া সিতো বদ্ধঃ কৃষ্ণো যেন স তথা, তস্য সম্বোধনে হে নারদ! ইতি যাবৎ। কেশঃ কস্য ব্রহ্মণো মম ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। যদ্বা—সিতো যুধিষ্ঠিরঃ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনঃ তয়োঃ কং সুখং তস্য তত্র বা ঈশঃ। যদ্বা—সিতো ধর্ম্মঃ, কৃষ্ণো বেদব্যাসঃ, কো ব্রহ্মাহং এতেষামীশঃ। যদ্বা—অসিতঃ প্রকাশিতঃ কৃষ্ণো যৈস্তে তথা কৃষ্ণভক্তা ইতি যাবৎ, অসিতকৃষ্ণানাং ভক্তানাং কস্য সুখস্য ঈশ ঈশিতা।

যদ্বা—আসিতমাহিতং কৃষ্ণে কৃষ্ণায় বা কং সুখং যেন স তথা তস্য সম্বোধনং পূর্ব্ববৎ। হে নারদ! ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সুরেতরবরূথ-বিমর্দ্দিতায়া ভূমেঃ ক্লেশব্যয় এব "অয়ং শুভাবহো বিধিঃ" স এব কাল ব্যাজঃ, তস্য সৌষ্ঠবং বা তেনেতি" ইতি। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব স্বয়ং ভগবান্ ইত্যর্থঃ।

অথ এতদেব বিস্তারয়ন্তি—কৃষ্ণাখ্যস্য" ইত্যাদিনা।

তথাচ—শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম —১২১. পূর্ত্তি-সার্ব্বত্রিকী যদ্যপ্যবিশেষা তথাপি হি তারতম্যঞ্চ তচ্ছক্তি ব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতং ভবেৎ॥ ইতি। অত্র বিষয়ে লৌকিকদৃষ্টান্তমুদাহরন্তি—"যথা একঃ" ইত্যাদি। অথ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বাবতারিত্বং স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকত্বঞ্চ পূর্ণশক্তিমত্ত্বঞ্চ সাধয়ন্তি—পুরুষঃ" ইতি।

দিগকে শ্রীকৃষ্ণার্জুনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পুত্রগণ আমার ধামে আনীত হইয়াছে ইহা একবাক্য।

বাক্যান্তর বলিতেছেন হে ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ কলা অংশগণ তাহা যুক্ত হইয়া আপনারা দুইজন অবতীর্ণ হইয়াছেন মধ্যপদলোপীসমাস। অথবা কলায় অংশ লক্ষণে মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ, শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন- পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের এই বিশ্বপ্রপঞ্চ এক পাদ বা অংশ, পুনরপি অবশিষ্ট পৃথবীর ভার স্বরূপ অসুরগণকে বধ করিয়া আমার অন্তি সমীপে আমার সমীপে আগমন করিবার নিমিত্ত আপনারা দুইজনে ত্বরা করুন এই স্থানে প্রস্থান করাইয়া তাহাদিগকে অসুর যোনি হইতে মোচন করুন ইহাই অর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত অসুর গণের মুক্তি ইহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, এবং তাহারা মহাকাল পুরস্থ জ্যোতিতে প্রবেশ করেন। অতএব শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অসাম্যাতিশয় মহৈশ্বর্য্য যুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এই প্রকার পারমৈশ্বর্য্য বর্ণন হেতু এবং 'স্বয়ং' এই পদের দ্বিরুক্তি হেতু তাঁহার অন্য স্বরূপের একত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য নহে এই শ্লোকের শ্রীসরস রঙ্গদাটীকা অন্যের অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠ নায়কের সহিত ধর্ম্মের সমানতা নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ স্বয়ংরূপত্ব লক্ষণ ধর্ম্ম সর্ব্বথা নহে অর্থাৎ শ্রীমহানারায়ণের সমান হেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এই প্রকার বোধ করাইতেছে না. কিন্তু অন্য কোন স্বরূপের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহার স্বয়ং ভগবত্ব বোধ করাইতেছে ইহাই অর্থ। অপর যিনি মহাকালপুরাধিপ তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ, শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে হে ভারত শ্রেষ্ঠ!

পুরুষবোধিন্যামথর্ব্বোপনিষদি পিপ্পলাদ শাখায়াং শ্রূয়তে—"গোকুলাখ্যে মাথুরমণ্ডলে বৃন্দাবন মধ্যে সহস্রদলপদ্মমধ্যে কল্পতরোর্মূলেঽষ্টদল কেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ুরপুচ্ছ-শিরো বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজতে দ্বেপার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ" "যস্যা অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তিঃ" "তস্যাদ্যা প্রকৃতি রাধিকা নিত্য-নির্গুণ সর্ব্বালঙ্কার শোভিতা প্রসন্নাশেষ লাবণ্যসুন্দরী"। ঋক্ পরিশিষ্টে চ—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা, বিভ্রাজন্তে জনেষু আ" ইতি। বিশেষস্তু কামাত্যধিকরণে (৩৩১৮৪০) ব্যক্তির্ভবিতা।

অথ শ্রীদশমাদিস্মৃতা গুণাঃ তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—২১২৩-২৯ অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। রুচিরঃ তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥ বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥ বিদগ্ধঃ চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ দেশ-কালানুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥ স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ। বদান্যো ধার্ম্মিকঃশূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥ দক্ষিণোবিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগত-পালকঃ। সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥ প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। নারীগণ মনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥ বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতা। সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

ব্রহ্ম তেজোময় দিব্য মহৎ যাহা দেখিলে তাহা আমি, অর্থাৎ তাহা আমার সনাতন জ্যোতিঃ বা তেজ। অপর হে ভারত! সেই ঘন তেজ আমারই বলিয়া জানিবে। অতএব ভূমাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের অংশই ইহাই অর্থ।

শঙ্কা—অসুর বংশ জাত নৃপতিদিগের সৈন্য ভারে ভূমি পীড়িতা হইলে তাঁহার ভার হরণ নিমিত্ত সিত কৃষ্ণ কেশ ধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ অংশ শ্রীবলদেবের সহিত স্বয়ং জাত হইয়া স্বমহিমা প্রকাশক অনেক অলৌকিক কার্য্য করিবেন, কিন্তু তাঁহার মার্গ কেহই জানিতে পারিবে না ইত্যাদি শ্রীভাগবত পদ্যের কিগতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-তাহার অন্য প্রকার অর্থ বিদ্যমান আছে। শ্রীশ্রীধর-স্বামি পাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন-শ্রীভগবানের যে সিতকৃষ্ণ কেশবর্ণনা করা হইয়াছে কেবল শোভামাত্র, কিন্তু বয়ঃ পরিণাম বা বৃদ্ধত্ব প্রযুক্ত নহে, কারণ শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ সকলই অবিকারী। তবে যে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে বর্ণিত আছে দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইলে শ্রীনারায়ণ নিজ মস্তক হইতে দুইটি কেশ উৎপাটন করিলেন" ইত্যাদি বাক্য কেবল কেশমাত্র অবতার হইবে এই অভিপ্রায়ে নহে, কিন্তু ভূভারহরণ রূপ কার্য্য কিয়ৎ অতিতুচ্ছ, আমার দুইটি কেশেই তাহা করিতে সমর্থ, ইহা জানাইবার জন্য, অথবা শ্রীরাম কৃষ্ণের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ ইহা সূচনা করিবার নিমিত্তই কেশদ্বয় উৎপাটন করেন, ইহাই বোধ হইতেছে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত না করিয়া অন্যথা ব্যাখ্যা করিলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইবে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান' এই বাক্যও বিরোধ হইবে। অতএব শ্রীনৃসিংহ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে শক্তি শব্দই

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥ সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিতঃ ॥ অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ অবিচিন্ত্য-মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।

অবতারাবলী বীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ।। সর্ব্বা দ্ভুতচমৎকার লীলাকল্লোল বারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডলঃ ॥ ত্রিজগন্মানমাকর্ষি-মুরলী কল কূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধ রূপ শ্রীবিস্মাপিত চরাচরঃ ॥ লীলা-প্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধূর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বাসাধারণ গুণ চতুষ্কেলীলা মাধুর্য্যম্ ২।১।১১০ পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতেঃ, তথা ভুবননন্দিনস্তদবতারবৃন্দস্য চ হরেরপি চমৎকৃতি প্রকর বর্দ্ধনঃ কিন্তু মে বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ॥ অথ সর্ব্বাতিশায়ি প্রেমপূর্ণ পরিকরত্বম্ প্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যম্— ২।১।২।১২,ব্রহ্মরাত্রিততিরপ্যঘ শাত্রো! সা ক্ষণার্দ্ধবদগাঃ তব সঙ্গে। হা ক্ষণার্দ্ধমপি বল্লবিকানাং ব্রহ্মরাত্রি ততিবদ্ বিরহেঽভূৎ ॥

অথ দ্রুহিণাদি বিদ্বত্তম বিস্মাপক বংশমাধুর্য্যম্—তথাহি শ্রীদশমে ৩৫।১৫, সবনসস্তদুপধার্য্য

প্রয়োগ করিয়াছেন কিন্তু কেশ শব্দ নহে, তাহা এই প্রকার-শ্রীভগবানের সিত ও কৃষ্ণ দুইটি শক্তি যদু বংশে শ্রীবসুদেবও দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসাদি অসুর গণকে বধ করিবেন। তাহা হইলে এই কেশ শব্দের অংশ অর্থই হউক? না তাহা হইবে না, কংসাদি অসুরগণকে বধ করা কার্য্য অবিলুপ্ত সর্ব্ব শক্তিত্ব প্রযুক্ত সাক্ষাৎ আদিপুরুষেরই সম্ভব হয় ইহা নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইবে ইহাই অর্থ। অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ইহাই যথার্থ অর্থ।

এই শ্লোকের শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের ব্যাখ্যা এই প্রকার-হে কলয়া সিতকৃষ্ণ, প্রেমকলার দ্বারা সিত বদ্ধ করিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকে যে তাহার সম্বোধনে হে নারদ! ইহাই অর্থ অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিলেন হে বৎস তুমি প্রীতিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজহৃদয়ে আবদ্ধ করিয়াছ অতএব তুমি সিতকৃষ্ণ, (ষিঞ্ বন্ধনে) যদ্বা কেশ কয়ের ব্রহ্মার আমার ঈশ শ্রীকৃষ্ণ, অথবা সিত যুধিষ্ঠীর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের (অর্জুনের এক নাম কৃষ্ণ) এই দুই জনের যে সুখ তাহার অথবা এই দুই জনের সুখ যে স্থানে তাহার ঈশ্বর, তাঁহাদের সুখ প্রদাতা. অথবা সিত ধর্ম্ম, কৃষ্ণ বেদব্যাসকে ব্রহ্মা আমি আমাদের ঈশ্বর অথবা অসিত প্রকাশিত করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা তাঁহারা সিত কৃষ্ণকেশ, শ্রীকৃষ্ণভক্ত, অসিত কৃষ্ণগণের বা ভক্তগণের কয়ের সুখে ঈশ্বর নিয়ামক, অথবা শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত অসিত আহিত করিয়াছেন ক সুখ যিনি তিনি তাঁহার সম্বোধন অর্থাৎ শ্রীনারদের সম্বোধন পূর্ব্ব সমান। শ্রীব্রহ্ম কহিলেন-হে নারদ! ঈশ শ্রীকৃষ্ণ অসুর সদৃশ রাজগণ কর্তৃক বিমর্দ্দিতা পৃথিবীর ক্লেশ ব্যয় নাশ করিবার নিমিত্ত, অথবা

সুরেশাঃ শক্র-সর্ব্ব-পরমেষ্ঠি পুরোগাঃ। কবয়ঃ আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিত তত্ত্বাঃ॥ শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ কাব্যে ১ম০ সর্গে—১০, (১৬ পৃ০) মুনীন্দ্রহৃদয়োন্মদ স্মরতরঙ্গ-সম্বর্দ্ধকঃ সুকান্তসুর কামিনী গণ বিকৃষ্টলীলোৎসবঃ। স্থির ব্রজকুলব্রতা নিবহ নীবি বিস্রংসনঃ সুধামধুরিমা সদা জয়তি শৌরিবেণোঃ কলঃ॥

অথ স্বপর্য্যন্ত সর্ব্ববিস্মাপক রূপমাধুর্য্যম্—শ্রীললিতমাধবে-৮।৮৭, অপরিকলিত পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপুরঃ। অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব॥

যথা বা শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দকাব্যে-১৪, অচঞ্চল কুলাঙ্গনা ব্রতবিড়ম্বিনেত্রাঞ্চলম্ সমুচ্ছলিত চিল্লিকা—বিজিত মার-বাণাসনম্। সুগাত্রি! বিধুমণ্ডলী মদ-বিমর্দ্দিহাসচ্ছটম্ বিলোক্য কুলজা কুলং ত্যজতি কা কিশোরং ন বা॥ নিরতিশয় কারুণ্যম্—তথাহি শ্রীভাগবতে ৩২২৩·

অহো বকী যং স্তন কালকূটং জিঘাংসয়া পায়য়দপ্য সাধ্বী।

লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ তস্মাৎ এতে নিত্যাবির্ভূতাঃ গুণাঃ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে শ্রীগোবিন্দদেবে এব সর্ব্বদা বিদ্যন্তে।

শুভাবহ বিধি বিস্তার করিবার নিমিত্ত, তিনিই কালের ছলে পৃথিবীর ভার হরণ করেন, অথবা তাঁহার সৌষ্ঠব বিস্তার করেন তাহ হইতে।

অতএব শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ইহাই অর্থ। অনন্তর এই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাই বিস্তার করিতেছেন-শ্রীকৃষ্ণ নামক বস্তু যিনি স্বয়ংরূপ তাঁহার যে শ্রীমৎস্যাদি অংশ স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে কথিত হইয়াছে তাঁহারা জীবের সমান নহেন, তাহা হইতে ভিন্ন। শ্রীমৎস্যদি অবতার বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণেরই বৈদূর্য্য মণির ন্যায় সেই সেইভাব আবিষ্কার করা হেতু, সর্ব্ব শক্তির ব্যক্তি অব্যক্তি প্রকাশ ও অপ্রকাশকে অপেক্ষা করিয়াই সেই সেই নামাদি ব্যবহার হয়।

যে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ ষাড়্ গুণ্য প্রকাশক অংশী সেই শ্রীকৃষ্ণঅসম্পূর্ণ ষাড়্গুণ্য ব্যঞ্জক দুই অথবা একটি গুণের প্রকাশককে অংশ বা কলা বলা হয় এই বিষয়ে শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে-শ্রী ভগবদবতারগণে যদিও অবিশেষ ভাবে সর্ব্বত্র পূর্ত্তি শক্তির পূর্ণতা আছে তথাপি সেই শক্তির ব্যক্তি এবং অব্যক্তিকৃত হেতু তারতম্যের কারণ হইবে।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তের উদাহরণ প্রদান করিতেছেন—যথা, যেমন কোন একজন ষট্শাস্ত্র প্রবক্তাকে সর্ব্ববিৎ বলা হয়, সেই ব্যক্তিই কোন স্থানে সমগ্র শাস্ত্রবক্তা কোথাও বা দুই বা একশাস্ত্রে বক্তা তখন তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ কল্প বা অল্পজ্ঞ বলা হয় সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবতারিত্ব স্বেতর সর্ব্ব নিয়ামকত্ব পূর্ণশক্তি মত্ত্ব সিদ্ধ করিতেছেন—পুরুষবোধিনী অথর্ব্বো

পনিষৎ পিপ্পলাদ শাখায় শ্রবণ করা যায়—গোকুলনামে মথুরা মণ্ডলে বৃন্দাবন মধ্যে সহস্রদল পদ্ম মধ্যে কল্প তরুর মূলে অষ্টদল কেশরে শ্রীগোবিন্দদেবও শ্যাম পীতাম্বর দ্বিভূজ মস্তকে ময়ুর পুচ্ছধারী বেণুবেত্র হস্ত নির্গুণ সগুণ নিরাকার সাকার নিরীহ সচেষ্ট বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে শ্রীচন্দ্রাবলী এবং শ্রীরাধিকা আছেন, যে শ্রীরাধার অংশে লক্ষ্মী দুর্গাদি শক্তি, তন্মধ্যে আদ্যা প্রকৃতি শ্রীরাধিকা নিত্য নির্গুণ সর্ব্বালঙ্কর শোভিতা প্রসন্ন বদনা অশেষলাবণ্য যুক্ত পরম সুন্দরী। এবং ঋক্‌পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে-শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়া করিতেছেন তথা শ্রীমাধবের সহিত শ্রীরাধিকা ব্রজজন মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দেদীপ্যমানা হইতেছেন। এই বিষয়ে বিশেষ কামাদ্যধিকরণে ব্যক্ত হইবে।

এবং শ্রীভাগবতের দশমাদি নিরূপিত গুণাবলী-সর্ব্বাতিশয় প্রেম পূর্ণ পরিকর যুক্ত, ব্রহ্মাদি বিদ্বত্তমগণকে বিস্মিত কারিবেণু মাধুর্য্য, স্ব পর্য্যন্ত বিস্মাপিতকারি রূপমাধুর্য্য, নিরতিশ কারুণ্যাদি গুণবৃন্দ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়কৃষ্ণেই নিত্যাবির্ভূতরূপে বিদ্যমান আছে। কিন্তু শ্রীমৎস্যাদি স্বরূপে নাই, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই সেই সেই ভাব আবিস্কার হেতু শ্রীমৎস্যাদি অবতার বৃন্দের জীববৎ তত্ত্বান্তর নহে, কিন্তু তদাত্মকই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাত্মই। শ্রীদশমাদি স্মৃতি শাস্ত্র কথিতগুণ সকল শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে-এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য নায়ক সুরম্যাঙ্গ সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত রুচির তেজস্বী বলীয়ান্ বয়সান্বিত বিবিধাদ্ভুতভাষাবেত্তা সত্যবাক্য প্রিয়ম্বদ বাবদূক সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিঅ বিদগ্ধ চতুর দক্ষ কৃতজ্ঞ সুদৃঢ়ব্রত দেশকালসুপাত্রজ্ঞ শাস্ত্রচক্ষু শুচি বশী স্থির দান্ত ক্ষমাশীল গম্ভীর ধৃতিমান্ সম বদান্য ধার্ম্মিক শূর করুণ মান্যমানকারী দক্ষিণ বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাতগ পালক সুখী ভক্ত সুহৃৎ প্রেমবশ্য সর্ব্বশুভঙ্কর প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোক সধুসমাশ্রয় নারী গণমনোহারী সর্ব্বারাধ্য সমৃদ্ধিমান্ বরীয়ান্ ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চশটি গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্বিগাহ, এই সকলগুণ শ্রীভগবানের অনুগৃহীত কোন মহাজনে বিন্দু বিন্দু রূপে থাকিলেও সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে কিন্তু পরিপূর্ণ রূপেই বিরাজমান আছে। অপর শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি গুণ যাহা অংশতঃ সদাশিব ও ভগবদব তার ব্রহ্মাদিতে বর্ত্তমান থাকে-সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত, সর্ব্বজ্ঞ নিত্যনূতন সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ এবং সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত। লক্ষ্মী কান্ত শ্রীনারায়ণে ও মহাপুরুষাদিতেও বর্ত্তমান এই পাঁচটি গুণ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুত ভাবে বিরাজিত-অবিচিন্ত মহাশক্তি (কেবল শ্রীনারায়ণ) কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ (কেবলমহাপুরুষ) অবতার লীলাবীজ (উভয়ে) হতারি গতিদায়ক।

অতঃ পর এই চারটি গুণ শ্রীকৃষ্ণেরই অসাধারণ ভাবে বিদ্যমান, অন্যকোন স্বরূপে নাই-সকলেরই চৎকার জনক লীলা রূপ তরঙ্গাবলির সমুদ্র, অতুলনীয়মাধুর্য্য বিশিষ্ট মহাভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রেমদ্বার ভক্তবৃন্দের মণ্ডনকারী, মুরলীর অব্যক্ত মধুরনিনাদে ত্রিজগতের মনঃ আকর্ষক, অনন্য সাধারণ রূপমাধুর্য্যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের বিস্ময়োৎপদাক। সংক্ষেপে লীলামাধুর্য্য; প্রেমময় প্রিয়জন সহ বিরাজমানতা বেণুমধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য ইহাই শ্রীগোবিন্দদেবের অসাধারণ গুণ চতুষ্টয়। অথ শ্রীগোবিন্দ

দেবের সর্ব্বসাধারণ গুণ চতুষ্কের মধ্যে লীলামাধুর্য্য—লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণের এবং জগদানন্দ প্রদায়ক তাঁহার অবতার বৃন্দের সুন্দর চরিত্র প্রকৃষ্ট রূপে স্ফুরিত হউক, কিন্তু যাহা মৎপ্রভু শ্রীদ্বারকানাথেরও চমৎকার সমূহের বর্দ্ধন কারী সেই রাস লীলারস আমার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ই প্রকাশ বা পোষণ করিতেছেন।

অনন্তর সর্ব্বাতিশায়ি প্রেম পূর্ণ পরিকরত্ব, বা প্রেমের দ্বারা প্রিয়তার আধিক্য-হে অঘনাশন! তোমার সঙ্গমে শ্রীগোপীগণের সম্বন্ধে সেই ব্রহ্মরাত্রি সকলও ক্ষণার্দ্ধবৎ গত হইয়াছিল, অহো! এক্ষণে তোমার বিরহে ক্ষণার্দ্ধকালও সেই শ্রীগোপবল্লভাগবাণের নিকট ব্রহ্মরাত্রি সমূহের ন্যায় সুদীর্ঘতম মনে হইতেছে। অতঃপব ব্রহ্মাদি বিদ্বত্তম বিস্মাপক বংশীমাধুর্য্য-শ্রীগোপীগণ বলিলেন ইন্দ্র শিবও ব্রহ্মাদি দেবগণ বংশীর কলনিনাদ শ্রবণে স্বয়ং সুপণ্ডিত হইয়াও ঐ রাগ তাল স্বরাদির তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ বশতঃ বারংবার মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন, অথচ বংশীগান মাধুর্য্যাস্বাদন কালে তাঁহাদের গ্রীবা ও চিত্ত আনত হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ কাব্যে বর্ণিত আছে যাহা মুনীন্দ্রগণের হৃদয়োন্মাদী যুবতীগণের স্মর তরঙ্গ সম্বর্দ্ধনকারী পতিব্রতাসুরকামিনী আকর্ষণ লীলার মহোৎসব ব্রজকুলকামনী বৃন্দের নীবি বিস্রংসকারী অপূর্ব্ব সুধামাধুরিমা যুক্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বংশী কলগান সদা জয় যুক্ত হউক। অনন্তর স্বপর্যন্ত বিস্মাপক রূপমাধুর্য্য-শ্রীললিত মাধবে-দ্বারকার অবরোধে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক পূজিত কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-অহো! সম্মুখে একি অদৃষ্ট পূর্ব্ব চমৎকারকারী মাধুর্য্য প্রবাহ খেলিয়া বেড়াইতেছে, হায়! ইহার দর্শনে আমিও যে লুব্ধ চিত্ত হইয়া শ্রীরাধিকার ন্যায় আনন্দাতিরেক সহকারে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীরাধাগোবিন্দকাব্যে বর্ণিত আছে যাহার নয়নাঞ্চল কুলাঙ্গনাগণের অচঞ্চলকুলব্রতকেও বিড়ম্বিত করে, অতিচঞ্চল ভ্রূযুগল কাম কার্ম্মুককেও বিজয় করে, হে সুগাত্রি! মৃদুমন্দহাস্য যাহার চন্দ্র সমূহের অহঙ্কারকেও বিমর্দ্দিত করে সেই ব্রজরাজ কিশোরকে দেখিয়া কে বা কুলবালা কুল পরিত্যাগ না করে?। নিরতিশয় কারুণ্য-শ্রীভগবতে বর্ণিত আছে অহো! অশ্চর্য্য যে অসধ্বী বকী পূতনা বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া যাহাকে কালকূট স্তন পান করাইয়া ধাত্রীর সমান গতি লাভ করিয়াছিল, তাহা হইতে অন্য দয়ালু আর কে আছে? কাহার শরণ গ্রহণ করিব? অতএব এই নিত্যাবির্ভূতগুণ সকল শ্রীযশোদা স্তনন্ধয় শ্রীগোবিন্দদেবেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে।

শঙ্কা—কে বলিতেছে-কৃষ্ণশব্দটি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয় শ্রীগোবিন্দদেবের নাম? কারণ কর্ষণ করে বিদারণ করে যে সংসারটবী বিনাশ করে, অথবা জ্ঞানিকে আকর্ষণ করে আত্মসাৎ করে অথবা অজ্ঞান বিধ্বংশ করে এই অর্থে কৃষ্ণ পরমাত্মা অথবা সদানন্দ স্বরূপ, এই বিষয়ে শ্রীমহা ভারতে বর্ণিত

নন্বু কো নাম ব্রুতে "কৃষ্ণঃ" ইতি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়স্ত শ্রীগোবিন্দদেবস্ত নাম? তথাহি—
কৃষতি বিলিখতি বিদারয়তি সংসারটবীমিতি বা।
কৃষতি-আকর্ষতি আত্মসাৎ করোতি জ্ঞানিনমিতি বা, অজ্ঞানমিতি বা কৃষ্ণঃ পরমাত্মা, সদানন্দরূপো বা, তথাচ শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বণি—৬৯৫, "কৃষিভূ‌র্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥ ইতি চেদুচ্যতে—কৃষ্ণশব্দস্ত তমালশ্যামলত্বিষি যশোদাস্তনন্ধয়ে ব্রহ্মণি রূঢ়ত্বাৎ; রূঢ়ির্যোগমপহরতি" ইতি ন্যায়াৎ" ইতি শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাম্। (৩৭,১১,) তস্মাৎ কৃষ্ণ শব্দেনাত্র শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ঃ শ্রীশ্যামসুন্দর এব গৃহ্যতে, ন তু অন্যম্।

তদুক্তং শ্রীমৎপরমাচার্য্যচরণৈ—(ভ° র° সি° ২।১ ১৭) "নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্। যত্র নিত্য তয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥

নন্বু তথাপ্যপি শ্রীকৃষ্ণস্ত পারম্যং ন সম্ভবতি মহাদোষদুষ্টত্বাৎ তথাচ শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে—অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্যা বিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥ অষ্টাদশমহাদোষাঃ যথা বিষ্ণুযামলে—মোহস্তন্দ্রা ভ্রমো রুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদ মাৎসর্য্য হিংসা খেদ-পরিশ্রমৌ॥

অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥ ইত্যেতে দোষাঃ শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যন্তে, তথাহি শ্রীভাগবতে—১০।১৩ ১৬, "ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈব পুলিনেঽপি চ

আছে- কৃষ্ণ শব্দ ভু (সত্তা র বাচক এবং ণ শব্দ অনন্দের বাচক এই উভয় শব্দের মিলনে কৃষ্ণ শব্দে পরব্রহ্ম অভিহিত হয়।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-রূঢ়ার্থ যৌগিকার্থকে বিনাশ করে এই ন্যায় অনুসারে কৃষ্ণ শব্দের রূঢ়ার্থ তমাল বৎ শ্যাম বর্ণ শ্রীযশোদাস্তন্যপায়ীব্রহ্ম বস্তু। অতএব শ্রীকৃষ্ণশব্দের দ্বারা শ্রীযশোদাস্তনন্ধয় শ্রীশ্যামসুন্দরকেই গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন অন্য পদার্থ নহে। অতএব শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ বর্ণনা করিয়াছেন-অখিল নায়কগণের শিরোরত্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যাঁহাতে মহাগুণ সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে

শঙ্কা—এই প্রকার স্বীকার করিলেও শ্রীকৃষ্ণের পারম্যত্ব সম্ভব নহে, কারণ তিনি মহাদোষ সকল দ্বারা দুষ্ট, শ্রীবৈষ্ণব তন্ত্রে বর্ণিত আছে-শ্রীভগবানের বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষ বিবর্জিত, সর্ব্ব ঐশর্য্য পরিপূর্ণ সত্য ও বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ। শ্রীবিষ্ণু যামলে অষ্টাদশ মহাদোষ এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন-মোহ তন্দ্রা ভ্রম রুক্ষরসতা উল্বণকাম লোলতা মদ মাৎসর্য্য হিংসা খেদ পরিশ্রম অসত্য ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রম বিশমতা পরাপেক্ষা ইহাই অষ্টাদশ মহাদোষ সকল শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান আছে এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে না দেখিয়া যমুনা পুলিনে ও গোপবালকগণকে দেখিতে পাইলেন না, এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের মোহ।

বৎসপান্” ইত্যাদৌ মোহঃ। অথ তন্দ্রা-খেদ-শ্রমাঃ তত্রৈব-১০।১৫।১৬, কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রম-কর্ষিতঃ। বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হনঃ॥ ইতি।

অথ ভ্রমঃ—১০।৮।২২, মনুস্থত্য লোকং মুগ্ধ প্রভীত বদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ॥ ইতি কৃষ্ণ-রসতা নাম ধর্ম্মাদি পরমপি কৃষ্ণতরানপেক্ষ ভক্তেষু রাগঃ। যথা ভূরিশ্রবোপকারেঽর্জ্জুন প্রেরণাৎ সাত্যকৌ রাগঃ।

তথাহি শ্রীমহাভারতে-দ্রোণপর্ব্বণি—১৪২।৬৩-৪, অথ কৃষ্ণো মহাবাহুরর্জ্জুনং প্রত্যভাষত। পশ্য বৃষ্ণ্যন্ধক ব্যাঘ্রং সৌমদত্তিবশংগতম॥ পরিশ্রান্তং গতং ভূমৌ কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্। তবান্তেবাসিনং বীরং পালয়ার্জ্জুন! সাত্যকিম্॥ ইতি।

কাম উল্বণঃ—প্রায়োঽন্যক্রিয়াত্যাগে তৎ পরত্বম্, তত্র, ধীরললিতনায়কলক্ষণে—“স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবসঃ” ইতি (২।১।২৩০) শ্রীভাগবতে চ—১০।৩০।৩১, ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ। খিদ্যৎ সুজাতাঙ্ঘ্রি তলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ॥ লোলতা-চাঞ্চল্যম্ঃ তত্র, শ্রীভাগবতে—১০।৮।২৯ “বৎসান্মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ইত্যাদি।

তন্দ্রাখেদ ও পরিশ্রম-শ্রীকৃষ্ণ সখাবৃন্দের সহিত নিযুদ্ধ শ্রমে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূলে গোপবালকের ক্রোড়েমস্তক রাখিয়া পল্লবতল্পে শয়ন করিলেন। অথ ভ্রম-শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা অনুসরণ করিয়া মুগ্ধও ভীতের ন্যায় মাতার নিকটে আগমন করিলেন। ধর্ম্মাদিপর হইলেও কৃষ্ণতার অপেক্ষা রহিত আসক্ত ভক্তে অনুরাগকে কৃষ্ণরসতা বলে যেমন ভূরিশ্রবার অপকার করিতে অর্জুনকে প্রেরণ হেতু সাত্যকিতে রাগ শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহাবাহু অর্জুনকে বলিলেন-হে অর্জুন! দেখ বৃষ্ণিও অন্ধকগণের বীর সাত্যকি সোমদত্ত পুত্র ভূরিশ্রবার বশীভূত হইয়াছে, সে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে অতএব তোমার অন্তেবাসি সাত্যকি বীরকে পালন কর। উল্বণকাম-প্রায় অন্য ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কামপরতা, তাহা ধীরনায়ক লক্ষণে স্পষ্ট যেমন—শ্রীকৃষ্ণ প্রায়শঃ প্রেয়সীর বশীভূত।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-এইস্থানে সেই নায়িকার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না, মনে হয় তৃণা ঙ্কুরেরদ্বারা তাহার কোমল চরণতল ছিন্ন হইবে সুতরাং প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীকে স্কন্ধে উঠাইয়াছে। লোলতা চঞ্চলতা তাহা শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগুলিকে অসময়ে মুক্ত করিয়া দিলেন। ধীরোদ্ধত নায়কলক্ষণে যথা মাৎসর্য্যবান্ অহঙ্কারী মায়াবী রোষণ ও চঞ্চল। এই প্রকার মদ শ্রীবনমালীর মদে লোচনদ্বয় ঈষৎ বিঘুর্ণিত হইতেছে। মাৎসর্য্য-শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিলেন-আমি মূঢ়তা পূর্ব্বক লোকেশমানিগণের ঐশ্বর্য্য মদের অন্ধকার হরণ করি।

হিংসা—পুতনা বধাদিতে স্পষ্ট হইয়াছে। অসত্য মিথ্যা ভাষণ, তাহা-হে মাতঃ! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই সকলেই মিথ্যা কথা বলিতেছেন। ক্রোধ-শ্রীভাগবতে-শ্রীকৃষ্ণের কোপ সম্প্রাত

ধীরোদ্ধতনায়কলক্ষণে চ—যথা—(ভ৹ র৹ সি৹ ২।১।২৩৬,) মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ॥ ইতি। এবং মদোঽপি তত্রৈব—১০।৩৫।২৪, ভা৹ "মদবিঘূর্ণিত লোচন ঈষৎ" ইতি। তথাচ মাৎসর্য্যম্—ভা৹ ১০ ২৫।১৬, "লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ" ইত্যাদৌ হিংসা তু বহুত্র স্ফুটা এব। অসত্যং – মিথ্যাভাষণম্, তচ্চ—ভা৹ ১০।৮।৩৫, নাহং ভক্ষিতবানম্ব! সর্ব্বে মিথ্যাভিসংশিনঃ" ইতি।

ক্রোধস্তু তত্রৈব শ্রীদশমে—৯।৬, "সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরম্" ইত্যাদৌ। আকাঙ্ক্ষা ভা৹ ১০।৯।৪, তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ॥ আশঙ্কা – শ্রীদশমে—১৩ ১৭, "ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ" বিশ্ববিভ্রমঃ জগদাবেশঃ, স চ ব্রহ্মাদি ভক্তসম্বন্ধেন জগৎ পালনেচ্ছাময়ঃ' তথাহি তৈত্তিরীয়োপনিষদি—২।৬।২, "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি।

বৈষম্যং শ্রীগীতাসু—৯।১৯, সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ইত্যাদৌ স্ফুটম্। পরাপেক্ষা চ শ্রীভাগবতে—৯।৪ ৬৩, অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ! ইত্যাদৌ॥ তস্মাৎ অষ্টাদশ মহাদোষ যুক্তত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য ন পরত্বমিতিচেৎ অত্রোচ্যতে—ভক্তানন্দবৈচিত্র্যপোষক- লীলাবিলাস ভক্তসংরক্ষণ তদ্ বাৎসল্যাদিসিদ্ধয়ে প্রাকৃতগন্ধাস্পৃষ্টাঃ স্বরূপধর্ম্মা এব এতে উদয়ন্তে তান্ বিনা লীলাদ্যসিদ্ধেঃ ; তদসিদ্ধৌ পূর্ণত্বানুপপত্তিঃ" ইতি। সি৹ রত্ন৹

হইলে অরুণ অধর প্রস্ফুরিত হইল। আকাঙ্ক্ষা-শ্রীহরি স্তন্যপানের কামনা করিয়া দধি মন্থনরতা জননীকে ধরিলেন। আশঙ্কা-বিশ্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণ ধেনুবৎস ও গোপবালকগণকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। বিশ্ব বিভ্রম জগদাবেশ তাহা ব্রহ্মাদি ভক্ত সম্বন্ধ হেতু জগৎ পালনেচ্ছাময়, তৈত্তিরীয়উপনিষদে বর্ণিত আছে-তিনি কামন করিলেন বহু হইয়া জাত হইব। বিষমতা শ্রীগীতার বর্ণিত আছে-আমি সকলের প্রতি সমান,কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক যে আমাকে ভজনা করে তাহারা আমাতে ও তাহাদের মধ্যে আমি অবস্থান করি।

পরাপেক্ষা-শ্রীভাগবতে-হে দ্বিজ! আমি অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তগণের পরাধীন। অতএব অষ্টাদশ মহাদোশ যুক্ত হেতু শ্রীকৃষ্ণের পারম্যতা সিদ্ধ হয় না।

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছে-ভক্তগণের আনন্দ বৈচিত্র্য পরিপোষকের নিমিও, লীলাবিলাসও ভক্তগণের সংরক্ষণের নিমিত্ত, ভক্তগণের বাৎসল্যাদিভাব সিদ্ধির নিমিত্ত প্রাকৃত গন্ধাস্পৃষ্ট স্বরূপ ধর্ম্মভূত ঐসকল গুণ শ্রীকৃষ্ণে উদিত হয়, অন্যথা ঐগুণ সকল বিনা লীলাদির সিদ্ধি হইবে না, লীলার অসিদ্ধতাবশতঃ পূর্ণতা উপপত্তি হইবে না। অতএব শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদের শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে-নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যশ্রীভগবদবতার মাত্রেই ভক্ত সম্বন্ধে জাত মোহাদি রসপোষক বলিয়া

২৮। অতএব শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপ্রভুপাদানাং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ২১।২৪৯, ইত্থং সর্ব্বাবতারেভ্যস্ত তোঽপ্যত্রাবতারিণঃ ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্য্যভর ঈরিতঃ ॥

কিঞ্চ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ১।২১৫. অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ। বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ ॥ তস্মাৎ যশোদানন্দন শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বেষামবতারাণাম বতারী ; এতে লীলা প্রেম্না প্রিয়াধিক্য বেণুমাধুর্য্য-রূপমাধুর্য্যাদিব্যগুণাঃ তত্রৈব সন্তীতি ।

অতঃ শ্রীলীলাশুকপাদানাং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে - ৮৩, সর্ব্বজ্ঞত্বে চ মৌগ্ধে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ। নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥ ইতি। কিন্তু তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীমৎস্যাদিরূপত্বে তেষাং মাধুর্য্যানাং অনাবিষ্কারাৎ অংশত্বমিতি তস্য এব ইতি—সর্ব্বাবতারিণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শ্রীমৎস্য-কূর্ম্মাদি ভাবাবিষ্কারাৎ শ্রীমৎস্যাদ্যবতারাদের্ন জীববৎ তত্ত্বান্তরং, অংশত্বেঽপি মায়া বশ্যত্বমিতি। কিন্তু তদাত্মকত্বং শ্রীগোবিন্দদেবাত্মকত্বমিত্যেবার্থঃ ॥

মৎস্য-কূর্ম্ম-নৃসিংহাদি-রূপো গোবিন্দ এব হি ।
তস্মাত্তদাত্মকাঃ তেস্যু জীবস্তু বন্ধ-মোক্ষভাক্ ॥৪৬॥

স্থির হইলে, সকল অবতার হইতে এমন কি অবতারি প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণু হইতেও স্বয়ং ভগবান শ্রী-ব্রজেন্দ্রনন্দনে মহামাধুর্য্যরাশি রূপেই বর্ণিত হইল।

অপর শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে- অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ নিযুতাযুত অপ্রাকৃতগুণ গণের দ্বারা বিশেষিত ও মহাশক্তি যুক্ত পূর্ণানন্দঘনাকৃতি। অতএব যশোদানন্দন শ্রীগোবিন্দদেবই সকল অবতার বৃন্দের অবতারী। এই লীলামাধুর্য্য প্রেমদ্বারা প্রিয়াধিক্য বেণুমাধুর্য্য ও রূপ মাধুর্য্যাদি দিব্য গুণগণ শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান আছে। সুতরাং শ্রীপাদলীলাশুক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রী-কৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতা ও মুগ্ধতা ও এই সার্ব্বভৌম মহাঐশ্বর্য্য আমার নয়নে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতেছে

কিন্তু সেই শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমৎস্যাদিস্বরূপে সেই মাধুর্য্যবৃন্দের আবিষ্কার না করা হেতু তাঁহাদিগকে অংশ বলা হয়। অতপর তাঁহারই-সর্ব্বাবতারী শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমৎস্য কূর্ম্মাদি ভাবের আবিষ্কার হেতু শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের জীবের ন্যায় তত্ত্বান্তর নহে, অর্থাৎ অংশ হইলেও মায়া বশ্য নহেন, কিন্তু শ্রীগোবিন্দদেবাত্মকই ইহাই অর্থ। শ্রীগোবিন্দদেবই মৎস্য কূর্ম্ম নৃসিংহাদিরূপে অবতীর্ণ হয়েন, অতএব তাঁহারা তদাত্মকই. জীব কিন্তু বন্ধমোক্ষভাগী হয় ॥৪৬॥

যুক্ত্যন্তরেণ বিশেষং দর্শয়তি—

॥ওঁ॥ অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ওঁ॥

২।৩।১৯।৪৭

সত্যপি ব্রহ্মাংশত্বেঽনাদ্যবিদ্যা বিজৃম্ভিতাৎ দেহসম্বন্ধাৎ জীবরূপস্যাংশস্য পরেশকৃতৌ অনুজ্ঞাপরিহারৌ শ্রূয়েতে, নৈবং মৎস্যাদিরূপস্য। কিন্তু দেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বঞ্চ তস্য শ্রূয়তেঽতো মহান্ বিশেষঃ। অনুজ্ঞা অনুমতিঃ, সাধ্বসাধুকর্ম্মপ্রেরণা" ইতি

নন্থ মৎস্যাদৌ জীবাদৌ চ অংশশব্দস্যার্থভেদঃ কথং উপপদ্যতে ? তত্রাহুঃ—যুক্তীতি। শ্রীভগবদ্কৃতানুজ্ঞা-পরিহারত্বং যুক্ত্যন্তরং ইতি, তস্মাৎ অংশশব্দস্য তথা তথার্থঃ স্বীকর্ত্তব্যঃ। অথ শ্রীভগবৎকৃতানুজ্ঞাপরিহারাভ্যাং দেহসম্বন্ধাচ্চ জীবানাং শ্রীমৎস্যাদ্যবতারেভ্যো ভেদং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"অনুজ্ঞাপরিহারৌ" ইতি।

জীবরূপাংশস্য দেহসম্বন্ধাৎ, ভোগায়তন পাঞ্চভৌতিক-দেহসম্বন্ধাৎ অনুজ্ঞা—অনুমতিঃ, বিধির্ব্বা, পরিহারঃ—নিষেধঃ, তৌ দৃশ্যেতে, তস্মাদপি শ্রীমৎস্যাদ্যংশেভ্যো জীবাংশানাং ভেদঃ। দৃষ্টান্তমাহ জ্যোতিরাদিবৎ, যথা চক্ষুষঃ—সূর্য্যাংশত্বেঽপি দেহসম্বন্ধাৎ তদনুগ্রাহ্যত্বমিত্যর্থঃ। তথাচ—জীবানাং শ্রীভগবদংশত্বেঽপি তেষাং প্রাকৃতদেহসম্বন্ধাৎ শ্রীভগবৎকৃতানুজ্ঞা পরিহারৌ দৃশ্যেতে ; ন তু প্রাকৃতদেহরহিতানাং মৎস্যাদ্যবতারানাং সম্বন্ধে তৌ দৃশ্যেতে।

যদি বলেন-শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণে অংশ শব্দের অর্থ ভেদ কি প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন-যুক্তি, অন্য যুক্তির দ্বারাও উভয় অংশের বিশেষ প্রদর্শিত করিতেছেন অর্থাৎ শ্রীভগবৎকৃত অনুজ্ঞা ও পরিহারই অন্যযুক্তি, সুতরাং অংশ শব্দের সেই প্রকার অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অনন্তর শ্রীভগবৎকৃত অনুজ্ঞা এবং পরিহারের দ্বারা ও দেহ সম্বন্ধ হেতু জীবগণের শ্রীমৎস্যাদি অবতার হইতে ভেদ প্রতিপদান করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন অনু দেহ সম্বন্ধ হেতু অনুজ্ঞা পরিহার দেখা যেমন জ্যোতি

অর্থাৎ জীব অংশের দেহসম্বন্ধ ভোগায়তন পাঞ্চভৌতিক দেহ সম্বন্ধ হেতু অনুজ্ঞা অনুমতি অথবা বিধি, পরিহার নিষেধ এই দুইটি দেখা যায়, তাহা হইতেও শ্রীমৎস্যাদি অংশ হইতে জীবাংশের ভেদ দেখা যায়, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন যেমন জ্যোতি, অর্থাৎ চক্ষুর সূর্য্যাংশত্ব সিদ্ধ হইলেও দেহ সম্বন্ধ হেতু তাঁহার অনুগ্রাহ্য সেই প্রকার।

সারাংশ জীবগণের শ্রীভগবানের অংশত্ব হইলেও তাহাদের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ হেতু শ্রীভগবৎকৃত আদেশ ও নিষেধ দেখা যায় কিন্তু প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ রহিত শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের বিষয়ে তাহা দেখা যায় না ব্রহ্মাংশত্বে সমান হইলেও অনাদি অবিদ্যা বিজৃম্ভিত হেতু, দেহ সম্বন্ধ বশতঃ জীব অংশের পরেশ

যাবৎ। "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" (কৌ. ব্রা. ৩।৯) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। পরিহারশ্চ ততো নিবৃত্তির্মোক্ষ ইতি যাবৎ। "তমেব বিদিত্বা" (শ্বে. ৩।৮) ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—জ্যোতিরিতি। জ্যোতিশ্চক্ষুঃ, তস্য যথা সূর্য্যাংশত্বাপি দেহসম্বন্ধাৎ

অথ সত্যপীতি, দেহসম্বন্ধাদিতি তথাহি—শ্বেতাশ্বতরে ৫ ১০, নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥ কিঞ্চ জীবার্থে শ্রীপরেশস্য তৎ প্রাপ্তি প্রতিবন্ধ পাপাদিনিন্দাকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্মাচরণেঽনুমতি দৃশ্যতে "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" শ্রীভাগবতে - ৬।২ ৯, স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রী-রাজ-পিতৃ-গোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥

এতেভ্যঃ পাপেভ্যোনিবর্ত্তনমুচিতমিতি। অপিচ তৈত্তিরীয়কে—১ ১২ ২, মাতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নেতরাণি" ইতি। শ্রীগীতাসু—১৮।৬৫, মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ শ্রীভাগবতে চ—১১ ২৫ ৩৩ তস্মাদ্ দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্। গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥

ইত্যেবং সাধ্বসাধু কর্ম্মপ্রেরণা জীবানামেব দৃশ্যতে, ন তু শ্রীমৎস্যাদ্যবতারাণাম্। কিন্তু তেষাং পাঞ্চভৌতিকদেহসম্বন্ধরাহিত্যং সাক্ষাৎ পরেশত্বং শ্রীভাগবতে ১০।৪০।১৬,২২ যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি। তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ॥

কৃতঅনুজ্ঞা পরিহার শাস্ত্রেশ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে এইজীব স্ত্রী নহে পুরুষ নহে এবং নপুংসকও নহে, যেযে শরীর গ্রহণ করে সেই সেই শরীরের সহিত যুক্ত হয়। অপর জীবের নিমিত্ত শ্রীপরমেশ্বরের তৎপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধপাপাদি নিন্দ্য কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক সদ্ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত অনুমতি দেখা যায় যেমন অতএব ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিবে না।

শ্রীভগবতে বর্ণিত আছে চোর মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী ব্রহ্মঘ্ন গুরুস্ত্রীতে উপগত স্ত্রীঘাতাক রাজ হত্যাকরী পিতৃমারক গোহত্যাকারী এবং আরও যত প্রকার পাতকী আছে, এই সকল পাপ হইতে বিরত হওয়া উচিত। আরও তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে মাতাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবে, পিতাকে শ্রীগুরু দেবকে অতিথিকে দেবতার সমান শ্রদ্ধা করিবে যে সকল অনিন্দনীয় কর্ম্ম তাহাদের সেবা আচরণ করিবে, নিন্দ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে মনঃআমাতে নিযুক্ত কর আমার ভক্ত হয় অমারই যাগ কর আমাকেই নমস্কার কর সত্য করিয়া বলিতেছি আমাকেই প্রাপ্ত করিবে, যে হেতু তুমি আমার প্রিয়। শ্রীভাগববতে বর্ণিত আছে অতএব যাহা দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই মানবদেহ লাভ করিয়া

নানাবিধত্বং তদনুগ্রাহ্যত্বং তৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী চ তদ্ধেতুকে এব, নৈবং খলুত্বস্য সূর্য্যাংশস্যাপি, তৎ প্রকাশস্য তস্য সূর্য্যাত্মকত্বাৎ, তদ্বৎ ॥৪৭॥

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধি-চরায় চ। হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধু-কৈটভমৃত্যবে ॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে। ক্ষিত্যুদ্ধার বিহারায় নমঃ সূকরমূর্ত্তয়ে ॥
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ। বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ।
নমোভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানবমোহিনে। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ।। ইতি। অপিচ শ্রীনবমে—২৪।৯, "দধার শফরীরূপং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। তস্মাৎ জীবাংশেভ্যো মৎস্যাদ্যংশানাং মহান্ বিশেষো বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

অথ অনুজ্ঞাশব্দস্যার্থমাহুঃ—অনুজ্ঞা" ইতি। পরিহারস্তু সাধ্বসাধুকর্ম্মণো নির্ব্বৃতিঃ, তত্তু মোক্ষ এব স চ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জ্ঞানেনৈব ভবতি নান্যেন ইতি প্রতিপাদয়তি শ্রুতিঃ—তমেবেতি।

বিচক্ষণ সাধকগণ প্রাকৃত গুণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করিবে। এই প্রকার সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রেরণা জীবগণেরই দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের নহে। কিন্তু শ্রীমৎস্যাদি অবতার গণের পাঞ্চভৌতিক দেহ সম্বন্ধ রাহিত্য, ও সাক্ষৎ পরেশত্ব শ্রবণ করা যায়, সুতরাং জীবের সহ অবতার বৃন্দের মহান্ বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমৎস্যাদি ভগবদবতার বৃন্দের পরেশত্ব শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-শ্রীঅক্রুর বলিলেন-হে দেব! আপনি স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত যে রূপ সকল ধারণ করেণ সেই স্বরূপের দ্বারা মানবগণ শোক রহিত হইয়া হর্ষ ভরে আপনার যশঃ কীর্ত্তন করেন সেই অবতার সকল এই প্রকার প্রলয় সমুদ্র বিহারী কারণ মৎস্য আপনাকে নমস্কার করি, মধুকৈটভদানব দ্বয়েরমৃত্যু হয়শীর্ষ ভগবান আপনাকে নমস্কার করি, মন্দর পর্ব্বত ধারণ লীল বৃহৎ শ্রীকূর্ম্মদেব আপনাকে নমস্কার করি, পৃথিবী উদ্ধার বিহারী শ্রীবরাহদেব আপনাকে নমস্কার করি সাধুগণের ভয়হারী অদ্ভুতরূপী শ্রীনৃসিংহদেবকে নমস্কার করি, ত্রিভুবন আক্রমন কারী শ্রীবামনদেবকে নমস্কার করি উদ্দীপ্ত ক্ষত্রিয় বনচ্ছেদনকারী ভৃগুপতি শ্রীপরশুরামকে নমস্কার করি, রাবণান্তকারী রঘুকুলবর্য্য শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার করি শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার করি, শ্রীসঙ্কর্ষণকে নমস্কার করি, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ও শ্রীঅনিরুদ্ধকে যাঁহারা সাত্ত্বতগণের পতি সেই, চতুর্ব্যূহকে নমস্কার করি, ম্লেচ্ছ প্রায়ক্ষত্রিয় হননকর্ত্তা শ্রীকল্কিদেবকে নমস্কার করি।

আরও শ্রীনবমে বর্ণিত আছে-ভগবান সর্ব্বেশ্বর শ্রীহরি শফরী (মৎস্য) রূপ ধরণ করিয়াছিলেন। অতএব জীবাংশ হইতে শ্রীমৎস্যাদি অংশবৃন্দে মহা বিশেষ বিদ্যমান আছে ইহাই অর্থ।

তমেব-সর্ব্বাবতারিণং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বকারণকারণং অখিল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-ভক্তবাৎসল্যাদি দিব্যগুণবৃন্দ বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহং শ্রীগোবিন্দদেবং বিদিত্বা স্বরূপতো গুণতশ্চ জ্ঞাত্বা অতিমৃত্যুমেতি: ইতি শেষঃ। তত্র অংশদ্বয়ভেদে দৃষ্টান্তমাদ - জ্যোতিরিতি। তথাচ - জ্যোতিশ্চক্ষু তস্য সূর্য্যাংশত্বেঽপি, বিবিধ দেহসম্বন্ধাৎ বিবিধাকারেণ বিদ্যতে, তথা সূর্য্যশক্ত্যা লোচনস্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকারিতা, তদনুগ্রাহ্যত্বাৎ।

কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্যাংশস্য ন তথাত্বম্, কিঞ্চ অংশস্য মহাপ্রকাশবতঃ সূর্য্যস্যাংশত্বেঽপি তস্মাদভিন্নঃ সূর্য্যাত্মক এব। এবং শ্রীগোবিন্দদেবস্য জীবা মৎস্যাদয়োঽবতারা অংশত্ব সামোঽপি জীবানাং তৎ শক্ত্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কার্যাকারিতা, কিন্তু মৎস্যাদ্যবতারাণাং স্বাংশত্বাৎ তৎস্বরূপত্বাৎ তদাত্মক এব, তস্মাৎ ন জীববৎ তে বন্ধমোক্ষ ভাজো ভবন্তি ইতি ॥৪৭॥

অনন্তর অনুজ্ঞা শব্দের অর্থ বলিতেছেন-অনুজ্ঞা অনুমতি সাধু অসাধুকর্ম্মে প্রেরণা এই পর্য্যন্ত, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে-শ্রীগোবিন্দদেব যাহাকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন তাহাকে সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন।

পরিহার তাহা হইতে নির্ব্বৃতি, সাধু পুণ্য অসাধু পাপকর্ম্ম যইতে নিবৃত্তি। তাহা কিন্তু মোক্ষ, সেই মোক্ষ শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞানের দ্বারাই হয়, অন্যে নহে, শ্রুতি তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন তমিতি। তাঁহাকে জানিয়া অতি মৃত্যুর পারে গমন করে, অর্থাৎ সর্ব্বাবতারি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বকারণ অখিল সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্ত বাৎসল্যাদি দিব্যগুণবৃন্দ বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবকে স্বরূপ গুণতঃ জানিয়া অতিমৃত্যু গমন করে সাধক ইহাই অর্থ। তন্মধ্যে অংশ দ্বয়ের ভেদ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-জ্যোতিরিতি। চক্ষু সে যেমন সূর্য্যের জ্যোতি অংশ হইলেও দেহে সম্বন্ধ হেতু নানা প্রকার হয়, এবং সূর্য্যের অনুগ্রহ বশতঃ চক্ষুর প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও সূর্য্য হেতুক হয় কিন্তু আকাশ স্থিত সূর্য্য রশ্মির সেই প্রকার হয় না, কারণ আকাশস্থ সূর্য্য প্রকাশের সূর্যাত্মক হওয়া হেতু জীব বিষয়েও সেই প্রকার জানিতে হইবে।

সারাংশ এই যে-জ্যোতিঃ চক্ষুর সূর্য্যাংশত্ব হইলে ও বিবিধদেহ সম্বন্ধ হেতু বিবিধ প্রকার বিদ্যমান আছে এবং সূর্য্যশক্তিরদ্বারা লোচনের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রূপ কার্য্য কারিতা সূর্য্যের অনুগ্রহেই সিদ্ধ হয়, কিন্তু আকাশে যে সূর্য্যেরঅংশ আছে তাহা সেই প্রকার নহে, কিন্তু সেই অংশ মহা প্রকাশ মান সূর্য্যর অংশ হইতে অভিন্ন বা সূর্য্যাত্মকই।

এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের জীবগণ ও শ্রীমৎস্যাদি অবতার বৃন্দ অংশ বিষয়ে সমান হইলেও জীবগণের তাঁহার শক্তির দ্বারা প্রবৃত্তিরূপ কার্য্য কারিতা দেখা যায়, কিন্তু শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের স্বাংশত্ব তৎ স্বরূপত্ব হওয়া হেতু তদাত্মকই, অতএব জীবের সমান অবতার গণ বন্ধও মোক্ষের যোগ্য হয় না ইহাই অর্থ ॥৪৭॥

॥ওঁ॥ অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৯।৪৮॥

জীবস্যাসন্ততেরপূর্ণত্বাদব্যতিকরঃ। পূর্ণেন মৎস্যাদিনা সাম্যং নেতার্থঃ। "বালাগ্র শতভাগস্য" (শ্বে• ৫।৯) ইত্যাদ্যা শ্রুতির্জীবস্যাপূর্ত্তিমাহ। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" (বৃ• ৫।১।১) ইত্যাদ্যা তু মৎস্যাদেঃ পূর্ত্তিম্ ॥৪৮॥

অথ যুক্ত্যন্তরেণ জীবেভ্যো মৎস্যাদীনাং ভেদং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অসন্তেরিতি অসন্ততেঃ পূর্ণতাভাবনিবন্ধনাৎ 'অব্যতিকরঃ' সাম্যতাভাবঃ, পূর্ণেন শ্রীভগবদবতারভূত মৎস্যাদ্যবতারেণ সহ বন্ধ-মোক্ষভাজাং জীবানাং সাম্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। অথ জীবানাং পূর্ণতাভাব প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—বালেতি।

বালঃ - কে·ঃ, অর্থাৎ কেশস্য যোঽগ্রভাগঃ. তস্য একাগ্রভাগস্য শতাং·ঃ, তস্য শতাংশভাগস্যাপি একভাগস্য যঃ শতাংশঃ তথা নিরতিশয়ক্ষুদ্রাংশ এব জীবঃ, তস্মাৎ পূর্ণতাভাবনিবন্ধনঃ মৎস্যাদিনা সহ জীবস্য ন সাম্যমিত্যর্থঃ। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেন জীবস্যাপূর্ত্তিং প্রতিপাদিতম্।

অথ শ্রীমৎস্যাদ্যবতারাণাং পূর্ণতা সদ্ভাব—প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—"পূর্ণম্" ইতি। অদঃ—অবতারিরূপং পূর্ণং, ইদং মৎস্যাদ্যবতাররূপং পূর্ণমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বগুণপরিপূর্ণা মৎস্যাদ্যবতারা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রীমৎপরমাচার্য্য প্রভুচরণাঃ—"সর্ব্বেসদ্গুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ" ইতি। ভ• র• সি• —২।১।২৪৫ অতো মৎস্যাদীনাং জীবানাঞ্চ শ্রীভগবদংশত্বেঽপি ন সমানতা ইত্যর্থঃ ॥৪৮॥

অনন্তর অন্য যুক্তির দ্বারা জীবগণ হইতে শ্রীমৎস্যাদি অবতারবৃন্দের ভেদ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অসন্ততে রিতি। অসন্তু হেতু অব্যতিকর অসন্তপূর্ণতার অভাব নিবন্ধন হেতু অব্যতিকর সাম্যতার অভাব অর্থাৎ পূর্ণের শ্রীভগবদবতার স্বরূপ মৎস্যাদি অবতারের সহিত বন্ধমোক্ষভাগি জীবগণের সাম্যতা হইবে না ইহাই অর্থ জীবের অসন্ততা অপূর্ণতা হেতু ব্যতিকর পূর্ণ শ্রীমৎস্যাদির সহিত সাম্য হয় না, ইহাই অর্থ। অথ জীবগণের পূর্ণতার অভাব প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন-বালেতি। বালের অগ্রের শতভাগের, অর্থাৎ বাল কেশ, কেশের যে অগ্রভাগ তাহার একটি অগ্রভাগের শতাংশ সেই শতাংশভাগেরও একভাগের যে শতাংশ ভাগ হয় সেই প্রকার নিরতিশয় সূক্ষ্মাংশভাগই জীব। অতএব পূর্ণতাভাবনি বন্ধন শ্রীমৎস্যাদি অবতারের সহিত জীবের কোন প্রকারে সমানতা নাই।

ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা জীবের অপূর্ত্তি প্রতিপাদন হইল। অনন্তর শ্রীমৎস্যাদি অবতার বৃন্দের পূর্ণতা সদ্ভাব প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য উদাহৃত করিতেছেন পূর্ণমিতি এই অবতারি রূপ ও পূর্ণ ইহাই অর্থ। অতত্র সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণ হতু শ্রীমৎস্যাদি অবতার পূর্ণ ই। শ্রীমৎ পরমাচায্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন ভগবদতারগণ সর্ব্বসদ্গুণদ্বারা পরিপূর্ণ ও সর্ব্ব প্রকার দোষ বিবর্জিত, সুতরাং

হেতুং দূষয়তি—

॥ওঁ॥ আভাস এব চ ॥ওঁ॥ ২।৩।১৯।৪৯॥

অংশশব্দিতত্বাবিশেষাদিতি যো হেতুর্মৎস্যাদ্যংশস্য জীবাংশেন সাম্যং বোধয়িতুমুপন্যস্তঃ সত্বাভাস এব, সৎপ্রতিপক্ষাখ্যো হেত্বাভাস এব। বৈষম্য সাধকস্য পূর্ত্ত্যাদের্হেত্বন্তরস্য সত্ত্বাৎ। "চ" কারো দৃষ্টান্তসূচনায়।

অথ মৎস্যাদ্যংশেন সহ জীবাংশস্য সাম্যত্ব প্রতিপাদকং যৎ হেতুং "অংশত্বাবিশেষাৎ" ইতি, তৎ হেতুং দূষয়িতুং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—আভাস এব চ" ইতি। উক্ত হেতুঃ সৎপ্রতি পক্ষরূপো হেত্বাভাস এব। অংশঃ ইতি স্পষ্টম্। হেত্বাভাস ইতি, হেতুবদাভাসতে দুষ্টহেতুরিতি। সৎপ্রতিপক্ষ ইতি—সাধ্যাভাব সাধকহেত্বন্তরং যস্যাস্তি স ইত্যর্থঃ।

তথাচ—প্রতিপক্ষত্বং সাধ্যবিরোধি উপস্থাপন সমর্থ সমানবলোপস্থিত্যা প্রতিরুদ্ধকার্য্য-কলিঙ্গত্বম্. তচ্চ—পরস্পরাভাবব্যাপ্যবত্ত-অজ্ঞানাৎ পরস্পরানুমিতি প্রতিবন্ধঃ ফলম্। যথা—পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ, মহানসবৎ, পর্ব্বতো।
বহ্ন্যাভাববান্ পাষাণময়ত্বাৎ কুড্যবৎ, অত্র চ দ্বয়োরপি হেতোঃ পরস্পর সাধ্যাভাব সাধকত্বাৎ মিথঃ সৎপ্রতি পক্ষত্বম্।

তথা প্রকৃতেঽপি মৎস্যাদিরনীশ্বরঃ অংশত্বাৎ জীববৎ ; মৎস্যাদিরীশঃ পূর্ণত্বাৎ সহস্রশীর্ষাবৎ" ইতি। এবং বৈষম্যসাধকস্য পূর্ত্ত্যাদেঃ হেত্বন্তরস্য সত্ত্বাৎ সংপ্রতিপক্ষত্বম্' তস্মাদুক্তহেতুরাভাস এব। অথ দোষান্তরমাহুঃ - ন হীতি। তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজো বায়্বাকাশকালদিগাত্মমনাংসি নবৈব" ইতি

শ্রীমৎস্যাদি অবতারগণের ও জীব গণের শ্রীভগবানের অংশতা সিদ্ধ হইলে ও উভয়ের সমানতা নাই ইহাই এই ভাষ্যের অর্থ ॥৪৮॥

অনন্তর শ্রীমৎস্যাদি অংশের সহিত জীবাংশের সাম্যতা প্রতিপাদক যে হেতু "অংশত্ব অবিশেষ হেতু" এই হেতুকে দূষিত করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-আভাসই হয়। উক্ত হেতু সংপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস হয় জানিতে হইবে। আপনারা যে বলিয়াছেন' জীব ও শ্রীমৎস্যাদি অবতার সমান কারণ অংশ শব্দের দ্বারা অবিশেষ রূপে কথন হেতু শ্রীমৎস্যাদি অংশের জীবাংশের সহিত সাম্য বোধ করাইবার নিমিত্ত উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহা আভাস মাত্র, অর্থাৎ সৎ প্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাস মাত্র হয়। কারণ বৈষম্যতা সাধক পূর্ত্ত্যাদির অন্য হেতুর বিদ্যমানতা বশতঃ সূত্রে যে 'চ' কার আছে তাহা দৃষ্টান্ত সূচনা করিবার নিমিত্ত। অর্থাৎ হেত্বাভাস হেতুর ন্যায় আভাস হয় মাত্র, যাহা দুষ্ট হেতু, সাধক অন্য হেতু যাহার বর্ত্তমান আছে তাহাকে সৎ প্রতি পক্ষ বলে ইহাই অর্থ।

ব্যাখ্যা সাধ্য বিরোধি উপস্থাপন সমর্থ আছে যাহার তাদৃশ সমান বলোপস্থিতির দ্বারা

নহি দ্রব্যত্বেন পৃথিবীনভসোঃ সাম্যপারম্যং সাধনীয়ম্। ন বা পদার্থত্বেন ভাবাভাবয়োস্তৎ। তথাচ মৎস্যাদাবসর্ব্ববৃত্তিকত্বম্। জীবেতু তদুপসজ্জনত্বমংশত্বমিতি ॥৪৯॥

(তর্ক০ স০ ৩ পৃ০) তস্মাৎ যথা পৃথিবী নভসোঃ দ্রব্যত্বেন ন সাম্যংভবিতুমর্হতি, তথৈব অংশত্বেন মৎস্যাদি জীবয়োঃ—সাম্যং ভবিতুং ন পার্য্যতে।

তথাচ—দ্রব্যশব্দবাচ্যত্বেঽপি পৃথিবী আকাশয়োর্ন সমানতা, তথা অংশশব্দবাচ্যত্বেঽপি ন মৎস্যাদ্যবতার জীবয়োঃ সমানতা ইত্যর্থঃ। অথ দৃষ্টান্তান্তরমাহুঃ—ন বা ইতি। তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদে—৩, দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ তস্মাৎ পদার্থশব্দবাচ্যত্বাৎ ন ভাবাভাবয়োঃ সমানতা।

কার্য্যের যে জ্ঞাপক তাহাকে যে প্রতিরোধ করে তাহাকে প্রতিপক্ষ বলে, তাহার পরস্পরের যে অভাব ব্যাপ্যবত্তা তাহার অজ্ঞান বশতঃ পরস্পরের যে অনুমিতি হয় তাহার প্রতিবন্ধ ফল। দুষ্ট হেতু দ্বয়ের দ্বারা অনুমিতির বিরোধ উপন্ন করা ইহাই ফল।

যেমন পর্ব্বত বহ্নিমান্ যে হেতু ধূম দেখা যায় যেন মহানস (পাকশালা) এই এক প্রকার অনুমান, পূর্ব্বত বহ্ন্যভাববান্ পর্ব্বতে বহ্নিনাই যে হেতু পাষাণময় দেখা যায় যেমন কুড্য (ভিত্তি) এই স্থালে দুই হেতু 'ধূমাৎ' পাষাণ ময়ত্বাৎ' পরস্পর সাধ্যাভাবের সাধক হওয়া হেতু পরস্পর সংপ্রতিপক্ষ হইয়াছে

এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থলেও মৎস্যাদি অবতারগণ অনীশ্বর যে হেতু তাহারা অংশ যেমন জীব অংশ হয় মৎস্যাদি অবতারগণ ঈশ্বর যে হেতু তাহারা পূর্ণ যেমন সহস্র শীর্ষ পুরুষ পূর্ণ ঈশ্বর হয় এই প্রকার বৈষম্য সাধক পূর্ত্তিরূপ হেত্বন্তরের বিদ্যমানতা বশতঃ ইহা সংপ্রতিপক্ষ, অতএব উক্ত হেতু আভাস মাত্রাই হয়। অতঃপর অন্য দোষ বলিতেছেন-নহীত্যাদি। দ্রব্যত্ব দ্বারা পৃথবী ও আকাশের সাম্য পরতা সাধিত হইতেছে না, অর্থাৎ তন্মধ্যে পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক আত্মা এবং মনঃ এই নয়টি দ্রব্য, অতঃ যেমন পৃথিবী ও আকাশের দ্রব্যত্ব রূপ সমান ধর্ম্ম থাকিলেও উভয়ের সমানতা হইতে পারিবে না, সেই প্রকার জীবে ও মৎস্যাদিতে অংশত্বরূপ সমান ধর্ম্ম থাকিলেও মৎস্যাদিও জীবের সাম্যতা হইতে পরিবে না। অর্থাৎ যেমন দ্রব্যশব্দ বাচক হইলেও পৃথিবীও আকাশের সমানতা নাই সেই প্রকার অংশ বাচ্য হইলেও মৎস্যাদি অবতারগণ ও জীবের সমানতা নাই। অথ অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন-নবেতি অপর পদার্থত্ব রূপে ভাব ও অভাবের সমানতা হয় না, এই বিষয়ে ভাষা পরিছেদে বর্ণিত আছে-দ্রব্য গুণ তথা কর্ম্ম সমান্য বিশেষ সমবায় তথা অভাব এই সাতটি পদার্থ কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব পদার্থ শব্দ বাচক হইলেও ভাব পদার্থ ও অভাব পদাথের সমানতা হয় না সুতরাং জীবও শ্রীমৎস্যাদির সমানতাও হয় না।

২০। অদৃষ্টানিয়মাধিকরণম্

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রকৃতং চিন্তয়তি।

সঙ্গতি ঃ—অথ মৎস্যাধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—"তথাচ" ইতি তস্মাৎ মৎস্যাদেরংশত্ব অনভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিকত্বম্ পূর্ণত্বশ্রবণাৎ। জীবংশত্বং উপসর্জ্জনীভূত ব্রহ্মৈকদেশত্বমণুত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ॥

যস্য লীলাবতারাঃ স্যুর্মৎস্য-নৃসিংহ কচ্ছপাঃ।
স স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ পাদাব্জে যচ্ছতু রতিম্॥

ইতি মৎস্যাধিকরণমুনবিংশতিঃ সমাপ্তম্॥৪৯॥

২০। অদৃষ্টানিয়মাধিকরণম্

অথ অস্য অধিকরণস্য প্রাসঙ্গিকত্বাৎ ব্যবহিতয়োরপি পূর্ব্বোত্তর ন্যায়য়োঃ সঙ্গতিঃ স্যাৎ। পূর্ব্বমংশাধিকরণে জীবানাং ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বমুক্তম্ তস্মাৎ তেষাং অণুদ্রব্যত্বে তারতম্যং নাস্তি, অতঃ ফলতারতম্যমপি তেষাং ন স্যাদিতি। তত্রাদৃষ্টভেদাৎ ফলতারতম্যং ভবেদিতি প্রতিপাদয়িতুং "অদৃষ্টানিয়মাধিকরণারম্ভঃ, ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

প্রাসঙ্গিকমিতি জীবোৎপত্তিনিরূপণে সমারব্ধে তস্য ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বং ব্রহ্মাভিন্নত্বমিতি বা প্রসঙ্গাদ্যাপতিতং তৎ সমাপ্যাধুনা অংশত্বসম্যেঽপি জীবানাং ভোগসাম্যং ভবতি ন বা ইতি প্রকৃতং চিন্তয়ন্তি-শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ।

সঙ্গতি অথ মৎস্যাধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন—তথাচেতি শ্রীমৎস্যাদি স্বরূপে সকলগুণ ব্যক্ত হয় নাই, এবং জীবে কিন্তু তাঁহার অধীনতা প্রযুক্ত অংশতা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীমৎস্যাদির অবতারের অংশত্ব অনভিব্যঞ্জকসর্ব্বশক্তিত্ব হেতু, কারণ তাঁহারা পূর্ণ জীবের অংশত্ব উপসর্জ্জনীভূত ব্রহ্মৈকদেশ হয় কারণ জীব অণু ইহাই অর্থ। শ্রীমৎস্য নৃসিংহ কচ্ছপাদি যাঁহার লীলাবতার হয়েন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীচরণকমলে রতি প্রদান করুন॥৪৯॥

এই প্রকার মৎস্যাধিকরণ উনবিংশতি সমাপ্ত॥১৯॥

২০। অদৃষ্টানিয়মাধিকরণের ব্যাখ্যা

অনন্তর অদৃষ্টানিয়মাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অথ এই অধিকরণের প্রাসঙ্গিকতা হেতু ব্যবহিত হইলেও পূর্ব্বোত্তরন্যায়ের সঙ্গতি হয়। পূর্ব্বে অংশাধিকরণে জীবগণের পরব্রহ্মের অপ্রধানীভূত শক্তি নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের অণুদ্রব্যত্ব রূপে কোন প্রকার তারতম্য নাই, সুতরাং ফল তারতম্যও তাহাদের না হউক। এইস্থলে অদৃষ্ট ভেদে ফলতারতম্য হইবে ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য অদৃষ্টানিয়মাধিকরণারম্ভ ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। এই প্রকার প্রাসঙ্গিক সমপ্ত করিয়া

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো—
বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ (কঠ. ২।২।১৩, শ্বে. ৬।১৩, গো. তা. পূ. ২৪) ইত্যাদীনি বাক্যানি কাঠকাদিষু শ্রূয়ন্তে।

তত্র নিত্যচেতন তয়া প্রতীতা বহবো জীবাঃ সাম্যভাজঃ? ন বেতি, সন্দেহে। বিশেষাপ্রতীতেঃ সাম্যভাজঃ, ইতি প্রাপ্তে—

বিষয় ঃ—অথাদৃষ্টানিয়মাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"নিত্যঃ" ইতি। য একঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বয়ং ভগবান্ নিত্যঃ, ত্রৈকালিকাভবশূন্যঃ, সতু নিত্যানাং বহূনাং জীবানাং যে খলু চেতনাঃ তেষাং চেতনানাং চেতনঃ, জ্ঞানসম্পাদকঃ তথা একোঽপি বহূনাং জীবানাং কামান্ অভিলষিত মনোরথান্ বিদধাতি প্রদদাতি ইতি কাঠকাদিশ্রুতিষু শ্রূয়ন্তে। তথাচ—সর্বকর্ম্মফল প্রদাতা শ্রীভগবান্ স্বাংশভূতে ভ্যোজীবেভ্যঃ স্বকর্ম্মানুরূপং ফলং প্রদদাতীতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, তত্রেতি। শ্রীভগবদংশত্বাৎ সর্ব্বে জীবাঃ সাম্যভাজো ভবন্তি? অথবা সাম্যভাজো ন ভবন্তি" ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ এবং সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি বিশেষঃ" ইতি। তেষামংশভূতানাং জীবানাং বিশেষপ্রতীতেরভাবাৎ সাম্যভাজঃ, সমানরূপেণ সর্ব্বেষাং জীবানাং সুখদুঃখানুভবং, স্বর্গ নরকাদি গমনং ভবতি। তস্মাৎ অংশসামান্যাৎ ভোগসামান্যং ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

প্রকৃত বিষয়ের চিন্তা করিতেছেন অর্থাৎ জীবোৎপত্তিরনিরূপণ বিষয় আরম্ভ করিয়া জীবের ব্রহ্মো পসর্জনত্ব অথবা ব্রহ্মাভিন্নত্ব এই প্রকার প্রসঙ্গ আপতিত হইলে তাহা সমাপ্ত করিয়া অধুনা জীবগণের অংশত্ব সমান হইলেও ভোগ বিষয়ে সমান হয়? অথবা হয় না? এইপ্রকৃত বিষয় শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিচার করিতেছেন।

বিষয় -অতঃপর অদৃষ্টানিয়মাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণার করিতেছেন-নিত্যইতি যিনি নিত্যগণের ও নিত্য চেতনগণের চেতন একাকী অনেকের কামনা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যিনি এক স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেব নিত্য ত্রৈকালিকাভাব শূন্য, তিনি নিত্য বহুজীবগণের যাহারা চেতন সেই চেতনগণের চেতন জ্ঞান সম্পাদক, তথা যিনি এক হইয়াও অনেক জীবের কাম অভিলষিত মনোরথ সকল বিধান বা প্রদান করে, ইহা কঠ শ্বেতাশ্বতর গোপালতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম ফল প্রদাতা শ্রীভগবান স্বাংশ ভূত জীবগণকে স্বকর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে- তন্মধ্যে নিত্য চেতন রূপে প্রতীত বহুজীব সমান

॥ওঁ॥ অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ওঁ॥ ২।৩।২০।৫০॥

মণ্ডুকপ্লুত্যা "ন" ইত্যা নুবর্ত্ততে, (২।৩।১৯।৪৫) নৈব তে সাম্যভাজঃ। কুতঃ?

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষেপ্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অদৃষ্টানিয়মাদিতি। জীবাদৃষ্টানাং নিয়মাভাবাৎ, অংশত্বসাম্যেঽপি ন ভোগসাম্যম্। মণ্ডুকপ্লুত্যা "প্রকাশাদিবৎ 'ন' এবং পরঃ" (২।৩।১৯।৪৫) ইত্যস্মাৎ সূত্রাৎ "ন" শব্দোঽনুবর্ত্ততে, তথাচ—শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণস্য তদ্ধিতোদ্দীপনী টীকায়াম্—৭।১৪৯, তথাহি মণ্ডুকো ভেকো যথা প্লুত্যা লম্ফেনোপবেশন স্থানাৎ কিঞ্চিদ্দেশং পরিত্যজ্য স্থানান্তরে পততি, তদ্বদত্রাপি" ইতি।

তথাত্র সূত্রে 'ন' কারস্যাভাবেঽপি মণ্ডুকপ্লুতিন্যায়মবলম্ব্য পূর্ব্বসূত্রাৎ 'ন' কারোঽনুবর্ত্তনীয়ঃ" ইতি তস্মাৎ নৈব তে জীবাঃ সাম্যভাজঃ, কুতঃ? কুতো ন সাম্যভাজঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—স্বরূপসাম্যেঽপি, জীবানাং স্বরূপসাম্যেঽপি অংশত্বসমানেঽপি তদদৃষ্টানুসারেণ ফলভাজো ভবন্তি, তদদৃষ্টানুসারেণ—শ্রীভগবদুপাসনানুসারেণ, এবমেবাহ ভগবান শ্রীপার্থসারথী—৪।১১, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ কিঞ্চ তত্রৈব একাদশে ৬৭, যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎ পরাঃ। অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম॥

ভোগাদিযুক্ত হয়? অথবা হয় না? অর্থাৎ শ্রীভগবানের অংশ হওয়া হেতু জীব সকলে সমান অদৃষ্ট যুক্ত হয়? অথবা সমান ভাগ্য যুক্ত হয় না? ইহাই সন্দেহ বাক্য

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—বিশেষেতি। বিশেষ প্রতীতির অভাব হেতু সকলে সমান ভাগ্য যুক্ত, অর্থাৎ সেই অংশভূত জীবগণের কোন প্রকার বিশেষের অভাব হেতু সকলে সমান রূপেই সকল জীবগণের সুখ দুঃখের অনুভব, স্বর্গ নরকাদি গমন হয়. অতএব অংশ সমান হওয়া হেতু ভোগও সমান হয় ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অদৃষ্টের অনিয়ম হেতু অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টের নিয়মের অভাব হেতু অংশত্ব সাম্য হইলেও ভোগসাম্য হয় না। মণ্ডুক প্লুতি ন্যায়ে ন কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ "প্রাকশাদি বৎ 'ন' এবং পরঃ" এই সূত্র হইতে হইবে।

এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণের তদ্ধিতোদ্দীপনী টীকায় বর্ণিত আছে মণ্ডুক ভেক যে প্রকার লম্ফ প্রদানের দ্বারা উপবেশন স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে নিপতিত হয়, সেই প্রকার এই সূত্রেও ন কারের অভাব থাকিলেও মণ্ডুক প্লুতিন্যায় অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব সূত্র

স্বরূপসাম্যেঽপি তদদৃষ্টানামনিয়মাৎ নানাবিধাৎ। অদৃষ্টন্তু অনাদি ।।৫০।।

অপিচ সপ্তমোধ্যায়ে—১৫, ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ তথাচ—ষোড়শে -১৯-২০, তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

শ্রীভাগবতেচ—১০।৫।৩০,নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ। অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি। তস্মাদদৃষ্টানাং সাধ্বসাধু-কর্ম্মণাং নানাবিধ্যাৎ জীবানামংশত্বে সাম্যেঽপি ভোগাদৌ ন সাম্যভাজঃ। অদৃষ্টং তু অনাদি' ইতি ॥৫০॥

হইতে ন কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। অতএব জীবসকল সমান ভাগ্য যুক্ত নহে, কেন সমান ভাগ্য যুক্ত নহে ? এই অপেক্ষায় বলিতেছে ন-স্বরূপ সাম্য হইলেও তাহাদের অদৃষ্ট সকলের অনিময় নানা প্রকার হওয়া হেতু, অদৃষ্ট কিন্তু অনাদি। অর্থাৎ জীবগণের স্বরূপ সমান অংশত্ব সমান হইলেও তাহাদের অদৃষ্টের অনুসারেই ফলভাগী হয়, অদৃষ্টানুসারে অর্থাৎ শ্রীভগবানের উপাসনা অনুসারে; এই বিষয়ে ভগবান শ্রীপার্থ সারথী বলিয়াছেন হে পার্থ! মানবগণ যে প্রকারে আমার ভজনা করে আমি তাহা দিগকে ফলদানাদির দ্বারা সেই প্রকারই ভজনা করিয়া থাকি, কারণ মনুষ্য সকল সকাম হইয়া আমারই বর্ত্ম অনুসরণ করে।

পুনঃ বলিয়াছেন-যাহারা সকল প্রকার কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ পর হইয়া অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করে, সেই আমাতে আবেশিত চিত্ত ভক্তগণের মৃতু সংসার সাগর হইতে অচিরাৎ আমি উদ্ধার কর্ত্তা হই। অপর দুষ্কৃতকারি নরাধম মূঢ়মানবগণ আসুর ভাব আশ্রয় করিয়া মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান হইয়া আমকে আশ্রয় করে না, সেই আমার প্রতি বিদ্বেষকারী ক্রূর নরাধম মানবগণকে সংসার মধ্যে অশুভপ্রদ আসুরী যোনিতেই বাবংবার নিক্ষেপ করি, সেই মূঢ়গণ প্রতি জন্মেই আসুরী যোনি লাভ করতঃ আমাকে প্রাপ্ত না করিয়া তাহা হইতেও অধম গতিতে গমন করে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-মানব নিশ্চত রূপে অদৃষ্টনিষ্ঠ, অদৃষ্ট পরম এবং অদৃষ্টই আত্মার তত্ত্ব ইহা যে জানে সে মোহিত হয় না,

অতএব অদৃষ্ট সাধু অসাধু কর্ম্ম সকলের নানা বিধত্ব প্রযুক্ত জীবগণের অংশত্ব সাম্য হইলে ও ভোগাদি বিষয়ে সাম্য নহে। কিন্তু অদৃষ্ট অনাদি ॥৫০॥

নন্বিচ্ছাদ্বেষাদিভির্বৈষম্যং স্যাৎ। নেত্যাহ—

॥ওঁ॥ অভিসন্ধ্যাদিস্বপি চৈবম্ ॥ওঁ॥ ২।৩।২০।৫১॥

তেষ্বপি বৈচিত্র্যহেতুতয়া অঙ্গীকৃতেষ্বেবং হেত্বন্তরাপেক্ষাপত্তেঃ, তেঽপ্যদৃষ্টাদেবেত্যর্থঃ। 'চ' কারঃ প্রতিক্ষণবৈচিত্রীং সমুচ্চিনোতি ॥৫১॥

অথ জীবানাং সাম্যাভাবত্বে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—"ননু" ইতি ননু ইচ্ছা-দ্বেষাদিভিঃ জীবানাং বৈষম্যং, নতু অদৃষ্টেন। তস্মাৎ ইচ্ছাদ্বেষাভির্বৈষম্যং ব্যবহারিকমেব ন তু পরমার্থিকম্, অতঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং সাম্যমেব' ইতি। ইত্যেবমাশঙ্কায়া উত্তরয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অভিসন্ধিরিতি। অভিসন্ধিঃ—ইচ্ছা, আদিপদাং বিদ্বেষাদি এবং অভিসন্ধ্যাদিষু বৈষম্যাভাবমিত্যর্থঃ।

তেষু ইচ্ছা—দ্বেষ রাগ-অভিনিবেশাদিষু জীবানাং বৈচিত্র্যহেতুতয়-অঙ্গীকৃতেষু এবং হেত্বন্তরাপেক্ষাপত্তেঃ, তথাচ ইচ্ছায়াঃ কিং কারণম্? কথং বা ইচ্ছা জাতা? কস্মাৎ কারণাৎ? ইত্যেবং হেতু পৃষ্টে সতি—অদৃষ্টমেব কারণমিত্যুত্তরং ভবেৎ নান্যম্। তস্মাৎ ইচ্ছাদ্বেষাদিভির্বৈষম্যস্বীকারে গৌরবাৎ অদৃষ্টস্বীকারমেব লাঘবম্। অথ 'সূত্রস্থ' 'চ' কারস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ 'চ' কারেণ প্রতিক্ষণং জীবানাং যৎ ভোগবৈচিত্র্যং তদপি অদৃষ্টবশাদেব ভবতি, তস্মাৎ জীবানাং ইচ্ছাদিরপি অদৃষ্টাদেব ভবতীতি ন তে সাম্যভাজঃ ॥৫১॥

অনন্তর জীবগণের সাম্যভাব বিষয়ে শঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—নন্বিতি। জীবের যে পরস্পর ভেদ ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতির দ্বারা হইবে, অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বেষাদির দ্বারাই জীবের বৈষম্য হয়, কিন্তু অদৃষ্টের দ্বারা নহে, অতএব ইচ্ছাদ্বেষাদি দ্বারা বিষমতা ব্যবহারিকই হয়, কিন্তু পারমার্থিক নহে, অতঃ সকল জীবগণের সাম্যভাবই যথার্থ। এই আশঙ্কার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ উত্তর প্রদান করিতেছেন—অভীতি। অভিসন্ধ্যাদি বিষয়ে ও এই প্রকার, অর্থাৎ অভিসন্ধি ইচ্ছা, আদি পদে বিদ্বেষ প্রভৃতি, এই রূপ অভিসন্ধ্যাদি বিষয়েও এই প্রকার বৈষম্যের অভাব ইহাই অর্থ। তাহাকেই বৈচিত্র্য হেতুরূপে অঙ্গীকার করিলেও এই প্রকার হেত্বন্তরাপেক্ষাপত্তি হইবে, কিন্তু তাহাও অদৃষ্ট হইতেই স্বীকার করিতে হইবে।

অর্থাৎ সেই ইচ্ছা দ্বেষ রাগ অভিনিবেশাদি বিষয়ে জীবগণের বৈচিত্র্য হেতুতয়া অঙ্গীকার করিলে এই প্রকার হেত্বন্তরের অপেক্ষা করিতে হয়, যেমন ইচ্ছার কারণ কি? কেনই বা ইচ্ছা জাত হইয়াছে? কি কারণ হইতে॥ এই প্রকার হেতু জিজ্ঞাসা করিলে পরে 'অদৃষ্টই ইহার কারণ' এই উত্তর হইবে অন্য নহে। অতএব ইচ্ছাদ্বেষাদির দ্বারা বৈষম্য স্বীকারে গৌরব হেতু অদৃষ্ট স্বীকারই লাঘব হয়। অনন্তর সূত্রস্থ চ কারের ব্যাখ্যা করিতেছেন—'চকারের দ্বারা প্রতিক্ষণ বৈচিত্র্য সমুচ্চয় করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিক্ষণে জীবগণের যে ভোগবৈচিত্র্য তাহাও অদৃষ্টবশেই হয়। অতএব জীবগণের ইচ্ছাদিও অদৃষ্টবশতই হয়, সুতরাং সকলে সমান নহে ॥৫১॥

ননু স্বর্গ ভূম্যাদি প্রদেশবৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যং স্যাৎ, নেত্যাহ—

।।ওঁ।। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ।।ওঁ।। ২।৩।২০।৫২।।

তৎ প্রাপ্তেরপ্যদৃষ্টাপেক্ষত্বেনাদৃষ্টান্তর্ভাবাৎ, প্রদেশাদেকদেশস্থিতানামপি বৈচিত্রী দর্শনাচ্চ ।।৫২।।

ইতি শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ।।২।৩।।

অথ প্রকারান্তরেণ জীবানাং বৈষম্যং পরিহর্তুমাশঙ্কয়ন্তি—ননু" ইতি। ননু জীবানামংশত্বেন বৈচিত্র্যং মাভুৎ, কিন্তু স্বর্গ পৃথিবী-নরকাদীনাং প্রদেশবৈশেষ্যাৎ তেষাং বৈচিত্র্যং স্যাৎ। তথাচ—স্বর্গস্থ জীবা সর্ব্বদা সুখিনঃ, পৃথ্বিবীস্থ জীবাঃ সুখদুঃখভাজঃ' নরকস্থজীবাস্তু কেবল দুঃখ ভাজঃ তত্তৎ স্থান বৈশিষ্ট্যাৎ ভবন্তি ইতি।

ইত্যেবং প্রাপ্তে সমাদধাতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রদেশাদিতি। স্বর্গাদি প্রদেশ প্রাপ্তানাং জীবানাং বৈচিত্র্যমস্তীতি চেন্ন. তদপি তস্যাদৃষ্টস্য অন্তর্ভাবাৎ" স্থান প্রাপ্তিরপি অদৃষ্টবলেন ভবতীতি-ভাবঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্!

অদৃষ্টমিতি-ভাষাপরিচ্ছেদে—১৬১-ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ" ইতি তথাচ-ধর্ম্মজন্যাদৃষ্টং স্বর্গাদিসুখ প্রদ-প্রদেশ প্রাপকম্সধর্ম্মজন্যাদৃষ্টং নরকাদি দুঃখপ্রদ-প্রদেশ প্রাপকমিত্যর্থঃএবং একপ্রদেশে স্থিতানামপি অদৃষ্টভেদাৎ বৈচিত্রীদর্শনাৎ। যথা একস্মিন্ রাজান্তঃপুরে স্থিতাঃ কোঽপি দাসঃ, কোঽপি বন্ধুঃ, কোঽপি রাজপুত্রঃ কোঽপি রাজা, ইতি তু অদৃষ্টবশাদেব ভবতি। এবং স্বর্গাদিস্থানেষপি বোদ্ধব্যঃ।

অনন্তর প্রকারান্তরে জীবগণের বৈষম্য পরিহার করিবার নিমিত্ত শঙ্কা করিতেছেন—ননিতি। যদি বলেন—স্বর্গ নরকাদি প্রদেশের বিশেষতা হেতু জীবগণের বৈচিত্র্য হইবে,অর্থাৎ জীবগণের অংশস্বরূপে বৈচিত্র্য না হউক, কিন্তু স্বর্গ পৃথিবী বা নরকাদি প্রদেশ বিশেষ হেতু তাহাদের বৈচিত্র্য হইবে, যেমন স্বর্গস্থ জীবগণ সর্ব্বদা সুখী, পৃথিবীস্থ জীবগণ সুখদুঃখভাগী, নরকস্থ জীবগণ কেবল দুঃখভাগী তাহা স্থান বৈশিষ্ট্য হেতুই হয়। এই প্রকরে শঙ্কা প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন—প্রদেশেতি। প্রদেশ হইতেও নহে, তাহাও অদৃষ্টের অন্তর্ভাব হেতু, অর্থাৎ স্বর্গাদিপ্রদেশ প্রাপ্ত জীবগণের বিচিত্রতা আছে, তাহাও বলিতে পারেন না কারণ তাহাও সেই অদৃষ্টের অন্তর্ভাবহেতু, স্থান প্রাপ্তিও অদৃষ্ট বলেই হইয়া থাকে ইহাই ভাবার্থ।

স্থান প্রাপ্তিও অদৃষ্ট সাপেক্ষত্ব বশতঃ অদৃষ্টান্তর্ভাব হেতু তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ প্রদেশের একদেশে একস্থানে অবস্থানকারি নরগণেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়। অর্থাৎ অদৃষ্টসম্বন্ধে ভাষা পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই অদৃষ্ট হয়, ধর্ম্মজন্য অদৃষ্ট স্বর্গাদি সুখপ্রদ প্রদেশ প্রাপক, অধর্ম্ম জাত অদৃষ্ট নরকাদি দুঃখপ্রদ প্রদেশ প্রাপক ইহাই অর্থ। এই প্রকার এক প্রদেশে অবস্থান কারির ভোগ

তস্মাদদৃষ্টবশাদেব জীবানাং তারতম্যম্ তথাহি শ্রীপ্রমেয়রত্নাবল্যাম্—৬।১ অণুচৈতন্যরূপত্ব জ্ঞানিত্বাদ্যবিশেষতঃ। সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাৎ ॥ পুনস্তত্রৈব—৬।৪, শান্তদাস্যাদ্যা রতি পর্য্যন্তা যে ভাবাঃ পঞ্চকীর্ত্তিতাঃ। তৈ দে'বং স্মরতাং পুংসাং তারতম্যং মিথো মতম্ ॥ ইতি। তস্মাৎ শ্রীভগবদুপাসনাভেদাৎ জীবানা পরস্পরভেদং যথার্থমিত্যর্থঃ ॥

স্বয়ং ভগবতঃ সর্ব্বাবতারাণাং শিখামণেঃ।
শ্যামসুন্দরদেবস্য জীবাস্তু নিত্যসেবকাঃ ॥
দাস্যাদিভাবনামৃতৈরাত্মানং সর্ব্বদাপ্লুতম্।
ব্রজভাবাপ্তয়ে সেব্যং শ্রীকৃষ্ণং ব্রজবাসিনম্ ॥৫২॥

ইতি অদৃষ্টানিয়মাধিকরণং বিংশতিমংসমাপ্তম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে অবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদস্য শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্ সম্পূর্ণম্ ॥২।৩

বিচিত্রতা দেখা যায়, যেমন-এক রাজান্তঃ পুরে অবস্থিত কেহ দাস সেবক, কেহ বন্ধু, কেহ রাজপুত্র, কেহ রাজা ইত্যাদি কিন্তু অদৃষ্টবশেই হয়।

এই প্রকার স্বর্গাদি স্থানেও বুঝিতে হইবে! সুতরাং অদৃষ্টবশতই জীবগণের তারতম্য হয়, এই বিষয়ে শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে—অনুচৈতন্যরূপত্ব জ্ঞানিত্বাদি বিষয়ে কোন বিশেষ না থাকিলেও তথা অংশরূপ সাম্য হইলেও সাধন বশতঃ জীবগণের তারতম্য হয়। পুনঃ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও রতি পর্য্যন্ত যে পাঁচটি ভাব কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে স্মরণকারি মানবগণের পরস্পর তারতম্য বিদ্যমান আছে। অতএব শ্রীভগবদুপাসনা ভেদ হেতু জীবগণের পরস্পর ভেদ যথার্থ ইহাই অর্থ হয়। সর্ব্বাবতারগণের শিখামণি স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দরদেবের জীব সকল নিত্য সেবক হয়, দাস্যদিভাবরূপ অমৃতের দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা পরিপ্লাবিত করিয়া ব্রজজাতীয় ভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রজবাসি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সেবা করিবে ॥৫২॥

এই প্রকার অদৃষ্টানিয়মাধিকরণ বিংশতি সমাপ্ত ॥২০॥

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে অবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদের **শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা** বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৩৩॥

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ

তজ্জাতাঃ কলিতোৎপাতাঃ মৎপ্রাণাঃ সন্ত্যমিত্রভিৎ।
এতান্ সাধি তথা দেব! যথা সৎপথগামিনঃ ॥

"অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ"

সর্ব্বকারণ হে দেব! শ্রীগৌরাঙ্গ! দয়ানিধে!।
দয়স্ব রসনা মে স্যাত্তব কীর্ত্তন-চঞ্চলা ॥

অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়পাদে আকাশাদি ভূতানামুৎপত্তি নিরূপিতা তথা জীবানামনুৎপত্তিশ্চ দর্শিতা, এবং প্রাণাদীনামুৎপত্তিরস্মিন্ পাদে নিরূপয়িষ্যন্তে, ইতি চতুর্থপাদারম্ভঃ, ইতি পাদসঙ্গতিঃ। অথ দ্বাবিংশতি সূত্রকমেকাদশাধিকরণকং চতুর্থপাদং ব্যাখ্যাতুং স্বস্য সন্মার্গপ্রবৃত্তি বাসনা রূপং মঙ্গলাচরণং কুর্ব্বন্ পদার্থান্ সূচয়ন্তি—শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ "ত্বজ্জাতাঃ" ইতি। হে দেব! ত্বজ্জাতা মৎপ্রাণাঃ কলিতোৎপাতাঃ সন্তি. হে অমিত্রভিৎ! এতান্ তথা শাধি যথা সৎপথগামিনঃ স্যুরিত্যন্বয়ঃ। ব্যাখ্যাচ—হে দেব! প্রাণসৃষ্টিরূপক্রীড়াপর! সর্ব্বারাধ্য! ত্বজ্জাতা ভবদুৎপন্নাঃ, মৎপ্রাণাঃ— চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি, নিঃশ্বসিতাদিবায়বশ্চ কলিতোৎপাতাঃ সন্তঃ সন্তি বর্ত্তন্তে তথাহি ছান্দোগ্যে—৭।২৬।১, "আত্মতঃ প্রাণঃ" ইতি বৃহদারণ্যকে চ—২।১।২০; "আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" ইতি।

তথাচ কৃত উৎপাতা বিষয়েষু প্রসভং পতন্তি, তে ত্বদ্‌বৈমুখ্যকরবিষয় প্রাবণ্যেন তব ভক্তি পথাম্মাং ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ। অতস্তান্ দুষ্টান্ ইন্দ্রিয়ান্ ত্বং তথা শাধি শিক্ষয় তে যথা সৎপথগামিনঃ তব চরণ ভক্তি প্রবণাঃ স্যুঃ।

কিঞ্চ হে অমিত্রভিৎ! শত্রুতাপন! ত্বদীয়স্য মে তে কদিন্দ্রিয়াঃ শত্রবঃ, তস্মাৎ তয়া শাসনীয়া ইতি।

দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদ।

অনন্তর দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থপাদের ব্যাখ্যা করিতেছেন, হে দেব! সর্ব্ব কারণ স্বরূপ! হে দয়ানিধি! হে শ্রীগৌরাঙ্গ! আপনি আমাকে দয়া করুন যেন আমার রসনা আপনার শ্রীনাম কীর্ত্তনে চঞ্চলা হয়। অতঃপর দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আকাশাদি ভূতগণের উৎপত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, এবং জীবগণের উৎপত্তি হয় না তাহা ও দেখাইয়াছেন. এই প্রাকার প্রাণাদির উৎপত্তি এই প্রকরণে বা পাদে নিরূপণ কারিতেছেন এই নিমিত্ত চতুর্থ পাদের আরম্ভ, এই প্রকার প্যাদ সঙ্গতি। অনন্তর দ্বাবিংশতি (২২) সূত্র যুক্ত একাদশ অধিকরণাত্ম চতুর্থ পাদ ব্যাখ্য করিবার নিমিত্ত নিজের সন্মার্গ প্রবৃত্তি বাসানা রূপ মঙ্গাচরণ করিয়া শ্রীমদভাষ্যকার প্রভুপাদ পদার্থ সকলের সূচনা করিতেছেন "তজ্জাতাঃ" ইতি।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্

ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিহৃত স্তৃতীয়পাদে। চতুর্থে তু প্রাণবিষয়ঃ স পরিহ্রিয়তে। গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধাঃ প্রাণাঃ। গৌণশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি। মুখ্যাস্তু প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চেতি। তেষু গৌণাঃ পরীক্ষ্যন্তে।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্।

অথ মঙ্গলাচরণানন্তরং চতুর্থপাদস্য বর্ণ্যবিষয়ং নিরূপয়ন্তি-ভূতবিষয়ঃ"ইতি। তৃতীয়পাদে ভূতানামুৎপত্তিরস্তি ন বা ইতি শঙ্কা নিরাশয়"অস্তি তু" (২।৩।২।২) ইত্যাদি সূত্রৈ ভূতানমুৎপত্তিং বিধায় ভূতবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধস্তৃতীয়পাদে পরিহৃতঃ

অত্র দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদে তু প্রাণবিষয়ঃ শ্রুতিবিরোধঃ পরিহ্রিয়তে। অথ প্রাণানাং বিভাগমাহুঃ—গৌণ" ইতি। তথাচ—পূর্ব্বত্র তৃতীয়পাদে প্রাণা দিধারণে স্বরূপেণৈব কর্ত্তারো জীবাঃ,

---

হে দেব! আপনা হইতে জাত আমার প্রাণ সকল উৎপত করিয়া বিদ্যমান আছে। হে অমিত্রভিৎ! এই প্রাণগণকে সেই প্রকার শাসন করুন, যে প্রকারে সৎ পথগামী হয় ইহাই অন্বয়ার্থ। ব্যাখ্যা-হে দেব! প্রাণ সৃষ্টিরূপ ক্রীড়াকারিন্! আপনা হইতে উৎপন্ন আমার প্রাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল নিঃশ্বাসাদি বায়ু সকল উৎপাতকারী হইয়া বর্ত্তমান আছে আপনা ইইতে প্রাণ সকলের উৎপত্তি ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে আত্মা হইতে প্রাণ জাত হয় বৃহদারণ্যকে,-আত্মা হইতে প্রাণসকল জাত হয়। তথাপি তাহারা উৎপাত সৃষ্টি করিয়া হঠতা পূর্ব্বক বিষয়ে নিপতিত হইতেছে, তাহারা আপনার বৈমুখ্যকর বিষয় প্রাবণ্য হেতু বিষয়ে অতীব আসক্ত বশতঃ আপনার ভক্তি পথ হইতে আমাকে ভ্রষ্ট করিতেছে ইহাই অর্থ, সুতরাং সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে আপনি সেই প্রকার শিক্ষা প্রদান করুন তাহারা যেন সৎ পথগামী অর্থাৎ অপনার শ্রীচরণে ভক্তি প্রবণ হয়, আপনার অর্চ্চনাদি ভক্তি বিশেষে অত্যন্ত আসক্ত হয়।

অপর হে অমিত্রভিৎ! শত্রু তাপন! আমি আপনার সেবক কিন্তু আমার ইন্দ্রিয়গণ শত্রু সমান আচরণ করিতেছে, অতএব আপনি তাহ দিগকে শাসন করুন।

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা

অনন্তর প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন অথ মঙ্গলাচরণের পর চতুর্থপাদের বর্ণনীয় বিষয় নিরূপণ করিতেছেন ভূত বিষয়েতি তৃতীয় পাদে ভূত বিষয়ে শ্রুতি সকলের বিরোধ পরিহার করিয়াছেন' অর্থাৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদে আকাশাদি ভূত সকলের উৎপত্তি আছে? অথবা নাই? এইআশঙ্কা বিশেষের নিমিত্ত'উৎপত্তি আছে,ইত্যাদি সূত্র সকলের দ্বারা উৎপত্তি বিধান করিয়া ভূত

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মু° ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রূয়তে।

তে চ তুল্যস্বরূপা অপি প্রাণেন্দ্রিয়োপকরণবন্তঃ কর্ম্ম উপাসনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ তয়োঃ কর্ম্ম উপাসনয়েঃ বৈবিধ্যাৎ তৎ ফলান্যপি বিবিধানি ভজন্তীত্যুক্তম্। তৎ প্রসঙ্গাৎ কর্ত্রু্যপকরণানাং তেষাং প্রাণাদীনামিন্দ্রিয়ানাং শ্রুতিবিরোধ পরিহারেণ নিরূপণমিতি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ন্যায়য়োঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিরিতি।

কিঞ্চ প্রাণবাক্যবিরোধ পরিহারেণ নিখিল প্রাণপ্রবর্ত্তকে শ্রীগোবিন্দদেবে প্রাণ বিষয়বাক্য সমন্বয় দৃঢ়ীকরণাৎ সমন্বয়াধ্যায় সঙ্গতিঃ। অথ গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধ প্রাণস্যাবান্তর ভেদানাহুঃ— গৌণ ইতি। গৌণাশ্চক্ষুরাদীন্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি – তানি চ চক্ষুঃ কর্ণ-জিহ্বা-নাসিকা ত্বগাখ্যানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাখ্যানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, তথা মনঃ, ইত্যেকাদশবিধানি। মুখ্যাস্তু প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ। তে চ —প্রাণ-অপান-সমান-উদান ব্যানভেদাঃ। তেষু ষোড়শপ্রাণেষু আদৌ গৌণাঃ প্রাণাঃ পরীক্ষ্যন্তে তেষামুৎপত্তিস্থিত্যাদিকং নিরূপ্যন্তে

বিষয় ঃ—অথ প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণস্য বিষয় বাক্যমবতারয়ন্তি—এতস্মাদিতি। এতস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বকারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ প্রাণঃ, প্রাণাদিপঞ্চ, মনঃ, চক্ষুরাদীনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে, 'চ কারাৎ পঞ্চমহাভূতাদীন্যপি"। ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদি শ্রূয়তে" ইতি বিষয়বাক্যম্।

বিষয় শ্রুতি বিরোধ তৃতীয় পাদে পরিহার করিয়াছেন। এই দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদে প্রাণ বিষয় শ্রুতি বিরোধ পরিহার করিতেছেন তন্মধ্যে প্রাণ সকলের বিভাগ করিতেছেন-গৌণ মুখ্যভেদে দ্বিবিধ, অর্থাৎ পূর্ব্বত্র তৃতীয়পাদে প্রাণাদিধারণে স্বরূপতই জীব কর্ত্তা হয়, জীব অংশবিষয়ে তুল্য স্বরূপ হইলে ও প্রাণ ও ইন্দ্রিয়োপকরণ যুক্ত হইয়া কর্ম্ম এবং উপাসনা করতঃ কর্ম্মও উপাসনার বিবিধতা হেতু তাহার ফলও বিবিধ প্রকারের হয়, তাহাদের প্রসঙ্গ হেতু কর্ত্তার উপকরণ সেই প্রাণ ও ইন্দ্রিগণের শ্রুতি বিরোধ পরিহারের দ্বারা নিরূপণ ইহাই পূর্ব্বোত্তর ন্যায়ের প্রসঙ্গ সঙ্গতি। অপর প্রাণবাক্য বিরোধ পরিহারের দ্বারা নিখিল প্রাণ প্রবর্ত্তক শ্রীগোবিন্দদেবে প্রাণ বিষয় বাক্য সমন্বয় দৃঢ়ীকরণ হেতু সমন্বয় অধ্যায়ের সঙ্গতি হয়।

এই প্রকার গৌণ মুখ্য ভেদে দ্বিবিধ প্রাণের অবান্তর ভেদ সকল বলিতেছেন-গৌণেতি। গৌণ ও মুখ্যভেদে প্রাণ দ্বিবিধ গৌণ চক্ষুরাদি একদশ ইন্দ্রিয়, তাহা চক্ষুঃ কর্ণ জিহ্বা নাসিকা ও ত্বক্ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ একাদশ। মুখ্য প্রাণাপানাদি পঞ্চ, অর্থাৎ প্রাণ আপন সমান উদান ও ব্যান। এই ষোড়শ প্রাণের মধ্যে প্রথমতঃ গৌণ প্রাণ সকলের পরীক্ষা, তাহাদের উৎপত্তি স্থিতি নিরূপণ করিতেছেন।

বিষয় - অনন্তর প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন এতস্মাদিতি। ইহা হইতে প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয় সকল জাত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে

কিমত্র খাদিবদিন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিঃ ? উত জীব বদিতি ? ইতি সংশয়ে —"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিং তদাসীদিতি ঋষয়ো বাব তে অসদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি, প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" (শতপথ ব্রা০ ৬।১।১) ইত্যত্র ঋষি প্রাণ শব্দিতানামিন্দ্রিয়াণাং সৃষ্টেঃ প্রাক্ সত্ত্বশ্রবণাৎ জীববদিতি প্রাপ্তে পঠতি –

সংশয় ঃ অত্র বিষয় বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ কিমিতি ? কিং আকাশাদিবৎ সর্ব্বকারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিঃ ? উতঃ—অথবা জীববদিতি। অর্থাৎ জীবো যথা শ্রীভগবতোংশ ভূতঃ তদুপসর্জ্জন শক্তিস্বরূপঃ, তথা ইন্দ্রিয়াণ্যপীতি ভাবঃ। তথাত্বে চ তেষাং নিত্যত্বমিত্যাশয়ঃ। ইতি সংশয় বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ এবং সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—অসদ্ ব " উতি। শতপথব্রাহ্মণ বাক্যম্" অগ্রে সৃষ্টেরগ্রে ইদং অসদ্ বা আসীৎ তদা কিমপি নাসীদিত্যর্থঃ। অত্র পৃচ্ছন্তি—তদাহুঃ কিং তদা সৃষ্টেরগ্রে আসীৎ! উত্তরয়তি—তদা ইদং প্রপঞ্চসৃষ্টেরগ্রে তে ঋষয়ঃ প্রাণাদয়ো বাব অসৎ—অসচ্ছব্দবাচ্য আসীৎ।

কে তে ঋষয়ঃ ? উত্তরয়তি—প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি ; অত্র ঋষয় প্রাণা' ইত্যর্থঃ। ইত্যত্র সারর্থমাহুঃ—ঋষিঃ" ইতি। তস্মাৎইন্দ্রিয়ানাং সৃষ্টে পূর্ব্বং সত্ত্বশ্রবণাৎ জীববৎ জীববন্নিত্যমিতি ভাবঃ। তথাচ "অসদ্ বা" ইতি বাক্যং প্রাণানামনুৎপত্তি প্রতিপাদন পরম্ : "এতস্মাৎ" ইতি বাক্যং তু প্রাণোৎ

প্রাণাদি পঞ্চ মনঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল জাত হয়. 'চ' হেতু পঞ্চ মহাভূতও জাত হয় ইত্যাদি মুণ্ডকে শ্রবণ করা যায়, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে কিমিতি। এই স্থলে কি আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তি হয় ? অথবা জীবের ন্যায় উৎপত্তি হয় না. অর্থাঃ আকাশাদির ন্যায় সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয় ? অথবা জীবের ন্যায় হয় না ? অর্থাৎ জীব যেমন শ্রীভগবানের অংশ-ভূত তাঁহার অপ্রধান শক্তি স্বরূপ সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলও ? তাহা হইলে তাঁহাদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে ইহাই অভিপ্রায় এই প্রকার সংশয়বাক্য দর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—অসদিতি সৃষ্টির অগ্রে এই অসৎ ছিল, অর্থাঃ শত পথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই অসৎ ছিল, সেইকালে অন্য কিছুই ছিল না ইহাই অর্থ। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই সময় কি ছিল? অসৎ নামে ঋষিগণ কে ? প্রাণই ঋষি অর্থাৎ শিষ্যগণ প্রশ্ন করিলেন—সৃষ্টির অগ্রে কি ছিল ? উত্তর করিলেন—সেই কালে এই প্রপঞ্চসৃষ্টির অগ্রে অসৎ শব্দবাচ্য প্রাণাদি ঋষিগণই ছিল, সেই সেই ঋষিগণ কে ? উত্তর প্রাণই ঋষিগণ, ঋষিই প্রাণ ইহাই অর্থ।

।।ওঁ।। তথা প্রাণাঃ ।।ওঁ।। ২।৪।১।১।।

যথা খাদয়ঃ পরস্মাদুৎপদ্যন্তে তথা প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি চেত্যর্থঃ। প্রাক্‌সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাৎ। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ (মু ২।১।৩) ইতি শ্রুতেশ্চ।

পত্তি প্রতিপাদক পরম্' তদনয়োর্বিরোধ সন্দেহে ভিন্নার্থত্বাদ্ বিরোধে প্রাপ্তে "অসদ্ বা" ইতি বাক্যং ব্রহ্মপরতয়া নীতে নাস্তি বিরোধঃ' ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ইন্দ্রিয়াণি জীববন্নিত্যমিত্যর্থঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষ বাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্‌ভাবিতে সিদ্ধান্ত সূত্রমমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ —তথা প্রাণাঃ" ইতি। যথা পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ আকাশাদয়োৎপদ্যন্তে, তথা প্রাণাদয়োঽপীত্যর্থঃ অথ সূত্রার্থং বিশাদয়ন্তি- যথা ইতি। একত্বাবধারণাদিতি—তথাচ - ঐতরেয়োপনিষদি—১।১।১, "আত্মা" বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ ইতি। এক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাবধারণাৎ। কিঞ্চ—শ্রুতিরেব ইন্দ্রিয়াণাং উৎপত্তি বর্ণয়তি—এতস্মাদিতি।

এতস্মাৎ সর্ব্বকারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ প্রাণো মনং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ জায়ন্তে' ইতি প্রশ্নোপনিষদি চ—৩'৩, "আত্মন এষ প্রাণো জায়তে" ইতি।

পূর্ব্বপক্ষের সারাংশ বলিতেছেন— ঋষীতি। ঋষিও প্রাণশব্দের দ্বারা অভিহিত ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমানতা শ্রবণহেতু জীবের ন্যায় নিত্য। সারার্থ- 'অসদ্বা' ইত্যাদি বাক্য প্রাণ সকলের অনুৎপত্তি প্রতিপাদন পরশ্রুতি এতস্মাৎ' ইত্যাদি বাক্য প্রাণোৎপত্তি প্রতিপাদন পরশ্রুতি, এই শ্রুতি-বাক্যদ্বয়ের বিরোধ হেতু সন্দেহ হইতেছে সুতরাং অসদ্বা এই বাক্য ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিলে কোন প্রকার বিরোধ থাকিবে না, অতএব ইন্দ্রিয় সকল জীবের ন্যায় নিত্য ইহাই অর্থ, এইপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—তথেতি। তথা সেই প্রকার প্রাণ সকল, অর্থাৎ যে প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে আকাশাদির উৎপত্তি হয় সেই প্রকার প্রাণ সকলও উৎপন্ন হয়। অনন্তর সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন—যথেতি। যে প্রকার আকাশাদি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-গণও উৎপন্ন হয়, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রুতি একত্বাবধাণের উপদেশ প্রদান করেন। অর্থাৎ ঐতরেয় শ্রুতি বলিয়াছেন—সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র আত্মাই ছিল এইস্থলে একমাত্র আত্মার বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব বিজ্ঞানের অবধারণা উপদেশ করিয়াছেন। অপর শ্রুতিই ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন — এতস্মাদিতি।

এই সর্ব্ব কারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়। প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই আত্মা হইতে এই প্রাণ জাত হয়।

ন চেন্দ্রিয়োৎপত্তিবৎ । জীবোৎপত্তিভবিতুমর্হতি । জীবানাং চৈতন্যরূপাণাং ষড়্ভাববিকারাভাবাৎ । ক্বচিত্তদুৎপত্তিশ্রুতিঃ গৌণী, ইন্দ্রিয়াণান্তু প্রাকৃতত্বাৎ মুখ্যা সেতি । এবং সতি ঋষিপ্রাণশব্দাভ্যাং ব্রহ্মৈব তত্র গ্রাহ্যম, তয়োঃ সার্ব্বজ্ঞ্য প্রাণনাভিধায়িত্বাৎ ।।১।।

ননু "সন্মূলা সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ" (ছা০ – ৬৮৪) ইতি জীবানামুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ—নচেতি। ষড়্ভাববিকারাভাবাদিতি— জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে —নশ্যতি ইতি। ইতি যাস্কপঠিতাঃ ষড়্ভাববিকারা জীবানাং ন সন্তি, তেষাং নিত্যচৈতন্যরূপত্বাৎ। ননু-তথাত্বে জীবো পত্তিবাক্যনাং কা গতিঃ ? তত্রাহুঃ-কচিদিতি। কিঞ্চ-ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিস্তু প্রাকৃতত্বাৎ তেষামুৎপত্তি র্মুখ্যা ইতি তথাহি শ্রীভাগবতে-৩৫ ২৯৩১ মহত্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণাদহং তত্ত্বং ব্যজায়ত। কার্য্য কারণকর্ত্রাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ ॥ বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা। অহং তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ ॥ বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনং যতঃ ॥ তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞান কর্ম্মময়ানি চ। তমসো ভূতসূক্ষ্মাদিঃ ইতি।

তথাচ প্রকৃতের্ম্মহৎ, তস্মাদহঙ্কারঃ, স চ ত্রিবিধঃ, তস্মাদিন্দ্রিয়াণি প্রাকৃতানি, জীবাস্তু অপ্রাকৃতা ইতি।

শঙ্কা—ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে – হে সৌম্য ! এই প্রজাসকল সন্মূলা জীবগণ সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রকার জীবগণেরও উৎপত্তি শ্রবণ করা যায় ?

সমাধান তদুত্তরে বলিতেছেন - না এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির ন্যায় জীবের উৎপত্তি হইতে পারিবে না, চৈতন্যস্বরূপ জীবগণের ষড়্ভাব বিকারের অভাব হেতু তাহারা উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ ষড়্ভাব বিকার এই প্রকার জন্ম স্থিতি বৃদ্ধি বিপরিনাম অপক্ষয় ও নাশ, শ্রীযাস্ক বর্ণিত এই ষড়্ভাব বিকার সকল জীবগণের নাই, কারণ জীব নিত্যচৈতন্য স্বরূপ। যদি বলেন তাহা স্বীকার করিলে জীবোৎপত্তি প্রতিপাদক বাক্য সকলের কি গতি হইবে ?

তদুত্তরে বলিতেছেন —কোন স্থলে যে শ্রুতি জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন তাহা গৌণরূপেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল প্রাকৃত হওয়া হেতু তাহাদের উৎপত্তি মুখ্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রাকৃততা বশতঃ মুখ্য উৎপত্তি হয় এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—বিকার প্রাপ্ত মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব জাত হইল যাহা আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের আশ্রয়, এবং ভূত ইন্দ্রিয় ও মনোময়, এই অহঙ্কার বৈকারিক তৈজস ও তামসভেদে ত্রিবিধ, এই বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মন ও অর্থাভিব্যঞ্জকদেবতাগণ হয়, তৈজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞান কর্ম্মময় ইন্দ্রিয়সকল জাত হয়, তামস অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূত সকল হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহান্, তাহা হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, রাজসিক অহঙ্কার হইতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ জাত হয়, কিন্তু জীব অপ্রাকৃত।

ননু "ঋষয়ঃ প্রাণাঃ" ইতি বহুত্বানুপপত্তিস্তত্রাহ —

॥ওঁ॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ওঁ॥ ২।৪।১।২॥

বহুত্বশ্রুতিগেৌণী—

ননু তথাত্বে ঋষি প্রাণশব্দয়োঃ কাগতিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—এবমিতি তথাহি—ছান্দোগ্যে ১।১১।৫, "কতমা সা দেবতা ইতি? প্রাণ ইতি হোবাচ' সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি" ইতি পুনস্তত্রৈব ৫।১।১৫ "প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বানি ভবতি" ইতি। তস্মাৎ ঋষি-প্রাণাদিশব্দবাচঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব, ন তু ইন্দ্রিয়াণি ইত্যর্থঃ। অতঃ প্রাণানামুৎপত্তিরস্তীতি সূত্রার্থঃ ॥১॥

অথ প্রাণোৎপত্তিবিষয়ে শঙ্কামবতারয়ন্তি ননু ইতি" ইতি। তথাচ "অসদ্ বা" ইত্যাদি বাক্যং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব পরতয়া ব্যাখ্যাতে একস্মিন্ ব্রহ্মণি "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি বহুবচনং কথমুপপদ্যেত? তস্মাৎ "অসদ্বা" ইতি শ্রুতেরর্থস্তু ইন্দ্রিয় পরমেব। ইত্যেবমাশঙ্কায়া নিরাকরণায় সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ -গৌণ্যসম্ভবাদিতি। "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতিবাক্যে বহুবচনন্ত গৌণী এব, কুতঃ? অসম্ভবাৎ; তদা সৃষ্টেরগ্রে তেষামিন্দ্রিয়াণামবস্থানাসম্ভবাৎ; যদ্বা পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপনানাত্বা ভাবেন বহুস্বরূপানামসম্ভবাৎ।

যদি বলেন—তাহা হইলে ঋষি ও প্রাণশব্দের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—এবমিতি এই প্রকার হইলে ঋষি ও প্রাণশব্দের দ্বারা সেইস্থলে ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে, ঐ শব্দ দুইটির সর্ব্বজ্ঞ ও প্রাণদাতা অর্থ হয়, এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—কে সেই দেবতা? উত্তর-প্রাণ, এই ভূতসকল প্রাণনামক ব্রহ্মেই প্রবেশ করে, পুনঃ—প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতে এই সকল উৎপন্ন হয়। অতএব ঋষি প্রাণাদি শব্দ বাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নহে ইহাই অর্থ সুতরাং প্রাণ সকলের উৎপত্তি হয় এই সূত্রের অর্থ ॥১॥

অনন্তর প্রাণোৎপত্তি বিষয়ে আশঙ্কার অবতারণা করিতেছেন নন্বিতি। যদি বলেন—'ঋষয়ঃ' এবং 'প্রাণা' এই বহুবচনের অনুপপত্তি হইবে? অর্থাৎ অসদ্বা এই বাক্য শ্রীগোবিন্দদেব প্রতিপাদক রূপে ব্যাখ্যা করিলে একমাত্র পরব্রহ্মে প্রাণ সকল ও ঋষিগণ এই প্রকার বহুবচন প্রয়োগ কি প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হইবে? অতঃপর অসদ্বা এই শ্রুতি অর্থ ইন্দ্রিয় প্রতিপাদন পর। এই প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন গৌণীতি। গৌণী অসম্ভব হেতু।

অর্থাৎ প্রাণ সকলই ঋষি ইত্যাদি বাক্যে যে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা গৌণী বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেহেতু মুখ্য প্রয়োগ অসম্ভব, কারণ সৃষ্টির অগ্রে ইন্দ্রিয়গণের অবস্থান অসম্ভব হেতু।

কুতঃ? স্বরূপনানাত্বাভাবেন বহ্বর্থাসম্ভবাৎ, তথাচ প্রকাশাভিপ্রায়ং তত্র বহুত্বং ভবিষ্যতি। এক এবাসৌ বৈদূর্য্যবদভিনেতৃ নটবচ্চ বহুধাবভাসতে। "একং সন্তং বহুধা

অথবা -শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বপূজ্যত্বাৎ বহুবচন প্রয়োগেন সম্মানিতমিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীগীতাসু—১১ ৪৩, "পিতাসি লোকস্য তমস্য পূজ্যশ্চগুরুর্গরীয়ান্" ইতি। অত্র পরমপূজনীয়ত্বাৎ বহুবচনম্ তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৪ ৪, "পূজ্যবাচিভ্যস্তু,াদরাধিক্যে ইতি। অথ সূত্রার্থং বিশাদয়ন্তি—বহুত্ব' ইতি।

নন্থ—তথাপি সর্ব্বকারণভূত পরব্রহ্মণ একত্বাবধারণাৎ কথং শ্রুতৌ বহুবচনমুপন্যস্তম্? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তথা চ" ইতি। তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—১৮৬, মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যান ভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥ ইতি। তস্মাদসৌ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বরূপেণাবস্থানং কুর্ব্বেব স্বাভিন্নমৎস্যাদ্যবতারান্ প্রকটয়তি, যথা-বৈদূর্য্যমণিঃ যথা বা অভিনয়কুশলো নটঃ। অত্র শ্রুতিবাক্য প্রমাণমাহুঃ একমিতি। স সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ একং সন্তং একরূপেণ বিরাজন্তং বহুধা লীলাবতারাদিরূপেণ দৃশ্যমানং বিরাজতে।

অথবা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপের নানাত্ব অভাব প্রযুক্ত বহুস্বরূপের অসম্ভব হেতু। অথবা শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্ব পূজ্য হওয়া হেতু বহু বচন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার সম্মান করা হইয়াছে ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত হে দেব! আপনি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজনীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু, অতএব পরম পূজনীয় হেতু বহুবচন, শ্রীহরি নামামৃত ব্যাকরণে বিধান আছে-পূজ্যবাচিশব্দের আদরাধিক্যে একবচন দ্বিবচনে বহুবচন প্রয়োগ হয়।

অনন্তর সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন-বহুত্বশ্রুতি গৌণী, কেন? স্বরূপের নানাত্ব অভাব বশতঃ বহু অর্থ অসম্ভব হেতু। যদি বলেন-তথাপি সর্ব্বকারণ ভূত পরব্রহ্মের একত্ব অবধারণ হেতু কি প্রকারে শ্রুতিতে বহুবচন উপন্যস্ত করিয়াছেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-শ্রীগোবিন্দদেবের বহু প্রকাশ আছে সেই অভিপ্রায়েই শ্রুতিতে বহুবচন প্রয়োগ হইবে। এইস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে-একটি বৈদূর্য্যমণি ও অভিনয়কারী নট বহু প্রকারে প্রতীত হয়, সেই প্রকার পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবও, অর্থাৎ শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে মণি যে প্রকার বিভাগশ নীল পীতাদি বর্ণযুক্ত হয়, অচ্যুত শ্রীগোবিন্দদেবও সাধকের ধ্যান ভেদে রূপ ভেদ হয়েন, অতএব শ্রীগোবিন্দদেব স্বস্বরূপেই অবস্থান করিয়াই স্বঅভিন্ন মৎস্যাদি অবতার গণ প্রকট করেন, যেমন বৈদূর্য্যমণি, যেমন অভিনয় কুশল নট। এইবিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-এক হইয়া ও বহুরূপে দর্শন দেন, অর্থাৎ সেই শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও একরূপে অবস্থান করিয়াও বহুধা লীলাবতারাদিরূপে অনেক হইয়া বিরাজিত আছেন।

দৃশ্যমানম্" "একানেক স্বরূপায়" (বি. পু. ১।২।৩) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ ।।২।।

।।ওঁ।। তৎপ্রাক্ শ্রুতেশ্চ ।।ওঁ।। ২।৪।১।৩।।

ন চ তদানীমনপীতাঃ কদাচিৎ পদার্থাঃ স্যুঃ, তৈর্বহুত্বোপপত্তিরিতি শক্যং শঙ্কিতুম্। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেকত্বাবধারণ শ্রবণাৎ। অতশ্চ সা গৌণীত্যর্থঃ ।।৩।।

তথাহি শ্রীদশমে—১৩।৬১. "একং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট" ইতি। এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতি প্রমাণমাহুঃ—একানেকঃ" ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রারম্ভে শ্রীপরাশরঃ শ্রীভগবন্তং স্তৌতি—হে একরূপ! তস্মৈনমঃ, সর্ব্বাংশীরূপায়; অনেকঃ—মৎস্যাদিলীলাবতাররূপায় তস্মৈ নমঃ" ইতি "একানেক-স্বরূপায় নমঃ" ইতি। তস্মাৎ "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইতি বহুবচনমপি তত্র সঙ্গচ্ছতে; ইতি ন বহুত্বানু-পপত্তিরিত্যর্থঃ ॥২॥

অথ সৃষ্টেঃপ্রাক্ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য একত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রী-বাদরায়ণঃ—তদিতি। প্রাক্-প্রপঞ্চসৃষ্টেঃ প্রাক্ তৎ তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য একত্ব-প্রতিপাদিকায়াঃ শ্রুতে র্বিদ্যমানতাৎ।

অথ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বহুবচনাসঙ্গতি-প্রকারমাহুঃ- নচেতি। ন চ তদানীং প্রলয়কালে অনপীতাঃ পরব্রহ্মণি বিলীনরহিতাঃ কতিচিৎ পদার্থাঃ স্যুঃ শেষং স্পষ্টম্। তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।২ ১, "সদেব সৌম্য! ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" কাঠকে চ—২।১ ১১, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" তত্রৈব—২ ২।১২, "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" মুণ্ডকে চ—।২।৫, "তমেবৈকং জানথ আত্মনম্" ঐতরেয়োপনিষদি—১।১।১, আত্মা বা ইদমেকং এবাগ্র আসীৎ" শ্রীগীতাসু—১০.৮."অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বংপ্রবর্ত্ততে"

শ্রীদশমে বর্ণিত আছে-পরমেষ্টি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কবলহস্ত একাকী দর্শন করিলেন। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন-একও অনেকস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ হইতে তাহা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রারম্ভ করিয়া শ্রীপরাশর ঋষি শ্রী-ভগবানকে স্তব করিতেছেন-হেএকরূপ! সর্ব্ব অংশীস্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি, হে অনেক! শ্রীমৎস্যাদি লীলাবতাররূপে অনেক আপনাকে নমস্কার করি, সুতরাং তিনি একানেক স্বরূপ। অতএব প্রাণাঃও ঋষয়ঃ এই বহুবচন শ্রীগোবিন্দদেবে সঙ্গত হয়, সুতরাং বহুবচন প্রয়োগের অনুপপত্তি হইবে না ইহাই অর্থ ॥২॥

অনন্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের একত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—তদিতি। তাহার পূর্ব্বে শ্রুতি হেতু, অর্থাৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্ব সেই তাঁহার শ্রীগোবিন্দদেবের একত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতি বিদ্যমানতা হেতু বহুত্ব শ্রুতি গৌণী ইহাই অর্থ। অথ সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুবচনের অসঙ্গিত প্রকার বলিতেছেন—নচেতি। সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পদার্থই অপীত

প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বে যুক্তিমাহ—

॥ওঁ॥ তৎ পূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ওঁ॥ ২।৪।১।৪॥

শ্রীভাগবতে—২।৯।৩২। "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্ পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যম্॥ ইত্যাদিষু তস্য একত্বাবধারণাৎ।

নন্বু মহাপ্রলয়াবসরে একত্বাবধারণেন জীবনাশাপত্তেরিতি চেৎ—তত্রোচ্যতে যদ্যপি জীবাঃ তদ্‌বিগ্রহাকৃতয়শ্চ নিত্যাঃ তথাপি মহাপ্রলয়াবসরে তমঃশক্তিক শ্রীভগবতি "স্বাবস্থয়াব্জভৃঙ্গ" ইতি ন্যায়েন স্থিতাঃ সর্গাদৌ পুনঃ স্বারব্ধভোগার্থমুদ্‌বোধয়তি শ্রীভগবান্। নতু আকাশাদিবদ্ বিনষ্টস্বাবস্থতয়া স্থিতম্। তথাপি তেষাং জীবানাং তাসামাকৃতীনাঞ্চ তস্মাৎ শ্রীভগবতঃ পৃথক্ প্রকাশাৎ ক্রোড়ীকৃতজীবাদি—সর্ব্বশক্তিকস্য ঐক্যাদেকত্বাবধারণমিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ বহুত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিস্তুগৌণী ইতি ভাষ্যার্থঃ ॥৩॥

নন্বু মহাপ্রলয়াবসরে সর্ব্বপ্রাকৃতপদার্থামামভাবাৎ শ্রুত্যুক্ত-প্রাণশব্দস্যকোঽর্থঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—প্রাণশব্দস্য'ইতি। অথ প্রাণশব্দস্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব-পরত্বে যুক্তিমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ-

---

(অনষ্ট) থাকে না, যাহার দ্বারা বহুচনের উপপত্তির শঙ্কা করিতে সমর্থ হইবেন, অর্থাৎ প্রলয় কালে পরব্রহ্মে বিলীন না হইয়া কোন পদার্থ ই থাকে না যেহেতু সৃষ্টির একত্বাবধারণ শ্রবণ করা যায়, সুতরাং 'ঋষয়ঃ বাব প্রাণাঃ" এই শ্রুতি গৌণী ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সৎ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই ছিল। কাঠকে বর্ণিত আছে সেই কালে নানা কার্য্য কারণ থাকে না। পুনঃ একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা থাকেন। মুণ্ডকে-সেই একমাত্র আত্মাকেই জানিবে,ঐতরেয়োপনিষদে এই আত্মাই একমাত্র অগ্রে ছিল, শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে-আমি একমাত্র সকলের উদ্ভব স্থান, আমা হইতে সকল সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-সৃষ্টির অগ্রে আমি একাকী ছিলাম, অন্য কোন সৎ অসৎছিল না, পরেও আমি, এই সকলও আমি, এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের একত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

যদি বলেন-মহাপ্রলয়াবসরে একত্বাবধারণের দ্বারা জীবনাশাপত্তি দোষ হইবে? উত্তরে বলিব যদি ও জীবগণ তাহাদের আকৃতি বিগ্রহাদি নিত্য, তথাপি মহা প্রলয়কালে তমঃ শক্তিযুক্ত শ্রীভগবানে অব্জভৃঙ্গ ন্যায়ে কমলের মধ্যে স্ব স্বরূপে অবস্থান কারী ভ্রমরের ন্যায় অবস্থান করে, সৃষ্টির প্রথমে শ্রীভগবান পুনঃ স্বপ্রারব্ধ ভোগের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু আকাশাদির ন্যায় নিজের অবস্থা বিনষ্ট করিয়া অবস্থান করে না, তথাপি সেই জীব গণের ও তাহদের আকৃতি সকলের শ্রীভগবান হইতে পৃথক্ প্রকাশ হেতু ক্রোড়ীকৃত জীবাদি সর্ব্ব শক্তিক ব্রহ্মের একত্ব হেতু একত্বাবধারণ সিদ্ধ হয়। অতঃ বহুত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতিগৌণী হয় ইহাই ভাষ্যার্থ ॥৩॥

বাচঃ সূক্ষ্মশক্তিক ব্রহ্মাণ্যবিষয়স্য নাম্নঃ প্রধানমহদাদি সৃষ্টিপূর্ব্বকত্বাত্তদা নামরূপ বতামভাবেন তদুপকরণানামিন্দ্রিয়াণামপ্যভাবাৎ প্রাণশব্দস্তত্র ব্রহ্মাভিধায়ীত্যর্থঃ। "তদ্ধেদং তর্হি" (বৃ° ১।৪৭) ইতি শ্রুতিঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নামরূপাণামভাবমাহ। তস্মাদিন্দ্রিয়াণি খাদি-বদুৎপন্নানীতি ॥৪॥

তৎপূর্ব্বকত্বাদিতি॥ বাচঃ— সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মণঃ ভিন্ননাম্নঃ তৎ পূর্ব্বকত্বাৎ প্রধান-মহদাদিসৃষ্টি পূর্ব্বকত্বাৎ ভবন্তি তস্মাৎ "প্রাণা বাব ঋষয়ঃ" ইত্যত্র প্রাণশব্দেন পরব্রহ্ম এবাভিধীয়তে। বাচঃ' ইতি প্রকটার্থম্।

তথাচ —প্রধান মহদহঙ্কারোৎপত্তেরনন্তরং বাচ উৎপত্তির্ভবতি, অতঃ মহাপ্রলয়াবসরে নামরূপ বতাং পদার্থানামভাবেন জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণামপি অভাবাৎ প্রাণশব্দেন পরব্রহ্ম সর্ব্বকারণ শ্রী-গোবিন্দদেব এব অভিধীয়তে।

অত্র শ্রুতিমুদাহরন্তি তদ্ধেদং" ইতি। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌনামায়মিদংরূপ ইতি" ইতি—তু শ্রুতিশেষঃ তথাচ তর্হি প্রলয়াবসরে অব্যাকৃতং নাম-রূপাভ্যাং রহিতমাসীৎ ; সৃষ্টাদৌ সর্ব্বকর্ত্তা নামরূপাভ্যানিদং সর্ব্বং রচয়াঞ্চকার ইতি।

যদি বলেন-মহাপ্রলয়াবসরে সকল প্রাকৃত পাদার্থের অভাব হেতু শ্রুতি কথিত প্রাণ শব্দের অর্থ কি ? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—প্রাণিতি। প্রাণ শব্দের ব্রহ্মপরত্বে যুক্তি বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রাণ শব্দের শ্রীগোবিন্দদেব পরত্বে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ যুক্তি বলিতেছেন-তদিতি বাক্য তৎ পূর্ব্বকত্ব হেতু, অর্থাৎ বাক্য সূক্ষ্ম শক্তি সম্পন্ন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নামের, তৎ পূর্ব্বক -প্রধান মহদাদি সৃষ্টি পূর্ব্বক হেতু হয়, অতএব প্রাণও ঋষিশব্দের প্রাণের দ্বারা পরব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন। বাক্য সকল অর্থাৎ সূক্ষ্ম শক্তি যুক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ের যে নাম সকল তাহা প্রধান মহদাদি সৃষ্টি পূর্ব্বক হয়, মহদাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপবানের অভাব হেতু জীবের উপকরণ ইন্দ্রিয়গণেরও অভাব হেতু প্রাণ শব্দ সেই স্থলে ব্রহ্ম অভিধায়ী ইহাই অর্থ।

অর্থাৎ প্রধান মহদহঙ্কারের উৎপত্তির অনন্তর বাক্যের উৎপত্তি হয়, সুতরাং মহা প্রলয় সময়ে নামও রূপ যুক্ত পদার্থ সকলের অভাব বশতঃ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণেরও অভাব হয়, সুতরাং প্রাণ শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেবই অভিহিত হয়েন। এইবিষয়ে শ্রুতিবাক্য উর্দ্ধৃত করিতেছেন তদিতি। তাহা হইলে সেই কালে, অর্থাৎ সেই কালে অব্যাকৃত ছিল,তাহাকে নামও রূপের দ্বারা ব্যাকৃত করিলেন, এইনাম এইরূপ হউক ইহাই শ্রুতির শেষভাগ, এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে নামও রূপ সকলেরঅভাব বলিতেছেন।

অর্থাৎ পূর্ব্বে প্রলয়কালে অব্যাকৃত নাম রূপ রহিত ছিল, সৃষ্টির প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দ দেব নামরূপের সহিত এই সকল রচনা করিয়াছিলেন।

২॥ সপ্তগত্যধিকরণম্

এবমিন্দ্রিয়বিষয়কং শ্রুতিবিরোধং নিরস্য তৎ সংখ্যাবিষয়কং তং নিরস্যতি। "সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ। সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতা সপ্ত সপ্ত। (মু॰ ২।১।৮) ইতি মুণ্ডকে।

"দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" (বৃ॰ ৩।৯।৪) ইতি চ বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সপ্তৈব প্রাণা, উতৈকাদশ ইতি সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষমাহ –

সঙ্গতি :—অথ প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি। তস্মাৎ চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি আকাশাদিবদুৎপদ্যন্তে, ন তু জীববন্নিত্যানি ইতি ॥৪॥

ইতি প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণং প্রথমং সম্পূর্ণম্ ॥১॥

২। সপ্তগত্যধিকরণম্।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য বাগাদীনিন্দ্রিয়াণ্যধিতিষ্ঠতি।

প্রেরয়তি সুমার্গেষু তং ভজে শ্যামসুন্দরম্ ॥

এবং প্রাণাদীনামিন্দ্রিয়াণামাকাশাদিবদুৎপত্তিমত্ত্বং নিরূপিতম্ ; অথ তেষামিন্দ্রিয়াণাং সংখ্যানিরূপয়িতুং সপ্তগত্যধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ। অথ ইন্দ্রিয়াণাং সংখ্যা নির্ণয়ায় ইদমারভন্তে—এবমিতি।

বিষয়ঃ—অথ সপ্তগত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—সপ্ত" ইতি। তস্মাৎ 'সর্ব্বকারণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তে চ চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, মনোবুদ্ধী চ, তেষাং সপ্ত এবার্চ্চিষঃ দীপ্তয়ঃ স্ববিষয়াবদ্যোতনানি প্রকাশকানীত্যর্থঃ। তথা সপ্ত সমিধঃ—রূপাদিবিষয়াঃ, প্রাণা বিষয়ৈঃ সমিধ্যন্তে প্রকাশন্তে তস্মাৎ সপ্ত এব ইন্দ্রিয়াণাং সমিধত্বম্ সপ্ত হোমাঃ, বিষয়বিজ্ঞানানি।

সঙ্গতি—অনন্তর প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন- তস্মাদিতি - অতএব ইন্দ্রিয় সকল আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়, কিন্তু জীবের সমান নিত্য নহে ইহাই অধিকরণার্থ ॥৪॥

এই প্রকার প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ প্রথম সমাপ্ত ॥১॥

২। সপ্তগত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর সপ্তগত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন, যিনি সাধকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করেন এবং তাহাদিগকে সুমার্গে প্রেরিতকরেন সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে আমি ভজনা করি। এই প্রকার প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণের আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তি হয় ইহা নিরূপণ করিলেন, অতঃপর সেই ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যানিরূপণ করিবার নিমিত্ত সপ্তগত্যধিকরণের আরম্ভ, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

॥ওঁ॥ সপ্তগতেৰ্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ওঁ॥ ২।৪।২।৫॥

প্রাণাঃ সপ্তৈব। কুতঃ? গতেঃ। সপ্তানামেব জীবেন সহ সঞ্চাররূপায়া গতেঃ

কিঞ্চ সপ্ত ইমে লোকা ইন্দ্রিয়াণাং স্থানানি, যেষু স্থিত্বা প্রাণাঃ সঞ্চরন্তি, গুহাশয়াঃ—গুহায়াং শরীরে হৃদয়ে বা শেরতে ইতি গুহাশয়াঃ, নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত, ইতি সর্ব্বেশ্বরেণ প্রতিপ্রাণিভেদং সপ্ত ইন্দ্রিয়াণি স্থাপিতা।

তথাচ – পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমনসী চ সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। মুণ্ডকবাক্যে সপ্তসপ্তেতি প্রতি প্রাণিমাদায় বীপ্সা, ন তু একোনপঞ্চাশত্তমসংখ্যা। অত্র শ্রুত্যন্তরম্। "স যত্রৈস চাক্ষুষঃ পুরুষঃ পরাঙ্ পর্য্যাবর্ত্ততে তথারূপজ্ঞো ভবতি একীভবতি ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি ন রসয়তে ন বদতি ন শৃণুতে ন মনুতে ন স্পৃশতীত্যাহুরিতি" শ্রুত্যনুসারাৎ তৎ পঞ্চকং বাক্ চ মনশ্চেতি সপ্তৈবেতি। ব্যাখ্যা চ—যত্রোৎক্রান্তিদশায়াং চক্ষুরধিষ্ঠাতৃদেবঃ স চাক্ষুষশব্দবাচ্যঃ পুরুষো রূপাদি বিষয় ব্যাপ্তিং হিত্বা বর্ত্ততে তদায়মরূপজ্ঞো ভবতি, হৃদয়ে চক্ষুরেকী ভবতি, পার্শ্বগাংশ্চ নায়ং পশ্যতীত্যাহুরিতি।

অথ বৃহদারণ্যকবাক্যেন একাদশ ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি, তদ্ যথা—পুরুষে ইমে দশ প্রাণাঃ তিষ্ঠন্তি, তথা আত্মা—মনঃ একাদশঃ একাদশানাং পূরণ ইতি। ইতি একাদশ প্রাণাঃ। পুনশ্চ বৃহদারণ্যকে—৩।২ ১ "অষ্টৌ গ্রহা অষ্টাবতিগ্রহা ইতি। তে চ—নাসিকা-বাক্-জিহ্বা-চক্ষুঃ—শ্রোত্র-মনঃ—হস্তৌ-ত্বগাখ্যাঃ।

অথ ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য ইহা প্রারম্ভ করিতেছেন-এবমিতি। এইপ্রকার ইন্দ্রিয়বিষয়ক শ্রুতিবিরোধ পরিহার করিয়া তাহার সংখ্যা বিষয়েশ্রুতিবিরোধ নিরসন করিতেছেন

বিষয়—অনন্তর সপ্তগত্যধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন-সপ্তেতি তাহা হইতে সপ্তপ্রাণ প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা সপ্তার্চ্চিষ সপ্তসমিধ সপ্তহোম যুক্ত সপ্তলোকে বিচরণ করে, এই গুহাশয় সপ্ত সপ্ত হইয়া নিহিত আছে, অর্থাৎ মুণ্ডকে বর্ণন আছে সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সপ্তপ্রাণ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় মনও বুদ্ধি জাত হয়, তাহাদের সাতটি অর্চ্চিঃ অর্থাৎ দীপ্তি, নিজ নিজ বিষয় প্রকাশের শক্তি সপ্ত সপ্ত প্রকারই।

এবং ঐ ইন্দ্রিয়গণের সাতটি সমিধ রূপাদি বিষয়, প্রাণ সকল বিষয়ের দ্বারাই প্রকাশিত হয় অতএব ইন্দ্রিয়গণের সাতটি সমিধ, তাহাদের সাতটি হোম বা বিষয় বিজ্ঞান, বিষয়ানুভব সামর্থ্য অপর তাহাদের লোক বা স্থানও সাতটি যাহাতে অবস্থান করত বিষয়ে সঞ্চরিত হয়. ঐ ইন্দ্রিয়গণ গুহাশয়-শরীররূপ গুহায় অথবা হৃদয়ে শয়ন কয়ে, সুতরাং তাহারা গুহাশয়, সপ্তসপ্ত নিহিত-সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক প্রতি প্রাণিভেদে সাতটি ইন্দ্রিয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিও মন এই সাতটি ইন্দ্রিয় ইহাই অর্থ। মুণ্ডকবাক্যে যে সপ্ত সপ্ত নির্দেশ তাহা প্রতিপ্রাণী ভেদ স্বীকার করিয়াই বীপ্সা বা পুনরুক্তি হইয়াছে, কিন্তু সপ্তগুণিত সপ্ত ঊনপঞ্চাশ সংখ্যা নহে। শ্রুত্যন্তরে বর্ণিত

শ্রবণাৎ। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তমাহুঃ পরমাং গতিম্" (কঠ. ২।৩।১০) ইতি কাঠকে। যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিতত্বাচ্চ।

শ্রোত্রাদিপঞ্চক বুদ্ধি মনাংসি সপ্তৈব জীবস্য ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। যানি তু বাক্পাণ্যা-

---

এবমষ্টৌ প্রাণাঃ। ক্বচিত্তু 'নবপ্রাণা:' প্রপঠন্তি, তে চ – শীর্ষণ্যাঃ সপ্ত – দ্বে চক্ষুষী, দ্বে শ্রোত্রে, দ্বে নাসিকে, একা বাক্, দ্বৌ পায়ূপাস্থৌ' ইতি নব পুরুষে প্রাণা ভবন্তীতি ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—এবং বিষয়বাক্যমবলম্ব্য সংশয়মুত্থাপয়ন্তি—তত্রেতি। অথ প্রাণাঃ সপ্ত? একাদশঃ? অষ্টৌ? নব বা? কিম্বা নিশ্চয়াভাবাৎ প্রাণা এব ন সন্তীতি, ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে সমুদ্ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"সপ্ত" ইতি সপ্ত এব জীবানাং প্রাণাঃ, কুতঃ? গতেঃ পরলোকগমনাবসরে জীবেন সহ সপ্তনামের সঞ্চার-রূপায়া গতেঃ শ্রবণাৎ। এবং তেশামেব জ্ঞান শব্দেন বিশেষিতত্বাচ্চ ইতি। অথ কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে – সপ্তৈব প্রাণাঃ, কুতঃ? গতেঃ তথাচ শ্রুতৌ তেষাং সপ্তত্বাবগমাৎ, বিশেষিতত্বাচ্চ। গতেরিতি স্পষ্টম্। অথ কঠোপনিষদ্ বাক্যেন প্রাণানাং সপ্তত্বং প্রতিপাদয়ন্তি "যদা" ইতি।

আছে-যে কালে সেই এই চাক্ষুষ বিষয় বিমুখ হইয়া পরিবর্ত্তন করে সে সময় অরূপজ্ঞ হয়, একীভূত হয়, দর্শন করে না, গন্ধ ও রসগ্রহণ করে না, বাক্য বলে না, শ্রবণ মনন করে না স্পর্শও করে না, এইশ্রুতি অনুসারে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বাক্ ও মন এই সাতটি ইন্দ্রিয় ব্যাখ্যা উৎক্রান্তিদশায় চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা চাক্ষুষ শব্দবাচ্য পুরুষ যেকালে রূপাদি বিষয়ে ব্যাপ্তি বা তাহাদের গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করে সেইকালে অরূপজ্ঞ হয়, হৃদয় ও চক্ষুঃ এক হয় তৎকালে পার্শ্বস্থ কোন বস্তুকে দর্শন করে না ইহাই অর্থ। বৃহদারণ্যক বাক্যের দ্বারা একাদশ ইন্দ্রিয় সিদ্ধ হয়, তাহা এই পুরুষে এই দশটি আছে, তথা আত্মা-মনঃ একাদশ সংখ্যার পূরক এই প্রকার একাদশ প্রাণ হয়। পুনঃ বৃহদারণ্যকে-আটটি গ্রহ ও আটটি অতিগ্রহ বা প্রাণ, তাহা নাসিকা বাক্ জিহ্বা চক্ষু শ্রবন মনঃ হস্তও ত্বক এই প্রকার আটটি। কোন স্থলে নয়টি প্রাণ শ্রবণ করাযায়-মস্তকস্থ সাতটি দুইটি চক্ষু দুইটি কর্ণ দুইটি নাসিকা একটি বাক্, অপর দুইটি পায়ু ও উপস্থ পুরুষে নয়টি প্রাণ আছে এই প্রকার বিষয় বাক্য প্রদর্শিত হইল।

সংশয়—এই বিষয় বাক্য অবলম্বন করিয়া সংশয় উত্থাপন করিতেছেন-তত্রেতি। তন্মধ্যে সাতটিই কি প্রাণ? অথবা একাদশ সংখ্যক? কিম্বা আটটি বা নয়টি! অথবা নিশ্চয়ের অভাব হেতু প্রাণের কোন অস্তিত্বই নাই? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয়ের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ পূর্ব্বপক্ষরূপ সূত্র করিতেছেন—সপ্তেতি। প্রাণ সাতটি, কারণ তাহাদেরই গতি শ্রবণ করা যায়, তাহাদেরই বিশেষিত হওয়া হেতু,

দীনি শ্রূয়ন্তে, তেষাং জীবেণ সহ গত্যশ্রবণাদীষদুপকারমাত্রেণ ইন্দ্রিয়ত্বভণিতির্গৌণীতি ॥৫॥

যদা যস্মিন্ কালে যোগিনাং পঞ্চজ্ঞানানি জ্ঞায়তে এভিরিতি জ্ঞানানি ইন্দ্রিয়াণি' ইত্যর্থঃ; মনসা সহ ন বিচেষ্টেত স্ব স্ব বিষয়েভ্যো নিবৃত্তাঃ তিষ্ঠন্তি. বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত. সর্ব্বাণ্যেব ইন্দ্রিয়াণি বহির্বিষয়ং পরিত্যক্ত্বা আত্মন্যেবাবতিষ্ঠন্তে তাং পরমাং গতিমাহুঃ তত্ত্ববিদ ইতি শেষঃ। তস্মাৎ—শ্রোত্রাদি—শ্রোত্র চক্ষুঃ—নাসিকা-ত্বগ্—রসনাদি পঞ্চকং, বুদ্ধিমনসী চ সপ্তৈব জীবস্য ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি।

নন্বু তথাত্বে হস্তাদীনাং কা গতিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ যানি তু' ইতি। তস্মাত্তেষাং গৌণত্বাৎ জীবস্য ঈষদুপকারকত্বাচ্চ ইন্দ্রিয়াভাবত্বেঽপি ন কামপি বিপ্রতিপত্তিম্। তস্মাৎ সপ্তৈব ইন্দ্রিয়াণি ইত্যর্থঃ ॥৫॥

অর্থাৎ সাতটি জীবগণের প্রাণ, কেন? গতি হেতু, পরলোকে গমন সময়ে জীবের সহিত সাতটি প্রাণেরই সঞ্চাররূপ গতির শ্রবণ হেতু, এবং তাহাদেরই জ্ঞান শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা হেতু প্রাণ সাতটি। কেহ এই প্রকার বলেন-সাতটি প্রাণ, কেন? গতি-শ্রুতি শাস্ত্রে সাতটিরই অবগতি হওয়া ও বিশেষিত হওয়া হেতু, অর্থাৎ এইগুলিরই জীবের সহিত সঞ্চার রূপ গতি শ্রবণ হেতু। অনন্তর কঠোপনিষদ্বাক্যের দ্বারা প্রাণ সকলের সপ্তত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন-যদেতি। যেকালে মনের সহিত পঞ্চ জ্ঞান ও বুদ্ধি অবস্থান করে চেষ্টা করে না তাহাকে পরমগতি বলে, এই প্রকার যোগদশায় জ্ঞান এই বিশেষণ যুক্ত হওযায় শ্রোত্রাদি পঞ্চ বুদ্ধি ও মন এই সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হয়। অর্থাৎ যে কালে যোগিগণের পঞ্চজ্ঞান, যাহার দ্বারা জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল মনের সহিত চেষ্টা করে না, স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অবস্থান, বুদ্ধিও চেষ্টা করে না, ইন্দ্রিয় সকল বহির্ব্বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতেই অবস্থান করে তাহাকে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরমা গতি বলিয়া থাকেন। অতএব শ্রোত্র চক্ষু নাসিকা ত্বক্ রসনাদি পঞ্চ বুদ্ধি ও মন সাতটিই জীবের ইন্দ্রিয় হয়।

যদি বলেন তাহা হইলে হস্তাদির কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন যানীতি অন্য যে সকল বাক্‌পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় শ্রবণ করা যায় তাহাদের জীবের সহিত গতি শ্রবণের অভাব হেতু যৎসামান্য উপকারের দ্বারা ইন্দ্রিয়ত্ব নামকরণ গৌণ হয়, অতএব হস্তাদি গৌণ হওয়া হেতু জীবের ঈষৎ উপকারকত্ব হেতু তাহারা ইন্দ্রিয় না হইলেও কোন বিপ্রতিপত্তি বা শঙ্কা নাই, সুতরাং সাতটিই ইন্দ্রিয় ইহাই অর্থ ॥৫॥

এবং প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি—

।।ওঁ।। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ।।ওঁ।। ২।৪।২।৬।।

'তু' শব্দশ্চেদ্যনিরাসার্থঃ। হস্তাদয়ঃ সপ্তাতিরিক্তাঃ প্রাণা মন্তব্যাঃ। কুতঃ? জীবে দেহস্থিতে তেষামপি তদ্ভোগসাধনত্বাৎ কার্য্যভেদাচ্চ। তথাচ বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে (বৃ· ৩।২।৮) "হস্তৌ বৈ গ্রহঃ, স কর্ম্মণাতিগ্রাহেণ গৃহীতো হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি ইত্যাদি।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—হস্তাদয়ঃ" ইতি। হস্তাদয়ঃ—হস্ত-পদ-বাক্-পায়ু-উপস্থাদয়ঃ সপ্তাতিরিক্তাঃ প্রাণাঃ সন্তীতি মন্তব্যাঃ তে তু ন গৌণ্যঃ, কিন্তু মুখ্যজীবোপকারকত্বাৎ মুখ্যাঃ; তস্মাৎ সপ্তৈব প্রাণা ইতি ন মন্তব্যমিতি। সূত্রস্থ "তু" শব্দেন পূর্ব্বপক্ষং নিরাকৃতং বেদিতব্যম্। হস্তাদয়ঃ" ইতি স্পষ্টম্।

অথ পঞ্চপ্রাণাতিরিক্ত প্রাণসত্ত্বে বৃহদারণ্যকোপনিষৎবাক্যং প্রমাণমাহঃ—"হস্তঃ" ইতি। তথাচ—জারৎকারব আর্ত্তভাগঃ যাজ্ঞবল্ক্যং প্রপচ্ছ—কতিগ্রহাঃ? কত্যতিগ্রহাঃ? ইতি। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরয়তি অষ্টৌগ্রহাঃ, অষ্টাবতিগ্রহা ইতি। কতমে তে? ইতি প্রশ্নঃ। তদুত্তর প্রদাতুমুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—হস্তৌ বৈ গ্রহঃ ইতি। তস্মাৎ হস্তাদীনাং কার্য্যশ্রবণাৎ চক্ষুরাদি সপ্তাতিরিক্তং তেষামপি প্রাণত্বং স্বীকর্ত্তব্যম্।

ন চ—বাগাদীনাং জীবেন সহ লোকান্তরেষু গতেরশ্রবণাৎ তেষাং গৌণমিন্দ্রিয়ত্বমিতি বাচ্যম্;

সিদ্ধান্ত এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবানশ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্র করিতেছেন হস্তেতি। হস্তাদিও অবস্থান করে অতঃ এই প্রকার বলিবেন না। অর্থাৎ হস্ত পদ বাক্ পায়ু উপস্থাদি সপ্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত প্রাণ সকল আছে তাহা মানিতে হইবে, হস্তাদিই গৌণ নহে, কিন্তু মুখ্য জীবের উপকারক হেতু তাহারা মুখ্যই হয়। অতএব প্রাণ সাতটি এই প্রকার মনে করা উচিত নহে। সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে পূর্ব্বপক্ষ নিরাশের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। হস্তাদি ইন্দ্রিয় পূর্ব্বের সাতটি হইতে অধিক প্রাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কেন? জীব মানবদেহে অবস্থান করিলে তাহাদেরও ভোগ সাধন হওয়া হেতু, এবং তাহাদের কার্য্য ভেদ হেতু তাহারাও ইন্দ্রিয়। অনন্তর পঞ্চপ্রাণাতিরিক্ত প্রাণের সত্তা বিষয়ে বৃহদারণ্যকের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-হস্তাবিতি। দুইটি হস্তই গ্রহ, সেই গ্রহ কর্ম্মরূপ অতিগ্রহের দ্বারা গৃহীত হইয়া হস্ত দুইটির দ্বারাই কর্ম্ম করে, অর্থাৎ জারৎকারব আর্ত্তভাগ শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন কত গ্রহ? কতগুলি অতিগ্রহ? ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন-আটটি গ্রহ ও আটটি অতিগ্রহ তাহারা কে? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর প্রদান করিলেন-হস্ত দুইটি গ্রহ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য শ্রবণ হেতু চক্ষুরাদি সাতটির অতিরিক্ত তাহাদেরও প্রাণত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব হেতোর্নৈবং মন্তব্যং সপ্তেবেতি। কিন্তু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, একমন্তরিন্দ্রিয়মিত্যেকাদশ এব ইন্দ্রিয়াণি গ্রাহ্যাণি।

"আত্মৈকাদশঃ" (বৃ. ৩।৯।৪) ইত্যত্র আত্মা অন্তরিন্দ্রিয়ম্" প্রকরণাৎ। ইদমত্র বোধ্যম্—

তেষামপি গতিশ্রবণাৎ। তথাচ—বৃহদারণ্যকে ৪।৪।২, —"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামতি" ইতি সর্ব্বশব্দাৎ হস্তাদীনাং সহগতিং বিনা পুরুষবন্ধকত্বরূপগ্রহত্বানুপপত্তেঃ। তথাচ—ইন্দ্রিয়াণি গ্রহাঃ পুরুষপশুবন্ধকত্বাৎ, বিষয়াস্ত অতিগ্রহাঃ—রাগাদ্যুৎপাদনদ্বারেণ ইন্দ্রিয়াকর্ষকত্বাৎ

নন্—সপ্তবৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ" যজুঃ—৭।৩ ১০, ইতি শিরোগত সপ্তছিদ্রনিষ্ঠত্বেন সপ্তত্ব প্রতিপাদনং প্রামাণিকম্, ইতি চেৎ ন, চতুর্ণামেব ছিদ্রভেদেন সপ্ততয়া বর্ণনাৎ।

ন খলু তত্র সপ্তোদ্দেশেন প্রাণত্বং বিহিতম্, কিন্তু প্রাণোদ্দেশেন ছিদ্রভেদমাত্রেণ চতুর্ণামেব সপ্তত্বমিতি।

নন্ "নব বৈ পুরুষে প্রাণাঃ" ইত্যস্য কা গতিঃ ? ইতি চেদুচ্যতে তদ্ বাক্যন্তু পুরুষাকার ছিদ্রাভিপ্রায়মেব ন তু প্রাণাভিপ্রায়েণ বাক্যমিদম্। অতঃ সপ্তাতিরেকাদেব-ইত্যাদি। আত্মা একাদশ (বৃ. ৩ ৯।৪,) ইতি আত্মা শব্দেনাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ং মনো গৃহ্যতে। অথ এতদধিকরণস্য সারার্থমাহুঃ—ইদমত্রবোধ্যম্" অস্যার্থং স্পষ্টম্।

যদিবলেন-বাগাদি ইন্দ্রিয়ের জীবের সহিত লোকান্তরে গমনের শ্রবণাভাব হেতু তাহাদের গৌণ ইন্দ্রিয়ত্ব হউক, ইহা বলিতে পারিবেন না, বৃহদারণ্যকে তাঁহাদেরও গতি শ্রবণ করা যায়-জীব উৎক্রামণ গমন করিলে প্রাণ ও উৎক্রামণ করে, প্রাণ উৎক্রামণ করিলে তাহার পশ্চাতে অন্য প্রাণ সকল উৎক্রামণ করে এই সর্ব্ব শব্দ হেতু হস্তাদির সহগতি বিনা পুরুষ বন্ধকত্বরূপ গ্রহত্বের উপপত্তি হইবে না. অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গ্রহ যে হেতু তাহারা পুরুষ পশু বন্ধন করে, বিষয়সকল অতিগ্রহ, রাগ বা অসক্তি উৎপাদনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে।

যদিবলেন যজুর্ব্বেদে বর্ণিত আছে সাতটিই শীর্ষস্থ প্রাণ' অতএব শিরোগত সাতটি ছিদ্রযুক্ত প্রাণের সপ্তত্ব প্রতিপাদনই প্রামাণিক হয় ইহা বলিতে পারেন না তথায় চারটি ইন্দ্রিকেই ছিদ্রভেদে সাতটি রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে সাতটি ইন্দ্রিয় উদ্দেশের দ্বারা প্রাণত্ববিধান করা হয় না, কিন্তু প্রাণোদ্দেশপূর্ব্বক ছিদ্রভেদমাত্র নিরূপণের দ্বারা চারটিরই সাতটিরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

যদি বলেন 'পুরুষে নয়টি প্রাণ আছে' এই বাক্যের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন —এই বাক্য পুরুষাকার জীবের ছিদ্রাভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণাভিপ্রায়ে নহে। অতএব

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধবিষয়াঃ, পঞ্চজ্ঞানভেদাঃ তদর্থানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি – শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুরসন ঘ্রাণাখ্যানি। বচনাদান বিহরণ উৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ কর্ম্মভেদাঃ, তদর্থানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পানিপাদ পায়ুপস্থাখ্যানি। অন্তঃকরণমেকমনেকবৃত্তিকং ত্রিকালবর্ত্তি সর্ব্বার্থবিষয়গ্রহণাৎ।

নন্নু ইন্দ্রিয়াণামেকাদশত্বং কথং সঙ্গতম্? তথাচ শ্রীধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রেণ বেদান্ত পরিভাষায়াং মনস ইন্দ্রিয়াভাবত্বং প্রতিপাদিতম্। তথাহি নন্নু-অন্তঃকরণস্য ইন্দ্রিয়তয়া অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ কথং "অহম্" ইতি প্রত্যক্ষবিষয়তা? ইতি উচ্যতে ন তাবদন্তঃ করণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি। "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" ইতি ভগবদ্‌গীতাবচনং প্রমাণমিতিচেৎ, ন, অনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা ষট্‌ত্ব সংখ্যা পুরণাবিরোধাৎ; "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্" ইত্যত্র বেদগত পঞ্চত্বসংখ্যায়া অবেদেনাপি মহাভারতেন পূরণ-দর্শনাৎ।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" (কঠ° ১।৩।১০) ইত্যাদি শ্রুত্যা মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বাবগমাচ্চ। ইতি চেৎ, ন, সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্রবিরোধাৎ। স্বগুরুবিরোধাচ্চ তথাহি শ্রীশঙ্করভগবৎপাদাঃ—(২।৪।২।৬) "তস্মাদেকাদশৈব প্রাণাঃ শব্দতঃ কার্য্যতশ্চেতি সিদ্ধম্" ইতি বিশেষ জিজ্ঞাসায়াং তদ্‌ভাষ্যং দ্রষ্টব্যম্। কিঞ্চ তথাত্বে ইন্দ্রিয়াণামেকাদশত্বং ন সিদ্ধেদিত্যলং প্রপঞ্চিতেন।

সপ্তের অতিরিক্ত হওয়া হেতু সাতটি প্রাণ এইরূপ মনে করা উচিত নহে কিন্তু পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও একটি অন্তরিন্দ্রিয় এই প্রকারে একাদশটি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে হইবে।

কারণ আত্মা একাদশ এইস্থলে আত্মশব্দের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয় মনকে গ্রহণ করিতে হইবে যেহেতু ইন্দ্রিয়ের প্রকরণ হওয়ায়। অনন্তর এই প্রকরণেয় সারার্থ বলিতেছেন ইদমিতি। এইস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে—শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ এই পাঁচটি বিষয় পাঁচটি জ্ঞানের ভেদ; তাহার নিমিত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল শ্রোত্রত্বক্ চক্ষু রসনা ঘ্রাণ হয়। বচন আদান বিহার উৎসর্গ ও আনন্দ পঞ্চ কর্ম্মের ভেদ তাহার নিমিত্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ হয়, অন্তঃকরণ একমাত্র ইন্দ্রিয় তাহার বৃত্তি অনেক, এবং ত্রিকালবর্ত্তি সর্ব্বপ্রকার অর্থ রূপাদি বিষয় স্পর্শাদি গ্রহণ করে, এই মনঃ পুনঃ সঙ্কল্প অধ্যবসায় অভিমান চিন্তারূপ কার্য্যভেদের দ্বারা কোন স্থলে মনঃ বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার নামে কথিত হয়।

শঙ্কা—যদি বলেন ইন্দ্রিয়গণের একাদশত্ব কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? শ্রীধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র বেদান্তপরিভাষায় মনের ইন্দ্রিয়াভাবত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—

যদি বলেন অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়রূপে অতীন্দ্রিয় হওয়া হেতু কি প্রকারে 'আমি' এই অনুভবের প্রত্যক্ষবিষয়তা হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—অন্তঃকরণ যে ইন্দ্রিয় সেই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই·

তদেব সঙ্কল্পাধ্যাবসায়াভিমান চিন্তারূপ কার্য্য ভেদাৎ ক্বচিৎ ভেদেন ব্যপদিশ্যতে—মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চেতি। তথাচৈকাদশৈবেন্দ্রিয়াণীতি। ৬॥

সঙ্গতি ঃ—এতদধিকরণস্য সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তথাচ" ইতি তথাহি শ্রীগীতাসু – ১৩ ৫ "ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ" ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ১।২ ৪৭, তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ। একাদশ মনশ্চাত্র" ইতি। শ্রীভাগবতে চ ১১ ২১ ১৫ শ্রোত্রং ত্বগ্ দর্শনং ঘ্রাণো জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ। বাক্পাণ্যুপস্থপায়ঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ ॥তস্মাদেকাদশৈব ইন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ॥

হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং ইন্দ্রিয়াণামধীশ্বরঃ।
মমাসদিন্দ্রিয়ান্ সদা সন্মার্গে পরিচালয় ॥৬॥

ইতি সপ্তগত্যধিকরণং দ্বিতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥২॥

যদি বলেন 'মনঃ ছয় সংখ্যক ইন্দ্রিয়' এই শ্রীগীতাবাক্যই প্রমাণ, তাহা বলিতে পারেন না, অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ষট্‌সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা ইন্দ্রিয় নহে। যেমন—বেদ সকল অধ্যয়ণ করাইয়া ছিলেন ও পঞ্চমহাভারত ও অধ্যয়ণ করাইয়া ছিলেন এইস্থলে যেমন বেদগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ অবেদ মহাভারতের দ্বারাই করিয়াছেন সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

'ইন্দ্রিয় হইতে অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থ হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি কাঠক শ্রুতিদ্বারা মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় সুতরাং মন ইন্দ্রিয় নহে।

সমাধান—এই প্রকার বলিতে পারেন না, তাহা স্বীকার করিলে সকল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিরোধ হইবে এবং অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদের সহিত বিরোধ হইবে, তিনি বলিতেছেন—অতএব একাদশটিই ইন্দ্রিয় শ্রুতি প্রমাণ ও কার্য্য দ্বারা সিদ্ধ হয়, বিশেষ জিজ্ঞাসায় ভাষ্য দ্রষ্টব্য এবং ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সিদ্ধ হইবে না, অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সঙ্গতি—অনন্তর সপ্তগত্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন তথেতি অতএব একাদশটিই ইন্দ্রিয় হয়। শ্রীগীতায় বলিতেছে—ইন্দ্রিয় সকল দশও এক অর্থাৎ একাদশ, অপর পাঁচটি বিষয় ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—বিকার যুক্ত তৈজস ইন্দ্রিয় সকল দশ ও মনঃ একাদশসংখ্যা। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে- শ্রোত্র ত্বক্ দর্শন ঘ্রাণ ও জিহ্বা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি উপস্থ পায়ু পাদ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ উভয় ইন্দ্রিয় হয়। অতএব একাদশটি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর হে হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার করি, আমার অসৎ পথগামি ইন্দ্রিয়গণকে সৎপথে পরিচালনা করুন ॥৬॥

এই প্রকার সপ্তগত্যধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত ॥২॥

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণম্

প্রাণানাং পরিমাণং চিন্তয়তি। প্রাণা ব্যাপিনোঽণবো ? বেতি সংশয়ে – দূরশ্রবণ দর্শনাদেরনুভবাৎ ব্যাপিন এবেতি প্রাপ্তে—

২। প্রাণাণুত্বাধিকরণম্।

অথ সপ্তগত্যধিকরণে প্রাণানাং সংখ্যা নিরূপিতা, অত্র তেষাং পরিমাণং নিরূপয়িতুং প্রাণাণুত্বাধিকরণারম্ভঃ' ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ প্রাণাণুত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি বৃহদারণ্যকে—১ ৫।১৩, " ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ" ইতি অত্র আনন্ত্য শ্রবণাৎ প্রাণানাং বিভুত্বমিতি। কিঞ্চ— তত্রৈব ৪ ৪।২, "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি গতিত্ব শ্রবণাৎ তেষামণুত্বঞ্চ; ইতি বিষয় বাক্যম্।

সংশয়ঃ—এবং প্রাণানাংবিভুত্বমণুত্বঞ্চ প্রতিপাদকং বিষয়বাক্যমবলম্ব্য তেষাং পরিমাণং চিন্তয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষকার প্রভুপাদাঃ; অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—এতে প্রাণা ব্যাপিনঃ—সর্ব্বদেশ কালাদি ব্যপকাঃ ? অথবা জীববদণুপরিমাণাঃ ? ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি—দূর" ইতি। প্রাণানামণুত্বে দূরশ্রবণাদেরসিদ্ধেঃ, বিভব এব তে। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর প্রাণাণুত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সপ্তগত্যধিকরণে প্রাণ সকলের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, এই স্থলে তাহাদের পরিমাণ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রাণাণুত্বাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন এইপ্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অথ প্রাণাণুত্বাধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে- সেই এই প্রাণ সকল সমান সকলেই অনন্ত, এইস্থলে প্রাণের আনন্ত্য শ্রবণ হেতু তাহারা বিভু। অপর- প্রাণ উৎক্রামণ করিলে সকল প্রাণ উৎক্রামণ করে, এই স্থলে গতি শ্রবণ হেতু তাহাদের অণুত্বও সিদ্ধ হয় ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয় - এই প্রকার প্রাণের বিভুতা ও অণুতা প্রতি পাদক বাক্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাষ্য কার প্রভুপাদ তাহাদের পরিমাণ চিন্তা করিতেছেন, এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে-এই প্রাণ সকল ব্যাপী ? সর্ব্বদেশ সর্ব্ব কাল ব্যাপক ? অথবা অণু, জীবের ন্যায় অণুপরিমাণ ? ইহাই সংশয় বাক্য

পূর্ব্বপক্ষ –এই সংশয় উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন-দূরেতি দূর হইতে বাক্য শ্রবণ, দর্শন ও অনুভব হেতু প্রাণ ব্যাপী, অর্থাৎ প্রাণ অণু হইলে দূর হইতে শ্রবণ দর্শনাদি সিদ্ধি হইত না,

॥ওঁ॥ অণবশ্চ ॥ওঁ॥ ২।৪।৩।৭॥

'চ' নিশ্চয়ে। অণব এবৈকাদশ প্রাণাঃ। উৎক্রান্তিশ্রুতেরিতি শেষঃ। (২।৩।১৩।১৯) দূরশ্রবণাদিকন্তু গুণ প্রসারাৎ সিদ্ধং, জীবস্যেব শিরোঙ্ঘ্রি ব্যাপিত্বম্। এতেন প্রাণব্যাপ্তি-বাদিনঃ সাংখ্যা নিরস্তাঃ ॥৭॥

সিদ্ধান্ত :—এবং প্রাণানাং বিভুত্বে—পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ অণবশ্চ" ইতি। প্রাণাঃ অণবঃ—অণুপরিমাণাঃ এব ইতি। সূত্রাস্থ "চ" কারো নিশ্চয়ার্থে। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। তথাচ একাদশ এব প্রাণাঃ তে চাণুস্বরূপাঃ, দূরশ্রবণাদিকন্তু তেষাং গুণা এব, যথা জীবঃ সর্ব্বশরীরব্যাপী" ইতিবৎ। তত্তু "গুণাদ্বা আলোকবৎ" ব্র০ সূ০ ২।৩।১৩ ২৫) ইত্যাদৌ দর্শিতম্। এতেন" ইতি—প্রাণানাং অণুত্ব প্রতিপাদনেন প্রাণব্যাপ্তিবাদিনঃ সাংখ্যা নিরস্তা বেদিতব্যাঃ। প্রাণবিভুত্ববাদে মথুরাস্থিতানামপি মানবানাং শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন স্পর্শৌ স্যাতাম্, কিঞ্চ উৎক্রান্ত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ তে ন বিভবঃ" ইত্যর্থঃ ॥

প্রাণা মে হ্যণবো দেব! ত্বমসি সর্ব্বব্যাপকঃ।
তস্মাৎ ক্ষমস্ব দৌর্জ্জন্যং সর্ব্বং মে শ্যামসুন্দর! ॥৭॥

ইতি প্রাণাণুত্বাধিকরণং তৃতীয়ং সম্পূর্ণম্ ॥৩॥

সুতরাং প্রাণসকল বিভু, অণু নহে ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার প্রাণের বিভুত্ব রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অণব, প্রাণ সকল অণু পরিমাণই হয়। সূত্রে যে 'চ'কার আছে তাহা অণুত্ব নিশ্চয়ের জন্য, একাদশটি প্রাণ অণু পরিমাণই হয় উৎক্রান্তি শ্রুতি ও সূত্রের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়ের দূর শ্রবণ দর্শনাদি কিন্তু গুণ প্রসারের দ্বারা হইয়া থাকে, জীব যে প্রকার মস্তক চরণ প্রভৃতি ব্যাপিয়া থাকে এই সিদ্ধান্তের দ্বারা 'প্রাণ বিভু' এই রূপ সাংখ্যবাদিগণের মতও নিরস্ত হইল। অর্থাৎ একাদশ সংখ্যক প্রাণ সকলেই অণুস্বরূপ, দূর শ্রবণাদি তাহাদের গুণ হয়, যেমন জীব সর্ব্বশরীর ব্যাপী সেই প্রকার তাহা "গুণাদ্বালোকবৎ" এই প্রকরণে দর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রাণ সকলের অণুত্ব প্রতি পাদনের দ্বারা প্রাণ ব্যাপ্তিবাদি সাংখ্যগণ নিরস্ত হইলেন বুঝিতে হইবে। প্রাণ বিভুত্ববাদ স্বীকার করিলে মথুরাস্থিত মানবগণেরও শ্রীরঙ্গনাথদেবের দর্শন স্পর্শনাদি লাভ হইবে, অপর উৎক্রান্তিগতি শ্রুতিবিরোধহেতু প্রাণসকল বিভু নহে ইহাই অর্থ। হে দেব! হে শ্যামসুন্দর! আমার প্রাণ সকল অণু, আপনি সর্ব্বব্যাপক, অতএব আমার সর্ব্বপ্রকার দুর্জনতা ক্ষমা করুন ॥৭॥

এই প্রকার প্রাণাণুত্বাধিকরণ তৃতীয় সম্পূর্ণ ॥৩॥

৪॥ প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণম্

অথ মুখ্যঃ প্রাণঃ পরীক্ষ্যতে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (মু. ২।১।৩) ইত্যত্র শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ খাদিবদুৎপদ্যতে? জীববদ্বেতি বিশয়ে।

"নৈষ প্রাণ উদেতি, নাস্তমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। যৎপ্রাপ্তি র্যৎপরিত্যাগ উৎপত্তির্মরণং তথা। তস্যোৎপত্তির্মৃতিশ্চৈব কথং প্রাণস্য যুজ্যতে॥ ইতি স্মৃতেশ্চ। জীববদিতি প্রাপ্তে –

৪। প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণম্।

অথ গৌণপ্রাণানামুৎপত্ত্যাদিকমুক্ত্বা মুখ্যপ্রাণানাং পরীক্ষামারম্ভয়িতুং প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণারম্ভঃ ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি "এতস্মাদিতি" এতস্মাৎ সর্ব্বকারণ কারণাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ প্রাণঃ প্রাণাপানাদয়ো মুখ্যপ্রাণা ইতি, তস্মাজ্জায়তে ইত্যর্থঃ কিঞ্চ ঋক্‌সংহিতায়াম্—৮ ৭ ১৭, ন মৃত্যুরাসীদমৃতং নতর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতম্। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ইত্যত্র "আনীৎ ইতি প্রাণকর্ম্মোপাদানাৎ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং তস্য সত্ত্বাং সূচয়তি। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণানামুৎপত্তিরনুৎপত্তিশ্চ প্রতিপাদিতঃ" ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ প্রাণাদিশ্রেষ্টঃ প্রাণঃ আকাশাদিবদুৎপদ্যতে? অথবা জীববদিতি ; জীববৎ উৎপত্ত্যাদিরহিতো নিত্যশ্চ, ইতি সংশয়বাক্যম্।

৪। প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার গৌণপ্রাণ সকলের উৎপত্তি সংখ্যাদি বর্ণন করিয়া মুখ্যপ্রাণ সকলের পরীক্ষা আরম্ভ করিবার নিমিত্ত প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণের আরম্ভ এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি দর্শিত হইল।

বিষয়—অনন্তর মুখ্যপ্রাণ পরীক্ষা করিতেছেন অথেতি। অতঃপর প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—এতদিতি। ইহা হইতে প্রাণসকল জাত হয়, অর্থাৎ এই সর্ব্বকারণ কারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রাণ প্রাণাপানাদি মুখ্যপ্রাণ সকল জাত হয় ইহাই অর্থ।

অপর ঋগ্‌বেদসংহিতায় বর্ণিত আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি দিবা চিহ্নাদি কিছুই ছিল না, সেই কালে স্বাধা ছিলনা, সৎ অসৎ ইত্যাদি কিছুই ছিলনা, কেবলমাত্র বায়ু রহিত প্রাণই ছিল, এইস্থলে 'আনীৎ' শব্দের দ্বারা প্রাণকর্ম্ম গ্রহণহেতু সৃষ্টিরপূর্ব্বে তাহার বিদ্যামানতা সূচনা করে অতএব মুখপ্রাণ সকলের উৎপত্তি এবং অনুৎপত্তি প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সন্দেহ হইতেছে—শ্রেষ্ঠ ইতি। প্রাণ অপানাদি শ্রেষ্ঠ প্রাণ

॥ওঁ॥ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ওঁ॥ ২।৪।৪।৮॥

শ্রেষ্ঠ প্রাণোঽপি খাদিবদুৎপদ্যতে। "জায়তে প্রাণঃ" (মু. ২।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। "স ইদং সর্ব্বমসৃজতঃ" ইতি। "প্রতিজ্ঞানুপরোধাচ্চ" (১।৪।৭।২৩) ইতি শেষঃ। এবং সত্য-

---

পূর্ব্বপক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি— নৈষঃ" ইতি। মুখ্যপ্রাণঃ আকাশাদিবৎ নোৎপদ্যতে কিন্তু জীববন্নিত্যঃ' ইতি শ্রুতি প্রমাণেন প্রতিপাদয়ন্তি - এষ প্রাণো ন উদেতি নাস্য উৎপত্তির্ভবতি, নাস্তমেতি, অস্তং নাশমপি ন গচ্ছতীত্যর্থঃ। তস্মাদুৎপত্তিবিনাশাভ্যাং রহিতঃ প্রাণো জীববন্নিত্যঃ। এবং শ্রুতিপ্রমাণেন শ্রেষ্ঠপ্রাণানাং নিত্যত্বমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণেন তেষাং নিত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—যদিতি। যৎ যস্য প্রাণস্য দেহপ্রাপ্তিরেব উৎপত্তিঃ, তথা দেহস্য পরিত্যাগ এব মরণং, তস্মাৎ তস্য দেহস্যোৎপত্তির্ম্মরণঞ্চ ভবতি ন তু প্রাণস্য, অতঃ কথ প্রাণস্য উৎপত্তির্ম্মরণঞ্চ যুজ্যতে, ন কেনাপি প্রকারেণ যুক্তিযুক্তং ভাব্যমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ জীববৎ প্রাণা নিত্যাঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্ত ঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— "শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি। শ্রেষ্ঠপ্রাণা অপি আকাশাদিবদুৎপদ্যন্তে, ন তু তে জীববন্নিত্যাঃ' ইতি। এতদেব স্পষ্টয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ - শ্রেষ্ঠঃ" ইতি। অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ —"জায়তে প্রাণঃ" ইতি। তথাচ—এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। ইতি প্রাণশব্দেন মুখ্যপ্রাণোঽভিধীয়তে। অথ শ্রুত্যন্তরমাহুঃ "সঃ" ইতি।

আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়? অথবা জীববৎ, জীবের সমান উৎপত্ত্যাদিরহিত ও নিত্য? ইহাই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন—"নৈষ" ইতি। এই মুখ্যপ্রাণ উদয় উৎপত্তি হয় না, অস্ত বিনষ্টও হয় না, ইত্যাদি শ্রুতিনিরূপণ করিয়াছেন। মুখ্য প্রাণ আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জীবের ন্যায় নিত্য, ইহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—এই প্রাণের উৎপত্তি হয় না, অস্ত বিনষ্ট ও হয় না, সুতরাং উৎপত্তি বিনাশ রহিত প্রাণ জীবের ন্যায় নিত্য।

এই প্রকার স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা তাহাদের নিত্যতা নিরূপণ করিতেছেন—যদিতি। যাহার প্রাপ্তি যাহার পরিত্যাগ উৎপত্তি ও মরণ দেহের সহিত হয়, সেই প্রাণের উৎপত্তি এবং মৃত্যু কি প্রকারে হয়? অর্থাৎ যে প্রাণের দেহ প্রাপ্তিই উৎপত্তি তথা দেহ পরিত্যাগই মরণ, সুতরাং শরীরেরই জন্ম মরণ হয় কিন্তু প্রাণের হয় না, অতঃপর কি প্রকারে প্রাণের উৎপত্তি মরণ যুক্তি সঙ্গত হইবে অতএব জীবের ন্যায় প্রাণ নিত্য ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা

নুৎপত্তিরাপেক্ষিকী। শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চাস্য কায়স্থিতি হেতুত্বাদ্ বদন্তি। পৃথগ যোগকরণমুত্তর চিন্তার্থম্ ॥৮॥

স সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বকারণ ইদং মুখ্যগৌণ প্রাণবৃন্দং সর্ব্বং অসৃজত সৃজয়ামাস ইতি। এতত্তু পূর্ব্বত্র "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইতি "প্রকৃত্যধিকরণে" সিদ্ধান্তিতম্। তস্মাৎ শ্রেষ্ঠপ্রাণা অপি আকাশাদিবদুৎপদ্যন্তে তথাচ প্রশ্নোপনিষদি - ৬৪, "স ঈক্ষাংচক্রে" ইত্যারভ্য—"স প্রাণমসৃজত" ইতি।

নন্বু তথাত্বে "নৈষ প্রাণ উদেতি নাস্তমেতি" ইতি শ্রুতিবাক্যস্য কা গতিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ এবং সতি" ইতি। আপেক্ষিকী" ইতি—যথা দেবা অমৃতাঃ" ইত্যত্র দেবানামৃতত্বং—মৃত্যুহীনত্বং মানবাপেক্ষয়া দীর্ঘজীবীত্বমর্থম্, তথৈব মুখ্যোপকরণত্বাৎ তথা নিরুক্তি, ন তু তেষাং জীববন্নিত্যত্বেন ইত্যর্থঃ।

নন্বু তথাপি - "প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি (ছা॰ ৫।১।১) "ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি" (ছা॰ ৫।১।১২) ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যানাং কা সমস্তিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—"শ্রৈষ্ঠ্যমিতি" তথাচ—শরীরধারণহেতুবেষাং প্রাধান্যেন প্রয়োজনত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বং বেদান্তবিদো বদন্তি, ইতি ন ছান্দোগ্যাদিবাক্যানাং বিরোধঃ।

করিতেছেন—শ্রেষ্ঠশ্চেতি শ্রেষ্ঠপ্রাণ সকলও আকাশাদির ন্যায় উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহারা জীবের সমান নিত্য নহে। শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—মুখ্য প্রাণও ভৌতিক আকাশের ন্যায় উৎপন্ন হয় এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন—'প্রাণ জাত হয়' অর্থাৎ সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় সকল জাত হয় অপর অন্য শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন স ইতি। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বকারণ শ্রীগোবিন্দদেব এই মুখ্য গৌণ প্রাণবৃন্দ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সকল সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে প্রকৃত্যধিকরণে নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব শ্রেষ্ঠ প্রাণ সকলও আকাশাদির ন্যায় জাত হয়।

প্রশ্নোপনিষদে - শ্রীভগবান ঈক্ষণ করিলেন" এই আরম্ভ করিয়া "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন বর্ণিত আছে। যদি বলেন তাহা হইলে প্রাণ জাত হয় না"নাশও হয় না" এই বাক্যের কি গতি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—এবমিতি। এই প্রকার প্রাণ বিষয়ে অনুৎপত্তি শ্রুতি আছে তাহা আপেক্ষিকী, অর্থাৎ যেমন "দেবগণ অমর" এই স্থলে দেবগণের অমৃতত্ব বা মৃত্যুহীনতা মানব হইতে দীর্ঘজীবি অর্থ হয় সেই প্রকার মুখ্যপ্রাণ সকলের গৌণ প্রাণ অপেক্ষা জীবগণের মুখ্যোপকরণ হেতু তাহা কথন হইয়াছে, কিন্তু তাহারা জীবের ন্যায় নিত্য বলিয়া নির্ণয় করেন নাই।

যদি বলেন—এই প্রকার স্বীকার করিলে "প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ" "তুমিই আমাদের শ্রেষ্ঠ হও" ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যের সমাধান কি? তদুত্তরে বলিতেছেন- শ্রৈষ্ঠ্যমিতি। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা

৫। বায়ুক্রিয়াধিকরণম্

অথ তস্য স্বরূপং পরীক্ষ্যতে। স কিং বায়ুরেব কেবলঃ? কিংবা তৎস্পন্দরূপা ক্রিয়া? অথবা দেশান্তরগতো বায়ুরিতি বিচিকিৎসা। কিং প্রাপ্তম্? বাহ্যো বায়ুরেবেতি "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ু" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ।

ননু—পূর্ব্বসূত্রেণ সহাস্য সূত্রস্য পৃথক্করণে কোঽর্থঃ? "অনবশ্রেষ্ঠশ্চ" ইতি সূত্রকরণমুচিতমিতি চেৎ, তত্রাহুঃ—পৃথগিতি পরবর্ত্তিপ্রকরণে অস্য প্রয়োজনং ভবিতেতি মনসিকৃত্য অস্য সূত্রস্য পৃথক্করণমিতি। তস্মাৎ শ্রেষ্ঠপ্রাণানামপ্যস্তি উৎপত্তিরিতি ॥৮॥

ইতি প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণ চতুর্থং সমাপ্তম্ ॥৪॥

৫। বায়ুক্রিয়াধিকরণম্।

অথ প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণে শ্রেষ্ঠপ্রাণানামপি উৎপত্তিমত্ত্বং প্রতিপাদিতম্, অথ তে প্রাণাঃ কিং স্বরূপাঃ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং বায়ুক্রিয়াধিকরণারম্ভঃ, ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ বায়ুক্রিয়াধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ" ইতি। অপিচ—"যঃ প্রাণ স বায়ুঃ স এষ বায়ু পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরঃ। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বারবঃ" ইতি বিষয়বাক্যম্

দেহে মুখ্যরূপে অবস্থান হেতু বলিয়াছেন, অর্থাৎ শরীর ধারণের জন্য এই মুখ্যপ্রাণ সকলের প্রধানরূপে প্রয়োজন হেতু বৈদান্তিকগণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন; সুতরাং ছান্দোগ্য বাক্যের বিরোধ হয় না।

যদি বলেন—পূর্ব্ব সূত্রের সহিত এই সূত্রের পৃথক্ করণের প্রয়োজন কি?" "অনবশ্রেষ্ঠশ্চ" এইরূপ করা উচিত ছিল। তদুত্তরে বলিতেছেন—পৃথগিতি। পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রয়োজন হেতু পৃথক করা হইয়াছে। অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রয়োজন মনে করিয়াই এই সূত্র পৃথক করিয়াছেন। অতএব মুখ্যপ্রাণ সকলেরও উৎপত্তি হয় ইহাই অধিকরণার্থ ॥৮॥

এই প্রকার শ্রেষ্ঠপ্রাণাধিকরণ চতুর্থ সমাপ্ত ॥৪॥

৫। বায়ুক্রিয়াধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর বায়ুক্রিয়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রাণশ্রেষ্ঠাধিকরণে শ্রেষ্ঠপ্রাণ সকলেরও উৎপত্তিমত্ত্বা প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠপ্রাণ সকল কি প্রকার? তাহাদের স্বরূপ কি? এই জিজ্ঞাসা হইলে বায়ুক্রিয়াধিকরণ আরম্ভ করিলেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অনন্তর বায়ুক্রিয়াধিকরণের বিষয়বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—পরমকারণ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সকল জাত হয়, এই যে প্রাণ সেই বায়ু অপর যে প্রাণ সেই বায়ু, সেই এই বায়ু পঞ্চবিধ প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান এই শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, অতএব মুখ্য প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু ইহাই বিষয়বাক্য।

বায়ুক্রিয়া বা প্রাণঃ, উচ্ছ্বাস নিশ্বাসরূপায়াং তৎক্রিয়ায়াং তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ। বায়ুমাত্রে তস্যাঃ প্রসিদ্ধেশ্চ, ইতি প্রাপ্তে –

॥ওঁ॥ ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ওঁ॥ ২।৪।৫।৭॥

শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো ন বায়ু র্ন চ তৎস্পন্দঃ। কুতঃ? পৃথগিতি ঃ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ"

সংশয়ঃ অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—অথ ইতি। তস্য প্রাণস্য বাহ্যবায়ুত্বে বায়ু বিকারত্বে চ বাক্যমস্তি, তস্মাতুভয়োঃ সন্দেহে সন্দেহোজায়তে, অথ সন্দেহপ্রকারমাহুঃ—"স কিমিতি" তথাচ – প্রাণো কিং কেবলো বায়ুস্বরূপঃ? অথবা বায়ুস্পন্দনরূপা ক্রিয়া? কিং বা—দেশান্তরগতো বায়ুরিতি, সন্দেহস্য পক্ষত্রয়ম্। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষ ঃ এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—কিমিতি। সংশয়স্য কিং ফলমিতি তত্র, প্রণো বাহ্যবায়ুরেব ভবেৎ। "অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ –"যঃ" ইতি। যঃ অয়ং প্রাণঃ স বাহ্য বায়ুরেব, ন তু অন্যঃ তস্মাৎ প্রাণশব্দেনাত্র বাহ্যবায়ুমাত্রমেব গ্রহ্যম্।

অথবা—বায়োঃ স্পন্দন ক্রিয়ামাত্র এব প্রাণঃ। তচ্চ মানবানাং উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসাভ্যাং বোধয়তি তদ্রূপায়াং ক্রিয়ায়াং লোকে প্রাণশব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ দেশান্তরগতো বায়ুরেব মুখান্তর্ব্বর্ত্তী, অতঃ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপবায়ুক্রিয়া এব প্রাণ শব্দবাচ্যঃ। তথাচ তস্য প্রাণস্য বায়ুমাত্রত্বে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সংশয় – এই বিষয়বাক্যে সংশয় উদ্ভাবন করিতেছেন অথেতি। অনন্তর সেই প্রাণের স্বরূপ পরীক্ষা করিতেছেন সেই প্রাণ কি কেবল বায়ুমাত্র? কিম্বা বায়ুর স্পন্দনরূপ ক্রিয়া মাত্র? অথবা দেশান্তরগত বায়ু এইপ্রকার বিচিকিৎসা হইতেছে। অর্থাৎ সেই প্রাণ বাহ্যবায়ু ও বায়ুবিকার এই উভয় প্রকার বাক্যহেতু উভয়ের সন্দেহে সন্দেহ জাত হইতেছে, এই সন্দেহের তিনটি পক্ষ ইহাই সংশয়।

পূর্ব্বপক্ষ এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন কিমিতি। সংশয় বাক্যের কি ফল হ.ল? সেই প্রাণ বাহ্য বায়ুই হইবে, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন—য ইতি। যে এই প্রাণ বাহ্যবায়ুমাত্রই হয়, অন্য কোন নহে। অতএব প্রাণ শব্দের দ্বারা বাহ্য বায়ু মাত্রই গ্রহণ করা উচিত। অথবা বায়ু ক্রিয়াই প্রাণ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস রূপ বায়ুর ক্রিয়াতেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি আছে।

বায়ুর স্পন্দন ক্রিয়া মাত্রই প্রাণ তাহা মানবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা বোধ হয়' সেই প্রকার বায়ুর ক্রিয়াতে লোকে প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি আছে, সুতরাং দেশান্তরগত বায়ুই মুখান্তর্ব্বর্ত্তী, অতঃ নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ বায়ুর ক্রিয়াই প্রাণ শব্দবাচ্য বায়ুমত্রেই ক্রিয়ার প্রসিদ্ধি আছে, অতএব সেই প্রাণের বায়ুমাত্ররূপেই সর্ব্বপ্রসিদ্ধি আছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

(মু. ২।১।৩) ইত্যাদৌ বায়োঃ সকাশাৎ প্রাণস্য পৃথগুক্তেঃ।

যদি বায়ুরেব প্রাণস্তর্হি তস্মাত্তস্য সা ন স্যাৎ। যদি বা বায়ুস্পন্দঃ প্রাণ স্তদাপি বায়োঃ সকাশাৎ তৎক্রিয়া রূপস্য প্রাণস্য ন সা সম্ভবেৎ।

ন হি অগ্ন্যাদেঃ ক্রিয়া, তেন সাকং পৃথগুক্তির্দৃশ্যতে। "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ"

সিদ্ধান্ত :- ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— "ন বায়ুক্রিয়ে" ইতি। প্রাণো ন বাহ্যবায়ুঃ, ন বা উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপা বায়ুক্রিয়া, কুতঃ? পৃথগুপদেশাৎ, বায়োঃ সকাশাৎ প্রাণস্য পৃথগুপদেশাদিত্যর্থঃ। এতদেব বিস্তারয়ন্তি -শ্রেষ্ঠং" ইতি। এতস্মাদিতি। অত্র শ্রুতিবাক্যে বায়ো সকাশাৎ প্রাণস্য পৃথগুক্তিদর্শনাৎ ন বায়ুরেব প্রাণঃ।

তথাচ—হেতুমাহুঃ—যদীতি। যদি বাহ্যবায়ুরেব প্রাণঃ স্যাৎ তদ বায়োঃ সকাশাৎ তস্য প্রাণস্য সা পৃথগুক্তি র্ন স্যাদিত্যর্থঃ। অথ প্রাণস্য বায়ুস্পন্দনরূপা ক্রিয়াপি ন সম্ভবেৎ, ইত্যাহুঃ—যদি বা ইতি। অথ যুক্ত্যান্তরমাহুঃ 'নহীতি" যথা অগ্নের্দাহক্রিয়া তস্মান্ন ভিন্না, অপিতু তদাত্মিকা এব, অতস্তস্য পৃথগ্ ব্যবহারো ন দৃশ্যতে কিন্তু বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগ্ ব্যবহারং, উৎপত্তিঞ্চ ভিন্ন প্রকারং প্রতি পাদিতম্, তস্মাৎ প্রাণো ন বায়ুমাত্রম্।

ননু তথাত্বে "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ ইতি বাক্যং কথং সঙ্গস্থতে? ইত্যপেক্ষয়ামাহুঃ— যোঽয়মিতি। জ্যোতিরাদিবদিত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ—যথা বহ্নের্দাহিকাশক্তিঃ বহ্ন্যাতিরিক্তদেশে ন বর্ত্ততে, তথা বায়ুরেব কিঞ্চিদ্বিশেষদশাপ্রাপ্তঃ সন্ প্রাণাখ্যো ভবতি। কিন্তু সূর্য্যাদে র্জ্যোতিঃ স্বাশ্রয়ং পরিত্যজ্য দেশান্তরে তিষ্ঠতি তথা ন প্রাণ ইতি ভাবঃ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—নেতি। বায়ু ক্রিয়া নহে পৃথক্ ব্যবহার হেতু. অর্থাৎ প্রাণ বাহ্যবায়ু নহে, অথবা উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসরূপ বায়ুর ক্রিয়া নহে, কেন? পৃথক্ উপদেশ হেতু ইহাই অর্থ। শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ ইহাই বিস্তার করিতেছেন শ্রেষ্ঠেতি শ্রেষ্ঠ প্রাণ বায়ু নহে. এবং তাহার স্পন্দন ও নহে, কেন? পৃথক্ উপদেশ হেতু। পৃথক উপদেশের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—এই সর্ব্ব কারণ হইতে প্রাণ জাত হয়, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বায়ুর সকাশ হইতে প্রাণের পৃথগুক্তি দেখা যায়, সুতরাং বায়ু প্রাণ নহে। যদি বায়ুই প্রাণ হয় তাহা হইলে প্রাণের পৃথক্ বর্ণনা হইবে না, অর্থাৎ প্রাণও ইন্দ্রিয়গণ উপদেশ করা বৃথা। অনন্তর প্রাণের বায়ু স্পন্দনরূপ ক্রিয়াও সম্ভব নহে তাহা বলিতেছেন যদিবেতি। অথবা যদি বায়ুর স্পন্দনই প্রাণ হয়, তথাপি বায়ুর সকাশ হইতে বায়ুর ক্রিয়ারূপে প্রাণের পৃথক্ উপদেশ করা সম্ভব হয় না অন্য যুক্তি বলিতেছেন- নহীতি। অগ্নি প্রভৃতির দাহাদি ক্রিয়া অগ্নি হইতে পৃথক ভাবে দেখা যায় না।

ইতি তু বায়ুরেব কিঞ্চিৎ বিশেষমাপন্নঃ প্রাণঃ, ন তু জ্যোতিরাদিবৎ তত্ত্বান্তরমিতি জ্ঞাপনার্থম্। যত্তু "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" (সাং সূ. ২।৩১) ইতি সাংখ্যৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-

---

তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তম্—মুং ২ ১৩ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতি-রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ ইতি। যত্তু ইতি সাংখ্যমতে প্রাণনিষ্ঠামাহুঃ—সামান্য" ইতি সাংখ্যসূত্রম্ তথাচ প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চ বায়বঃ সামান্যকরণবৃত্তিঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং সাধারণী বৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথাহি সাংখ্যকারিকায়াম্ - ২৯, স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা সামান্য-করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ বুদ্ধ্যহঙ্কার মনসাং স্বলক্ষণ স্বভাবা বৃত্তিরস্তি ; সা চ তেষামসামান্যাবৃত্তির্ভবতি ‹ যথা বুদ্ধেনিশ্চয়া-ত্মকম্ , অহঙ্কারস্য-অভিমানত্বম্ , মনসঃ সঙ্কল্পকত্বম্।

তথা অন্যেষাং ইন্দ্রিয়াণামপি স্ব স্ব বিশেষ লক্ষণমস্তি, কিন্তু প্রাণাদ্যাঃ—প্রাণাপান সমানোদান ব্যানাখ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ সামান্যাবৃত্তিঃ। তস্মাৎ প্রাণেন দর্শন-স্পর্শন মননাদি সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্যতে ইতি। এবং সাংখ্যৈঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ প্রাণঃ ইতি যদুক্তং তন্ন সাধু।

অর্থাৎ যেমন বহ্নির দাহক্রিয়া তাহা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তদাত্মিকাই হয় সুতরাং বহ্নির পৃথগ্ ব্যবহার দেখা যায় না কিন্তু বায়ু ও প্রাণের পৃথগ্ ব্যবহার—
এবং উৎপত্তিও ভিন্ন প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব প্রাণ বায়ু মাত্রই নহে। শঙ্কা যদি বলেন—তাহা হইলে এই যে প্রাণ সেই বায়ু এই বাক্যের সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? এই অপেক্ষায় সমাধান করিতেছেন—যে এই সেই বায়ু এই বাক্য কিন্তু পবনই কিঞ্চিৎ বিশেষ ভাবাপন্ন হইয়া প্রাণ হইয়াছে, অপিতু এই বাক্য জ্যোতিরাদিবৎ তত্ত্বান্তর জ্ঞাপনের নিমিত্ত নহে

জ্যোতিরাদি বাক্যের অভিপ্রায় এই যে—যেমন বহ্নির দাহিকাশক্তি বহ্নির অতিরিক্তদেশে থাকে না, সেইরূপ বায়ুই কিঞ্চিৎ বিশেষ দশা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ আখ্যা ধারণ করে। কিন্তু সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ স্বাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে অবস্থান করে, প্রাণ সেই প্রকার নহে ইহাই ভাবার্থ। সুতরাং যথার্থই বলিয়াছেন—এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ বায়ু জ্যোতিঃ জল বিশ্বের ধারণ কারিণী পৃথিবী জাত হয়।

অনন্তর সাংখ্যমতে প্রাণের স্থিতি বলিতেছেন—যাঁহারা বলেন-প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সামান্য করণবৃত্তি যুক্ত এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণ যে সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমানরূপে প্রাণে বিদ্যমান আছে বলেন অর্থাৎ এইটি সাংখ্যসূত্র, ব্যাখ্যা-প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক সামান্য করণবৃত্তি, সকল ইন্দ্রিয়ের সাধারণ বৃত্তি ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে—তিনটির বৃত্তি স্বালক্ষণ্য এবং অসামান্য হয়, কিন্তু প্রাণাদি পঞ্চবায়ু সামান্য করণবৃত্তি, ব্যাখ্যা-বুদ্ধি অহঙ্কার এবং মনের স্বলক্ষণ স্বভাববৃত্তি আছে, তাহা

ব্যাপারঃ প্রাণ ইত্যুক্তম্, তন্ন, একরূপ প্রাণস্য বিজাতীয় নানা ইন্দ্রিয় ব্যাপারত্বাযোগাৎ ॥৯॥

অসাধুত্বে কারণমাহঃ—একরূপঃ" ইতি। তথাচ—প্রাণানামবস্থানম্ প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্ হৃদিস্থানবর্ত্তী। অপানঃ—অবাগ্‌গমনবান্—পায়্বাদিস্থান বর্ত্তী। সমানঃ শরীরমধ্যগত-অশিত-পীতান্নাদি-সমীকরণকরঃ। উদানঃ—কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ। ব্যানঃ—বিশ্বগ্‌গমনবান্ নিখিল-শরীরবর্ত্তী। তথাহি কারিকা—হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে। উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাৎ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ইতি তেষাং কার্য্যমবস্থানঞ্চ।

তথাচ—সাংখ্যমত স্বীকারে সতি প্রাণেন দর্শনাদ্যাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রাণাদীণাং বায়ুপঞ্চানাং ন সামান্যকরণবৃত্তিত্বমিত্যর্থঃ ॥

প্রাণানাং প্রাণরূপোঽসি সর্ব্বপ্রাণ-প্রদায়কঃ।
গোপিকা প্রাণবন্ধো! হে! মম প্রাণপ্রদো ভব ॥৯॥

ইতি বায়ুক্রিয়াধিকরণং পঞ্চমং সম্পূর্ণম্ ॥৫॥

তাহাদের অসামান্য বৃত্তি হয়, যেমন বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক, অহঙ্কারের অভিমানাত্মক, মনের সঙ্কল্পাত্মক, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের নিজ নিজ বিশেষ লক্ষণ আছে। কিন্তু প্রাণাদি প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান নামে পঞ্চ বায়ু সকল ইন্দ্রিয়ের সামান্য বৃত্তি হয়, অতঃ প্রাণের দ্বারাই দর্শন স্পর্শন মননাদি সকল করিতে সমর্থ হইবে।

এই প্রকার সাংখ্যবাদিগণ সকল ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার প্রাণ, যাহা বলেন তাহা সুন্দর নহে। কেন সুন্দর নহে তাহার কারণ বলিতেছেন—একরূপ ইতি। একরূপ প্রাণের বিজাতীয় নানা প্রকার ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমর্থ নাই, কারণ প্রাণের অবস্থান এই প্রকার- প্রাণ প্রাগ্‌গমনবান হৃদি স্থানবর্ত্তী, অপান অবাগ্‌গমনকর্ত্তা পায়্বাদিস্থানে বাস করে, সমান শরীর মধ্যগতবায়ু, ভক্ষিত পীত অন্নাদি সমীকরণকর্ত্তা, উদান কণ্ঠস্থানীয় বায়ু ঊর্দ্ধগমনকর্ত্তা উৎক্রমণ বায়ু, ব্যান বিষ্বগ্‌গমনকর্ত্তা নিখিল শরীরবর্ত্তী বায়ু। এই বিষয়ে কারিকা আছে—হৃদয়ে প্রাণ বায়ু গুহ্যদেশে অপান বায়ু, সমান বায়ু নাভিমণ্ডলে থাকে, উদান কণ্ঠদেশে থাকে, ব্যান সর্ব্ব শরীরগমনকারী বায়ু। এই ভাবে সাংখ্যমত স্বীকার করিলে প্রাণের দ্বারাই দর্শনাদি সিদ্ধ হয়। অতএব প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের সামান্য করণ বৃত্তিত্ব নাই ইহাই অর্থ। সর্ব্বপ্রাণ প্রদায়ক হে শ্রীগোবিন্দদেব! আপনি প্রাণ সকলেরও প্রাণ হয়েন, হে শ্রীগোপিকা প্রাণবন্ধো আমার প্রাণ প্রদানকারী হউন ॥৯॥

এই প্রকার বায়ুক্রিয়াধিকরণ পঞ্চম সম্পূর্ণ ॥৫॥

৬॥ জীবোপকরণত্বাধিকরণম্

"সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি, প্রাণ একো মৃত্যুনানাপ্তঃ, প্রাণঃ সম্বর্গো বাগাদীন্ সংবৃঙক্তে, প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্ ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে।

তত্র সংশয়ঃ - মুখ্যঃ প্রাণো জীবএবাস্মিন্ দেহে স্বতন্ত্রঃ ? উত জীবোপকরণমিতি ? বহুবিভূতিশ্রবণাৎ স এব স্বতন্ত্র ইতি প্রাপ্তে -

৬। জীবোপকরণত্বাধিকরণম্।

অথ মুখ্যপ্রাণস্য স্বরূপে নির্ণীতে তত্র এবংনিরূপ্যতে মুখ্য প্রাণোঽস্মিন্ দেহে জীববৎ স্বতন্ত্র রূপেণ বর্ত্ততে অথবা স্বতন্ত্রাভাবরূপেণ বর্ত্ততে ইতি নিরূপণার্থং জীবোপকরণত্বাধিকরণমারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ জীবোপকরণত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"সুপ্তেষু" ইতি। শ্রুত্যর্থস্তু প্রকটার্থম্। অত্র শ্রুতিবাক্যে প্রাণস্য স্বাতন্ত্র্যং বোধয়তি। তথা প্রাণসংবাদে - (ছা০ ৫।১, বৃ০ ৬১) প্রাণস্য জীবোপকরণত্বমিতি।

তথাহি - ছান্দোগ্যে ৫।১ ৬, অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" ইতি। তস্মাৎ প্রাণঃ স্বতন্ত্রঃ ? উত উপকরণঃ ? ইতি বিষয়বাক্যম্।

৬। জীবোপকরণত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা

জীবোপকরণত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার মুখ্য প্রাণের স্বরূপ নির্ণয় হইলে পরে, তাহার মধ্যে এইপ্রকার নিরূপণ করিতেছেন—মুখ্যপ্রাণ এই দেহে জীববৎ স্বতন্ত্ররূপে নিবাস করে ? অথবা স্বতন্ত্রাভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে ? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত জীবোপকরণত্বাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয় অনন্তর জীবোপকরণত্বাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—সুপ্তেষু ইত্যাদি। বাগাদি শয়ন করিলে একাকী প্রাণ জাগরিত থাকে, প্রাণ একাকী শ্রমের দ্বারা গ্রস্ত হয় না, প্রাণসম্বর্গ বাগাদি ইন্দ্রিয়সকল ব্যাপিয়া থাকে, মাতা যে প্রকার পুত্রগণকে রক্ষা করে সেই রূপ প্রাণ ইতর প্রাণগণকে রক্ষা করে, বৃহদারণ্যকে এই প্রকার পাঠ করিয়াছেন। এই শ্রুতিবাক্যে প্রাণের স্বতন্ত্রতা বোধ করাইতেছে।

এবং প্রাণ সংবাদে প্রাণের জীবোপকরণত্ব বর্ণন করিয়াছেন, ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—অনন্তর প্রাণ সকল নিজের শ্রেষ্ঠতা বিষয় বিবাদ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকে আছে—সেই প্রাণ সকল নিজের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিবাদ করতঃ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। অতএব প্রাণ স্বতন্ত্র ? অথবা উপকরণ ? এইপ্রকার বিষয়বাক্য।

॥ওঁ॥ চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ওঁ॥ ২।৪।৬।১০॥

তু শব্দঃ শঙ্কা হানায়। প্রণোঽপি চক্ষুরাদিবৎ জীবকরণমেব। কুতঃ? তৎসহেতি। প্রাণ সম্বাদেষু তৈশ্চক্ষুরাদিভি জীবকরণৈঃসহ প্রাণস্য শাসনাৎ ছা০ ৫।১ সমান ধর্ম্মানাংহি সহ শাসনং যুক্তং বৃহদ্রথান্তরাদিবৎ। আদি শব্দাৎ—"অথ যত্রবায়ং মুখ্যঃ প্রাণ;" (ছ০ ১।২।৭) যোঽয়ং

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—মুখ্যঃ" ইতি তথাচ-মুখ্যপ্রাণ অত্র শরীরে জীব ইব স্বতন্ত্রো নিবসতি, অথবা চক্ষুরাদিবং অস্বতন্ত্রঃ" ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—বহুবিভূতিরিতি তথাচ বাগাদিষু সুপ্তেষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি, যঃ শ্রমেণাগ্রস্তো ভবতি, যঃসর্ব্বান্ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি, স তু মহাবিভূতি বান্ ইতি। তস্মাৎ শরীরেঽস্মিন্ জীব ইব স্বতন্ত্রো ভূত্ব নিবসতি প্রাণঃ' ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি চক্ষুরিতি। সূত্রস্থ "তু"শব্দঃ শঙ্কানাশায়, অত্র শঙ্কাকর্ত্তুমনুচিতমেব ইতি মুখ্য প্রাণোঽপি চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণমেব ন তু স জীববৎ শরীরে স্বতন্ত্রো নিবসতি, কুতঃ? তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ" ইতি।

চক্ষুরাদিনা সহ প্রাণস্য প্রশাসনাৎ প্রাণোঽপি জীবকরণ এব, ন তু স্বতন্ত্রঃ। অথ সূত্রার্থং বিশদয়ন্তি প্রাণোঽপীতি। তথাচ সমানধর্ম্মাণাং অন্যান্য-ইন্দ্রিয়াণাং হি সহ শাসনাৎ বর্ণনাৎ প্রাণস্য জীবকরণত্বং যুক্তম্। বৃহদ্রথান্তরমিতি সামবেদস্য শাখাভেদং বৃহদ্রথান্তরম তত্তু উদ্গীথ প্রকরণে পঠিতত্বাৎ শাখান্তরতুল্যম্

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সংশয় হইতেছে- মুখ্য ইতি মুখ্য প্রাণ জীবের সমান এই শরীরে স্বতন্ত্রভাবে নিবাস করে? কিম্বা জীবোপকরণরূপে দেহে অবস্থান করে? অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ জীব শরীরে জীবের ন্যায় স্বাধীন ভাবে অবস্থান করে? অথবা চক্ষুরাদিবৎ অস্বতন্ত্রভাবে নিবাস করে? এইরূপ সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন—বহু ইতি। প্রাণের বহু বিভূতি শ্রবণ করা হেতু প্রাণই স্বাতন্ত্র অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয় সবল শয়ন করিলে যে একাকী প্রাণ জাগ্রত থাকে, যে শ্রমের দ্বারা গ্রস্ত হয় না, যে ইতর প্রাণকে রক্ষা করে সে মহাবিভূতিযুক্ত, অতএব এই শরীরে জীবের সমান স্বতন্ত্র হইয়া প্রাণ নিবাস করে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—চক্ষুরিতি। চক্ষুর সমান জানিতে হইবে কারণ তাহাদের সহিত অনুশাসন করা হেতু, সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা হানির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত নহে

মধ্যমঃ প্রাণঃ" (বৃ. ১।৫।২১) ইত্যাদিনা প্রাণশব্দ পরিগৃহীতেষু ইন্দ্রিয়েষু বিশিষ্যাভিধানং গৃহ্যতে। সংহতত্বাদি চ স্বাতন্ত্র্যনিরাকৃতিহেতুঃ ॥১০॥

তথাত্রাপি চক্ষুরাদীনাং জীবকরণভূতানাং প্রকরণে প্রাণপঠিতত্বাৎ সোঽপি তথা। অথ সূত্রস্থাদিশব্দস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ—আদীতি। অথেতি—য এব অয়ং মুখ্যপ্রাণঃ, স এব মধ্যমপ্রাণঃ ইতি শ্রুতেরাশয়ঃ। সংহতত্বাদি—প্রাণাঃ খলু সর্ব্বৈর্ম্মিলিত্বা কার্য্যমারভন্তে, ন তু স্বতন্ত্রাঃ। তথাচ—ঘটমহং করোমি" ইত্যেবমিচ্ছা আত্মনি জায়তে, ততো বুদ্ধি র্নিশ্চয়ং কৃত্বা মনঃ প্রেরয়তি, স চ মন ইন্দ্রিয়ানেকীকৃত্য কার্য্যমুৎপাদয়তীতি মুখ্য প্রাণানামপি স্বতন্ত্রতা নিরাকৃতা বেদিতব্যা ॥১০॥

মুখ্য প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবোপকরণই হয়, জীবের সমান শরীরে স্বতন্ত্ররূপে নিবাস করে না, কেন ? তাহাদের সহিত অনুশাসন করা হেতু।

অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণেরও প্রশাসন হেতু প্রাণও জীবের করণ হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র নহে। অনন্তর সূত্রের অর্থ বিস্তার করিতেছেন—প্রাণোঽপীতি। শরীরস্থ প্রাণ ও চক্ষুরাদির সমান জীবের উপকরণ মাত্র হয়। কেন ? তাহার সহিত, অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণ সম্বাদে সেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের যাহা জীবের করণ হয় তাহাদের সহিত প্রাণের শাসন বা কথন হেতু। সমান ধর্ম্ম যুক্ত পদার্থেরই সমানভাবে কখনই যুক্তি সঙ্গত, যেমন বৃহদ্রথান্তর বৎ। অর্থাৎ সমান ধর্ম্মযুক্ত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত বর্ণন করা হেতু প্রাণের জীবোপকরণত্ব যুক্তি সঙ্গতই হয়। বৃহদ্রথান্তরের তাৎপর্য্য এই যে সামবেদের শাখাভেদ বৃহদ্রথান্তর তাহা উদ্‌গীথ প্রকরণে পাঠ করা হেতু অন্য শাখার তুল্যই হয়, সেই প্রকার এইস্থলেও জীবোপকরণ ভূত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের প্রকরণে প্রাণের পাঠ করা হেতু প্রাণও জীবোপকরণ তুল্যই বুঝিতে হইবে।

অনন্তর সূত্রস্থ আদি পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন—আদীতি। সূত্রস্থ আদি শব্দের দ্বারা ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে—যে এই মুখ্য প্রাণ, বৃহদারণ্যকে কথিত আছে—যে এই মধ্যম প্রাণ ইত্যাদির দ্বারা প্রাণশব্দরূপে পরিগৃহীত ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে প্রাণের বিশেষরূপে পরিগ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং সংহতত্বাদির দ্বারা প্রাণের স্বতন্ত্রতা নিরাকরণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে এই মুখ্যপ্রাণ সেই মধ্যম প্রাণ ইহাই শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায়। সংহত অর্থাৎ প্রাণসকল সকলে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, কিন্তু স্বতন্ত্র নহে। যেমন আমি ঘট করিব এই প্রকার ইচ্ছা আত্মাতে জাত হয় অনন্তর বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া মনকে প্রেরণা করে, সেই মনঃ ইন্দ্রিয়সকলকে একত্র করিয়া কার্য্য উৎপাদন করে, সুতরাং মুখ্য প্রাণ সকলেরও স্বতন্ত্রতা নিরাকরণ করা হইল বুঝিতে হইবে ॥১০॥

ননু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণত্বে প্রাণস্যাঙ্গীকৃতে তদ্বৎ জীবোপকারক্রিয়াপি স্যাৎ, ন চ তাদৃশী কাচিদস্তি, যদর্থ ময়ং"দ্বাদশঃ প্রাণঃ"ততো ন চক্ষুরাদিতৌল্যমিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে—

।।ওঁ।। *অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি* ।ওঁ।। ২।৪।৬।১১।।

আক্ষেপ নিরাশায় চ শব্দঃ। করণং ক্রিয়া। অক্রিয়ত্বাৎ জীবোপকার ক্রিয়াবিরহাৎ যো দোষঃ সম্ভাব্যতে স ন স্যাৎ, শরীরেন্দ্রিয় ধারণাদিলক্ষণ পরমোপকার সত্ত্বাদিতি

অথ মুখ্যপ্রাণস্য চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণত্বে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি ননু ইতি। ভাষ্যন্তু স্পষ্টম্। তথাচ—মুখ্যপ্রাণস্য চক্ষুরাদিবৎ জীবকরণত্বে তস্য চক্ষুবৎ ক্রিয়া ন দৃশ্যতে, কিঞ্চ তস্য প্রাণত্বে স্বীকৃতে দ্বাদশঃ প্রাণো ভবেৎ, তদপিকুসিদ্ধান্তাপত্তিঃ, তস্মাৎ প্রাণো ন চক্ষুরাদিবদিন্দ্রিয়ম্। ইতি শঙ্কাবীজম্। ইত্যেবং শঙ্কায়াঃ সমাধানার্থং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অকরণত্বাচ্চ" ইতি। সূত্রস্থ "চ"কারঃ শঙ্কা নিরাকরণায়

অত্র মুখ্যপ্রাণস্য চক্ষুরাদিবদিন্দ্রিয়ত্বে ন শঙ্কা করণীয়া। করণং ক্রিয়া, ক্রিয়াভাবত্বাৎ—অক্রিয়ত্বাৎ, প্রাণস্য জীবোপকারক ক্রিয়াবিরহাৎ ন দোষঃ, দ্বাদশঃ প্রাণাপত্তিরিতি। কস্মাৎ কারণাৎ? তথাহি ছান্দোগ্যশ্রুতি দর্শয়তি—"অথ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরে" ইতি। (ছা৹ ৫।১৬) তস্মাৎ শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদি লক্ষণ পরমোপকারকসত্ত্বাৎ তস্যেন্দ্রিয়ত্বমিতি ভাবঃ। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। ছান্দোগ্য শ্রুতিরিতি—প্রাণাঃ খলু "অহং শ্রেষ্ঠঃ" ইতি অন্যৈঃ সহ বিবাদং কৃতবন্তঃ তে চ প্রজাপ্রতিং

অনন্তর মুখ্য প্রানের চক্ষুঃ প্রভৃতির সমান জীবোপকরণত্ব বিষয়ে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন,নন্নু ইতি। যদি বলেন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান জীবোপকরণত্ব প্রাণের অঙ্গীকার করিলে তাদৃশ জীবোপকার ক্রিয়াও হইবে, কিন্তু সেই প্রকার কোন দেখা না, যে নিমিত্ত এই দ্বাদশ প্রাণ বলা হইয়াছে অতএব চক্ষুরাদির তুল্য নহে। অর্থাৎ মুখ্য প্রাণের নয়নাদির সমান জীবকরণত্ব স্বীকার করিলে চক্ষুর সমান ক্রিয়া দেখা যায় না, আপর তাহাকে প্রাণ রূপে স্বীকার করিলে দ্বাদশপ্রকার প্রাণ হইবে, তাহাও অপসিদ্ধন্তাপত্তি সুতরাং প্রাণ চক্ষুর ন্যায় ইন্দ্রিয় নহে ইহাই শঙ্কার বীজ। এই প্রকার আশঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অকরণ ইতি। অকরণত্ব হেতু দোষ নহে, তাহা দেখাইতেছেন, অর্থাৎ সূত্রে যে চকার আছে তাহা শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত, এই স্থলে

মুখ্য প্রাণের নেত্রাদির সমান ইন্দ্রিয়ত্বে শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ ক্রিয়ার অভাব অক্রিয়াত্ব হেতু, প্রাণের জীবোপকারক ক্রিয়ার বিরহ হেতু তাহা দোষের নহে, অর্থাৎ দ্বাদশ প্রাণাপত্তি হইবে না। কি কারণে? তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতি দেখাইতেছেন-অনন্তর প্রাণ—
সকল নিজ শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিবাদ করিয়াছিল, অতএব শরীরেন্দ্রিয় ধারণাদি লক্ষণ পরমোপকরক সত্ত্ব হেতু প্রাণের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ।

ভাবঃ। হি যতস্তথা ছান্দোগ্যশ্রুতির্দর্শয়তি "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সে ব্যূদিরে" (ছা. ৫।১।৬) ইত্যাদিনা।

তস্মাজ্জীবোপকরণমেব মুখ্যঃ প্রাণঃ। জীবস্য কর্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃত্বঞ্চ প্রতি চক্ষুরাদীনি

ব্রহ্মাণং গত্বা অপৃচ্ছন্ "কো নঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইতি। অথ প্রজাপতিঃ তানুবাচ - "যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব ভবেৎ, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" ইতি।

এবং শ্রুত্বা ক্রমেণ বাক্-চক্ষুঃ-শ্রোত্র-মনাংসি শরীরং ত্যক্ত্বা গতানি, বৎসরান্তরে সমাগত্য শরীরং সুস্থমিবাপশ্যন্, অথ মুখ্যপ্রাণে গন্তুং সমুদ্যতে সতি সর্ব্বে প্রাণাঃ সমাকুলাঃ সন্তঃ তমুবাচ - "ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি" অতো মুখ্যপ্রাণস্যাপি তদ্বত্বাৎ ন জীববৎ স্বতন্ত্রতা তস্য, কিন্তু জীবকরণত্বমেব।

সঙ্গতি ঃ – এবং সিদ্ধান্তমুক্ত্বা অধিকরণ সঙ্গতি প্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি। অথ লৌকিক-দৃষ্টান্তেন প্রাণস্য চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—জীবস্য" ইতি। রাজমন্ত্রিবৎ প্রাণস্য মুখ্যো-পকরণত্বং শ্রুতিরাহ—"মা মোহমাপদ্যথা অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং বিভজ্য এতৎ বাণমবষ্টভ্য বিভাবয়ামি"

আক্ষেপ নিরাসের নিমিত্ত চ শব্দ বুঝিতে হইবে। করণ ক্রিয়া, অক্রিয়াত্ব জীবোপকার ক্রিয়াবিরহ হেতু যে দোষ সকলের সম্ভাবনা ছিল তাহা হইবে না, কারণ শরীরেন্দ্রিয় ধারণাদি লক্ষণ পরম উপকার বিদ্যমান আছে। হি শব্দের হেতু অর্থ, যে হেতু ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতেছেন-সেই প্রাণ সকল নিজ শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিবাদ করিয়া ছিলেন অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—প্রাণ সকল 'আমি শ্রেষ্ঠ' বলিয়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিবাদ করিয়া ছিলেন,তাহারা প্রজা-পতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন—তোমাদের মধ্যে যে এই শরীর হইতে গমন করিলে শরীর পাপিষ্ঠতর হইবে সেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার শ্রবণ করিয়া ক্রম পূর্ব্বক বাক্ চক্ষুঃ শ্রবণ মন প্রভৃতি শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিল, তাহারা এক বৎসর পরে সমাগত হইয়া শরীরকে সুস্থই দেখিল, অনন্তর মুখ্যপ্রাণ গমন করিতে উদ্যত হইলে অন্য প্রাণ সকল ব্যাকুল হইয়া তাহাকে বলিল—তুমিই আমাদের শ্রেষ্ঠ হও, অতঃ মুখ্য-প্রাণেরও সেই প্রকার হওয়া হেতু প্রাণের জীবের সমান স্বতন্ত্রত. নাই, কিন্তু জীবের উপকারক করণই হয়।

সঙ্গতি—এই সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া অধিকরণ সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-তস্মা-দিতি। অতএব জীবোপকরণই মুখ্য প্রাণ। অতঃপর লৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাণের চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন-জীবস্য ইতি। জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল রাজপুরুষের সমান করণমাত্র হয়,কিন্তু প্রাণ রাজমন্ত্রির ন্যায় সর্ব্বার্থ সাধকহেতুজীবের মুখ্যোপ করণ হয়, সুতরাং প্রাণের স্বতন্ত্রতা নাই। রাজমন্ত্রির সমান প্রাণের মুখ্যোপকারকত্ব শ্রুতি প্রমাণিত

রাজপুরুষবৎ করণানি, প্রাণস্তু রাজমন্ত্রিবৎ সর্ব্বার্থসাধকতয়া মুখ্যোপকরণমিতি নাস্য স্বাতন্ত্র্যম্ ॥১১॥

৭। পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণম্

"যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ স এব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ" (বৃ০ ১।৫।৩) ইতি শ্রুতম্। তত্র কিমেতেঽপানাদয়ঃ প্রাণান্ ভিদ্যন্তে ? উত তদ্বৃত্তয় এব ? ইতি বীক্ষায়াং সংজ্ঞাভেদাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ ভিদ্যন্তে, ইতি প্রাপ্তে—

ইতি। বাণং—শরীরম্। কিঞ্চ মুণ্ডকে ৩ ১ ৯ "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ॥ তস্মাৎ রাজমন্ত্রিবৎ সর্ব্বার্থসাধকতয়া মুখ্যোপকরণং প্রাণঃ, কিন্তু ন জীববৎ স্বতন্ত্রঃ" ইতি॥

জীবোপকারণং প্রাণঃ সর্ব্বদা চক্ষুরাদিবৎ।
মুখ্যোপকারকং তস্মান্ন স্বতন্ত্রঃ কদাচন॥১১॥
ইতি জীবোপকরণত্বাধিকরণং ষষ্ঠং সমাপ্তম্ ॥৬॥

৭। পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণম্।

বায়ুরেব কিঞ্চিৎ বিশেষমাপন্নঃ প্রাণো ভবতি" (২।৪।৫।৯) ইতি বাহ্যঃ বায়ুরেবাবান্তরেণ প্রাণোঽভূদিতি প্রতিপাদিতম্। অথ প্রাণাদন্যে যে অপানাদয়ঃ চত্বারঃ বায়বঃ শ্রূয়ন্তে তে কিং বায়োরেবাবস্থাবিশেষাঃ, অথবা প্রাণস্য এব স্থানান্তরবৃত্তে অপাদানত্বম্ ইতি জিজ্ঞাসায়াং পঞ্চবৃত্ত্যধিকণারম্ভঃ, ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ।

করিতেছেন মোহ প্রাপ্ত হইও না, আমিই নিজকে পঞ্চ ভাগে বিভাগ করিয়া এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করি' বান শরীর।

অপর মুণ্ডকে বর্ণিত আছে—এই জীবাত্মা অণুস্বরূপ চিত্তের দ্বারা জানিবার যোগ্য, যাহাতে প্রাণ পঞ্চ ভাগে বিভক্ত হইয়া সন্নিবেশিত আছে। অতএব রাজমন্ত্রিবৎ সর্ব্বার্থ সাধক হেতু জীবের মুখ্যোপকরণ প্রাণ, কিন্তু জীবের সমান স্বতন্ত্র নহে। প্রাণ চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়ের সমান প্রাণ জীবোপকরণ এবং মুখ্যোপকারক, সুতরাং প্রাণ কদাপি স্বতন্ত্র নহে॥১১॥

এই প্রকার জীবোপকরণত্ব ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত ॥৬॥

৭। পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। বায়ুই কিঞ্চিৎ বিশেষদশা প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ হয় এই প্রকার বাহ্য বায়ুই অবান্তর ভাগের দ্বারা প্রাণ হয় ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতঃ প্রাণ ভিন্ন অন্য যে অপানাদি চারিটি বায়ুর কথা শ্রবণ করা যায় তাহারা কি বায়ুরই অবস্থা বিশেষ ? অথবা প্রাণেরই স্থানান্তরে বর্ত্তমান থাকা হেতু অপাদানতা ? এই রূপ জিজ্ঞাসা হইলে পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণের

।।ওঁ।। পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ।।ওঁ।। ২।৪।৭।১২।।

এক এব প্রাণো হৃদয়াদিষু স্থানেষু পঞ্চধা বর্ত্তমানো বিলক্ষণানি কার্য্যাণ্যাবহতীতি পঞ্চবৃত্তিঃ। স এব তথা ব্যপদিশ্যতে। তস্মাৎ প্রাণবৃত্তয় এব তে, ন ততো ভিদ্যন্তে। কার্য্য-ভেদনিমিত্তঃ সংজ্ঞা ভেদঃ। স্বরূপভেদস্তু নাস্তি, অতঃ পঞ্চস্বপি প্রাণ শব্দঃ।

বিষয়ঃ—অথ পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—"যঃ" ইতি। যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ" ইতি শ্রুতিবাক্যে বায়ুরেব প্রাণাপানাদি-পঞ্চাবস্থঃ প্রতীতঃ। তথা "প্রাণোঽপানো ব্যানঃ" ইতি বৃহদারণ্যকবাক্যে তু প্রাণস্য এব আপনাদয়ো বৃত্তয়ঃ স্যুঃ ইতি প্রতীয়ন্তে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ—তত্রেতি ইতি সন্দেহবাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—ইতীতি। প্রাণঃ অপানাদয়েভ্যো ভেদঃ, অথবা প্রাণাদ্ আপনাদয়োভিদ্যন্তে, কুতঃ? সংজ্ঞাভেদাৎ, প্রাণাৎ সমানাদি সংজ্ঞা ভেদাৎ; তথা কার্য্যভেদাৎ, ন তু একেনৈব প্রাণেন উদ্গীরণাদিকর্ত্তুং শক্যতে, কিঞ্চ স্থানভেদাচ্চ তে ভেদা এব. ন তু সর্ব্বে প্রাণা একস্মিন স্থানে বর্ত্তন্তে, তস্মাদ্ ভেদা ইতি তে ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—পঞ্চবৃত্তিরিতি। এক এব প্রাণঃ পঞ্চসু হৃদয়াদিস্থানেষু পঞ্চধা বিলক্ষণানি কার্য্যাণি নিব্বর্হয়ন্তি, ইতি ন তে পৃথগ্ভুতাঃ।

আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অথ পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণের বিষয় বাক্যে অবতারণা করিতেছেন—য ইতি। যে প্রাণ সেই বায়ু, সেই এই বায়ু পঞ্চবিধ, যেমন প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এইরূপ শ্রবণ করা যায়, অর্থাৎ যে প্রাণ সেই বায়ু পঞ্চ প্রকার এই শ্রুতিবাক্যে বায়ুই পঞ্চ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত প্রতীতি হয়। এবং প্রাণোঽপানোব্যান এই বৃহদারণ্যক বাক্য কিন্তু প্রাণেরই অপানাদিবৃত্তি হয় ইহা প্রতীতি হয় এই প্রকার বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে তত্রেতি। তন্মধ্যে এই অপানাদি কি প্রাণ হইতে ভিন্ন হয়? অথবা প্রাণেরই বৃত্তি স্বরূপ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন ইতীতি। এই জিজ্ঞাসা হইলে বলিতেছেন সংজ্ঞা ভেদ ও কার্য্যভেদ হেতু ভেদ হয়, অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি হইতে ভিন্ন, অথবা প্রাণ হইতে অপানাদি ভিন্ন হয়, কেন? সংজ্ঞাভেদ হেতু, প্রাণ হইতে সমানাদি সংজ্ঞাভেদ হেতু। তথা কার্য্যভেদ হেতু, অর্থাৎ একটিমাত্র প্রাণের দ্বারা উদ্গীরণাদি—
করিতে সমর্থ হইবে না। অপর স্থান ভেদ হইতেও তাহারা ভেদ প্রাপ্ত হয়, সকল প্রাণ একস্থানে অবস্থান করে না, সুতরাং তাহারা সকলে ভিন্নই এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

"প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব" ইতি বচনাচ্চ (বৃ° ১।৫।৩) বৃহদারণ্যকে মনোবৎ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি হ্রী ধী ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" (বৃ° ১।৫।৩) ইতি।

অত্র প্রমাণমাহ—মনোবদিতি যথা এক এব মনঃ কার্য্যভেদাৎ কামাদি সংজ্ঞাভেদ মবাপ্নোতি তথা এক এব প্রাণ ইতি। ভাষ্যগ্রন্থস্তু স্ফুটার্থঃ। তথাচ এক এব প্রাণঃ—হৃদি পায়ু নাভি কণ্ঠ সর্ব্বশরীরাদি স্থানেষু প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যানাদিশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, তস্মাৎ প্রাণস্য এব বৃত্তয়ঃ তে, ন তু ততো ভিদ্যন্তে। অথ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যেন স্পষ্টয়তি—প্রাণঃ" ইতি। এতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব ইত্যর্থঃ।

অত্র বৃহদারণ্যক বাক্যে দৃষ্টান্তমাহুঃ—কামঃ" ইতি। কামঃ—স্ত্রীবিষয়কাভিলাষাদিঃ। সঙ্কল্প অনাসন্নক্রিয়েচ্ছা। বিচিকিৎসা—সংশয়জ্ঞানম্, শ্রদ্ধা—বেদাদিবোধিত—অদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু ফলাবশ্যম্ভাব নিশ্চয়ঃ। অশ্রদ্ধা—তদ্বিপরীতা বুদ্ধিঃ ধৃতিঃ—ধারণম্ তচ্চ মানসধারণবিশেষম্। অধৃতিঃ—তদ্বিপর্য্যয়ম্। হ্রীঃ—লজ্জা, ধীঃ-প্রজ্ঞা, ভীর্ভয়ম্ । ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি তথা দার্ষ্টান্তিকে সঙ্গতিমাহুঃ—তত্রৈব" ইতি। যোগশাস্ত্রে" ইতি। মহর্ষি-কপিলঃ সাংখ্যশাস্ত্রে মহর্ষি-পতঞ্জলিঃ যোগ শাস্ত্রে চ মনসঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ কথিতাঃ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা-করিতেছেন—পঞ্চ ইতি। প্রাণই পঞ্চবৃত্তিযুক্ত মনের সমান কথিত হয়, অর্থাৎ একটিই প্রাণ হৃদয়াদি পঞ্চস্থানে পঞ্চপ্রকার বিলক্ষণ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করে, সুতরাং তাহারা পৃথক নহে, এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—মন ইতি।

যেমন একমাত্র মন কার্য্য ভেদ হেতু কামাদি সংজ্ঞাভেদ প্রাপ্ত হয়। সেই প্রকার একমাত্র প্রাণও কার্য্যভেদ হেতু সংজ্ঞাভেদ হয়। একটি প্রাণ হৃদয়াদি স্থলবিশেষে পঞ্চ প্রকার বর্ত্তমান থাকিয়া বিলক্ষণ কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করে, অতএব তাহার পঞ্চবৃত্তি হয়। সেই প্রাণই পঞ্চরূপে কথিত হয় ; অতএব অপানাদি প্রাণেরই বৃত্তি, কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন নহে। একটি প্রাণের কার্য্যভেদ নিমিত্ত সংজ্ঞাভেদ হয়, কিন্তু স্বরূপভেদ নাই, অতএব পাঁচটিতে প্রাণশব্দ প্রয়োগ হয়।

অর্থাৎ একমাত্র প্রাণই হৃদয় পায়ু নাভি কণ্ঠ ও সর্ব্বশরীরাদি স্থানে প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যানাদি শব্দের দ্বারা কথিত হয়, সুতরাং তাহারা প্রাণেরই বৃত্তি সকল, কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

তাহা বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—প্রাণ ইতি। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান এই প্রাণই হয় এই প্রকার বাক্য দেখা যায়। মনোবৎ অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—

তত্রৈব সংজ্ঞাভেদে কার্য্যভেদোঽপি, যথা কামাদয়ো মনসো ন ভিদ্যন্তে, কিন্তু তস্য বৃত্তয় এব, তদ্বৎ বহুবৃত্তিত্ব মাত্রেণায়ং দৃষ্টান্তঃ, যোগশাস্ত্রে মনোঽপি পঞ্চবৃত্তিকমুক্তম্। তদভিপ্রায়েণ বা নিদর্শনমিত্যেকে ॥১২॥

তথাহি সাংখ্যসূত্রম্—২ ২৬ "উভয়াত্মকং মনঃ" "গুণপরিণামভেদান্নানাত্বমবস্থাবৎ" (২ ২৭) ইতি। এবং সাংখ্যকারিকায়াম্ —২৭ উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ। গুণপরিণাম-বিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ ॥ কিঞ্চ যোগশাস্ত্রে ১।১।৫।৬, "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" "প্রমাণ-বিপর্য্যয় বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" ইতি। তস্মাৎ পঞ্চবৃত্ত্যভিপ্রায়েণ প্রাণস্য তথাত্বমুক্তম্। ন তু ভেদার্থম্। তথাহি কঠোপনিষদি - ২।১।১০, বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতি। অত এক এব প্রাণঃ পঞ্চবিধমিতি ॥১২॥

ইতি পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণং সপ্তমং সম্পূর্ণম্ ॥৭॥

কাম সঙ্কল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রী ধী ভী এই সকল মনই হয়। এই স্থলে বৃহদারণ্যক বাক্যে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন— কাম স্ত্রীবিষয়ক অভিলাষাদি, সঙ্কল্প অনাসন্নক্রিয়ার ইচ্ছা, বিচিসিৎসা সংজ্ঞা জ্ঞান, শ্রদ্ধা বেদাদি শাস্ত্র বোধিত অদৃষ্টার্থে কর্ম্মে অবশ্যই ফল হইবে এই প্রকার নিশ্চয়, অশ্রদ্ধা তাহার বিপরিত বুদ্ধি, ধৃতি ধারণ করা তাহা মানস ধারণ বিশেষ, অধৃতি তাহার বিপরীত, হ্রী লজ্জা, ধী প্রজ্ঞা ভী ভয়, এই সকল মনই হয়।

দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া দার্ষ্টান্তিকে সঙ্গতি বর্ণনা করিতেছেন—তত্রৈবেতি! বৃহদারণ্যকে মনের সংজ্ঞা ভেদে কার্য্যভেদ হইলেও যেমন কামাদি মন হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু মনেরই বৃত্তি, সেই প্রকার বহুবৃত্তিত্ব মাত্রের দ্বারা এই দৃষ্টান্ত। যোগ শাস্ত্রে মনও পঞ্চবৃত্তি যুক্ত কথিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই তাহার নিদর্শন করিয়াছেন কেহ বলেন। যোগশাস্ত্রে অর্থাৎ মহর্ষি কপিল সাংখ্যশাস্ত্রে, মহর্ষি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে ও মনের পঞ্চবৃত্তি কথিত হইয়াছে।

সাংখ্যসূত্রে বর্ণিত আছে উভয়াত্মক মনঃ, গুণ পরিণামভেদ হেতু নানাপ্রকার অবস্থাবৎ। সাংখ্যকারিকায় বর্ণিত আছে-মন উভয়াত্মক সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয় তাহার সাধর্ম্ম্য, গুণ পরিণামবিশেষহেতু নানা প্রকার ও বাহ্য ভেদ হয়। অপর যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে— মনের পঞ্চবৃত্তি আছে তাহা ক্লিষ্টও অক্লিষ্ট ভেদে দুই প্রকার।

প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। অতএব পঞ্চবৃত্ত্যভিপ্রায়েই প্রাণের সেই প্রকার কথিত হইয়াছে; কিন্তু ভেদের নিমিত্ত নহে। এই বিষয়ে কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—যেমন একবায়ু ভুবনে প্রবেশ করিয়া রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়। অতএব একই প্রাণ পঞ্চ প্রকার হয় ॥১২॥

এই প্রকার পঞ্চবৃত্ত্যধিকরণ সপ্তম সম্পূর্ণ ॥৭॥

৮।। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্

শ্রেষ্ঠঃ প্রাণো বিভুরণুর্ব্বা ? ইতি বীক্ষায়াং "সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ" (বৃ. ১।৩।২২) ইত্যাদি শ্রুতের্বিবভুরিতি প্রাপ্তে –

।।ওঁ।। অণুশ্চ ।।ওঁ।। ২।৪।৮।১৩।।

৮। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ।

এবং প্রাণস্য বৃত্তিপঞ্চকমুক্তং , অথ তস্য স্বরূপং নিরূপণায় শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্য সংগ্রহ ঃ—তথাহি ছান্দোগ্যে—১ ২ ৭, "অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ" ইতি । "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ" ইতি। "যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয় ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্ভাবয়ন্তি—শ্রেষ্ঠঃ" ইতি। সংশয় বাক্যম্।

পূর্ব্ব পক্ষ ঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি—সমঃ" ইতি। তথাচ – বৃহদারণ্যকে ১।৩।২২, "সমঃ প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোঽনেন সর্ব্বেণ" ইতি তু বাক্যাংশঃ। ব্যাখ্যা চ অথ প্রাণস্য সর্ব্বত্র তুল্যত্বং প্রতিপাদয়তি—সমঃ প্লুষিণা— পুত্তিকাশরীরেণ, মশক শরীরেণ হস্তিশরীরেণ সম এভিঃ লোকৈঃ—ত্রৈলোক্যবর্ত্তিশরীরেণ ইতি। পুত্তিকাদি শরীরেষু প্রাণস্য সমত্বং প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। অনেন প্রাণস্য বিভুত্বং ব্যক্তং ভবতি।

৮। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা।

শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার প্রাণের বৃত্তিপঞ্চকত্ব কথিত হইল, অনন্তর প্রাণের স্বরূপ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয় অনন্তর শ্রেষ্ঠাণুত্বধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে যে এই মুখ্য প্রাণ, যে এই প্রাণ সেই বায়ু, যে প্রাণ সেই বায়ু ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য, ইহাই বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় উদ্ভাবন করিতেছেন শ্রেষ্ঠ ইতি। শ্রেষ্ঠ প্রাণ বিভু ? অথবা অণু হয় ? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্ব পক্ষ -এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবনা করিতেছেন—সম ইতি। এই ত্রিলোকে সম বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে প্লুষি মশক নাগ ও ত্রিলোকে সকল স্থানে সমান ব্যাখ্যা- অথ প্রাণের সর্ব্বত্র তুল্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন এই প্রাণ প্লুষি পুত্তিকা শরীরে মশক শরীরে

শ্রেষ্ঠোঽপ্যণুরেব, উৎক্রান্তিশ্রুতেঃ (বৃ° ৪।৪।২) ব্যাপ্তিশ্রুতিস্তু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীন স্থিতিকতয়া নেয়া ।।১৩।।

পুনস্তত্রৈব—১৩২৩, "প্রাণো বা উৎপ্রাণেন হীদং সর্ব্বমুত্তব্ধম্" ইতি। কিঞ্চ—"প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্" "সর্ব্বং হীদং প্রাণেনাবৃতম্" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ বিভুরেব, ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত **সূত্রমবতারয়তি** ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অণুশ্চ" ইতি। মুখ্যঃ প্রাণোঽণুরেব ন বিভুরিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠঃ প্রাণোঽপি অণুস্বরূপ এব, কুতঃ? উৎক্রান্তি-শ্রুতেরিতি। তথাহি বৃহদারণকোপনিষদি—৪৪২, "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামন্তি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" ইতি। প্রাণস্য বিভুত্বে উৎক্রান্তিশ্রুতি বিরোধাপত্তিঃ, তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণোঽপি অণুরেব।

নমু—প্রাণস্যাণুত্বে ব্যাপ্তিশ্রুতিস্তু পীড্যেত, ইতি চেত্তত্রাহঃ—ব্যাপ্তিশ্রুতিস্তু" ইতি। ছান্দোগ্য-বৃহদারণ্যকাদৌ প্রাণস্য যৎ ব্যাপকত্বমুক্তং তত্তু সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রাণাধীন স্থিতিকতয়া নেয়া তথাহি ছান্দোগ্যে—৫১১৫ "ন বৈ বাচো ন চক্ষুংসি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যে বৈতানি সর্ব্বানি ভবতি" ইতি। তস্মাৎ মুখ্যপ্রাণোঽপি ন ব্যাপকঃ॥

প্রাণাপাণ সমানাশ্চ ব্যান উদান এব হি।
পঞ্চবৃত্তিঃ সমাযুক্তঃ প্রাণশ্চাণু স্বরূপকঃ ॥১৩॥

ইতি শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরনং অষ্টম সমাপ্তম্ ॥৮॥

হস্তিশরীরে সর্ব্বত্র সমান ভাবে আছে, এবং ত্রৈলোক্যবর্ত্তি শরীরেও সমান ভাবে আছে, এই প্রমাণের দ্বারা পুত্তিক দি শরীরে প্রাণের সমানতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ইহাই অর্থ। এই প্রমাণের দ্বারা প্রাণের বিভুত্ব ব্যক্ত হইতেছে পুনঃ প্রাণ উৎপ্রাণের দ্বারা এই সকল ধারণ করিয়াছে অপর প্রাণে সকল প্রতিষ্ঠিত আছে এই সকল প্রাণের দ্বারা আবৃত আছে। অতএব মুখ্যপ্রাণ সর্ব্ব ব্যাপক হওয়া হেতু বিভু বা সর্ব্বব্যাপক হয়, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-অণুশ্চেতি। মুখ্য প্রাণও অণুই হয় বিভু নহে। শ্রেষ্ঠ প্রাণও অণু হয়, কারণ উৎক্রান্তি শ্রুতি বাক্য প্রমাণ হেতু, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে—আত্মা উৎক্রামিত হইলে প্রাণ উৎক্রামণ করে, মুখ্য প্রাণ উৎক্রামিত হইলে অন্যান্য সকল প্রাণ উৎক্রামণ করে প্রাণের বিভুত্ব স্বীকার করিলে উৎক্রান্তি শ্রুতির বিরোধাপত্তি হয়; অতএব মুখ্য প্রাণও অণুই হয়।

যদি বলেন-প্রাণের অণুত্ব স্বীকার করিলে ব্যাপ্তি শ্রুতিবাক্য পীড়িত হইবে, তদুত্তরে

৯। জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্

"সুপ্তেষু বাগাদিষু প্রাণ একো জাগর্ত্তি" ইত্যাদৌ মুখ্য প্রাণস্য প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। "সপ্তেমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণাঃ" (মু. ২।১।৮) ইত্যাদৌ গৌণপ্রাণানাঞ্চ। তত্র তানি

৯। জ্যোতিরাদ্যধিকরণম্।

অথ গৌণমুখ্যভেদেন দ্বিবিধঃ প্রাণো নিরূপিতঃ। তেষাং স্বরূপঞ্চ নিরূপিতম্। প্রসঙ্গাদিদং বিচার্য্যতে, তেষাং প্রাণানাং প্রবৃত্তিঃ কিং নিমিত্তা? প্রাণাঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে" ইত্যস্যোদ্‌বোধকঃ কিং দেবগণাঃ? অথবা তৎপ্রবর্ত্তকো জীবঃ? অথবা তদুদ্‌বোধকঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ? ইতি নিরূপণার্থং জ্যোতিরাদ্যধিকরণারম্ভঃ" ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ জ্যোতিরাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—সুপ্তেষু" ইতি। অত্র শ্রুতি বাক্যাভ্যাং গৌণমুখ্য একাদশপ্রাণানাং স্ব স্ব কার্য্যাদৌ প্রবৃত্তিঃ শ্রূয়তে। ইতি বিষয় বাক্যম্।

বলিতেছেন—ব্যাপ্তীতি। ব্যাপ্তিশ্রুতিবাক্য সকল প্রাণির প্রাণাধীন স্থিতি হেতু প্রাণকে ব্যাপক বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকাদিবাক্যে প্রাণের যে ব্যাপকতা কথিত হইয়াছে তাহা কিন্তু সকল প্রাণিগণের প্রাণাধীন স্থিতি বৃত্তি হেতু বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্যে কথিত আছে-বাক্য চক্ষু শ্রোত্র মন কেহই কার্য্য করে না, প্রাণই সকল কার্য্য করে, প্রাণই সকল হইয়াছে। অতএব মুখ্য প্রাণও ব্যাপক নহে প্রাণ অপান সমান ব্যান এবং উদান এই পঞ্চ বৃত্তি সমা যুক্ত মুখ্যপ্রাণ অণু স্বরূপ হয় ॥১৩॥

এই প্রকার শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ অষ্টম সমাপ্ত ॥৮॥

৯। জ্যোতিরাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর জ্যোতিরাদ্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার গৌণমুখ্য ভেদে দ্বিবিধ প্রাণ নিরূপণ করা হইল। এবং তাহাদের স্বরূপও নিরূপণ করিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখন বিচার করিতেছেন এই প্রাণ সকলের প্রবৃত্তি কাহাকে নিমিত্ত করিয়া হয়? প্রাণবৃন্দ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রবর্ত্তনের উদ্বোধক কি দেবগণ? অথবা তাহার প্রবর্ত্তক জীব? অথবা তাহার উদ্বোধক শ্রীগোবিন্দদেব? ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত জ্যোতিরাদ্যধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অথ জ্যোতিরাদ্যধিকরণের বিষয়বাক্যের আরম্ভ করিতেছেন-সুপ্তেষ্বিতি। বাগাদি শয়ন করিলে একাকী প্রাণ জাগ্রত থাকে' ইত্যাদি প্রমাণে মুখ্যপ্রাণের কার্য্যে প্রবৃত্তি শ্রবণ করা যায়। এই সাতটি লোক যাহাতে প্রাণ সকল বিচরণ করে' এইস্থলে গৌণ প্রাণ সকলের কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। এইশ্রুতি বাক্য দ্বয়ে গৌণ ও মুখ্য একাদশ প্রাণের স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্তি শ্রবণ করা যায়। ইহাই বিষয় বাক্য।

সপ্রাণানি ইন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব কার্য্যায় স্বয়ং প্রবর্ত্তেরন্ উত এষাং প্রেরকোঽন্যোঽস্তি? স চ দেবতাগণো? জীবঃ? পরো বেতি বীক্ষায়াম্ — স্বয়মেব তানি প্রবর্ত্তেরন্, কার্য্যশক্তিযোগাৎ দেবতাগণো বা প্রবর্ত্তকোঽস্তু। "অগ্নির্ব্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐ. ১।২।৪) ইত্যাদি শ্রুতে জীবো বা তদ্ ভোগসাধনত্বাদিত্যেবং প্রাপ্তে —

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সন্দেহমুদ্ভাবয়ন্তি—'তত্র তানি" ইত্যাদি। সংশয়বাক্যন্তু স্পষ্টম্ ইতি সংশয় বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি ইতি বীক্ষায়ামিতি কার্য্যশক্তি-যোগাৎ স্বয়মেব তানীন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব কার্য্যায় স্বয়মেব প্রবর্ত্তেরন্ অথবা দেবতাগণো বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ- ইন্দ্রিয়ানা কার্য্যায় প্রবর্ত্তকো ভবতু।

অত্র শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—অগ্নিরিতি। অগ্নিদেবঃ বাগ্ ভূত্বা বাগাভিমানী দেবো ভূত্বা স্বাং যোনিং মুখং প্রাবিশৎ, বাগিন্দ্রিয়স্য প্রবর্ত্তকরূপেণ তত্রাবসদিতি। "অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাশিকে প্রাবিশৎ আদিত্যশ্চক্ষু ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশৎ, ওষধি বনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রাবিশন্, চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ, মৃত্যুরপানোভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ, আপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্ ইতি তু বাক্যশেষঃ। (ঐ. ১২৪) শ্রী-ভাগবতে চ — ৩ ২৬ ৬৩, "বহ্নির্ব্বাচা মুখং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদাবিরাট্। ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্॥ ইতি। তস্মাদ্দেবতাগণো ভোগার্থং ইন্দ্রিয়াণি স্ব স্ব কার্য্যায় নিয়োজয়তি।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ উদ্ভাবন করিতেছেন তত্রেতি তন্মধ্যে প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়? অথবা ইহাদের অন্য কেহ প্রেরক আছে? এবং সেই প্রেরক দেবতাগণ? কিম্বা জীব? অথবা পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব? এই প্রকার সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হ'লে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন— ইতীতি। ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, কারণ তাহাদের কার্য্য ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ কার্য্য করিবার সামর্থ্য যোগ হেতু ইন্দ্রিয়গণ নিজেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, অথবা দেবতাগণ তাহার প্রবর্ত্তক হউক, দেবগণ ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক হউক।

এই বিষয়ে ঐতরেয় শ্রুতি বাক্য উদাহৃত করিতেছেন অগ্নি রিতি। অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ অগ্নি দেবতা বাক্যের অভিমানী দেবতা হইয়া নিজ উৎপত্তি স্থান মুখে প্রবেশ করিলেন, বাগিন্দ্রিয়েব প্রবর্ত্তক রূপে মুখে নিবাস করিলেন। অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিতে প্রবেশ করিলেন

॥ওঁ॥ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ওঁ॥ ২।৪।৯।১৪॥

তু শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। জ্যোতিরব্রহ্মৈব তেষামাদ্যধিষ্ঠানং মুখ্যপ্রবর্ত্তকম্।

কিম্বা জীব ইন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকো ভবতু ; তথাহি বৃহদারণ্যকে ২ ১ ১৮, "স যথা মহারাজো জানপদান গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেত এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি। তস্মাজ্জীব এব তান্ স্ব স্ব কার্য্যায় প্রবর্ত্তয়তি। ন তু পরব্রহ্ম তৎ প্রবর্ত্তকঃ তস্য নির্লেপত্বাৎ।

তথাচ—স্ব স্ব কার্য্যায় ইন্দ্রিয়াণি স্বয়ং প্রবর্ত্তেরন্, দেবতাগনো জীবো বা তেষাং প্রবর্ত্তকোঽস্তু, ন তু পরঃ,, ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জ্যোতিরিতি। জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব 'আদ্যধিষ্ঠানং" ইন্দ্রিয়াণাং আদিঃ মুখ্যঃ, অধিষ্ঠানম্—প্রবর্ত্তকমিতি। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং মুখ্যপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। এবং কুতঃ ?

দিকগণ শ্রোত্র হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিলেন ওষধি বনষ্পতি লোম হইয়া ত্বচে প্রবেশ করিলেন, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন, আপ রেতঃ হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিলেন, ইহা শেষ শ্রুতি বাক্য

শ্রীভাগবতে বর্ণিত অছে—বহ্নি বাক্যের সহিত মুখে প্রবেশ করিলেন তথাপি বিরাট পুরুষ উঠিলেন না, বায়ু ঘ্রাণের সহিত নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, বিরাট পুরুষ তথাপি উত্থিত হইলেন না। অতএব দেবতাগণ ভোগের নিমিত্ত স্ব স্ব কার্য্যে ইন্দ্রিয়গণকে নিযোজিত করেন। কিম্বা জীব ইন্দ্রিয়গণকে প্রবর্ত্তিত করে, যে হেতু তাহা জীবের ভোগ সাধন হয়। অর্থাৎ জীব ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক হউক বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে—যেমন মহারাজা অন্য জনপদ গ্রহণ করিয় নিজরাজ্যে যথেচ্ছ ভাবে পরিবর্ত্তন করে, এই প্রকার এই জীব প্রাণ সকল গ্রহণ করিয়া নিজ শরীরে যথেচ্ছরূপে ব্যবহার করে।

অতএব জীবই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব তাহাদের প্রবর্ত্তক নহে, কারণ তিনি নির্লেপ। সুতরাং স্ব স্ব কার্য্যে ইন্দ্রিয় সকল স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়, দেবতাগণ অথবা জীব তাহাদের প্রবর্ত্তক হউক, কিন্তু পরব্রহ্ম নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পুর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—জ্যোতি রিতি। জ্যোতিই আদি অধিষ্ঠান অবগত হওয়া হেতু, অর্থাৎ জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই আদি অধিষ্ঠান, ইন্দ্রয়গণের আদি মুখ্য অধিষ্ঠান প্রবর্ত্তক, পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই সকল ইন্দ্রিয়বৃন্দের মুখ্য প্রবর্ত্তক ইহাই অর্থ।

কর্ত্তরিল্যুট্। কুতঃ? তদিতি। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে তস্যৈব প্রাণেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাবগমাৎ। বৃহদারণ্যকে (৩।৭।১৬) "যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্" ইত্যাদিষু দেবানাং জীবস্য চ তৎ প্রযোজ্যানামেব

ইত্যপেক্ষায়ামাহ-তদামননাৎ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্বাবগমাদিত্যর্থঃ অথ "তু" শব্দস্যার্থমাহুঃ—"তু" ইতি।

জ্যোতিরিতি স্পষ্টম্। কর্ত্তরি ল্যুট" "অধিষ্ঠানম্" অধিতিষ্ঠতি অস্মিন্ ইতি "টনঃ করণাধিকরণয়োঃ" (হ০ না০ ব্যা০ ৫।৪।৫৮) ইত্যনেন সিদ্ধে তস্যার্থ আশ্রয়ো ভবেৎ, তদর্থমাহুঃ—কর্ত্তরি ল্যুট্ ইতি।

অত্রাধিষ্ঠানশব্দে যো ল্যুট্প্রত্যয়ঃ তত্তু কর্ত্তরিবাচো ভবতি, তথাহি—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৫।৪৬৪—) টনঃ কর্ম্মাদৌ চ" ইতি। তস্মাদধিষ্ঠানং তৎ প্রবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। এবং কুতো জ্ঞাতমিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ তদিতি। তদামননাৎ-- তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য আমননাৎ, আমননং—আভিমুখ্যেন মননং ইন্দ্রিয়াণাং কার্য্যেষু প্রবর্ত্তনং সর্ব্বনিয়ামক-শ্রীগোবিন্দদেবস্য সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ। অতঃ-অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব প্রাণেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্বাবগমাৎ। অথ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যেন সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বপ্রবর্ত্তক—শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাণেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্বং প্রতিপাদয়ন্তি -- বৃহদারণ্যকে" ইতি।

এই প্রকার কেন? তদপেক্ষায় বলিতেছেন তাহার আমনন হেতু। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে শ্রীগোবিন্দদেবেরই সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্ব অবগত হওয়া হেতু ইহা সূত্রার্থ। সূত্রে যে তু শব্দ আছে তাহা শঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত, জ্যোতিঃ পরব্রহ্মই ইন্দ্রিয়গণের আদি অধিষ্ঠান মুখ্য প্রবর্ত্তক। কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে- অধিতিষ্ঠতি অস্মিন্ এই অর্থে অধিষ্ঠান শব্দ হয়, করণ ও অধিকরণ অর্থে টন প্রত্যয় হয় তাহার অর্থ আশ্রয় হইবে, তাহার অর্থ বলিতেছেন—কর্ত্তরিল্যুট্ এই স্থলে অধিষ্ঠান শব্দে যে ল্যুট্ প্রত্যয় তাহা কর্ত্তৃবাচ্যে হইয়াছে।

এই শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন-কর্ম্মাদি বাচ্যেও টন প্রত্যয় হয়, অতএব অধিষ্ঠান তাহাদের প্রবর্ত্তক ইহাই অর্থ। ইহা কি প্রকারে জ্ঞাত হইল, এই অপেক্ষায় বলিতেছেন তদিতি। তাহার আমনন হেতু, অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে পরব্রহ্মেরই প্রাণেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকত্ব রূপে অবগত হওয়া হেতু। অর্থাৎ আমননাঃ-সেই শ্রীগোবিন্দদেবেরই আমনন হেতু অভিমুখ্যেন মনন, ইন্দ্রিয় গণের কার্য্যে প্রবর্ত্তন সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবের সঙ্কল্প হইতেই হয় ইহাই অর্থ।

অতএব অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে সেই শ্রীগোবিন্দদেবেরই প্রাণেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক রূপে অবগত হওয়া হেতু অনন্তর বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যের দ্বারা সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্ব প্রবর্ত্তক শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—বৃহদিতি। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে-যিনি সকল প্রাণে

প্রযোজকতা ন নিবার্য্যতে। স্বতঃ প্রবৃত্তিস্তু ন ভবেজ্জাড্যাৎ ॥১৪॥

"যঃ প্রাণেষু তিষ্ঠন্" ইতি। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ। এবং —যো বাচি তিষ্ঠন্ ৩।৭।১৭, যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্, যঃ শ্রোত্রে তিষ্ঠন্, যো মনসি তিষ্ঠন্, যস্ত্বচি তিষ্ঠন্ ইত্যাদিষু শ্রীভগবতঃ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বম্। তস্মাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং জীবস্য প্রযোজককর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেব এব।

তথাহি তৈত্তিরীয়কে—২।৮।১, ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ বৃহদারণ্যকে চ—৫।৮।৯ "এতস্য বা প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি। শ্রীভাগবতে চ - ৩।২৯।৪০ যদ্ ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ॥ যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ। স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ॥ স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ। অগ্নিরিন্ধে সগিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ॥ ইত্যাদিভিঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বনিয়ামকত্বং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।

ননু ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকারে কা হানিঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—"স্বতঃ" ইতি। তস্মাৎ প্রাণানাং জীবানাং দেবতানাং ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ শ্রীগোবিন্দদেব এব মুখ্য প্রেরক ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

অবস্থান করিয়া' ইত্যাদি বাক্যে দেবগণের ও জীবের পরব্রহ্ম প্রয়োজ্যগণের ইন্দ্রিয় প্রযোজকতা নিবারণ করিতেছেন না। যিনি প্রাণে থাকিয়া, অর্থাৎ যিনি প্রাণে অবস্থান করিয়া প্রাণের অন্তরে থাকেন প্রাণ যাঁহাকে জানে না, যাঁহার প্রাণ শরীর, যিনি প্রাণের অন্তরে নিয়মন করেন ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী ও অমৃত।

এই প্রকার যিনি বাক্যে অবস্থান করিয়া, যিনি চক্ষুতে অবস্থান করিয়া, যিনি শ্রোত্রে অবস্থান করিয়া, যিনি মনে অবস্থান করিয়া, যিনি ত্বচে অবস্থান করিয়া' ইত্যাদি বাক্যে শ্রীগোবিন্দদেবেরই সর্ব্ব প্রবর্ত্তকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ ও জীবের প্রয়োজক কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে-এই পরব্রহ্মের ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, সূর্য্য ভয়ে উদিত হয়, ইহার ভয়ে অগ্নি দাহন করে, ইন্দ্র শাসন করে, পঞ্চমমৃত্যুও ধাবিত হয়। বৃহদারণ্যকে-হে গার্গি! এই পরব্রহ্মের প্রশাসনে সূর্য্যও চন্দ্রমা বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে-যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, দেবতা বর্ষা করে, নক্ষত্রগণ প্রদীপ্ত হয়, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বনস্পতিগণ লতা ও ঔষধিগণের সহিত স্ব স্ব কালে পুষ্প এবং ফল গ্রহণ করে ভীত হইয়া নদী প্রবাহিত হয়, সমুদ্র স্থান ত্যাগ করে না, অগ্নি দাহ করে, যাঁহার ভয়ে পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হয় না, ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বনিয়ামকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

জীবস্তু তানি ভোগার্থমধিতিষ্ঠতীত্যাহ—

॥ওঁ॥ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ওঁ॥ ২।৪।৯।১৫॥

প্রাণবতা জীবেন তানি সপ্রাণানি ইন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্যন্তে ভোগায়। এবং কুতঃ? শব্দাৎ। "স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথা কামং পরিবর্ত্ততে, এবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বেশরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" (বৃ° ২।১।১৮) ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ

নন্বু সপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং শ্রীভগবদ্প্রেরকত্বে তৈঃ জীবানাং কিং প্রয়োজনং সেৎস্যতীত্যপেক্ষায়ামাহুঃ জীবস্তু" ইতি। তথাচ—জীব ইন্দ্রিয়মধিতিষ্ঠন্ স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে, ইতি প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রাণবতেতি। শরীর ধারণ হেতুভুতঃ প্রাণোঽস্তি ইতি প্রাণবান্, তেন প্রাণবতা জীবেন সহ ইন্দ্রিয়াণাং স্ব-স্বামিভাবঃ সম্বন্ধোঽস্তীতি, স তৈ র্ভোগং উপভুঞ্জতে, এবং কুতঃ? শব্দাদিতি ব্রূমঃ। প্রাণবতা' ইতি স্পষ্টম্,

অথ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যেন জীবস্য স্বামীত্বং প্রতিপাদয়ন্তি স যথা" ইতি। শ্রুতিবাক্যং স্পষ্টম্। তথাচ -যথা মহারাজঃ জানপদান্ জনপদে ভবান্ রাজভোগোপকরণভূতান্ অন্যাংশ্চ গ্রহণং কৃত্বা যথা কামং পরিবর্ত্ততে, এবং এষ জীবঃ স প্রাণানি-ইন্দ্রিয়ানি গৃহীত্বা স্ব শরীরে যথা কামং—স্বেচ্ছানুসারং পরিবর্ত্ততে, ইতি শ্রুতেরাশয়ঃ।

যদি বলেন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্তি স্বীকারে কি হানি হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন স্বত ইতি। স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, তাহারা জড় পদার্থ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে স্বাভাবিকই প্রবৃত্ত হয় না, কারণ তাহারা জড় বস্তু হয়। অতএব প্রাণ সকলের জীবগণের ও দেবতাগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের শ্রীগোবিন্দদেবই মুখ্য প্রেরক ইহাই অর্থ ॥১৪॥

যদি বলেন প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণের শ্রীভগবৎ প্রেরকত্ব স্বীকার করিলে তাহাদের দ্বারা জীবগণের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—জীবেতি। জীব কিন্তু ইন্দ্রিয়গণকে ভোগের নিমিত্ত আশ্রয় করে। অর্থাৎ জীব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ উপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করে ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন প্রাণেতি। প্রাণবাণের সহিত শব্দ হেতু।

অর্থাৎ শরীর ধারণ হেতুভূত প্রাণ আছে যাহার সে প্রাণবান, সেই প্রাণবান জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্বামী ভাব সম্বন্ধ আছে, জীব তাহাদের দ্বারা ভোগ উপভোগ করে, ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? শব্দ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় বলিব। প্রাণবান জীব প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় ভোগের নিমিত্ত গ্রহণ করে। ইহা কি প্রকারে হয়? শব্দ হইতে বলিব। অনন্তর বৃহদারণ্যকো

পরমাত্মনাধিষ্ঠিতা দেবা জীবাশ্চেন্দ্রিয়াণ্যধিতিষ্ঠন্তি। পূর্ব্বে তৎ প্রবর্ত্তন মাত্রায়, পরে তু তৈর্ভোগায়। তথৈব তৎ সঙ্কল্পাদিতি ॥১৫॥

অথ এতৎ প্রকরণস্য সারার্থমাহুঃ অয়মত্রনিষ্কর্ষঃ” ইতি। পূর্ব্বে দেবাঃ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তন মাত্রায় অধিতিষ্ঠন্তি, পরে জীবাঃ প্রাণৈঃ ভোগায় অধিতিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ।

নন্নু কথমেবং সম্ভবতি? তত্রাহুঃ—তথৈব তৎ সঙ্কল্পাৎ—স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইচ্ছাবিশেষবৈশিষ্ট্যাদিত্যর্থঃ।

নন্নু দেবানামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বে ইন্দ্রিয়সাধ্য-ফলভোগাপত্তিঃ। ইতি চেন্নৈবম্—ব্যভিচারাৎ। “তথাহি” “যো যদধিতিষ্ঠতি স তৎসাধ্যং ফলং ভুঙ্‌ক্তে” ইতি ব্যাপ্তৌ সারথ্যাদৌ ব্যভিচারদর্শনাৎ।

পনিষৎ বাক্যের দ্বারা জীবের স্বামীত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—স ইতি যেমন সেই মহারাজা অন্য জনপদ গ্রহণ করিয়া নিজ জনপদে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করে, সেই প্রকার এই জীবও এই প্রাণ সকল গ্রহণ করিয়া নিজ শরীরে যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন, করে ইহা শ্রবণ করা যায়। অর্থাৎ যেমন মহারাজা জন পদে জাত রাজভোগোপকরণ ভুত পদার্থ এবং অন্যান্য ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করে।

সেই প্রকার এই জীব প্রাণের সহিত ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিয়া নিজ শরীরে স্বেচ্ছানুসারে উপভোগ করে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

অনন্তর এই প্রকরণের সারার্থ বলিতেছেন-অয়মিতি। এইস্থলে নিষ্কর্ষ এই যে—পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তক অধিষ্ঠিত হইয়া দেবগণ ও জীবগণ ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠান করে, পূর্ব্বে দেবগণ তাহাদের প্রবর্ত্তন মাত্রে অধিষ্ঠান করেন জীব কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভোগের নিমিত্ত অধিষ্ঠান করে। কারণ শ্রীভগবান সেই প্রকারই সঙ্কল্প করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ প্রথমতঃ দেবগণ ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শরীরে অধিষ্ঠান করে, পরে জীবগণ প্রাণের সহিত ভোগের নিমিত্ত শরীরে অধিষ্ঠান করে ইহাই ভাবার্থ।

যদি বলেন—এইরূপ কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই প্রকার সঙ্কল্প হেতু অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছা বিশেষ বৈশিষ্ট হেতু ইহাই অর্থ।

যদি বলেন—দেবগণ যদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হয়েন তাহা হইলে তাহাদের ইন্দ্রিয় সাধ্য ফল ভোগের আপত্তি হইবে? এই প্রকার আশঙ্কা করিতে পারেন না, যেহেতু ব্যভিচার দোষ হইবে। যেমন “যে যাহাতে অধিষ্ঠিত থাকে সে তাহার সাধ্য ফল ভোগ করে” এই ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে সারথি প্রভৃতিতে ব্যভিচার দেখা যায়।

নচৈতত্‌ কদাচিদ্ব্যভিচরতীত্যাহ—

॥ওঁ॥ তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ওঁ॥ ২।৪।৯।১৬॥

তস্য সর্ব্বকর্ম্মক পরমাত্মাধিষ্ঠানস্ত তৎ স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ তৎসঙ্কল্পাদেব

নন্থ—তথাহি সূর্য্যাদিদেবতানাং চক্ষুরাদিষু ইন্দ্রিয়েষু কে দেবা অধিতিষ্ঠেয়ুঃ? কিং আকাশস্থ সূর্য্যাদিদেবাঃ? অথবা তদ্‌ভিন্না ইতি। ইত্যেবং শঙ্কায়ামুচ্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ, অনবস্থাপাতাচ্চ।

তথাচ—আকাশাদিস্থানাস্থিত সূর্য্যাদিদেবানাং স্বরূপদ্বয়ে, মূর্ত্তিদ্বয়ে বা প্রমাণং ন বিদ্যতে। কিঞ্চ প্রসিদ্ধ সূর্য্যাদন্যঃ সূর্য্যশ্চক্ষুষঃ প্রকাশকঃ অস্যাপি প্রকাকোঽন্যঃ, অন্যাপি প্রকাশকোঽন্যঃ” ইত্যেবমনবস্থাপাতাৎ নাস্ত্যত্র শঙ্কায়া অবসরঃ॥১৫॥

নন্থ ইন্দ্রিয়েষু শ্রীভগবতোঽধিষ্ঠানং কদাচিদ্‌ ব্যভিচরতি ন বা? ইতি চেৎ? অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বং অব্যভিচরিতত্বং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্‌ শ্রীবাদরায়ণঃ—তস্য” ইতি। তস্য—সর্ব্বকর্ম্মক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবাধিষ্ঠানস্য তস্য সর্ব্বব্যাপক স্বরূপানুবন্ধিগুণত্বেন তদধিষ্ঠাতৃত্বস্য নিত্যত্বাৎ কদাচিদপি ন ব্যভিচরতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্‌। কিঞ্চ শ্রীভগবদিচ্ছাবশাদেব ইন্দ্রিয়েষু সূর্য্যাদিদেবানামধিষ্ঠাতৃত্বম্‌। তস্মাৎ মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বন্তু শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব মন্তব্যমিত্যর্থঃ। এবং কুতঃ? অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাদিতি।

শঙ্কা যদি বলেন-তথাপি সূর্য্যাদিদেবতাগণের মধ্যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন দেবতা অবস্থান করে? আকাশস্থ সূর্য্যাদিদেবতা? কিম্বা তাহা হইতে অন্য কোন দেবতা?

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—প্রমাণেতি। প্রমাণের অভাব হেতু, এবং অনবস্থা দোষ হেতু এই আশঙ্কা করা বৃথা। আকশাদি স্থানে অবস্থান কারী সূর্য্যাদিদেবতাগণের দুইটি স্বরূপ অথবা দুইটি মূর্ত্তির কোন প্রমাণ নাই। অপর প্রসিদ্ধ সূর্য্য হইতে অন্য সূর্য্য চক্ষুর প্রকাশক, তাহারও প্রকাশক অন্য, তাহারও প্রকাশক অন্য এই প্রকার অনবস্থা দোষ হেতু এইস্থলে আশঙ্কার কোন প্রকার অবসর নাই॥১৫॥

ইন্দ্রিয় সকলে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান কোন কালে ব্যভিচার হয়? অথবা হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন-নচেতি। ইহা কোন কালে ব্যভিচরিত হয় নাই। অনন্তর শ্রীগোবিন্দদেবের ইন্দ্রিয় সকলে অধিষ্ঠাতৃত্ব ধর্ম্ম অব্যভিচার ভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন-তস্যেতি। তাহার নিত্যতা হেতু।

অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের অধিষ্ঠানের তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা স্বরূপানুবন্ধি গুণ হওয়া হেতু ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃতা গুণের নিত্যতা হেতু কদাচিৎ কোন কালেও ব্যভিচার দোষ দুষ্ট

তেষামধিষ্ঠাতৃত্বম্। মুখ্যাধিষ্ঠাতৃত্বন্তু তস্যেবেতি মন্তব্যং, অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ ॥১৬॥

তথাচ — বৃহদারণ্যকোপনিষদি—৩।৭।১৫ "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বানি ভূতানি ন বিদুঃ যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি" ইতি। তৈত্তিরীয়োপনিষদি —২ ৬।২, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবাৎ" ইতি।

শ্রীভাগবতেচ — ১০।৫৬।২৬-২৭ জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃসহো বলম্। বিষ্ণুং পুরাণ পুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥ ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চসৎ। কালঃ কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাত্মনাম্॥ ইতি।

কিঞ্চ — তত্রৈব,৪ ৯।৬, "যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং সঞ্জীবয়ত্যখিল শক্তিধরঃ স্বধাম্না। অন্যাংশ্চ হস্তচরণ শ্রবণত্বগাদীন্ প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ইতি॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষাং মুখ্যাধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি ॥১৬॥

ইতি জ্যোতিরাদ্যধিকরণং নবমং সমাপ্তম্ ॥৯॥

হয় না ইহাই সূত্রার্থ। সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবের অধিষ্ঠান তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি নিবন্ধন নিত্য, সুতরাং তাঁহার সঙ্কল্প হইতেই দেবগণের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্ব বা ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালনা হইয়া থাকে। কিন্তু মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীগোবিন্দদেবেরই স্বীকার করিতে হইবে অপর শ্রীভগবানের ইচ্ছা বশতঃ ইন্দ্রিয় সকলে সূর্য্যাদি দেবতাগণ অধিষ্ঠান করেন, অতএব মুখ্য অধিষ্ঠাতৃত্ব শ্রীগোবিন্দদেবেরই মানিতে হইবে। যদি বলেন এই প্রকার কেন হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত আছে-যিনি সকল ভূতে অবস্থান করিয়া সকলের অন্তরে থাকেন যাঁহাকে ভূত সকলে জানে না, ভূত সকল যাঁহার শরীর যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া নিময়ন করেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে বর্ণিত আছে-শ্রীগোবিন্দদেব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন প্রবেশ করিয়া সৎ ও ত্যৎ হইলেন। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে — শ্রীজাম্বুবান বলিলেন হেদেব! আমি অপনাকে জানিয়াছি,আপনি সকল প্রাণিগণের স্বামীরক্ষক বিষ্ণু পুরাণপুরুষ আপনি সকলের প্রাণবল ইন্দ্রিয়বল মনোবল এবং শরীরবল, আপনি বিশ্বসৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মাদিরও স্রষ্টা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে আপনি সৎ পদার্থ।

কালেরও কাল, আত্মারও পরমাত্মা হয়েন। অপর শ্রীধ্রুব কহিলেন-যিনি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া প্রসুপ্ত বাক্যকে জীবিত করিয়াছেন যিনি অখিল শক্তিধারী স্ব মহিমা দ্বারা অন্যান্য হস্ত চরণ শ্রবণ ত্বকওপ্রাণ প্রভৃতিকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন সেই ভগবান পরম পুরুষ আপনাকে নমস্কার করি। অতএব সকল ইন্দ্রিয়গণের মুখ্য অধিষ্ঠাতা শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন ॥১৬॥

এই প্রকার জ্যোতিরাদ্যধিকরণ নবম সমাপ্ত ॥৯॥

১০॥ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্

অথ পূর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে বিমর্শান্তরম্। তত্র প্রাণশব্দিতাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রিয়াণি? উত শ্রেষ্ঠেতরে? ইতি সংশয়ে—প্রাণশব্দবোধ্যত্বাৎ জীবোপকারিত্বাচ্চ সর্ব্বে, ইতি প্রাপ্তে—

১০। ইন্দ্রিয়াধিকরণম্।

অথ প্রাণানাং শ্রীভগবদধীনত্বং প্রতিপাদিতম্ অত্র এতেষাং প্রাণানাং ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনায় ইন্দ্রিয়াধিকরণারম্ভঃ" ইত্যধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়ঃ—অত্র ইন্দ্রিয়াধিকরণস্য বিষয় বাক্য সংগ্রহঃ—তথাহি মুণ্ডকে—২।১।৩, এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" বৃহদারণ্যকে চ—৩৯৪, "দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ" ইতি ইতি বিষয়বাক্য সংগ্রহঃ। অথ আশ্রয়াশ্রয়িভাবসঙ্গত্যা গৌণমুখ্যয়োঃ প্রাণয়ো র্বিশেষং বক্তুং ইদমারভন্তে—অথ" ইতি। অত্র প্রাণোৎপত্ত্যাদিবিষয়ং বিমর্শনমন্তরমিদং বিচারয়ন্তীত্যর্থঃ।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, তত্রেতি। তথাচ—মুখ্যপ্রাণভিন্নাণি ইন্দ্রিয়াণি অথবা সর্ব্বাণি? ইতি শঙ্কাবীজম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে পূর্ব্বপক্ষমুদ্ভাবয়ন্তি প্রাণঃ" ইতি। তথাচ—"হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামম্" (১।৫।২১) ইতি বৃহদারণ্যক বাক্যাৎ একস্যৈব সর্ব্ববৃত্তিভেদম্। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো

১০। ইন্দ্রিয়াধিকরণের ব্যাখ্যা

অতপর ইন্দ্রিয়াধিকরণে ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার প্রাণ সকলের শ্রীভগবানের অধীনতা প্রতিপাদন করিলেন। অনন্তর এই প্রাণ সকলের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়াধিকণের আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—এইস্থলে ইন্দ্রিয়াধিকরণের বিষয় বাক্য সংগ্রহ এই প্রকার—মুণ্ডকে বর্ণিত আছে-এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ মনঃ এবং ইন্দ্রিয়সকল জাত হয়। বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে-মানব শরীরে দশটি প্রাণ আছে, আত্মা একাদশ সংখ্যক হয়, ইহাই বিষয় বাক্য। অনন্তর পূর্ব্ব কথিত বিষয়ে অন্য প্রকার বিমর্শ, অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রয়ী ভাব সঙ্গতির দ্বারা গৌণ এবং মুখ্য প্রাণের বিষয়ে বিশেষ বলিবার নিমিত্ত ইহা আরম্ভ করিতেছেন-অথেতি। অথ প্রাণোৎপত্ত্যাদি বিষয় বিমর্শনের পরে এই প্রকার বিচার করিতেছেন ইহাই অর্থ

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সংশয় হইতেছে-তত্রেতি। তন্মধ্যে প্রাণ শব্দের দ্বারা কথিত সকলেই ইন্দ্রিয় হয়? অথবা কেহ শ্রেষ্ঠ হয়? কেহ বা কনিষ্ঠ হয়? অর্থাৎ মুখ্য প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন? অথবা সকলেরই ইন্দ্রিয় শব্দ বাচ্য? ইহাই শঙ্কার বীজ।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয় জাত হইলে পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিতেছেন-প্রাণেতি।

॥ওঁ॥ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ওঁ॥ ২।৪।১০।১৭॥

তে প্রাণ শব্দিতাঃ শ্রেষ্ঠতেরে এবেন্দ্রিয়াণি। কুতঃ? "এতস্মাৎ" (মু° ২।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতৌ মুখ্যপ্রাণাদিতরেষু শ্রোত্রাদিষ্বিন্দ্রিয়ত্ববচনাৎ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ" (গী. ১৩।৬) ইত্যাদি স্মৃতৌ চ। তথা প্রাণো মুখ্যঃ সত্বনিন্দ্রিয়মিতি" শ্রুত্যন্তরাচ্চ ॥১৭॥

মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" (২।১।৩) ইতি মুণ্ডকবাক্যাচ্চ তেষাং ভেদম্ ইতি বিরোধবাক্যমেব পূর্ব্বপক্ষোত্থাপনে হেতুঃ। তস্মাৎ সর্বেষাং গৌণমুখ্যপ্রাণানাং ইন্দ্রিয়শব্দবাচ্যত্বমবিরোধমিতি। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সিদ্ধান্তঃ- ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি – ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ – "ত ইন্দ্রিয়াণি" ইতি। অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ — প্রাণাপানাদি পঞ্চশ্রেষ্ঠ প্রাণাদন্যত্র ভিন্নঃ তে শ্রেষ্ঠপ্রাণশব্দিতাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠা ইতরে ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি; এবং কুতঃ? তদ্ব্যপদেশাদিতি। তথাচ — মুখ্যপঞ্চপ্রাণ-ভিন্নানি অন্যপ্রা। ইন্দ্রিয়ানীতি সূত্রার্থঃ।

ভাষ্যন্তু অতিরোহিতার্থম্। তথাচ ননু প্রাণাদিপঞ্চকং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ং মনশ্চ কিং এতানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি? অথবা কানিচিদেব? উচ্যতে ন সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়শব্দবাচ্যানি, কিন্তু মুখপ্রাণপঞ্চকং পরিত্যজ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং মনশ্চ ইন্দ্রিয়পদবাচ্যমিতি। তস্মাদেকাদশ এব ইন্দ্রিয়াণি ইতি ॥১৭॥

প্রাণশব্দ বোধ্য হেতু এবং জীবোপকারক হেতু সকলেই ইন্দ্রিয়শব্দ বাচ্য। অর্থাৎ হন্ত! ইহারই একটি ইন্দ্রিয়েরই সকল রূপ হয়" ইহা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে, সুতরাং একটিরই অন্যান্য সকল বৃত্তি ভেদ মাত্র। এই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন ইন্দ্রিয়গণ জাত হয়" এই মুণ্ডক বাক্যে তাহাদের ভেদ দেখা যায়। এই প্রকার বিরোধী বাক্যই পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপনের কারণ। অতএব গৌণ মুখ্য প্রাণ সকলের ইন্দ্রিয় শব্দ বাচ্যত্ব অবিরোধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত– এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন-ত ইতি। শ্রেষ্ঠ হইতে অন্য সকল ইন্দ্রিয় হয় তাহা কথন হেতু। অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি পঞ্চ শ্রেষ্ঠ প্রাণ ভিন্ন অন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রাণ শব্দবাচ্য শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ভিন্ন অন্য সকলেই ইন্দ্রিয় হয়, এই প্রকার কেন? তাহার ব্যপদেশ হেতু। অর্থাৎ মুখ্য পঞ্চ প্রাণ ভিন্ন অন্য প্রাণ সকল ইন্দ্রিয় হয় ইহাই সূত্রের অর্থ।

যাহারা শ্রেষ্ঠ প্রাণ শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে তদ্ভিতর সকলে ইন্দ্রিয় পদ বাচ্য কি প্রকারে? তাহার ব্যপদেশ কথন হেতু। মুণ্ডক বাক্যে "এই পরব্রহ্ম হইতে" এই বাক্যে মুখ্য প্রাণ হইতে অন্য শ্রবণ প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীগীতা বাক্যে' একাদশটি ইন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে অন্য শ্রুতিবাক্যে কথিত আছে প্রাণ মুখ্য তাহা অনিন্দ্রিয়।

নন্ু "হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবৎ" ইতি চ বৃহদারণ্যকাৎ (১।৫।২১) মুখ্য প্রাণস্য বৃত্তিভেদানন্যান্ প্রাণানবধারয়াম:। তৎ কথমত্রব্যবস্থেতি তত্রাহ—

॥ওঁ॥ ভেদশ্রুতেঃ ॥ওঁ॥ ২।৪।১০।১৮॥

"প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মু ২।১।৩) ইতি প্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং ভেদ শ্রবণাৎ,

---

অথ প্রকারান্তরেণ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়ত্বমাশঙ্কা মুখাপয়ন্তি—নন্ু" ইতি। অত্র বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যং প্রমাণমাহুঃ—হন্ত! ইতি। আশ্চর্য্যং! ইদানীং প্রাণস্য সর্ব্বে বয়ং ইন্দ্রিয়াণি রূপমসাম প্রাণমাত্মত্বেন প্রতিপদ্যেমহি আরাধয়াম:, এবং বিনিশ্চিত্য তে প্রাণাঃ এতস্য মুখ্যপ্রাণস্য সর্ব্বে রূপমভবৎ, সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি অভবন্ ইত্যর্থঃ

তথাচ প্রাণ এব সর্ব্বাণ্যেব ইন্দ্রিয়াণ্যভবন্নিতি ইতি বৃহদারণ্যক ইতি স্পষ্টম্। তস্মাৎ একস্যৈব মুখ্য প্রাণস্য বৃত্তিভেদা অন্যপ্রাণাঃ, ন তু তস্মাৎ পৃথগতি। ইত্যেবমাশঙ্কায়াং সমুপস্থিতায়াং সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ভেদঃ" ইতি। প্রাণ-মনঃ—ইন্দ্রিয়াণাং ভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতিসদ্ভাবাৎ মুখ্যপ্রাণাস্তু একদশেন্দ্রিয়েভ্যো ভিন্নমিত্যর্থঃ। ভেদশ্রুতেৰ্ব্বর্ত্তমানত্বাৎ তত্ত্বান্তরানীতি। "প্রাণঃ" ইতি স্পষ্টম্।

শঙ্কা—পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মনঃ সকলেই কি ইন্দ্রিয়? অথবা কতকগুলি ইন্দ্রিয়?

সমাধান—সকলেই ইন্দ্রিয় শব্দবাচ্য নহে, কিন্তু মুখ্য প্রাণ পঞ্চ প্রাণ পঞ্চক পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক এবং মনঃ ইহারাই ইন্দ্রিয় পদবাচ্য। অতএয় ইন্দ্রিয় একাদশ প্রকারই হয় ॥১৭॥

অনন্তর প্রকারান্তরে সকলের ইন্দ্রিয়ত্ব আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন নন্বিতি। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্য প্রমাণ বলিতেছেন হন্তেতি হন্ত! ইহারই সকল রূপকে আরাধনা করিব, ইহারই সকল রূপ হইয়াছে। অর্থাৎ আশ্চর্য্য! ইদানীং সকলে আমরা ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের রূপকে অসাম, প্রাণকে আত্মা স্বরূপে আরাধনা করিব, এই প্রকার বিনিশ্চয় করিয়া সেই প্রাণ সকল এই মুখ্য প্রাণের সকল রূপ হইল, সকল ইন্দ্রিয় হইল ইহাই অর্থ, অর্থাৎ প্রাণই সকল ইন্দ্রিয় হইয়াছে এই প্রকার বৃহদারণ্যক বাক্যে মুখ্য প্রাণের বৃত্তি ভেদে অন্য প্রাণ সকলকে অবধারণা করিব, সুতরাং একটি মুখ্য প্রাণের বৃত্তি ভেদ অন্য প্রাণ সকল হয়, কিন্তু তাহা হইতে পৃথক নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা কি প্রকারে সঙ্গত হইবে?

এই প্রকার আশঙ্কা সমুপস্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতে

তত্ত্বান্তরাণি তানীত্যর্থঃ। ন চ ভেদশ্রুতেঃ মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বং শক্যম্। "মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (গী. ১৫।৭) ইতি। "ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি" (গী. ১০।২২) ইতি চ স্মৃতেঃ ॥১৮॥

॥ওঁ॥ বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ওঁ॥ ২।৪।১০।১৯॥

সুপ্তৌ প্রাণস্য বৃত্ত্যুপলম্ভো, ন তু শ্রোত্রাদীনাম্। তস্য দেহেন্দ্রিয়ধারণং, তেষান্তু

নন্বু "প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ"ইত্যত্র মনসঃ পৃথগ্ গ্রহণাৎ তস্য নেন্দ্রিয়ত্বং কিন্তু তৎ তত্ত্বান্তরমেব ইতিচেৎ তত্রাহুঃ- নচেতি। অথ মনস ইন্দ্রিয়ত্বে শ্রীগীতাবাক্যং-প্রমাণয়ন্তি-মনঃ" ইতি। "মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি" ইতি সরস্বতীপাদাঃ। কিঞ্চ বিভূতিযোগকথনেঽপি তথৈব প্রতিপাদিতং শ্রীভগবতা - অহং ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চ অস্মি" "ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দুর্জ্জয়ং তেষাং প্রবর্ত্তকঞ্চ মনোঽহম্" ইতি। তস্মাৎ প্রাণাদিন্দ্রিয়াণাং ভেদং সুব্যক্তমেব, অতঃ তানি তত্ত্বান্তরানীত্যর্থঃ ॥১৮॥

এবং ইন্দ্রিয়েভ্যো বৈসাদৃশ্যং প্রাণস্য প্রমাণতঃ প্রতিপাদ্য তস্য স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ ভেদং প্রতিপাদয়িতুং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"বৈলক্ষণ্যাৎ" ইতি। সুষুপ্তৌ শরীরে প্রাণস্য বৃত্ত্যুপলভ্যতে, ন তু শ্রোত্রাদীনাং, তস্মাৎ প্রাণস্য দেহেন্দ্রিয়ধারণং মুখ্যগুণং অতঃ স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈসাদৃশ্যাৎ ইন্দ্রিয়াণি মুখ্যপ্রাণো ন ভবন্তি।

ছেন-ভেদেতি। ভেদ শ্রুতি হেতু। প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণের ভেদ প্রতিপাদিকা শ্রুতি বিদ্যমান হেতু মুখ্য প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন ইহাই অর্থ।

ভেদ শ্রুতি বর্ত্তমান থাকা হেতু তত্ত্বান্তর হয়। মুণ্ডকে-প্রাণ মনঃ ও ইন্দ্রিয় সকল 'এই প্রকার প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকলের ভেদ শ্রবণ হেতু তাহারা তত্ত্বান্তর, অন্য তত্ত্ব ইহাই অর্থ। যদি বলেন মুণ্ডকে প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় সকল' এই প্রকার মনের পৃথক গ্রহণ হেতু তাহার ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কিন্তু তত্ত্বান্তরই হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন নচেতি। ভেদ শ্রুতি শ্রবণ করিয়া মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব আশঙ্কা করা উচিত নহে। মনের ইন্দ্রিয়ত্বে শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন-মনঃ ইতি। মনঃ ষষ্ঠসংখ্যক ইন্দ্রিয় হয় শ্রীসরস্বতী পাদ বলেন-মনঃ ষষ্ঠসংখ্যা যাহাদের তাহারা শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ঘ্রাণাখ্য পঞ্চইন্দ্রিয় হয় অপর বিভূতিযোগ কথনে শ্রীভগবান তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মনঃ হই, ইহা স্মৃতিবাক্য, অর্থাৎ আমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে দুর্জ্জয় এবং ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক মনঃ হই। অতএব প্রাণাদি ইন্দ্রিয়বৃন্দের ভেদ সুস্পষ্টই হইয়াছে, সুতরাং তাহারা তত্ত্বান্তরই হয় ॥১৮॥

এই প্রকার ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণের বৈসাদৃশ্য প্রমাণতঃ প্রতিপাদন করতঃ তাহার স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—বৈলক্ষণ্যাচ্চেতি।

জ্ঞান কর্ম্মসাধনত্বমিতি স্বরূপতঃ কার্য্যতশ্চ বৈসাদৃশ্যাৎ তানি তথা মুখ্যপ্রাণরূপতা চৈষাং তদধীনবৃত্তিকত্বাদিনা ব্যপদিশ্যতে। যথা ব্রহ্মরূপতা জীবানাম্ ॥১৭॥

ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। ব্রহ্মরূপতা" ইতি। ব্রহ্মাধীনস্থিতি বৃত্তিকত্বাৎ সর্ব্বমিদং ব্রহ্ম এব' তথাহি ছান্দোগ্যে ৩।১৪ ১, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি" ইতি। তদধীনমিতি— তত্রৈব—৫ ১।১৫ "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেব এতানি সর্ব্বাণি ভবতি" ইতি।

কিঞ্চ প্রমেয়রত্নাবল্যাম্—৪ ৬, প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাৎ বাগদেঃ প্রাণতা যথা। তস্মাৎ যথোক্তমেব সাধু॥

শ্যামসুন্দর! গোবিন্দ! গোপীজনমনোহর!।
শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধো হে মম প্রাণপ্রিয়ো ভব ॥১৭॥
ইতি ইন্দ্রিয়াধিকরণং দশমং সমাপ্তম্ ॥১০॥

বিলক্ষণতা হেতু, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে শরীরে প্রাণের বৃত্তি উপলভ্য হয়, কিন্তু শ্রবণাদির হয় না, সুতরাং প্রাণের দেহ ধারণ মুখ্যগুণ হয়, অতঃস্বরূপত কার্য্যতঃ বৈসাদৃশ্য হওয়া হেতু ইন্দ্রিয় সকল মুখ্যপ্রাণ নহে।

সুষুপ্তিদশায় প্রাণের বৃত্তি উপলব্ধ হয়, কিন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের হয় না। প্রাণের জীব-দেহ ধারণ করা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনত্ব হওয়ায় স্বরূপতঃ তথা কার্য্যতঃ বৈশা-দৃশ্য হেতু তাহারা সেই প্রকার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের মুখ্য প্রাণরূপতা তাহাদের প্রাণের অধীন বৃত্তি হওয়া হেতু ব্যাপদেশ করা হয়, যেমন জীবগণের ব্রহ্মরূপতা অর্থাৎ ব্রহ্মের অধীন স্থিতি বৃত্তিকত্ব হেতু এই সকল ব্রহ্মই হয়. এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে এই সকলই ব্রহ্ম, কারণ তাহা হইতে জন্মাদি হয়।

তাহার অধীন বলিতে ছান্দোগ্যে কথিত আছে-বাক চক্ষু শ্রোত্র মন কেহই বলে না প্রাণই বলে প্রাণই এই সকল হইয়াছে। অপর শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণিত আছে-একমাত্র প্রাণের অধীন বৃত্তিকাদি হওয়া হেতু যেমন বাগাদির প্রাণরূপতা সিদ্ধ হয়। অতএব যথোক্ত প্রকার সিদ্ধান্তই সুন্দর। হে শ্যামসুন্দর! হে গোবিন্দ! হে গোপীজন মনোহর! শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধো! আপনি আমার প্রাণ প্রিয় হউন॥১৭॥

এই প্রকার ইন্দ্রিয়াধিকরণ দশম সমাপ্ত ॥১০॥

১১।। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণম্

ভূতেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি সৃষ্টি জীব কর্ত্তৃতা চ পরস্মাদিতুক্তম্। ইদানীং ব্যষ্টি সৃষ্টিঃ কস্মাদিতি পরীক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে তেজোঽবন্নসৃষ্টিমভিধায়োপদিশ্যতে- সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি। তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি।

১১। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণম্।

তথাহি— প্রধানাদি পৃথিব্যন্তানাং প্রাণেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সৃষ্টিঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম-শ্রীগোবিন্দদেবাদিতি "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাং সঃ" (২।৩।১৩) ইত্যনেন সূত্রেণ তদ্ভাষ্যেণ চ নিরূপিতম্। কিঞ্চ নামরূপভেদাদিন্দ্রিয় প্রাণয়োর্ভেদঃ, ইতি প্রতিপাদিতম্।

তৎ প্রসঙ্গান্নামরূপ ব্যাক্রিয়া কিং কর্ত্তৃকা ? তথাচ— প্রধানাদিসৃষ্টিস্তু অত্রিবৃৎকৃত ভূতসৃষ্টিঃ, সা চ শ্রীগোবিন্দদেবহেতুকা ইতি নিঃসন্দেহমবগতম্। অথ ত্রিবৃৎকৃত ভূতভৌতিকোৎপাদনং কস্মাদিতি পরীক্ষার্থং সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণারম্ভঃ ইত্যধিকরণ-সঙ্গতিঃ।

বিষয় ঃ—অথ এতদধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুং পীঠিকামারচয়ন্তি ভূতেন্দ্রিয়াদি" ইতি। তথাচ—প্রধানাদি-পৃথিব্যন্তানাং, প্রাণেন্দ্রিয়াণাঞ্চ সমষ্টিসৃষ্টিঃ জীবানাং কর্ত্তৃত্বঞ্চ শ্রীগোবিন্দদেবাদিতি জ্ঞাতম্, অথ ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ কস্মাদ্ ভবতি" ইত্যস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্যে" ইতি।

১১। সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা।

অনন্তর সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত এবং প্রাণেন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে হয়, তাহা 'তাঁহার অভিধ্যান হেতু ও তাঁহার লিঙ্গ হেতু তিনি স ই কর্ত্তা' এই সূত্র এবং তাহার ভাষ্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। অপর নাম ও রূপ ভেদ বশতঃ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ভেদও প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তাহার প্রসঙ্গ হেতু নাম ও রূপ ব্যাক্রিয়ার কর্ত্তা কে ? অর্থাৎ প্রধানাদি সৃষ্টি অত্রিবৃৎকৃত ভূত সৃষ্টি তাহা শ্রীগোবিন্দদেব হেতুকা ইহা নিঃসন্দেহ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ত্রিবৃৎকৃতভূত ভৌতিকের উৎপাদ কাহা হইতে হয় ? ইহাই পরীক্ষার নিমিত্ত সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্ত্যধিকরণের আরম্ভ, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল

বিষয় অনন্তর এই অধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতরণের নিমিত্ত পীঠিকা রচনা করিতেছেন— ভূতেতি। ভূতেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি সৃষ্টি এবং জীবের কর্ত্তৃতা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব হইতে সিদ্ধ হয় তাহা কথিত হইয়াছে, ইদানীং ব্যষ্টি সৃষ্টি কাহা হইতে হয় তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। ছান্দোগ্যে তেজ

সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতাঃ, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃৎং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ (ছা০ ৬।৩।২-৩-৪) ইতি।

ইহ নামরূপ ব্যাক্রিয়া জীবকর্ত্তৃকা স্যাৎ? উত ঈশকর্ত্তৃকা? ইতি বিচিকিৎসায়াং জীব কর্ত্তৃকেতি প্রাপ্ত "অনেন প্রবিশ্য" "ব্যাকরবাণি" ইতি তথা প্রত্যয়াৎ। ন চ সহার্থে

তোজাঽবন্নসৃষ্টিম্" ইতি; তত্রৈব – ৬ ২ ৩-৪, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত তা আপ ঐক্ষত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি ইতি তা অন্নমসৃজন্ত" ইতি। ইত্যেবং তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমভিধায় ইদমুপদিশ্যতে—সেয়মিতি। সা সৃষ্টতেজো-ঽবন্নরূপা সদাখ্যা পরব্রহ্মদেবতা পুনরৈক্ষত. অত্রিবৃৎকৃতৈঃ তেজোঽবন্নৈর্ভূতৈ র্ব্যবহারাসিদ্ধিং বীক্ষ্য ত্রিবৃৎকৃতৈস্তৈ র্ব্যবহারার্হ-ভূতভৌতিকোৎপাদনায় পুনর্বিচারয়াঞ্চকার ইত্যর্থঃ। অথ ঈক্ষাপ্রকারমাহ—হন্তেত্যাদিনা।

ইমাঃ ত্রিস্রো দেবতা দ্যোতমানানি তেজোঽবন্নানি অনেন জীবেন জীবশক্তিমতা তদ্ ব্যাপিণা বা স্বেন এবাহমনুপ্রবিশ্য ত্রিবৃতমিতি ত্রিভী রূপৈঃ বৃৎ বর্ত্তনং যস্যাস্তাম্ ইত্যেবং বিচার্য্যাত্মনৈব তাঃ প্রবিশ্য

আপ্ অন্ন সৃষ্টি বর্ণন করিয়া উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রধানাদি পৃথিব্যন্ত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্ত্তৃত্ব এই সকল শ্রীগোবিন্দদেব হইতে হয় ইহা জান যায়। অথ ব্যষ্টি সৃষ্টির কর্ত্তা কে? ইহার বিষয় বাক্য অবতারণা করিতেছেন - ছান্দোগ্যে তেজ অপ্ অন্নের সৃষ্টি বর্ণিত আছে। সেই স্থানে তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন. ঐ তেজ ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব তিনি অপ্ সৃষ্টি করিলেন, সেই অপ্ ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব, তিনি অন্ন সৃষ্টি করিলেন, এই প্রকার তেজ অপ্ অন্নের সৃষ্টি বর্ণন করিয়া ইহা উপেদশ করিতেছেন—সেয়মিতি

সেই এই দেবত ঈক্ষণ করিলেন, অর্থাৎ সেই তেজোঽবন্নরূপা সৃষ্ট সদাখ্যা পরব্রহ্মদেবতা পুনরায় ঈক্ষণ করিলেন, অত্রিবৃৎকৃত তেজ জল অন্নের দ্বারা ব্যবহারের অসিদ্ধি দেখিয়া ত্রিবৃৎ কৃত তাহাদের দ্বারা ব্যবহার যোগ্য ভূত ভৌতিক পদার্থ উৎপাদনের নিমিত্ত পুনঃ বিচার করিয়াছিলেন ইহাই অর্থ।

অনন্তর ঈক্ষণ প্রকার বলিতেছেন হন্তেতি হন্ত! এই তিন দেবতা এই জীবের সহিত প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপের বিস্তার করিব, এই তিনটিকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিব, সেই এই তিনটি দেবতা, এই জীবের সহিত স্বয়ং অনুপ্রবেশ করতঃ নাম ও রূপের বিস্তার করিলেন, সেই একটিকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন।

অর্থাৎ এই তিনটি দেবতা প্রকাশশালী তেজ জল অন্ন সকল এই জীবের সহ জীবশক্তি যুক্ত অথবা জীবের ব্যাপক যে আমি পরব্রহ্ম তাহাতে অনু প্রবেশ করিয়া ত্রিবৃৎ অর্থাৎ এক একটির তিন তিন

তৃতীয়া। সম্ভবন্ত্যাং কারকবিভক্ত্যাং উপপদবিভক্তেরনায্যত্বাৎ। ন চ করণার্থা, সত্যসঙ্কল্পেশ্বরকার্য্যে জীবস্য সাধকতমত্বাভাবাৎ।

তাসামেকৈকাং ত্রিবৃতং কৃতবানিত্যর্থঃ। তথাচ তৈত্তিরীয়ে—২।৬।২, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ, তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" ইতি। শ্রীদশমে চ—৩।১৪, "স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ তথাচ—অত্র তেজোঽবন্নানাং ত্রিবৃৎকরণং-ত্রয়াণাং সংমিশ্রণং প্রতীয়তে ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইহ বিষয়বাক্যে সংশয়মুদ্‌ভাবয়ন্তি—নামরূপঃ" ইতি। তথাচ—"আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" ইতি (৮।১৪।১) ছান্দোগ্য-বাক্যেন অন্নাদীনাং ব্যাক্রিয়া পরেশহেতুকা বোধ্যতে। "হন্তাহম্." ইত্যাদি বাক্যন্তু জীবহেতুকামিতি সন্দেহোত্থাপনে বীজমিতি। ইতি সংশয় বাক্যম্

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইতি বিচিকিৎসায়াং পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি ইতীতি। তেজোঽবন্নানাং নামরূপয়োর্ব্যাক্রিয়া জীবকর্ত্তৃকা এব, তথৈব প্রতীতেঃ। অথ প্রতীতি প্রকারমাহুঃ—"অনেন" ইত্যাদি। অথ—আশঙ্ক্য সমাদধন্তি—নচেতি।

রূপে অবস্থান তাদৃশ করিব, এই প্রকার বিচার করিয়া স্বয় তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করতঃ তাহাদের এক একটি বস্তুকে ত্রিবৃৎ করিলেন ইহাই অর্থ।

এই বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে বর্ণিত আছে শ্রীভগবান তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনু প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিয়া সৎ-পৃথিবী জল তেজ, ত্যৎ বায়ুও আকাশ হইলেন। শ্রীদশমে বর্ণিত আছে আপনি সেই শ্রীভগবান, নিজ ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতির দ্বারাএই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর আপনি প্রবেশ না করিয়াও প্রবেশকারীর ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। অতএব এই স্থলে তেজ জল ও অন্নের এই বস্তুত্রয়ের সংমিশ্রণ প্রতীতি হইতেছে, ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই বিষয়বাক্যে সংশয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন—ইহেতি এই স্থলে নাম ও রূপের বিস্তার করণ ক্রিয়া জীব কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়? অথবা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়? অর্থাৎ "এই আকাশই নামও রূপের নির্ব্বাহকারী, তাহাদের অন্তরে যে অবস্থান করে সেই ব্রহ্ম সেই অমৃত সেই আত্মা, ইত্যাদি ছান্দোগ্যবাক্যে অন্নাদির ব্যাক্রিয়া পরমেশ্বর দ্বারা সিদ্ধ হয়' বুঝা যাইতেছে। এবং হন্ত! আমি এই তিনটি দেবতা' ইত্যাদি বাক্য জীবহেতুক বুঝা যায়, ইহাই সন্দেহ উত্থাপনের বীজ, ইহা সন্দেহবাক্য

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার বিচিকিৎসায় পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন- ইতীতি এই প্রকার সন্দেহে ত্রিবৃৎক্রিয়া জীব কর্ত্তৃক সিদ্ধ হয় ইহা প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ তেজ জল অন্নের নাম রূপের ব্যাক্রিয়া জীব

ন চ প্রবেশো জীবকর্ত্তৃকোঽস্তু, ব্যাক্রিয়া ত্বীশ্বর কর্ত্তৃকা "ক্ত্বা" প্রত্যয়েনৈক কর্ত্তৃকত্ব বোধনাৎ। নচৈতস্মিন্ পক্ষে "ব্যাকরবাণি" ইত্যুত্তমপুরুষানুপপত্তিঃ।

"চারেণানুপ্রবিশ্য পরসৈন্যং সঙ্কলয়ানি" ইতি বদুপপত্তেঃ ন.চৈতৎ কপোলকল্পনং "বিরিঞ্চো বা ইদং বিরেচয়তি বিদধাতি ব্রহ্মা বাব বিরিঞ্চ এতস্মাদ্ধি ইমে রূপ নামানি" (মাধ্ব.

নন্ু "অনেন" ইতি সহার্থে তৃতীয়া স্যাৎ, তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে— ৪ ১১২, "সহার্থৈরপ্রধানে তৃতীয়া" ইতি "অনেন জীবেন" ইত্যত্র অপ্রধানে তৃতীয়া স্যাৎ ; তস্মাজ্জীবেনাপ্রধানেন শ্রী-পরমেশ্বরঃ প্রধানেন চ ত্রিবৃৎকরণং স্যাদিতি চেৎ—ন, কুতঃ—সম্ভবন্ত্যামিতি। 'অনেন জীবেন" ইতি তৃতীয়া সহার্থা ন মন্তব্যা ইতি।

তথাচাত্র—ন্যায়ম্— (হ• না• ব্যা• ৪ ১১৯) উপপদ বিভক্তেঃ "কারকবিভক্তি র্বলীয়সী" ইতি তস্মাৎ ন সহার্থে তৃতীয়া" ইতি। অথ "অনেন" ইতি করণার্থোঽপি ন সম্ভবেৎ, তথাচ—শ্রীপাণিনিঃ—১ ৪ ৪২, "সাধকতম: করণম্" ইতি। তথাচ যদ্ব্যাপারাব্যবধানেন ক্রিয়াফলনিষ্পত্তি তৎ সাধকতমমিতি, তস্মাৎ ত্রিবৃৎকরণ কার্য্যে শ্রীভগবতঃ সাধকতমোপকরণমিতি শঙ্কা নিরাকুর্ব্বন্তি—নচেতি। তাদৃশকরণতয়া জীবেঽঙ্গীকৃতে শ্রীভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বং ব্যাহন্যেত" ইত্যর্থঃ। অথ প্রকারান্তরেণ শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি ন চেতি।

কর্ত্তৃকা হয়, কারণ সেই প্রকারই প্রতীতি হয়। প্রতীতি প্রকার বলিতেছেন-অনেন' প্রবিশ্য' ব্যাকরণ করিব, ইত্যাদি হইতে তাহাই প্রতীতি হয়। অথ আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—নচেতি। অনেন, ইহা সহার্থে তৃতীয়া নহে· কারণ কারক বিভক্তি সম্ভব হইলে উপপদ বিভক্ত বিধান করা অন্যায় হয়। অর্থাৎ যদি বলেন 'অনেন' এই শব্দ সহার্থে তৃতীয়া হইবে, শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে বর্ণিত আছে সহার্থে অপ্রধানে তৃতীয়া বিষ্ণু ভক্তি হয়। এই জীবের দ্বারা' এই স্থলে অপ্রধানে তৃতীয়া হইবে, অতএব অপ্রধান জীবের সহিত শ্রী পরমেশ্বর প্রধানরূপে ত্রিবৃৎকরণ হইবে?

ইহা বলিতে পারে না, কেন? সম্ভবন্ত্যা অনেন জীবেন' এই তৃতীয়া সহার্থে মন্তব্য করা উচিত নহে। এই বিষয়ে ন্যায় আছে-উপপদ বিভক্তি হইতে কারক বিভক্তি বলীয়সী হয়। অথ 'অনেন' এই শব্দের করণ অর্থও সম্ভব নহে, শ্রীপাণিনি বলিয়াছেন সাধকতম করণ, অর্থাৎ যে ব্যাপার অব্যবধানের দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয় তাহা সাধকতম। অতএব ত্রিবৃৎকরণ কার্য্যে শ্রীভগবানের সাধকতম উপকরণ শঙ্কা নিবারণ করিতেছেন নচেতি। অনেন 'শব্দের করণ অর্থও নহে, সত্য সঙ্কল্প ঈশ্বরের কার্য্যে জীবের সাধকতমতার অভাব হয়, অর্থাৎ তাদৃশ করণ রূপ ক্রিয়া জীবে অঙ্গীকার করিলে শ্রীভগবানের সত্য সঙ্কল্পত্বাদিগুণ ব্যাহত হয় ইহাই অর্থ। প্রকারান্তরে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন নচেতি।

ভা. ২।৪।১২।১) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "নামরূপঞ্চ ভূতানাং" (বি. পু. ১।৫।৬৪) ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। তস্মাজ্জীব কর্ত্তৃকা সেতি প্রাপ্তে—

তথাচ—"অনুপ্রবিশ্য" ইতি প্রবেশক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং জীবস্য ভবতু" কিন্তু "নামরূপে ব্যাকরবাণীতি" ব্যাকরণক্রিয়ায়া কর্ত্তা শ্রীভগবানেব; এতদপি ন সম্ভবেৎ' ইত্যাহুঃ "ক্ত্বা" ইতি। তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ৫৭৪, "এককর্ত্তৃকয়োঃ ক্রিয়য়োঃ পূর্ব্বকালস্থধাতোঃ ক্ত্বা" ইতি। যথা "কৃষ্ণং নত্বা স্তৌতি বৈষ্ণবঃ" ইতি।

তস্মাৎ প্রবেশক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং জীবস্য ব্যাকরণ ক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং শ্রীভগবতো ন সম্ভবেৎ, তথাত্বে ব্যাকরণানুশাসন বিরোধাপত্তিরিতি।

ননু "জীবেন" ইতি কর্ত্তরি তৃতীয়ায়াং "ব্যাকরবাণি" ইতি উত্তমপুরুষ প্রয়োগানুপপত্তিঃ। তথাহি ভগবান্পাণিনিঃ—১৪১০৭, "অস্মদ্যুত্তমঃ" ইতি তস্মাদ্ যো বক্তা স এব কর্ত্তা ইতি প্রতীয়তে, বক্তা শ্রীভগবান্ কর্ত্তাঽপি স এব ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—নচেতি। তথাচ—উত্তমপুরুষ প্রয়োগেনাপি ন জীবকর্ত্তৃত্বানুপপত্তিরিতি প্রদর্শয়ন্তি—চারেণ" ইতি। অত্র-অনুপ্রবেশ-সঙ্কল্পনে চারকর্ত্তৃকে ইব তে চ রাজন্যু পচরিতে তথা জীবকর্ত্তৃকে এব তে—প্রবেশ ব্যাক্রিয়ে শ্রীভগবতি-উপচরিতব্যে" ইতি। তস্মাৎ ত্রিবৃৎকরণং জীবস্য এব কর্ম্ম।

যদি বলেন-প্রবেশ জীব কর্ত্তৃক হউক কিন্তু ব্যাক্রিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃকা ইহা বলিতে পারেন না কারণ ক্ত্বা প্রত্যয়ের দ্বারা এক কর্ত্তৃকত্ব বোধ করায়। অর্থাৎ 'অনুপ্রবিশ্য' এই প্রবেশ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব জীবের হউক' কিন্তু নাম রূপে ব্যাকরণ ক্রিয়ার কর্ত্তা শ্রীভগবান হউক, তাহাও সম্ভব নহে, কারণ ক্ত্বা প্রত্যয়ের কর্ত্তা এক জনই হয়। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে এক জন যে ক্রিয়ার কর্ত্তা সেই পূর্ব্বকালস্থ ধাতুর উত্তরে ক্ত্বা প্রত্যয় হয়, যেমন-কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া বৈষ্ণব স্তব করিতেছেন। অতএব প্রবেশ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব জীবের, এবং ব্যাকরণ ক্রিয়ার কর্ত্তা শ্রীভগবান তাহা সম্ভব নহে-তাহা হইলে ব্যাকরণের অনুশাসনের বিরোধাপত্তি হইবে

শঙ্কা—যদি বলেন-জীবেন' এই কর্ত্তরি তৃতীয়া বিভক্তিতে' ব্যাকরবাণি এই উত্তম পুরুষ পদ প্রয়োগের উপপত্তি হইবে না, এই বিষয়ে ভগবান শ্রীপাণিনি বলিয়াছেন-অস্মদ্ শব্দ প্রয়োগে উত্তম পুরুষ হয়।

অতএব যে বক্তা, সেই কর্ত্তা এই প্রকার প্রতীতি হয়, সুতরাং বক্তা শ্রীভগবান এবং কর্ত্ত ও তিনি, এই প্রকার শঙ্কার সমাধান করিতেছেন-নচেতি। সমাধান-যদি বলেন জীব কর্ত্তৃত্ব পক্ষে ব্যাকরবাণি এই উত্তম পুরুষ প্রয়োগের উপপত্তি হইবে না, তাহা বলিতে পারেনা না, উত্তম পুরুষ প্রয়োগেও জীব কর্ত্তৃক সৃষ্টির অনুপপত্তি হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে-চারেনেতি গুপ্তচররূপে শত্রুরাজ্যে অনুপ্রবেশ

নন্থ কোঽসৌ জীবো যস্যেয়ং ব্যাক্রিয়া ? উচ্যন্তে—তথাচ চতুর্ম্মুখাখ্যাৎ জীববিশেষাৎ ইয়ং ব্যাক্রিয়া স্বীকর্ত্তব্যা" ত্রিবৃৎকরণস্য বিরিঞ্চি-কর্ত্তৃত্বে প্রমাণমাহুঃ—নচেতি। বিরিঞ্চি ব্র্হ্মা ইদং ব্যবহারো পযোগিকং ত্রিবৃৎকরণং পরিদৃশ্যমানং জগৎ বিরেচয়তি সৃজয়তি, তথা সর্ব্বান্ কামান বিদধাতি, ব্রহ্মা এব বিরিঞ্চিঃ, এতস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ সকাশাদেব ইমে রূপ-নামানি ভবন্তি।

তথাহি ব্রহ্মণো জীবত্বম্—শ্রীভাগবতে—৪'২৪'২৯' স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতা মেতি" ইতি। অপিচ শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—১।১১ "ভবেৎ কচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। কচিদত্র মহাবিষ্ণু র্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥ তস্মাৎ ব্যাক্রিয়া তু ব্রহ্মণ এব।
এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতি-প্রমাণমাহুঃ—নাম রূপঞ্চ" ইতি।

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্। বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥ ইতি বাক্যশেষঃ। ব্যাখ্যা চ—স ব্রহ্মা আদৌ সৃষ্টি প্রারম্ভে বেদ শব্দেভ্যঃ ভূতানাং পৃথিবী-দেব-মানবাদীনাং নাম রূপানাং কার্য্যাকার্য্যাঞ্চ প্রপঞ্চনং বিস্তারং কৃতবানিত্যর্থঃ। তস্মাৎ জীব কর্তৃকা ব্যাক্রিয়া" ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

করিয়া আমি শত্রুসৈন্যের গণনা করিব এই প্রকার উপচারের দ্বারা উপপত্তি হয়, অর্থাৎ এই স্থলে অনু প্রবেশ ও সঙ্কলন গুপ্তচর কর্ত্তৃক সিদ্ধ হয়, তথাপি তাহা রাজাতে উপচরিত হয়, সেই প্রকার প্রবেশ ও ব্যাক্রিয়া জীব কর্ত্তৃক, শ্রীভগবানে উপচার করা হয়। অতএব ত্রিবৃৎকরণ জীবেরই কর্ম্ম।

শঙ্কা—যদি বলেন-কে সেই জীব যাহার এই ব্যাক্রিয়া ? বলিতেছি-চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নামে জীব বিশেষ হইতে এই ব্যাক্রিয়া স্বীকার করা উচিত। ত্রিবৃৎকরণ প্রক্রিয়ার কর্ত্তা যে বিরিঞ্চি সেই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—নচেতি। এই ব্যাক্রিয়া জীব কর্ত্তৃক হয় তাহা কপোল কল্পনা মাত্র নহে, কিন্তু শ্রুতি প্রমাণ সঙ্গত, সেই শ্রুতি এই প্রকার বিরিঞ্চি এই জগৎ রচনা করেন বিধান করেন, ব্রহ্মাই বিরিঞ্চি, তাহা হইতেই এই নাম ও রূপ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিরিঞ্চ ব্রহ্মা এই ব্যবহারোপযোগি ত্রিবৃৎ কৃত পরিদৃশ্যমান জগৎ বিরেচয়তি সৃষ্টি করেন, তথা সকল কামনার বিধান করেন' ব্রহ্মাই বিরিঞ্চি হয়েন, এই ব্রহ্মার সকাশ হইতেই নাম রূপ সকল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মার জীবত্ব শ্রীভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছে-স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ পুরুষ একশত জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়' অপর শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বর্ণিত আছে কোন মহাকল্পে শ্রীভগবদুপাসনার দ্বারা জীবও ব্রহ্মা হয়, কোন সময় মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা হয়েন। অতএব এই ব্যাক্রিয়া জীবরূপ ব্রহ্মারই হয়।

এবং শ্রুতি প্রমাণ বলিয়া স্মৃতি প্রমাণ বলিতেছেন-নামেতি। ভূতগণের নাম ও রূপ ইত্যাদি স্মরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে বেদশব্দ হইতে পৃথিবী দেব মানবাদি সকলের নাম

॥ওঁ॥ সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ওঁ॥

২।৪।১১।২০।।

তু শব্দাদাক্ষেপো ব্যাবৃত্তঃ। সংজ্ঞামূর্ত্তী নামরূপে তয়োঃ ক৯প্তিঃ ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম, ন তু জীবস্য। কুতঃ? উপদেশাৎ। তত্রৈব তৎ ক৯প্তিনিগদাৎ। ত্রিবৃৎকরণ নামরূপ ব্যাকরণয়োরেক কর্ত্তৃকত্বেনোক্তেরিত্যর্থঃ।

ত্রিবৃৎ করণঞ্চোক্তং—"ত্রীণ্যেকৈকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ ত্র্যর্দ্ধানি বিভজেদ্দ্বিধা। তত্তন্মুখ্যার্দ্ধমুৎসৃজ্য যোজয়েচ্চ ত্রিরূপতা॥ পঞ্চীকরণস্যোপলক্ষণমেতৎ। ন চ ত্রিবৃৎকৃতিশ্চতুর্ম্মুখ্য

সিদ্ধান্ত :—এবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"সংজ্ঞা" ইতি। সংজ্ঞামূর্ত্তী নামরূপে তয়োঃ ক৯প্তিঃ ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ—আকাশাদি পঞ্চমহাভূতানাং সংমিশ্রণকর্ত্তুঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব কর্ম্ম, ন তু জীবস্য, এবং কুতঃ? উপদেশাৎ। শ্রুতিষু ত্রিবৃৎকরণ নামরূপ ব্যাকরণয়োরেক কর্ত্তৃত্বেনোপদেশাদিত্যর্থঃ। ভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টঃ" অথ ত্রিবৃৎকরণং কারিকয়া স্পষ্টয়তি—ত্রিবৃদিতি। ত্রীণি তেজোঽবন্নানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ। একতঃ ত্রীণি অর্দ্ধানি ন্যসেৎ একতঃ ত্রীণি অর্দ্ধানীত্যর্থঃ। অথ একতমানি ত্রীণ্যর্দ্ধানি প্রত্যেকং দ্বিধা কুর্য্যাৎ, এবং দ্বিধাবিভক্তং একতমমর্দ্ধং তত্তন্মুখ্যার্দ্ধং হিত্বা অন্যয়োরর্দ্ধয়োশ্চেৎ যোজয়েৎ তদা প্রত্যেকং ত্রিরূপতা স্যাৎ তথাচ—যস্য অর্দ্ধস্য দ্বৌ ভাগৌ কৃতৌ তৎসম্বন্ধি মুখ্যমর্দ্ধং ত্যক্ত্বা অন্যদীয়য়োঃ মুখ্যার্দ্ধয়ো র্যোজয়েদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মোক্ষধর্ম্ম টীকায়াং শ্রীনীলকণ্ঠপাদাঃ তেজো জলক্ষিত্যয়ঃপ্রত্যেকং দ্বেধা বিভজ্য একস্মিন্নর্দ্ধে স্বেতরয়োরর্দ্ধার্দ্ধংপ্রক্ষিপেৎ

এবং রূপের ও কার্য্য তথা অকার্য্যের বিস্তার করিয়া ছিলেন। অতএব জীব কর্ত্তৃকা এই ব্যাক্রিয়া, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য

সিদ্ধান্ত—এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন·সংজ্ঞেতি সংজ্ঞামূর্ত্তী নামওরূপ তাহাদের ক৯প্তি ব্যাক্রিয়া ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ আকাশাদি পঞ্চমহা ভূতের সংমিশ্রণ কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবেরই কর্ম্ম, কিন্ত জীবের নহে এই প্রকার কেন? উপদেশ হেতু অর্থাৎ শ্রুতি সকলে ত্রিবৃৎকরণ নাম রূপ ব্যাকরণের এক জনই কর্ত্তা উপদেশ করা হেতু ইহাই অর্থ। সূত্রস্থ 'তু' শব্দের দ্বারা আক্ষেপ সকল ব্যাবৃত্ত করা হইল। সংজ্ঞামূর্ত্তী নাম ও রূপ তাহাদের ক৯প্তি ব্যাক্রিয়া সংমিশ্রণ ত্রিবৃৎকর্ত্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম, কিন্ত জীবের নহে। কেন? উপদেশ হেতু, শ্রীপরমেশ্বরেরই সেই ব্যাক্রিয়া বর্ণনা করা হেতু

উপদেশ অর্থাৎ ত্রিবৃৎকরণ এবং নাম রূপের ব্যাকরণ এই দুই ক্রিয়ার একজনই কর্ত্তা হওয়া হেতু ইহাই অর্থ। অনন্তর ত্রিবৃৎকরণ কারিকার দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন ত্রিবৃদিতি। ত্রিবৃৎকরণ এই প্রকার কথিত হইয়াছে তিনটির এক একটিকে দ্বিধা করিবে, অর্দ্ধেককে দ্বিধা করিবে, তন্মধ্যে মুখ্য অর্দ্ধ ত্যাগ করিয়া যোজনা করিবে তাহা ত্রিরূপতা হয়। অর্থাৎ তিনটি তেজ জল অন্ন প্রত্যেককে দুই ভাগ

শক্যা বক্তুম্। ত্রিবৃৎকৃত তেজোঽবন্ননির্ম্মিতাণ্ডমধ্য জাতত্বাত্তস্য।

তথাচ স্মৃতিঃ (শ্রীভাগ. ২।৪।১৭) তস্মিন্নণ্ডেঽভব্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ। তস্মাৎ "সেয়ং" ইত্যত্র নামরূপব্যাকৃতি ত্রিবৃৎকৃত্যোরেক কর্তৃত্বং বিবক্ষিতম্।

ন তু পৌর্ব্বাপর্য্যমর্থক্রমেণ পাঠ ক্রমস্য বাধাৎ পূর্ব্বাত্রিবৃৎ কৃতিরুত্তরা তু নামরূপ ব্যাকৃরিতি।

ন চাত্রিবৃৎকৃতৈঃ তেজোঽবন্নৈরণ্ডোৎপত্তিঃ। অত্রিবৃতাং তেষাং তত্রাসামর্থ্যাৎ, তথাহি স্মৃতিঃ (শ্রীভা. ২।৫।৩২-৩৩) যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ। যদায়তন নির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম॥ তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ ইত্যাদ্যা। ইহ পঞ্চীকরণমুক্তং তচ্চেত্থং বোধ্যম্—

অনেন ত্রিবৃৎকরণদ্বারেণ পঞ্চীকরণমপ্যুপপাদিতং স্যাদিতি দর্শয়ন্তি— পঞ্চীকরণমিতি। অথ বিরিঞ্চো বা ইদম্" ইত্যনেন যদ্ ব্রহ্মণ এব সর্ব্ব কর্ত্তৃত্বং ব্যাখ্যাতং তন্নিরাকুর্ব্বন্তি নচেতি। অথ ব্রহ্মোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব ত্রিবৃৎকরণমিতি স্মৃতি বাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি —তস্মিন্নিতি। স্পষ্টম্। পাঠক্রমস্য বাধাদিতি— ত্রিবৃৎকরণন্তু ঈশ্বরকার্য্যম্ নামরূপব্যাকরণন্তু চতুর্ম্মুখ জীবস্য কার্য্যমিতি তু অর্থভেদে ক্ত্বা প্রত্যয়স্য ব্যর্থতাপত্তেরিতি। তস্মাদ্‌যথোক্তমেব সাধু।

করিতে হইবে। একদিকে তিনটির অর্দ্ধেক ভাগ রাখিবে, অন্যদিকে তিনটির অর্দ্ধেক ভাগ রাখিবে। অনন্তর তিনটির অর্দ্ধেক যে একভাগ তাহাদের প্রত্যেককে দুইভাগ করিবে, এই প্রকার দ্বিধা বিভক্ত একভাগের অর্দ্ধেক তাহার মুখ্য অর্দ্ধভাগকে ত্যাগ করিয়া অন্য অর্দ্ধেকদ্বয়ের সহিত যোজনাকরিলে প্রত্যেক ত্রিরূপতা হয়।

অর্থাৎ যাহার অর্দ্ধেকের দুই ভাগ করা হইবে তৎসম্বন্ধী মুখ্য অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দুইটি মুখ্যভাগে যোজনা করিবে ইহাই অর্থ। অপর মোক্ষ ধর্ম্ম টীকায় শ্রীনীলকণ্ঠপাদ বলিয়াছেন তেজ জল পৃথিবী প্রত্যেককে দুইভাগে বিভাগ করিয়া অর্দ্ধেক একভাগে স্বভিন্ন অন্যের অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ মিলিত করিবে। এই ত্রিবৃৎকরণ দ্বারা পঞ্চীকরণও উপপাদিত হইয়াছে তাহা দেখাইতেছেন এই প্রকার পঞ্চীকরণও উপলক্ষিত হইল।

অনন্তর 'বিরিঞ্চো বা ইদং' ইহার দ্বারা যে ব্রহ্মারই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা নিরাকরণ করিতেছেন নচেতি। এই ত্রিবৃৎক্রিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কার্য্য বলিতে সমর্থ হইবে না, যে হেতু ত্রিবৃৎকৃত তেজ জল অন্ননির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মা জাত হইয়াছেন। অথ ব্রহ্মার উৎপত্তির পূর্ব্বেই ত্রিবৃৎকরণ হইয়াছে তাহা স্মৃতিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন তথাচেতি। এই বিষয়ে স্মৃতিবাক্য সেই ত্রিবৃৎকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জাত হয়। অতএব 'সেই এই'

অথ ত্রিবৃৎকরণাৎ প্রাক্ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির্নাস্তি কুতস্তন্মধ্যগতো ব্রহ্মা—ইতি শ্রীভাগবত বচন প্রমাণেন নিরূপয়ন্তে নচেতি। যদেতি—হে ব্রহ্মবিত্তম! শ্রীনারদ! যদা এতে ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ ভাবাঃ অসঙ্গতাঃ সন্তঃ যদা আয়তনস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ, তদা তে ভগবৎ শক্তিচোদিতাঃ অন্যোন্য সংহত্য চ সদসত্ত্বমুভয়মুপাদায় অদঃ সসৃজুঃ" ইত্যন্বয়ঃ। টীকা চ শ্রীস্বামিপাদানাম্—যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন্ অতএব তদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ, সদসত্ত্বং প্রধান গুণ ভাবং উপাদায় স্বীকৃত্য উভয়ং সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরং সসৃজুরিতি

ইহ শ্রীভাগবতে পঞ্চীকরণমুক্তং ভবতি" তচ্চ ইত্থং বোধ্যমিতি কারিকায়ামাহুঃ—বিভজ্য" ইতি। দেবঃ সৃষ্ট্যাদিলীলাবিলাসী শ্রীগোবিন্দদেবঃ ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোমাখ্যানি পঞ্চভূতানি আদৌ দ্বিধা বিভজ্য তেষাং পঞ্চার্দ্ধানি একতঃ স্থাপয়তি, অন্যানি পঞ্চার্দ্ধানি তু একতঃ। অথ তদর্দ্ধানি তেষাং দ্বিধ বিভক্তানাং পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্চখণ্ডানি পুনরর্দ্ধভাগানি প্রত্যেকং চতুঃ খণ্ডানি কৃত্বা তত্তচ্চতুর্দ্ধা-বিভক্তং পঞ্চানামর্দ্ধানামেকতমমর্দ্ধং তদন্যেষু মুখ্যেষু স্থূলেষু যুঞ্জন্ স দেবঃ পঞ্চানাং ভূতানাং পঞ্চীকৃতিং প্রত্যেকং পঞ্চরূপতাং পশ্যতি স্ম অদ্রাক্ষীদিতি।

অথ প্রকারান্তরেণ ত্রিবৃৎকরণমাক্ষিপন্ সমাধান প্রকারমাহুঃ অন্নেতি। তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।৫।১, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠোধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" ইতি।

এই স্থলে নাম রূপের ব্যাকৃতি এবং ত্রিবৃৎ কৃতির এক কর্তৃত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে কিন্তু পৌর্ব্বাপর্য্য পূর্ব্ব ও পর নহে, কারণ অর্থ ক্রমের দ্বারা পাঠক্রমের ভেদ হয়। অর্থাৎ ত্রিবৃৎকরণ ঈশ্বরের কার্য্য, এবং নামরূপ ব্যাকরণ চতুর্ম্মুখ জীবের কার্য্য এই প্রকার অর্থভেদ করিলে ক্ত্বা প্রত্যয়ের ব্যর্থতাপত্তি হয়। পূর্ব্বে ত্রিবৃৎক্রিয়া উত্তরে বা পরে নামরূপ ব্যাকৃতি। অতএব যথোক্ত প্রকারই সিদ্ধান্ত সঙ্গত।

অথ ত্রিবৃৎকরণের পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডেরই উৎপত্তি হয় না, তাহার মধ্যগত ব্রহ্মা কোথায়? ইহা শ্রীভাগবত বচন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন নচেতি। অত্রিবৃৎকৃত তেজ জল অন্নসমূহের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় না, এই বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণ হে ব্রহ্মবিত্তম শ্রীনারদ! যে কালে এই ভূত ইন্দ্রিয় মন গুণ ভাব সকল সঙ্গ রহিত হইয়া এই আয়তন ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণে সমর্থ হইল না, সেই কালে তাহারা শ্রীভগবানের শক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পরস্পর মিলিত ও সৎ এবং অসৎ এই উভয় গ্রহণ করতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীস্বামিপাদের টীকা এই প্রকার যে কালে এই পদার্থ সকল অমিলিত ছিল, অতএব সে কালে আয়তন শরীরের নির্ম্মাণে সমর্থ হইল না সেই সময় সদসৎ প্রধান ও গৌণ ভাব স্বীকার করিয়া উভয় সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ শরীর সৃষ্টি করিলেন এই প্রকার শ্রীভাগবতে পঞ্চীকরণ কথিত হইল, তাহা এই

"বিভজ্য দ্বিধা পঞ্চভূতাণি দেব স্তদর্দ্ধানি পঞ্চার্দ্ধ ভাগানি কৃত্বা অন্যেষু মুখ্যেষু ভাগেষু তত্তৎ নিযুঞ্জন্ স পঞ্চীকৃতিং পশ্যতি স্ম ।। অন্নমসিতং ত্রেধা বিধীয়তে" (ছা. ৬৷৫৷১) ইত্যাদৌ তু পৃথিব্যাদেরেকৈকস্য ত্রেধা পরিণামো বর্ণ্যতে, ন তু ত্রিবৃৎকৃতিঃ।

ন চ "অনেন জীবেন" (ছা. ৬৷৩৷২) ইতি জীবস্য নামরূপ নির্ম্মাতৃত্বং বোধয়েদিতি

কিঞ্চ আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যো মধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ স প্রাণঃ" ইতি তথা তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্ ইতি। "অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাগিতি" ইতি। (৬৷৫৷২-৩-৪) ইত্যাদৌতু— ইতি।

তস্মাৎ পুরুষেণ ভক্ষিতমন্নং পুরীষং মাংসংমনশ্চেতি ত্রেধা পরিণমতে। এবং পুরুষেণ পীতা আপ মূত্রং লোহিতং প্রাণশ্চেতি ত্রেধা পরিণমতে। তথা—তেনাশিতং তেজোঽগ্ন্যাদি-দীপকং ঘৃতাদি অস্থি মজ্জা বাক্চেতি ত্রিধা পরিণমতে। অত্র তু পুরুষেণ জীবেন ভক্ষিতং তথা ভবতি, নাত্র শ্রীভগবতঃ কর্তৃত্বম। তস্মাৎ নামরূপাদীনাং ব্যাক্রিয়া তু জীবস্য এব। ন চাপ্রামাণিক মিদং মতং তথাচাত্র শ্রুতিঃ—ইতি প্রদর্শয়ন্নাহুঃ — "ন চ" ইতি।

ন চ "অনেন জীবেন" ইতি ছান্দোগ্যবাক্য প্রমাণেন জীবস্য এব নামরূপ নির্ম্মাতৃত্বং বোধয়েৎ'

প্রকার জানিতে হইবে-দেব পঞ্চভূতকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধে পঞ্চ ভাগ করতঃ অন্য মুখ্য ভাগে তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া তিনি পঞ্চীকরণ দেখিয়া থাকেন।

অর্থাৎ দেব সৃষ্ট্যাদি লীলাবিলাসী শ্রীগোবিন্দদেব পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ নামে পঞ্চ ভূতকে প্রথমতঃ দুইভাগ করিয়া তাঁদের পঞ্চভাগের অর্দ্ধেক ভাগ পৃথক করতঃ স্থাপন করেন। অন্য পঞ্চার্দ্ধভাগ অন্যত্র স্থাপন করেন।

অথ সেই দ্বিধ বিভক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চখণ্ডকে পুনরায় প্রত্যেকের চারিখণ্ড করিয়া সেই চারিভাগে বিভক্ত পঞ্চভূতের অর্দ্ধকে এক অর্দ্ধকে তাহার অন্য মুখ্য স্থূল ভাগে নিক্ষেপ করিয়া সেই দেব পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বা প্রত্যেককে প্রপঞ্চরূপে অবলোকন করেন।

অনন্তর প্রকারান্তরে ত্রিবৃৎকরণ অক্ষেপ পূর্ব্বব সমাধান করিতেছেন অন্নেতি। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে-অন্নভক্ষণ করিলে তিনভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ অন্নভক্ষণ করিলে তিনভাগ হয় তাহার হে স্থূল ধাতু তাহা বিষ্ঠা হয়, যে মধ্যম ভাগ তাহা মাংস হয়, যে অণিষ্ঠ ভাগ তাহা মনঃ হয়। অপর জল পান করিলে তিনভাগ হয়, তাহার স্থূল ভাগ মূত্র হয়, মধ্যম ভাগ রক্ত হয়, সূক্ষ্ম ভাগ প্রাণ হয়। তথা তেজ ভক্ষণ করিলে তিনভাগ হয়, তাহার স্থূল ভাগ অস্থি হয়, মধ্যম ভাগ মজ্জা হয়, ও সূক্ষ্মভাগ তাহা বাক্ :য়

হে সৌম্য ! অন্নময় মনঃ, জলময় প্রাণ, এবং তেজোময়ী বক্। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা

বাচ্যম্। "আত্মনা জীবেন" ইতি সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমতস্তদ্ ব্যাপিনো ব্রহ্মণ এব ত্রিবৃৎকর্ত্তৃত্বাভিধানাৎ।

এতেন "বিরিঞ্চো বা" ইত্যাদিকং ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ প্রবিশ্য উত্তম পুরুষয়োরকষ্টতা মুখ্যার্থতা চ স্যাৎ। তথাচ প্রবেশ ব্যাকরণয়োরেককর্ত্তৃকতা চ। তস্মাদীশ কর্ত্তৃকৈব তদ্ব্যাকৃতিঃ।

ইতি ন চ বাচ্যমিত্যর্থঃ। তস্যাসঙ্গতে হে'তুমাহুঃ—আত্মনা" ইতি। জীবস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিত্বং শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে—৬।৭।৬১, বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি-রিষ্যতে॥ শ্রীগীতাসু—৭।৫, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ তস্মাদ্ "আত্মনা জীবেন" ইতি সামানাধিকরণ্যেন জীবশক্তিমতঃ, জীবব্যাপিনঃ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব ত্রিবৃৎকর্ত্তৃত্বাভিধানাৎ। কিঞ্চ "অন্নমশিতম্," ইত্যনেন নাত্র ত্রিবৃৎকরণং প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু পুরুষেণ ভক্ষিতমন্নাদি ভাগত্রয়েণ পরিণমতে, "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" (ছা০ ৬ ৫ ৪) ইত্যত্র মনসো ভৌমত্বং বিরোধম্, এবং সর্ব্বত্র ইতি।

ত্রিবৃৎকরণ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু পৃথিব্যাদি এক একটির ত্রিবিধ পরিণাম বর্ণন করিতেছেন অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্ন পুরীষ মাংস ও মনঃ রূপে পরিণত হয়। এবং পুরুষকর্ত্তৃক পীত জল মূত্র রক্তও প্রাণ হয়। তেজ ভক্ষণ করিলে অস্থি মজ্জা ও বাক্ হয়।

এই স্থলে পুরুষ নামধারী জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্নাদি বিষ্ঠাদি হয়, কিন্তু এই স্থলে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব নাই, অতএব নামরূপাদির ব্যাক্রিয়া জীবের কর্ম্ম, এই মত অপ্রামাণিক ও নহে, শ্রুতি প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতেছেন নচেতি।

এই জীবকর্ত্তৃক' এই প্রকারই জীবের নামরূপ নির্ম্মাণ কর্ত্তৃত্ব বোধে করাইতেছে, ইহা বলিতে পারেন না, কারণ আত্মা জীবের সহিত, এই প্রকার সামানাধিকরণ্যের দ্বারা জীব শক্তিমৎ তাহার ব্যাপক পর ব্রহ্মেরই ত্রিবৃৎকৃতি কথিত হইয়াছে, জীবের নহে। অর্থাৎ এইজীব কর্ত্তৃক' এই ছান্দোগ্য বাক্য প্রমাণের দ্বারা জীবেরই নামরূপ নির্ম্মাণ কারিত্ব বোধকরাইতেছে এই বলিতে পারেন না, কারণ তাহা অসঙ্গত অসঙ্গতি কারণ বলিতেছেন—আত্মনা' জীব শক্তি যুক্ত শক্তিমান শ্রীগোবিন্দ-দেবেরই কর্ম্ম ত্রিবৃৎক্রিয়া।

জীব যে পরব্রহ্মের শক্তি তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুর তিনটি শক্তি প্রধান প্রথম পরা স্বরূপ শক্তি, অপর, ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শক্তি, তৃতীয়া কর্ম্ম শব্দবাচ্যা অবিদ্যা শক্তি। শ্রী গীতায় কথিত আছে-হে মহাবাহো! আমার আপরা প্রকৃতি নামে জীবরূপা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা জগৎ ধারণ করা হয়। অতএব, আত্মনা জীবের' এই সামানাধিকরণ্যর দ্বারা জীবশক্তিমৎ জীবব্যাপি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেরই ত্রিবৃৎকরণ কার্য্য কথিত হইয়াছে, জীবের নহে। অপর, অন্ন ভক্ষণ করিলে,

"সর্ব্বাণিরূপাণি বিচিত্য ধীরো নামাণি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" (শ্রীমাধ্ব ভা° ২।৪।১২।২১) ইতি তৈত্তিরীয়কাচ্চ ।।২০।।

এবং ত্রিবৃৎকার্য্যং সর্ব্বকর্ত্তুঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব প্রতিপাদনেন পূর্ব্বপক্ষিতং সর্ব্বং ব্যাখ্যাতং ভবতীতি নিরূপয়ন্তি—"এতেন" ইতি। এবঞ্চ- "প্রবিশ্য" ইতি "ক্ত্বা" প্রত্যয়স্য, তথা "ব্যাকরবাণি" ইতি উত্তম পুরুষ প্রয়োগস্য চ ন কামপি বিপ্রতিপত্তিঃ ; তস্মান্মুখ্যার্থ এব সঃ। অথ সারার্থমাহুঃ—তথাচ" ইতি।

সঙ্গতি :—অথ সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্ত্যধিকরণস্য সঙ্গতিপ্রকারমাহুঃ—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্ব-শক্তিমৎ-সর্ব্বনিয়ামক -সর্ব্বস্রষ্টৃ-সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব ব্যাকৃতিঃ, ন তু জীব বিশেষস্য চতুর্ম্মুখস্য ইতি। অথ তৈত্তিরীয়কারণ্যক বাক্যেন স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য রূপনাময়োঃ কর্ত্তৃত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—সর্ব্বাণি" ইতি। ধীরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকৃৎ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বাণি রূপাণি দেব মনুষ্যাদি শরীরাণি বিচিত্যনির্ম্মাণং কৃত্বা নামাণি চ তেষাং কৃত্বা নামরূপভাজো জীবানুৎপাদ্য : তৈ র্নিজ—

ইহার দ্বারা ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদন করা হয় নাই' কিন্তু পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্নাদি ভাগত্রয়ে পরিণত হয়।

আরও হে সৌম্য অন্নময়ই মনঃ' এইস্থলে মনের ভৌমত্ব বিরোধ হইবে এই প্রকার সর্ব্বত্রই বিরোধ বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবেরই এই ত্রিবৃৎকার্য্য' ইহা প্রতিপাদনের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সকল ব্যাখ্যা করা হইল তাহা নিরূপণ করিতেছেন—এতেনেতি। এই প্রকার ব্যাখ্যানের দ্বারা 'বিরিঞ্চিই ত্রিবৃৎ কর্ত্তা' ইত্যাদিও ব্যাখ্যা করা হইল।

এবং প্রবিশ্য এই ক্ত্বা প্রত্যয়ের, তথা ব্যাকরবাণি এই উত্তম পুরুষ প্রয়োগেরও কষ্ট কল্পনা হয় না, এবং মুখ্যার্থও ব্যক্ত হয় অতঃ কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি নাই। অতএব তাহাই মুখ্যার্থ বুঝিতে হইবে। অনন্তর এই প্রকরণের সারার্থ বলিতেছেন-তথাচেতি। সুতরাং প্রবেশ ও ব্যাকরণ ক্রিয়ার এক কর্ত্তৃতা, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ এবং পঞ্চীকরণাদির কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবই হয়েন, জীব নহে।

সঙ্গতি—অনন্তর সংজ্ঞা মূর্ত্তিক৯প্ত্যধিকরণের সঙ্গতি প্রকার বলিতেছেন-তস্মাদিতি। অতএব শ্রীপরমেশ্বর কর্ত্তৃকা এই ব্যাকৃতি। অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তিমৎ সর্ব্ব শক্তি নিয়ামক সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগোবিন্দদেবেই এই ব্যাকৃতির কর্ত্তা, কিন্তু জীব বিশেষ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নহে। অনন্তর তৈত্তিরীয় আরণ্যক বাক্যের দ্বারা নাম রূপের কর্ত্তৃত্ব স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবেরই তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্ব্বনীতি। ধীর রূপ সকল করিয়া নাম করতঃ অভিবদন্ বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ ধীর

অথ মূর্ত্তিশব্দিতো দেহঃ পরীক্ষ্যতে। "শরীরং পৃথিবীমপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ পার্থিবো দেহঃ। "অদ্ভ্যো হীদমুৎপদ্যতে, আপো বাব মাংসমস্থি চ ভবন্তি, আপঃ শরীরং আপ এবেদং সর্ব্বম্" ইতি শ্রুতেরাপ্যঃ।

"স অগ্নের্দেবযোন্যাঃ" ইত্যাদি শ্রুতেস্তৈজসশ্চ। ইহ ভবতি সংশয়ঃ—দেহঃ

বিভিন্নাংশৈরভিবদন্ বাচং প্রকাশয়ম্ আস্তে বিরাজতে ইত্যর্থঃ। অতো ব্যষ্টিসৃষ্টিভূতা নামরূপ ব্যাক্রিয়া শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব ইতি ভাষ্যার্থঃ॥

নির্ম্মাতা নামরূপয়োঃ সংজ্ঞামূর্ত্তেশ্চ কারকঃ।
সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ কৃষ্ণো ন জীবঃ স্যাচ্চতুর্ম্মুখঃ॥
সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বকর্ত্তঃ! হে সর্ব্বেশ! শ্যামসুন্দর!
ভক্তবৎসল! গোবিন্দ! মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ॥২০॥

অথাত্রৈবাধিকরণং ভবিতুং অর্হতি। অথ পূর্ব্বসূত্রে যা "মূর্ত্তিঃ" ইতি উক্তং তস্যবিস্তারয়ন্ আহুঃ—অথেতি। "শরীরং পৃথিবীম্" অপ্যেতি-প্রাপ্নোতি ইতি শ্রুতেরিতি। শেষং প্রকটার্থম্। তথাচ—দেহস্য ক্বচিৎ পার্থিবত্বম্, ক্বচিদাপ্যত্বম্, ক্বচিৎ তৈজসত্বঞ্চ শ্রুতম্। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকৃৎ শ্রীগোবিন্দদেব সকল রূপ দেবমানবাদির শরীর সকল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদের নাম করিয়া নামরূপধারী জীবগণকে উৎপাদন করিয়া, তাহার দ্বারা নিজ বিভিন্নাংশ জীব কর্ত্তৃক বাক্য প্রকাশ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ইহাই অর্থ।

অতএব ব্যষ্টি সৃষ্টি ভূতা নামরূপ ব্যাক্রিয়া শ্রীগোবিন্দদেবেরই কার্য্য ইহাই ভাষ্যার্থ। সর্ব্বজ্ঞ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাম ও রূপের নির্ম্মাতা এবং সংজ্ঞা এবং মূর্ত্তির কারক হয়েন, কিন্তু চতুর্ম্মুখ জীব নহে। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সর্ব্ব কর্ত্তা! হে সর্ব্বেশ্বর! হে শ্যামসুন্দর! হে ভক্তবৎসল! হে শ্রীগোবিন্দ! আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন॥২০॥

এই স্থলেও অধিকরণ হওয়া উচিত ছিল। অথ পূর্ব্ব সূত্রে যে মূর্ত্তি বলিয়াছেন তাহা বিস্তার করিয়া বলিতেছেন-অথেতি। অনন্তর মূর্ত্তি শব্দ বাচ্য দেহ পরীক্ষা করিতেছেন বিষয় মানব শরীর পৃথিবী প্রাপ্ত হয় এই শ্রুতি প্রমাণে মানব দেহ পার্থিব হয়। জল হইতে এই দেহ উৎপন্ন হয় জলই মাংস ও অস্থি হয় জলই শরীর, জলই সকল হয়, এই প্রমাণে শরীর জলীয় হয়। এই শরীর দেবযোনি অগ্নি হইতে জাত হয়। ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তৈজস বলিয়া অনুমিত হয়।

অর্থাৎ মানব শরীরকে কোথাও পার্থিব কোথাও জলীয়, কোথাও বা তৈজস বলা হইয়াছে, ইহাই বিষয়।

পার্থিবঃ? আপ্যঃ? তৈজসশ্চ স্যাৎ? উত সর্বেঽপি ত্র্যাত্মক ইতি। ত্রৈবিধ্যশ্রবণাদনির্ণয়েন ভাব্যমিতি প্রাপ্তে—

।।ওঁ।। মাংসাদিভৌমং যথা শব্দমিতরয়োশ্চ ।।ওঁ।।

২।৪।১১।২১।।

মাংসাদ্যেব দেহস্থ ভৌমং ভূমেঃ কার্য্যং ভবতি। তথেতরয়োর্জলতেজসশ্চ কার্য্যমসৃগস্থ্যাদিকং তত্রাস্তি। তদেতৎ যথাশব্দমভ্যুপেয়ম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মুত্থাপয়তি—"ইহেতি" শেষং স্পষ্টম্। ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ এবং সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষয়তি ত্রৈবিধ্য" ইতি। ক্বচিৎ পার্থিবং শরীরম্, ক্বচিৎ তৈজসং ক্বচিদাপ্যং শ্রবণাৎ ইদমিত্থং রূপেণ নির্ণয়াভাবাৎ কিমাত্মকং শরীরমিতি নিশ্চয়াভাবং স্যাৎ ইতি।
সিদ্ধান্তঃ এবং পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ-"মাংসাদি" ইতি। যথা শব্দং-শ্রুতি বর্ণনানুসারং মাংসাদি-মাংসপুরীষ মনাংসি ভৌমম্, ভূমেঃ কার্য্যং ভবতি, ইতরয়োশ্চ—তেজ জলয়োশ্চ তথা কার্য্যং ভবতীতি এবং জলস্য—মূত্রং, লোহিতং মনঃ কার্য্যং ভবতি, তেজসঃ—অস্থি-মজ্জা বাক্ ইতি কার্য্যং ভবতীত্যর্থঃ।

ভাষ্যস্থ প্রকটার্থম্ অথ সূত্রস্থ "শব্দঃ" পদস্য ব্যাখ্যানমাহুঃ "যদিতি" অত্র শরীরে যৎ কঠিনং দ্রব্যং সা পৃথিবী, পৃথিব্যাঃ কার্য্যং ভবতি, যদ্ দ্রবং শোণিতং তৎ আপঃ জলস্য কার্য্যং ভবতি, কিঞ্চ যৎ উষ্ণং উষ্ণস্পর্শযুক্তং ঔদর্য্যাগ্ন্যাদি তৎ তেজঃ, তত্তেজসঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ উত্থাপন করিতেছেন-ইহেতি। এই স্থলে সংশয় হইতেছে, মানব দেহ পার্থিব? অথবা জলীয়? কিম্বা তৈজস হইবে? সকলেই ত্র্যাত্মক ত্রিবিধ বিকার যুক্ত? ইহা সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সংশয়ে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন-ত্রৈবিধ্যমিতি। ত্রিবিধ দেহ শ্রবণ হেতু অনির্ণয় হউক, অর্থাৎ কোন স্থলে পার্থিব শরীর, কোথাও তৈজস কোথাও বা আপ্য শ্রবণ হেতু ইহা এই প্রকার এই রূপ নির্ণয়ের অভাব বশতঃ কি প্রকার এই শরীর তাহা নিশ্চয়ের অভাব হইতেছে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—মাংসাদীতি। যথাশব্দ শ্রুতি বচনানুসারেই মাংসাদি ভৌম কার্য্য ইতর জল তেজের

শব্দশ্চ "যৎ কঠিনং সা পৃথিবী, যদ্দ্রবং তদাপো, যদুষ্ণং তত্তেজঃ" (গর্ভ. ১) ইতি গর্ভোপনিষৎ। তথাচ সর্ব্বো দেহস্ত্রিরূপঃ সিদ্ধঃ ॥২১॥

ননু সর্ব্বং চেদ্ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি কিং নিমিত্তোঽয়ং ব্যপদেশঃ ইদংতেজ ইমা আপ ইয়ং পৃথিবীতি ? তৈজস মাপ্যং পার্থিবং চ শরীরর মিতি তত্রাহ -

---

তথাচ —সর্ব্বে দেহাঃ ত্রিরূপস্বরূপাঃ উপলক্ষণমেতৎ কিন্তু শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্ তথাহি গর্ভোপনিষদি —১. অস্মিন্ পঞ্চাত্মকে শরীরে কা পৃথিবী কা আপঃ কিং তেজঃ কো বায়ু কিমাকাশম্ ইত্যস্মিম্ পঞ্চাত্মকে শরীবে তত্র যৎ কঠিনং সা পৃথিবী যদ্‌দ্রবং তা আপঃ যত্তুষ্ণং তত্তেজঃ যৎ সঞ্চরতি স বায়ুঃ যৎ সুষিরং তদাকাশমিত্যুচ্যতে" ইতি। তস্মাৎ শ্রুতি প্রমাণানুসরেণৈব স্থূলশরীরং পাঞ্চভৌতিকমিতি। স্বীকর্ত্তব্যমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥২১॥

অথ দেহস্য ত্রিরূপত্বে সিদ্ধে পুনঃ শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—"ননু" ইতি। ভাষ্যন্তু প্রকটার্থম্। তথাচ—যদি সর্ব্বমেব ভূতভৌতিকং ত্রিরূপং তর্হি ইদং তোজোঽভক্ষিতস্য কার্য্যম্" ইত্যাদি—ব্যবহারস্তু

কার্য্য,। অর্থাৎ শ্রুতিবাক্য বর্ণনানুসারে মাংসাদি পুরীষ মনঃ ভূমির কার্য্য সুতরাং তাহারা পার্থিব। অন্যদ্বয়ের তেজও জলের সেই প্রকার কার্য্য হয়, তেজের অস্থিমজ্জা ও বাক্ কার্য্য হয়, জলের মূত্র রক্ত এবং প্রাণ কার্য্য হয় ইহাই অর্থ।

দেহের মাংসাদি ভৌম ভূমির কার্য্য হয়। তথা ইতর জল ও তেজের কার্য্য রক্ত এবং অস্থি প্রভৃতি হয়, তাহা যথা শব্দ যথক্রমে স্বীকার করিতে হইবে। অনন্তর সূত্রস্থ 'শব্দ' পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন যদিতি এই শরীরে যে কঠিন দ্রব্য তাহা পার্থিব পৃথিবীর কার্য্য যাহা দ্রব শোণিতাদি তাহা আপ্য জলের কার্য্য হয়, যাহা উষ্ণ উষ্ণ স্পর্শযুক্ত ঔদর্য্যাগ্ন্যাদি তাহা তৈজস তেজের কার্য্য হয় ইহা গর্ভোপনিষদে বর্ণিত আছে। সুতরাং সকল দেহই ত্রিরূপ স্বরূপ। ইহা উপলক্ষণ মাত্র, কিন্তু শরীর পাঞ্চভৌতিকই হয়।

এই বিষয়ে গর্ভোপনিষদে বর্ণিত আছে—এই পঞ্চাত্মকে শরীরে কে পৃথিবী ? কে জল ? কে তেজঃ ? কে বায়ু ? কে আকাশ ? এই পঞ্চাত্মকে শরীরে যাহা কঠিন তাহা পৃথিবী, যাহা দ্রব তাহা আপ যাহা উষ্ণ তাহা তেজ, যাহা সঞ্চরণ করে তাহা বায়ু, যাহা সুষির ছিদ্র তাহা আকাশ কথিত হয়। অতএব শ্রুতিবাক্য প্রমাণানুসারেই স্থূল শরীর পাঞ্চ ভৌতিক স্বীকার করিতে হইবে ॥২১॥

অনন্তর দেহের ত্রিরূপতা বিষয়ে সিদ্ধ হইলে পুনঃ আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন-নম্বিতি।

॥ওঁ॥ বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ওঁ॥ ২।৪।১১।২২॥

শঙ্কাচ্ছেদায় তু শব্দঃ। সত্যপি সর্ব্বত্র ত্রৈরূপ্যে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ ভূতস্য বৈশেষ্যাদা-

---

কথমুপপত্তিরিতি। ইতি আশঙ্কায়ামুত্থিতায়াং সমাধান সূত্রমাহ—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বৈশেষ্যাদিতি। বিশেষস্য ভাবো বৈশেষ্যম্ ভূয়স্ত্বমিত্যর্থঃ। ত্রিবৃৎকরণেন সর্ব্বত্র ভূতভৌতিকে সমানেঽপি যত্র যদ্‌ভূতস্যাধিক্যং তৈস্যেব তদ্‌বাদ ইতি, অত্র সূত্রস্থ "তু" শব্দেন শঙ্কা নিরাকৃতা বেদিতব্যা, ভাষ্যাংশস্তু স্পষ্টার্থঃ।

তথাচ—ত্রিবৃৎকরণানন্তরং পঞ্চীকরণানন্তরং বা যত্র ভাগে যস্যাংশস্যাধিক্যং তস্যাধিক্যাৎ তথা বাদঃ তাদৃশো ব্যবহার সঙ্গচ্ছেতে' ইতি তস্মাদ্ যত্র পার্থিবাংশস্যাধিক্যং তত্র পৃথিবী ব্যবহারঃ; এবমগ্রেঽপি। তদেবং সর্ব্বাষাং বিরুদ্ধানামবিরুদ্ধানাঞ্চ শ্রুতীনাং পরব্রহ্মণি স্বয়ং ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেব এব সমন্বয়ঃ সিদ্ধঃ॥

ইতি সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্ত্যধিকরণং একাদশং সম্পূর্ণম্॥১১॥

ইত্থং ষট্ পঞ্চাশদধিক—একশততম সূত্রকেণ চতুঃপঞ্চাশদধিকরণকেণ, দ্বিতীয়াধ্যায়েন শ্রীগোবিন্দ সমন্বয় প্রতিকূলান্ সাংখ্যাদি পরপক্ষান নিরাকৃত্য শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ সর্ব্বশ্রুতিপ্রাণ-বল্লভং শ্রীশ্যামসুন্দরং যাচতে বর্দ্ধস্ব" ইত্যাদি।

যদি বলেন সকল ভুত ভৌতিক বস্তু ত্রিরূপ তাহা হইলে কি নিমিত্ত এই প্রকার ব্যপদেশ ব্যবহার হয়, যেমন এই তেজ ইহা জল এই পৃথিবী তৈজস জলীয় পর্থিব শরীর ইত্যাদি। অর্থাৎ সকল ভূত ভৌতিক পদার্থ ই ত্রিরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা তেজ ভক্ষণের কার্য্য 'ইত্যাদি ব্যবহারের কি প্রকারে উৎপত্তি হয়।

এই প্রকার অশঙ্কা উত্থিত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সমাধান সূত্র করিতেছেন বৈশেষ্যাদিতি। আধিক্য হেতু তাহার ব্যবহার হয়। অর্থাৎ বিশেষের ভাব বৈশেষ্য আধিক্য ইহাই অর্থ ত্রিবৃৎ করণের দ্বারা সর্ব্বত্র ভুত ভৌতিক সমান হইলেও যে স্থলে যাহার অধিক্য তাহারই বাদ প্রধানতা স্বীকার করিতে হয়। এই সূত্রস্থ তু শব্দের দ্বারা শঙ্কা সকল নিরাকরণ করা হইল বুঝিতে হইবে। ত্রিবৃৎ করার পরে সর্ব্বত্র ত্রিরূপতা থাকিলেও কোথাও কোন ভূতের বৈশেষ্য অধিক্য হেতু সেই প্রকার ব্যবহার হয়।

অন্তপদের অভ্যাস দ্বিরুক্তি অধ্যায় পূর্ত্তির নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ত্রিবৃৎ করণের

ধিক্যাৎ তদ্বাদ ইত্যর্থঃ। পদাভ্যাসোঽধ্যায়পূর্ত্তয়ে ॥২২॥

বর্দ্ধস্ব কল্যাণ সমং সমন্তাৎ কুরুস্ব তাপক্ষতিমাশ্রিতানাম্।
ত্বদঙ্গ সঙ্কীর্ণি করাঃ পরাস্তা হিংস্রালতা যুক্তি কুঠারিকাভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ বেদান্তদর্শনে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিতে
শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥২।৪॥
সম্পূর্ণোঽয়ং দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥

হে কল্যাণ! সমন্তাৎ সমং বর্দ্ধস্ব, আশ্রিতানাং তাপক্ষতিং কুরুস্ব ' ত্বদঙ্গ সঙ্কীর্ণিকরাঃ হিংস্রাঃ লতাঃ যুক্তি-কুঠারিকাভিঃ পরাস্তাঃ" ইত্যন্বয়ঃ। ব্যাখ্যা চ—হে কল্যাণ! কল্পবৃক্ষ! শ্রীগোবিন্দদেব! শ্রীভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো! ইতি শ্রীশ্যামসুন্দরদেবস্য সম্বোধন পদম্। হে শ্রীভক্তবাঞ্ছাকল্পপাদপ! ত্বং সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ চতুর্দিক্ষু ভিব্যাপ্য সমং যথা স্যাৎ তথা, সর্ব্বমাবৃত্য বর্দ্ধস্ব, বিস্তারং ভব ইতি। মম সর্ব্বতঃ বর্দ্ধনেন কিং স্যাৎ? ইত্যত আহঃ—আশ্রিতানা—ভবমরুধ্বানং পরিভ্রমণং কৃত্বা সন্তপ্তাঃ যে মানবাঃ ত্বামাশ্রয়ন্তি তেষাং তব শরণাগতানামিত্যর্থঃ তাপক্ষতিং তাপঃ—আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকঃ তস্য তাপস্য ক্ষয়ং নাশং কুরুস্ব।

পরে অথবা পঞ্চীকরণের পরে যে ভাগে যে আধিক্য হয় সেই আধিক্য হেতু বাদ তাহার সেই প্রকার প্রাধান্য ব্যবহার সঙ্গত হয়। অতএব যে ভাগে পার্থিব অংশের অধিক্য তাহাতে পৃথিবী ব্যবহার হয়, এই প্রকার অগ্রেও বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সকল বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ শ্রুতিগণের পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবেই সমন্বয় সিদ্ধ হইল ইহাই ভাষ্যার্থ ॥২২॥

এই প্রকার সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্ত্যধিকরণ একাদশ সমাপ্ত ॥১১॥

এই প্রকার ষট্ পঞ্চাশৎ অধিক শততম সূত্রের দ্বারা (১৫৬) এবং চতুঃ পঞ্চাশৎ অধিকরণের দ্বারা (৫৪ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় প্রতিকূল সাংখ্যাদি পরপক্ষ সকল নিরাকরণ করতঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ সর্ব্ব শ্রুতি প্রাণবল্লভ শ্রীশ্যামসুন্দরের নিকটে যাচনা করিতেছেন বর্দ্ধস্বেত্যাদি। হে কল্যাণ! চতুর্দিকে সমান বর্দ্ধিত হও, আশ্রিতজনের তাপ ক্ষতি কর, তোমার অঙ্গ সঙ্কীর্ণ কারিণী হিংস্রা লতা যুক্তি কুঠারিকা দ্বারা পরাস্ত হইয়াছে।

অর্থাৎ হে কল্যাণ! কল্পবৃক্ষ! শ্রীগোবিন্দদেব! শ্রীভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো! ইহা শ্রীশ্যামসুন্দর দেবের সম্বোধন পদ। হে শ্রীভক্তবাঞ্ছাকল্পপাদপ আপনি সর্ব্বতোভাবে চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে প্রকার

নন্বু সর্ব্বব্যাপকস্য মে বৃদ্ধিং পূর্ব্বং কিং নাসীদিত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তদঙ্গ" ইতি। সর্ব্বতাপোপশমনকারিণী তদঙ্গচ্ছায়া সঙ্কীর্ণকরাঃ সঙ্কোচকারিণ্যঃ হিংস্রা লতাঃ কণ্টকজড়িতাঃ লতা বিশেষাঃ তদ্ বহির্ম্মুখাঃ কপিলকণাদ গৌতম-বৌদ্ধাদয়ঃ, যুক্তিকুঠারিকাভিঃ পরাস্তাঃ উচ্ছেদিতা ইত্যর্থঃ; যুক্তিস্তু তত্র তত্র প্রদর্শিতা, তস্মাৎ ইদানীং তদুচ্ছেদাৎ তে ঘন পলাশিতা করুণাচ্ছায়ায়াঃ সর্ব্বতঃ প্রসারণং যুক্তমেবেতি।

যস্যকৃপালবেনাপি বেদান্তদর্শনে মুদা।
ভাষ্যমভূন্নম স্তস্মৈ শ্রীগৌরাঙ্গকৃপালবে॥
সর্ব্বাষাং শ্রুতিব ক্যানাং যত্র সমন্বয়ো ভবেৎ।
তং শ্যামসুন্দরং দেবং সরাধিকং নমাম্যহম্॥
নমো ভগবতে তস্মৈ কৃষ্ণায় ব্যাসরূপিণে।
যস্য কৃপামৃতং দিব্যং ব্রহ্মসূত্রং রসার্ণবম্॥
নমোঽস্তু বলদেবায় গোবিন্দভাষ্যকারিণে।
মম জীবন সর্ব্বস্ব গুরবে বুদ্ধিদায়িনে॥২২॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে অবিরোধাখ্য
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থপাদস্য শ্রীমদ্‌বেদান্ততীর্থকৃতৌ
শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যং সম্পূর্ণম্॥
"দ্বিতীয়াধ্যায়ং সমাপ্তম্"

হয় সেই প্রকার সকল আবরণ করতঃ বর্দ্ধিত বিস্তারিত হউন! যদি বলেন-আমার সর্বত্র বর্দ্ধিত হইয়া কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন-আশ্রিত জনের সংসার মরু ভূমিতে পরিভ্রমণ করত সন্তপ্ত হইয়া যে মানবগণ আপনাকে আশ্রয় করে তাহাদের অর্থাৎ শরণাগত জনের তাপ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক অধিভৌতিক সেই তাপের ক্ষয় বিনাশ করুন।

যদি বলেন-আমি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্বে কি আমার বৃদ্ধি ছিল না? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন-তদঙ্গেতি সর্ব্বতাপ বিনাশ কারিণী আপনার অঙ্গচ্ছায়া সঙ্কীর্ণকারিণী হিংস্রালতা কণ্টক পূর্ণ লতা বিশেষ অর্থাৎ আপনা হইতে বহির্ম্মুখ কপিল কণাদ গৌতম বৌদ্ধ প্রভৃতি যুক্তি কুঠারিকা কর্ত্তৃক পরাস্ত উচ্ছেদিত হইয়াছে, তাহাদের যুক্তি সকল যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, অতএব ইদানীং তাহাদের

উচ্ছেদ হেতু আপনার ঘন পল্লবিত করুণাচ্ছায়ার সর্ব্বত্র প্রসারণ হওয়া যুক্তই হইয়াছে। যাঁহার করুণা লবের দ্বারা হর্ষ সহকারে শ্রীবেদান্ত দর্শনে শ্রীরসিকানন্দভাষ্য হইলেন সেই পরমকৃপালু শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার করি। যে পরতত্ত্ব শ্রীশ্যামসুন্দরে সকল শ্রুতি বাক্য বৃন্দের সমন্বয় হইতেছে সেই শ্রীরাধিকা যুক্ত শ্রীশ্যামসুন্দরদেবকে নমস্কার করি।

সেই প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান শ্রীব্যাসদেবকে প্রণাম করি, রস সাগর ব্রহ্ম সূত্র পরম দিব্য যাঁহার কৃপারূপ অমৃত হয়। শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য কর্ত্তা আমার জীবন সর্ব্বস্ব বুদ্ধি প্রদাতা গুরুদেব শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ পাদকে নমস্কার করি।

এই প্রকার শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যায় অবিরোধাখ্য

দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ পাদের শ্রীরসিকানন্দ ভাষ্য ব্যাখ্যায় শ্রীবেদান্ততীর্থ বিরচিত

"শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা"

বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা ॥২॥৪॥